GD. NO. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

[মূল্য ।৵০

শেষ নববর্ষ সংখ্যা] কলিকাতা, শুক্রবার, ১লা বৈশাখ, ১৩৫৭ ; ১৪ই এপ্রিল ১৯৫০ ।

পৃষ্ঠা

330.S
Ar.76

IN the 68 years of their existence in India, the Titaghur Paper Mills have been in the forefront in manufacturing high class papers from Indian raw materials. For paper requirements of printers, lithographers, schools, etc. Titaghur covers the widest range of qualities made in India. This range is widening.

TITAGHUR

THE LARGEST PAPER MILLS IN INDIA

ভারতের সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় বীমা প্রতিষ্ঠান

বুম্বে লাইফ এস্যুরেন্স কোং লিঃ

কান্ট্রাক্ট এণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

এজেণ্ট ও বীমাকারিগণের অভাবনীয় সুবিধা।

সেল এণ্ড কোং

চীফ এজেন্টস্

১০ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।]

ফোন : ৩১১৬ বাঃ

গ্রাম : "সীলবোন্ড"

I 7682

যুগান্তরের কথা

লেখক—শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইংরাজ রাজত্বের ঘাত প্রতিঘাতে বাঙ্গালী সমাজ ও মানসে যে দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহার পারপ্রেক্ষিতে কর্ম্মবীর স্যার রাজেন্দ্রনাথের জীবন আলেখ্য মনোরম ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—নীলিমা দেবী পাঠ-মন্দির।

৩৯ এ, মনোহর পুকুর রোড, কলিকাতা ২৯।

আর্থিক ভারত

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা] কলিকাতা, শুক্রবার ১লা, বৈশাখ ১৩৫৭ ; ১৪ই এপ্রিল ১৯৫০ [মূল্য ৮/০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিদায় ১৩৫৬	৩
হে নূতন বর্ষ	৫
ভারতভূমিতে বাস্তুহারা	৬
শরীফ ও মিরপেক্ষ রাষ্ট্র	
এক ঘরে ভাই	
উদ্বাস্তুর সমস্যা	৭
আশ্রয় শিবির	
সমাজের মেরুদণ্ড	৮
অর্থনৈতিক চাপ	
ভারত ভাগের দেশ	৯
বাজেট আলোচনা	
বিভিন্ন রাজ্যের বাজেট	১১
বিহার	
মধ্য ভারত	
মধ্যপ্রদেশ	
পাঞ্জাব	
উড়িষ্যা প্রদেশ	
মাদ্রাজ	
হায়দ্রাবাদ	
ভারত সরকারের শাসিত্য নীতির সমালোচনা	
ভারত-পাক বাণিজ্য	
দীর্ঘকালে আয়ত্ত উপযোগী ব্যবসায়	
আম	
আমলী	
কাসুন্দী	
আমচুর	
মাখনের ব্যবসা	১৮

বিদায় ১৩৫৬

১৩৫৬ সাল বিদায় লইল কিন্তু ১৩৫৭ সালকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাইবার জন্য কোন আগ্রহ ও আনন্দ আজ আমাদের নাই। বাঙালীর নববর্ষ তাহার কাছে যে আনন্দ আশা ও উদ্দীপনের বার্তা বহন করিয়া আনে ১৩৫৭ সালের নববর্ষে তাহার লেশ মাত্র চিহ্ন কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। রাজনৈতিক ক্রুর ক্রিয়া বাঙালীর জীবনকে লইয়া যে ছিনিমিনি খেলা হইয়াছে বাঙালীর রাজনীতিক সত্তাকে বিধ্বস্ত করিয়া বাঙলার প্রাণকেন্দ্রকে যে কঠোর আঘাত করা হইয়াছে সেই আঘাতে মূর্ছাহত বাঙালী এখনও চেতনা ফিরিয়া যে পায় নাই শুধু তাহাই নহে আবার পূর্ববঙ্গে বিবেকহীন এক রাজনৈতিক দলের আসুরিক অত্যাচারে এবং নির্মম হত্যাকাণ্ডের পুনরাভিনয়ের ফলে ২ বাঙালী আবার গৃহ হারা হইয়া আশ্রয়ের সন্ধানে আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহাদের মুখে অহরহ তাহাদের আশ্রয় বিহার "সমস্যা" আমাদের জাতীয় জীবনের চিরাচরিত সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়াছে এবং বহুদূরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সর্বহারা জাতি ক্ষোভে দুঃখে অভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে কাজেই নববর্ষকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবার প্রাণশক্তি আজ তাহার কোথায়। ১৩৫৬ সালের মত দুঃখ দলিত নববর্ষ বাঙালীর জীবনে আসে নাই এবং ১৩৫৭ সালে ও জাতির নববর্ষকে অভিনন্দিত করিবার শক্তি ফিরিয়া আসিবে কিনা তাহারও পর্যাপ্ত আশার রেখা দেখা যাইতেছেনা। সত্যই বাঙালীর জাতীয় জীবনে আজ যে চরম দুর্দিন দেখা দিয়াছে সেই দুর্যোগের দিন যদি অতিক্রান্ত না হয় তাহা হইলে বাঙালীর আর জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইবেনা ইহা ধ্রুব সত্য।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত সংকটত্রাণের পথ আমরা স্থিরনির্দিষ্ট করিতে পারি নাই ইহা আরও দুঃখের বিষয়। জাতির যাহারা ভাগ্যনিয়ন্তা তাহারা এখনও আমাদের চরম পরাজয়ের মনোভাবের পরিবর্তনের আশায় বসিয়া আছেন, যারে যারে তাঁহাদের সহযোগিতা ও উদারতাকে বিপক্ষদল দুর্বলতা বলিয়া গণ্য করিতেছে এবং সময় ও সুযোগ পাইলে অবিরত তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া আমাদের ভাই বোনদের সর্বনাশ করিতেছে কিন্তু আমাদের নেতারা তাহাতেও চক্ষুস্থির হইয়া উঠিতেছেন না অথবা যাহারা পরোক্ষভাবে সিমান্তের অপর পারের অতর্কিত আমাদের ভাইবোনদের নির্বাসিত জীবনে চরমক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেনা। এমন কি আজকাল দুই একবার এরূপও শুনা যাইতেছে অন্ত "সার্বভৌম" রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে আমাদের চরমক্ষেপ করা বিধি বহির্ভূত।

কিন্তু আসলে কি ইহাই নীতি সঙ্গত ? দেশ বিভাগের সময় সংখ্যালঘুদের কি এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই যে তাহাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা সবসময়ই দায়ী ! তাছাড়া যদি ঐরূপ দেশ-বিভাগের সময় বলা হইত যে চিরদিনের জন্য সংখ্যালঘুদের স্বার্থ বুদ্ধিমানীশ নামক বিবেকহীন এক রাজনৈতিক দলের পক্ষপুটে নিক্ষেপ করা হইয়াছে তাহা হইলে দেশবিভাগে জাতি কখনও সম্মত হইত না। অন্তঃপক্ষে দেশ বিভাগের পূর্বে দুই রাষ্ট্রে লোক বিনিময়ের দাবী সর্বাগ্রেই উত্থিত হইত। কিন্তু বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে ভিক্ষা লব্ধ স্বাধীনতা হাত হারাইবার ভয়ে বা সংখ্যা লঘুদের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য দুই পক্ষই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার আশ্বাস প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ফলে ভারতে সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইলেও পাকিস্থানের সংখ্যালঘুরা লীগ চক্রের ব্যাপক হত্যালীলার ভয়ে কোটী কোটী টাকা মূল্যের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, নিজেদের বহু জন্মের ভিটা বাস্তুভিটা ছাড়িয়া 'রিফিউজি' নামক এক মর্মান্তিক নামাবলী গায়ে জড়িয়া ভিক্ষা পাত্র হস্তে ভারত সরকারের দারপ্রান্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের এই দুর্গতির জন্য আমরা প্রত্যেকে কি দায়ী নহি ? পাকরাষ্ট্রের 'সার্বভৌমত্বের' নাম করিয়া যাহারা পূর্ব বঙ্গের সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব এড়াইতে চাহেন আমাদের মূল্যবান বলিয়া অভিহিত করিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

যে যাহা বলে সরকার পক্ষ যাহা কহিবেন বা করুন কিছু করিতে পারেন তাহার জন্য বসিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না, নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার পক্ষে সরকারের কার্যের চেয়ে আমাদের নিজেদের যে দায়িত্ব অনেক বেশী তাহা অনস্বীকার্য। তাহাই যদি না হয় তবে রাজনৈতিকদের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের পরিণাম যে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। পাকিস্থানের সঙ্গে চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার জন্য সরকারকে যেরূপ আমাদের চাপ দিতে হইবে তেমনি অন্তঃপক্ষে আমাদের নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা হইবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতে হইবে।

বাঙ্গালীকে জাতি হিসাবে, ব্যক্তি হিসাবে এই মহান দুর্যোগের মধ্যেও ভারতের জাতির জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবার সাধনা করিতে হইবে এবং কোন প্রবল শত্রু বিবেকান্ধ-রবীন্দ্র-সুভাষের বাঙ্গলাকে লুপ্ত করিতে পারিবেনা ইহা আমাদের প্রমাণ করিতে হইবে।

বাঙ্গালীর নিরন্ত্র সকল প্রচেষ্টার মধ্যে আজকাল অনেকে প্রয়োজনিকতার গন্ধ খুঁজিয়া পান কিন্তু তাহারা জানেন না যে বাঙ্গালীর উন্নতি-অবনতির উপর ভারতের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। বাঙ্গালী জানে, গরিমার শক্তিতে প্রবল হইয়াছিল বলিয়া আজ এত সহজে বিশ্ব সভায় স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে। আজ অন্তঃপক্ষে বাঙ্গালীর সেদিন দুর্দিন দেখা দিয়াছে তাহার গতীর দায় সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতিকে বাঁচাইতে এবং বাঙ্গালীর সম্মানকে অক্ষুণ্ণ করিবার জন্য সমগ্র ভারতে কর্ম-প্রচেষ্টা নিয়োগ করিতে হইবে, এবং একথা যদি ভারতের কর্ণধারগণ বিস্মৃত হন তাহা হইলে ভবিষ্যতের ভূলের জন্য তাহারা ইতিহাসের বিচারে দুষ্কৃতি হইবেন।

সর্বোপরি বাঙ্গালীকে তাহার [illegible] ও জাতির সংগ্রাম জয়ী হইতে হইবে [illegible] মানিবে তাহা আলোচনা আমরা [illegible] তবু বাঙ্গালীর জন্য আমরা যেন [illegible] করিতেছি, কাশীর যত [illegible] Vinay is a fairmen [illegible]

হে নূতন বর্ষ

পশ্চাতের শত শত বৎসর ডরিয়া যে জঞ্জাল জমিয়া উঠিয়াছে, তাহা একটি বৎসরের আবির্জাবে দূর হইবে কেমন করিয়া। যে অভিশাপ আর অবমাননা শত বৎসর পর-শাসনে আমাদের ব্যক্তি-গত ও রাষ্ট্রগত জীবনে জমা হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, একটি বৎসরের দীর্ঘনিশ্বাসে তাহা উড়িয়া ও মুছিয়া যাইবে, এমন ভরসা করা যায়না। কিন্তু আমার আশাসেই মানুষ জীবন ধারণ করে, আশার প্রেরণা না থাকিলে জীবনের উৎসাহ উহ্য হইয়া যাইবার কথা। পুরাতন বৎসরকে আমরা বিদায় দিই আশার ভরা করিয়া, নূতনের অভ্যর্থনা করি আশার রঙ-মশাল জ্বালিয়া।

১৩৪৬ সাল বিদায় লইল। আজ আমাদের হাতে ১৩৪৭ সমাগত। পুরাতনের পাতা ঝরিয়া গেল, নূতনের অঙ্কুর উদ্গম শুরু হইল। এই নূতন অঙ্কুরটি লতায় পাতায় ফুলে ফলে ভরিয়া বিশাল মহীরুহ হইয়া উঠুক—ইহা অবশ্যই আমরা কামনা করিব। কিন্তু গাছ জিয়াইয়া তুলিতে হইলে তাহার লালন প্রয়োজন, তাহার মূলে নিয়মিত জল সিঞ্চন আবশ্যক। যে নূতন বৎসর আজ আমাদের দুয়ারে অতিথির বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে আমরা যেন যোগ্য সমাদর করিতে পারি, উপযুক্ত ভাবে সম্বর্ধনা করিতে [illegible] আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। আমাদের উদাস্য ও অবিশ্বাসের নিষ্ক্রিয়তায় সে যেন ব্যর্থ হইয়া বিদায় না লয়, সে দিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

গত বৎসরের ব্যর্থতা আর পরাজয়, হতাশা আর হা-হুতাশ মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়া যদি নূতন বৎসরের সম্মুখীন হই, তাহা [illegible] পুরাতনকেও ফিরিয়া পাইব না, নূতনকেও গ্রহণ করিতে [illegible] পুরাতন যে পুরাতন চলিয়া গিয়াছে, সে তাহার দেওয়া [illegible] ইতিহাসের সঙ্গে করিয়া লইয়া যাক—ইহাই আমরা [illegible] করিব। [illegible] জীবনে আমাদের কতটা লাভ হইল, কতটা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইল—তাহার হিসাব আজ না লইলাম। কি হইতে পারিতাম, তাহা ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া লাভ নাই। কি হইতে হইবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়াই আজ যেন আমাদের কাজ [illegible]।

রবীন্দ্রনাথ নূতন বৎসরের সমাগমে বলিয়াছেন—

যাক্ পুরাতন স্মৃতি
যাক্ ভুলে-যাওয়া পঁথি
অশ্রু-বাষ্প সুদূরে মিলাক।
যাক্ যাক্!

বৈশাখকে আমরাও যেন অনুরূপ আশীষ দিয়া অভ্যর্থনা করিতে পারি। মনকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত করিতে না পারিলে পুরাতন আমাদের ছাড়িতে চায় না। অতএব মনকে বশে রাখাই হইতেছে প্রথম ও প্রধান কথা। চোখ হইতে অশ্রু-চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া নূতন চোখে এই নববর্ষের দিকে চাহিতে হইবে। এই ভাবে যদি চাহিতে পারা যায় তাহা হইলেই নূতন বৎসরের অফুরন্ত ও সৌরভ পরিপূর্ণভাবে আমরা উপভোগ করিতে পারিব।

কিন্তু একটা কথা তবুও বারবার মনে পড়িয়া যায়। আজ আমরা ঘরের কোণে বসিয়া নিরাপদ আশ্রয়ে রহিয়া এই কথা বলিতেছি। কিন্তু ঘর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া তাতারে কাতারে যেসব নরনারী ষ্টাটফরমে, মাঠে, প্রান্তরে, ক্যাম্পে ও অস্থায়ী কুটীরে জীবন যাপন করিতেছে, সেইসব গৃহহারা এই নববর্ষকে অভ্যর্থনা করিতেছে কেমন করিয়া। তাহাদের জীবনের উপর হইতে পুরাতন যবনিকা সরিয়া গিয়া নূতন বৎসরের আস্তরণ যে না দিয়া যাইল, তাহা বুঝিবার মত অবস্থা তাহাদের আছে কি না। তাহা থাকিবার কথা নয়। ঘটনাচক্র তাহাদের জীবনকে এমন ঘায়েই আঘাত করিয়া গিয়াছে যে, তাহারা নূতনে পুরাতনে ভেদ ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদের নিকট গতকাল ও আগামীকালের মধ্যে কোনো সীমারেখাই আর নাই। কিন্তু তবুও তাঁহারা যেন নিরাশ না হন, এটুকু প্রবোধ তাঁহাদের দেওয়া যায়। হয়ত বলা চলে, তুফানে পড়িলে হাল না ছাড়াই কর্তব্য।

আশা আর বিশ্বাস, ভরসা ও ভাষা বর্জন করিলে কোন কাজ করা চলে না। গৃহহারা ও ভূমিহীনদের আমরা কেবল এই কথাই আজ স্মরণ করাইয়া দিতে চাই মাত্র। যে অবস্থার মধ্যে তাঁহারা পরিয়াছেন, তাহা প্রত্যাশিত হইলেও আকস্মিক। এই আকস্মিকতাকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা তাঁহাদের মনে করাইয়া দিতে চাই—

যেথ যেথ কেই করিস্ রে ভয়
আঁচলে আর সূর্য্য হাসে।

কিছু বলা যায় না। যেরূপ আকস্মিকভাবে দুঃসময় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ঠিক তেমনি আকস্মিকতার সহিত সুসময় ও তো আসিতে পারে।

পুরাতন বছরের শেষদিকে দুইটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দুইজন প্রধানমন্ত্রী একত্রিত হইয়া একটা যুক্তা-পড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এই বোঝা-পড়া লইয়া অনেকের মনেই সংশয় ও সন্দেহ দেখা দিয়াছে। এ অবিশ্বাস অকারণ নয়। তবুও শেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি কিছু হইবার কথা নয়। যে ক্ষতি একবার ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া কোন লাভ নাই। এরূপ অতিরিক্ত সম্মুখীন আর যাহাতে হইতে না হয়, তাহার জন্য নূতন পথা আবিষ্কারের চেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়াই কর্তব্য। আমার শক্তি আছে বলিয়াই সে শক্তির অপব্যবহার যেন কখনো না করি—বিষয় সম্বন্ধে সতর্ক হওয়াই আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি।

যাঁহারা আপন ভিটামাটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পথের অধিবাসী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি অধৈর্য হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের উপর দোষারোপ করা চলে না। কিন্তু তাঁহাদের ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দেওয়া চলে। এই কথা বিবেচনা করিয়াই আমরা এই উক্তি করিয়াছি। আজ তাঁহাদের চোখের সম্মুখে যে ঘন মেঘ দেখা দিয়াছে, তাহার পর পারে প্রভাত সূর্য আছে কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু যে দুঃসহ কষ্টের মধ্যে তাঁহারা পড়িয়াছেন, তাহার তুলনায় একই কিছু না।

আরও একটা কথা হইতেছে এই যে, ধৈর্য হারাইলে তাহার দ্বারা লাভবান হওয়া যাইবে না, বর্তমানের দুঃখ তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র প্রতিবেশী-সুলভ আচরণ করে নাই বলিয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়া চলে, সব সময় প্রহার করা চলে না। যাঁহারা প্রহার দিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদের এ কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

আমরা নূতন বৎসরের নিকট হইতে শুভদিনের প্রত্যাশা করি। এই বছরের সূচনায় যে নূতন চুক্তি সাক্ষরিত হইল, তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হোক—এই আমাদের প্রার্থনা। কিন্তু নিছক প্রার্থনার দ্বারা এ কাজ সুসম্পন্ন হইবার কথা নয়। চুক্তি স্বাক্ষরের পরে প্রধান মন্ত্রী জহরলাল জাতিকে উদ্দেশ্য করিয়া সকলকে সক্রিয় হইবার পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার এই আবেদনে সাড়া যেন পাওয়া যায়। চুক্তি অনুযায়ী আমরা যেন আমাদের কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইতে পারি।

বাংলার প্রকৃত দুর্দিন আসিয়াছে। এই দুর্দিন আজ এমন চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, ইহাকে আমরা দুঃখের রজনীর শেষ প্রহর বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। নূতন উষার শুকতারার ঝিলিক-চিহ্ন ধারণ করিয়া নূতন প্রত্যূষ আমাদের দুয়ারে আসিবেই। বাংলা কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে, ইহা তাহার অগ্নি পরীক্ষা। এই অগ্নির মধ্যে বাংলা ভস্মীভূত হইবে না; ইহার তাপে সে নিজেকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে পারিবে ইহাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। তাই আমরা নূতন বৎসরকে এই বলিয়া আহ্বান করিতে পারি—

এস হে বৈশাখ।
তাপস-নিশ্বাস বায়ে
মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা
দূর হয়ে যাক্ যাক্ যাক্।

আমাদের মনে শত শত বৎসরের যে আবর্জনা জমিয়াছে তাহা যেন উড়িয়া মুছিয়া যায়; বাংলার বুকে যেন নূতন উষার সুপ্রভাত দেখা যায়।

ভারতভূমিতে বাস্তুহারা

শ্রীসুশীল রায়, এম, এ, বি, এল,

গত ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে শুরু করিয়া মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত পূর্ববাংলা হইতে ১০ লক্ষ লোক বিতাড়িত হইয়াছে তাহারা আসাম, বিহার ও পশ্চিম বাঙ্গলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ১০ লক্ষই অবশ্য একত্র নাথা নয়। তাহার পরেও লোক সরিয়া আসিতেছে। এই সংখ্যা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন। তাহার সঠিক সংখ্যা সুনিশ্চিত ভাবে লোক-বিনিময় বীথি এখনও করিতে পারে নাই; ইহা সম্ভবও করিতে [illegible] দুই লক্ষ আসিতে পারে বলিয়া [illegible] আমরা এখনও সংখ্যা [illegible] পূর্ববঙ্গে বোধ হিন্দু সংখ্যা [illegible] কোটি—তাহার [illegible] ইহার [illegible] লক্ষ চলিয়া আসিবার। এই [illegible] আসিলে তখন [illegible] প্রায় "চলিয়া" আসিতে [illegible]। কেননা,

যাহা করা দেখা যাইতেছে, তখন ঐক্য সম্ভাবে ইহা সকলের চলিয়া আসা সম্ভব।

ধর্ম্মীয় ও ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র

পাকিস্তান রাষ্ট্র—উহা মুসলমানের দেশ। সুতরাং অ-মুসলমান (এ ক্ষেত্রে হিন্দু) তাহাদিগকে তাহারা বিতাড়িত ও উৎখাত করিতে পারে। কিন্তু ভারত ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। লোক-বিনিময়ে ইহাই বাধা। কিন্তু ইহাতেই বা কি যায় আসে। ভারত নিজেকে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও লোক-বিনিময়ে ঐক্য বাধা হইবার কথা নয়। মুসলিম লীগ যুক্তি দেখাইতে পারে যে পাকিস্তান হইতে যে সংখ্যক মুসলমান (এ ক্ষেত্রে হিন্দু) অন্যত্রে বিতাড়িত হইয়াছে, ভারত সেই সংখ্যক মুসলমানকে [illegible] করা যাইতে পারে। তাহারা [illegible] ভারতের ধর্ম্ম নিরপেক্ষতা বাধাদান করে না। ইসলাম ছাড়াও ভারতে আরও নানা ধর্ম্মের লোক আছে—বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদি, খৃষ্টান, পার্সি প্রভৃতির সহিত ভারতের বা ভারতবাসীর কোন বিরোধ নাই। হিন্দুর সহিত তাহারা মিলিবে, তাহাদের হিত মিশিয়া রহিবে। পাকিস্তান হেতু অ-মুসলমানকে বিতাড়িত করিতেছে, ভারত হেতু অ-হিন্দুকে বিতাড়িত করিতে চায় না। তাহাতে, তথা ভারতে, অধিবাসীর বাধি এই যে, এখানে তাহাদের [illegible] নাই। ভারতের ভূমিতে তাহারা সকলে, ভারতের আলো-বাতাসে লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও যাহারা ভারতকে নিজের বলিয়া মনে না করে তাহারা ভারত ত্যাগ করুক—ইহাই ভারতবাসীর বাধি। মিঃ জিন্না মুসলমানদের কর্ত্তা সাজিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে মুসলমান ভারতের নয়—আগামী কালের। সুতরাং [illegible] এখন হিন্দু সংখ্যা কমিতে চাহিনা। মিঃ [illegible] তাঁহার মুসলিম লীগ মুসলমান সম্প্রদায়ের [illegible] নিয়া ও ইত্তেফাকুলী করিয়া [illegible] দ্বারা আজ তাহারা হিন্দু বিদ্বেষ করিয়া [illegible] ইহার পরে ঐ ঝোঁক যাহাতে ইহারা যে নিজেদের [illegible] তাহাকার ও [illegible] এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। পাকিস্তানীরা যেদিন পাকিস্তানে প্রাধিত হইবে, সেদিন তাহার দেশে প্রকৃত ইসলামিক [illegible] হইবে বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি।

কেবল রাজনীতি নয়, সমাজনীতি ও অর্থনীতির দিক হইতেও সব-দাবাকে মুসলমান পাকিস্তানে পাঠাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। তাহারা যে পরিমাণ ভূমি পাইয়াছে, সেই ভূমিতে তাহারা হিন্দু বিতাড়নে তাহারা যে স্থান শূন্য করিয়াছে, অ-মুসলমানের লোক লইয়া তাহারা সে স্থান পূর্ণ করুক এবং তাহারও তাহার ভূমিতে আসন লোকদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পরিমাণ মত ভূমির ও অন্যের সন্ধান করুক। এ দাবী ন্যায় সঙ্গত। ইহার উহা নাই, সাম্প্রদায়িকতা নাই, আক্রোশ নাই—ইহাতে আছে কেবল যুক্তি। যে মুসলমান নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া গৌরব বোধ করিল, তাহাকে অবশ্য ভারত ত্যাগ করিতে পাঠিবে না। কিন্তু মুসলিম লীগটাই ভারত হইতে বিতাড়িত না হইবার অজুহাত অধিকার বলিয়া বলিয়া লইলে অন্যায় হইবে। যাহারা ভারতকে ভালবাসে, ভারতের ভূমিতে যাহারা পবিত্র ভূমি জ্ঞান করে, ভারতের ভাই বোনের সঙ্গে যাহারা একত্রে অবস্থিতি, তাহাদের পক্ষে এ অন্যায় বিধান করা চলিবে। জানিয়া শুনিয়াও যে সব লোক ভারত বিরোধী লোকদের ভারতের ভূমিতে নিরাপদে ও নিরাপদে বিচরণ করিতে দেওয়া ঠিক নয়। ইহাতে ভারতের বন্ধনের পথ কণ্টকাকীর্ণ থাকিয়া যাইবে।

এক মনের ভাই

সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঝাড়িয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি। যুক্তি ও হিসাবের দ্বারা ভারতের বাধির প্রকৃতি আমি বুঝাইতে চাহিয়াছি। তাহাকে আমি জানি, যে কোন মুহূর্তে আমার মত ভুল সংশোধন করিতে পারে, এমন কি জীবন সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারে, তাহাকে এত জন ভাই ভাই সে কি করিয়া। এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, যাহারা কি হিন্দুর অনুরক্ত ভক্ত ও তাঁহার অনুরক্ত—তাহারাই ভারত হিতৈষী? মুসলমান কি না, সে বিচার না করিয়া ভারত-হিতৈষীর সম্বন্ধে ভারত হইতে উৎখাত করাই ভারতবাসীর বাধি। এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মান্ধ লোক তাহারা নিজ ধর্ম্মের মুসলমান। তা হোক, ইহাদের ভারতে বাস করিতে বলিলে ভারতের ধর্ম্মনিরপেক্ষতা কিছুমাত্র ক্ষতি গ্রস্ত হইবার কথা নয়।

আমরা যদি বলি—

আমাদের পথ ঠিক তাহাদের পথ

আমাদের নেতা ভারতীয় নেতা।

তাহা হইলে ভয়ের কোনো কারণ নাই। কারণ যদি না হয়, তাহা হইলে অন্য কিছুকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়।

উদ্বাস্তুর সংখ্যা

কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম। ভারতের ৫০ লক্ষ উদ্বাস্তু। গত কয়েক সপ্তাহে কি ভাবে এই লোক আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, সংবাদ পত্রে তাহার বিস্তৃত প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহাদের উপর দিয়া কম ঝড় যায় নাই। ইহা লক্ষ করিবার মত শক্তি তাহাদের আছে; কিন্তু শক্তি আছে বলিয়াই তাহা এ ভাবে বিধ্বংসিত হইতে দেয়। যে শক্তির প্রয়োগ দ্বারা তাহারা ঐক্যের সাধন লক্ষ্য ছিল, তাহা পাকিস্তানের যুক্তিসঙ্গতিকরণ তাহাদের মনে এই ভাবে অন্যায় হইতেছে। কিন্তু সে কথা আলোচনার অবকাশ এখন নাই। এই সব ভ্রান্ত, দুর্গত ও বিশ্ব জনসমূহকে আত্মনির্ভরতার দাঁড়ি গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হবে।

পূর্ব্বাঞ্চলে যাহারা একটা কিছুর ঘাড় করিয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বাঞ্চলে যাহারা একটা বৃত্তি

দি
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
লিমিটেড
ভারতীয় কোম্পানিজের পরিচালনাধীন সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
সর্ব্ব বৃহৎ ভারতীয় জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক
স্থাপিত—ডিসেম্বর, ১৯১১

অনুমোদিত মূলধন	৬,০০,০০,০০০৲
বিক্রয়ার্থ মূলধন	৪,৭৭,৫০,০০০৲
বিক্রীত মূলধন	৪,৭৬,৬৯,২৪০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	৩,১১,৪৯,২৫০৲
সঞ্চিত তহবিল এবং অন্যান্য তহবিল	৩,২১,৩৫,৬৪৯৲
৩১-১২-৪৯ তারিখের জমার পরিমাণ	
ডেপো হিল	১,২২,১৪,২১,২৭৯

ভারত, পাকিস্তান, বর্ম্মাদেশের সর্ব্বত্র শাখা ও সে অফিসসমূহ রহিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী রোড, বোম্বাই।

মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন ;
জে, পি, মানেজিং ডিরেক্টর
ডিরেক্টরবর্গ :
নিরলা বি রোজার, এডোকেট ; জেরমদাস, বাসুজী লবজাই দাস, এডোকেট ; হরজী ; মুলরাজ খাটাও, এডোকেট ; বজুলজী এক কমিশনিয়েট, এডোকেট ; কুবেরজী হরজজী দাস, এডোকেট ; মনোহরদাস হরজীবনদাস এসোসিয়েশন, এডোকেট ; মাবেকলাল প্রেমচন্দ, এডোকেট ; কারমাইকেল সি ওয়ালিস, এডোকেট।

স্থাপিত—ডিসেম্বর, ১৯১১

কলিকাতার অফিসসমূহ :—৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড, বড়বাজার—৭১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; ডিরেক্টরী—১০, সিডনে ষ্ট্রীট ; ভবানীপুর—৮৫, চেতলা রোড ; হাটখোলা—১৫, সেক্সপিয়ার ষ্ট্রীট।

অবসর করিয়া দীর্ঘিকা নির্ম্মাণ করিয়া আসিতে হইত, তাহাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কথিবার সময় সে সব বিচার-বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হওয়া হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। চুয়ার, ঢাকরী, ভাঙ্গার, কুমার, সরকী, চুরী—এমন অনেক লোক আছে। তাঁহারা দুর্দিনে বহুলোকের জীবন রক্ষা করিয়াছে, বাঁধিয়া দিয়া, ঔষধ-পাত্রাদি পরিয়া সাহায্যের হাত পাতিয়াছে, লেখা পিটিয়া কাটারি, দাবুক ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া চাষাদের হাতে-কলমে লোহার হাত করিয়াছে, কেহ কেহ চাষ করিয়া যাহারা কোনক্রমে দরিদ্র সমাজ পরিচিত হইয়া আছে, তাহাদের বেশ কিছু টুকিতে কিরূপ ব্যয় হয়। Right man for the right job নীতি অনুসরণ করিলে কিছু এখানে হেন যে সমস্যা নাই। এখানে প্রথম সমস্যা হইতেছে যেটি সম্বন্ধে পরিকল্পনা রচনা করা। সিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার সব ঔষধ পাইতেছেন, কিন্তু তাহাদের সকলের অবস্থা আমাদের দেখা এক। বাঁধের সর্ব্বোচ্চ যেটি ঔষধ ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করে হইতেছে। সেই ভিত্তির নামের দুর্দিন লোকের নিয়া ভাঙ্গা করিলে সব ব্যবস্থাই হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তাই আমরা প্রস্তাব করিয়া রাখিতেছি যে, এই বহুটি কেন্দ্র সব প্রকার ভিন্ন করিয়া ঠুকে। অবহেলিত দুর্দিনে, যাঁরা যান পাওয়ার সুযোগ দুর্দিনে এই সব অঞ্চলের যে কোন লোকের যদি আসা যাওয়া হইলে ঔষধ প্রতিষ্ঠা সঙ্গে সঙ্গে দুর্দিনেরও সঙ্গীবিত হইয়া উঠিবে।

১৯৪৮ সালে ডিটারমাণ্ট ব্যাপ করিয়া যে সব ঔষধ আসিয়াছিল তাঁহাদের অনুমতিতে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টে যে সব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অবশ্য অনেক এখন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। এখনো গভর্ণমেণ্ট যাহিদের অনেক সব সব করিয়াছেন—কেননা, ঔষধের সংখ্যা দুর্দিন এত অবাধ নিল না, ও হয় ব্যাপারের অনেক আসার হিসাবও এখন প্রকট নিল না। কিন্তু বর্ত্তমানের অবস্থা আরও দুর্দিন ও ভয়াবহ হইল।

সেই জন্যই এখন সময়ের প্রথম প্রয়োজন করিয়া যদি সব সব করা যায় তাহা হইলে সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। গভর্ণমেণ্টের দুর্দিনে করা করিবার, ঔষধ সংখ্যা যোগাযোগ উপায়ে করা হইবে, ঔষধ-পত্র সুফলা ভাবে করা হইবে না। সুতরাং ঔষধদিগের কিছুটা ঔষধী হইতে হইবে। তাঁহারা যদি সংঘবদ্ধ দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের উপর ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ বেগ পাইবার কথা।

আরও শিবির

কলিকাতা, বহরাম, ব্রাহ্মণী, মুরলা, অগ্রাণ, আসানসোল, পাঁচাগড়, সাহেবগঞ্জ, শালবনী, পাকুড়া—এই সবটি জায়গায় ঔষধ শিবির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা, বালাঘাট, ও অন্য গ্রাম যাতায়াত অন্য চারটি ঔষধই সব দুর্দিনে সময় বিমান ঘাঁটি স্থাপিত হয়। বিমান ক্ষেত্র স্থাপনের জন্য সেখানে সমবায় সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, সমর ভাঙ্গিয়া ক্ষেত্র সমান ও সরকার করা হইয়াছে; এবং ইহা দ্বারা সামরিক কার্য্যের উদ্দেশ্যে সমবায় উন্নতি তৈয়ারী করা হয়। সুতরাং এই রকম ঘাসে ঔষধদের ঘনসোর ব্যবস্থা করিতে কিছিন্ন পরিমাণে সুবিধা হইয়াছে বলিতে হইবে। যাহা কিছু-ই হউক ঔষধির জন্য সরকারের বিশেষ অপচয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিমান ক্ষেত্রগুলি যে ভাবে তাহাদের ভাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, পরিকল্পনা অনুসারে চলিলে ঔষধদের মেরামত ভাবে পাওয়া যাইতে পারে। এক-একটি শিবিরকে এক একটি কুটীর শিল্পের কেন্দ্র পরিণত করা হইতে পারে। যাহারা প্রকৃতিগত শিল্পের শিল্পী, তাহাদের বসতির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া এই শিল্পে পুষ্টি লাভ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া আরও বহু প্রকৃতিগত শিল্পী, তাহাদের শিল্প যেন ঔষধীদের দেখানো না হয়। সাধারণ হাজারার অথবা তাহাদের শিল্প চিত্র করিতে কুল হইলে তাহা যাহাতাহি কুল করিয়াই পরিমার্জন শিক্ষিত হইবে। ঔষধের কথা পৃথক ভাবে বলি।

সমাজের মেরুদণ্ড

ঔষধা হইতেছে [illegible] বাইলের কথা। যাহার [illegible] এমন কোনো বিশেষ [illegible] যায় না। কিন্তু সমাজের [illegible] যদি সমাজ অঙ্গ হইতে বিযুক্ত হইয়া [illegible] হইলে সেই সামাজিক অঙ্গের [illegible] আর হইবে না। সমাজের [illegible] সমস্যা এই সব সমস্ত শিল্পীদের [illegible] হইবে। মোট কথা এই যে, [illegible] একটী সমাজ সমাজ সুসংগঠিত [illegible] সমবায়ই যদি কোনো কুল [illegible] হইলে সে কুলের সংশোধন [illegible] আসিবে না।

যাহারা শিক্ষক, [illegible] লেখক, ব্যবসায়ী, [illegible] যারা পরামর্শ [illegible] অঙ্গ হয়। [illegible] ছাত্র [illegible]

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

(স্থাপিত ১৯৪০)

সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং

হেড অফিস :

৭, ওয়েলেসলী প্লেস,

কলিকাতা।

ফোন : এজে ১৪৪১

চেয়ারম্যান : শ্রীযদুনাথ রায়

ডাইরেক্টার-ইন-চার্জ্জ : শ্রীপ্রিয়নাথ রায়

—শাখাসমূহ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা, বালীগঞ্জ, দমদম, হাওড়া, বাঁকুড়া, পাটনা, নারায়নগঞ্জ।

যদি আমদের ধরতা যায় তাহা হইলে এই বিপুল সংখ্যক মজুরী দিয়া নইয়া একটী বলিষ্ঠ সমাজ গঠিত হইয়া উঠিতে পারে। যে যে দিকে মূলধনী ভারতকে সেই দিকে নিয়োগের ব্যবস্থাই ইহা সম্ভব। ভারতের নূতন করিয়া কোন শিল্প বীথিকে গড়িয়া তোলে সমাজের সুযোগের ও সোভাগ্যের অন্তরায় হইবে; যে সমাজ বল বয়সের ভারতের মতো সজীব ও সতেজ হইয়া উঠিতে পারিবে, তাহা হইতে ইহা তাহা আমরা নিশ্চই হইবে।

এই বিপুল অনাবৃত আমরা পথগুলি ভেদ না হই, এই অনাবৃত বস্তুগুলি, যাহাতে আমরা দেখিয়া বিহ্বল হইয়া ভেদ না, পড়ি—সেই জন্যই আমরা এই প্রস্তাব পেশ করিয়া রাখিয়াছি। এই অনাবৃতের মধ্যেও যদি আমাদের এই প্রস্তাবে কোনরূপ পথ-নির্দেশ সরাই থাকিয়া থাকে তাহা হইলে এই প্রবন্ধ সুধা বর্ষ বলিয়া মনে করিব না। আমরা তেমনই মনে করিয়াছি—সোকাসে দেখিয়া তবে তাহাদের সমাজ বিলিত ও বিস্তার হইয়া পড়িবেন। এই আশায় ওরই পর আমাদিগকে সমর্থনীয় অনুমানের কথা বলিতে হইয়াছে।

ইতিপূর্বে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা বিদ্যা বিস্তারে অবস্থার ক্রমিক-ব্যবস্থা কথার কথা-বলিয়াছি। অনুরূপ বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় সে-কথার উল্লেখ করিতে হইল। বৃত্তি বিদ্যার উপাদেয়ের প্রতিষ্ঠা করিবার পর বৃত্তি বিদ্যার বিদ্যার প্রবন্ধ তথা ৩৫ তাহা হইলে উপাদেয়ের দিকে তাহা সমাজোপযোগী কিছুটা বেশী পাওয়া যাইবে। যে স্থান হইতে তাহারা সাধারণিক ভাবে উপাদেয়ে হইয়া আসিয়াছে সে স্থান এবং তথা বিদ্যার ও বিদ্যুতের পরিবর্ত হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে [অর্থাৎ তাহারা] এমন ভাবে [অর্থাৎ তাহারা] প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে সুবিধা পাইবার আশা খুব কম হয়।

অবশ্য উপাদেয়ে উপাদেয়ের ভেদের তথা হইবার বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। এই সুযোগে আমরা আরও বলিয়াছি, উপাদেয়ের বিদ্যা যেই তথা উপাদেয় বৃত্তি-আমাদের বৃত্তি তথা তাহার উপযোগী সমাজের উপযোগ পাইবে তাহা হইলে তাহার দ্বারা উপাদেয়ে নিজের তথা উপযুক্ত হইবেন, ঠিক তথাটাই উপযুক্ত হইবেন ভারতবাসীও। তাহাদের উপযোগিত পথ ভারতেই লাভ করিবে।

অর্থনৈতিক চাপ

উপাদেয়ের আমরা যেরূপ তথা অর্থনৈতিক চাপ ভারতের উপর পড়িয়াছে, সে চাপ হইতে ভারতকে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। বস্তুত পক্ষে, মধ্যযুগে যারা চাপ বলিয়া মোচ হইয়াছে পুনিমুখ তাহার পরিত্রাণের ইহাদের তাহারা ভারতের সম্পদে ও সম্ভাব হয়ে পরিণত হইবে। এই অর্থনিত সমস্যাটী পূর্ণ সাধনার জীবিকা অর্জন করিয়াছে—জীবন ধারণ করিবার কৌশল উহাদের অজানা নয়। সেই কৌশল যদি ভারতের বৃদ্ধিকে নিয়োজিত না এবং তাহা নিশ্চিই পন্থা অবলম্বন করিবে, তাহা হইলে তাহা কল ভারত না পাইবে কেন।

ভারত তাদের দেশ

সমস্যাটী বহুত সমস্যার ও বৃদ্ধিগত ভাবে বিদায় রাখিয়াছেন কি না আমরা জানি না। দাদা, বীল ও খোপাণী—এই তিন কল ভারত পর্যন্ত নিবার পন্থা ভারত সরকার করিয়াছেন। সীমান্তে উপনীত ইমারতের ইহা দেখা যাইতেছে। তাহাতে উপনয়ন বৃদ্ধির কোনো উল্লেখ নাই। ইহা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এই তিনটি ভারতের অর্থ তিন প্রকার: দাদা—যাহারা কলিকাতা বা উপকণ্ঠে আত্মীয়-স্বজনাদির, কাছে যাইতে চান, বীল—যাঁহারা কলাম মধ্যেই সরকারী নিশ্চিতে যাইতে চান, খোপাণী—যাঁহারা কলাম বাহিরে যাইতে চান। অর্থ-প্রকার তাক একটী তথা বলিবার আছে। অনেক উদার দাবি করার দাবির দাবি-ও দাবি হইতেছেন না। এই বিপদের সময় উপাদেয়ের ভেদ-অবোজার ত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহারা যে প্রদেশেই যান, তাহা তাহাদেরই ভারত। সুতরাং-তাঁহাদের ইহাতে আপত্তি করা বাহুল্য নয়।

বাজেট আলোচনা

এবারকার বাজেটের বিভিন্ন প্রস্তাবের বাজেট বিবেচনা করিলে দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক প্রস্তাবেই উন্নয়ন ব্যবস্থার জন্য অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। জন-প্রতিনিধি ভারতীয় বিধানমণ্ডলীর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য রাজস্বসমূহের এই সদ্ব্যবহারে বিশেষভাবে উৎসাহ পাইবার কথা। বহু পঞ্চাশী পূরে তাহাদের তাদা নিয়ন্ত্রণের ভার আসিয়াছে তাহাদেরই হাতে। সুশাসন বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইতে হইয়াছে। এইরূপ বিশৃঙ্খলা অভিযোগ করিয়া ও সমস্যার সমাধান করিয়া অধিক অগ্রসর হইতে হইয়াছে। এই সমস্যাসমূহ সমাধানে বিভিন্ন রাজ্য নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নের জন্য যোজনা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এই প্রচেষ্টার, বহুবিধ আলোচনা করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের দৃষ্টির পথে ও গতির বেগে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না করিলে তাহাদের উন্নতির সম্ভাবনা যে কত, বিভিন্ন প্রদেশের শাসক-কর্তৃপক্ষ তাহা সমধিক করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

সত্যপ্রকাশের দৃষ্টিতে দেখিলে ভারত এখনো তাহার অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করিতে সক্ষম হয় নাই। এখনো তাহার আভ্যন্তরীণ পণ্যাদির মূল্য আশানুরূপ হ্রাস পায় নাই। প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন না হইলে পণ্যের মূল্য হ্রাস পায় না, অর্থনীতির মূলসূত্র ইহাই। এই তাহাই এখন ভারতের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে—উৎপাদন বৃদ্ধি। বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস করিবার জন্য ভারত এখন বদ্ধপরিকর। এই তাহাই অধিক খাদ্যশস্য ফলিবার শুরু হইয়াছে। ১৯৫১ সালের পর হইতে আর খাদ্য আমদানি করা হইবে না। ভারত সরকারের এই নীতির সমর্থন বিভিন্ন রাজ্যের বাজেটে পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক রাজ্যই যাহা কিছু অধিকতর ফসল উৎপাদনে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন। কোন কোন রাজ্য বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয়-বরাদ্দের অর্ধেক অংশ কৃষি-ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করিতেছেন।

আর একটি দিক হইতেছে প্রয়োজন। ভারত প্রয়োজন করিতে সাত দফা। এই সাত দফা প্রয়োজন উপলব্ধি করা না গেলে বাস্তবিক অর্থে তাহার কোন উন্নতি নাই। বিভিন্ন রাজ্য এই উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করিয়াছেন। তাহাদের বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে নিজ নিজ বিশেষত্বের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক রাজ্যের বাজেটেই বিদ্যুৎশক্তি পরিবহণ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, সংগঠনের আরম্ভ। ১৯৫২ সালের অবশেষ মাসে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু সরকারী বক্তৃতা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে, ভারত সরকারী বাজেটে শতকরা ৫০ ভাগ উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছে। এই নীতি অনুসরণ করিয়াই প্রায় প্রত্যেকটি বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন রাজ্য পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ এলাকার বাহির যে ভাবে প্রয়োজন করিয়াছেন দেখা যাইতেছে সে বাহির যদি পুরোপুরি ভাবে পূর্ণোদ্যম সহিত পালিত হয় তাহা হইলে তাহাদের পুরাতন সমস্যার সহিত নূতন সমস্যা সমূহের সমাধান হইতে বিলম্ব হয়ে পারিবে হইবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের ৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইতে কর বাবদ করিয়া উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৫৫ কোটি টাকা। কিন্তু ইহার পূর্বাপর হইতে হয় মন্ত্র, উদ্বৃত্ত আদায় যে উদ্বৃত্ত টাকা আয় উদ্বৃত্ত হয়ে থাকিবে না। এইরূপ অতিরিক্ত পূর্ণ বাজার জন্য বিভিন্ন রাজ্য প্রস্তুত আছেন।

টাটা আয়রন এণ্ড
ষ্টীল কোং লিঃ
এর তৈরী যন্ত্রপাতি।
৩০নং, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

বিভিন্ন রাজ্যের বাজেট

বিহার

১৯৪০-৪১ সালে বিহারের বাজেটে ৩১ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখানো হইয়াছে যে কাউন্সিল কেন্দ্রেন্সি-ডিগ্রি খাতে আদায় ১ কোটি ৮১ হাজার টাকা ঘাটতি হইয়াছে। অর্থাৎ মোট ঘাটতির পরিমাণ ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। উপায় উদ্ভাবনের উপর কোন হাত দেওয়া না হওয়ায় এই বাজেটে মোট আয় ২১ কোটি ৫ লক্ষ হইতে কমিয়া ১৪ কোটি ৯ লক্ষ হইয়াছে। আবকারি হইতে বিহার শরিফা হারে পাইত, সেজন্য বাটোয়ারার টাকার পরিবর্তে বরাদ্দ করা হইয়াছে। শরিফা ১৩ পাইবার পরিবর্তে বিহারকে মাত্র বারো আনা দেওয়া হইয়াছে। চায়ের সেসের বাদ ও অন্যান্য বাবদে আদায়ের হার কমিবার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে আয় ৮০ লক্ষ টাকা কম বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাছাড়া বিহারের বাজেটে মোটর বিক্রয়ী পরিমাণ পূরণ করার পক্ষে সহায়ক হইয়াছে। যে আদায়ের উপর প্রতি টাকায় ছয় আনা কমিয়া জোর দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ বিহারে শরিফা হারে বার টাকা কমিয়া জোর দেওয়া হইল। এই টাকা কি ভাবে ওয়াশিল করা হইবে এবং এই জোর দেওয়ার ফলে ব্যবসায়ের আয় বৃদ্ধি হইবে কিনা, ইহাও ভাবিবার বিষয়।

বিহারের অর্থ সচিব জোরের সহিত বলিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ন্যায্য টাকার পরিমাণ বরাদ্দ পাওয়া সত্ত্বেও বিহারের বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করানো সম্ভব হইবে। বিহারের শাসন পরিচালন অর্থ আয় এবং কয়েক বৎসর কাজ চালাইবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট বলিয়া হইবে। বাবেন্দুর উপযোগী পরিকল্পনা বাবদ প্রায় ১ কোটি টাকা ধরা হইল, এবং অসমাপ্ত কাজের প্রয়োজন বাবদ আরও কোন কোটি টাকা অতিরিক্ত কাজের আরও ৫১ লক্ষ টাকা ধরা হইবার কথা।

সবচেয়ে বেশী ব্যয় বৃদ্ধি দেখানো হইয়াছে শিক্ষা খাতে। এ বছর ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার স্থলে আগামী বছর ৩ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য না পাওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কাজ করিয়া যাওয়াই হইবে। ইহা ছাড়া অধিক ব্যয় বরাদ্দের জন্য ৪ কোটি টাকা ধরিতে হইবে।

উড়িষ্যা

১৯৪০-৪১ সালে উড়িষ্যার ১৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া তাহার বাজেটে প্রকাশ। আনুমানিক আয় হইবে ৩৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা এবং আনুমানিক ব্যয় ৩৯ কোটি ১৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। যে সব পরিকল্পনা সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখা যায় তাহার উপর হাত দিয়া ব্যয় হ্রাস করিয়া আগামী বৎসর প্রায় ১ কোটি টাকা কম খরচ করিতে পারা যাইবে বলিয়া বাজেটে দেখানো হইয়াছে। আর্থিক অসুবিধার জন্য এই বাজেটে ১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা এ বছরও ২৯ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা আগামী বছর ব্যয় হ্রাস করা হইয়াছে। ●

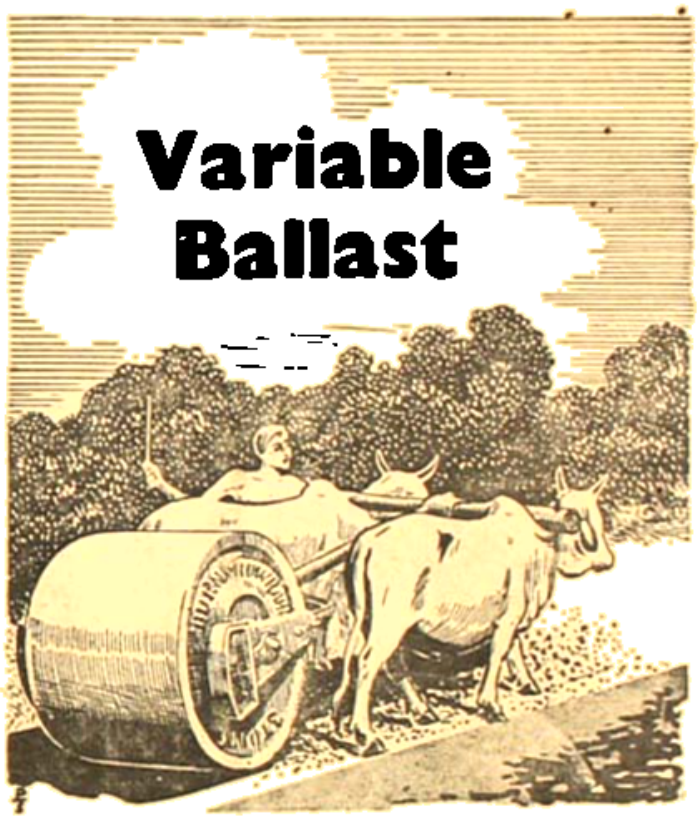

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 46 cwt. empty, nearly 63 cwt. filled with water and over 70 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.

AGENCIES DEPARTMENT

12, MISSION ROW, CALCUTTA.

BRANCHES AT - NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

B H - 4

ব্যয় হ্রাস করার এই পরিকল্পনা সত্ত্বেও অন্তরক্ষ সদস্যদের উইচি সাহেবের জন্য যে ব্যয় করার কথা, তাহা হ্রাস করিবার কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই। বিদ্যুৎ খাতে পরিকল্পনার কাজ চলিতে থাকিবে এবং এ বাবদ আরো তিন কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে এই বাবদ কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট ১০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন; চলতি বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাবদ প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয় করা ছিল, কিন্তু ৫৯ লক্ষ টাকা কম বিয়াছেন। এইটি দিয়ে উইচিসাহেব বাজেটে খরচ সুলভ করিবার আভাস দেওয়া যায়। কুমুনুকের উইচিসাহেব নূতন রাজধানী নির্মাণের জন্য ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। তিন বছরে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার ২৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। তিন বছরে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ১৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে। সুতরাং, সুকক-৭১, ইয়ুয়ে প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত এলাকায় 'তোকো-পুরে' এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

প্রবা ভারত

অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ব্যয়ের ব্যয় সংকোচের ফলে যা ব্যয়ের এই পরিবর্তন ছেড়ে কিন্তু আদৌ অসন্তুষ্ট পরিচয় দেয়। ইহার ফলে মোট ব্যয় ২৯টা আয় হইয়া ছিল, ১৯৪০-৪১ সালে তাহা অপেক্ষা প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা কম আয় হইবে বলিয়া বাজেটে দেখানো হইয়াছে। আবকারী হইতে এই সব খাতের প্রত্যেক ব্যয় ৫৫ লক্ষ টাকা পাইবে। সুতরাং বিক্রয়ের উপর এবং আমোদ প্রমোদের উপর কর বসাইয়া কথা সত্ত্বেও এই প্রত্যেকটি খাতের সম্ভাব্য আয় কমিয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু খুব সতর্কতার সহিত আয় ও ব্যয়ের বরাদ্দ স্থির করার ফলে ১১ লক্ষ টাকা বাড়তি থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৪০-৪১ সালে মোট ১০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা আয় ধরা হইয়াছে, এবং ১০ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। গত বারের বাজেটে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা বাড়তি দেখানো হয় কিন্তু শেষ বেশ ৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়। অর্থ সচিব আগামী বছরের বাজেট পেশ করিবার সময় অনুরূপ ঘটনার আশা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা যদি ঘটে তাহা হইলে ১১ লক্ষ টাকা বাড়তি সম্বন্ধে পূরণ করা যাইবে বলিয়া মনে হয়। গভর্নমেণ্টের অর্থের এইরূপ টানাটানির সময়ও নানারূপ সংস্কারের ও উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ করিয়া যাইবার জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই সকল কাজের মধ্যে খাল খনন ও উন্নয়ন এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আনুমানিক আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া আছে। অধিবাসীদের হিত প্রসার নূতন কর দিতে হইবে। এই তিনটির মধ্যে বিক্রয়-কর ও প্রমোদ-কর প্রাদেশিক সরকার আদায় করিবেন, এবং তৃতীয়টি হইতেছে আয়-কর যাহা আদায় করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার।

প্রধান প্রদেশ

মধ্যপ্রদেশের বাজেটে এবার বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। উদ্বৃত্তের পরিমাণ অধিক হইয়াছে, এবং এইরূপ উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়া কর হ্রাস করা হইয়াছে। এ বছর সংশোধিত বাজেটে ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয় এবং ১৯৪০-৪১ সালেও কোটি ১৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বাজেটে দেখানো হয়। দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের অবস্থার জন ও আরাম দেওয়ার জন্য ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। নূতন শাসন সংস্কার বিধানানুযায়ী ১৯৪০-৪১ সালে ৭৫ লক্ষ হইতে ১কোটি টাকা আদায় বিক্রয় কর হইতে আয় হইবে। এইরূপ হ্রাস করা সত্ত্বেও অন্যান্য যে সব কেন্দ্রীয় রাজস্ব এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহার ভালোর জন্য ও কিছু ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিবে। আগামী সমস্ত বৎসর এই সব অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রীয় খাতা এই প্রদেশের উপর ভার হিসাবেই গণিত বলিয়া মনে হয়। শিল্প সংস্থাসমূহের বিষয় বলিতে গিয়া অর্থসচিব জানান যে, শিল্প উন্নয়নের জন্য ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। নাগপুর মিলস ২ কোটি টাকা ঋণ লাভের পাইবে, এই মিলকে ইতি পূর্বেই ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। অমরাবতী মিলকে ৪৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে, আরও ৬৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে।

ডানলপ

আর-এইচ-এস

ট্রাক ও বাসের টায়ার

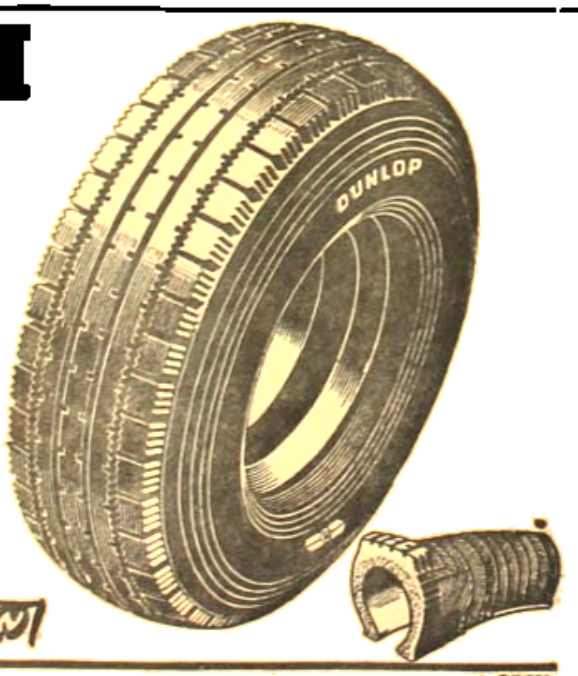

এই বড়ো, ভারি টায়ারের কেলিএর জন্যে ডানলপের নিজস্ব প্রথায় প্রস্তুত রবারে তৈরানো সুতো থাকার দরুন এটি আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বর্তমান টায়ার ইতিহাসে এর শক্তি ও বলীয়ত্ব এর অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রমাণ করে।

বড়ো-ভারি-নিরাপদ এবং তৈরানো সুতো

DX 352

অধিক ধান জন্মানো হবে, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার সময়, ও গ্রামে সেচের ব্যবস্থা রাখার জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শিক্ষা বিস্তারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া অর্থমন্ত্রি মিলার দাবিও করেন।

পাঞ্জাব

১৯৪৯-৫০ সালের সংশোধিত বাজেট ও ১৯৫০-৫১ সালের নূতন বাজেট পেশ করিবার সময় পাঞ্জাবের অর্থ সচিব মন্তব্য করেন যে, অনেকটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই এই প্রদেশের আর্থিক অবস্থা অনেকটা ভালোর দিকে গিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে ৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখানো হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে যাহা সম্প্রসারণ এই বাজেটের বিশেষত্ব বলা চলে। গভর্নমেণ্টের শিক্ষা উন্নয়ন কিছু করিয়া বাজেট ভরা করা হইলেও অধিক ধান জন্মান অভিযানের জন্য অর্থের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এ বছর ১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা এই খাতে ব্যয় করা হয়, আগামী বছর এই অঙ্কে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। জল-কর শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে যথোপযুক্ত অর্থ ব্যয়িত হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে। বহু দপ্তরের জন্য সরকারী লাভের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মঞ্জুরের সাব্যস্তের পরিমাণ কমানো হইয়াছে, তদুপরি এবং ও লক্ষ টাকার খাতেও ব্যয় হ্রাস করা হইয়াছে।

এই প্রদেশের মোট আয় হইবে ১১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা, ও মোট ব্যয় হইবে ১৬ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা বাজেটে এইরূপ নিলাম দেখানো হইয়াছে। সংশোধিত বাজেটে এ বৎসর ১৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা আয় দেখানো হয় ও ১৬ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়।

রাজস্বের জন্য পাঞ্জাব বিশেষ ভাবে উদ্বেগ বোধ করিতেছে। কিন্তু এই প্রদেশ বিভক্ত হইবার ফলে অনেক সুবিধা এখন অতিরিক্ত অসুবিধায় পরিণত হইয়াছে। ইহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এখানে আসিয়া পৌঁছানোয় এক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এই দুই সমস্যা এই প্রদেশ আর্থিক অবস্থা অনেকটা ঘোরালো করিয়াছে বলা চলে।

উত্তর প্রদেশ

উত্তর প্রদেশ ও মাদ্রাজ একমাত্র। যাহা যে সকল পরিমাণ অর্থ আয়ের, এ বিষয় পুনরুল্লেখের কোনো প্রয়োজন নাই। এই কারণেই ইহারা অধিক ব্যয় করিয়া ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম। সেই সঙ্গে সাধারণ বিভিন্ন জন পরিকল্পনাকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া সমস্ত ভারে ব্যয় হ্রাসের চেষ্টা করা হইয়াছে।

১৯৪০-৫১ সালের উত্তর প্রদেশের বাজেটে ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখানো হইয়াছে। প্রায় ৫২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা আয়, এবং ৪৬ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বাজেটে প্রকাশ। প্রায় ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় করার অনুমোদন পরিষদের ব্যয় করিবার জন্য, ও তাহি পূরণ কল্পে ১৯ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করার জন্য বাজেটে করা হইয়াছে। উদ্বৃত্ত ব্যয় অনেকটা বৃদ্ধিই পাইবে; কেননা ১৯৫০-৫১ সালে জমি খাঁর খাতে ব্যয় ও কোটি টাকা ধার্য করা হয়। কিন্তু বর্তমানে ইহা প্রায় ১৭ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। এমন কি, আরও নিকট ভবিষ্যতে, অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালের এ খাতে ৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ধার্য হয়। বিভিন্ন দিক দিয়া করিলে উত্তর প্রদেশকে এক্ষণে পঞ্চম শ্রেণীর রাজ্য বলিলেই যথেষ্ট হয়। আয়, চিনি, গুড়, ইত্যাদি হইতে যে আয় হইবে তাহাতে এখানকার অতিরিক্ত শিল্পটি যথেষ্টভাবেই মোচন করিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া জমিদারী প্রথা বিলোপ ও রাজস্বের অন্যান্য উৎসে সাধনের জন্যও এই প্রদেশ আরো অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে উত্তর প্রদেশের বাজেটটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। কেননা, গত বৎসর যাহাদের মধ্যে আয় ও ব্যয় এখানে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মাদ্রাজ

এ বছর মাদ্রাজের বাজেটে অনেকটা আশার অবস্থা দেখা যায়। গত বছর বাজেটে যখন লবণের শুল্কের উপর কিছু কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়। তখন তাহা লইয়া কিছুটা অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। আগামী বছর আনুমানিক আয়ের দেখানো হইয়াছে—৩৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। ব্যয় দেখানো হইয়াছে—৩৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা; ঘাটতি দেখানো হইয়াছে—৫৪ কোটি

আপনার মাল রাত

হিমালয়ানের

বিমানে পাঠান

• কলিকাতা • বোম্বাই
• মাদ্রাজ • দিল্লী
• নাগপুর

প্রতি সকালে পৌঁছে

চাটুকা তাড়াতাড়ি ও সস্তা

এক সাথে বেশী মাল পাঠাবার সুবিধাজনক মাশুল

বুকিং এজেন্ট :—ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট
হিমালয়ান এভিয়েশন্ লিঃ।
৯৪, এলগিনস্টোন ইষ্ট, কলিকাতা ৯ ফোন: বেহা. ১৪৭০।

৫১ ১৩ টাকা। এ খরচের আয় হইতে আমাদের আর্থিক বছরে প্রায় ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে যে ৭১ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৯৪৫-৪৬ সাল হইতে আয় প্রায় ২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল বিক্রয় কর বাবদই যে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, এমন নয়। প্রত্যেক খরচের মূলের জন্যও এই আয় বৃদ্ধি হয় নাই। অনেকে আশা করেন, এ খরচের জন্য বীমার টাকা পাওয়া যাইবে। আয় বাবদ যে টাকা গৃহীত হইবার তাহা এই মূলধন খাতে ধরিয়া রাখিতেছে, ইহাতে অনেকের হয়ত সন্দেহের উদ্রেক হইবে। যদি চোরাকারী অথবা অন্য কারণে বিক্রয় না হইত তাহা হইলে আয় অনেক বেশি হইতে পারিত বলিয়া অনেকের ধারণা। এবার বাজেট আলোচনার সময় বীমার দাবির পরিমাণ সম্বন্ধে অনেক সদস্য প্রশ্ন করিবেন বলিয়া মনে হয়।

গ্র্যাণ্ড ষ্টোন এ্যাসোসিয়েশন এণ্ড কোং লিঃ

৪, ক্লেয়ারসী ষ্ট্রেস্, কলিকাতা।

টেলিফোন : বাজ ২৩৯১—২৩৯৫।

টেলিগ্রাম : বাট।

ষ্টীমার এজেণ্টস্

দি বিহি লাইন লিঃ

লোয়ার এণ্ড বাক্‌ষাল এক্স এক্স কোং লিঃ

এস লাইন লিঃ

ইম্‌পোর্টারস্ ও ইণ্ডিয়েন্টস্

অফিস আবশ্যক সরঞ্জাম নির্মাতাদের

এজেন্টস্ প্রভৃতি

অফি নির্মাতক, বিক্রয়কারক

ডি. ডি. ই পোর্টা-ব্যাণ্ড অপারেটরস্

ধলিয়া (রাজ)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্

ফেজ এণ্ড কোং লিঃ

(চিনি ও অন্য প্রস্তুতকারক)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টার্চ, কোং লিঃ

কলিকাতা ক্যাপ্তি এণ্ড বিস্কিট কোং লিঃ

(বিস্কিটকারক)

ইম্‌সিউরেন্স ও সার্ভেড এজেণ্টস

যে ৩৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, তাহা পাইকোয়ারী, বন্দরপাল্লী ও অন্যান্য এই শ্রেণীর অপ্রধান অন্যান্য খাতের অতিরিক্ত আদায় দ্বারা পূরণ করাইয়া লওয়া হইবে। রাজস্বের অর্থনীতি প্রবীণ আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব বৎসর এই বাবদে অতিরিক্ত পাওনা যাইতে পারে। তিনি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ধারণা লাভ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, আয় অংশে সরকার হয় কেন্দ্রীয় ধরটোয়ারার ১৮ হইতে ১৭'৫ করা হইয়াছে। সাধারণ বিভাগের ব্যয় বাবদ বাজেটে ১১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ধার্য করা হইয়াছে; এ খরচের বাজেটে সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কীয় প্রাথমিক খরচার জন্য ১০ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ধরা হইয়াছিল।

১৯৪৭-৪৮ সালে বিক্রয় বাবদ ১৮ কোটি টাকা আয় ধরা হইয়াছে—এই খরচের জন্য বিক্রয়কর ও বিক্রয় বৃদ্ধির হারের আলোচনার বিস্তারিত ও ধরা আছে। ৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত ৩ টাকা পরিমাণ লবণ, ১০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন হইবে, ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনায়, ধরা হইয়াছে। ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পুনর্গঠনের উন্নয়ন খাতে এবং ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের জন্য ধার্য করা হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশ হইতে তিলাবলির নিষেধের পূর্বে প্রাপ্ত হইত, তাহা এখনে এই খাতেই অন্তর্ভুক্ত পরিচিত হইত। এ বিষয় অর্থনীতি অধিক আলোচনা করেন না।

হায়দ্রাবাদ

বোম্বাই এবং পাঞ্জাব ও পূর্বপাঞ্জাব কেন্দ্রের জন্য ইউনিয়ন খাতীয় প্রায় এক্সাইজ বাবদ প্রধান প্রধান প্রদেশ ১৯৪৭-৪৮ সালে খাইরি খাতেই পেশ করিয়াছে। হায়দ্রাবাদের খাইরি খাতেই পেশ করিয়াছে। হায়দ্রাবাদের ও খাইরি খাতেই দেখা যায়—মোট খাইরির পরিমাণ সাড়ে বারো লক্ষ টাকা। কিন্তু ইহার মোট আদায়ের তুলনায় এই খাইরি অবশ্য অতিরিক্ত নয়। হায়দ্রাবাদের মোট আয় ৭৮ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। এতদিন যাবৎ হইতে ভারতভুক্তির সময় যে আর্থিক অভি হিসাব হইল, তাহা পূরণের জন্য বিক্রয়-কর-বাবদ করা হইয়াছে। পাঞ্জাব, বোম্বা. বি ও অন্যান্য ইউনিয়ন উপর কোনো কর আরোপ করা হইবে না। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় হায়দ্রাবাদে করের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া করা হইয়াছে। বিক্রয়-কর বৃদ্ধির আলোচনার জন্য, এখানকার অধিবাসীদের প্রতি এই কর বহন করিতে বলা হইয়াছে। এখানকার আয় একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই যে, এখানে যে টাকার চল্ আছে, তাহা ধীরে ধীরে তুলিয়া দিয়া ভারতীয় টাকার প্রবর্তন করা। হায়দ্রাবাদে পুলিস আক্রমণের পর হইতেই হায়দ্রাবাদী টাকার চলন ধীরে ধীরে কমিতে শুরু করে, এবার তাহা আর একটু জোর চালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই খাতের অনেকটা আয় এবার হইতে ভারতীয় ইউনিয়ন তহবিলে জমা হইবে। ইহা সত্ত্বেও হায়দ্রাবাদের আয় ও ব্যয় সাধা ধরিলে দেখা যাইবে। সেনাবাহিনীর উপর পূর্বে অতিরিক্ত হইত ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা, ১৯৪৭-৪৮ সালে তাহা পরিবর্তে ব্যয় ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য করা হইয়াছে। ইহাদের যে টাকা বাঁচিবে তাহার কিরূপ ব্যবহার হইবে তাহা প্রাদেশিক পুলিস বাবদ। পুলিসের জন্য এবার ৭০ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় ধার্য করা হইয়াছে। অসামরিক বিমান সূত্রে যাত্রী সংকোচের পরামর্শ দিবার জন্য একটি অর্থনীতি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। অনেকটি অর্থ-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান লোকসান দিয়া চলিতেছে। এখন এই সব প্রতিষ্ঠানকে পুনঃ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে।

বিজ্ঞাপনাবলী

• "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

• মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

• ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

• ষাণ্মাষিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ' এবং এজেন্সীর জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত" এর অফিসে বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে

ভারত সরকারের বাণিজ্য নীতির সাফল্য

(প্রাপ্ত)

ভারত সরকারের বাণিজ্যনীতির মূল উদ্দেশ্য হইতেছে "রপ্তানী বাড়াও আর আমদানী কমাও।" গত বৎসরের বাণিজ্য পরিসংখ্যানের হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে ভারতে প্রতি মাসে আমদানী হইতেছে আটচল্লিশ কোটি টাকার পণ্য আমদানীর পরিমাণ মূল্যের রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু মাসের মাস হইতে এই বাণিজ্যিক গতির পরিবর্তন দেখা দেছে, মাসের মাসে ভারতের আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪৩৭১ কোটি টাকা কিন্তু ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ দাড়াও ৪১৮৬ কোটি টাকা। হিসাবের মাসের হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই তবে এখনও নিশ্চিত করিয়া বলা চলে যে আর কয়েক মাসের মধ্যে ভারতের বাণিজ্যিক ঘাটতি দেখা যাইবে না এবং প্রয়োজন ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতির পরিবর্তে উদ্বৃত্ত দেখা দিবে।

এই বিষয়ে ভারত সরকার যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার ফলও দেখা যাইতেছে, এবং মাসের মাস হইতে ভারতের বাণিজ্যিক উন্নতির কারণ স্বরূপ সরকারের আমদানী হ্রাস (খাদ্য সহ) ও রপ্তানী বৃদ্ধির সর্বাধীন প্রচেষ্টার সাফল্য।

আশা করিতে পারা যে ভারত সরকার আমদানী হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও জি, এল (মুক্ত জেনারেল লাইসেন্স) প্রথায় প্রবর্তন করেন এবং উক্ত বিভিন্ন লাইসেন্সের দ্বারা বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়, এবং মাসের মাস হইতে ভারতের যে বাণিজ্যিক উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা উক্ত প্রচেষ্টারই ফল।

আশা করিতে পারা যে ভারত সরকার আমদানী হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও জি, এল (মুক্ত জেনারেল লাইসেন্স) প্রথার প্রবর্তন করেন এবং উক্ত বিভিন্ন লাইসেন্সের দ্বারা বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়, এবং মাসের মাস হইতে ভারতের যে বাণিজ্যিক উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা উক্ত প্রচেষ্টারই ফল।

আশা করিতে পারা যে ভারত সরকার আমদানী হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও জি, এল (মুক্ত জেনারেল লাইসেন্স) প্রথার প্রবর্তন করেন এবং উক্ত বিভিন্ন লাইসেন্সের দ্বারা বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়, এবং মাসের মাস হইতে ভারতের যে বাণিজ্যিক উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা উক্ত প্রচেষ্টারই ফল।

আশা করিতে পারা যে ভারত সরকার আমদানী হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও জি, এল (মুক্ত জেনারেল লাইসেন্স) প্রথার প্রবর্তন করেন এবং উক্ত বিভিন্ন লাইসেন্সের দ্বারা বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়, এবং মাসের মাস হইতে ভারতের যে বাণিজ্যিক উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা উক্ত প্রচেষ্টারই ফল।

আশা করিতে পারা যে ভারত সরকার আমদানী হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও জি, এল (মুক্ত জেনারেল লাইসেন্স) প্রথার প্রবর্তন করেন এবং উক্ত বিভিন্ন লাইসেন্সের দ্বারা বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়, এবং মাসের মাস হইতে ভারতের যে বাণিজ্যিক উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা উক্ত প্রচেষ্টারই ফল।

আশা করিতে পারা যে ভারত সরকার আমদানী হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও জি, এল (মুক্ত জেনারেল লাইসেন্স) প্রথার প্রবর্তন করেন এবং উক্ত বিভিন্ন লাইসেন্সের দ্বারা বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়, এবং মাসের মাস হইতে ভারতের যে বাণিজ্যিক উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা উক্ত প্রচেষ্টারই ফল।

আশা করিতে পারা যে ভারত সরকার আমদানী হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও জি, এল (মুক্ত জেনারেল লাইসেন্স) প্রথার প্রবর্তন করেন এবং উক্ত বিভিন্ন লাইসেন্সের দ্বারা বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়, এবং মাসের মাস হইতে ভারতের যে বাণিজ্যিক উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা উক্ত প্রচেষ্টারই ফল।

আশা করিতে পারা যে ভারত সরকার আমদানী হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও জি, এল (মুক্ত জেনারেল লাইসেন্স) প্রথার প্রবর্তন করেন এবং উক্ত বিভিন্ন লাইসেন্সের দ্বারা বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়, এবং মাসের মাস হইতে ভারতের যে বাণিজ্যিক উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা উক্ত প্রচেষ্টারই ফল।

আশা করিতে পারা যে ভারত সরকার আমদানী হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও জি, এল (মুক্ত জেনারেল লাইসেন্স) প্রথার প্রবর্তন করেন এবং উক্ত বিভিন্ন লাইসেন্সের দ্বারা বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়, এবং মাসের মাস হইতে ভারতের যে বাণিজ্যিক উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা উক্ত প্রচেষ্টারই ফল।

আশা করিতে পারা যে ভারত সরকার আমদানী হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও জি, এল (মুক্ত জেনারেল লাইসেন্স) প্রথার প্রবর্তন করেন এবং উক্ত বিভিন্ন লাইসেন্সের দ্বারা বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়, এবং মাসের মাস হইতে ভারতের যে বাণিজ্যিক উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা উক্ত প্রচেষ্টারই ফল।

আশা করিতে পারা যে ভারত সরকার আমদানী হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও জি, এল (মুক্ত জেনারেল লাইসেন্স) প্রথার প্রবর্তন করেন এবং উক্ত বিভিন্ন লাইসেন্সের দ্বারা বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়, এবং মাসের মাস হইতে ভারতের যে বাণিজ্যিক উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা উক্ত প্রচেষ্টারই ফল।

করে পাকিস্থানের জাতীয় আয় অনেক হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা নাই। অনুমান করা হয় যে ভাগের পরে বাণিজ্য বন্ধ হইবার পরে পাকিস্থানের মোট বার্ষিক ১০০ কোটী টাকা ক্ষতি হইবে এবং তাহা প্রায় পাকিস্থানের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৩ ভাগ। তাহাড়া ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় পর পাকিস্থানের বৈদেশিক বাণিজ্যে যে ঘাটতি দেখা দিবে এবং যদি দুই ডমিনিয়নের মধ্যে বাণিজ্য সম্পূর্ণ পুনঃস্থাপিত না হয় তাহা হইলে পাকিস্থানের বৈদেশিক দেনা মেটাবার সমস্যাকে কিরূপ অনুবিধা দেখা দিবে তাহা সহজে অনুমেয়।

গ্রীষ্মকালে আরম্ভ উপযোগী ব্যবসায়

আম

গ্রীষ্মকালে আম আমাদের দেশে যত প্রকারের ফলমূল হয় তাহার শতকরা পরিমাণ পাওয়া যায় তার বেশী আমের বাহারে বর্ষাঋতুর উল্লেখ বেশী। ইহা যেমন প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় তেমনি চাহিদা ও সেইরূপ অপরিমিত। কবি উহার গুণ বেশীর ভাগ লোকের নিকটেই শোনা যায়, লেখা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। আম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। কচি আম হইতে আরম্ভ করিয়া পাকা আম পর্যন্ত সকল অবস্থাতেই ইহা আমাদের প্রিয় খাদ্য। গ্রীষ্মকালে হাট বাজার আমে ছাইয়া যায়। উৎপন্ন ফলী, বিলি, উহা, তত, সকলেই আম খাইতে পারে; কিন্তু তাহার পর গাছের ফল শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে আমের আমদানী বন্ধ হইয়া যায় এবং আমড়া ডুমুর আমদানী হইতে আসে। তখনই আম ও আমড়ার চড়ের দাম চড়িতে থাকে। যাহারা সস্তায় সময় আম কিনিয়া ইহা হইতে আমসী, আমচুর প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া এই সময় বাজারে বিক্রয় করে তাহারা প্রচুর লাভ করিয়া থাকে। বর্তমানে যাহারা আমের বিভিন্ন ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন, তাহাদের অধিকাংশই অবাঙ্গালী। বাংলা দেশের আম গাছের অভাব নাই। কিন্তু বাংলার আম গাছের ও আম গুলি সাধারণতঃ পরিবারই ব্যবহার করিয়া থেয়ে ফেলিয়া লাভ করিয়া থাকে। আমচুর অবশ্যই করিবার অনেক আবশ্যক পড়িয়া উঠিতে পারে। আমরা এ পর্যন্ত এ পত্রিকায় এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। তথাপি আমরা একবার সেই পুরাতন কথা কিছু নূতন কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

আমসী

আমের ব্যবসায় কথা বলিতে গেলেই প্রথমে আমসীর কথা আসিয়া পড়ে। যেখানে আমি যেখানে অবশ্যই যেখানে আমের এত বেশী চলিয়া থাকে। অন্ত ইহা প্রস্তুত করা খুবই সহজ। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েরা যেকোন প্রয়োজনেই ইহা তৈয়ারী করিতে জানেন।

আমসীর যে কি বিরাট চাহিদা তাহিরে সাধারণ লোকের সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা নাই। আমসীর প্রধান ক্রেতা জাহাজের খালাসীরা। জাহাজে বন্দর মূল পাওয়ালী প্রভৃতি কিছুই টাটকা পাওয়া যায় না বলিয়া খালাসি দিনকে প্রধানতঃ যায় আম আমসী আমসী তৈরি করিয়া রাখে। কিন্তু ইহাদের জাহাজের যাত্রায় হানি ঘটিবার সম্ভাবনা। যাহা অন্ধুর রাখিতে হইলে তাহাদিগকে কোন না কোন প্রকার অম্ল দ্রব্য ব্যবহার না করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এইরূপ তাহারা প্রচুর পরিমাণে আমসী কিনিয়া থাকে। অন্যান্য শ্রেণীর অনেকে যায় দিয়া আমসী কিনিবার কারণ এই যে :—

১। ইহা অপেক্ষাকৃত সুবাদু
২। " অধিককাল স্থায়ী এবং
৩। " সস্তায় সস্তা।

বর্তমানে আমদানীর অধিক ইহার প্রস্তুতের লোকেরাই আমসী ব্যবসায়ে অগ্রণী।

আমচুর

আম হইতে আমচুর প্রস্তুত হয়। ইহার জন্য আম হইতেই প্রস্তুত হয় তাই ইহার জন্য আলাদা আমগুলি অপেক্ষাকৃত বড় হওয়া আবশ্যক। সাধারণ পাকী হইবার পূর্বে এগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে।

প্রথমে আমের খোসা ছাড়াইয়া বীচি হইতে গুলি গুলি করিয়া কাটিয়া থাকি ফেলিয়া দিয়া আম গুলি ট্রেতিতে রেখে করিয়া তুলিয়া আমগুলির সহিত সমান মিশাইয়া যা পরিমাণ মত দিয়া মোটা আমগুলি একটী খুরি বা চুবড়ী করিয়া একটী গাছের উপর রাখিয়া দিতে হইবে, উহের আমের অন্যান্যের রস বাহির হইয়া যাবে। রস বাহির হইয়া গেলে উহা একটী মোটা সুতার গামছার মধ্যে ফেলিয়া মোড়ন দিয়া অবশিষ্ট রস টুকু যাহা আমের ভিতর থাকে তাহা নিংড়াইয়া বাহির করিবেন। পরে উহাদের পরিমাণ মত, সমান, লালার চুন লালাইয়া টিক্ করিয়া ঐ মোটা আমের সঙ্গে মিশাইয়া রাখিবেন। এক সিলেই সমস্ত আম না দিয়া ১।০ দিন পরে আম উহার দিয়া হাঁড়ি বা কলসী ভরিয়া তুলিয়া রাখিবেন। একটী কথা বর্ষাকালে মনে রাখিতে হইবে—আমের সমূহ রসটুকু ভাল বাহির না হইলে উহা শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়।

আমতেল

কাঁচা আম হইতে প্রচুর আর একটী বস্তু ও সুন্দর খাদ্য হইয়াছে আমতেল। ইহা খাইতে যেমন সুস্বাদু, প্রস্তুত করাও সেইরূপ সহজ উৎপন্ন পরিমাণ তৈলের মধ্যে কাঁচা আমের কাশি-গুলি দিয়া এই আমতেল প্রস্তুত করা হয়।

এতদ্ভিন্ন আম হইতে আরও অনেক জিনিষ প্রস্তুত করা হয়। যথা :—আমের চাটনি, মোরব্বা, আমসত্ত্ব, আমের কচি তরকারি। আমের কোন অংশই ফেলিয়া দিবার নয়। কাঁচা আম হইতে যে সব রকম বেরকম চাটনি মোরব্বা প্রস্তুত করা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদের চাহিদা অফুরন্ত বলিলেই চলে এবং এগুলিও লাভের নয়। আশা করি বাংলার বেকার যুবকেরা এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে আত্মনিয়োগ করিবার চেষ্টা করিবেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

—:০:—

এই সংখ্যা 'আর্থিক ভারত' বিশেষ সমবর্ষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইল। ইহার জন্য আমাদের কর্মীদের বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে বলিয়া আগামী সপ্তাহে 'আর্থিক ভারতের' কাজ বন্ধ থাকিবে।

মাখনের ব্যবসা

নিরামিষাশী ভারতবর্ষে ঘৃত ও মাখনের চাহিদা প্রচুর। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক আমিষভোজী হলেও এবং ঘোটা ভারতবর্ষে আলাদা করে কিছু কিনে বৈকালিক্ষী করলে হাল লেলেও এমনো কোটি কোটি লোক রয়েছে যারা মাখন বা ঘৃত কখনো স্পর্শ করে না। সুতরাং খাদ্যের দিক দিয়ে এই সকল ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত ও মাখন একেবারে অপরিহার্য। সেই জন্যই ভারতীয় খাদ্যে পুরি ও ভাপাটির এত আদর। বিহার বা যুক্তপ্রদেশবাসী কিংবা রাজপুতনা ও উত্তর ভারতের অধিবাসীর মধ্যে ঘৃত ও মাখনের প্রচলন খুব বেশী। বাঙালী বা উড়িষ্যা প্রদেশের দরিদ্র অধিবাসীরা ঘৃতের মুখ দেখতে পায় কিনা সন্দেহ, কিন্তু বিহার, যুক্ত-প্রদেশ, রাজপুতনা ও উত্তর ভারতের লোকেরা যত দরিদ্রই হোকনা কেন, ঘৃতের সামান্য ছিটা ফোঁটাও তাদের চাই-ই চাই। আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রাদেশের ঘৃত ভোজনের গড়পড়তা সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করলেই ইহার সত্যতা বুঝা যাবে। কলিকাতায় মুটে বা রিক্সাওয়ালা অথবা ড্রাইভারের মাসিক আয় মাত্র ১০ [১২ টাকা, কিন্তু সেই সামান্য আয়েতেই তারা একেলা এক পয়সা ও দেলা এক পয়সার ঘৃত কিনে খায়। অবশ্য ঐ আয়ের বা ঘর চালে কিন্তু অধিক আয়ের বাঙালী বা উড়িষ্যাবাসীরা কিন্তু ঘৃত খাওয়ার ধার ধারে না। অথচ বাঙালী বা উড়িষ্যাবাসীরা ধনে ও মানে মাড়োয়ারের থারা অনেকাংশে ঘৃতের অভাবে পুরুষ হয়ে গেল। শুধু ঘৃত ও মাখন ব্যবহার করা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ডাক্তারেরা এই অভিমতই প্রকাশ করে থাকেন।

বিনা ব্যাঙ্কে

বাড়ী, জমি ও ব্যবসার বিনিময়

পূর্ব-পাকিস্তানের বাস্তুত্যাগী যাঁহারা পশ্চিম বঙ্গ ও কলিকাতার ব্যবসা, বাড়ী ও জমির সহিত স্ব স্ব সম্পত্তির বিনিময় করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করিলে উপকৃত হইবেন। এজন্য কোন পারি-শ্রমিক দিতে হইবে না।

যোগাযোগ বিভাগ

"আর্থিক ভারত"

৩ নং, কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,

কলিকাতা।

মাখনের তথা ঘৃতের ব্যবহার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কিরূপ তারতম্য রয়েছে তা নিম্নের তালিকা দেখলেই বুঝা যাবে। তালিকায় ১৯৪৭ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মাথা পিছু মাখনের ব্যবহার দেখান হয়েছে।

বোম্বাই	১৪ আউন্স
মাদ্রাজ	১৪ আউন্স
বিহার	১৪ আউন্স
যুক্তপ্রদেশ	১৪ আউন্স
মধ্যপ্রদেশ	১৪ আউন্স
পাঞ্জাব	১৪ আউন্স
বাংলা	১৪ আউন্স
উড়িষ্যা	১৪ আউন্স
আসাম	১৪ আউন্স

এই তালিকা থেকে দেখা যায় যে, ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই মাথা পিছু মাখনের ব্যবহার সমান। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মাখন ব্যবহার করে বলে তাদের মাথা পিছু ব্যবহার বেশী দেখা যায়। কিন্তু দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা মাখন ব্যবহার করে না বলে তাদের মাথা পিছু ব্যবহার কম দেখা যায়। সুতরাং ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মাখন ব্যবহার করে বলে তাদের মাথা পিছু ব্যবহার বেশী দেখা যায়। কিন্তু দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা মাখন ব্যবহার করে না বলে তাদের মাথা পিছু ব্যবহার কম দেখা যায়।

এখানে দারা বিশেষ মাখনের ব্যবসায় ও আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের আলোচনা মোর হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৩১-৩৩ সাল পর্যন্ত মাখন ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা কেমন ছিলো এখন তাহলেই তা বুঝা যাবে। সেইজন্য উক্ত সময় মাখনের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের কথা পরিচিতি হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৪ সাল থেকে পুনরায় মাখনের ব্যবসার শ্রেণী হয় এবং আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। অপরাপর ব্যবসা বাণিজ্যের ন্যায় মাখন ব্যবসায় বিংশতি শতাব্দীর বিশেষ প্রতিক্রিয়া হিসাবে মাখনের ব্যবহার শ্রেণী আকার ধারণ করে এবং চাহিদা পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মাখনের দাম বৃদ্ধি পায়। ঠিক সেই পূর্বিবীর সাড়ে এগার লাখ মাখন আমদানী করে যেখানে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টন মাখন আমদানী হয়ে। সমগ্র পৃথিবীর মাখনের আমদানী বাণিজ্যের এ হার শতকরা ৯০ ভাগ।

হিসাব থেকে জানা যায় যে, গত দশ বছরের মধ্যে আমদানীর পরিমাণ একটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং ১৯৩৮ সালের আমদানী বাণিজ্য একটা রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। পৃথিবীর সমুদয় আমদানী বাণিজ্যের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের অংশ ছিলো ৮১ ভাগ। জার্মানীর স্থান গ্রেট ব্রিটেনের ঠিক পরে ছিলেও আমদানীর অংশ হিসাবে জার্মানী শতকরা পেঁচিশ পরে আছে, শুধু কপ্তানীর তুলনায় ১৯৩৮ সালে জার্মানী ১ হাজার টন অধিক মাল আমদানী করেছিল। এর কারণ হয় দেশের বাজারে

টাকা বেশী ছিল এবং আমদানির উৎপাদন সে-তালিকা ভুল করতে পারেনি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান তৃতীয় এবং যুরোপেই আমদানী বাণিজ্যে অগ্রগণ্য সমস্তের তুলনায় ১৯০৫ সনে উন্নতির বৃদ্ধি দেখাইল। ফ্রেঞ্চ ফিজিয়ন, জার্মানী ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আমদানী বাণিজ্য বৃদ্ধি দেশের ঐ সময় বেলজিয়ামে হ্রাস পায়, ইংলণ্ডেও এরূপ দেশের আমদানী বাণিজ্য হ্রাস পায়। এর কারণ হচ্ছে, যে ঐ সমস্ত দেশ নিজেদের পরিবর্তন ও পণ্য সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা আমদানী হ্রাস করেছিল। ১৯০১ সনে উক্ত তিনটী দেশের মোট আমদানীর পরিমাণ ছিল ৮৮ কোটী টাকা; ১৯০৫ সনে তা' বেড়ে গিয়ে ১৪ কোটীর উপরে দাঁড়ায়—১৯০৬ সনে সেই পরিমাণ আরও ৭ কোটী টাকা বেড়ে যায়। ১৯১১ সনের পর উপরে ঐ বছর হতে আমদানী অর্থনীতি পোর্টারের অভিমত দেয়া হয়—ঐ অভিমতের পরিমাণ হ'ল ১৯০০ টাকা। কারণটা হচ্ছে ঐ সময় হতে আমদানী হ্রাস পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি হয়।

বেলজিয়াম, জার্মানী ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আমদানী বাণিজ্যের ঠিক বিপরীত ইংলণ্ডের অবস্থা। দ্বিতীয় দফা বৃদ্ধিশীলতার অবস্থা চতুর্থ স্থান অধিকার করে—সে ১৯০৫ সনে শতকরা ১১ ভাগ আমদানী বৃদ্ধি করেছিল। আমদানী বাণিজ্যে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের স্থান সারা পৃথিবীর অন্য প্রদেশ এবং এদের ঐ সময় আমদানীর পরিমাণ শতকরা ১ ভাগ বাড়িয়েছিল। পক্ষান্তরে ডেনমার্কের আমদানী বাণিজ্যে সারা পৃথিবীতে প্রথম স্থান থাকলেও ঐ বছর আমদানী হ্রাস করায় তার স্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে নেমে আসে। ডেনমার্ক তার আমদানীর পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ কমিয়েছিল, এই হ্রাস করণের কারণ হচ্ছে যে তার দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। অষ্ট্রেলিয়া, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, আর্জেন্টাইন প্রভৃতি দেশও ঐ একই কারণে আমদানীর হ্রাস করিতে বাধ্য হয়।

মোট কথা, উপরোক্ত আমদানী তালিকার আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বেলজিয়াম ইংলণ্ড আমেরিকার একটী প্রধান শিল্প। আন্তর্জাতীয় তালিকা তৈরীতে বিভিন্ন উৎপাদক দেশসমূহ প্রকৃত পরিমাণে মাথা গুণতী করে থাকে। যেমন মেরীপিয়ে বিস্কুট তৈরি করে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁরিফ করে থাকে। আমেরিকার মেরীপিয়ের এক বিস্কুট খেয়ে পরে আমরা কিন্তু বুঝতাম কিন্তু মুনফী সংস্থায় এখনো এদের নামের দেখা প্রয়োজন হয়ে আসে করেনি। অবশ্য, এদেশে মাথা গণার লোকের অভাব নেই। অধিক আমদানির বিভাজিকারী ব্যবস্থার ফলে দুই না হলে এদেশে চলে না। সেই জন্য দুধের বাজারও এদেশে প্রচুর। বিস্কিয়ারের এদেশে মাথা উৎপাদিত হয় ছাই কিন্তু বড় শিল্প হিসাবে কোন কিছু উৎপাদিত হয় না। আলিয়েন্সের মাথা বিকায়। আটাল থেকেও বড় বড় হাঁড়ি করে মাথা চালাব আসে। কিন্তু ব্যবসাটিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিচালন করবার দিকে কোন দেশী মুনফী সংস্থার অগ্রসর হয়নি। এজন্য আমদের প্রধান প্রধান গ্রামে পালাদা মাথা উৎপাদন করে, সাইডারের যেমন থেকে তা' সংগ্রহ করে সারে চালান দেয়। ফলে, বেলজী তাদের সঙ্গে কম সে বিলিতি এজন্য তাদমাত্রে ঘড় ছিটে দি। এজন্য দরুণ তার গুণ বা বহিরঙ্গ বেচুন হয় পাছে তাই থেকেই সে মাথা উৎপন্ন করে—তাই গুণ বা বহিরঙ্গ হয় দুধির প্রতি সে কিছুই মনোযোগ দেয় না এবং দিতে গেলে যে অর্থ সামর্থ্যের দরকার তাও তাহার নাই। কিন্তু যে উপায়ে সে মাথা উৎপন্ন করে উহার স্বাপাত্তির দারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে তার চেয়ে বেশী মাথা উৎপন্ন করা যায় সে বিষয়টী সে জানে না। তাই মাথা বড় ঠিক উৎপন্ন হয়, গুণমানে তা হাঁড়ি ভর্তি দরে বা ঠিন ভর্তী হয়ে চালানও আসে কিন্তু তাদের বেলজী শিল্পের সমকক্ষতা করে না। ফলে জাতীয় আর্থিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়।

অবশ্য, এদেশীয় মুনফী সংস্থার এদিকে অগ্রসর হবার বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতা এদেশে বিদ্যমান নেই। তাঁরা ঠিক বেলজী শিল্পের সমকক্ষতা করিতে আমাদের বাজারে মাথা বিক্রয় করে থাকেন এবং আমরা খরচও আমাদের সঙ্গে তা' ক্রয় করি। বিদেশীয় বেলজী তাদের পাশ্চাত্যে মোড়া মাথা বিক্রয় হলে তা' ঢাকনার ও খরীদের নিকট অনাদর হয় থাকে এবং এই শিল্প উন্নত দেশ হ' সমস্ত উপার্জন করেন আর আমরা ভাল ভাল দর তা বেচি। আমাদেরই দেশের অগ্রণী হওয়া উচিত ছিল বিদেশীরা সেখানে অগ্রণী হয়েছেন এবং তা' দেখে আজও আমাদের ঘুম ভাঙেনি।

বর্তমানে দেশীয় মুনফী সংস্থাসমূহ এই ত্রুটি অবিলম্বে দেয়া দরিকার। আমরা দেশের সাধারণ দেখছি যে, দেশকে শিল্পমুখী করবার জন্য অপরাপর প্রয়োজনীয় ব্যাপারে তারা মূলধন নিয়োগ করছেন। বেলজী শিল্প ও একটী প্রধান জাতীয় শিল্প, সুতরাং এদের দিকে মূলধন বিমুক্ত করুন। পূর্বেই বলেছি যে আমাদের দুধ ও মাখনের বিশ্বের বাজার পড়ে রয়েছে, পাশ্চাত্যে মোড়া দেশী মাখনের মাখন দেশে লোকে তাই ক্রয় করবে—সুতরাং বেলজী ভাবে মাখন করবার মুনফী সংস্থার গড়বার হয়েছে। এক সময় এদেশে প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গলা ফ্রেঞ্চ ইয়ার্থ ফ্রোটেস ও কিমলের একচেটে ছিল। দেশী পাইকারী যে প্রকার করে পারে তা' তখন কেউ বাঙ্গলা করতে পারতো না। কিন্তু দেশী বেসরকারী কার্য-এর পরিচালন হয়ে তাদের সেই একচেটেয়ী ব্যবসা কেড়ে নেয়। আজ পাইকারী প্রকারের ব্যবসা জাতীয় ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। বেলজী শিল্পও ঠিক সেই ধরণ ব্যবসায়ে পরিণত হতে পারে।

আমরা প্রকাশ্য উপর ইংলণ্ড ও আমেরিকার মাখনের আমদানী হ্রাসকারী বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ করেছি। দেশী পড়ে পরলেই বুঝতে পারবেন যে, বেলজী শিল্প দেশের কি বিরাট সম্ভাবনাময় সম্পদে পরিণত হয়েছে। আমরা আমাদের হ্রাসকারী বাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য না দিলেও দেশের আমদানির তালিকা আমরা দেখতে পাই এবং মাখনের ব্যবসাকে মূলধনে তালিক করতে পারি। একা বাঙ্গলাদেশে দু'কোটী টাকার দুধ দুধ বিক্রয় হয়, এই বিরাট টাকার অঙ্ক কি উপেক্ষণীয়? তা'ছাড়া বেলজী শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার ঘোষেদের উন্নতি সাধিত হয়। দুধের উৎপাদন বাড়ে। বেকারসমস্যার সমাধান হয়। বাঙ্গলার মুনফী সংস্থাসমূহ এদিকে দৃষ্টি দিন—একটী জাতীয় শিল্পকে সংরক্ষিত করুন।

ডিমন্সট্রেশন প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স পি ৪, কলেজস্ক্বায়ার ইষ্টবেঙ্গল, কলিকাতা হইতে শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক ভারত লিঃ এর পক্ষে এম, চক্রবর্তী, চক্রবর্তী প্রিন্টিং হাউস, ৩৩নং বেলতলা রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রণালয়ঃ— ইন্দ্রিয়রঞ্জন চক্রবর্তী।

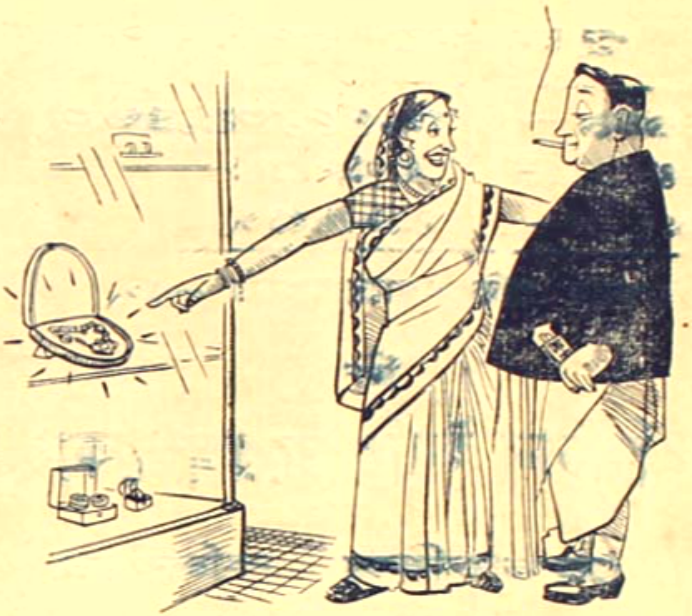

উইলস্ সিজারস্ সিগারেটের
ধূমপান করুন।
চমৎকার আরাম বোধ করিবেন।
।/০ আনায় ১০টি
স্থানীয় করের নিয়মাধীন।
W. D. & H. O. WILLS, BRISTOL & LONDON.

জানিয়া রাখুন

যোগাচার্য্য, শৈব, ডাক্তার—
শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, এইচ, এম, বি, এ, এম, আই।
১৭৪ বি, ক্রিকৌফার রোড ; কলিকাতা।

দীর্ঘজীবনের সাধনা প্রসূত নূতন বিদ্যার প্রথম উদ্ভাবন। ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে হোমিও চিকিৎসা দ্বারা মাত্র ৯৲ টাকা লইয়া চুক্তিসহ সর্ব্ববিধ কঠিন, জটিল, দুরারোগ্য পুরাণ সর্ব্ববিধ ব্যাধির প্রশংসা সহ চিকিৎসা করিতেছেন। সত্বর পরীক্ষা করুন।

ব্রকোণা পাট

সুতলি কাজের পরিমাণ—

১৯৪৯	—	৬,৫৫,৩৯,৪৬৩
১৯৪৮	—	৫,৩১,২২,১৯১
১৯৪৭	—	৪,১৯,৫৬,৫১৩

বোনাস :প্রতি হাজারে বাৎসরিক—১০৲

দি

মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস কলিকাতা

বেকার লিমিটেড

(BAKER LIMITED)

পানিহাটি, ২৪ পরগণা

বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং জেনারেটার, ওয়েল্ডিং ট্রান্সফরমার স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেকট্রিক্যাল মেরামতকারক। অদ্য হইতে আমার ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন কাজ সরবরাহ করিতে পারি।

বিজ্ঞাপন রিকার্ড এণ্ড সুলতানাস লি ৪, কর্ণওয়ালিস এভিনিউ, কলিকাতা হইতে শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত আজ লিঃ এর পক্ষে ওম্যা আর্যাস্ট্রিয়াল বিভিসেস, ২৩৩।২।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৯ হইতে প্রকাশিত। [এই সংখ্যার মূল্য ...]

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARATI

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৩ বৈশাখ ১৩৫৭ : ২৬শে এপ্রিল ১৯৫০ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	২১
ভারত ও পাকিস্থানের সম্পর্ক	
প্রাসঙ্গিক	২৩
পদত্যাগ	
বিশ্বব্যাঙ্কে ঋণ	
ব্রিটিশ বাজেট ও ভারতবর্ষ	
সহরে মহামারী	
প্রাসঙ্গিক	২৫
পাকিস্থানে পণ্যমূল্য	
পশ্চাদ্ভূমির বাজার	
করাচীর বাণিজ্যিক আলোচনা সমাপ্ত	
সেয়ার বাজার	
পাটের বাজারে স্থিরভাব আসিয়াছে	
সংবাদ সংকলন	২৮

ভারত ও পাকিস্থানের সম্পর্ক

ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বাণিজ্যিক অচল অবস্থা গত কয়েক মাস ধরিয়া চলিয়াছে। মুদ্রামূল্য হ্রাস না করিয়া ভারতীয় মুদ্রা অপেক্ষা পাকিস্তানী মুদ্রার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার বালকোচিত উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়াই পাকিস্থানের কর্ণধারগণ বর্ত্তমান জটিলতার উদ্ভব করান। তাহার পরিণামে ধীরে ধীরে এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে পাট ও কয়লার টাগ-অব-ওয়ার শুরু হইল। উহার পরিণামে পূর্ব্ব পাকিস্থানের অবস্থা ক্রমশ যতই জটিল হইতে জটিলতর হইতে লাগিল ততই তাহারা যেন মরিয়া হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। তাহার পরিণাম কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের মধ্যে পুণরায় বাণিজ্যিক আলোচনা শুরু হইয়াছে। এই আলোচনা কোন্ ধারায়, অথবা সারবিক ভাবে আলোচিত হইতেছে কি না, তাহা এখনই বলা যাইতেছে না। কিন্তু আশা করা অন্যায় নয় যে, যৌথিক গলদ দূর করিয়া নূতন পরিবেশে নূতন মন ও নূতন নীতি লইয়াই এ আলোচনা চলানো হইতেছে। দুইটির বিষয় লইয়া উভয় দেশের মধ্যে যখন [illegible] বিস্তার হইয়াই রহিয়াছে তখন কোন একটি আংশিক লইয়া আলোচনা [illegible] নূতন কোন জটিলতার উদ্ভব হইবে না। আমরা পাকিস্থানের কর্ণধারদের উদ্দেশে শুধু এই কথা বলিতে পারি যে, ভারত-বিরোধী নীতি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা তো দেখিলেন, তাহাতে নূতন

P 3682

কিছু পাওয়া গেল না, উপরন্তু ভারতের যতটা ক্ষতি করা গেল তাহা হইতে অনেক বেশী ক্ষতি হইল নিজেদের রাষ্ট্রেরই, তখন ও পথ কি এখন পরিহার করা কর্তব্য নয়? পরশাসন যখন দূর করা গিয়াছে, তখন আত্মশাসনের দ্বারা আত্মোন্নতি করিবার ব্যবস্থা করাই সমীচীন।

ভারত ও পাকিস্থান রাজনৈতিক দিক হইতে পৃথক হইলেও ভৌগলিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়া এ দুই রাষ্ট্র অখণ্ড। এই সাধারণ বোধটী যদি আমাদের সকলের ও সেই সঙ্গে পাকিস্থানের শাসন কর্তাদের থাকে তাহা হইলে কোনরূপ গোলযোগের কারণ থাকে না। কিন্তু পাকিস্থান নিজেকে এমনই মনে করে যে, সে যেন ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তাহার সহিত ভারতের যেন কোন কালে কোন যোগ ছিলনা, এখনও কোন সম্পর্কই নাই। কিন্তু এখনও দেখা যাইতেছে, এর এক অঙ্গকে আঘাত করিলে তাহার সর্বাঙ্গেই বেদনা বাজিয়া ওঠে।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রায় এক সপ্তাহকাল কলিকাতার অবস্থানের পর বাংলার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে যে বেতার-বাণী দিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা একটি জিনিষ জানিতে পারিয়াছি। তাহা হইতেছে, পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলীর শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহের কথা। এতদিন তাঁহারা গরম গরম কথা বলিয়া পাকিস্থানের মন্ত্রী ও অনভিজ্ঞ জন-সাধারণকে উত্যক্ত ও উত্তেজিত করিয়াছেন। তাহার পরিণামে আজ পাকিস্থান এখন একটা অরাজক ও দুঃস্বপ্নের দেশে পরিণত হইয়াছে। লিয়াকত আলী খাঁ তাঁহাদের মারাত্মক ভুল বুঝিয়া থাকিবেন। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তাঁহার যদি আগ্রহ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। এতদিন পাকিস্থানের শাসন কর্তাগণ রাষ্ট্র লইয়া খেলা করিয়াছেন, রাষ্ট্রের অধিবাসীদের লইয়া পুতুল নাচাইয়াছেন। কিন্তু ইহা বরাবর চলিবার নয় বা চলিতেও পারেনা, তাই তাঁহারা এখন তাঁহাদের গতি পরিবর্তন করিবার জন্য আগ্রহী হইয়াছেন। পাকিস্থানের গতি যখন ফিরিয়াছে, তখন সেই গতির সহিত সহযোগিতা করিয়া যাওয়ার ক্ষতি কি। তাইত পাকিস্থান চুক্তিতে আমরা তাই ভরসার আভাস পাইতেছি।

সমস্ত বিকৃতা ও মনোমালিন্যের অবসান ঘটিয়া যদি সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভাব ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহাতে একমাত্র ভারত লাভবান হইবে না। সে লাভের যোগ্য অংশ পাকিস্থানও পাইবে। বিদ্বেষ ও শত্রুতার উপর একটী জাতিকে গড়িয়া না তুলিয়া সততা ও বন্ধুতার পরিবেশেই তাহাকে গড়িয়া তোলা উচিত।

আমরা এখানে ভারত-পাক বাণিজ্যচুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং ৮ লক্ষ পাকিস্থানী পাটের গাঁট অচিরেই ছাড়া হইবে বলিয়া চুক্তিতে সর্ত করা হইয়াছে। এখন অঙ্কের উপর ঝোঁয়ারোপ করিয়া আত্মতৃপ্ত সমর্থন করার নীতি পরিহার করিয়া আত্ম-অনুসন্ধানের সময় আসিত। আমরাও এখন আমাদের ভুল অন্বেষণ করি, সেই সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থানও যেন তাহার ত্রুটী-বিচ্যুতিগুলি তলাইয়া দেখিতে শুরু করে। পাকিস্থান যেন স্মরণ রাখে যে, তাহাকেও বাঁচিতে হইবে; ভারতের ক্ষতি করার জন্য পাকিস্থান যেন নিজের নাক কাটিবার রীতি ত্যাগ করে। এ কথা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে যে, পাকিস্থান ভারতের কেহ নহে। পাকিস্থান রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে পৃথক হইলেও সে ভারতেরই অঙ্গ। ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক হইলেও ভাইয়ে ভাইয়ের রক্তের সম্বন্ধ যেন হইয়া যায় না, এই সাধারণ পারিবারিক নিয়ম রাষ্ট্রিক নিয়মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হইবার কোন সংগত কারণ নাই। আজের এই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের দিনে পাকিস্থান যেন ভারতকে তাহার নিকট আত্মীয় ও পরম বন্ধু বলিয়া গণ্য করিতে শেখে। তাহা হইলেই বিনা চুক্তিতে বাণিজ্য অবাধে চলিতে পারিবে।

আইনের বাঁধনে বাঁধিয়া না বাঁধিয়াও উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক গড়িয়া যদি ওঠে, তাহা হইলে দুই দেশের অগণিত জনগণ যারা আড়াই বৎসর পূর্বেও ছিল একই দেশের অধিবাসী—তাহারা পুনরায় সহজ ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করিতে পারিবে। অধিবাসীদের মধ্যে সখ্য ও বন্ধুতা গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব নেতৃবর্গের। সেই কারণেই আমরা নেতাদের উদ্দেশ্যেই এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। লিয়াকত আলি খাঁর মনোভাব পরিবর্তনের সঙ্গে তাহার রাষ্ট্রের সকলের মনোভাবও অচিরে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।

প্রাসঙ্গিক

পদত্যাগ

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা হইতে পদ ত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগের কারণ দর্শাইয়া ডক্টর মুখোপাধ্যায় পার্লামেণ্টে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা সকলেই সভয় পাঠ করিয়া থাকিবেন, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বক্তব্য এই যে, বাংলার এই সঙ্কট মুহূর্তে বাংলার প্রতিনিধিস্থানে তাঁহার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় বহাল থাকা উচিত ছিল। বাংলার কল্যাণের জন্যই যদি তিনি মন্ত্রিত্বপদ ইস্তাফা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের মনে সংশয় ও অবিশ্বাস প্রকাশ করা অযৌক্তিক নয়। বাংলার দুর্দশা আজ শুরু হয় নাই। ১৯৩৩ সালে বাংলার বর্তমানের এই দুঃসময়ের আরম্ভ। সেই সময় লীগ মন্ত্রিত্ব বাংলায় চলিয়াছে। পত্রাভাসে বাংলার তখন অবস্থার যে চিত্র দেখা দেয়। সে সময় দেশের সকল লোক আতঙ্কাহত। তখন বাহিরে ছিলেন মাত্র দু'জন জননেতা তাহার মধ্যে একজন স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জনের ভাই, আর দ্বিতীয় জন ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাংলার সেরা দ্বিতীয় সেই দুঃসময়ে শ্যামাপ্রসাদ সরকারীয় জন্য কি করিয়াছিলেন, আজ বাংলার অধিবাসী তাঁহাকে সে-প্রশ্ন করিতে পারে। সেদুঃসময়ে তখন অপর সরকারী কোনজন প্রতিবাদ করিতে পারে নাই, প্রতিবাদ চাহিতে পারে নাই, তাহারা নির্বিকারে ও নির্বিচারে অন্যায় মানিয়া লইয়া যাহা হইয়াছে এবং তাহার পরিণামে আজ গৃহ যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ তখন বাংলার অধিবাসীদের পথ নির্দেশ করিবার জন্য একটুকু উপরে না উঠিলে পথের দেখা নাই। কথায় বলে,অন্যায় প্রতিরোধ অন্যায় করার সমান। সুতরাং ডক্টর মুখোপাধ্যায় যে অন্যায়ের প্রতিরোধ করিয়া দেশের সেদুঃসময় অনন্যায় হয় ঘুচাইয়া গিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় অন্যায়ে অর্থলিপ্সু বাঙ্গালী যদি শস্য এবং দেশের সেদুঃসময়েও সুযোগ পাইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে তখন শোচনীয় ভাবে অন্যায়ের জন্য মূল্যও তখনি পরিতে হইত। নিজের দেশদ্রোহিতা ঢাকিবার সুবর্ণ সুযোগ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেদিন তিনি পূরবোলে বসিয়া বলিয়া যে অন্যায়ের মূল কারণ, আজ তাঁহারও এই পদত্যাগে সেইরূপ আর একটী ভুল। তিনি বাহির হইয়া আসিয়া তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে কিরিয়া আসিবেন, এবং আজ যদি কিছু লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দুর্দীর পাহাড় ডিঙাইয়া সুখের আলো হইতে পারিবেন—এই অভিমত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। এই কথাটি শুনিতে ভালো, কেননা, ইহা তাঁর প্রকাশ্যের কথা এবং সেই কারণে ইহা ভুল স্পর্শ করে। কিন্তু যাহারা কৃপণ করিয়াছে তাহাদের লক্ষ্য হইবার জন্য যাহার কাছ হেলিয়া আসিয়া তাহাদের সঙ্গে কাজের যোগ না দিয়া, যদি তাহাদের কৃপণ নিবারণের বাহিরে অন্য কাহারই নিজ ধরিবার পারা যায় তাহাই কি অধিক সফল জনক নয়? তাহার সরকারের নীতির সমালোচনা তিনি করিয়াছেন, এরূপ সমালোচনা আমরাও করিয়া থাকি, অনেকেই করিয়া থাকেন। কিন্তু সেসব মন্ত্রীসভা বর্জনের কি প্রয়োজন ছিল আমরা বুঝিনা। তিনি নিজের সম্মান রক্ষার্থে নাকি এই কাজ করিয়াছেন, বাংলার অধিবাসীর সম্মানের তুলনায় তাঁহার ব্যক্তিগত সম্মান, তাহা হইলে তাঁহার নিকট বড় বলিয়া গণিত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ডক্টর মুখোপাধ্যায় মন্ত্রিত্বপদে বহাল থাকিয়া দেশের সেদুঃসময় যাহাতে অপসারিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে পারিতেন, বাহিরে আসিয়া তাহার পরাজয়ের একান্তই করিতে পারিবেন না। কেন না, তিনি জননেতা বন্ধু, তিনি যত বেশী একটা বৈপ্লবিক নেতা। তাঁহার পদত্যাগে কেহ কেহ হয়ত আনন্দ লাভ করিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক উল্লেখনা প্রশমিত হইলেই তাঁহারা ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের ও নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণ

বাংলার উন্নয়নের পরিকল্পনায় কাজ চালাইতে দুইবৎসর অন্তর হইতে পারে, তাহার বিনিময়ে ভারতবর্ষকে ১ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকার ঋণ বিলের দিতে করিয়াছেন। পরন্তু ৩,, টাকা মূল্যে এই ঋণ ভারত গ্রহণ করিবে এবং পরন্তু আগত ১৯ টাকা মূল্যের হিসাবে দেওয়া হইবে। অর্থাৎ পরন্তু পুরা ৪, হারে মূল্য পরিল। ইতিপূর্বে দেশের দরজার ও পরিবর্তে ইত্যাদির জন্য বিলাত হইতে ৩ কোটী টাকার ঋণ লওয়া হয়, এবং ইহা উহাতির ঋণ লওয়া হয় ১ কোটী টাকার। দুইজন রাষ্ট্র আর-দপ্তরের ঋণ বিষয় সংযোগিত নাম করিয়াছে—তাহা হইতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু আমরা দূর হইতে যেটুকু দেখিতেছি, তাহাতে ঋণ হইবার একটা সুযোগ থোকা না থাকিলেই হয়ত সংগত ছিল। তাহাছাড়া কথিয়া দেখিতে একবার পরিণতি না পুনিয়া, দেশের গ্রামে গ্রামে, যদি পুলিস শিল্প চালু করা যাইত, এক কিলোমিটার প্রতিবর্গ মাইলে যদি সামান্য চালাইবার উপযোগী পাইত তাহা হইলে বিশ্বাসের আর ইহার প্রয়োজন হয়ত হইত না। নিজের দেশে যে লোকবল আছে তাহার সংখ্যাও তো বিরাট কম নয়, সেই লোকবল যদি কাজে লাগানো যাইত তাহা হইলে প্রত্যেকের শ্রেণী সমূহের হইয়া একটা বিপুল পরিমাণ গঠন প্রবণ করিত। আমরা সরকারের এই মানসিক নীতির সহিত আমরা পূর্ণ একমত নহি, এবং ইহা অকপটে স্বীকার করিতেও আমরা পারি না। তাহাদের প্রত্যেক কথা সার সত্য। এক একটী গ্রামে এক একটী পুলিস বিক্রয় প্রতিষ্ঠান ও কৃষি সম্বন্ধে গবেষণা স্থাপন করিয়া কাজ চালাইবে পারিলে তাহার ফল কি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বিশ্ব ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ না হইয়া গ্রামবাসীর দ্বারস্থ হওয়াই সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি।

পুলিস ব্যাঙ্কের ও ভারতবর্ষ

পুলিস বহু কালের স্বাধীন দেশ। তাহার সাহচর্য কখনো অন্য দাইত না। এরূপ স্বাধীন দেশও আজ অর্থ চলুক্তার মধ্য দিয়া গমিতেছে। সুখের বিষয় ভারত তাহার অনেক পূর্বেই। ইহা তাহার অনেক পূর্বেই। পুলিস এই অবস্থাটিকে সুযোগ করিয়া দেশের দেনদার অনেকের ঋণ ঘুচাইয়া দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় অন্যায়ে অর্থলিপ্সু বাঙ্গালী যদি শস্য এবং দেশের সেদুঃসময়েও সুযোগ পাইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে তখন শোচনীয় ভাবে অন্যায়ের জন্য মূল্যও তখনি পরিতে হইত। নিজের দেশদ্রোহিতা ঢাকিবার সুবর্ণ সুযোগ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেদিন তিনি পূরবোলে বসিয়া বলিয়া যে অন্যায়ের মূল কারণ, আজ তাঁহারও এই পদত্যাগে সেইরূপ আর একটী ভুল। তিনি বাহির হইয়া আসিয়া তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে কিরিয়া আসিবেন, এবং আজ যদি কিছু লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দুর্দীর পাহাড় ডিঙাইয়া সুখের আলো হইতে পারিবেন—এই অভিমত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। এই কথাটি শুনিতে ভালো, কেননা, ইহা তাঁর প্রকাশ্যের কথা এবং সেই কারণে ইহা ভুল স্পর্শ করে। কিন্তু যাহারা কৃপণ করিয়াছে তাহাদের লক্ষ্য হইবার জন্য যাহার কাছ হেলিয়া আসিয়া তাহাদের সঙ্গে কাজের যোগ না দিয়া, যদি তাহাদের কৃপণ নিবারণের বাহিরে অন্য কাহারই নিজ ধরিবার পারা যায় তাহাই কি অধিক সফল জনক নয়? তাহার সরকারের নীতির সমালোচনা তিনি করিয়াছেন, এরূপ সমালোচনা আমরাও করিয়া থাকি, অনেকেই করিয়া থাকেন। কিন্তু সেসব মন্ত্রীসভা বর্জনের কি প্রয়োজন ছিল আমরা বুঝিনা। তিনি নিজের সম্মান রক্ষার্থে নাকি এই কাজ করিয়াছেন, বাংলার অধিবাসীর সম্মানের তুলনায় তাঁহার ব্যক্তিগত সম্মান, তাহা হইলে তাঁহার নিকট বড় বলিয়া গণিত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ডক্টর মুখোপাধ্যায় মন্ত্রিত্বপদে বহাল থাকিয়া দেশের সেদুঃসময় যাহাতে অপসারিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে পারিতেন, বাহিরে আসিয়া তাহার পরাজয়ের একান্তই করিতে পারিবেন না। কেন না, তিনি জননেতা বন্ধু, তিনি যত বেশী একটা বৈপ্লবিক নেতা। তাঁহার পদত্যাগে কেহ কেহ হয়ত আনন্দ লাভ করিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক উল্লেখনা প্রশমিত হইলেই তাঁহারা ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের ও নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণ

বাংলার উন্নয়নের পরিকল্পনায় কাজ চালাইতে দুইবৎসর অন্তর হইতে পারে, তাহার বিনিময়ে ভারতবর্ষকে ১ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকার ঋণ বিলের দিতে করিয়াছেন। পরন্তু ৩,, টাকা মূল্যে এই ঋণ ভারত গ্রহণ করিবে এবং পরন্তু আগত ১৯ টাকা মূল্যের হিসাবে দেওয়া হইবে। অর্থাৎ পরন্তু পুরা ৪, হারে মূল্য পরিল। ইতিপূর্বে দেশের দরজার ও পরিবর্তে ইত্যাদির জন্য বিলাত হইতে ৩ কোটী টাকার ঋণ লওয়া হয়, এবং ইহা উহাতির ঋণ লওয়া হয় ১ কোটী টাকার। দুইজন রাষ্ট্র আর-দপ্তরের ঋণ বিষয় সংযোগিত নাম করিয়াছে—তাহা হইতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু আমরা দূর হইতে যেটুকু দেখিতেছি, তাহাতে ঋণ হইবার একটা সুযোগ থোকা না থাকিলেই হয়ত সংগত ছিল। তাহাছাড়া কথিয়া দেখিতে একবার পরিণতি না পুনিয়া, দেশের গ্রামে গ্রামে, যদি পুলিস শিল্প চালু করা যাইত, এক কিলোমিটার প্রতিবর্গ মাইলে যদি সামান্য চালাইবার উপযোগী পাইত তাহা হইলে বিশ্বাসের আর ইহার প্রয়োজন হয়ত হইত না। নিজের দেশে যে লোকবল আছে তাহার সংখ্যাও তো বিরাট কম নয়, সেই লোকবল যদি কাজে লাগানো যাইত তাহা হইলে প্রত্যেকের শ্রেণী সমূহের হইয়া একটা বিপুল পরিমাণ গঠন প্রবণ করিত। আমরা সরকারের এই মানসিক নীতির সহিত আমরা পূর্ণ একমত নহি, এবং ইহা অকপটে স্বীকার করিতেও আমরা পারি না। তাহাদের প্রত্যেক কথা সার সত্য। এক একটী গ্রামে এক একটী পুলিস বিক্রয় প্রতিষ্ঠান ও কৃষি সম্বন্ধে গবেষণা স্থাপন করিয়া কাজ চালাইবে পারিলে তাহার ফল কি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বিশ্ব ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ না হইয়া গ্রামবাসীর দ্বারস্থ হওয়াই সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি।

পুলিস ব্যাঙ্কের ও ভারতবর্ষ

পুলিস বহু কালের স্বাধীন দেশ। তাহার সাহচর্য কখনো অন্য দাইত না। এরূপ স্বাধীন দেশও আজ অর্থ চলুক্তার মধ্য দিয়া গমিতেছে। সুখের বিষয় ভারত তাহার অনেক পূর্বেই। ইহা তাহার অনেক পূর্বেই পুলিস এই অবস্থাটিকে সুযোগ করিয়া দেশের দেনদার অনেকের ঋণ ঘুচাইয়া দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় অন্যায়ে অর্থলিপ্সু বাঙ্গালী যদি শস্য এবং দেশের সেদুঃসময়েও সুযোগ পাইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে তখন শোচনীয় ভাবে অন্যায়ের জন্য মূল্যও তখনি পরিতে হইত। নিজের দেশদ্রোহিতা ঢাকিবার সুবর্ণ সুযোগ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেদিন তিনি পূরবোলে বসিয়া বলিয়া যে অন্যায়ের মূল কারণ, আজ তাঁহারও এই পদত্যাগে সেইরূপ আর একটী ভুল। তিনি বাহির হইয়া আসিয়া তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে কিরিয়া আসিবেন, এবং আজ যদি কিছু লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দুর্দীর পাহাড় ডিঙাইয়া সুখের আলো হইতে পারিবেন—এই অভিমত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। এই কথাটি শুনিতে ভালো, কেননা, ইহা তাঁর প্রকাশ্যের কথা এবং সেই কারণে ইহা ভুল স্পর্শ করে। কিন্তু যাহারা কৃপণ করিয়াছে তাহাদের লক্ষ্য হইবার জন্য যাহার কাছ হেলিয়া আসিয়া তাহাদের সঙ্গে কাজের যোগ না দিয়া, যদি তাহাদের কৃপণ নিবারণের বাহিরে অন্য কাহারই নিজ ধরিবার পারা যায় তাহাই কি অধিক সফল জনক নয়? তাহার সরকারের নীতির সমালোচনা তিনি করিয়াছেন, এরূপ সমালোচনা আমরাও করিয়া থাকি, অনেকেই করিয়া থাকেন। কিন্তু সেসব মন্ত্রীসভা বর্জনের কি প্রয়োজন ছিল আমরা বুঝিনা। তিনি নিজের সম্মান রক্ষার্থে নাকি এই কাজ করিয়াছেন, বাংলার অধিবাসীর সম্মানের তুলনায় তাঁহার ব্যক্তিগত সম্মান, তাহা হইলে তাঁহার নিকট বড় বলিয়া গণিত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ডক্টর মুখোপাধ্যায় মন্ত্রিত্বপদে বহাল থাকিয়া দেশের সেদুঃসময় যাহাতে অপসারিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে পারিতেন, বাহিরে আসিয়া তাহার পরাজয়ের একান্তই করিতে পারিবেন না। কেন না, তিনি জননেতা বন্ধু, তিনি যত বেশী একটা বৈপ্লবিক নেতা। তাঁহার পদত্যাগে কেহ কেহ হয়ত আনন্দ লাভ করিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক উল্লেখনা প্রশমিত হইলেই তাঁহারা ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের ও নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবেন।

আছে। পৃথিবীর অন্য দুটি মার্কিনেরাই নানা-ভাবে সমস্যার বেশী জন নিয়া থাকেন, সেই জন্য ইহাদের প্রোগ্রামকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। এরূপ কেন হইল, তাহা ভবিষ্যৎ লেখা করিবেন। গত মহাসমরে লিপ্ত হইয়া দুটিশ জাতি বেরিয়াছে হইয়া গিয়াছে, ইহাই তাহার প্রধান। আমরা হাজার বৎসর পরাধীন থাকিবার পর, দুর্ভিক্ষ, মারী ও মৃত্যুর তাণ্ডব লীলা শেষ হইয়া অবশেষে স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইয়াছি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরই বীভৎসভাবে আমাদের সমস্যা অথবা বিপদ্ধি যেন না বেন, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। আমরা আমাদের দেশের অবস্থার ও লোকের জন্য দরিদ্র চাই যে, আমাদের এ অবস্থা শোচনীয় নয়, দুর্ভাগ্যজনক নয়। যে ঐতিহাসিকভাবে সহিত আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, যে ত্যাগ ও দুঃখ বরণের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম, স্বাধীনতা লাভের পরই আমাদের চলিয়া যাইতে যে দেরী, ঢিল ও ঢিল হইয়াছে। আমাদের বিরুদ্ধে যদি কিছু থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা হইতেছে ইহাই। ঐতিহাসিক স্বাধীনতাকে যদি লক্ষ্য করিতে হয়, তাহার মধ্যে দিয়া দেশের সমাজে ও মনে যে ভয়াবহ বিপ্লবের ঢেউ উঠিয়াছে তাহা যদি বুঝিতে হয়, তাহা হইলে নূতন করিয়া ভাগ বাঁটোয়ারার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। প্রকৃত স্বাধীনতা বলিতে কি, তাহা আমরা বুঝি নাই বলিয়াই আজ আমাদের এই স্বাধীনতার মূল্য নিরূপণে আমরা সমর্থ হই নাই। দুটিশ জাতি স্বাধীন জাতি, স্বাধীন আবহাওয়ায় লালিত-পালিত ও বর্ধিত হইয়া তাহা প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। এই কারণেই আজ আমরা এই অর্থ সংকটের দিনে অভাব ও অনটনকে যেভাবে বরণ করিয়া লইতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করি নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা যে নূতন কোনো দুঃখ বা কষ্টকে বরণ করিতে প্রস্তুত নই, তাহা আমাদের আচরণ হইতে যদি বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয়, তাহা হইলে আমাদের বর্তমানের এই অসুবিধা দূর করিতে খুব বেশী সময় আমাদের লাগিবে না। সেই উদ্দেশ্যে যে কাজ আজ সুরু করিয়াছি, তাহা যদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারি

করিয়াছে। ইহা লাভের হিসাবে অবশ্য উপায়ের সমান নাই, এবং এজন্যেই লোকটীর যাই। এ বিষয় বিস্তারিত ভাবে 'আর্থিক ভারতে' লেখাটীর জন্যে আমরা পাঠান মন্তব্য করিয়া অভিযোগের ও ঘটনা তদন্তের ভার কিছু লই। সংপ্রতি জানান পাওয়া গিয়াছে, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদার্থের দর করিয়া দিয়াছে। মাছের দর ছিল চার আনা সের, তা টাকায় চার সের, তরিতরকারি প্রায় অর্ধেক দর। আমরা সীমান্তের এপারে বসিয়া এই সংবাদ পাঠ করিয়া হরষ অনুভব করিতেছি, সীমান্তের ওপারের বাসিন্দারা কি অপরিসীম দুর্ভিক্ষেই না আসি আছে। যদি এইরূপ দর হাসের ফলে অন্যান্য অধিবাসীরা প্রচুরভাবে খাদ্যের ও অন্যান্যের মূল্য দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছু ছিল না। কিন্তু এইরূপ দর হ্রাসের ফায়া উপকৃত হইয়াছে তাহারা মাত্র বিশেষ করিয়া দেখা যায়। সহজে পণ্য পাওয়া সুখের কথা। কিন্তু সেই পণ্য ক্রয় করিবার জন্য যদি কোন ক্রেতা না থাকে তাহা হইলে পণ্য পাইয়া সুখ কি? হাঁস, মুরগী পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা যাহাদের রীতি, তাহারা যদি সংক্ষিপ্ত মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় তবে তাহা অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে লাভ বলিয়া মনে হইবে না। আজ পাকিস্তানের সর্বত্রই সেই দৃশ্যই দেখা যাইতেছে। কলিকাতার যে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বাজারে যাইয়া মাছের দাম শুনিয়া ও ফিরিয়া আসিতেন, এইরূপ লাভ করিবার সকল তাঁহারা হয়ত কিছুটা উপকৃত ও উপার্জিত হইতেছেন। কিন্তু বাজে সরকারে পূর্ব-পুরীর দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রাণান্ত করিতেছে, তাহাদের মূল্য হ্রাসের ফলে তাহারা পরোক্ষ বিনিময়ে বিশেষ কিছু পাইতেছে না। ইহা রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ হানিকর অবস্থা। এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য পাকিস্তান সরকার কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহা সকলেই জানা যে, পাকিস্তানে বর্তমানে অর্থনৈতিক দুরবস্থা শুরু হইয়াছে। আমাদের মনে হয় পাকিস্তান তাহার নীতির ফলেই এই দুরবস্থা নাম করিয়া আনিয়াছে। ভারতের বিরোধিতা করিয়াই পাকিস্তানের জন্ম হইয়াছে, জন্ম লাভের পরে সে তার ভারত বিরোধী মনোভাব পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি এইরূপ মনোভাব আচরণের ফলে পাকিস্তানে এইরূপ অবস্থার পরিচয়ে বলা চলে। ভারতের সহিত মিত্রতার হস্ত ভারতেরও তাহার হস্ত ফেরান করিয়া হইতেছে না, এমন নয়। স্বাধীনতা অর্জিত হইবার পর দুটি রাষ্ট্র আপন আপন এলাকায় ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু সে সুযোগ দিতে পাকিস্তানের কোথায় যেন ফুটা এক কোথায় যেন অভাব ছিল। বিশেষ করিয়া সহরে বাস করে যে কাহিনী শোনা যায়, পাকিস্তানের চরমপন্থী করিয়াছে বলা চলে। ভারতের এই আচরণে তাহাদের মাথা ঘুরে জন্য হইয়াছে, কিন্তু পাকিস্তানের মাথা সত্যই ভাঙ্গা পড়িয়াছে। তাই তাহার নিজের ঘুন ধরিয়া পড়িয়া এমনিই ঘুনে পাকিস্তান নিজের নাক কাটিয়া জন্য ভারতের সহিত দলাদলির চুক্তি করিয়াছে। পূর্বের বিভিন্ন চুক্তি কত হইয়াছে সত্য, নূতন চুক্তিটি পালিত হইবে কি না তাহারে সন্দেহ করা চলে বটে, কিন্তু একথা ঠিক যে এবারের চুক্তি করিতে পাকিস্তান বাধ্য হইয়াছে অবস্থার চাপে পড়িয়া এবার তাহারা যখন চুক্তি করিয়াছে, তখন বিশ্বাস করিতে বাধা নাই যে—এই চুক্তি পালিত হইবেও পারে। ভারত ও পাকিস্তান পাশাপাশি বসিয়া এইরূপ টুঁকুক—ইহাই বাঞ্ছা।

যুগান্তরের কথা

লেখক—শ্রীসনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইংরাজ রাজত্বের ঘাত প্রতিঘাতে বাঙ্গালী সমাজ ও মানসে যে দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহার পারপ্রেক্ষিতে কর্ম্মবীর স্যার রাজেন্দ্রনাথের জীবন আলেখ্য মনোরম ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—নীলিমা দেবী পাঠ-মন্দির।

৩৩।এ, মনোহর পুকুর রোড, কলিকাতা ২৯।

ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

গতবৎসর কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় ফোর্ড ফোর্বাস অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট মিঃ এ. সি. ফোর্বস যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রতি বাঙ্গালীর অধিবাসীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইয়াছে। কলিকাতা বন্দরের প্রসঙ্গের মিঃ ফোর্বস বলিতে গিয়া তিনি বলেন যে, কলিকাতায় কেবল মাত্র পাট সিমেন্ট ক্ষেত্রগুলিই ভিত্তি করা যায় না, তাহাদের করা যাইতে এই বন্দরে আরও অনেক কিছু ব্যবসা বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কেবল মাত্র কবিকায়ে বাঙ্গালী জাতি যা ধরায় গড়িয়া তোলা যায় না, বর্তমানের এই বিজ্ঞানাধারের দিনে শিল্পের ইহাই নামে তাহার বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলায় শিল্পোন্নতির অবকাশ আছে অনেক। মি: ফোর্বস বলেন, ইতিপূর্বে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যে ও শিল্পে বাঙ্গালী পূর্ণ অংশ গ্রহণ করে নাই; পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ সুবিধাও তাহাদের ছিল না, এবং বাণিজ্যিক শিক্ষা লাভেও বাঙ্গালীরা করে নাই। কিন্তু এখন বাণিজ্যিক শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা হইয়াছে, এই ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীরা

(শেষাংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়)

পণ্যদ্রব্যের বাজার

করাচীর বাণিজ্যিক আলোচনা সমাপ্ত

করাচিতে পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি আলোচিত হইল। পাকিস্তান তুলা তুলা হ্রাস না করায় ভারত পাটের পরিবর্তে করিবে বলিয়াছে। এই করিবে পরিমাণ লইয়া অনেকেই প্রায় একমত। তুলা তুলা হ্রাস না করায় পাট ও তুলা কমিটীর ভারত হইয়াছে, তাহা তাহারা তাড়াতাড়ি প্রায় বন্ধ হইয়া যায়—এই সব কারণে পূর্বপাকিস্তানে প্রায় ১ শত কোটী টাকা-ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের বাজার পাকিস্তানের জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে। সকলেই পাকিস্তানে এই আশা করে। দুইবার নূতন যে চুক্তি হইল তাহাতে ভারতের কিছুই পাওয়া গেল না। কিন্তু প্রতিযোগী পাটের সহিত সৌহার্দ্য করার মনোভাব হইলে যে আর্থিক লাভবান হইবে, তাহা ইহা করিবার জন্যই এই চুক্তি নিতান্ত হইল বলা চলে। কিন্তু আগামী বছরে ভারতের তুলা হইতে ঠিক কি পরিমাণ পাট ও তুলা উৎপন্ন হইতে পারে, সে সম্বন্ধে মনে মনে আশঙ্কা থাকিতে পারে, এবং এই জন্যই পাকিস্তানের নিকট হইতে তুলা ও পাট পাইবার খানিকটা আগ্রহ ভারত থাকিতে পারে। পাকিস্তানে কাপড়ের ও কলকার প্রয়োজন অতিরিক্ত এই জন্য পাইবার জন্য পাকিস্তানের উপর হইতে চুক্তি করার আগ্রহ থাকা বিশেষ অস্বাভাবিক নয়।

এই চুক্তির উপরেই পাট ও তুলার মূল্য নির্ভর করিবে। সেই জন্য পাটের বাজারে ইতিমধ্যেই আশঙ্কার ভাব দেখা দিয়াছে। পাকিস্তান হইতে তুলা আসিতে আরম্ভ হইলেই বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলি চালু হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা।

মধ্য ভারতে পণ্য-মূল্য হ্রাস

মধ্যপ্রদেশের উপর হইতে আবেদন প্রত্যাহারের একটা ফলে মধ্য ভারতে ঘটিয়াছে বলা চলে। তথায় খাদ্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে। মধ্য ভারত গভর্নমেণ্ট গমের কর হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। টাকায় আড়াই সের করিয়া গম তথায় বিক্রয় হইতেছিল, এবার টাকায় পৌনে তিন সের করিয়া গম দেওয়া হইবে। পাকিস্তান হইতেও যদি গমাদ্রব্যাদি আসিতে শুরু করে এবং অন্যান্যও সাহায্য করে তাহা হইলে দেশের পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিবে। তাহাদের মতে এখন যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ ভাবে সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে অন্যান্য অনেক বিষয়ে সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

চিনি

নিয়ন্ত্রিত চিনির মূল্যের এ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। এক চিনির উৎপাদনের পরিমাণও কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই। খোলা বাজারে চিনির দাম সামান্য বৃদ্ধি পায়, তাহার কারণ খোলা বাজারে চিনির কিছুটা টানাটানি ছিল। ইহার আরও একটা কারণ এই যে, বিদেশ হইতে চিনি আমদানী করা হইবে কি ভাবে না—এ সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট সঠিক একটা সিদ্ধান্তে না পৌঁছানোর খোলা বাজারে চিনির দর উঠিতে থাকে। চিনির এলাকা সম্বন্ধে চিনির ঘোষণা নির্দিষ্ট ভাবে চলিয়াছে।

চিনিতে ইন্সপেক্টরের মাইনের সম্প্রতি একজন উক্তি করিয়াছেন যে, এ বৎসর ভারত হইতে ভারতে চিনি রপ্তানীর বিশেষ কোনো সম্ভাবনা নাই। সুতরাং চিনি পাইবার সম্ভাবনা যাহা আছে, তাহার সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। দেশের অভ্যন্তরেও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির আশু সম্ভাবনা দেখা যাইতেছেনা, বিদেশ হইতেও চিনি আমদানী করা হইবে না। এখনে যদি চিনির ঘোষণা অব্যাহত রাখিতে হয় তাহা হইলে ইহা সমস্যার বাস্তবিক সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে, তাহা কথাই সত্যিকার।

১১৪৯ সালের নভেম্বর মাস হইতে ১১৫০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রায় পনরো দুই কোটী মণ চিনি উৎপাদিত হয়, গত বছর এই সময় উৎপাদিত চিনির পরিমাণ ছিল দুই কোটী মণের কিছু কম; ঠিক এই সময় যে পরিমাণ চিনি সরবরাহ করা হয় তাহার পরিমাণ যথাক্রমে ৮ কোটী ও ১১ কোটী মণ।

আবশ্যকীয় দ্রব্য আরও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদনের পরিমাণ হইয়াছে অল্পই, কিন্তু বাটতি এলাকায় সরবরাহ তেমন কম হয় নাই। কিন্তু চিনির যখন টানাটানি পড়িয়াছে, তখন আমদানী অবশ্যই এই অর্থিক বছরেও যে বিদেশ হইতে যাইবে এ বিষয় অনুসন্ধানকারীর মনে কোনো সন্দেহ নাই। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে যে এলাকায় চিনির টানাটানি অধিক বেশী হইয়াছে, সেই সেই এলাকা হইতে অতিরিক্ত আমদানী জন্য তাগাদা আসিবেই। এ বৎসর প্রায় আড়াই লক্ষ টন অতিরিক্ত উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। চিনির পরিবর্তে অতিরিক্ত আমদানী হইলে তাহার মোকাবিলা করিবেই হইবে এই বিশ্বাসের জন্য অতিরিক্ত অর্থের বন্দোবস্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

চা

ভারতীয় চা-এর জন্য এক মুটলের কৃষি মন্ত্রী বন্ধুত্বে আলোচনা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। যে বছর ভারতীয় চা মুটলে জমা করিয়া থাকে, ঠিক সেই বছর এ বৎসর ভারতীয় চা রপ্তানী করা যাইবে না। চা উৎপন্ন করিবার আনুমানিক যে বৃদ্ধির অঙ্কই সে বছর যে রেখা যাইবে না এ বিষয় আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। মুটলে ভারতীয় চায়ের চাহিদা আছে; মুটলের দর কিছু বৃদ্ধি করিবে হইবে, ইহাই ছিল ভারতীয় উৎপাদকদের দাবি। আমরা জেন, মুটলের দর বৃদ্ধিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রতি পাউণ্ডে চার পেনি করিয়া দর বৎসর অপেক্ষা অধিক দর তাঁহারা দিবেন, এইরূপ সাব্যস্ত করিয়াছেন। দর বৎসর মুটলে ৭৯ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ভারতীয় চা জমা করে, এ বৎসরে যে পরিমাণ জমা করিবে বলিয়া মনে হয় তাহা হইতেছে ২১ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড।

খাদ্যদ্রব্য

উক্ত প্রদেশে প্রায় সব পাকার খাদ্য অপরিবর্তিত আছে।

ভারত ৩২টা অতিরিক্ত চাষবাস করা হইতেছে যে সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার বিলাপ করা হইয়াছে। ১১৪৯-৫০ সনে ৬ কোটী ৬০ লক্ষ একর অতিরিক্ত চাষবাস করা হয়, গত বৎসর ৬ কোটী ৩২ লক্ষ একর অতিরিক্ত চাষবাস করা হইয়াছিল। চাষবাসের অধীন পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে, পতকরা প্রায় সাড়ে চার ভাগ। এই হিসাব ১১৪৯-৫০ সালের ধরা হইবে ১১৪১ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ধরা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ভাণ্ডারে ও বিভিন্ন রাজ্য গভর্নমেণ্টের খাদ্য ভাণ্ডারে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত আছে, তাহার মোট পরিমাণ বর্তমানে ১৬ লক্ষ টন ধরিয়া আমরা লিখিয়াছি। গত বৎসর এই সময় মজুত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৯ লক্ষ টন। এই হিসাব দেখিয়া মনে হয়, ভারতের খাদ্যদ্রব্যের কিছুটা উন্নতি ঘটিয়াছে।

শেয়ার বাজার

পাটের বাজারে বিশেষ আগ্রহ

কলিকাতা, শনিবার, ১২শে মার্চ—কলিকাতা শেয়ার বাজারে কলা ও পাটের শেয়ারের প্রতি ক্রেতা ও বিক্রেতার বিশেষ মনোযোগ লক্ষিত হয়। অন্যান্য শেয়ারের পরিমাণ ছিল। বেঙ্গল ৫২৯৲ হতে সপ্তাহের শেষের দিকে সামান্য কাম-তায় ওঠে। এই সময় সাউথ কলমুদার দর সামান্য হ্রাস পায়। পাট সম্পর্কে ছিল থাকে। তারপর শেয়ারের প্রতি মনোযোগ আগ্রহ ছিল অধিক, ফলতঃ ইহার দর কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ২১৭৲ টাকা হয়। ইম্পিরিয়াল, নর্থব্রুক ও বেঙ্গল-ভিমিয়ের দরে কোনো তারতম্য হয় না। ইণ্ডিয়া-মিয়াসি বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩০৷৶০ হতে কাম শুরু করে, কিন্তু তাহার শেষ দর ৷/০ বৃদ্ধি ৩০৷/০ হয় এবং দিনে দিনে ক্রমান্বয় কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ৩০৷৶০ হয়ে ওঠে। মার্শাল, বুধাসুরী ও টেক্সটাইল মেশিনারী শেয়ারের প্রতি ক্রেতা-দের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন শেয়ার লাভ অনুসন্ধানের চাহিদা দেখা যায়। বি. আই. কর্পোরেশনের কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ২৲ টাকায় পৌঁছে ও ইণ্ডিয়ান টিউ প্রডাক্টস ৩৪৲০। চা ও শেয়ারে মোঁক বজায় পূর্বাবস্থার মতো। বিরবাহ, জেমসুর, বাগিয়ারা, ও হলদি-বাড়ি শেয়ারের প্রতিই বাজারের লক্ষ্য মোটামুটি ছিল বলিয়া বোধ হয়।

করাচীতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণি-জ্যিক আলোচনার পরিসমাপ্তি কিরূপে হয়, তাহা দেখিবার জন্য বাজারে বিশেষ উৎকণ্ঠার ভাব পরিলক্ষিত হইতে থাকে; সেই কারণেই শেয়ার মূল্যের গতি-প্রকৃতি স্থির ও নিশ্চল হইয়া থাকে। এ সপ্তাহে অন্যান্য বিভাগের প্রতি মনোযোগ লক্ষ্য ছিল। পূর্ব দিনের ৫২৯৲ টাকা হইতে বেঙ্গল শেয়ার ৲ টাকা হ্রাস পাইয়া ৫২৯৲ টাকা এবং ইম্পিরিয়ালের দর ৲ হ্রাস হয় ৪৯৲ টাকা। অবশেষে ১৩৪/০ আনা দরেই কাজ শেষ করিবার পায়। সাউথ কলমুদার কিছুটা উন্নতি লাভ করিয়া ৫৭৷৶০ আনায় দাঁড়ায়। পাটের কারবারে কিছুটা চাহিদা ছিল। বরানগরের দর হয় ২১৫৲ টাকা, অক্সফোর্ড ১৩৩৲, নিলামের ২৯৶০ ও ভিক্টোরিয়ার ১৯০৲ পর্যন্ত ওঠে। অন্যান্য কল বিভাগেই আগ্রহ দেখা যায় পরে হেরে বেশী। ছিল করিয়া মূল্য কিন্তু অটলিয়া শেয়ারের দর অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়া ২১৭৲ টাকা হইতে ৩০৭৲ টাকায় ওঠে, কিন্তু এই দর অপেক্ষা অধিক দরে কিনিবার কারও দেখা মিলে। ইণ্ডিমিয়াসি বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩০৷/০ আনা হইতে ৩১৲ টাকায় উঠিয়া পুনরায় কিছুটা নামিয়া ৩০৷৶০ আনা দর হয়। বিভিন্ন বিভাগে আমেরি ব্রাদার্স কিছুটা উঠিয়া ২৪৷০ আনা হয়। চায়ের বাজারে খুব বেশী আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

ইহার পর সপ্তাহের মাঝামাঝি বাজার বাজারে বিশেষ আশার ভাব দেখা যায়। কাপড়ের কল বিভাগে আকর্ষণ হেতু আরও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এশিয়ার শেয়ার ১৬৷৶০ আনা পর্যন্ত দরে কিনিবার জন্য ক্রেতার কোনো অভাব হয় না। কামদুর ১০৷৶ আনায় ওঠে। সপ্তাহের শেষদিনে অর্থাৎ শনিবার বাজারের ভাব আশার কিছুটা হেতু এলোমেলো ভাব অবস্থাবিধি ভাবে পরিচালিত হয়। পাটের দরে কিন্তু উন্নতি ঘটে। কলা বিভাগে বিভিন্ন শেয়ারের দরে বিশেষ উঠা নামা হয় না। বেঙ্গলি ৩১৷০ আনা দরে, ক্লাইভার্ড ১৩/০ আনা দরে কারবারের শুরু। বরানগর কিছুক্ষণ ১৪৮৲ আনা থাকিবার পর নামিয়া গিয়া ১৪৬/০ আনা হয়, তাহার পর মাঝারি রূপ বহিবার সময় দর ৶০ আনা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৭/০ আনায় দাঁড়ায়। এই দিনের কারবারের উৎসাহ ছিল সপ্তাহের বড় আকর্ষণ। মৈসোর, বেঙ্গল, অরেন্স, ন্যাশনালটস ও ভিক্টোরিয়া শেয়ারের দর ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রেতা ২২০৲ টাকা দরে কাজ কারবার শুরু। ভিক্টোরিয়া ২১৷০ আনা দরে খানিকটা কেনাবেচা হয়ে। হাওড়া ২৮৷৶০ আনা দরে কাজ শুরু করিয়া মাঝে ২৭৲০ আনায় নামিয়া যায়, পরে আবার ২৮৷০ আনা হয়। ইণ্ডিমিয়াসি বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রন ব্যতীত অন্যান্য শেয়ারের প্রতি বাজারে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। বিভিন্ন বিভাগের প্রতিটি বাজারের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। মনে হয় ব্যবসা-পাকিস্তান আলোচনা ও পাটের শেয়ার বাজারের ক্রেতা ও বিক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই কারণ এই দিন অন্যান্য শেয়ারের প্রতি কারারও বিশেষ দৃষ্টি পড়ে না।

বাজারের হালচাল

[বাজার কর্তাগণের মত]

সরকারী কাগজপত্র

৩৲ ঋণের (১৯৫৩) ৯৯৶০, ৩৲ ঋণের (১৯৪৩-৪৫) ১০১৷০, ৩৲ ঋণের (১৯৫৫) ১০০৷৶০, ৩৲ ঋণের (১৯৬০-৭৫) ৯৯৷৶০।

ব্যাঙ্ক

ইমপী ৪০, ইম্পিরিয়াল ৪০৯৲, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৪৪০।

জাপাতের কল

বাউরিয়া ৩০০৲, ঔরিয়েন্ট মিল্‌স ১৬৯/০, বেঙ্গো-রাম ১৮৶০, কামদুর ১০৷৶০, নিউ ভিক্টোরিয়া ২৷৶০।

কয়লা খনি

বেঙ্গল ৫২১, ভারত ৬৬৶০, যোগিয়া ৩১০, বরাকর ১৪৷৶০, ইন্দিয়া ৫৮০, ওয়েষ্টার্ন বেঙ্গল ৪৬৶০।

পাট

আলবিয়ন ১২২৲, আলটলস ১৪৮৲, অক্স-ফোর্ড ১৩৯৲, আশুতোষ ইণ্ডিয়া ২০৯৲, বরানগর ৪১৪৲, বিড়লা ৩৭৲, টিটাগড় ১১৪৲, কাঁকিনাড়া ১৩৮৲, হাওড়া ২৮/০, ফোর্ট গ্লষ্টার ৩১৫৲, ইণ্ডিয়া ১৪২৲, কিনিসন ১২৩৲, ন্যাশনালটস ১৪২৲, নরেন ১৮৯৲, বেঙ্গল ১২৯৲, মৈসোর ১৪৫৲, শ্যামনগর ২৩/০, বর্ধমান ১৩৬/০, মহীয়া ৬৯০, ইউনিয়ন ২০১৲, বিলায়েল ২১৲, ওরিয়েন্ট ১৯৮৲।

ইণ্ডিমিয়াসি

ব্রেবর্ণেট ৮/০, ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩০৷/০, জেসপ্‌ ১৪৶০, টিন কর্পোরেশন ১২১৷০, ইউনাই-টেড আয়রন ৬৶০।

চা

বি খু আলী ৯৲, বাউপাড়া ১৯৯৲ হাসিমারা ৩৲।

বিবিধ

অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন ৪৬/০, আমেরি-সিটেট হোটেল ৭১৲, ভারত এয়ার ২৬০, বি, আই, কর্পোরেশন ৮৬৶০, ক্যালকাটা টিম ১৪৭০, ক্যাসিয়া মেরিনিয়া ১৪৯৲, ক্যালকারমে ৪৷/০, মার্টিন বার্ন ১৪৮০।

সংবাদ সংকলন

মূল্য বৃদ্ধির বিলাস

ভারতে সরকারী কেন্দ্রকারী যে সকল প্রতিষ্ঠান মূল্য চড়ানো আর বাজারকে উত্তপ্ত করা, তাহাদের কেন্দ্রসমূহ অধিকারী মোহিয়া উৎসবের সমর্থ হলো উঠিয়াছে। গত মার্চ মাসে তাহাদের প্রাণিবিক কেন্দ্রের কোম্পানী ভাড়া ও বাতন ১৩ পয়সা চড়াইবার অনুমতি পাইয়াছেন। তৎপূর্বে ঐ কেন্দ্রসমূহ ভাড়া ও বাতন অন্যান্য ভাবে ৮ পয়সায় চড়াইবার অনুমতি পাইয়াছিল। গত বৎসরেই হিসাব সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায়—ঐ বাতন বাবদ মাত্র ১৮০ লক্ষ টাকার বেশী আয় হইয়াছিল, কিন্তু বাতন বৃদ্ধির ফলে মাসে চলাচল ৬ কোটি অধিক যাত্রীর কেন্দ্রকে অতিরিক্ত বাতন বাবদ ১৫০ লক্ষ টাকার আয় বৃদ্ধি পায়। আবার যাত্রীর ভাড়া বৃদ্ধির ফলে মাসী শিল্প আয় প্রায় ১৯ পয়সা পাইয়াছেন যাত্রীর সংখ্যা পঞ্চাশ কমিয়া গিয়াছে। ফলে যাত্রী ও কর্মচারীদের অসুবিধার মধ্যেও তাহাদের মুখের গ্রাস তুলিয়া দিয়া ভাড়া বৃদ্ধির পরিমাণ আয় বাড়ে না। ভাড়া বৃদ্ধির জন্য বহু কেন্দ্র যাতায়াত থাকিতে বাধ্য হইতে পারে। সেক্ষেত্রে অনুবৃদ্ধি লাভ উলিয়া যায়, লোকসান পড়ার আশঙ্কা থাকে।

পাকিস্থানে ভীষণ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা

পূর্ব ও পশ্চিম কমিশনের বৈঠকে খাদ্য ও ত্রাণ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী ডিরেক্টর জেনারেল স্যার জাগাই টাউনি মতের যে, পাকিস্তানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ খুব নীঘ্রে পাইবারী লাগে আমাদের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

স্যার জাগাই আরও বলেন, পাকিস্তানের পশ্চিম জেনারেল ওঁকার ঘাটীগণ কেন্দ্রসমূহ জন্য খাদ্য ও সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন এবং পাকিস্তানের বিদেশ অধিবাসীদের জন্য খাদ্য ও ঔষধ প্রভৃতি প্রেরণ সম্পর্কে খাদ্য ও ত্রাণ প্রতিষ্ঠানের সহিত আলোচনা চালাইতেছে।

তুলার উপর হইতে কন্ট্রোল উঠিবে না

কেন্দ্রীয় সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার শ্রী ই. পি. বেরাট ফ্রেন্ড ট্রাই অব ইণ্ডিয়ার বিশেষ মনে যে, তাহার সরকার তুলার উপর হইতে কন্ট্রোল তুলিয়া লইবেন বলিয়া কোন কোন সংবাদ পত্রে যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোন ভিত্তি নাই। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ হইতে এই মর্মে কোন নির্দেশ পান নাই। তিনি আরও বলেন যে তুলার উৎপাদনে অনুন্নতির পরিমাণ যে সম্বন্ধে আমরা সচেতন এবং এই সমস্ত অনুন্নতি দূর করিয়া কাপড় উৎপাদনের সাহায্য করিবার জন্য সকল চেষ্টা হইতেছে। ইতিমধ্যেই আমরা আমেরিকান তুলা আমদানী করিবার জন্য লাইসেন্স দিয়াছি।

আটাত্তো লক্ষ একরের ভূমি-স্থায়ী-জন্ম লাভ

১৯৪০ সালের মার্চ পর্যন্ত উক্ত প্রদেশ আটাত্তো লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশো আটত্রিশ জন প্রকৃত অধিবাসী উদ্বাস্তুকে সাধারণের অধিকারভুক্ত করের সমান দিয়া তুলিয়াছে বহু লাভ করিয়াছে। অবশ্য জেলা ওয়ারি বিভিন্ন সংখ্যার পরিবর্তন আছে কেন অধিবাসী উদ্বাস্তুকে ভাড়াতে পারিয়া দিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার কলম্বো সরবরাহ

এক বৎসরের জন্য ভারত অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় পাঁচ লক্ষ টন কলম্বো সরবরাহ করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এখানে জানা গিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া কেন্দ্রসমূহ গভর্নমেন্ট ভারতীয় যাবতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দুই লক্ষ আশি হাজার টন কলম্বো সরবরাহের জন্য যে টেন্ডার বিক্রয়ের ভাড়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভিক্টোরিয়া গভর্নমেন্ট দুই লক্ষ টন কলম্বো সরবরাহের টেন্ডার গ্রহণ করিয়াছেন।

এই কলম্বো এক বৎসরের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

সাল্ফিউরিক এ্যাসিড ও সুপারফসফেট উৎপাদন

প্রাথমিক ভাবে খাদ্য বিভাগে যে, সুপারফসফেট এবং সালফিউরিক এ্যাসিড বিভাগ সর্বোচ্চ উৎপাদন নির্ধারক (টারগেট) কমিটি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম বৈঠকের পর, আলোচ্য বৎসরে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টন সুপারফসফেট এবং এক লক্ষ তিন হাজার টন সালফিউরিক এ্যাসিড উৎপাদনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ১৯৪৯ সালে এই দুইটি বিভাগ ৯৯,৭০০ টন সুপারফসফেট এবং ৯৯,৪০০ টন সালফিউরিক এ্যাসিড উৎপাদন করে।

আলোচ্য বৎসরে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন এবং ১৯৪১ সালের প্রথম ভাগে উৎপাদন অন্যান্য

বিজ্ঞপ্তাবলী

• "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

• মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

• ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাকে বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

• ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য

"কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

গ্রাহকশ্রেণীর জন্য "কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ"

"আর্থিক ভারত" ৩৯এ কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

এই ঠিকানায় পত্রাদি লিখিতে হইবে

ছত্র ছাতার উৎপাদনী মাস বহু ছাতার জন্য কলিকাতা এজাত ঠিন 'ছত্র-কমিটি' আবশ্যকীয় সুপারিশ করিয়াছেন।

ছাতাকিটিক্যাল এ্যাসিড উৎপাদনের জন্য কলিকাতা ছাতার ঠিন ১,৫০০ আমদানীর সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটির সুপারিশ বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে।

(২৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অন্তত না হইলেও নিম্ন প্রদেশের ব্যবসা বাণিজ্য অনু গ্রহণ করিতে পারিবে। আমরা কি বেহালের সহিত এক হয়। এতদিন আমরা, বাঙ্গালীরা, নানা দুঃখ কষ্টের দিন কাটাইয়াছি। চালুনী কলাই ছিল আমাদের প্রধান উপজীবিকা। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হেতু সব কিছুই অন্য-রূপ হইতে চলিয়াছে। আমাদের মধ্যে এখন কারিগর শ্রেণী ও ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিবার আগ্রহ দেখা যাইতেছে। এই সূত্রে মনে হয়, বিভক্ত কলিকাতে বাঙ্গালীরা ব্যবসায়ে পুনঃ-নিয়োগ-কল্পে নিম্ন প্রদেশের বাণিজ্যিক সংস্থিতি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত বিবেচিত হইবে। বাঙ্গালীর ছেলেরা আজ হকার ফেরীর সাধারণ পণ্য-দ্রব্যের ফেরীওয়ালা করিতে আরম্ভ করিয়াছে—ইহা শুভ লক্ষণ। এই ব্যবসা লইয়া এই সব স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা দূরে অবস্থান নিজ হইবার উপযুক্ত হইয়াছিল—এ আশা আমরা পোষণ করি। সেই সঙ্গে তাহারা আত্মরক্ষার্থে বিভিন্ন ও অত্যন্তীন বাণিজ্যের শ্রেণীবদ্ধ শিক্ষা লাভের জন্য বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ খোলা করিতে পারিবে।

রিপোর্টার প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ ৩, গুরুপ্রসাদ এভিনিউ, কলিকাতা হইতে শ্রীকানাই ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক ভারত লিঃ এর পক্ষে ৩৯এ কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস, ৭৩এ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর :— শ্রীকানাই ভট্টাচার্য্য

With best Compliments of the Editor

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৩শে বৈশাখ ১৩৫৭ ; ৬ই মে ১৯৫০ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	২৯
উদ্বাস্তুর হিড়িক	
প্রাসঙ্গিক	৩১
জাতিগঠনের পরিকল্পনা	
কৃষি সংস্কার	
উদ্বাস্তু ও পাট চাষ	
গৃহনির্মাণ কর্পোরেশন	
প্রাসঙ্গিক	৩৩
শহরে কলেরা ও খোলা খাবার	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
বাণিজ্যিক চুক্তিতে আশা ও সংশয়	
শেয়ার বাজার	
পাটের বাজারে অধিকতর আগ্রহ	
সংবাদ সংকলন	৩৬

উদ্বাস্তুর হিড়িক

জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসের হাঙ্গামার পর পূর্ববঙ্গ হইতে দলে দলে উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসিতে থাকে। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের অর্থনীতির উপর যে চাপ পড়ে, সে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। তাহার পর উভয় রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে আলোচনা ও চুক্তির ফলে উদ্বাস্তুর সমাগম কিছু পরিমাণে হ্রাস পায়। কিন্তু সাময়িক বিরতির পর পুনরায় উদ্বাস্তুদের আগমন বৃদ্ধি পাইয়াছে। জোর জবরদস্তি করিয়া কাহারও আগমন বা নির্গমন ঠেকাইয়া রাখা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য [illegible] নহে। যাহারা চলিয়া আসিতেছে, ধরিয়া লইতে হইবে, তাহারা অত্যন্ত অসিতেছে না। সংখ্যালঘুদের মধ্যে নূতন করিয়া [illegible] ভিটেমাটি ছাড়িয়া নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াইতে [illegible] তাহা কেহ, তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে প্রখর রৌদ্র মাথায় করিয়া অকারণে কেহ আপন নীড় ত্যাগ করে না।

ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে সেই চুক্তি যেকীয়াকরী ভাবে পালিত হইতেছে না—উদ্বাস্তুদের এই সমাগম তাহার প্রমাণ। কেবল সরকারী নীতি ঘোষণা এবং সরকারী ব্যবস্থাদি অবলম্বনেরদ্বারাই এত বিরাট একটি সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। প্রথম প্রয়োজন হইতেছে মনোভাবের আমূল পরিবর্তন। কিন্তু দূষিত মনোভাব বদল করিবার জন্য কোন যে-সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের আর্ত নাম দিয়া সেই আর্ত প্রাণের [illegible] হাহাকার করিলে কিম্বা বাস্ত হাতে নিয়া ট্রামে বাসে পরিচয় [illegible] করিলেই আর্তত্রাণ হইবে না। তাহাদের যদি

ত্রাণ করিতে হয় তাহা হইলে ত্রাণ কর্তাদিগকে বিপদ করিয়া কথা বলিতে হইবে।

আসলে এই সব আতঙ্কের মূল হইতে আতঙ্ক এবং অবিশ্বাস দূর করিতে হইবে। যদি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি সত্যই আমাদের দরদ থাকে, তাহা হইলে সে দরদ দেখাইবার পথ ভিন্ন। তাহাদের মনে দূর হইতে আতঙ্ক নিক্ষেপ না করিয়া ত্রাণ কর্তাদিগকে সেই সব আর্তদের পাশে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ সম্বন্ধে বিবৃতি দিয়া বলেন যে, তিনি যদি বিশেষ কিছু করিতে নাও পারেন অন্তত দুঃখদের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের সমব্যথী হইতে পারিবেন। আমরা পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত ভাবপ্রবণ জাতি। ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের এই বিবৃতি শুনিয়া আমরা বাহবা দিতে কসুর করি নাই। কিন্তু আজ কতদিন হইল তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। এ পর্যন্ত তাঁহাকে একবার পাশে গিয়া দাঁড়াইতে দেখি নাই। তিনি অনেকটি আবেদন নিবেদন ইস্তিহারে একাধিকবার পরিবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়। এখন সত্য সত্যই তিনি পূর্ববঙ্গ-বাসীদের বেদনা বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে দূর হইতে এভাবে সহানুভূতি না দেখানোই ভালো। যদি প্রকৃত বেদনা বোধ তাঁহার থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে তিনি পূর্ববঙ্গে যাইবেন। সেখানে গিয়া তিনি যদি তাহাদের পাশে দাঁড়াইতে পারেন, তাহা হইলে সেইটাই হইবে অন্তরিক্ষের পাশে দাঁড়ানো। কিন্তু এখানকার উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শনের কাজটা তামাসা দেখা ছাড়া আর কিছু নয়। মানবিক বা আনুষঙ্গিক কারণে যদি তিনি মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি এইভাবে তাহার প্রমাণ দিবেন। কিন্তু তাঁহার পদত্যাগের মূলে যদি নিছক রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত কারণে ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে এ বিষয় আমাদের কিছু বলিবার নাই।

পূর্ববঙ্গ হইতে যাহারা চলিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের মনে অসহায়ের ভাব আছে। সীমানার পরপারে বসিয়া তাঁহারা এ-পারের নেতাদের মুখ হইতে নিশ্চিত সহানুভূতির বাণী শুনিয়া ভাবিতেছেন ওপারেই বুঝি সর্বসুখ রহিয়াছে। তাই তাঁহারা দেশ ছাড়িতেছেন, ভিটা ছাড়িতেছেন। তাঁহাদের এইরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব করিয়া যদি না আনা সম্ভব হয় তাহা হইলে কংগ্রেসের নেতাদের যাইতে হইবে পূর্ববঙ্গে। নেতৃত্ব করিতে হইলে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার বাঞ্ছনীয়। এই দিক হইতে আমরা ধরিদপুরের শ্রীসত্যেন্দ্র সেনের প্রশংসা করিব। তিনি বহু দিন ধরিয়া দেশের কাজ করিতেছেন, আজও তিনি সেই কাজেই লিপ্ত আছেন। অন্যান্য কংগ্রেসী সুবিধাবাদীদের মত তিনি নিজের অবস্থা ফিরাইবার জন্য কংগ্রেস গভর্নমেন্টের দুয়ারে আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়ান নাই। তাঁহার সংগঠনী ক্ষমতা, কর্ম তাঁহার ত্যাগশীল কুশাগ্র বুদ্ধিও হয়ত নিতান্তই তুচ্ছ, তাই মহান দেশের কথা বড় একটা শোনা যায় না।

সর্দার পাটেল পূর্ব বঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। সত্যই তাঁহাদের যাওয়া কর্তব্য। দেশ স্বাধীন হইবার পর তাঁহারা সকলে যেন সাপের পাঁচ পা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কলিকাতায় ও দিল্লীতে ভীড় করিয়া স্বাধীনতার লাভ সংগ্রহে ব্যস্ত। সত্য কথা বলিতে কি ইহারা ঘৃণ্য জীব। ইহাদের চাল-চলন ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যদি সঠিক বিবরণ প্রকাশ করা সম্ভব হইত তাহা হইলে ইহাদের নেতৃত্বের মুখোস এতদিনে খুলিয়া পড়িত।

কেবল সরকারী ব্যবস্থা দ্বারাই জনতার মনোভাব বদল করা যাইবে না খুলিতেছিলাম। যদি এই মনোভাব বদল করিতে হয় তাহা হইবে নেতাদের দ্বারাই তাহা সম্ভব। দুর্বলকে ভয় দেখানো কিছু কঠিন কাজ নয়। পূর্ব বঙ্গে অসহায়ের দল যাহারা পড়িয়া রহিয়াছেন, সীমানার এপারে বসিয়া তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার করিয়া, ঘর ছাড়া করিয়া, পথের ভিখারী করিয়া লাভ কি। তাহাদের যথাস্থানে থাকিবার পরামর্শ দিতে হইবে। কিন্তু অন্তত যদি কেহ মনে করেন যে তাঁহার দেশ ত্যাগ করাই সমীচীন, তাহা হইলে তাঁহার সে কথা বলুন। তিনি তাহা হইলে দেশ ছাড়িতে পারেন। কিন্তু এভাবে তাহাদের উদ্বাস্তু করা তারপর আজব শিবির পরিদর্শনের নাম করিয়া তাহাদের দেখিবার প্রয়োজন কি?

দৈনিক প্রায় পনেরো হাজার করিয়া বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, নারী পশ্চিম বাংলায় চলিয়া আসিতেছেন। এত লোকের বসবাসের ব্যবস্থা করা সহজ কথা নয়। কাজের বদলে কথাতেই যাঁহারা অধিক মূল্য দেন তাঁহারা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থার গতি দেখাইতেও বিবৃতি দিতে কসুর করেন না। ইঁহারা তাঁবু ফেলতে কতগুলি না বলিয়াই কত খানে কত চাল, তাহার পরিমাণ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

আমাদের বলিবার কথা এই যে, যদি মানুষের প্রতি প্রকৃতই তাহাদের দরদ থাকিয়া থাকে তাহা হইলে মানুষকে নিয়া কাটকা খেলা না খেলুন। নিজের কার্য উদ্ধারের জন্য পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিয়া এতগুলি মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়া এমন ছিনিমিনি না খেলা হয়। এ বিষয় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, চালাকির দ্বারা যে কাজ সমাপ্ত হয় তাহার আয়ু সীমাবদ্ধ। আজ অনেকেই লোক নিজেদের কার্য হাসিলের জন্য যে ভাবে উৎসব করিয়া চলিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদের ভুগিতেই হইবে। আজ এই উত্তেজনার যুগে আমরা তাড়াহুড়ো ধীরা (Haste) জ্ঞান করিয়া হয়ত তাড়াতাড়ি করিব, কিন্তু অবস্থা ধীরে ধীরে শান্ত ও স্বাভাবিক হইয়া আসিবার পর তাঁহাদের স্বরূপ আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে।

আমরা জীতা নই, আমাদের শক্তিও সামান্য। উদ্বাস্তুদের অবস্থা দেখিয়া আমরা শুধু চটিয়া গিয়াছি। এবং সেই সঙ্গে ভাবিতেছি এই সব অসহায় নরনারী কাহাদের হাতের ক্রীড়নক।

প্রাসঙ্গিক

জাতিগঠনের পরিকল্পনা

জাতিগঠনের জন্য যে পরিকল্পনা আবশ্যক এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের যেরূপ প্রয়োজন, এযাবৎ আমাদের দেশের চিন্তানায়কগণ অনেকখানি মূলেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্বাধীনতা লাভের পর পূর্বে তাঁহাদের কর্তৃক জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পণ্ডিত নেহরু। স্বাধীনতা অর্জিত হইবার পর একটা নূতনিধি পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নূতন করিয়া পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় গবর্ণমেণ্টই উভয় মূলক কাজের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেশের আর্থিক অবস্থা, প্রকৃতির অসহযোগ, যোগাযোগের পরিবেশ ও বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত আমাদের সম্পর্ক এমন বিশেষ দিকে দ্রুতভাবে না হওয়ায় অনেক সময় কিছু পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যায়। ঠিক কোন দিকে আমাদের উন্নয়নের ধারা অগ্রসর হইবে—বস্তুতপক্ষে তাহাই সুস্পষ্টভাবে নীতিরূপে গৃহীত হয় নাই। ফলত কৃষিপ্রধান দেশ, এবং শিল্প অপ্রধান। আমাদের নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য যাহাদের প্রধানতঃ কৃষিকেই জোর দিতে হইবে অথবা কৃষিই উহার মূল ভিত্তি হইবে। এ-বিষয় প্রকৃতপক্ষে এখন পর্যন্ত কোন উচ্চ প্রকাশিত, প্রচারিত বা বিবৃতিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। কিন্তু একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যাইতেছে। তাহা হইতেছে এই যে, বিদেশ হইতে যত বেশী সম্ভব যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়, ইহার দ্বারা মনে হয় যে, দেশকে যন্ত্রশিল্পে অগ্রসর করাইবার জন্যই গবর্ণমেণ্ট নীতি স্থির করিয়াছেন। এইখানেই আমাদের আপত্তি। দেশের প্রচুর যন্ত্রপাতি দেশে প্রস্তুত করা এবং এজন্যের যন্ত্র কৃষিপ্রধান দেশের উপযোগী, তখন অবশ্য বলা যাইবে এই বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ উপলব্ধি করিলেন এবং তদনুযায়ী কাজে অগ্রসর হইলেন তাহা হইলে এতদিনে অনেক সমস্যার সমাধান হইতে পারিত বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। দেশকে যাহা কিছু সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রথম যে মূলধনের আবশ্যক অনুযায়ী যাবতীয় অবশ্যকের সরঞ্জাম হইয়াছে, তাহা মোটেই করিতে হইত না।

ইহা হইতেই বোঝা যাইতেছে যে, বিদেশ কোন একটা কী নিশ্চিত করিয়া পরিকল্পনা কাজে আসিতে পারে না। ইহার ফলে অবশ্যই ও অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে এবং তাহাতে দুঃখের হইয়াছে। আমরা বিশেষ একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। অসমাপ্ত পরিকল্পনার সহিত বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি-শিল্প, যন্ত্র শিল্প প্রভৃতি যাবতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে মানুষ। সুতরাং মানুষের উন্নয়ন ও মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু এগুলির মধ্যে কোনটির প্রয়োজন সর্বাগ্রে, কোনটি উপর প্রথমে জোর দিতে হইবে, তাহাও বিশেষ বিবেচনার বিষয় এবং, স্বাধীনতা অর্জনের পর পূর্বে জাতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজন কাজের জন্য পরিকল্পনা কমিটি গঠন করিয়া তাহা অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। নূতন করিয়া তাহা পড়িয়া তুলিতে হইবে।

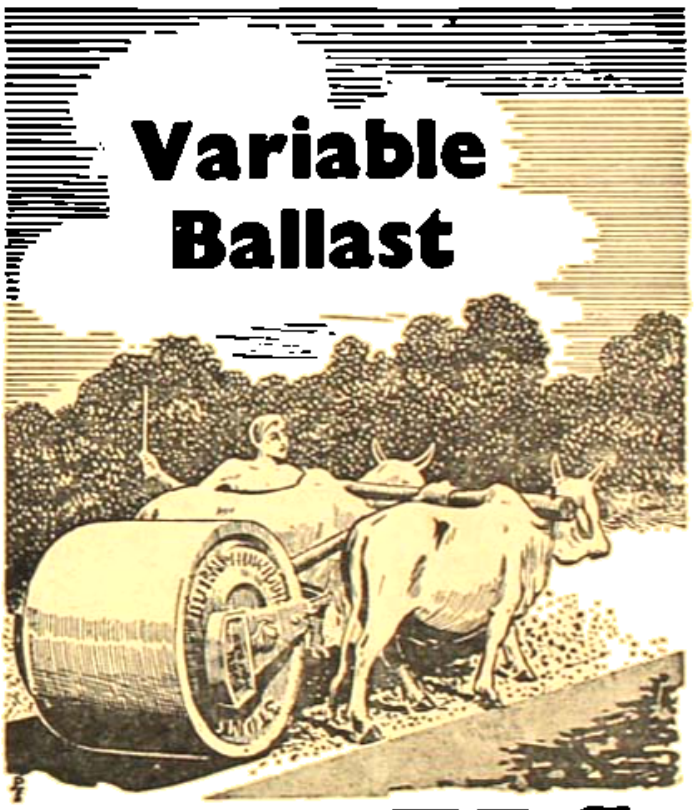

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 48 cwt. empty, nearly 63 cwt. filled with water and over 78 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.
AGENCIES DEPARTMENT
12, MISSION ROW, CALCUTTA.
BRANCHES AT - NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

কার্যের ধরন তাহা স্থির করিয়া দেয়। পরবর্তীকে আনুষঙ্গিক এলোমেলো ভাবে অগ্রসর হইতে দিয়া যখন পরে পরে আবশ্যকতা এইরূপ দাঁড়াইল তখন বলা হইল যে, অগ্রসর হইবার যৌক্তিক ধারা সম্বন্ধে অগ্রসর হওয়া যাইতেছে না, তখন তাহারা টেলিয়া বিচ্ছিন্ন এবং উহার পরিবর্তনের ব্যবস্থার ও নীতির ব্যাপারে কোন ঠিক বিচারই না করিয়া, তাহার পর হইতে পরবর্তীকে 'পরিকল্পনা কমিশন' স্থাপন করেন। এখন হইতে উহাদের প্রথমটি পরিকল্পনা এই কমিশন কর্তৃক বিচারিত হইবে এবং রেলওয়ে ও বিভিন্ন ধারা পরবর্তীকে অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইবেন। এই অবস্থায় পৌঁছিবার জন্য সম্প্রতি বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী, প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিবর্গ, পরিকল্পনা কমিশনের সভ্যবৃন্দ ও কংগ্রেস অর্থনৈতিক দল কমিটির সভ্যদের এক বিশেষ বৈঠক বসিয়াছিল। এখানে আলা করা হইতে যুক্তি যে, দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মীদের ও বিভিন্ন বিষয় কমিটি বাস্তিবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁহারা কাজ চালিয়ে যাইবেন। এই পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠিত যে পরামর্শাদি দিবেন তদ্বারা দেশের উন্নতি সুনিশ্চয় হইবে।

কৃষি সংস্কার

বিভিন্ন প্রাদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং কার্যকরী প্রচার করিয়াছেন। কৃষি সম্বন্ধে কমিটির রিপোর্টে যে সকল মূলত প্রস্তাবী পরিবর্তন সাধনের প্রস্তাব করা হইয়াছে যে সম্পর্কে কৃষিজীবী কৃষিসম্পর্ক বিষয়ক সভাগুলি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রাদেশিকদের পক্ষে তাহাদের বিশেষ বিশ্বাস আছে বলিয়া এই দায়িত্বভার তাহাদের দেওয়া হইয়াছে। কৃষি কমিটির উদ্দেশ্য প্রাথমিক কৃষির সর্বাধিক পরিবর্তন প্রয়োজন, সমবায় প্রথায় চাষ-বাস, ভূমির সংস্কার সাধন। এই দায়িত্বভার কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি যে বিশেষ আস্থা, তাহাতে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কৃষি সংস্কার বিষয়ে যে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা বিচারসহ করে আলোচনা করিয়া বিচার জন্য কর্মীদের অর্থাৎ বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিকে গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট সভা করিতে বলা হইয়াছে। এই সভার এই সংস্কারের প্রস্তাবগুলি বিচারসহ ও এ বিষয়ে বিচারসহ সভাগুলির সভ্যদের তার কমিটিগুলির উপর দেওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বারা কংগ্রেস কমিটি সমূহের ও ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেস কর্মীদের বিশেষ উপকার হইবে এবং তাহারা জনসাধারণের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ আসিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করা হইয়াছে। এ প্রস্তাবগুলির অর্থ আমরা বুঝি, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য ইহা প্রচার করা হইল তাহারা কতটা বোঝে ইহাই জিজ্ঞাস্য। আশা করেন এই ঘনিষ্ঠতার কংগ্রেস কর্মীদল যদি সুযোগ তার কাজে বোধ হয় ও মাঠ সম্বন্ধে সাধিত অজ্ঞ ও অবহিত্তি বিচারসহ দেশের কথা বুঝাইতে পারেন তাহা হইলে সমস্যার জটিলতার অনেকটা দূরীভূত হয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। এই প্রসঙ্গে আমরা একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে করিতেছি। বাংলার যে মূলা সমস্যার কর্তৃক নিম্নে হইবার তাহা দূরি করিবার দাবী জানাইয়া পল্লী অঞ্চলে কিছুদিন যাবৎ আন্দোলন চলিতেছে। বর্তমানে সরকারী নীতি হইতেছে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস করা। এই সময় পল্লী অঞ্চলে তাহার বিপরীত ব্যবস্থার জন্য এই আন্দোলন সুরু হইল কি করিয়া? ইহার জন্যও আমরা কংগ্রেস কর্মীদের দায়ী করিব। তাঁহারা জনসাধারণ হইতে দূরে সরিয়া আছেন বলিয়া তাঁহারা মাঠে আসিয়া উপস্থিত সমস্যাগুলি এইরূপ সোলযোগের সৃষ্টি করিতে পারিতেছে। পরিশেষে কর্মীদের বিভিন্ন প্রকার করিয়া বলিতে এই মূলা দূরির দাবীর অযৌক্তিকতা বুঝাইয়া দেওয়া। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই বিভিন্নি পরিষ্কার আমরা জানিয়া। এই বিভিন্নির মূল যে তাহাদের বুঝাইয়া দিয়ে তাহাও বলা যায়। বাংলার মূলা বৃদ্ধি করিলে যার পক্ষ কথায় সমস্যা চাষীরই যে কেবল সৃষ্টি হইবে, ইহার দ্বারা ভূমিহীন কৃষিমজুর বা গরীব গৃহস্থের কিছু সুবিধা হইবে না, বরং অসুবিধাই হইবে একথা তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যাহার খোলায় ধান জন্মা হইতেছে, সেই সমস্ত মূলের মূল্যবৃদ্ধিজনিত সুফল পাইবেন, কিন্তু যে সব গরীব ভূমিহীনদের চাউল কিনিয়া খাইতে হয় তাহাদের তো তার মূল্য বৃদ্ধিতে অসুবিধা হইবার কথা। এ কথাটি তাহাদের বিচারে করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া দিতে চলিবে তেমন। কংগ্রেস সম্পাদক কৃষি সংস্কার পরিকল্পনা বিষয়ে যে মার্কুলার দিয়াছেন, যদি কর্মীদল এই কাজের জন্যও একবার বিচারসহ হয়ারে দিয়া দাঁড়ান তাহা হইলে আমরা বুঝিব দেশের এই দুর্দিন দূর হইবার সম্ভাবনা তাহা হইলে আছে। এখন দেশের প্রয়োজন নিঃস্বার্থ কর্মীর।

উদ্যান্ত ও পাটচাষ

পশ্চিমবঙ্গের এক লক্ষ একর জমি পাট চাষের জন্য উদ্যান্তদের জন্য বিলি করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এ সংবাদে সকলেই আনন্দিত হইবেন। এই পরিকল্পনা ঠিক ভাবে উপলব্ধি করিবে। বাংলার গৃহচ্যুত হইয়া যারা দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাদের একটা জীবিকার সুবিধা হইয়া যাবে হইবে, এবং তাহাদের উপর সমুদয় কাঁচা পাট যোগানের ভার এই জমি হইতে পাট উৎপন্ন হইয়া কাঁচা মালের সমস্যা কিছুটা সমাধান করিবে। পূর্বক্ষেত্র হইতে যাহারা পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেক অনেকেই কৃষিজীবী অথবা জমি ও কৃষি কার্য সম্বন্ধে সম্যক ভাবে পরিচিত। তাঁহাদের জীবিকা অর্জনের সমস্যার জন্য তাঁহাদিগকে হঠাৎ কোন অভিজ্ঞতা কাজে নিযুক্ত না করিয়া কৃষি কাজে নিয়োগ করিবার এই পরিকল্পনা প্রশংসার যোগ্য। যে যে কাজে অভ্যস্ত তাহাকে সেই কাজে নিযুক্ত করিতে পারিলে অথবা দক্ষতা ও পারদর্শিতার অপচয় হয় না। ইহার দ্বারা অধিক ফসল পাওয়া যায়। উক্ত সমাচারে আরও প্রকাশ যে, এই এক লক্ষ একর জমিতে পাট চাষের জন্য তাহার পূর্বদেশে চাষীদের বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করিবেন। আমরা আশা এই পরিকল্পনার সফল অবশ্যই প্রসব হইয়াছে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হাতে যদি কাজ করা যায় তাহা হইলে

ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স
এণ্ড কোং লিঃ
৪, ক্লেভারলী স্কোয়ার, কলিকাতা।
টেলিফোন : বড়বাজার ২৪৮১—২৪৮৫।
টেলিগ্রাম : ঘাট।
ফায়ার এজেন্টস্
বি ক্লিফ লাইন লিঃ
এলায়েন্স এণ্ড ম্যানচেষ্টার এল এস কোং লিঃ
ইয়র্ক লাইন লিঃ
ইন্সপেক্টরস্ ও ইন্ডিমিটিস্
অফিস বাবতীয় সাধারণ বিষয়কলাপ
সম্বন্ধের ব্যবস্থাদি
অফি নির্বাপক, বিমানপোতাদি
বি, বি, ই লোকা-মালপত্র রক্ষণাবেক্ষক
বরিশাল (বাঙ্গ)
মোটরজিয়ার এজেন্টস্
ফেনিক্স ইন্স কোং লিঃ
(ফিনিক্স ও ফা এক্সচেঞ্জ)
ইয়র্ক ইন্সিওর, প্রাইভেট, কোং লিঃ
ফালকাটা ফায়ার এণ্ড মিসিং কোং লিঃ
(লাইটনিং)
ইন্সপিকটরেল ও লসেজ এজেন্টস্

এই পরিকল্পনায় সুফল অবশ্যই পাওয়া যাইবে। এই সম্বন্ধে আমরা আশা করি ইমারতের মধ্যে আলোর ও উত্তাপের ভার লাঘবিত হইবে। তাঁহারা বিদেশের ভূমি ও মিট্টী হইতে উদ্ভাবিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া কোন রকমে দিন কাটাইতে ছিলেন, বিদেশ কোন কাজ, বিদেশ কোন বৃত্তি অবলম্বন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই প্রয়োজিত এক লক্ষ একর জমিতে চাষের জন্য জলসেচ ইত্যাদ ও কতগুলি ইমারত পরিবারের জীবিকার ব্যবস্থা হইবে সে হিসাব আমরা জানি না; কিন্তু অনুমান করা যায় ইহার দ্বারা চার পাঁচ শত পরিবারের জীবিকার ব্যবস্থা হইবে। এই সঙ্গে যদি সরকার প্রথম বৃদ্ধি কর্তন ও কৃষিকার্যের জন্য অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা আরও সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

গৃহ নির্ম্মাণ কর্পোরেশন

অনেক দিন পূর্ব্বে বোম্বাইয়ে ভারত সরকারের পূর্ব্বসচিব শ্রীযোগেন্দ্রলাল শাহ্‌লেখা বলেন যে, বিশেষত বাস্তুহারাদের জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ সম্পর্কে বাঙ্গালার মিত্রির মহাশয় কর্পোরেশন গঠনের একটি পরিকল্পনা তিনি বহু পূর্ব্বে করিয়াছেন। মিত্রির মহাশয় এইরূপ কর্পোরেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত শাহ্‌লেখা বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থের টানাটানি আছে। এই কারণেই এই পরিকল্পনা খাড়া করা হইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদি বাবদ যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহার শতকরা ৩০ ভাগ বীমা কোম্পানী ও শতকরা ৫০ ভাগ ব্যাঙ্ক হইতে লওয়া হইবে, অবশিষ্ট অর্থ দিবেন গভর্ণমেণ্ট, অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারিবেন তাহার প্রায় চারগুণ টাকা ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী হইতে লওয়া যাইবে। এ বিষয় ইতিমধ্যে দাদি বোম্বাইয়ের মিত্রির বীমা ও ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলাপ আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীযুক্ত শাহ্‌লেখার এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হোক, ইহাই আমরা আশা করি। কিন্তু এই গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহা যত শীঘ্র গৃহীত হয় ততই মঙ্গল। পূর্ব্ব বঙ্গের বা অন্য স্থানের যে সব উদ্বাস্তু গৃহহারা হইয়া কাজের অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই গ্রামবাসী। পল্লীর মাটি কাদা গাছ পাথরাদি ইত্যাদির মধ্যেই ইহাদের বাস ছিল। তাঁহারা যখন সেই সব স্থান হইতে উৎখাতিত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থার জন্য এই বাসস্থান নগর নির্ম্মাণ পরিকল্পনা কেন? যাঁহারা গ্রাম হইতে উৎখাতিত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের পুনর্ব্বসতির জন্য 'গ্রাম নির্ম্মাণ' পরিকল্পনাই কি তখা উচিত নয়? ভারত সরকারের এখন অর্থের টানাটানি, সেই টানাটানির মধ্যে এখন অবে এই ব্যয়বহুল পরিকল্পনা না করিলেও চলিত। পাকাবাড়ী, বৈজ্ঞানিক বাড়ি, জলের কল, বেড়িয়ো, গ্রামোফোন ইত্যাদির স্বল্প মনোমুগ্ধকর পরিবেশ পল্লীর ছোট না করিয়া এই অবসরের উপযোগী ব্যবস্থার দ্বারায় তাঁহা যত নিম্নস্তরের জন্য গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইবেন তাহা হইলে সহরের ও অর্থের অপচয় রোধ হইত না, তেমনি রাজার রাজ্যে গৃহহীন একদিনের যাযা ঘুচিবার মত অল্পের পাইত যাইবেন। আমরা শ্রীযুক্ত শাহ্‌লেখা ও ভারত সরকারের কর্ণধারদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বিদেশ রাজ্যের মন্ত্রি সভাও যদি এদিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলেও ভালো হয়। বক্স নির্ম্মাণের অভিপ্রায় যদি ভারত সরকারের থাকিয়া থাকে, তাহাতে আমরা আপত্তি করিতেছিনা। আমরা এই কথাই বলিতে চাই যে, দেশের জরুরী অবস্থার দরুণ তাল থাকিতে দেশে তখন পরিকল্পনার কথা আপাততঃ মুলতবী রাখিতে হইবে। পাকাবাড়ী প্রাকবাসী, গ্রাম পরিবেশের সহিত তাহাদের অন্তরঙ্গতা পরিচয় তাহাদিগকে আধুনিক রুচি অনুযায়ী নির্ম্মিত কোনো সহরে আসিয়া বা করাইলেও চলিবে। এখন সব চেয়ে প্রয়োজন হইতেছে' মাথা গুজিবার স্থান। পূর্ব্বসচিব জন্য যে সব স্থান গভর্ণমেণ্ট তরফ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই সব স্থানে যদি তাঁহা ঘর নির্ম্মাণের উদ্যোগ করা হইত তাহা হইলে এতদিনে অনেক লক্ষ আশ্রয় প্রার্থী সে সব স্থানে বসবাস শুরু করিয়া দিতে পারিতেন। এবং সেখানে বসিয়াই জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কোনো-না-কোনো কাজে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। পাকা বাড়ীর আশায় তাঁহাদের বসিয়া থাকিতে হইত না।

সহরে কলেরা ও খোলা খাবার

কলিকাতা সহরে প্রায় কলেরার প্রকোপ কেন হইয়াছে গত পাঁচশ বছরেই জানা এমন জানি হয় নাই। পঁচিশ বছর পূর্ব্বেও হইয়াছিল কি না তাহাও সঠিক ভাবে বলা যায় না। ইতিপূর্ব্বেও আমরা আমাদের মতামত করিয়াছি এবং পরও

নিয়মাবলী

• "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

• মূল্য প্রতি সংখ্যা, চারি আনা।

• ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দুশ টাকা।

• ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য কর্ম্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ, এবং প্রচারের জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত" নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে

বাসীদের সতর্ক হইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছি। সহরের যারে খোলা অবস্থায় যে সব খাদ্য ও খাবার বিক্রয় হয়, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বর্জ্জন করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমরা গভর্ণমেণ্টের তথা পুলিসের দৃষ্টিও লক্ষ্য করিয়াছি। ভাঙি পণ্য, ভাঙা পেয়ে, আঁচ দড়াইয়ের জল ইত্যাদি এখনো নির্ব্বিঘ্নে বেপরোয়াভাবে বিক্রয় করিতেছে। সহরের স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে যদি গভর্ণমেণ্ট ও পুলিসের অবোধ্যতা প্রমাণিত হয় তাহা হইলে জনসাধারণের উচিত এ বিষয় নিজেদেরই ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এই জন্য রৌদ্র নিদাঘে হইতে পলাশী পৌঁছুবে যে পানীয় পাইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে, ইহা স্বাভাবিক। পানীয়ের দোকানের তাহাদের সম্মুখে বিভিন্ন ব্যাধির বীজাণু পরিপূর্ণ ধারা বিক্রয় হইতেছে সে সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত পল্লীবাসীদের সাবধান করিয়া দিবার যাহির শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ সহরবাসীর। তাঁহারা উপরোক্ত সহরের যারে যিরিবিলি এই ভাবে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় যাহা খাদ্যাদি বিক্রয় হয় তাহাদের বন্ধ হইতে পারে। আমরা শুনিয়াছি এ বিষয় পুলিস ও কর্পোরেশন যাহি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু সহরের মধ্যে সহরেরোগাক্রান্ত ক্ষেত্র হইতেছে নিম্নবঙ্গ এখানে অবিলম্বে পরিবেশের মধ্যে ব্যাধির বীজাণু উদ্ভাব হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি, এই সব স্থানে অনেক এখনো অবাধে রাস্তায় উপর আঁচ বাড়াই হইতেছে এবং তাহা বিক্রয় হইতেছে। এই সব স্থানের অন্যান্য অসুবিধা অনেক যে হইতেছে না এমন নয়। অনেক এই সকল অবাধ স্থানের যদি এই ভাবে ভাঙ্গ চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার পরিণাম শুভ নয়।

পণ্যবিনিময়ের বাজারে

বাণিজ্য চুক্তিতে আশা ও সংশয়

সম্প্রতি ভারতের ও পাকিস্তানের মধ্যে যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহা উভয় দেশের গভর্নমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। আশা করা যায়, এই চুক্তি অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। ইতিমধ্যে দুই ডিমিনিয়ন আয়োজিতেশনের ও পাকিস্তান দুই বোর্ডের মধ্যে আলোচনার ফলে কিছুদিন পূর্বে যে, বাঁধাবাঁধি হয়, এই চুক্তি অনেকটা তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ১৭ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হইল। পাকিস্তান এই চুক্তির ফলে পাকিস্তান পাটের ছাঁট ছাড় ও কাঁচামাল বাবদ পাইবে ১০ কোটি টাকা। এই সেদিন ভারতের বিভিন্ন তুলার বাজার পাকিস্তানের নিকট খোলা হইবে না। এ কথা বলা বাহুল্য যে, এই চুক্তির ফলে ভারতের বাজারে সাশ্রয়ী দেখা দিবে, এবং ইহার ফলে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য কি ভাবে অগ্রসর হইবে তাহা দেখিবার জন্য আমরা আগ্রহী। ভারতে পাট ও তুলা উৎপন্ন করিয়া এই দুই পণ্য ভারতকে খাদ্যশস্য করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে, সে বিষয়ে দুই মাধ্যমে এই চুক্তি সম্বন্ধে বিচার করিলে ইহাকে মোটের উপর ভালই বলিতে হয়। ভারতের যে পরিমাণ তুলা ও পাটের প্রয়োজন তাহার চাহিদা মিটাইবার জন্য এই চুক্তি করা সম্ভবই হইয়াছে।

পাটের সম্বন্ধে যে মূল্য ভারতের নির্দিষ্ট হয়, ইতিমধ্যে দুই ডিমিনিয়নের তাহা হইতে নামমাত্র বেশী মূল্য দিয়ে সম্মত হইয়াছেন বটে কিন্তু ইহার ফলে ভারতের বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদার কোনরূপ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবে না। এমন আশঙ্কা অনেকে প্রকাশ করেন যে, পাকিস্তানের সহিত পাট সম্পর্কিত এই চুক্তি হিসাব ১৯৪৯ সালের পরিমাণ বাকি থাকিয়া যায়। তাহারা মনে করেন যে, ইহার ফলে পাকিস্তানী পাট পাইবার সুবিধা হইল বটে, কিন্তু ভারতের তুলিতে পাট উৎপন্ন করিবার জন্য যে পাটে ভারতকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে যে উদ্যোগ ও আয়োজন হইতেছিল, এবার তাহাতে শিথিলতা দেখা দিতে পারে। গভর্নমেণ্ট ভারতে পাট উৎপন্ন করিবার জন্য যতটা আগ্রহী ছিলেন, ততটা আগ্রহী আর থাকিতে পারেন। এবং ইহার ফলে ভারতে তুলিতে পাট উৎপন্ন করিবার জন্য যে সব পাট চাষী ভাল করিয়া হাইয়াছেন, তাহাদের আর ইহার দ্বারা ভারতে হইতে যাবে। তাহা ছাড়া, এমন আশঙ্কাও অনেকে করিতেছেন যে, এ বৎসর পাটের যে দর দিয়ে দুই ডিমিনিয়ন বীকৃত হইয়াছেন, আগামী বৎসরে তাঁহারা হয়ত সে দর দিতে না, তাঁহারা পাটের দর আরও নিম্ন বাঁধিয়া দিবেন। পাটের এই দাদরা বন্ধ হইলে ফলে অতিরিক্ত হইবে পাট চাষীরাই, এবং এই অতিরিক্ত সরাইবার জন্য তাহাদের অনেক পাট চাষের আশ্রয় করিয়া যাইবে। এ বিষয় একটা আশা করা যায় যে, এমন হইতে পারে না বটে, কিন্তু এ বিষয় সন্দেহের দুই আশঙ্কা করা উচিত বিবেচনা করিয়া এখানে এ বিষয় উল্লেখিত হইল।

পাকিস্তান পাট রোপণ বিষয়ে যে ১৩ কোটি টাকা ভারতের নিকট হইতে এই চুক্তির ফলে পাইল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই টাকা কোনো সুবিধার দ্বারা দেওয়া হইবে না। সম্পূর্ণ বিনিময়ের পণ্য দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহার বিনিময়ে পাকিস্তান ভারতের নিকট হইতে পাইবে—কাপড়, চিনি, সিমেন্ট, লবিয়ার তৈল এবং রোটিবাট আরও ৮-১০টি পণ্য। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে এর দাম লোপ হইয়াছে, এমন জানা যায় যে, পাকিস্তান ৪৫ হাজার বেল তুলা পাইবে। বিদেশ হইতে আমদানী করা তুলা ভারতে অনেক এই প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান হইতে তুলা আমদানী করার দিকে ভারত সরকারের বিশেষ আগ্রহ ছিল না, এই তুলা আনা হইয়াছে নামমাত্র পাটের বেল মূল্য হইতে। সে যাই হোক পাকিস্তান হইতে যতগুলি আসুক তুলা আমদানী করা হইবে, কিন্তু এ বিষয় কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত পাকাপাকি ভাবে কিছু করেন নাই। ইহা নিয়া অতিমাত্র বিষয় যে, এই চুক্তিতে তুলা ও কাপড় সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা হয় নাই, কিন্তু ইহা ঠিক যে এই দুই পণ্য লইয়া উভয় দেশের মধ্যে অধিক একটা তুলনা অবলম্বিত হইবে।

এই যে সাময়িক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল, ইহাতে তুলা সম্পর্কে কোনো চুক্তি না হওয়ায় মোটামুটি দেশের বাজারে বিশেষ কিছুদিনের ভাব দেখা যায়। কিন্তু চুক্তির পরবর্তী প্রকাশিত হইবার পর ইহা স্থির করিয়া এই কথাই বোঝা যায় যে এই চুক্তির আশঙ্কাগুলি বিষয়গুলি যদি কার্যকর ভাবে পালিত হয় তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে তুলা আমদানী করা বিশেষ কঠিন হইবে না।

খাদ্যদ্রব্য

আলোচ্য সপ্তাহে উভয় প্রদেশে খাদ্যদ্রব্যের বাজার স্থির ছিল। চালের বাজারও স্থির ছিল, এখন ইহার পরে বিশেষ কিছু হেরফের হয় না।

গত মাসে নয়া দিল্লীতে খাদ্য সচিবদের একটি বৈঠক বসিবার কথা ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট অন্যান্য জরুরি কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় সকল এই বৈঠক এখন স্থগিত রাখা হইয়াছে। কিন্তু এই বৈঠক এই মাসের কোন এক সময় বসিবে বলিয়া আশা করা যায়। খাদ্যদ্রব্য বাটতি এলাকার চাহিদা ঠিক কতটা এবং কি ভাবে তাহা মিটানো যাইবে পারে, এই বৈঠকে সে বিষয় আলাপ আলোচনা হইবে। জানা গিয়াছে যে, বার্মা ও ব্রহ্ম খাদ্য সম্পর্কিত একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহার ফলে ভারত ব্রহ্মদেশ হইতে ১৯৫০ সালে ৫৩ লক্ষ টন চাউল ক্রয় করিবে। এই চাউলের দর আমাদের তুলিয়া দেওয়ার খরচ সমেত হইবে প্রতি টনে ৪০০/-।

উভয় প্রদেশ সেই প্রদেশে উৎপন্ন খাদ্যশস্য যাহাতে সংগ্রহ করিবার একটা রীতি বেঁধে দিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় উভয় প্রদেশ সেই প্রদেশে উৎপন্ন খাদ্য শস্য এলাই ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবি করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু প্রদেশের চাহিদা মিটাইবার পর যখন উভয় প্রদেশ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টন খাদ্যশস্য পায় এবং কিন্তু প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করে ৪ লক্ষ ৭১ হাজার টন। কেন্দ্রীয় সরকার এবার স্থির করিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে আমদানি করা খাদ্যশস্য উভয় প্রদেশকে আর দিবেন না। বর্তমানে উভয় প্রদেশের বার্ষিক চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টন। এই পরিমাণ খাদ্যের মধ্যেই উভয় প্রদেশ এখন নিজ প্রাদেশিক এলাকা হইতে সংগ্রহ করিতে চায়। উৎপাদনকারীরা বাজারে বাজারের দাম। উৎপাদিত খাদ্যশস্য গভর্নমেণ্টের নিকট বেচিতে সম্মত হয়, তাহার জন্য গভর্নমেণ্টের এই পরিকল্পনা হয় যেন উচু হারে বাজারে বিক্রয় করিতে পারে। এক জিলা হইতে অন্য জেলায় খাদ্য

(শেষাংশ পরপৃষ্ঠায়)

সেয়ার বাজার

পাটের বাজারে অধিকতর আগ্রহ

কলিকাতা, শনিবার ২৯শে এপ্রিল—সেরূপ আশা করা গিয়াছিল এ সপ্তাহে কলিকাতার সেয়ার বাজার সেরূপ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় না। বাজার পূর্বের মত মন্দা ভিতের ছিল। সেয়ারের কাজ সপ্তাহের শেষদিনের দিকে প্রায় হয় না বলিলেই চলে। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই বাজারের গতি কোন দিকে যাইবে বোঝা-র জন্য হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকে। পাটের বাজার ছিল, কেননা ক্রেতার কাছ হইতে কিছু অর্ডার পাওয়া যায়। সোমবার হইতে বুধবার ও আলবিয়ান ব্যাঙ্কের ১৭৯৲ ও ২১০৲ টাকা হয়। এই সপ্তাহের শুরুতে ব্রাডফোর্ড ৬৯ হয় ২৮৲ ও সেই দিনই ৬৯ বাড়িয়া ২৭৯০, কিন্তু দিনের শেষে বাজার বন্ধ হওয়ার সময় সেই ৬৯ ২৬৮/০ আনায় ছিল। ইণ্ডিয়ানিয়াজি বিভাগে মার্শালের ৬৯ ৬৮০ ও ট্রেন্টাইল মেশিনারী ৭৮/০। ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩৩/০ আনায় শুরু হইয়া দিন শেষে ২৯৯০ আনায় নামিয়া যায় এবং ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন ২৩৯০ আনা হইতে নামিয়া ২০৮/০ আনায় গিয়া দাঁড়ায়। বিভিন্ন বিভাগে ক্রেতা বিক্রেতাদের কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। ন্যোটাল ইন্সিওরেন্সের কিছু সংখ্যক শেয়ার বৃদ্ধিও কেনা বেচা হয়, এই সকল আনার দরুণ ইহার দর বাড়িয়া ৩০৮৲ টাকায় গিয়া ঠেকে এবং বি. আই কর্পোরেশন কিছুটা কমিয়া ৮৬০ হয় ও উহার শেষ দর ৩০৬৫।

ইহার পর বিভিন্ন শেয়ার বাজারের কাজ কারবার বন্ধ হইয়া যায়। ক্রেতা আর বিক্রেতা উভয়েই খুব সাবধানতার সহিত বাজারের গতি লক্ষ্য করিতে থাকে। নূতন কোনো হাঙ্গামা দেখা যায় না এবং অনেক শেয়ারের দর কিছু কমিয়া যায়। কলা বাজারে কিছু কেনাবেচা পরিবর্তন হয় না। পাটের দর কিছুটা বাড়ে, কিন্তু এ বিভাগে কোনো জোর আর কিছু কেনাবেচা, আগ্রহ দেখা যায় না। হাজরা শেয়ারের দর বাড়ে ও ২৮১/০ আনায় স্থান লাভ করিতে থাকে। কাটরা বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টীল ইণ্ডিয়ানিয়াজি বিভাগের অন্যান্য শেয়ারে কেনা বেচা কিছুই হয় না। ইণ্ডিয়ান আয়রন ২৯৮/০ হইতে দিন শেষে ৩০ বাড়িয়া ২৯৮/০ আনায় এক সময় নামিয়া যায়, পুনরায় ইহা ২৯৮/০ উঠিয়া আসে। ষ্টীল কর্পোরেশনের কিছু কেনাবেচা পরিবর্তন ঘটে না, ২০৮০ আনার আশে-পাশেই সারাদিন থাকিয়া যায়।

সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় বাজারের ভাবভাবের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। উত্তরাঞ্চলে তাপ পরিমাণ বাড়িয়া চুকি বাদলিয়া হইবার সম্ভাবনা হইতে কিছু কেনাবেচার ভাব বিস্তার করে। এই চুক্তির প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন শেয়ারের উপর পড়ে—কিছু কমিয়া পাট করা ও চা শেয়ারেই এই চুক্তির জন্য কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই চুক্তির ফলে পুঁজিপতি মহলে ভিতর দিকেনা হইতে থাকে, এক ইহার ভাবগতি উপলব্ধি করিবার আগ্রহ দেখা যায়, কিন্তু এতদ্ সত্ত্বেও বাজারে একটা আশা ও আশ্বাসের অনোভাব পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ফলে বাজারে ব্যবসায়ের দর ১৯৫/০ উঠিয়া আসে, ইন্ডাস্ট্রিয়েল্ ও এক ছোট ৩১/০ আনায় উঠিয়া যায়। পাটের বাজারের পরিস্থিতির কিছু হয়, কিন্তু কেনাবেচা শেয়ার হাঙ্গামা করিতে যেন সময় হয় না। বরানগর শেয়ারের দর ১, টাকা কমিয়া ৬১৯৲ টাকা দাঁড়ায়, রাণীগঞ্জ সেই সঙ্গে সঙ্গে ২৭২৲ টাকা হয়। বেঙ্গল ও বঙ্গীয়ার দরও বৃদ্ধি পায়।

ইহার পর বিভিন্ন বাজারে আশা ও আশ্বাসের ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই দিন পাটের শেয়ার ক্রয়ের জন্য পরিমাণমত আগ্রহ বিশেষ ভাবে দেখা যায়। কলকাতায় সিরাজুল আলী খাঁ ও পণ্ডিত মোহন লাল এই সময় যে আন্দোলন চালিয়েছিল, আমার ফলাফলের দিকে সমস্ত শুদ্ধার মন সাগ্রহে চাহিয়া থাকে। কলা বাজার এসময়ে স্থির ছিল, আরবী মেট্রাল ১৮/০ আনা হয়ে যায় কম হয় ও টাকার যায় কম হয় ২৩৲ হয়ে। পাটের শেয়ার কিনিবার জন্যে ক্রেতাগণ নূতন করিয়া দর বাঁধিতে থাকে। কাটরা বাজারে ব্রাডফোর্ড দর এক সময় ৩০/০ আনা পর্যন্ত ৬৯৲ আনায় উঠিয়া ৬১৲ টাকা ৫০, বাণী ও বঙ্গলক্ষ্মী কিনিয়া কমিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে, ব্যাঙ্কের ইণ্ডিয়ান দর ২২৯৲ ও ২২২৲, অন্যান্যের দর ৬৲ বৃদ্ধি পায়। ইণ্ডিয়ানিয়াজি শেয়ারের দর কিছু বাড়ে, ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩০৮/০ ও ৩০৯/০ আনায় এক বার করিতে থাকে।

সপ্তাহের শেষ দিনে, অর্থাৎ গত কাল, বাজার একেবারে স্থির ছিল। কলকাতা প্রধান মন্ত্রীদের আলোচনার ফলাফল বাজার মহলে নৈরাশ্য দেখা যায়। আজ কিছু বাজারে পাটের দিকেই সকলের দৃষ্টি ছিল অধিক, কিন্তু ইহার দরুণ কিছু কেনাবেচা বেশ কেহ হয় না। আলবিয়ানের দর অবশ্য কিছু বাড়িয়া ১৭৭৲ হয়, ব্রাডফোর্ড ১৯৫৲, বরানগর ১২০৲ ও অন্যান্য ১৩১০। রাজারা ২৯৫০ আনায় দিন শুরু করিয়া সারাদিন ঐ একই আনায় বাঁধিয়া দিনের শেষে ২৯৫/০ আনিয়া আসে। ইণ্ডিয়ানিয়াজি শেয়ারে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে না। বিভিন্ন বিভাগে কালকাটা ট্রাম ছিল একার শেয়ার, তাহার দর উঠিয়া ১৭/০ আনা হয়। এইরূপ দর বৃদ্ধির কারণ হইয়াছে এই যে, ট্রাম কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের জন্য নগদ হইয়ের চাহিদা আসে।

আজকের হালচাল

(বাজার বন্ধকালীন দর)

সরকারী কাগজপত্র

৩৲ সুদের (১৯৪১-৪৪) ১০১/০, ৩৲ সুদের (১৯৫৩-৫৫) ১০১৷০, ৩৲ সুদের (১৯৬৩-৬৮) ১০৩।০, ৩৲ সুদের (১৯৭৮-৮৮) ১১৬/০, ৩৲ সুদের (১৯৮০) ১৩৬/০, ৪৲ সুদের (১৯৮০-৭০) ১১৭৲।

ব্যাঙ্ক

নেশনাল ৮৩৲, ইণ্ডিয়ান ৪২৪।০, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ১৭৪৲, আলবা ৩/০, বিহার ২৯।০, লিমিটেড কমার্শিয়াল ৫১৲, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৪৫৬/০।

কাপড়ের কল

এলগিন মিল্স ১৮৩৲, বিটি মিউচুয়ালি ২৫/০, বাসন্তী কটন ৮৯০, বেঙ্গল কটন ৬৬/০, কানপুর ১০৬/০, [illegible]/০, বিটি মিউচুয়ালি ২।০।

অন্যান্য খনি

বেঙ্গল ৪২৯৲, জয়পুরা, ৮/০, খাসিয়া কোম্পানী ৬৩০, নেশনাল ইণ্ডিয়া ৪৬/০, বরাকর, ১৪/০, বার্মা নেশনাল ১৮/০, বিটি বীরভূম ১৪৮০, এসোসিয়েটেড বেঙ্গল ৫/০।

(শেষাংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়)

সংবাদ সংকলন

কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার

ট্রিবিউনের পত্রপ্রেরক লিখেন আই-সি-এস. পরিষার অফিসারকে কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদে বহাল করার প্রস্তাব হইয়াছে। শ্রীযুক্ত লিখেন কৃতন ইণ্ডিয়ান্স অফিসার লিখেন। মিঃ এ. সি. ব্যানার্জি কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ অফিসার পদের উপযুক্ত প্রার্থী বলেন।

ভারতের কাপড় আমদানী

বোম্বাই বণিকসভা আমদানীকারকদের এবং পাইকারী বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতি, আগত বাজেটে বর্তমান ৩৫% আমদানী শুল্ক হ্রাস করিয়া বিদেশ হইতে কাপড় আমদানীর নিমিত্ত আবেদন জানাইয়া অর্থসচিব সমীপে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাহার করার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইয়াছে।

ব্যবসায়ীদের এই প্রস্তাবে চুরি সম্বন্ধে বস্ত্রশিল্প কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের নিকট নিজেদের মতামত জানাইবার উদ্দেশ্যে সমিতি বসিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৫টি প্রস্তাবে আছে এবং আলোচনার সময় সমিতির চেয়ারম্যান 'মহা' বলিয়া ও সভ্যগণ 'মহা' বলিয়া সম্বোধন করিবেন, বেতারের প্রস্তাবের ঐকান্তিক সমর্থনের জন্য পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদের নিকট আবেদন জানান হইয়াছে।

সোনারূপা সম্পর্কে সরকারী নীতি

ভারতের অর্থসচিব ডাঃ ম্যাথাই এখানে বোম্বাই মুসলিম এসোসিয়েশনের সভায়, উহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আভাষ দেন যে, আগত বাজেটের শুল্ক ও উৎপাদন শুল্ক বেশী বিলাস দ্রব্য ছাড়া অন্য কোন দ্রব্যের উপর বসাইবার সম্ভাবনা নাই। সোনা বিক্রয় সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন করিতে এখনও আমাদের কিছু সময় লাগিবে। এই বিষয়ে আমরা বোম্বাই সরকারের সহিত অবশ্য পরামর্শ করিব।

সোনা বিক্রয় সম্বন্ধে মুসলিম এসোসিয়েশনের সভাপতির মন্তব্য সম্পর্কে উত্তর দিতে গিয়া ডাঃ ম্যাথাই বলেন, পার্লামেন্টে তিনি যে সময় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়াছিলেন তখনও উহা বহিতে পারেন নাই। প্রস্তাবিত মূল্য যে তিন কোটী টাকার কম হইবে না, ইহা নিশ্চয়। যাহাতে মূল্যবৃদ্ধি হয় ও বিলাস দ্রব্যের উপর যে কর বসান হইবে তাহার বিক্রয় সাহায্য করে, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত। সুবিধা অসুবিধা কিসে তাহার সরকার তাহাদের প্রয়োজনমত যে কোন উপায়ে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

রাজধানী উপলক্ষে ব্যবহারে অর্ধেক মূল্য হ্রাস করিবার জন্য বিলেত হইতে যে আমদানি করিবার যে প্রস্তাব করা হয়, তৎসম্পর্কে ডাঃ ম্যাথাই বলেন, সেশের প্রয়োজনে এখন হইতে ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানীর সম্ভাবিত প্রয়োজন।

কলাবোধের ব্যবহার সংশোধন প্রয়োজন বলিয়া যে মন্তব্য করা হয় তৎসম্পর্কে ডাঃ ম্যাথাই বলেন, তাহার জন্য কমিটি ও তার চেয়ে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এ বিষয়ে ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

পাটের বাজার

ভারতীয় চটকল সমিতির কেন্দ্রীয় পাট বণ্টন বিভাগের সুপারিশক্রমে বিক্রয়ার্থ উপস্থাপিত পাটের প্রায় সমস্তই আজ চটকলগুলি ক্রয় করিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সর্বোচ্চ দর অপেক্ষাও নিম্নে ভারতীয় চটকল সমিতি পাকা পাটের যেসা পাট ক্রয়ের কথা চিন্তা করিতেছেন। পাটের গাঁইট বাজারকালীন ভারত সরকারের নিকট এই মর্মে এক অভিযোগ করিয়াছেন যে, ভারতীয় চটকল সমিতি বেআপাট ক্রয় করিতেছেন না; ফলে প্রকৃত মেয়াপাট করিয়া যাইতেছে। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পাকা পাটের মেয়াদ পাট ক্রয়ের যে মুসলিমবিরোধক প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহা ভারতীয় চটকল সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই; কারণ উহা পাট মূল্য নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার পরিপন্থী বলিয়া উক্ত সমিতির অনেকজন ব্যবসায়ী প্রকৃত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন। পাকিস্তানের পাটের বাজারে অপেক্ষাকৃত কম বিক্রয়।

শিল্পপতি-ব্যবসায়ী মহলে সন্তোষ ও বাজার ঊর্ধ্বমুখী

পাক-ভারত বন্ধ মোটর বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের সংবাদে আজ শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইহা আমাদী ৩০শে জুলাই পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং উহার মেয়াদ অনুমোদন চুক্তানুযায়ী পরে করা যাইবে। ওরাকেবহাল মহলের মতে বৈদেশ, মহিষের ১৯শে এপ্রিল তারিখে পত্রিত মেয়াদ অনুযায়ী পৌঁছিবার পূর্বেই, চুক্তিটী সরকারী অনুমোদন লাভ করিবে।

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শ্রীযুক্ত লালজী ত্রিবেদীকে আনি হইয়াছে এবং আশা আছে যাবতীয় যাত্রাদল পরিচালনে সাহায্য করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিবেন। এইরূপ আশা পরিচালনে যে যাবিল বিবরণ—ধন (লাভ) ১৪৮০, ধন (লোকসান) ১৬৯, বাকি ১৮৯, তাঁহা চালা ৯:০।

গুড়

প্রায় সব অঞ্চলেই গুড়ের দর এক রকম আছে। বাজুর প্রভৃতি প্রায় এক হাজার মণ করিয়া গুড় আমিয়া পৌঁছিতেছে। স্থানীয় যে পরিমাণ গুড় মজুত থাকে তাহা ৪।৫ হাজার মণ। এক গ্রামাঞ্চলেই প্রায় এই পরিমাণ মালই তৈয়ার হইয়া থাকে।

১৯৪৮-৪১ সালে প্রায় ৩০ লক্ষ মণ গুড় উৎপাদিত হয়। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৪২ হাজার ৪ শত মণ গুড় বিদেশে চালান যায়।

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পাট

আমদানি ১২৫৲, আমদানী ইণ্ডিয়া ২০৯৲, অন্যান্য ১৩১০, রপ্তানির ২২৲, অবশ্য ১৬৯৲, অন্যান্য ১৬৮৲, খোলা পাট্টা ১১৫৲, হাওড়া ২৯৮০, ইণ্ডিয়া ১৫৫৲, কাঁকিনাড়া ১৭৫৲, কিনিসন ১৯৬৲, নর্থব্রুক ১৯৯০, ব্রাডলাস ২৪১০, নর্থীয় ১২৲, ট্রাণ্ডার্ড ১২৯৲, ওয়েস্টার্লি ৬৯৲০।

ধনি

ধনা কয়লাক্ষেত্রের ৩৲, জিনিসের বাইকা ৮৪০, ডলফিনেটের ডিম ১০, ইণ্ডিয়ান কপার ২।০, ডলফুলা কোলফিল্ডস ১৮।০

ইঞ্জিনিয়ারিং

রেমণ্ডস ৮৮০, বার্ড আন্ড কোং ৩৭৲, জেসপ ১৪৯০, ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩০৮০, [illegible]চুরী ৮৲, মার্শলস্ ৭৮০, ব্রাডলাস আয়রন ২।০, [illegible] ২০৬০, টেম্পারীস মেশিনারী ৭৩০, [illegible]বাবুরি ১৮০৲, বার্ডিনিয়ে ১২৫৲।

বিবিধ

বি. আই, ডলফিনেটের ৮৮০, [illegible] ১৭০, ডানলপ রবার ৪৪১০, এস [illegible] ৪৮০, আর্টিন হেণ্ডারসন ১৫৲, [illegible] ২৯৲০

রিলায়েন্স রিপোর্টার এণ্ড পাবলিসার্স লি ৪, ক্লাইভঘাট এভিনিউ, কলিকাতা হইতে শ্রীকালাম কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, বুলিক ও আর্থিক ভারত নিয়ে এর পক্ষে এম কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি বিভিন্নে, ৩৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে হোম, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রণকার :— শ্রীকালাম মল্লিক।

REGD. No. C. 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা] কলিকাতা, বৃহস্পতিবার ১৭ই বৈশাখ, ১৩৫৭ : ১০ই মে ১৯৫০ [মূল্য ১০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৩৭
বাঙালী সমাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা	
প্রাসঙ্গিক	৩৯
চন্দন নগর	
কোটিপতিদের সুমতি	
কয়লা ও কাঁচা তুলা	
ব্যাঙ্ক সপ্তসাধারণ	
প্রাসঙ্গিক	৪১
ডাকঘরে রবিবার	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
ঘাস্তে খরচ: সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সন্দেহ	
শেয়ার বাজার	
পাট, কয়লা ও চায়ের বাজারে উৎসাহ	
সংবাদ সংকলন	৪৪

বাঙালী সমাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা

দুঃস্বপ্নের দুরিতা ধারা আজ পূর্ববঙ্গ বাসীগণ যদিও আক্রান্ত, যদিও [illegible] বাসীগণ ভিটামাটি হইতে উৎখাতিত ও বিতাড়িত, তবুও আজকের দিনে এ দুর্ভোগ কেবল পূর্ববঙ্গের নহে, সমস্ত বঙ্গবাসীর। এক ভাষা, এক মাটি, এক ঐতিহ্য এবং একই ইতিহাসের দ্বারা গঠিত এই বাংলা দেশকে পূর্ব ও পশ্চিমের সীমার রেখা দিয়া দুই খণ্ডে পৃথক করিবে ইতিপূর্বে আমরা কখনও ভাবি নাই। কিন্তু রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কুঠারের আঘাতে দুই খণ্ড হইয়া গেল। বাহ্যিক ভাবে তাহার দেহ বিভক্তিত হইল, কিন্তু আত্মা তো দ্বিখণ্ডিত হইল না। আত্মা অবিনশ্বর ও অমর, আত্মা অজর [illegible]—ইহাই ভারতীয় দর্শনের শেষ কথা। আমরা বাঙালী, সেই সূত্রে আমরা ভারত বাসীও। আমরা আমাদের দর্শনের অন্তর্নিহিত সত্যের সহিত নিবিড় পরিচয়ে পরিচিত না হইতে পারি, কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে সেই দর্শনের অনুকরণ আমাদের রক্তে রক্তে ও হাড়ে হাড়ে বাজিয়া চলিয়াছে।

যাহা বলিতেছিলাম। আজ সমগ্র বাংলা বিপন্ন। আজ যেন সংস্কৃতি সাহিত্য কৃষ্টির এই লীলা ভূমি রসাতলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু অতলে তলাইয়া যাইবার পূর্বে ইহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব সমগ্র বাঙালীকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে কোন দ্বিধা সংকোচ বা দ্বিমতের অবকাশ নাই। দুইটির যে কোন একটি পথ বাছিয়া লইবার জন্য আজ বাঙালীর সম্মুখে অগ্নি পরীক্ষার আয়োজন হইয়াছে। হয় মরিতে হইবে, নয় বাঁচিতে হইবে। ইহাই সেই দুই পথ, ইহার আর কোন মধ্যপথ নাই।

বাঙালীর ছেলে ব্যবসার সূত্রপাত একদিন সমুদ্র ঘটাইয়াছে। বাঙালীর বাণিজ্যতরণী একদিন [illegible] ও ভারত সাগর মন্থন

করিয়া সাগরপারে বাণিজ্যে বাহির হইয়াছে। কিন্তু সে সব ঘটনা এখন আমরা কি কথকতা ছাড়া আর কোন ভাবে যেন চিন্তা করিতে পারি না। আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। নিজেদের ইতিহাস জানি না, নিজেদের কুলশীল সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু আজ সমগ্র বাংলার উপর যে আঘাত আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে বিস্মৃতির বিলাস ত্যাগ করিয়া আমাদের নূতন ভাবে আমাদের উদ্যোগী হইতে হইবে, নূতন ভাবে নিজেদের জানিতে হইবে।

বাংলার উপর দিয়া অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার বন্যা বহিয়া গিয়াছে। তবুও বাঙালী মরে নাই। সাত আটশ বছর আগে এই বাংলাদেশেই তুরস্কী অভিযান হয় এবং তাহার ফলে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, দুই শ বছর আগে এই বাংলারই পলাশী প্রান্তরে ইংরেজ ও মীরজাফরের চক্রান্তে বাংলা তথা ভারতবর্ষ বিদেশীর পদানত হয়। ছয় বছর আগে এই বাংলার উপর দিয়া দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব লীলা বহিয়া যায়, সাড়ে তিন বছর আগে এই বাংলার উপর যে বীভৎস হাঙ্গামা হইয়া গেল তাহাতে কত পরিবার ধ্বংস হইয়া পড়ে। আজ আবার নূতন করিয়া বাংলার উপর এই নয়া আক্রমণ শুরু হইয়াছে। এ বারও বাঙালী সামলাইয়া উঠিতে পারিবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আমরা বিশ্বাস করি, বাঙালী তাহার আত্মবলের দ্বারা এই দুস্তর দুঃখের সাগর পার হইতে পারিবে। এই-রূপ নানা দুঃখ, দুর্দশা ও কষ্টের আগুনে দগ্ধ হইয়া ভবিষ্যতে যে বাঙালি জাতি সংগঠিত হইবে তাহা দুর্বার ও দুর্নিবার, বিনীত ও অভিজ্ঞ জাতিরূপেই পরিগণিত হইবে ইহা আমরা বিশ্বাস করি।

তাই আজ আমরা এই ছিন্নমূল শত সহস্র বঙ্গবাসীর সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবিতেছি। আজ যাহারা আশ্রয় শিবিরে, মুক্ত-অঙ্গনে, রেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে, পথে বা প্রান্তরে ছন্নছাড়া হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যাহারা এই ভাবে কেবল গৃহচ্যুতই নয়, সমাজ-চ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে সমাজবদ্ধ করিবার দায়িত্ব আজ বাঙালীরই। চাঁদমারী আশ্রয় শিবির পরিদর্শন কালে গত সপ্তাহে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আশ্রয় প্রার্থীদের উদ্দেশে বাঙালীর বর্তমান দুর্দশার বিষয় বর্ণনা করেন। ডক্টর মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে তিনি কোন পরিকল্পনার কথা কখনো বলেন না। মন্ত্রিত্ব ত্যাগের সময়ও পাকিস্তানের প্রতি কোন্ নীতি গ্রহণ তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তাহা বলেন নাই। কেবল বলি-য়াছেন যে এই চুক্তি করা উচিত হয় নাই। কি করিলে শুভ হইত, সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিলেন না। যা বলার কারণ এই যে, সে বিষয় তাহার নিজেরই কোন ধারণা নাই। সুতরাং ডক্টর শ্যামা-প্রসাদ কিছু করিবেন, বা করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা ভরসা করি না। এই জন্যই আমরা উদ্বাস্তুদের বলিতে চাই যে সমাজে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য পর-মুখাপেক্ষী না হইয়া তাঁহারা যেন স্বয়ং এ বিষয় উদ্যোগী হন্।

এ কাজ এক জনের চেষ্টায় বা এক জনের শুভেচ্ছায় হইবার নহে। এ কাজে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা। বাংলা দেশে এখন দুঃসময় যেমন আসিয়াছে, তেমনি বাংলা এখন নেতাহীন। এই নেতৃত্ব-হীনতার অভাব দূর করিতে পারে এখন সংবাদ-পত্র। সংবাদ-পত্র সমূহ যদি অপরের খুঁৎ না ধরিয়া তাঁহাদের মতবাদ ও উক্তির দ্বারা দেশবাসীকে পথের সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে তাহাই হইবে সমাজ ও জন হীতকর কাজ।

গত সোমবারে দিল্লীতে ভারত ও পাকিস্থানের সংবাদপত্র সেবী-দের সম্মিলিত বৈঠকে বসে। এই বৈঠকে পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন যে, উভয় দেশ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক দিক হইতে এত বিষয়ে সম্পর্কে সম্পর্কিত যে উভয় দেশকে বাঁচিতে হইলে উভয়ের মধ্যে কেবল বন্ধুত্ব নয়, তাহারও অধিক কিছু প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, আমরাও ইহা বিশ্বাস করি। বাঙালিকে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব পরিহার করিতে হইবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে অর্থনীতি ক্ষেত্রেও প্রেমযুক্ত হওয়া আবশ্যক। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় ভিত্তির উপর যদি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা হইলেই বাঙালীর শুভ দিন আসিবে। ইতি-মধ্যেই আমরা আমাদের মধ্যে শুভ সংকেত দেখিতে পাইতেছি। ব্যবসায়ে পরাঙ্মুখ বাঙালী এখন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে শুরু করিয়াছে। হুকার্স কর্ণার গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। ষ্টেট বাসগুলি এখন চালনা ও পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বাংলার শিক্ষিত যুবকেরাই। ইতিপূর্বেও আমরা বলিয়াছি যে, বাংলার বর্তমানের এই দুঃসময় চরম দুঃসময়। ইহার পর বাংলার শুভদিন অবশ্যই আসিবে। বাংলার যুবশক্তি এখন যে কর্ম বিমুখতা পরিহার করিয়া সর্বপ্রকার কাজ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে—ইহা সেই শুভ দিনের সূচনা।

আমরা উৎকণ্ঠিত আগ্রহে বাংলার অগ্রগতি লক্ষ্য করিব। যাহারা আজ বাস্তুহারা ও গৃহচ্যুত তাঁহারা অনির্দিষ্ট কাল অনির্দিষ্টজীবন যাপন করিবেন না। গৃহের বাহির হইয়া ভাগ্য অন্বেষণের সুযোগ এই দুর্যোগের মধ্য দিয়াই বাঙালীর নিকট আসিয়াছে। যাহারা কখনও ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইতে চাহিত না, তাহারা দুর্দিনের আক্রমণে আজ পথে নামিয়াছে—পথের সহিত এবার তাহাদের পরিচয় হইয়া গেল। তাই মনে হয়, বাঙালীকে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন এখানে বটে, কিন্তু যে সমাজে তাহারা অচিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে সে সমাজ পুরাতন সংকীর্ণ সমাজ নহে, সে সমাজ নূতন উদারতার দ্বারা ও নূতন আর্থিক বনিয়াদের উপর গঠিত হইবে।

প্রাসঙ্গিক

চন্দননগর

আড়াই শত বৎসর পর চন্দননগর আবার ফরাসীর শাসন হইতে বিমোচিত হইল। ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কলিকাতা হইতে মাত্র ৩০ মাইল দূরবর্তী এই অঞ্চলটি লালিত হইত সুদূর ফ্রেঞ্চবাসী কর্ণধারদের দ্বারা। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগর ফরাসীদল কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং তাহার পর হইতে এতদিন ধরিয়া এই ভূখণ্ডটি তাহারাই শাসন করিয়া আসিতেছিল। হুগলী নদীর তীরবর্তী ৫৫ হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত এ শহরটি একটি ব্যবসায় কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। ভারত বৃটিশ শাসন মুক্ত হইবার পর অন্যান্য বিদেশী কর্তৃক শাসিত অঞ্চলের ভারত যুক্তি ঘটনার মধ্যে চন্দননগরই প্রথম। ঘটনাটি শুনিতে হয়ত তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না, কিন্তু ইহা একটি বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা ভিন্ন আর কি? অন্যের নিকট হইতে দেখিলে ঘটনার বিশ্লেষণ তেমন বোঝা যায় না, তাই হয়ত আমরা এই সব ঘটনা দেখিয়া তেমন গা করি না। ভারতে আরও ছোট ছোট কয়েকটি বিদেশী উপনিবেশ আছে—পণ্ডিচেরী, মাহে, কারিকল। বিদেশীরা যদি এই পরাধীন ভূখণ্ডের মনোভাব লইয়া আরও তাড়াতাড়ি ভূমিতে শাসন কার্য করিয়া যাইবার অভিলাষ রাখেন তাহা হইলে তাঁহারা ভুল করিবেন। পরিবর্তিত অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লওয়া তাঁহাদের কর্তব্য। আমরা চন্দননগরের ঘটনায় বিশেষ ভাবে আনন্দ লাভ করিয়াছি। তথাকার ৫৫ হাজার অধিবাসী ভারতীয় হইয়াও যেন বিদেশী রাষ্ট্রই তাহা ফেরত করিবেন। এই ঘটনার পর তাঁহাদের মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা তাঁহাদের এই উপলব্ধির অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

কোটিপতিদের দুর্মতি

একটি সংবাদ দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। সংবাদটি দেখিয়া অনেকে হাসাহাসিও করিতে পারেন বটে। কিন্তু ইহা যে হাস্যকর নয়, সেই কথাই আমরা বলিতে চাই। প্রায় ছয়শত জন লক্ষপতি ও কোটিপতি নাকি শপথ করিয়াছেন যে, তাঁহারা আর চোরা কারবারে লিপ্ত হইবেন না। তাঁহারা ইহা ছাড়া আরও বহু প্রকারের প্রতিজ্ঞার কথাও ঘোষণা করিয়াছেন। তাহাতে কেহ কেহ বলেন যাঁরা না রাখা ও পঞ্চাশোর্ধ বৎসরের অধিক বয়সে বিবাহ না করা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাও করা হইয়াছে। আপাত দৃষ্টিতে এই ঘটনাটি হাস্যকর মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে সে ভাবে দেখিলে চলিবে না। কিছু সংখ্যক লোকের মনেও যে এই সদ্ভাব আসিয়াছে এবং সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ সম্বন্ধে যে অনুশোচনা আসিয়াছে ইহাই মহান মনের পরিচয়। অনুতপ্তী হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে এই কথা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অনেক সাধু সঙ্কল্পের আদর্শ আমরা দেখিয়াছি এবং তাহাদের ব্যর্থতাও দেখিয়া আমরা বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি। অনুতপ্তি হৃদয়ের দ্বারা যদি সমাজ হয় তবে এক ব্যক্তিও মুহূর্তে পরিবর্তিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রভাব কম নয়। আর এই ছয় শত লোক একত্রিত হয় নাই সেজন্য এই লক্ষাধিক সমান লোকের অনুকরণ করিবার জন্য লক্ষপতি। টাকার মালিকেরা যদি সুবুদ্ধি এ দিক হইয়া পড়েন, তাহা হইলে সমাজের অ দূর করা ও সুসমাজ আনয়ন করার বিলম্ব পাইতে হয় না। দুখিয়ী ব্যক্তি টাকার তাহা যদি হয় তাহা হইলে টাকার প্রভাব এই ছয় শত লক্ষপতি অন্যের নিকটে এ বিস্তার করিতে পারিবেন। পাছে কেলেঙ্কা হয়া কার্যের অনুরূপ পাপ। লক্ষপতিদের চ লোক এই কথা বলার ইচ্ছা রাখে। এই শত লক্ষপতি যদি এরূপ শপথ করিয়াছেন তাঁহারা যাতে ভেঙ্গে দিবেন না। আমাদের হয়, এই ঘটনাটিকে লইয়া গবেষণার আর শুরু করা কর্তব্য। এই ঘটনাটির ঘটা পাওয়া উচিত ছিল তত্তটা পায় নাই।

QUALITY GALVANISED SHEETS

Commercial Quality and Tested
to I.S.D.G. Metals 41-H

MANUFACTURED BY
THE STEEL CORPN
SCOB
OF BENGAL LIMITED
MANAGING AGENTS:
MARTIN BURN LTD.
12 HASTINGS ROW, CALCUTTA ALSO AT BOMBAY, NEW DELHI, KANPUR

হয় নাই। ইহার যে মূলধন হইতে পারে ইহা অনেক সময়ে বিশ্বাস করিতে চাহে না। ভারত-পাক চুক্তি সম্বন্ধে ইহা বলে ট্র্যাডিশনের অনুরূপ বৈদেশিক আমাদের এ ধারণা দূরীভূত হইয়াছে। কিন্তু এখন যে ভয় হইবার হেতু রহিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করিতে চাই না। কিন্তু তাহারা ইহা জানা উচিত যে—

যে কল কারখানা থাকে সাধু উদ্দেশ্যে হইবে তাহা ভারতবিরোধিতা পর ছিল। যেন মনে এরূপ বিশ্বাস আসা অস্বাভাবিক নয়। ইহা নানারূপ অন-উইলস কাজ করিয়া পরস্পর উপায়, করিবার পর যেই অর্জিত হয় উৎপন্ন মাল বলিয়া তাহাও প্রতি উৎপন্ন আসিতে পারে। কথায় হলে, মন নহি। ধারণের ঘটিবার ঘটনাটাই, তাহাদের যে সম্পর্কে পরিচিত হইতে পারে না। যে পারে। যে এত কম তাহা কারবারীর সম্পর্কের আমাদের মনে সেই ধারণাই দৃঢ়তর করিতেছে। আমরা সাই ধারণ করিতে পারি অভিযোগটি এবং পাঠ করিতে ইহা উপস্থিতির অনুরোধ করিতেছি। যদি এই টাকে আদায়ীকৃত কাজে লাগাইতে হয় তাহা সমাজ থেকে কর্মীদের আলাদা আসিতে। এই ধরনের নজির দেখাইয়া তাহারা। মজুরী ইহা প্রচার করিয়া নিতে হইবে যেন ইহা—ইহাই আমাদের অনুরোধ।

কয়লা ও কাঁচা তুলা

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে তীব্র দ্বন্দ্বের লড়াই চলিয়াছে, তাহা এখন কয়লা ও কাঁচাতুলার অস্ত্র নিয়া খেলিতেছে। ভারত-পাক বাণিজ্যের চরম অবস্থার উদ্ভব হওয়ার পর হইতে ভারত হইতে পাকিস্তানে কয়লা যাইতেছে না এবং পাকিস্তান হইতে ভারতে কাঁচাতুলা আসিতেছে না। সরকার এদেশে চলতি বছর জন্য ভারতের অনুমতি দিয়াছে অবশ্য—কিন্তু ইহাতে পাকিস্তানের যে অসুবিধা হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। কয়লার অভাবে পাকিস্তানের সবরাকমি কলকারখানা বন্ধ হওয়া বন্ধ, কয়লার অভাবে রেল, ষ্টীমার ইত্যাদি যান বাহনের চলা ফেরা প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কাঁচাতুলা না পাওয়ায় তাহাদের কাপড়ের কলের কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়। আন্তর্জাতিক কয়েকটি লিকে দু'চার দিনের জন্য মিল বন্ধ পর্যন্ত করিতে হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে ইহা জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, তাহাদের এ অসুবিধা সাময়িক। তাহাদের বিস্তৃত তুলাক্ষেত্র যেরূপ পরিমাণ জমি আছে সেখানে অনায়াসে তুলা চাষ করা যাইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে ইতিমধ্যে নানারূপে তুলা চাষ আরম্ভও হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মনে হয় আগামী মরসুম হইতে তাহারা উৎপন্ন তুলায় তাহাদের মিল সমূহকে পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল সরবরাহ করিতে পারিবে। পাকিস্তানে তাহাদের রপ্তানি ফিরাং করার তাহাদের পাট হইতে কলি হয় নাই। এইরূপ ফিরাং করিয়া দিলে তাহাদের পাট ও তুলা চাষের জন্য উৎসাহী হয় এবং এই দুই পণ্যে স্বাবলম্বী হইবার জন্য ব্যবস্থাদি অবলম্বন করে। তাহাদের এই উদ্যোগ দেখিয়া পাকিস্তান ভয়ভীত হইয়া গিয়া থাকিবে। পাকিস্তানের ভূমিতে উৎপন্ন পাট ও তুলা লইয়া পাকিস্তান তাহা কি করে লাগাইবে, পাকিস্তানের নিকট ইহা এখন প্রধান সমস্যার দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়াও তাহার আর এক সমস্যা আছে। ভারত যেন তাহার ভূমিতে চাষ করিয়া তুলা উৎপাদন করিতেছে, পাকিস্তান তো তেমন করিয়া পাকিস্তানের ভূমি কর্ষণ করিয়া কয়লা উৎপন্ন করিতে পারিবে না। তাহার কয়লার চাহিদা মিটাইবার জন্য পাকিস্তানকে দুইবেলা দাঁতন পাইবার জন্য সমুদ্রের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু বিদেশের মুখাপেক্ষী হইলে যে, সময়ে কয়লা পাওয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। পাকিস্তান তাহাও উপলব্ধি করিয়া থাকিবে। এবার এই কয়লা সমস্যার পক্ষিয়া পাকিস্তান যায় হয় নাই, এমন কোন দেশ নাই। কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রেই পাকিস্তানকে ব্যর্থ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। কোন কয়লা দরে পোষায় না, কোন কয়লা পাকিস্তানী মজুরের হেন টেকনিক ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এসব হিসাব নিকাশের পর পাকিস্তানের ভূমির উপর হইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। এইসব কারণে বর্তমানের পাক-ভারত চুক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস আছে। এবার পাকিস্তান চুক্তিকে স্বাক্ষর করিয়াছে অপারক হইয়া।

অতএব এবার এই ছুটি অনুযায়ী তাহা করিবার জন্য পাকিস্থান সরকারকে চেষ্টা করিতে বলিয়াই আমাদের কর্তব্য শেষ হয় না। এই কথাগুলি যখন লেখা হইতেছে, ঠিক সেইসময়ে মুখের এক সংবাদে দেখা গেল। সাধারণতঃ চাকুরীরী হিসেব অবৈতনিক কর্মচারী ও অন্যান্য বেতনভোগী কর্মচারীদের ছুটির একরকম ছয় ছুটিরাখাতে হয়া থাকিবার। আমরা এই দিকে পাকিস্থানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তাহারা যদি চান, তাঁহা হইলে অবিলম্বে এইসব ছুটির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। নিম্নে আমরা নূতন ছুটি অনুযায়ী তাহা দেওয়া হইল।

ব্যাঙ্ক সম্প্রসারণ

আবার ব্যাঙ্ক বিস্তার চলিয়াছে। কয়েকটি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার ফলে জনসাধারণের মনে ব্যাঙ্কের উপর আস্থা অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। ইহা বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুঃখজনক নয়। সাধারণ জনসাধারণ যেখানে দু চার টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন, তাঁহাদের মনে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে এমন ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহাদের নিকট ব্যাঙ্ক খোলাইয়ে ভাবী হইবে। এই কারণেই তাহারা এমন জায়গায় তাঁহাদের সঞ্চয় গচ্ছিত রাখিতে চান, যেখান হইতে তাঁহাদের সঞ্চয় খোয়া যাইবার আশঙ্কা কোন সময়েই নাই। ইহা যেন সাধারণ মানুষের দেবতার কথা। ইহা ছাড়া আর একটি দিক আছে। তাহা হইতেছে ব্যবসায়ী মহলের। জনসাধারণ ব্যাঙ্ক যদি চালু থাকে তাহা হইলে ব্যবসা যেমনি অগ্রসর হইতে পারে, ব্যাঙ্কের অভাব বা ব্যাঙ্কের উপর অন্যায় আস্থিতে ব্যবসা তেমন সহজে চলিতে পারে না। আমদের বড় বড় ব্যবসায়ীরা সকল ব্যবসায়ে না, যা তাঁহারা টাকার কারবার করেন না। সুতরাং অবশ্য চালু রাখিতে হইলে ব্যাঙ্কের সম্প্রসারণ আবশ্যক। অসাধু ব্যবসায়ীদের কৃপায় জনসাধারণের আতঙ্কটাকেই আমরা বেশী দিয়াছে। ব্যাঙ্কের হাজার আরো ব্যাঙ্ক গজাইয়া ওঠা আশ্চর্যের নয়। সুতরাং এ বিষয় সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন খুব প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। খুব ভাল এমিন ছুটিয়া ব্যাঙ্কিং কমিশনের রিপোর্টের ফেডারেল রেজারভ ঠিক ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং সরকার সবার আগে বেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাটির অবস্থা কথা লইয়া আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, বর্তমান অবস্থায় প্রতিবিধানের জন্য সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। মৌদ্রিক ও সামাজিক সংস্থা এবং পল্লী অঞ্চলগুলিতে ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের সুদানের নীতি এবং এখন অবিলম্বে অবলম্বন হইয়া পড়িয়াছে। এ কথা ঠিক যে, ভারতবর্ষের অবস্থান ও প্রয়োজনের তুলনায় এ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা খুবই মন্থর। কিন্তু এই অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ করিতে হইলে নিম্ন মধ্যবিত্ত উৎপাদিত প্রসার সাধন দেখা দরকার, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় প্রসারও আবশ্যক। এখন ভারত অর্থনৈতিক দেশের অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য ও জনসাধারণের জীবন মরণের ধার উন্নয়নের জন্য শিল্প-কৃষি উৎপাদি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার যদি হইতে থাকে এবং তখন সেই শিল্প বাণিজ্যকে সাহায্য করিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা যোগান দিতে পারে ব্যাঙ্ক। এইসব বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বোঝা যায় যে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় প্রসারের জন্য সরকারী উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকেও উদ্যোগী হইতে হইবে। নিজেদের অবস্থা নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ করিবার জন্য কয়েকটি ব্যাঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ভালো কাজই হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কগুলির একত্রীকরণের ফলে ছোট খাটো ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি মনে শক্তির সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি। এরূপ হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এইসব ছোট ছোট ব্যাঙ্কের জন্য করুণা যে, তাহা বিলুপ্ত হইলে তাঁহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে। নিজেদের উপর পূর্ণ আস্থা রাখিয়া তাঁহাদিগকে ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে হইবে। কয়েকটি ব্যাঙ্কের একত্রীকরণের ফলে তাহাদের অবস্থা যে, আরও খারাপ হইয়া গেল তাঁহাদের কথার এ আশঙ্কা অমূলক।

ডাকঘরে রবিবার

ডাকঘরে রবিবারে পূরা ছুটি দিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা যুক্তি যুক্ত হয় নাই বলিয়া আমরা মনে করি। ডিরেক্টর ডাকঘরের কাছে যে সকল বেসরকারী ডাকঘরে ডাকঘরের কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিনিধিরা সম্প্রতি ডাকঘরের রবিবারের ছুটি সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জানাইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, রবিবারে ডাকঘরে ছুটি দিলে ব্যবসায়ীদের ও সাধারণ লোকের অসুবিধা হইবে। তাঁহারা বল

পণ্যবাজারের খবরাখবর

খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সন্দেহ

খাদ্যের মূল্য উৎপাদন সম্বন্ধে একটি পাকা রীতি নির্ধারণ এবং পাকিস্তানের সহিত সম্পাদিত বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ফলে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া, আগামী ১৯৬১ সালের মধ্যে আমদানিকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা যাইবে কিনা, এ সম্বন্ধে নানা মহলে সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে। খাদ্য সম্বন্ধে সরকার যে রীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কার্যে পরিণত হইলে আমদানির ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস হইবে, এইরূপ হিসাব করা হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত খাদ্য বিষয়ে সরকার যতগুলি সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা পালন করা—এইরূপ সকলের অনুমান। কেননা, ঘাটতি এলাকাসমূহ হইতে অধিক পরিমাণ খাদ্যের দাবি সরকারকে মিটাইতে হইতেছে, এবং যে যে প্রদেশ তুলা ও পাট চাষ করিয়া এই দুই সম্পদ সরবরাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে পারিবে, সরকারের খাদ্য ইত্যাদি জোগান দেওয়া হইবে বলিয়া সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের পথে বাধা বিস্তর। তুলা, পাট ও খাদ্য ব্যয়—এই তিনটি খাতে এক সঙ্গে চাষ করিয়া তিনটি সম্পদে এক সঙ্গে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের চেষ্টা না করিয়া কেবল পাট ও খাদ্যশস্যে উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকার যদি তুলা বিদেশ হইতে আমদানির ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে তাহাই যুক্তিযুক্ত হইত বলিয়া আমরা মনে করি। বর্তমান সময় পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, বিদেশ হইতে আমদানীর জন্য প্রকৃত পরিমাণ অর্থের জন্য ভারত সরকার ইতিমধ্যেই চুক্তি করিয়াছেন, এবং আগামীতে এই পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, এ পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো চাষ পরিকল্পনা করা হয় নাই। পঞ্চম যোজনায় যে সব পরিকল্পনা করা হইতেছে, তাহা বিভিন্ন মার্কিন সংবাদে মনে হয় হইয়া যাইতেছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এ কথা বলা যায় যে, পাট সম্বন্ধে ভারত সরকার যে রীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী যে ভাবে কাজ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে পাটে ভারত স্বয়ং সম্পূর্ণ হইতে পারিত, যদি এই অনুযায়ী কথা আরম্ভ হইতে অনুমান করিয়া পূর্ণ হইতেছে এই রীতি অনুযায়ী কাজ পরিচালিত হইত। যাই হোক, এখনও ইহাকে বিশেষ কিছু বলিয়া মনে করা ঠিক নয়। পাট সম্বন্ধে যদি সরকার ও সমর্থ থাকেন, তাহা হইলে এ কাজ অবশ্যই সম্ভোষ সম্পন্ন হইবে। আগামী বছরের কতকটা তুলা প্রয়োজন, সে বিষয়ে তাহাদের পাট সম্বন্ধের আশা রহিয়াছে এমনটা হিসাব করিয়া লইতে হইবে। এবার প্রথমে মনে করা গিয়াছিল যে, বিদেশ হইতে ১০ লক্ষ বেল তুলা আমদানী করিলে তাহাদের চাহিদা মিটিবে, কিন্তু তাহাদে পাটের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার পরে দেখা যেন আরও ১৮ লক্ষ টাকার তুলা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে। সুতরাং বিদেশ হইতে এই ভাবে আমদানীর বরাদ্দ ১৮ কোটি টাকা তাহাদের ধার্য হইবে।

ভারতের এখন এই চিন্তা যে, আন্তর্জাতিক বাজারে কিনিবার পাকিস্তানী তুলা পাওয়া যাইবে কি না। এখন জানা গিয়াছে যে, আনুমানিক ৩ লক্ষ বেল পাকিস্তানী তুলা পাওয়া যাইবে। কিন্তু পাকিস্তান হইতে তুলা ও তুলা আমদানীর পথে অন্তরায় এই যে, এ সম্বন্ধে এর সরকারি কোনো কথা এ পর্যন্ত হয় নাই।

খাদ্যশস্য

খাদ্যশস্য সম্বন্ধে নূতন কোনো সংবাদ বিশেষ কিছু নাই। বিভিন্ন রাজ্য 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলন সমানে চলিয়াছে, এবং এ সম্বন্ধে যেরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে তাহাও প্রশংসাই। ১৯৬১-৬২ সালের মধ্যে হায়দরাবাদকে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইবে বলিয়া মনে হয়। এখন হায়দ্রাবাদের ঘাটতি খাদ্যশস্যের পরিমাণ রহিয়াছে প্রায় সওয়া লক্ষ টন। অর্থাৎ মোট উৎপাদিত খাদ্যশস্যের পরিমাণের পরবর্তী প্রায় দশ ভাগ। যাহাতে খাদ্যশস্য বিশেষ উৎপাদনের সহিত উৎপাদিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ের জন্য যাবতীয় অধিক খাদ্য ফলানো জন্য প্রতিযোগিতার ভাব সৃষ্টি হয়, তাহার জন্য সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদককে পুরস্কার দেওয়ার বিষয় হায়দ্রাবাদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

খাদ্যশস্যের দর হ্রাস করিবার জন্য ভারত সরকারের নীতি অনুসারে কয়া প্রদেশে গভর্নমেন্ট গমের ন্যূনতম দর যথা প্রতি ১৫/১৫ টাকার স্থলে ১২৫৲ হইতে ১৩৲ টাকা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

রাজস্থানের খাদ্যের অবস্থা এখন অবশ্যই আশাপ্রদ নহে। সৌভাগ্যে এবৎসর মোট উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ ৪ লক্ষ টন—কিন্তু এ বৎসরের চাহিদা পৌঁছে পাঁচ লক্ষ টন। উহার প্রয়োজন হবি শস্যের। মাত্রাই তাহা দেখা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহা হইতে আশা বিষয়ে যে মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে যে নিদারুণ বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে অনেক পরিমাণ শস্যের ক্ষতি হইয়াছে।

বর্তমান বৎসরের সর্বপ্রধান খাদ্যশস্য জিলাইয়া ভারত সরকার ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানি করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিভিন্ন রাজ্য হইতে খাদ্য শস্যের চাহিদার জন্য ভারত সরকারকে আরও হয়ত আরও কিছু পরিমাণ খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে। এ সময় রাজস্থানী সমাজ প্রথম হইতে ৫ পর্যন্ত ৪ লক্ষ ২৪ হাজার টন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার মধ্যে চাউল, গম, ইত্যাদি আর্জেন্টিন, অস্ট্রেলিয়া ও অন্ট্রেলিয়া হইতে। বর্ষার চাউল করেক সপ্তাহের মধ্যেই ভারতে পৌঁছিতে শুরু করিবে। এক লক্ষ টন চাউল বার্মা এইতে আমদানী করা হইবে বলিয়া চুক্তি হইয়াছে, এই চুক্তি অনুযায়ী চুক্তির অন্তর্গত ১ লক্ষ টন চাউলই আগামী আগস্ট মাসের মধ্যে বর্মা হইতে প্রেরণ করিবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভাল শ্রেণীর চাউল ও গমের জন্য ভারত সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিসম্বদ্ধ হইয়াছেন এবং এই দুই দেশ এই বৎসরের মধ্যেই ভারতে আসিয়া পৌঁছিবে।

চিনি

বিধিবদ্ধ চিনির বাজারে বিশেষ কোনো পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। চাহিদা অনুযায়ী জোগান উৎপন্ন ও যোগাই মধ্যের অবস্থাটি স্থানে বাকি রহিয়াছে বা। ভারতের জন্য সমূহ চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে বটে, কিন্তু ১০ লক্ষ টনের বেশী বৃদ্ধি পাইবে না বলিয়া মনে হয়। ১২ লক্ষ টন বৃদ্ধি করিবার যে পরিকল্পনা ছিল, তাহা সফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। চিনির উৎপাদন আশাপ্রদরূপ বৃদ্ধি না পাইলেও অবশ্যকীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। উহার প্রয়োজনের জন্য তদপেক্ষা চিনির টানাটানি পড়িবার নাই, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে জোগান চাহিদা অনুযায়ীই রহিয়াছে।

সপ্তাহের খবর

পাট, কয়লা ও চায়ের বাজারে উৎসাহ

কলিকাতা, শনিবার, ৬ই মে—৫ সপ্তাহের শেষদিনের বাজার আশা উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া শুরু হয়। বিশেষ করিয়া পাট কয়লা ও চায়ের শেয়ার লইয়াই এই উৎসাহ দেখা যায়। কয়লার শেয়ার খরিদের জন্য খরিদ্দার ছিল পর্যাপ্ত সংখ্যক। ফলতঃ শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৯/০ হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার শেয়ার ক্রয়ের জন্য ৩৭৫০ পর্যন্ত দর দেওয়া হয় এক বাজারে ৩৬০ হয়ে ডিলিভারী ক্রেতার অভাব ছিল, কিন্তু বিক্রেতা আসেনি ছিল না। ইহার অর্থ এই যে, এইদিন খরিদ করে বিক্রয় করিবার আগ্রহও বিক্রেতাদের ছিল না। পাট বিক্রয়ের শেয়ার ক্রয়ের জন্য দর চড়িতে থাকে। বিশেষ করিয়া বালি ও ঘুষাডাঙ্গার দর বৃদ্ধি পায়। এই দুই শেয়ারের দর ক্রমান্বয়ে ১৪২৲ ও ২১৩৲ টাকায় দাঁড়ায়। হনুমানজীর দর হয় ৪৭৲, ঘুষাডাঙ্গার দর হয় ১৭১৲ ও আলমোড় ইণ্ডিয়া ২১৫৲। অন্য দরের দুইটী শেয়ার, যথা ছাপরাল ও হিমাচলের শেয়ার ক্রয়ের জন্য বাজারে অনেক খরিদ্দার ছিল। এবং এই চাহিদার জন্য এই দুইটী শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ২৪।০ ও ২৩৲ হয়। ইণ্ডিয়ানাইট বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর বিশেষ বাড়ে কমে না, ৩৮৲/০ হইতে দর উঠিয়া ৩৯।৵০-৪০। বিবিধ বিভাগে ইণ্ডিয়ান ডায়ারকেমিক্যাল ১৭৯০ হয়ে ক্রোকেমো হয়। চায়ের শেয়ার কিছু বৃদ্ধি পায় এবং খরিদ হয়ে বাজারে ভাল কারবার হয়।

ইহার পরের দিবস বাজারের উৎসাহের ভাবে কোনোরূপ কমা পড়ে না। পূর্বদিনই দিনের মত এ দিনও দিনের উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতে থাকে। এই দিন চা পাট ও কয়লার শেয়ারের দর বৃদ্ধি পায়। কেবল এই তিন প্রকারের শেয়ারের প্রতি বাজারে আগ্রহ দেখা যায়। ইহার মধ্যে কয়লা বিভাগের প্রতি আগ্রহই ছিল অধিকতর। বেঙ্গলের দর ছিল ৫১৩৲ এ বঙ্গলক্ষ্মীর দর ১৪৬/০ হয়। পাটের দর আরও সামান্য বৃদ্ধি পায়। বঙ্গলক্ষ্মীর দর আরও কিছিৎ বাড়িয়া ২২৫৲ হয় এবং এই দরে পরিমাণও পাওয়া যায়। ডিলিমিনের শেয়ার ক্রয়ের জন্য ২০০৲ পর্যন্ত দর ওঠে, কিন্তু এই দরে বিক্রয় করিবার জন্য কোনো বিক্রেতাই পাওয়া যায় না। ঘুষাডাঙ্গা সামান্য উন্নত হয়ে ২১০৲ টাকায় কেনা বেচা হয়। ইণ্ডিয়ানাইট বিভাগে দরের বিশেষ কোন হের ফের হয় নাই, কিন্তু ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮৲ হইতে ৩৯/০ ওঠে। বিবিধ বিভাগে বিশেষ কিছু চাহিদা ছিল। ৩০৯ দরে বাজার শক্তির শেষার কেনা বেচা হয়, ইণ্ডিয়ান ষ্টক এক্সচেঞ্জ ৩৪৩০ দরে কয়েক আনায় হয়ে। ব্যাঙ্কাল টোবাকো ও আর্কিম কেমিক্যালের দরও এই দিন বৃদ্ধি পায়।

পরবর্তী দিবসে কাটনা বাজারে তেমন ভাল কারবার না হইলেও কলিকাতা শেয়ার বাজারে মিলিত শেয়ারের দর এই দিন উল্লেখ যোগ্য ছিল। বিভিন্ন শেয়ারের দর ক্রমিক উন্নতির দিকেই থাকে। বিশেষ করিয়া চা ও পাটের শেয়ারের দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইণ্ডিয়ান অয়ো চায়ের শেয়ারই ছিল বেশী জেরী। বাজারে এই শেয়ারের চাহিদা বেশ ভালরূপ বিদ্যা উঠাই লক্ষিত হইয়া পড়িতেছিল। এই বিভাগের যে কোনো শেয়ার বিক্রিবার জন্য বাজারে বিশেষ চাহিদা দেখা যাইতে থাকে। মেটাল কারাক ১০০৲ টাকায় উঠে, ইহা উল্লিখিত ওঠে ১৮৯০, কিন্তু ইহার চেয়েও অধিক দরে কিনিবার জন্য বাজারে প্রস্তুত ছিল। পাট বিভাগে বেঙ্গল, অকল্যাণ্ড, বালী ও বঙ্গলক্ষ্মী ইত্যাদির দর বৃদ্ধি পায়, ডিলিমিনের দর ২০৯৲ টাকাতেই স্থির থাকে। ইণ্ডিয়ানাইট বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর সামান্য কমে ও টিন ডায়ারকেমের ২১০ হয়। কয়লা বিভাগে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে না। বঙ্গলক্ষ্মী ১৪৬/০ হয়ে ও আলোদিয়েটের সাধারণ ২১/০ হয়ে বেচা কেনা হয়। বিবিধ বিভাগে আমেদাবাদ ট্রামওয়ে ১০৲ হয়, অন্যান্য অংশে বাটলিন মেডাকালফ বৃদ্ধি পাইয়া ১৪০৲ হয়ে দাঁড়ায়।

সপ্তাহের অন্য সকল বাজারের অবস্থা পাট ভাল থাকায় হয়ে। ফলতঃ বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না ঘটে, কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে চা, কয়লা ও পাটের শেয়ার ক্রয়ের জন্য যে ভালরূপ ভাব ছিল তাহা হ্রাস পায়। কিন্তু চায়ের শেয়ারের চাহিদার জন্য ইহার দামের বৃদ্ধি পায়। কয়লা বিভাগে শেয়ারের দর কিছুটা হ্রাস হয়, পাটের বাজার স্থির থাকে। ইণ্ডিয়ানাইট বিভাগ অপরিবর্তিত থাকে।

আমদের কিছু পরিমাণ ডিলিং টার্মিং জন্যই পরিবর্তিত করিবার প্রস্তাব লইয়া বাজারে বিশেষ আগ্রহ আসিতে পারে।

সপ্তাহের শেষ দিন অর্থাৎ শনিবার শেয়ার বাজারে সকলের আগ্রহ চায়ের শেয়ারের প্রতি দেখা যায়। কয়লার শেয়ারের দরে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনা। পাটের পূর্বদরই অপরিবর্তিত থাকে বলা চলে। এই দিন ফেডারেশনের দর হয় ২৫৩৲ ও ডিলিমিনের দর হয় ১৯৯৲। ইণ্ডিয়ানাইট বিভাগে "ফিনিশারের" অভাব বেশ হয় কিনিং হয়ে। বিবিধ বিভাগের শেয়ারের প্রতি এই দিন কেহ বিশেষ নজর দেয় না। এই কারণ আমেদাবাদ ট্রামওয়ে ও ব্যাঙ্কাল টোবাকোর দর নামিয়া চলে যায়।

বাজারের হালচাল

[বাজার খরচালীন দর]

সরকারী জাপত্র

৩½ সুদের (১৯৪৮) ১৯/০, ৩½ সুদের (১৯৫০-৫৪) ১৯৸০।

ব্যাঙ্ক

ইণ্ডিয়ান ১১৯৫৲, ইণ্ডিয়ানাইটেড কমার্শিয়াল ৪৯।০।

আপাতঃকর কাল

বাটলিন ৩০৲, কামসুর ১০৲/০, মিঠি ফিস্ট্রোসিয়া ২৸/০।

কয়লা খনি

বেঙ্গল ৫১২৲, বঙ্গলক্ষ্মী ১৪৬/০, বেঙ্গলীস ইণ্ডিয়া ৪৸/০, বেঙ্গল কোল ১১৲, কামারা ডাবিয়া ৩১০, মিঠি বীরভূম ১৪০, রাণীগঞ্জ ১।০, রামগড় ৩।০, এসোসি বেঙ্গল ৪৸/০।

পাট

আলায়েন্স ১৭৪০, কেলকেমিয়ার ২৫৩৲, বঙ্গলক্ষ্মী ১৭১৲, ক্যালকোমিয়াম ১৮৫৲, শেলকেট ২২২৲, জেন্টা ২২১৲, এম্পায়ার ২৪৸/০, গৌরীপুর ৪৫৫৲, গৌরী ইণ্ডাস্ট্রীয় ৩৯৲, হাওড়া ২৯৸/০, ঘুষাডাঙ্গা ২১৯৲, ইণ্ডিয়া ১৮৲, কেলক্রিয়া ২৮৫৲, ডিলিমিন ১৯৯৲, অকল ১৮৭৲, ছাপরাল ২৪০, নর্থব্রুক ১৭৪/০, অরিয়েন্ট ২০০৲, প্রেসিডেন্সি ৯৸/০, রামকৃষ্ণ ৯৲, রিলায়েন্স ২২৸/০, ইণ্ডিয়ানাইট ২০৪৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাটলার ১১৲, ব্রিটানিয়া ৪৬/০, ব্রেথওয়েট ৮৲, ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩৮৸/০, মেসার্স ১১৮০, মুরাকুরী ৮/০, বার্ণপুর ২৸/০, জ্যাকসন আয়রন ৪৸/০, টিন ডায়ারকেমিকল ২১৸/০, টিন প্রডাক্টস ৬৸০, ইণ্ডিয়ানাইট আয়রন ১।০।

(পরের ৪৪ পৃষ্ঠায়)

সংবাদ সংকলন

যমুনার জল বণ্টন সম্পর্কে পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের মধ্যে চুক্তি

যমুনার জল বণ্টন সম্পর্কে উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাব সরকারের ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে এক চুক্তি হইয়াছে। উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের বাঁধগুলি যমুনার জল পুরাপুরি ধরিয়া রাখে।

সাধারণ পরিষদ ভবনে এক সম্মেলনে এই চুক্তি হয়। উত্তর প্রদেশের মুখ্য সচিব শ্রীযুক্ত বি. এন. ঝা ও পাঞ্জাবের মুখ্য সচিব শ্রীযুক্ত তারা চাঁদ শর্মার নিকট হইতে যথাক্রমে উত্তর প্রদেশের জল চলাচল সচিব মিঃ হাফিজ মুহাম্মদ ইব্রাহিম, উত্তর প্রদেশের মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার মেজর হোসেনারী, সেচ বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার ও এডিশনাল চীফ ইঞ্জিনীয়ার এবং পাঞ্জাব সরকারের চীফ ইঞ্জিনীয়ার এই চুক্তিতে যোগ দিয়াছিলেন।

এতদিন কাজের পরিমাণ ও সেচ কেন্দ্রের মাত্র সম্পর্কে এই চুক্তি হইয়াছে।

সাময়িক ব্যবস্থা এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে এবং দুই সরকারই ইহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে। পাঞ্জাব সরকার এই চুক্তিপত্রে ও উত্তর প্রদেশ একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবে। এতদিন উত্তর প্রদেশ সরকার জল পাঞ্জাবকে বাবদ যে টাকা পাইবে তাহা তিনি কিস্তিতে দিয়া দিবেন। এখন উত্তর প্রদেশের বাঁধগুলিতে যে পরিমাণ জল সংরক্ষণ করা হইবে, সেই পরিমাণ অনুসারে টাকা দেওয়া হইবে।

চুক্তিতে পাকিস্তান কর্তৃক ভারতে ৮ লক্ষ গাঁইট পাট সরবরাহের ও বিনিময়ে সিমেন্ট ভারতবর্ষ কর্তৃক পাকিস্তানে চট ও বস্তা, কাপড় ও সুতা, চিনির ও সরিষা তৈল চালান দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ভারতীয় টাকার বিনিময় হিসাবে পাট মূল্য জমা-বন্ধ করা হইবে এবং পাকিস্তানের প্রাপ্য মূল্য ভারত কোন দ্রব্যে পাকিস্তানকে হিসাবে ক্রয়মোচন করিবে। লেনদেনে ভাটাকাটি করার কোন পক্ষের হিসাবে পাওনা থাকিলে সে টাকাটা ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে বাড়তি বিনিময়ের প্রশ্ন উঠিতে পারে। সে প্রশ্ন এড়াইবার উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষই পরস্পরকে সমান মূল্যের—প্রত্যেকে ১২ কোটি টাকার পণ্য সরবরাহ করিবেন। তাহাতে কতকটা সরকারী স্তরে, কতকটা ব্যবসায়ীদের মারফত আদান-প্রদান হইবে। প্রকাশ, চুক্তিতে প্রত্যেকটি পণ্যের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই; তবে কতকটি পণ্যের মূল্য মোটামুটি উভয় পক্ষ ধরিয়া লইয়াছে। চুক্তি বলবৎ থাকার পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে উভয় পক্ষ নিজ নিজ দেশে ফিরে ফিরে পাইয়া অন্য পক্ষকে জানাইবেন।

আলোচনা কালে আন্তর্জাতিক বহুল মোনা বিধায়িনী যে. ভারতীয় প্রতিনিধি দল পাকিস্তানের নিকট হইতে লক্ষ গাঁইট তুলা চাহিয়াছেন, এবং অন্যান্য পক্ষ ভারত হইতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাহিবেন। কিন্তু চুক্তিতে এই দুইটি পণ্যের কোন উল্লেখ নাই। তবে অন্যান্য পণ্য লেন-দেন সম্পর্কে কোন প্রতিবন্ধকতা না সৃষ্টি করা ও তুল সম্পর্কে সহজই ব্যবস্থা হইতে পারিবে। ইহা ছাড়া কতকগুলি অত্যাবশ্যক মাল উভয় দেশে কিনা বাবদ চালান দেওয়ার ব্যবস্থা চুক্তিতে একটি মস্ত পরিণতি হইয়াছে।

ভারতের শিল্প বাণিজ্য সচিবের মেজর আলোচনার সময় দুইদিনের চুক্তির ফলে সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাপড়ের অভাব-সিদ্ধ ও তুলা বাবদের, অসমানীভাবে ভারিবিহীন, চা-বিহীন প্রতিবিহীনে এই বাণিজ্যে সাধারণ ব্যবস্থা পাকা-ভারত বাণিজ্য ও সম্পর্কে নূতন যোগাযোগের অবস্থা গড়িবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

চট্টকল সমিতির সভাপতি ও দুই কন্ট্রোলার মিঃ ওয়াকারের বিবৃতিতে চুক্তির মূল ধারা—পাকিস্তানী পাট ক্রয় সম্পর্কে কতকগুলি ধরন জানা গিয়াছে। তিনি বলেন যে, আলোচ্য চুক্তিতে ভারত ও পাকিস্তান সরকার তাহাদের চট্টকল সমিতির ও পাকিস্তান দুই যোগের মধ্যে ৮ লক্ষ গাঁইট পাট চালান সংক্রান্ত প্রাথমিক চুক্তিটি অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহারা আরও অবশ্যকতাবশে যথোপযুক্ত সময়ের পূর্বেই প্রাথমিক চুক্তিটির ধরন প্রকাশ হইয়া পড়ায় কুল ধারণার অবকাশ ঘটিয়াছিল। এই বিবৃতিতে তাহারই মূল হইতে পারে যে, অন্যান্য পক্ষে পাট ক্রয়ের ব্যাপারে চট্টকল সমিতির যে সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অন্য সকল মহল হইতে প্রবল আপত্তি জানানো হইয়াছিল—সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় তাহাই অনুমোদন করিয়াছেন।

পল্লী অঞ্চলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি

ডেঃ ডঃ সঞ্জয়ের বিবৃতি

অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথ্ বিভাগের ডিরেক্টর ডেঃ ডঃ সি. কে. সঞ্জয় মুখার্জী এক সাংবাদিক সম্মেলনে কিভাবে উন্নয়নের কলিকাতা যায়। পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যের উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন যে উন্নয়নের এলাকা তিনি যে ভাবে ভাগ করা যায়। উহার জন্য যত বেশী খরচ করা যায় তাহাই উন্নয়ন বলে উপনীত বলা যায়। একাধিপতি এক টাকা হইতে তেত্রিশ টাকার বিভিন্ন উন্নয়নের চেষ্টা করা হইতেছে।

১৯৩৩ সালে মিলেট উদ্যোগ লইয়া এই ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়। ১১ জন ডাক্তার লইয়া এই প্রতিষ্ঠানে সুরু হয় এবং বর্তমানে উহার ডাক্তারের সংখ্যা ১৩০ জন। বর্তমানে এইখানে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রায় সকল বিষয় সম্পর্কেই বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিল্প-শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং এই সম্পর্কে আলোচনা খুব কমই হইয়াছে। সুতরাং ভারত সরকারের অনুমতি লইয়া ইনষ্টিটিউট শিল্প-শ্রমিক স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি বিভাগীয় কেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং আশাকরা যায় খুব শীঘ্রই উহা আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা আছে।

ডেঃ ডঃ সঞ্জয় প্রকাশ করেন যে, এক বছরের মধ্যে কলিকাতায় একটি বৃহৎ জনস্বাস্থ্য বিভাগ আনিবার আশা করিতেছেন। এই স্কীমের মূল্য এক লক্ষ টাকার অধিক হইবে।

তিনি বলেন যে, শিক্ষা-সম্পর্কে গবেষণার জন্য কলিকাতায় এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ কেন্দ্র স্থাপন করা সম্পর্কে তাঁহার সহকর্মীদের উদ্যোগে বর্তমানে এক আলোচনা চলিতেছে। এই কেন্দ্রের গাঁচ বৎসরের মূল্য ৩ লক্ষ টাকার পরিমাণ প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় হইবে। এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে কেবল ভারত নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশেরও শিক্ষা মহল কর্মীদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইবে।

(৪০ পৃষ্ঠার পর)

চা

ডালাহাটি ৩৭৩৲, বিজয়া ৪০৩, নেপচুন ভ্যালি ২২৯, চুনভাটি ২৯০৲, রাসিয়াটা ৪৬৩, গাঙ্গিবিরা ১৩৩, রাজাভাত ১৪৮৩, ডেমডুমা ৩৭৬৩।

বিবিধ

আসুরিবিনিয়াম কর্পোরেশন ৪৸৩, আমেরিকা ব্রাজার্স ২১৮৩, ভারত ওয়াগ ৩., বি. আই. টুল্‌স কর্পোরেশন ৮৬৩, মাইকা মার্ট ১৫৬৩, ইন্ডিয়ান টোবাকো ২১., মোটর ৪৩, ওয়াল ফোর্ড ১৬৸৩।

লিমিটেড প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লি ৪, ক্রমেন্ট্রন এভিনিউ, কলিকাতা হইতে ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক ভারত লিঃ এর পক্ষে এস ভট্টাচার্য্য বিভিন্ন, ৫৩নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রণালয়ঃ— ইন্দ্রনারায়ণ প্রিন্টার্স।

With best Compliments of the Edi

REGD. No. C. 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৩রা জৈষ্ঠ, ১৩৪৭; ১৭ই মে ১৯৪০ [মূল্য ৷৹

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৪৫
মাছ, পান ও কাঁচা সব্জি	
প্রাসঙ্গিক	৪৭
ট্রেন দুর্ঘটনা	
রবীন্দ্র জয়োৎসব	
বারো হাজার সূতীর	
উদ্বাস্তু উদ্বেগ	৪৮
প্রাসঙ্গিক	
পরিত্যক্ত জমি চাষ	
নূতন ভাইস্ চ্যান্সেলার	
খেয়াল বাজার	
চা ও পাটের বরে উন্নতি অব্যাহত	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
বাহির হইতে চিনি আমদানির সম্ভাবনা	
সংবাদ সংকলন	৫২

মাছ, পান ও কাঁচা সব্জি

উত্তর বঙ্গের মধ্যে যে অবশুতা রহিয়াছে তাহাকে নানা ভাবে ভাঙিতে চেষ্টা করিলেও তাহা ভাঙা যায় না। উত্তরের উত্তরের সঙ্গে মিলিবার ও মিলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছেই। তাহাকে অস্বীকার করা যায় না। রাজনৈতিক কারণে যাহারা এইটা অস্বীকার করেন, তাঁহারা বাস্তবকে স্বীকার করিতে চাহেন না বলিয়াই আমরা মনে করি। বহুকাল পূর্ব হইতে সামাজিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক একত্রিত করিয়া যে দেশটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই নাম বঙ্গ। 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ'—এ সঙ্গীত কেবল হিন্দুর বা মুসলমানের সঙ্গীত নয়, উহা বঙ্গবাসীর। এই বাংলার জলবায়ু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে লালন করিয়াছে ও পালন করিয়াছে। এইভাবে বাঙ্গালী গড়িয়া উঠে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও বাংলার পল্লীতে পল্লীতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন ভেদ দেখা যায় নাই। দুর্গাপূজার মধ্যে মুসলমান উৎসবে মাতিয়াছে, ঈদের উৎসবে হিন্দুরা যোগ দিয়াছে। কিন্তু আধুনিক কালের এই সমস্ত রাজনীতি ও আত্মস্বার্থের যুগে আসিয়া সব কেবল ভাঙিয়া খানখান হইয়া গেল।

খানখান হইয়াছে বটে, কিন্তু মিলিবার যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তাহা একদিন এই দুই টুকরা বাংলাকে একত্রিত করিবে—ইহাই আমাদের ধারণা।

বাংলার বিভিন্ন পণ্য অঞ্চলের এপাশে বা ওপাশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ সমস্ত বাংলার যে যে পণ্য উৎপাদিত হয়, তাহার

দ্বারা বাংলার দাবতীয় প্রয়োজন মিটিবার কথা। কিন্তু কোনো খেয়ালী আসিয়া উহার মাঝখান দিয়া পুনিজত লাইন টানিয়া দিয়া উহাকে দু' টুকরা করিয়া দিলে ইহার চলিবে কেন?

পশ্চিম বাংলায় লোহা, কয়লা জাতীয় খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং যন্ত্রশিল্প দ্বারা উৎপাদিত পণ্যাদি পাওয়া যায়, পূর্ব বাংলায় পাওয়া যায় উঁচা সজি, মাছ, পাম, পাট। এই লইয়া সমস্ত বঙ্গবাসী তাহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার অতিরিক্ত কিছুর চাহিদা বঙ্গবাসীর বড় একটা ছিল না। কিন্তু বিভক্ত দুই বাংলার মধ্যে যখন কারবার বন্ধ হইয়া গেল, তখন উভয় বাংলাই দুরবস্থায় পড়িল।

মৎস্যাহারী বঙ্গবাসীর মুখে না থাক, মাছঘরে থলিয়া তাহার নাম-ডাক আছে। মাছ না হইলে বাঙ্গালীর চলে না। কিন্তু বাংলার যেসব নদীতে ও পুষ্করিণীতে মাছ উৎপন্ন হয় তাহা পাড়িয়া রহিল পূর্ব বঙ্গে; পাটের বস্তা রহিয়া গেল সীমান্তের ওপারে; পাট লইয়া পশ্চিমবঙ্গের পাটকল বিব্রত হইয়া পড়িল। আর ওদিকে কয়লার অভাবে শহরে গৃহস্থদের চুলা ধরে না, কয়লার অভাবে রেল ইঞ্জিনের অচল হইয়া পড়ে। আমরা এই অসুবিধা আর কতদিন লইয়া ঘর করার লাভ কি, আমরা জানিনা। যাহাদের হাই পলিসির দ্বারা লাখখানেক লোক একেবারে উচ্ছন্ন হইতেছে, সেইসব শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের এবার আমরা রাজনৈতিক খেলা বন্ধ করিতে অনুরোধ করি। মানুষের জীবন লইয়া এভাবে জুয়া খেলা যেন আচরে বড় হয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির যেসব কেরামতি ঘটাইতেছেন, রাজনৈতিক মতামত লাভের আশায় যেসব জনসাধারণের অসুবিধার কারণ হইতেছেন। পৃথিবী একেই যথেষ্ট দুরন্ত স্থান, তাহার উপর বাহির হইতে আরও উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া মানুষের জীবন আরও দুর্বিষহ না করিয়া তোলাই শ্রেয়।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গ সরকার কাঁচা সজি যাহা পান জাতীয় দৈনিক ব্যবহার্য দ্রব্যাদি বন্ধ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে যাইয়া এইসব পণ্যের কারবার করিয়াই জীবন কাটাইত, তাহারা একদিন কতটা অসুবিধায় ও অনটনে দিন কাটাইয়াছে সে হিসাব না করিলেও। পশ্চিমবঙ্গ হইতেও যখন কয়লা কাপড় ইত্যাদি যাওয়া বন্ধ হয়, তখন এই সত্যযুগেও পূর্বপাকিস্তানের জনসমূহকে যন্ত্রাভাবে যন্ত্রহীন ও কয়লার অভাবে জানবাহন হীন হইয়া কাল কাটাইতে হয়। পূর্ববাংলা হইতে মাছ পান ও কাঁচাসজি আসিতে শুরু করুক, এবং পশ্চিম বাংলা হইতে যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যাদি সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি পূর্ব বাংলায় যাক, ইহাই আমরা প্রত্যাশা করি। ইহাতে পণ্যদ্রব্যাদির জীবন যাপনের সমস্যার জটিলতা যেরূপ হ্রাস পাইবে, সেইরূপ ভাবেই এইসব পণ্যের উৎপাদকেরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে।

সহজ ও স্বাভাবিকভাবে পণ্যাদি আমদানী রপ্তানী শুরু করিলেই উভয় দেশের মধ্যে তিক্ততা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। বেষারেষির মনোভাব তিক্ততা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এখন আমাদের সকলের কর্তব্য, যাহাতে দুই বাংলার মধ্যে পণ্য চলাচল অবাধে হইতে পারে তদ্রূপ ব্যবস্থা করা।

কিন্তু উভয় দেশের মধ্যে দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানীর পথে এখনো একটি বড় বাধা বর্তমান আছে। সে বাধা দূর করিবার জন্য এবার পাকিস্তানকেই উদ্যোগী হইতে হইবে। মুদ্রামূল্য হ্রাস না করিয়া পাকিস্তান তাহার মুদ্রার দাম একটা অস্বাভাবিক হারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ইহার ফলে মাল চলাচলে অনেক বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। পাকিস্তান এবার জেদ ছাড়ি মিলাইয়া আনিবার জন্য নাকি চেষ্টিত হইয়াছে, ভারতের সহিত তাহার সকলপ্রকার বিরোধিতার অবসান নাকি এখন পাকিস্তানের কাম্য। লিয়াকত আলী খাঁ দিল্লী আলোচনার সময় পরিষ্কার ভাবে নাকি বলিয়াছেন যে, তাহার শ্রীবৃদ্ধনায় তিনি ভারতের সহিত বিবাদ মিটাইবার জন্য আগ্রহী। তাঁহার মুখের কথা যেন মেকাত মুখের কথাতেই শেষ না হয়, আমরা এই কামনা করিতেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা ইহাও বলিব যে, লিয়াকত যদি বিরোধ মিটাইবার জন্য সত্য সত্যই আগ্রহী হইয়া থাকেন তাহা হইলে পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্য ন্যায্য হারে বাঁধিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইতে হইবে। ভারত ও পাকিস্তানের মুদ্রার হার যদি সমান হয় তাহা হইলে উভয় দেশের, তথা উভয় বাংলার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। নিউ ইয়র্কে এক বক্তৃতাদান কালে লিয়াকত আলী খাঁ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মুদ্রামূল্য বাঁধিবার সময় ভারতের সহিত প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য লইয়া এরূপ করেন নাই, তাঁহারা কেবল অর্থনৈতিক দিকের বিচার করিয়াই এরূপ করিয়াছেন। আমরা ইহা না হয় মানিয়া নিলাম। কিন্তু পাকিস্তান এখন যখন দেখিতেছে যে, তাহার অর্থনীতির ক্ষেত্র ইহার দ্বারা বিস্তৃত হইল না পরন্তু আরো সংকীর্ণ হইয়া গেল এবং তাহার দেশের অধিবাসীদের যখন দুঃখ ও দুর্দশায় পড়িতে হইল, তখন তাহার পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়ত কাল কথাই শ্রেয় হইবে। কেবল নিজেদের কথা চিন্তা না করিয়া দেশের সাধারণ লোকদের কথাও একবার ভাবিতে হইবে।

মাছ, পান ও কাঁচা সজি লইয়া পাকিস্তান ভারতের সহিত আবার কারবার শুরু করিল। আমরা আশা করি, ইহার পর হইতে এই পণ্য আরও ব্যাপক ভাবে প্রেরিত হইবে এবং ইহার বিনিময়ে পাকিস্তান ভারত হইতে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইতে থাকিবে। পাট পাট লইয়া পাকিস্তান যদি যাদব বুদ্ধি অর্জন করিয়া থাকে তাহা হইলে ভারতের ন্যায় বৃহৎ রাষ্ট্রের সহিত বিরোধিতার আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিয়াই চলিবে বলিয়া আমরা প্রত্যাশা করি।

—:o:—

প্রাসঙ্গিক

ট্রেন দুর্ঘটনা

১৯৫৭ সাল হইতে এ পর্যন্ত প্রায় সতেরটি ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটিল। ইহাতে জীবন-হানি, সম্পত্তি নাশ ও অর্থনাশ যথেষ্টের চেয়েও অধিক পরিমাণে। আমরা এখানে ট্রেন দুর্ঘটনায় যে সংখ্যা উল্লেখ করিলাম, তাহার মধ্যে অল্পসংখ্যক ছোটখাট দুর্ঘটনার গণনা করা হইল না। যে সব দুর্ঘটনায় রেলীয়দের সর্বনাশ ঘটিয়াছে, এখানে তাহারই উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। এই দুর্ঘটনায় আমরা নানা অনুধাবী তাৎপর্য পাইয়াছি। আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মানুষের জীবন লইয়া এতদূরে ছিনিমিনি খেলার তাৎপর্য আমরা বুঝি না। আমেরিকা ও ভারতবাসীর সর্বনাশ সাধন করিয়া পাকিস্তান তাহাদের কৃপাদৃষ্টি নিজেদের প্রতি বিস্তারের পথ দেখিতেছে, তাহাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না। রেল কর্তৃপক্ষের এ বিষয় অবশ্যই সতর্ক আছে। তাঁহাদের সতর্কতার সঙ্গে যে দুষ্টের ছলের অন্তরেও নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রতিদিন নানাস্থানে মানুষের হত্যা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহারা যে, একথা প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে। দুর্ঘটনা-কবলিত আতঙ্কে এমন সময়ে কেহ ট্রেনে চাপিতে সহজে পারিবে না। রেল মন্ত্রিও শ্রীযুক্ত আজোর যে কারণে বলিয়াছেন, মিশ্র-শ্রেণী যাহাতে সমাজে পরি না যায় তাহারই জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। কাজ তো সহজ কাজ নয়। তাহাতে রেল কর্তৃপক্ষের মত চড়াইয়া আছে। সর্বত্র এই পদ্ধতিতে কিন্তু সেই দানবীয় দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব নয়। দুর্ঘটনা কেন ঘটিতেছে, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। যেমন ঘোরালো লক্ষ্য হইলে চুরি করিলে যে ধরা পড়িবেই এ কিছু নিশ্চয়তা। এইভাবে গাড়ীসুদ্ধ গাড়ী উল্টাইয়া দিবার পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করেন, তাহাদিগকে একেবারে চাপিয়া ধরা আবশ্যক। যাহাতে কঠোরতম শাস্তি না দিলে তাহাদের শিক্ষা

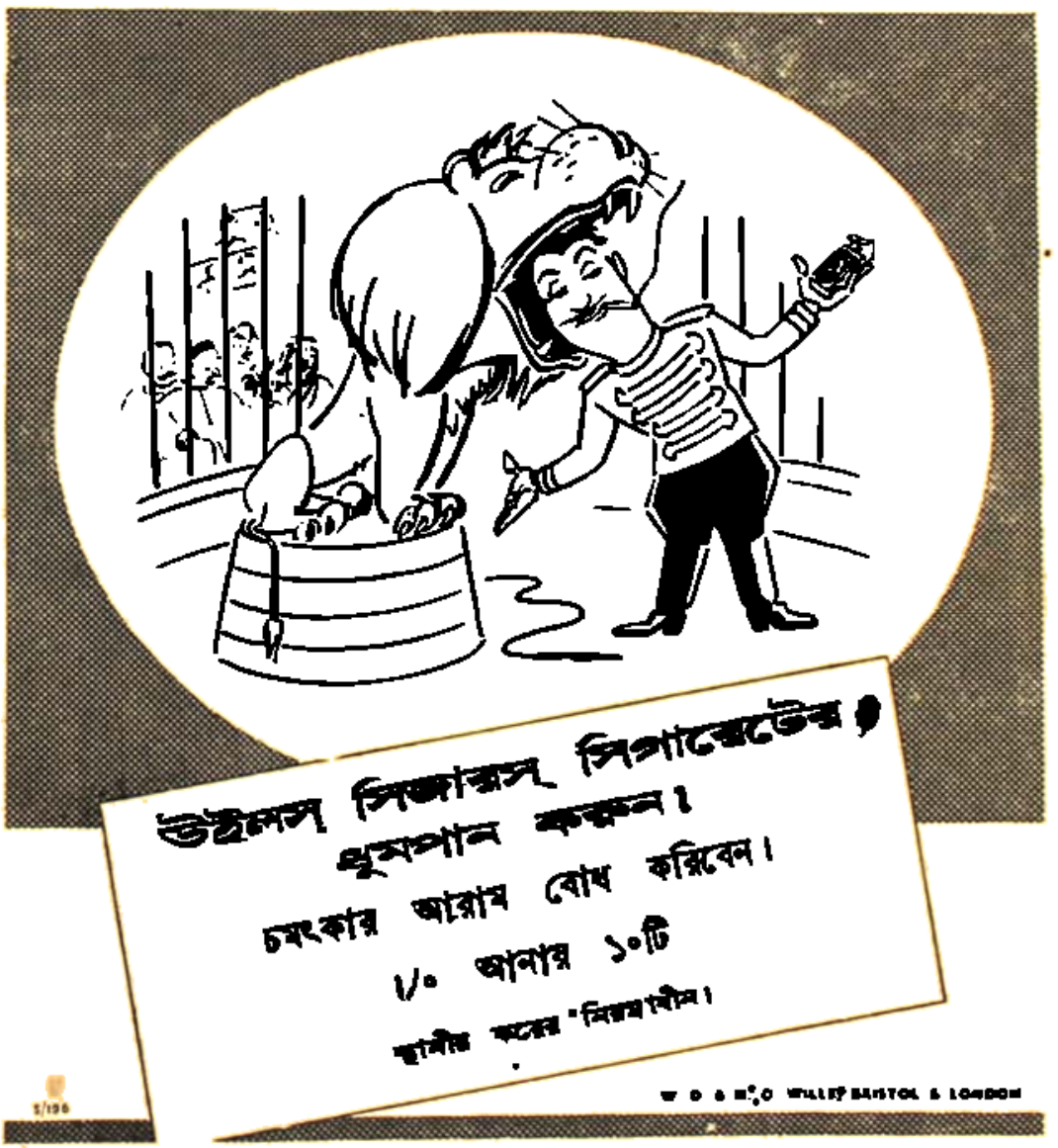

...না। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করিবেন এবং রাজ্য সরকারগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া এই নীতি কার্যকরী করিবেন। এই নীতি অনুযায়ী কোন্ কোন্ শিল্প কোন্ কোন্ অঞ্চলে স্থাপিত হইবে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। এই নীতি অনুযায়ী কোন্ শিল্প কোন্ অঞ্চলে স্থাপিত হইবে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। এই নীতি অনুযায়ী কোন্ শিল্প কোন্ অঞ্চলে স্থাপিত হইবে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে।

...

...

...

এই রূপ দেখিয়া আমরা বিস্ময় ও আনন্দে চঞ্চল হইয়া থাকি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্য্যকলাপে আমরা ঠিক তেমনি হতাশ হইতেছি। বজেটের সঙ্গেসঙ্গে পাশাপাশি সংবাদ ছাপা হইয়াছে। উহাতে যেন খুব সুখ নিশ্বাস বহা হইতেছে এবং উহাতেই আমরা হইতে উৎসাহ লাভ করিতেছি। যে আইনী ভাবে জমি বা বাড়ী সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন দিতে পারি না। যে সব উহার পরিচালক ও খুব সুখ পাইয়া তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, তাহা যে, ব্যবহারের জন্য উহাদেরই অধিকার ভুক্ত রাখিতে হইবে, এমন দাবী আমরা করি না। কিন্তু উহাদের একটা নীতি ও নিয়ম পালন করিতে বলিতে পারি। কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় ও উপনগরীর বিভিন্ন স্থানে অনেক উহার অবস্থায় তাবে জমি ও বাড়ী লইয়া বসিয়াছেন, ইহা আমরা জানি। আরও অনেক পাওয়া যাইতেছে যে, পুলিশ আসিয়া জোর জবরদস্তি করিয়া তাহাদের ঘর ছাড়া করিতেছে। কেন উহাদের আবার বিনার সম্পত্তি সরকারেরই নাই, তখন তাহার এরূপ জোর খাটানি কেন? তাহাদের যদি তুলিয়া দেওয়াই সরকারের ইচ্ছা তখন ঢালি বাজে তুলিয়া দিলে এমন কিছু অসুবিধা হইত না। মুসলিম ইত্যাদি বিভাগের যে স্থান সরকারের হাতে রহিয়াছে। তাহারা তাহা ফেলে করিয়া উহাদের কাজে হাত দিলে আপত্তি হইত। মানুষের মন নানা কারণে বিগড়াইয়া যায়; এমন যেন বিগড়ে মনে অকারণে এই ঢিল ছুড়িয়া দেওয়া। বিধানসভার আশে পাশে উহাদের বাড়ি ঘর আছে অনেক কর্মিয়া লোকের ইত্যাদি পাড়িয়া বসিয়াছিল, তাহাদের বাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। বালীগঞ্জ গ্রামে পুলিশের জোরে সহস্র বাড়ি প্রায় দুইশত মুসলমান অধিবাসী গভির হইয়া উহার নিজের আবাসন করে। সেখানে নিরাশ্রয় দুটি ভাঙ্গাচুরী করার চেষ্টা চলিতেছে, এই কারণে আমরা এ বিষয় আর অধিক কর্মিতে চাহি না।

পরিত্যক্ত জমিতে চাষ

এইরূপ জমিতে পাঁচ বিঘায় যে, সুন্দরবন সীমান্তের কাছাকাছি অঞ্চলে এক একর জমিতে চাষ আবাদ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাহাদুর ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাছিয় পদ্ধতিতে চাষ করিবার জন্য ইতিমধ্যে ৭০টি ট্রাক্টর আনিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং চাষ আবাদের জন্য উক্ত স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। বীজ ধানের সংগ্রহ করা হইতেছে এবং আরও বীজ ধান প্রয়োজন হওয়ায় ইহার সরকার বিদেশ হইতে আমদানি করিতেছেন। আরও পাঁচ শত টন বীজ ধান সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া ঠিক হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সচিব খাদ্য দপ্তরের বেতার মারফৎ খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে ভাষণ দেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সনে পশ্চিমবঙ্গ হইতে যে পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করা হইয়াছে, এ বৎসর জানুয়ারী-এপ্রিল মাসে তাহা হইতে অনেক বেশী পরিমাণ সংগ্রহ করা গিয়াছে। তাহা ছাড়া আউস ধান চাষের অনেক পরিমাণ জমি পড়িয়া রহিয়াছে, সেখানে চাষাবাদ হইতেছে না। এই সব জমিতে চাষ করিয়া মুসলমান চাষী, তাহারা সাম্প্রতিক গোলযোগের সময় স্থান ত্যাগ করায় এই সব জমি পড়িয়া রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রায় ৪ লক্ষ টন আউস ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই আউস ধানের জমিতে যাহাতে চাষ আবাদ করা হয় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করা সরকারী আবশ্যক। পূর্ববঙ্গের এই জমিতে উহার চাষীদের বিনামূল্যে বন্টন করিয়া দিবার কথা বলিয়াছেন। বর্ধমানের এখানে এই জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। যাহাই হোক এ বৎসর আউস ধান উৎপাদনে যাহাতে হইয়াছে। কেন না, আউস ধানের উৎপাদনে আমদানী না করা যাহাতে এবার দিতে না হয়, তার উপর আউস ধান যে জমিতে চাষ হয়, তাহার অনেকটা জমিতে পাট চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। এবারে যেমন সব দিকে উন্নতি করিতে বাজারে বিশেষ আয়ের, ধান, পাট, তুলা সবই যদি একযোগে চাষ করিয়া আর্থিকের হইবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে সবই যাহাতে হওয়া স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রেও কেন অনেকটা তাহাই ঘটিতেছে। সমস্যা যেখানে যাহার, সেখানে সেখানে ব্যবস্থা পূর্ণ করাই বাঞ্ছনীয়। এ বিষয় আমরা গত সংখ্যায় 'আর্থিক ভারতের' পক্ষান্তরে বাজারে মন্তব্য করিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের এই পশ্চিমবঙ্গ জমিতে উহার চাষীদের দিয়া চাষাবাদ করিবার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে আশঙ্কিত হইবার কথা। পশ্চিমবঙ্গ চাষের অধিক পরিমাণ লোক সংখ্যার অনুপাতে খুব কম। এখানে যে পরিমাণ উৎপন্ন হয়, তাহাই এখানকার অধিবাসীর পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তাহার উপর সেই আবাদের জমিতে পাট উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ইহাতে যাহা পড়া খুব স্বাভাবিক। তাহার ফলে যাহা দাঁড়াইবে—অর্থাৎ তাহাদের অভাবের বিভিন্ন দ্রব্যাদি আমদানির হইতে হইবে। কিন্তু সরকারী পরিচালনায় যাহা কখন বাজার সকল এই কাজ এযাবৎ হইতে পারে নাই। পাট পাটের উৎপাদনের জন্য যে ভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে, এই ব্যবস্থা যদি এখন হইতে অর্থাৎ ১৯৫১ সাল হইতে এরূপ করা হইত তাহা হইলে এবারের মত বাজারে পাটের দাম নিয়া আশঙ্কার সৃষ্টি হইতে পারিত। বাজারের যখন এতদূর পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে তখন ইহা ফিরিয়া আসিবার নয়। অধিকের উৎপাদনে জমির উহাদের বিরোধের পরিচালনাতে সমস্যাটির সৃষ্টি হইবে। এই ভাবে যদি বেশী লোককে দিয়া চাষ করান, সম্ভব হয় তাহা হইলে তাহারা উহাদের পূর্বপুরুষের ব্যবহার যেমন হইবে তেমনি তাহাদের দ্বারা উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ লাভবান হইবে। পূর্বাঞ্চল চাষীদের ব্যবহার করিলে অধিকার চাষাবাদে জমি দেখিয়া রাখা দিবে না। নূতন চাষী যাহারা ঘর সংসার স্থান করিয়া এদিকে চলিয়া আসিয়াছে, তাহারা চাষ আবাদ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত। তাহাদের যাহাতে উপযুক্ত ভাবে বাহাই করিয়া করিয়া দেওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করাই এখন বিশেষ প্রয়োজন।

মৃত্যুতে ভাইস্-চ্যান্সেলার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস ভারত সরকারের ইন্টেলিজেন্স বিভাগে যুক্ত হওয়ায় উপলক্ষে কলিকাতা হাইকোর্টের জিরাপতি শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত

(শেষাংশ ৫২ পৃষ্ঠায়)

ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স এণ্ড কোং লিঃ

৪, ক্লেভারলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন। ব্যাঙ্ক ২৫৩১—২৫৩৪। •

টেলিগ্রাম। বাণী।

ষ্টীমার এজেন্টস্

বি সিঙ্কি লাইন লিঃ

এলায়েন্স এণ্ড ওরিয়েন্টাল এস এস কোং লিঃ

বুল লাইন লিঃ

ইম্পোর্টারস্ এণ্ড ইন্ডিয়েন্টস্

ভারত সরকার সরবরাহ বিভাগ

রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট

অফিস নির্মাণকার্য, বিদ্যুদ্যানক

বি, বি, ই সোডা-বাষ্পক যন্ত্রপাতিকার

বলিয়া (হাওড়া)

ম্যানেজিং এজেন্টস্

কেপ এণ্ড কোং লিঃ

(চিনি ও রম প্রস্তুতকারক)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডিস্টিলিং, কোং লিঃ

ভারতবাসী ক্যাপিং এণ্ড বিল্ডিং কোং লিঃ

(মাইচারেন)

ইন্সিলিটেলস এণ্ড সলেক্ট এজেন্টস্

শেয়ার বাজার

চা ও পাটের দরে উন্নতি অব্যাহত

কলিকাতা শনিবার, ১৫ই মে—এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে বিশেষ কোনোরূপ খেয়াল। যেতে কারণ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের অবসানের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তাহাতে বাজারে বিশেষ আশ্বাস দেখা যায়, তাহারা মনে করে যে, এই ভাবে এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। পাটের শেয়ারের বিশেষ ভাবে এক তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়, অনেক শেয়ারের দর বৃদ্ধি পায়। বাজার মধ্যে ৭৯নের শেয়ারই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শেয়ারের দর ১৯৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া দিন শেষে দর হয় ১৩৫৲, ফলীর দরও ১৮৲ বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৯৲ টাকা হয়। ভিক্টোরিয়া জুটের বেঙ্কিত ২০০৲ টাকা হারাইয়া দিনা ১০৫৲ টাকায় ওঠে। কিন্তুদের দর হয় ১৭৮৲। হাওড়া মিলের দরও বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৯০ হইতে ৩২৯০ হয়। কলম বিভাগে বঙ্গিম শেয়ারের দর স্থির থাকে, তবে কারবারের ভার কোনও শেয়ারের অবশ্য সামান্য ছিল। এবেল ১৮৫৲ টাকা ও ৭ বংশের ১৯০ টাকায় কেনা বেচা হয়। ব্রিটানিয়াতে শেয়ারের দরে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু রাজস্থান আরম্ভের পর হইতে পাইয়া ৩১০ হয়, ব্রিটিশ কলম্বাসের ২৯৯০ আনা দরে কারবার করে। বিভিন্ন বিভাগে অন্যান্য দিনের মতো কলিকাতা পরিলক্ষিত হয়। ২৩৯০ দরে আশ্বোনা ট্রামওয়ে ও ৩১৯৲ টাকা দরে বাসার নর্থ কেনা বেচা হয়। সপ্তাহ শেষে ব্রিটিশ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের ফলে এই শেয়ারের দরও বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৯০ আনা হয়। জার্দিন হেণ্ডারসনের ১৫০৲ টাকার ওঠে। ৭ ফরেসের ১৯৯০ আনা দরে কেনা বেচা হয় বটে, কিন্তু এই শেয়ার ইহা হইতেও অধিক দরে বিক্রি বার কেনা ছিল। আসাম কোম্পানিসমূহের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে না।

ইহার পরের দিনও বাজারে উল্লিখিত লক্ষণ দেখা যায়। বিশেষ ভাবে পাট ও চায়ের শেয়ারের প্রতি বাজারে কেনা আর বিক্রেতাদের অভাব আক্রম দেখা যায়। বাজারে এইরূপ আশা হয় যে ভোলিয়াদের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইবে। এই গুজবের ফলে পাটের শেয়ারের তালিকা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। এইরূপ তালিকার ফলে শেয়ারের দর চড়িতে থাকে। বঙ্গলক্ষ্মী ও ফলী শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইয়া ২৪০৲ টাকায় কেনা বেচা হয়, কিন্তু ইহা হইতেও অধিক দরে এই দুই শেয়ার বিক্রিবার মত খরিদার বাজারে ছিল। অঙ্গলাভ ও কিনিসনের দর বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৩৮৲ ও ২১৯৲ হয়। ভৈরবী শেয়ার ১৪৫৲ টাকা পর্যন্ত দরে কিনিবার লোক কেনা যায়নি। ব্রাহ্মণ ও জিনারেল শেয়ার এই দিন অনেক পরিমাণে কেনা বেচা হয়। কলম বিভাগের শেয়ারের দর ঠিক থাকে। বেঙ্গল শেয়ারের দর ৪০০৲ টাকা পর্যন্ত উঠিয়া ৪২, বঙ্গলক্ষ্মী ১৪৬/০ আনায় ওঠে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ৩৭৲ টাকা হয়। ইন্ডিনিয়াদি বিভাগে কিছু আগ্রহ দেখা যায়। মার্শালের দর হয় ৭৮০ আনা, টেক্সস্টাইল মেশিনারী ৭৮০ আনা, হুগলীজুটী ৮৩০ হয়, ইন্ডিয়ান আয়রন শেয়ারের দরে কিছু কোন পরিবর্তন ঘটে না, দর ৩১৵০ আনায় থাকিয়া যায়। ব্রীজ কর্পোরেশন সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ২২৵০ আনা হয়। বিভিন্ন বিভাগে শেয়ারের দর অপরিবর্তিত থাকে। আয়রোন ব্রাদার্স ২৩০ ও ন ব্রাদার্স ১৬১০ দরে কেনা বেচা হয়। গ্যাজেল রোল, শেয়ারের দরে উল্লেখযোগ্য উঠতি ঘটে। এই শেয়ার ৩৪৲ দরে কেনা বেচা হয়। ব্রিটানিয়া শেপারের দর বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৮০ আনা হয়। চায়ের বাজার ও এই দিন কিছু তেজী ছিল।

ইহার পরবর্তী দিনের বাজার খুব কর্মচঞ্চল ছিল। এই দিন পাটের শেয়ারের প্রতি আরও বেশী আগ্রহ দেখা যায়। বাজার মধ্যে ইহার দর আরও বৃদ্ধি পায়, কলম বিভাগের শেয়ারের দরে কিছু কোন পরিবর্তন ঘটে না। বঙ্গলক্ষ্মী ১৪৬/০ ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ৩৭৲০ দরে কেনা বেচা হয়। পাকিস্তানের সহিত পাট সম্পর্কে একটা রফা হইবে বলিয়া গুজবের ফলে পাটের শেয়ারের দর আরও চড়িতে থাকে। বঙ্গলক্ষ্মী ও ফলী বঙ্গলক্ষ্মে ২৪১৲ ও ২৪৫৲ টাকা দরে কেনা বেচা হয়। চাপদানীর দর বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৲ টাকায় হয়। বেঙ্গল ১৩৮৲ দরে অনেক কেনা পাট, কিনিসন ২৪০৲ টাকা দরে, কালাগড়ী ২৮৩৲ টাকা দরে ও অঙ্গলাভ ১৪৮৲ টাকা দরে কেনা বেচা হয়। ইন্ডিনিয়াদি বিভাগে এই দিন আকর্ষণ একটু বেশী দেখা যায়। বার এণ্ড কোং ২০২৲ টাকা দরে ওঠে, হুগলীজুটী ৮৮০ আনায় ও মার্শাল ৯৯০ আনায় ওঠে। বিভিন্ন বিভাগের শেয়ার একটু বেশী কেনা বেচা হয়। চা বিভাগের এই দিন বিশেষ কর্মচঞ্চলতা ছিল। বাদারীর দর ১৮১০ হইতে ২১০ আনায় উঠিয়া যায়।

সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় বাজার বেশ কর্মচঞ্চল ছিল। এই দিন বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারের তালিকা দেখা যায় এবং চা ও পাটের শেয়ারের প্রতি পূর্বদিনের আগ্রহ মূলত অক্ষুণ্ণ পরিলক্ষিত হয়। কলম শেয়ারের দর এদিন অপরিবর্তিত থাকে। পাটের শেয়ার ক্রয়ের জন্য খরিদার পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ব্রিটানিয়াতে শেয়ারের দর স্থির থাকে। বিনি বিভাগে কাপ কোম্পানীর শেয়ারের দর এই দিন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়।

সপ্তাহের শেষ দিন অর্থাৎ ৭ই মে কলিকাতা বাজারে অতিরিক্ত ভাবে ভাব কারবার করে। কলম বিভাগে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। পাটের দর এ দিনও কিছু তেজী ছিল। ব্রিটানিয়াতি বিভাগে মার্শালের দর এই দিন বৃদ্ধি পাইয়া ৭৮০ হয়।

বাজারের ছালচাল

[বাজার বিকালীন দর]

সরকারী কাগজপত্র

৩½ সুদের (১৯৪৮) ৯৭/০, ৩½ সুদের (১৯৪১-৪৪) ১০১৲, ৩½ সুদের (১৯৪৩-৪৫) ১০০৲, ৩½ সুদের (১৯৪০-৭৪) ১০০৲, ৩½ সুদের (১৯৪৭) ১০১৲, ৩½ সুদের (১৯৪৩-৬৩) ১০১৵০, ৩½ সুদের (১৯৪০-৪৫) ১০১৵০।

ব্যাঙ্ক

বেঙ্গল সেন্ট্রাল ৭৮০, হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ২০১০, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৬৬০, ওয়েলী ৯৮০।

কাপড়ের কল

এলিন মিল্‌স্ ১৩৮/০, ফেণোয়ার ১৮৯/০, নিউ ভিক্টোরিয়া ২১০, বাদরী ৭৮০, হুগলী মিল্‌স্ ৮০৬।

কয়লা খনি

বেঙ্গল ৪১৩৲, ভূমন বাহুড়ি ১৪১০, বরাকর ১৩৬/৬ সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৫৲, ঝেরো মেইন ২৭/০, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৩১৲, কারান কলিন্স ৩২৵০, কালাপাহাড়ী ৩৭০, নিউ ঝীরুন ১৪৬/০, সেক জালী ২৪১০, ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল ৪১৮/০, স্টার্লিং ২২৷৷/০।

পাট

অঙ্গলাভ ১৪২৲, আগরপাড়া ১৫৮/০, অঙ্গবরদ ২৪১৲, আলবেরস ১৮৭৲, আমোনা ইণ্ডিয়া ৪০৭৲, বঙ্গলক্ষ্মী ১৯০৲, বালী ২৪১৲, বেলেঘাটিয়া ২৭১৲, চাপদানী ১৫৯৲, কাকেনোনিয়া ২০০৲, দেবিজী ২৫৬৲, ক্রাইভ ১৩৪০, জেকী ২৫৬৲, এলগিন ২৫৪/০, কোট ক্লটার ৩৪৫৲, গ্যাজেল ২৮৫৲, ফলী ৪৯৲, হাওড়া ৩৮৬/০, ইণ্ডিয়া ১৭৯৲, ভিক্টোরিয়া ১৮৯৲, কিনিসন ২২০৲, ন্যাশনালটস ১৭৭৲, নেবো ১৪৭৷৷০, নর্থ ১৫৲, টেক্সটী ১৩৪৲, ওরিয়েন্ট ২৯৲, প্রেসিডেন্সী ৭৮/০, জিনারেল ৫৩৲।

খনি

বন্ধা কর্পোরেশন ৩/০, ইন্ডিয়ান কপার ৭৮/০, টাকার জিল ৪/০, ওলপুরা কোম্পানিজেট ১৮১০।

(শেষাংশ ৪২ পৃষ্ঠায়)

পণ্যদ্রব্যের বাজার

বাহির হইতে চিনি আমদানির সম্ভাবনা

বিশ্বস্তসূত্রে খোলাইয়ে জানা গিয়াছে যে, কাঁচা বাজারের অবস্থা বিবেচনা করিয়া খাদ্য কর্তৃপক্ষ একটি আইন প্রণয়নের কথা চিন্তা করিতেছেন এবং এই বিষয় বোম্বাই কর্তৃপক্ষের বিবেচনা করিবার জন্য কাঁচা বাজারের বিক্রয়-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করিবেন। এখন এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, এইরূপ আইনের দ্বারা বিভিন্ন জেলার জন্য আমদানীর নির্দিষ্ট ও বিভিন্ন অংশের প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় প্রেরিত হইবে এবং এ বিষয়ে উৎপাদনের সম্ভাব্য তথ্যাদি ও হিসাবও দিতে বলা হইবে। মূলতঃ পাম্পসমূহ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের উপর যথেষ্ট কড়াকড়ি থাকায় সেই অবস্থা যাহাতে প্রয়োগ করা যায় তাহার ব্যবস্থা নাকি করা হইবে। কাঁচা বাজারের এইরূপ ভাব আমদানি জেলার সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছে।

ভারত-পাক বাণিজ্য চুক্তি

ভারত পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি আংশিক হইবার পর হইতেই কোন কোন পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কোন কোন পণ্য বাজার হইতে একেবারে উধাও হইয়া গিয়াছে। আমেদাবাদ ও কলিকাতার তাপসূত্র যার বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানেই ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে তাপসূত্র আমদানি হইয়াছে। আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে একটা সমতা বিধান করা খুব কঠিন কাজ নহে। যেমন, বিভিন্ন পণ্যের বাজার আছে এবং চাহিদা আছে। এ বিষয় সমস্ত রপ্তানি প্রতিষ্ঠান যদি সহযোগিতা করেন, তাহা হইলে এইরূপ সমতা বিধান করা সহজ সাধ্য হয়। আশা করা যাইতে পারে যে, পাকিস্তান যে পরিমাণ পণ্য আমদানি করিবে তাহার সমান পরিমাণ যে ভারত রপ্তানি করিবে এবং এই দ্বিমুখী আদানপ্রদানের মধ্যদিয়ে পাকিস্তান হইতে আরও পণ্য আমদানি করা হইলে এবং অস্বাভাবিক হারে ভারতীয় পণ্য পাকিস্তানে প্রেরণ নিয়ন্ত্রিত হইবে।

চিনি

চিনি রপ্তানির অবস্থা কি দিন যোগাড়না হইয়া উঠিয়াছে। গত ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত সপ্তাহে চিনি উৎপাদিত হইবার যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ আনুমানিক হইয়াছে, গড়ে মাসে লক্ষ টন, এ সময়ের যে পরিমাণ চিনি উৎপাদিত হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে তাহা হইতেছে বিভিন্নরূপ, ১০ লক্ষ টন, কিন্তু এ সময়ে চিনির যেটা চাহিদার যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে ১৩ লক্ষ টন। আসামী চিনি সম্বন্ধে যদি অবস্থার বিশেষ উন্নতি না ঘটে তাহা হইলে কিন্তু পরিমাণ চিনি আমদানি করা হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন। গত মাস, অর্থাৎ ১৯শে লক্ষ টন চিনি বন্দরে আসা সত্ত্বেও তাহার মধ্যে ৪ লক্ষ টন চিনি বিক্রয় হয় নাই। অধিকন্তু চলতিমাসে সাগর হইতে আকস্মিক ভাবে কম সরবরাহ এবং রপ্তানির সম্ভাবনার দরুণ অতিরিক্ত মাত্রায় চিনির উৎপাদন হিসাব আসে হ্রাস পায়। এই সব কারণে অনেকে এইরূপ মনে করেন যে, আসামী ফসলের মরসুমে যেন চাহিদা মিটাইবার মতন উৎপাদিত হইবে।

বোম্বাইয়ে বন্দরে চিনির পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়। কেন্দ্রীয় সরকার যে, জুন ও জুলাই মাসের জন্য উহার প্রয়োজনে আরও সাড়ে চৌত্রিশ হাজার টন চিনি সরবরাহ করিবার স্থির করার ফলে উহার প্রয়োজন চিনির অবস্থা এখন অনেকটা ভাল। কেন্দ্রীয় সরকারের বিক্রয় হইতে প্রাপ্য এই সাড়ে চৌত্রিশ হাজার টনের পরিবর্তে বিক্রয়ের চিনি একত্রিত করিয়া উহার প্রয়োজন মিটাইবার জোর সরবরাহ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। তাহাতে স্থির হয়, এ সময়ের ৩০শে এপ্রিল যে পরিমাণ চিনি বন্দরে মজুত ছিল তাহার হিসাব পাওয়া যায় তাহা হইতেছে ৩৮১১ টন। তাহাতে আনুমানিক বিভিন্ন বাজারে প্রায় ১০,৫৫৫ টন চিনি বন্দরে আসে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। তাহা হইতে বোঝা যায় যে, তাহাতে বন্দর ও বাজার মিলাইয়া তাহাতে মোট চিনির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫ হাজার টন।

অতিরিক্ত চিনি ও আবশ্যকীয় দর বিভিন্ন বাজারে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিকাতা তাহা আবশ্যকীয় চাহিদা খুব বেশী। উহার প্রয়োজন পরিমাণের বিভিন্ন চিনির বাজারে মজুত চিনির পরিমাণ পর্যাপ্ত বলা যায়। কিন্তু ইহাদের মজুতদারেরা আরও বন্দরে না পাঠাইয়া চিনির যে চালাচালি পড়িবে এ বিষয় তাহারা নিশ্চয়ই। বাজারে খোলা বাজারে চিনির দর বস্তা প্রতি ৩০৲ টাকার উপরে-নীচে। এখানে আবশ্যকীয় দর ৪৫৲ হইতে ৪৬৲ টাকার মধ্যে। বিহারে আবশ্যকীয় দর ৪৫৲ হইতে ৪৭৲ টাকার মধ্যে, এই দাম বলা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে রাশিয়া হইতে বিগত ১৯৪৯।৫০ সালে পৃথিবীর মোট চিনির উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। গত বছর সারা পৃথিবীতে ধরণী চিনি উৎপাদিত হয় এ বছর তাহার চেয়ে প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন কম উৎপাদিত হইয়াছে। ইউরোপীয়ান মেজরুমের দাম ও ইহা প্রতিফলন এ বছর ৩ কোটি ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি এ বছর সারা পৃথিবীতে উৎপাদিত হইবে বলিয়া এক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। গত বছর সারা পৃথিবীতে ৩ কোটি ১৩ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল। রোমিয়ো হালিয়ার গত বছর ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়, এ বছর তাহা উৎপাদনের পরিমাণ আরও ৫ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পাইবে। এদিকে বিশ্বের উৎপন্ন নিকর কমিয়া সম্ভাবিত বাড়িয়া যায় ও ইহা বলার অবকাশ করিয়াছেন যে এ বছর রপ্তানিযোগ্য চিনির পরিমাণ হ্রাস পাইবে।

গুড়

বাজুর গুড়ের বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। ইহার কারণ গুড় আমদানি আরম্ভ হওয়ায় ও মজুত চিনির পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছে। গুড়ের দর বর্তমানে ২৭৸৹ মণদরে বাজারে এলাকাভেদে গুড়ের দর কিছু বৃদ্ধি পায়।

চা

১৯৫০ সালে মুক্তরাজ্যে রপ্তানী চায়ের ৫০ ভাগ পরিমাণ যে সময়ে মুক্তরাজ্যের বাজারে পৌঁছাইবে সেই সময়ে ভারত সরকার এক রপ্তানি শুল্ক ধার্য করিয়াছেন। এখানে ঠিক হইয়াছে যে, ইহার অতিরিক্ত পরিমাণ ১০ আনা বেশী দরে চালান যাইবে, তাহা হইলে তাহার উপরে শুল্ক ধার্য করা হইবে। এর পরিবর্তে এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, পড় মূল্য পাউণ্ড প্রতি যে দর ধার্য হয় এ মূল্য পাউণ্ড প্রতি তাহা হইতে ৩ পেন্স কমিয়া যেন ধার্য করা হয়।

গত সপ্তাহে কলিকাতায় নিলাম বাজারে ১২,৫০০ পেটি চা বিক্রয়ের জন্য আসিয়াছিল।

খাদ্যশস্য

গত ১৫ই বাজারে বিভিন্ন পণ্যের দাম সমানই ধরা যায় বলিয়াছে। অধিকন্তু চালের কাজ প্রায় বন্ধই হইয়াছে। কিন্তু গত হইতে বাজারে চালের আমদানি এখনো শুরু হয় নাই।

(পরবর্তী ৫২ পৃষ্ঠায়)

সংবাদ সংকলন

বেঙ্গী সংঘে খারাপ সাল

এই প্রসঙ্গে যাদ বিভাগ ও সব ভক্ত—যে এরা বহুদিন ঈর্ষান্বিত হইবে। আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সংবাদে জানা গিয়াছিল যে পাট সম্পর্কে বিশেষ এইবারের ঈদের সময়ই ভারতীয় টাকার অঙ্কে মূল্য ঠিক করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। ইহা যদি পাট ব্যবসায়ীদের প্রচেষ্টা অবশ্যই চাপা পড়ে না। যথা,—পাকিস্তানে চিনি ও আলুর বেশী মজুত রহিয়াছে বলিয়া সে সম্পর্কে মূল্য কমাইবার ব্যবস্থা হইলে পাকিস্তানী টাকার মূল্য ভারতীয় টাকার মূল্য অপেক্ষা ১৪১ হিসাবে ধরিয়া দেওয়ার কথা হয়। অর্থাৎ ১০০ ভারতীয় টাকার মূল্য ১৪১ পাকিস্তানী টাকার কম হইবে না—তবেই পাকিস্তানে চিনি ও আলুর সমান দরে বিক্রয় করা সম্ভব।

এবার সমিতি কর্তৃক ৮ লক্ষ গাঁইট পাট মজুত—যে প্রতিশ্রুতি তুলিয়া ভারতীয় মিলগুলিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে—তাহার দিক দিয়া ইহা পাকিস্তানের পক্ষে দুর্ভাবনার। ইস্পাহানীর বক্তৃতার মূলকথা কাপিটাল এই সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও সিমিতি সংগৃহীত ৮লক্ষ গাঁইট অপেক্ষা অন্ততঃ ১০ লক্ষ গাঁইট বেশী, অর্থাৎ পাকিস্তানে পাট, ব্যবসা সম্পর্কে অভিজ্ঞমহল, প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যবসায়ী পাট ব্যবসায়ীদিগের মতে উহা পাকিস্তানে বর্তমান বাজার মূল্যে বিক্রির সুযোগ অন্ততঃ ৩৫ কোটি টাকা। তাহাতে পাট চাষীকে কম মূল্য দিয়া পাকিস্তান হইতে অনেক চড়া মূল্যে এই পাট ক্রয়ের সিদ্ধান্ত কলকারখানার মালিক দিগের করা অস্বাভাবিক। অতএব তাহার দ্বারা তাহাদের লাভ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী; আর এই ক্ষতি যারা পাকিস্তানের হইবে।

এই মূল সমিতি যে পাট বিক্রিয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট ও অক্ষম বিক্রয়ের অযোগ্য বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। অত্র কোন দেশে এই পাট বস্ত্রের উপযোগী তুলাজাতি নাই, এক অনুসন্ধানের জন্য পাট না মিলানোর ইহা বলে সন্দেহ কিন্তু সে সম্পর্কে বস্ত্র কলাশিল্পের পক্ষিতা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। সেবনের ভাল পাটের সঙ্গে যারা দিয়া উৎকৃষ্ট চট ও বস্তা তৈয়ারী করিয়া চলার অবস্থার স্থানীয় মোদ্দা কিম্বা তুলো কোন ভাল তৈয়ারী করা সম্ভব নয়। সেরূপ ভাল আমাদিগের হস্ত উহাই আপত্তি উঠিবে না।

(৪১ পৃষ্ঠার পর)

হইলেন। এই নিয়োগের কথা ঘোষণা করিয়া পরিচালক সংঘের এক প্রেস নোটে বলিয়াছেন যে, ১১ই মে হইতে তিনি কার্যভার গ্রহণ করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা অনেক দূরের ব্যাপার। কিন্তু তিনি পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের এডাউমেন্ট বিভাগে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমরা অন্ত, নারায়ণ কথা বলিয়াছেন। যাহা হোক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিষ্ঠানের নামে এরূপ অপবাদ থাকা সঙ্গত নয়। যদি কোথাও কোন ত্রুটি ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে সে ত্রুটি সংশোধন করিতে যেসব লোকের মনে অধিকার আছে বহুমূল হইবে এবং তাহার পরিণামও ভালো হইবে না। সেইজন্য আমরা এবং বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা প্রকাশ করিয়া দেওয়াই সমীচিন বলিয়া মনে করি। নব নিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলার তাঁহার কার্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াই কাজে হাত দিবেন বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা ইহাও আশা করি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরে ঘরে বিভেদের যে বিষবাষ্প ঢোকানো হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য তিনি সর্বপ্রথম চেষ্টা করিবেন। তাহা যদি তিনি পারেন, তাহা হইলে তিনি এই নূতন কাজে বীর যোদ্ধারই প্রমাণ দিতে পারিবেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য সম্বন্ধে সম্যক প্রতিষ্ঠানের কোন আভাষই পাই না। নিম্ন নিম্ন ধাপগুলির স্বার্থ চরিতার্থ করিতে গিয়া এক বা একাধিক ধাপই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বস্তু করিয়াছেন। এই সব কাজের জন্য যাহারা দায়ী নব নিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ তাঁহাদের সন্ধান করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা মনে করি। তিন বিভাগের উপর এতাবিলম্বে বিস্তার করিয়া প্রকৃত ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায় যে অধিক দায়ী করিয়াছেন, নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত পঙ্কজনাথ তাহা দিয়ে তদারকির করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা মনে করি।

(৫০ পৃষ্ঠার পর)

ছুটিনিস্তারিং

রেল ওয়ে ৮৵০, ইণ্ডিয়ান টিন ১১৲, ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩১৷৵০, জেসপ এণ্ড কোং ১৯৸০, বার্ণপুর ৭৷০, কুমারডুবী ৮৵০, টিন ডকপোরেশন ২২৷০।

চা

বামারহাট ৩৩০৲, বিরাম ৪০৲, টিতা ঘাটী ২৬৲০।

বিবিধ

আলোক প্রকাশ ২৪৷০, আশুবিশ্বাস ডকপোরেশন ৪৬৲০, বাজাজ অটী ৩২৷৲, বাবসী কোক ২৫৲০, কলিকাতা ট্রাম ১৮৲০, বাটলি বার্ণ ১৬৸০।

(৬২ পৃষ্ঠার পর)

সাধারণ বাবে দেশের যাত মজুত অবস্থা এখন মোটামুটি সন্তোষজনক বলা চলে। এরূপ আশা করিয়াছে যে, বাজেটে অর্থসচিব কর্তৃক বাকি এইরূপ ঘোষণা করিবেন যে, ১৯৫১ সালে যত্ন সম্পূর্ণতা লাভের পর ভারতে পাত মজুত উহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা বাঞ্ছিত করিতে হইবে। এই কমিটি আরও এইরূপ বলিয়াছেন যে, নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইবার পূর্বে গবর্নমেন্টকে সমস্ত ভারতের মোট যাত মজুত পরিমাণ লক্ষ্যের হিসাব প্রণয় করিতে হইবে এবং উপযুক্ত পরিমাণ যাত মজুত তাহারা রাখিতে হইবে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ যদি তাহারা করিতে হয়, তাহা হইলে দেশবাসীর মনে যাতে যত্ন সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা তার আসন করিতে হইবে। কিন্তুদিন পূর্বেও ব্যবসায়ীদল পরস্পরের সহিত ব্যবসায়ব্যবহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহাতে বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলিয়া দিয়া আর পরীক্ষা করিবার প্রশ্নই ওঠে না।

নিবন্ধকাবলী

- "মাসিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।
- মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।
- ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।
- ষান্মাসিক মূল্য পাঁচ টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
গ্রাহকশ্রেণীর জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
"মাসিক ভারত" অফিস কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে

রিপ্রোডাক্টর এণ্ড পাবলিসার্স লি. ৪, পুলকচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা হইতে শ্রীকালীপদ মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত মাসিক ভারত লি. এর পক্ষে এস কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, ২৩নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকরগণের :— শ্রীকালীপদ মজুমদার।

With best Compliments of the Editor.

REGD. No. C. 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭; ১৭ই মে ১৯৪০ [মূল্য ৷৹

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৪৫
মাছ, পান ও কাঁচা সব্জি	
প্রাসঙ্গিক	৪৭
ট্রেন দুর্ঘটনা	
রবীন্দ্র জন্মোৎসব	
বারো হাজার কুটীর	
উদ্বাস্তু উদ্বেগ	৪৮
প্রাসঙ্গিক	
পরিত্রাতা জমি চাষ	
নূতন ভাইস্ চ্যান্সেলার	
খেয়ার বাজার	
চা ও পাটের ঘরে উন্নতি অব্যাহত	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
বাহির হইতে চিনি আমদানির সম্ভাবনা	
সংবাদ সংকলন	৫২

মাছ, পান ও কাঁচা সব্জি

উভয় বঙ্গের মধ্যে যে অসত্যতা রহিয়াছে তাহাকে নানা ভাবে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিলেও তাহা ভাঙ্গা যায় না। উভয়ের উভয়ের সঙ্গে মিলিবার ও মিশিবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছেই। তাহাকে অস্বীকার করা যায় না। রাজনৈতিক কারণে যাঁহারা এইটা অস্বীকার করেন, তাঁহারা বাস্তবকে স্বীকার করিতে চাহেন না বলিয়াই আমরা মনে করি। বহুকাল পূর্বে হইতে সামাজিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক এমনিক করিয়া যে জেলটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই নাম বঙ্গ। 'বঙ্গ' আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ'—এ সঙ্গীত কেবল হিন্দুর বা মুসলমানের সঙ্গীত নয়, উহা বঙ্গবাসীর। এই বাংলার জলবায়ু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে লালন করিয়াছে ও পালন করিয়াছে। এইভাবে বাঙ্গালী গড়িয়া উঠে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও বাংলার পল্লীতে পল্লীতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখা যায় নাই। দুর্গাপূজার দলে দলে মুসলমান উৎসবে মাতিয়াছে, ঈদের উৎসবে হিন্দুরা যোগ দিয়াছে। কিন্তু আধুনিক কালের এই কদর্য রাজনীতি ও আত্মম্ভরীতার মূলে আসিয়া সব কেবল তালিয়া ছত্রখান হইয়া গেল।

ছত্রখান [illegible] বটে, কিন্তু মিলিবার যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তাহা একদিন এ দুই টুকরা বাংলাকে একত্রিত করিবে—ইহাই আমাদের বাসনা।

বাংলার বিবিধ পণ্য বাজার এপাশে বা ওপাশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ অখণ্ড বাংলার যে যে পণ্য উৎপাদিত হয়, তাহার

দ্বারা বাংলার আবশ্যক প্রয়োজন মিটিবার কথা। কিন্তু কোনো খেয়ালী আসিয়া উহার মাঝখান দিয়া খুশিমত লাইন টানিয়া দিয়া উহাকে দু' টুকরা করিয়া দিলে উহার চলিবে কেন?

পশ্চিম বাংলায় লোহা, কয়লা জাতীয় খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং আখনির দ্বারা উৎপাদিত পণ্যাদি পাওয়া যায়, পূর্ব বাংলায় পাওয়া যায় কাঁচা সজি, মাছ, পান, পাট। এই লইয়া সমস্ত বঙ্গবাসী তাহাদের বেনা-কেনা প্রয়োজন মিটাইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় যাহা অধিক পাওয়া যায়, তাহার অতিরিক্ত কিছুর চাহিদা বঙ্গবাসীর বড় একটা ছিল না। কিন্তু বিভক্ত দুই বাংলার মধ্যে যখন কারবার বন্ধ হইয়া গেল, তখন উভয় বাংলাই দুরূহ অসুবিধায় পড়িল।

মৎস্যাহারী বঙ্গবাসীর পুরাণ না থাক, মাছবাসা বলিয়া তাহার নাম-ডাক আছে। মাছ না হইলে বাঙালীর চলে না। কিন্তু বাংলার ধনৎ নদীতে ও পুকুরিণীতে মাছ উৎপন্ন হয় তাহা পড়িয়া রহিল পূর্ব বঙ্গে; পানের বরজ রহিয়া গেল সীমান্তের ওপারে; পাট লইয়া পশ্চিমবঙ্গের পাটকল বেকার হইয়া পড়িল। আর এদিকে কয়লার অভাবে শহরে গৃহস্থদের উনান ধরে না, কয়লার অভাবে রেল চলিবার অচল হইয়া পড়ে। সাধারণ এই অসুবিধা আর অনটন লইয়া ঘর করায় লাভ কি, আমরা জানিনা। যাহাদের হাই পলিসির দ্বারা সাধারণ লোক এইভাবে হয়রাণ হইতেছে, সেইসব শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের এবার আমরা রাজনৈতিক দ্বারা খেলা বন্ধ করিতে অনুরোধ করি। মানুষের জীবন লইয়া এভাবে জুয়া খেলা যেন অচিরে বন্ধ হয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির মতলব যেন কেহ কোন দুর্ঘটনা ঘটাইতেছেন, রাজনৈতিক সুবিধা লাভের আশায় কেহ-বা জনসাধারণের অসুবিধার কারণ হইতেছেন। পৃথিবী এতেই দারুণ দুরূহ স্থান, তাহার উপর বাহির হইতে আরও উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া মানুষের জীবন আরও দুর্ঘটনা না করিয়া তোলাই শ্রেয়।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গ সরকার কাঁচা সজি মাছ, পান জাতীয় দৈনিক ব্যবহার্য দ্রব্যাদি বন্ধ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে যাইয়া এইসব পণ্যের কারবার করিয়াই জীবন কাটাইত, তাহারা এতদিন কতটা অসুবিধা ও অনটনে দিন কাটাইয়াছে সে হিসাব না করিলাম। পশ্চিমবঙ্গ হইতেও যখন কয়লা কাপড় ইত্যাদি যাওয়া বন্ধ হয়, তখন এই সত্ত্বেও পূর্বপাকিস্তানের জনসাধারণ যন্ত্রাভাবে বস্ত্রহীন ও কয়লার অভাবে যানবাহন হীন হইয়া কাল কাটাইতে হয়। পূর্ববাংলা হইতে মাছ পান ও কাঁচাসজি আসিতে শুরু করুক, এবং পশ্চিম বাংলা হইতে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যাদি সহজেও স্বচ্ছন্দে পূর্ব বাংলায় যাক, ইহাই আমরা প্রত্যাশা করি। ইহাতে পণ্যোৎপাদকদের জীবন ধারণের সমস্যার জটিলতা যেরূপ হ্রাস পাইবে, সেইরূপ ভাবেই এইসব পণ্যের উৎপাদকেরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে।

সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে পণ্যাদি যাতায়াত শুরু হইলেই উভয় বঙ্গের মধ্যের তিক্ততা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। স্নেহাবেগির মতন তিক্ততা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এখন আমাদের সকলের কর্তব্য, যাহাতে দুই বাংলার মধ্যে পণ্য চলাচল অবাধে হইতে পারে তৎপ্রতি যত্নবান হওয়া।

কিন্তু উভয় বঙ্গের মধ্যে দ্রব্যাদি আদান প্রদানের পথে এখনো একটি বড় বাধা বর্তমান আছে। সে বাধা দূর করিবার জন্য এবার পাকিস্তানকেই উদ্যোগী হইতে হইবে। মুদ্রামূল্য হ্রাস না করিয়া পাকিস্তান তাহার মুদ্রার দাম একটা অস্বাভাবিক স্তরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ইহার ফলে মাল চলাচলে অনেক বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। পাকিস্তান এবার দেশে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য নাকি চেষ্টিত হইয়াছে, ভারতের সহিত তাহার সর্বপ্রকার বিরোধিতার অবসান নাকি এখন পাকিস্তানের কাম্য। লিয়াকত আলী খাঁ দিল্লী আলোচনার সময় পরিষ্কার ভাবে নাকি বলিয়াছেন যে, তাহার জীবদ্দশায় তিনি ভারতের সহিত বিবাদ মিটাইবার জন্য আপ্রাণ। তাঁহার মুখের কথা যেন মোহাত মুখের কথাতেই শেষ না হয়, আমরা এই কামনা করিতেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা ইহাও বলিব যে, মিঃ লিয়াকত যদি বিরোধ মিটাইবার জন্য সত্য সত্যই আগ্রহী হইয়া থাকেন তাহা হইলে পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্য হ্রাস দ্বারা যাঁহারা বিশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইবে। ভারত ও পাকিস্তানের মুদ্রার হার যদি সমান হয় তাহা হইলে উভয় দেশের, তথা উভয় বাংলার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। নিউ ইয়র্কে এক বক্তৃতাদান কালে লিয়াকত আলী খাঁ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মুদ্রামূল্য হ্রাস করিবার সময় ভারতের সহিত প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য লইয়া এরূপ করেন নাই, তাঁহারা নেহাত অর্থনৈতিক দিকের বিচার করিয়াই এরূপ করিয়াছেন। আমরা ইহা না হয় মানিয়া নিলাম। কিন্তু পাকিস্তান এখন যখন দেখিতেছে যে, তাহার অর্থনীতির ক্ষেত্র ইহার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইল না পরন্তু আরো সংকীর্ণ হইয়া গেল এবং তাহার দেশের অধিবাসীদের দারুণ দুঃখ ও দুর্দশায় পড়িতে হইল, তখন তাহার পুনঃ বিবেচনা করত যথাযথ করাই শ্রেয় হইবে। কেবল নিজেদের কথা চিন্তা না করিয়া দেশের সাধারণ অধিবাসীদের কথাও একবার ভাবিতে হইবে।

মাছ, পান ও কাঁচা সব্জি লইয়া পাকিস্তান ভারতের সহিত আবার কারবার শুরু করিল। আমরা আশা করি, ইহার পর হইতে এই পণ্য আরও ব্যাপক ভাবে প্রেরিত হইবে এবং ইহার বিনিময়ে পাকিস্তান ভারত হইতে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইতে থাকিবে। পাঁচ পাট লইয়া পাকিস্তান যদি ভারত বৃদ্ধি অর্জন করিয়া যাবে তাহা হইলে ভারতের ন্যায় বৃহৎ রাষ্ট্রের সহিত বিরোধিতার আকাঙ্খা পরিহার করিয়াই চলিবে বলিয়া আমরা প্রত্যাশা করি।

—:০:—

প্রাসঙ্গিক

ট্রেন দুর্ঘটনা

১৯৫৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় নব্বই ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটল। তাহাতে জীবন-নাশ, সম্পত্তি নাশ ও অর্থনাশ যথেষ্ট পরিমাণে। আমরা এখানে ট্রেন দুর্ঘটনার যে লম্বা ইতিহাস উদ্ঘাটন করিলাম, তাহার ছোট ছোটো দুর্ঘটনার কথা বলা হইল না। যে সব দুর্ঘটনায় গাড়ীরের সর্বনাশ ঘটিয়াছে, এখানে তাহারই উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। এই দুর্ঘটনার কারণ প্রায়ই অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মানুষের জীবন লইয়া এভাবে খেলা ঘোরতর অপরাধ বলিয়া আমরা বুঝি না। মানবধর্ম ও মানবতাবাদীর দৃষ্টিকোণ লইয়া আমরা যাহারা আজকের দুনিয়ার বিভিন্নতার প্রকৃত বিশ্লেষণের ধার ধারিয়াছে, তাহাদিগকে স্পষ্ট করে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না। রোগ নির্ণয়ের এ বিষয় যথেষ্ট একটা অবদান। তাহাদের মহত্তর উদ্দেশ্যে আমরা যে দুইটির অন্তরে নিজ নিজ শক্তির যার্থ সিদ্ধির জন্য প্রেরণাকে দলবদ্ধে নামাইতে হইবে। তাহারা কে, এখনো প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে। দুর্ঘটনা-কবলিত আজকে এখন সময়ে কেহ ট্রেণে চাপিতে চাহিবে না। রেল মন্ত্রী শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার যেমন বলিয়াছেন, ফিস্-প্লেট খারাপ সম্বন্ধে সবাই না হয় তাহার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। কাজ তো সহজ কাজ নয়। তাহাতে রেল লাইনের মত ছড়াইয়া আছে। সর্বত্র এই ব্যবস্থিত ফিস প্লেট লাগাইয়া দুর্ঘটনা রোধ করা সহজ নয়। দুর্ঘটনা কেন ঘটিতেছে, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। রেলের কোথায় কখন কোথায় দুর্ঘটনার যে ভয় রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া নিবেদন। এইভাবে গাড়ীপুর গাড়ী উল্টাইয়া যাহারা নৈতিক আনন্দ উপভোগ করেন,* তাহাদিগকে প্রকাশ্যে টানিয়া আনা আবশ্যক। যে হাতে কর্তব্যের শাস্তি না দিলে রাজ্যের সিংহা

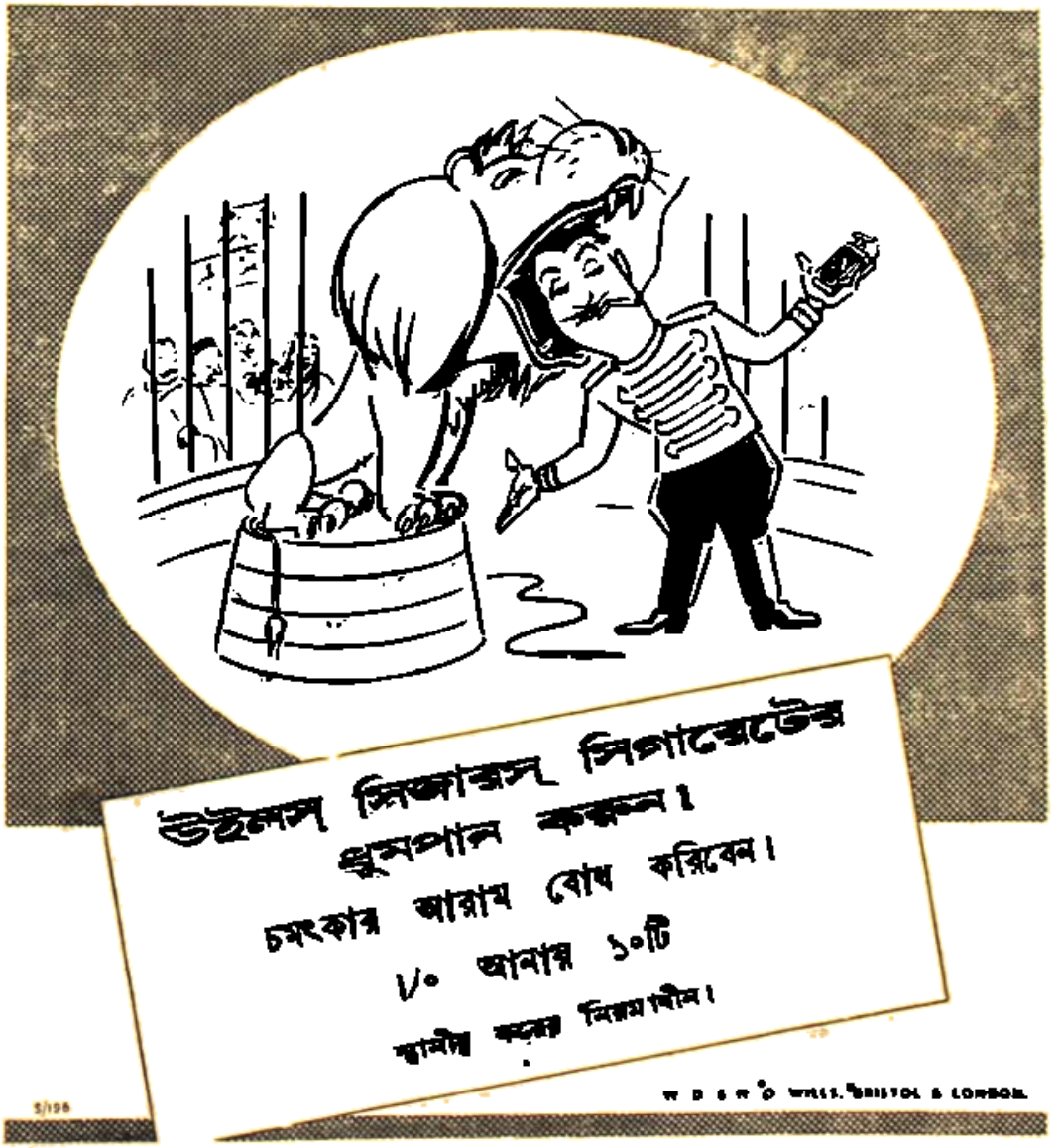

[illegible] এবং সিমাইয়ের প্রকাশ্যে চুক্তিপত্র [illegible] আমরা বিবেচনা করি। বর্ধমানের হরক হইতে এ বিষয় যে বাধাই প্রদান করা হইবে, তাহাতে কলকাতাস্থের পুর সহযোগিতা করা দরকার। অর্থাৎ তাহাদের সকল প্রকারে ও বিষয় লক্ষ্য ও সাহায্য করিতে হইবে, যেন লাইন দেখিয়া যে প্রকার ঘর দিয়া বিবাহে, সেই অনুসারে নিজ নিজ ঘরে এই প্রকার ঘরের ব্যবস্থা করিয়া বলিয়া বিবেচনা করি। [illegible] আর বাড়ি ঘরের [illegible] ঘরের [illegible] ঘরের [illegible]

এই রূপ দেখিয়া আমরা বিস্ময় ও দুঃখের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তৃপক্ষগণও আমরা ঠিক তেমনি ভাবেই দেখিয়াছি। পরন্তু তাহাদের পাশাপাশি কথাও হইয়াছে। উদ্বাস্তুদের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হইতেছে এবং উদ্বাস্তুদের আবার কোথায় উঠান করা হইতেছে। যে জমীটুকুর জন্য বা বাড়ী সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন দিতে পারিলাম। যে সব উদ্বাস্তু পরিবারকে ও গৃহ গৃহ পাইয়া তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, তাহা যে, সরকারের জন্য তাঁহাদেরই অধিকার কৃত্রিম হইবে, তেমন দাবী আমরা করি না। কিন্তু উদ্বাস্তু কলিকাতার একটা রীতি ও নিয়ম পালন করিয়া বলিয়া বিবেচনা করি। কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় ও উপকণ্ঠের বিভিন্ন স্থানে অনেক উদ্বাস্তু অস্থায়ী ভাবে জমি ও বাড়ী দখল করিয়া বসিয়াছেন, ইহা আমরা জানি। আরও খবর পাওয়া যাইতেছে যে, পুলিশ আসিয়া জোর জবরদস্ত করিয়া তাহাদের ঘর ভাঙ্গিয়া দিতেছে। এখন উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিবার কর্তৃপক্ষের নাই, তখন তাহার এরূপ জোর খাটানি কেন? তাহাদের যদি তুলিয়া দেওয়াই কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা তখন ঘরটি ভাঙ্গিয়া তুলিয়া দিলে এমন কিছু করিয়া হইবে না। তুলিয়া উদ্বাস্তু নিবাসের যে স্থানে খুসী সেই স্থানে নিয়া যাইবেন। তাহার জন্য জোর করিয়া উদ্বাস্তুদের কাছে ঘাড় ধিলে ভাঙ্গিয়া হইবে। সাধারণের জন্য নানা কারণে বিবেচনা আছে; এখন যেন বিরাট মনে অকারণে এই বিষ ছড়ানো কেন। নিবাসগুলির আশে পাশে উদ্বাস্তুরা খালি জমি আবাদ করিয়া জোরের উদ্বাস্তু পাইয়া বসিয়াছিল, তাহাদের নাকি বল-পূর্বক হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বারইপুর গ্রামে পুলিশের জোরের সম্মুখে নাকি প্রায় দুইশত মুসলমান আক্রান্ত হইয়া উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রণ চুক্তি কার্যকরী করার চেষ্টা চলিতেছে, এই কারণে আমরা এ বিষয় আর অধিক করিতে চাহি না।

পরিত্যক্ত জমিতে চাষ

এরূপ জানিতে পারা বিস্ময়কর যে, পূর্ববঙ্গ হইতে দলে দলে আগত উদ্বাস্তুরা বহু এরূপ জমিতে চাষ আবাদ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট দাবী করিয়াছেন। বাস্তুহারা পরিষদের চাষ করিবার জন্য ইতিমধ্যে ২৩টি ট্রাক্টর আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং চাষ আবাদের জন্য উহা কাজে লাগিয়াছে। বীজ ধানের সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং আরও বীজ ধান প্রয়োজন হওয়ায় উহারা সরকারের নিকট হইতে আরও পাঁচ শত টন বীজ ধান সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া ঠিক হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সচিব গত রবিবার বেতার মারফৎ খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে ভাষণ দেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সনে পশ্চিমবঙ্গ হইতে যে পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করা হইয়াছে, এ বৎসর জানুয়ারী—এপ্রিল মাসে তাহা হইতে অনেক বেশী পরিমাণ সংগ্রহ করা সিয়াছে। তাহা ছাড়া আউস ধান চাষের অনেক পরিমাণ জমি পড়িয়া রহিয়াছে, সেখানে চাষাবাদ হইতেছে না। এই সব জমিতে চাষ করিয়া মুসলমান চাষী, তাহারা সাম্প্রতিক গোলযোগের সময় স্থান ত্যাগ করায় এই সব জমি পড়িয়া রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রায় ৩ লক্ষ টন আউস ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই তাহলে আউস ধানের জমিতে বাস্তুহারা চাষ আবাদ করা মাত্র তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্বরই আবশ্যক। পূর্ববঙ্গের এই জমিতে উদ্বাস্তু চাষীদের বিনামূল্যে বন্দোবস্ত দিবার কথা বলিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের এই জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। যাহাই হোক এ বৎসর আউস ধান উৎপাদন বাড়াইতে হইবেই। কেন না, আউস ধানের উৎপাদনে ঘাটতি হইলে বা কম ধান্যের এবার ফিরে না, তাই উপর আউস ধান যে জমিতে চাষ হয়, তাহার অবস্থাটা একটু পাট চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। একটু বেশ দেরি দিয়ে উঠিতে পারিলে ধানের বিলম্ব আছে। যাহা পাই, তুলা সবই যদি একসঙ্গে চাষ করিয়া আত্মনির্ভর হইবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে সবই যাইবার কথা স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রেও যেন অনেকটা তাহাই ঘটিতেছে। সরকার যেখানে যাহার, সেখানে যাহার ব্যবস্থা সুষ্ঠু করাই বাঞ্ছনীয়। এ বিষয় আমরা গত সংখ্যায় 'আর্থিক ভারতে' পশ্চিমবঙ্গ বাজারে বলিয়াছি। কিন্তু বর্তমানে এই পরিত্যক্ত জমিতে উদ্বাস্তু চাষীদের দিয়া চাষাবাদ করিবার যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আনন্দিত হইবার কথা। পশ্চিমবঙ্গে চালের অভাব পরিমাণ লোক সংখ্যার অনুপাতে খুব কম। এখানে যে পরিমাণ উৎপন্ন হয় তাহাই এখানকার অধিবাসীর পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাহার উপর সেই আবাদের জমিতে পাট উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ইহাতে খাদ্যে পাটই খুব ক্ষতিকারক। তাহার ফলে আমদানি বন্ধ হইবে—অর্থাৎ তাহাদের অর্থকরী বিভিন্ন দ্রব্যাদিতে আমদানি হইতে হইবে। কিন্তু সরকারী পরিকল্পনার আমরা সমর্থন করিতে পারিলাম না। আমরা পাটের উৎপাদনের ওপর যে ভাবে বাধ্যতা অবলম্বন করা হইয়াছে, এই বাধ্যতা যদি এখন হইতে অর্থাৎ ১৯৫১ সাল হইতে তুলে করা হইত তাহা হইলে একদিনে সারা পাটের জমি নিয়া আত্মনির্ভর হইতে পারিতাম। বাস্তুহারা যাহাদের প্রকৃত পরিমাণ অর্থ বিনিময় চালান হইয়া তাহা হইতে বাদ যাইবে না। আমাদের উপরোক্ত জমিতে উদ্বাস্তুদের নিয়মগুলির পরিবর্তে নমনোচিত হইবে। এই ভাবে যদি কোন মোকদ্দমা নিয়া চাষ করানো হয় তবে এর ফলে তাহা হইলে তাহারা উদ্বাস্তুদের সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হইবে তেমনি তাহাদের তাহা উৎপাদিত পাটদ্রব্যের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ লাভবান হইবে। পুরাতন চাষীদের চাষাবাদ করিবার জমিতে চাষাবাদের জমি ফেলিয়া রাখা ঠিক নয়। নূতন চাষী যাহারা গৃহ নির্মাণ স্থান করিয়া এদিকে চলিয়া আসিয়াছে, তাহারা চাষ আবাদ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত। তাহাদের যাহাতে উপযুক্ত ভাবে যাহাই করিয়া কাজে লাগানো যায়, তাহার ব্যবস্থা করাই এখন বিশেষ প্রয়োজন।

নূতন ভাইস্-চ্যান্সেলার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস তাঁহার সরকারের ট্রাঞ্জাকশন নিযুক্ত হওয়ায় উপলক্ষে কলিকাতা হাইকোর্টের জিকপতি শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিযুক্ত

(শেষাংশ ৯২ পৃষ্ঠায়)

ক্যাপিটাল লাইফ
এণ্ড জেনারেল
৬, ক্লেভারলী স্কোয়ার, কলিকাতা।
টেলিফোন: বড়বাজার ২৪৩১—২৪৩৪।
টেলিগ্রাম: ক্যাপি।
ষ্টীমার এজেন্টস্
দি সিন্ধি লাইন লিঃ
এসোসিয়েটেড কাম্বাসল এস এস জেনারেল লিঃ
দি লাইন লিঃ
ইম্পোর্টার্স্ এণ্ড ইন্ডেন্টার্স্
অফিস বাঙ্গালীয় পঞ্জাব সিন্ধুপ্রদেশ
ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি
অফিস নির্মাণক, বিমানপ্রদেশক
ডি, ডি, ডি পোর্ট-ব্রাঞ্চ অপারেটার
ধলিয়া (আসাম)
এ্যাসোসিয়ে এজেন্টস্
ফেজ এণ্ড জেনারেল লিঃ
(ডিসি ও মন এক্সচেঞ্জার)
ইণ্ডিয়া ষ্টার্চ্চিং, জেনারেল লিঃ
কালকাটা ক্লাসিং এণ্ড সিপিং জেনারেল লিঃ
(লাইটারেজ)
ইন্সুরেন্স এণ্ড লয়েড এজেন্টস্

সেয়ার বাজার

চা ও পাটের দরে উন্নতি অব্যাহত

কলিকাতা শনিবার, ১৩ই মে—এ সপ্তাহে কলিকাতা সেয়ার বাজার মিশ্র প্রকৃতিসম্পন্ন দেখা গিয়াছে। যুদ্ধ কাল, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বিভিন্নরূপ অবস্থানের যে সূচনা দেখা যিয়াছে, তাহাতে বাজারে মিশ্র আভাস দেখা যায়, তাহারা মনে করেন যে, এই ভাবে এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে। পাটের সেয়ারের মিশ্র ভাবে এক শ্রেণীভাবে পরিলক্ষিত হয়, অনেক সেয়ারের দর বৃদ্ধি পায়। তাহার মধ্যে বঙ্গলক্ষ্মী সেয়ারই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সেয়ারের দর ১৭৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া বিগ সেয়ার দর ৪৮৫৲ টাকায় দাঁড়ায় ১০৲ বৃদ্ধি পাইয়া ১৩৫৲ টাকা হয়। ভিক্টোরিয়া মোটর শেষের ২০০৲ টাকা হইতে বিগা ২০৫৲ টাকায় ওঠে। ইণ্ডিয়ার দর হয় ১৩৫৲। ব্যবসা ক্ষেত্রে মহৎ বৃদ্ধি পাওয়া ৩৮৫ হইতে ৪০০ হয়। কলা বিভাগে বিশেষ সেয়ারের দর বৃদ্ধি পায়, তার কারবারের চার করেকটি সেয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বেঙ্গল ৪২৫৲ টাকা ও বরাকর ১৩১০ টাকায় কেনা বেচা হয়। ইণ্ডিয়ানিয়ার সেয়ারের দরে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু ব্যাঙ্কার আজকের দর বৃদ্ধি পাইয়া ৩১০ হয়, ঈস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ২২৩৲ আনা দরে আসিয়া করে। বিভিন্ন বিভাগে অনেক ছিন ধরে কারবারের পরিলক্ষিত হয়। ২৩৫৲ দরে ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্কার্স ও ৩১৫৲ টাকা দরে বাঙ্গার লক্ষ্মী কেনা বেচা হয়। নর্থ ব্রহ্মদেশ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানীর সেয়ার ক্রয়ের বরাদ্দ এই সেয়ারের দরও বৃদ্ধি পাইয়া ১১৩৲ আনা হয়। জার্দিন হেণ্ডারসনের ১৪০৲ টাকায় ওঠে। ৭ ওয়েলস ১৯৩৲ আনা দরে কেনা বেচা হয় বটে, কিন্তু এই সেয়ার ক্রয় বহুদের অনেক দরে কিনিবার কেহ ছিল না। আসাম কোম্পানির দরে কোন পরিবর্তন ঘটে না।

ইহার পরের দিবস বাজারে উৎসাহের লক্ষণ দেখা যায়। বিশেষ ভাবে পাট ও চায়ের সেয়ারের প্রতি বাজারে ক্রেতা আর বিক্রেতারের অপেক্ষা আগ্রহ দেখা যায়। বাজারে এরূপ আভাস ঘটে যে মোসিয়ারের উপর হইতে নিষেধ প্রথা তুলিয়া লওয়া হইবে। এই আভাসের ফলে পাটের সেয়ারের চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এইরূপ চাহিদার বঙ্গলক্ষ্মী সেয়ারের দর চড়িতে থাকে। বরাকর ও বাঙ্গী সেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৲ টাকায় কেনা বেচা হয়, কিন্তু ইহা হইতেও অধিক দরে এই দুই সেয়ার বিগিবার মত পরিমাণ বাজারে ছিল। অকল্যাণ ও বিক্রিনের দর বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৩৲ ও ৪১৫৲ হয়। মৈত্রী সেয়ার ১৪৫৲ টাকা পর্যন্ত দরে বিগিবার মত ক্রেতা বাজারে ছিল। ব্রাহ্মবাল ও বিলাসের সেয়ার এই দিন অনেক পরিমাণে কেনা বেচা হয়। অন্য বিভাগের সেয়ারের দর ঠিক থাকে। কেবল সেয়ারের দর ৪৩০৲ টাকা পর্যন্ত দেখা যায়, বরাকর ১৪৬৲ আনায় ওঠে, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ৩১৲ টাকা হয়। ইণ্ডিয়ানিয়ার বিভাগে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। বার্ণাসের দর হয় ৭৮৲ আনা, টেক্সটাইল মেশিনারী ৭৫ আনা, মুদ্রাযন্ত্রী ৮৩৲ হয়, ইণ্ডিয়ান আয়রন সেয়ারের দরে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না, দর ৩১৲ আনায় থাকিয়া যায়। ঈস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ২২৩৲ আনা হয়। বিবিধ বিভাগে সেয়ারের দর অপরিবর্তিত থাকে। ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্কার্স ২৩৫৲ ও ৭ ওয়েলস ১৯১৲ দরে কেনা বেচা হয়। ব্যাঙ্কের বোম্বে সেয়ারের দরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। এই সেয়ার ৩৪২৲ দরে কেনা বেচা হয়। উইলসন সেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭৮৲ আনা হয়। চায়ের বাজার ও এই দিন বিশেষ তেজী ছিল।

ইহার পরবর্তী দিবসের বাজার খুব কলরবে ছিল। এই দিন পাটের সেয়ারের প্রতি আরও তেজী আভাস দেখা যায়। তাহার ফলে ইহাদের আরও বৃদ্ধি পায়, কলা বিভাগের সেয়ারের দরে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না। বরাকর ১৪৬৲ ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ৩১৲ দরে কেনা বেচা হয়। পাকিস্থানের সহিত পাট সম্পর্কে একটা রফা হইয়া গিয়াছে এরূপ গুজবের ফলে পাটের সেয়ারের দর আরও চড়িতে থাকে। বরাকর ও বাঙ্গী ব্যাঙ্কারে ২৪১৲ ও ২৪৫৲ টাকা দরে কেনা বেচা হয়। চাপদানীর দর বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৲ টাকায় হয়। বেঙ্গল ১৩৮৲ দরে অনেক ক্রেতা পায়, বিক্রিনের ২৯০৲ টাকা দরে, কাশীপুরি ২৮৫৲ দরে ও অকল্যাণ ১৩৮৲ টাকা দরে কেনা বেচা হয়। ইণ্ডিয়ানিয়ার বিভাগে এই দিন আগ্রহ দেখা যায়। বার্ণ এও কোং ৪৮২৲ টাকা দরে ওঠে, মুদ্রাযন্ত্রী ৮৫ আনায় ও টাকাযন্ত্র ৮৫ আনায় ওঠে। বিবিধ বিভাগের সেয়ার একটু বেশী কেনা বেচা হয়। চা বিভাগে এই দিন মিশ্র ভাবপ্রবণতা ছিল। বাগানীর দর ১৪১৲ হইতে ১৩৮৲ আনায় উঠিয়া যায়।

সপ্তাহের মধ্যবর্তি দিবস বাজার বেশ কলরবময় ছিল। এই দিন বিভিন্ন বিভাগীয় সেয়ারের চাহিদা দেখা যায় এবং চা ও পাটের সেয়ারের প্রতি বিশেষ আগ্রহ নূতন করিয়া পরিলক্ষিত হয়। কলার সেয়ারের দর এরূপ অপরিবর্তিত থাকে। পাটের সেয়ার ক্রয়ের জন্য বহুদের পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বাঙ্গলক্ষ্মীর সেয়ারের দর স্থির থাকে। বিগি বিভাগে ব্যাঙ্কার্স সেয়ারের দর এই দিন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়।

সপ্তাহের শেষ দিন অর্থাৎ শুক্রবার ছাটকা বাজার অনিশ্চিত ভাবে কাজ আরম্ভ করে। কলা বিভাগে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। পাটের দর এ দিনও মিশ্র তেজী ছিল। ইণ্ডিয়ানিয়ার বিভাগে বার্ণাসের দর এই দিন বৃদ্ধি পাইয়া ৭৮৲ হয়।

বাজারের হালচাল

[বাজার খরচাকালীন দর]

সরকারী কাগজপত্র

৩½ সুদের (১৯৫৮) ৯৭৲, ৩½ সুদের (১৯৪১-৪৩) ১০১৲, ৩½ সুদের (১৯৬০-৬৫) ১০০৲, ৩½ সুদের (১৯৭০-৭৫) ৯৯৸৹, ৩½ সুদের (১৯৪৭) ১০১৲, ৩½ সুদের (১৯৫৯-৬১) ১০৮৲, ৩½ সুদের (১৯৫৩-৫৫) ১০১৲।

ব্যাঙ্ক

বেঙ্গল কেমিক্যাল ৭৮৲, ব্রিটানিয়া ইণ্ডাস্ট্রিজ ২০৸৹, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৪৬৸৹, হুগলী ৩৮৲।

কাগজের কল

এলিফ মিলস্ ১৩৫৲, কেশোরাম ১৮৯৲, নিউ ভিক্টোরিয়া ২৮৲, বাসন্তী ৭৸৹, সুইফ মিলস্ ৯০৲।

কয়লা খনি

বেঙ্গল ৫১৸৹, কুলদা ঘারুড়ি ১৫৸৹, বরাকর ১৪৮৲, বেঙ্গল ইণ্ডিয়া ৩৲, জেমো মেইন ১৭৲, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৩১৲, কারান ঘরিয়া ৩৯৲, কাশীপাহাড়ী ৩৭৸৹, নিউ সীতারাম ১৪৬৲, সেন্ট ভালী ৪৪৸৹, ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল ৪৬৲, স্টাণ্ডার্ড ৪২৸৹।

পাট

অকল্যাণ ১৪২৲, আদমজী ১৪৯৲, বঙ্গলক্ষ্মী ২৪১৲, আশানসোল ১৮৭৲, আশানো ইণ্ডিয়া ২০৪৲, বরাকর ১৪০৲, বাঙ্গী ২৪৲, বেলেঘরিয়া ২৭২৲, চাপদানী ১৫২৲, ক্যালকোমিয়ান ২০০৲, ফেডারেল ২৩৩৲, ফোর্ট উইলিয়াম ২০০৲, ফোর্ট গ্লস্টার ৬৫৲, গৌরীপুর ২৩৩৲, হুগলী ৫৯৲, হাওড়া ৩৮৲, ইণ্ডিয়া ১৭৪৲, ক্যালিকাটা ১৮৯৲, কিনিসন ২২৲, ন্যাশনালিটি ১৭৪৲, মেঘনা ১৪৭৲, নর্থ ব্রুক ১৫৲, নৈহাটী ১৬৯৲, ওরিয়েন্ট ২৪০৲, প্রেসিডেন্সী ৭১৲, রিলায়েন্স ৪৫৲।

খনি

কলা কয়লাখনন ৩৲, ইণ্ডিয়ান কপার ২৮৲, টাকার টিন ৮৲, কলমপুরা ফেরোনিকেল ১৮৲।

(শেষাংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়)

পণ্যদ্রব্যের বাজার

বাহির হইতে চিনি আমদানির সম্ভাবনা

কিছুদিন পূর্বে বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্কের অর্থসচিব এইরূপ মন্তব্য করেন যে, ব্যাঙ্কগুলি ব্যাঙ্কের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি আইন প্রণয়নের কথা চিন্তা করিতেছেন এবং এই বিলে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের কিরূপ অভিমতটা হইয়াছে তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিবেন। এখন এইরূপ বোঝা যাইতেছে যে, এইরূপ আইনের খসড়া বিলির জন্য অর্থ কমার্সের মিনিষ্ট ও বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরিত হইবে এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের মন্তব্য করিতে ও মতামত দিতে বলা হইবে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যতটা ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে সেই ক্ষমতা যাহাতে প্রয়োগ করা যায় তাহার ব্যবস্থা নাকি করা হইবে। ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ের এইরূপ কাজ কারবার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছে।

ভারত-পাক বাণিজ্য চুক্তি

ভারত পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর হইতেই কোন্ কোন্ পণ্যের কৃষা আমদানি করা যাইতে পারে তাহা লইয়া বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলিতেছে। আমেদাবাদ ও কলিকাতার ব্যাঙ্কগুলি বার বার দাবি করিয়াছে যে, পাকিস্তান হইতে কার্পাস তুলা আমদানি করিতে দেওয়া হউক। কিন্তু ভারত সরকার এই দাবি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভারতের কার্পাস শিল্পের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সরকার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাকিস্তান হইতে যে পরিমাণ তুলা আমদানি করিবে ভারত সরকার সেই পরিমাণ তুলা ভারতে রপ্তানি করিবে এবং এই বাণিজ্য সম্পর্কের অজুহাতে পাকিস্তান ভারত হইতে অন্যান্য পণ্য আমদানি করিতে চাহিবে। এই বিষয়ে ভারত সরকার কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতের বস্ত্রশিল্প যাহাতে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে ভারত সরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

চিনি

চিনি ব্যবসায়ের অবস্থা দিন দিন ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। গত ১৯৪৯ সালে ভারতে যতটা চিনি উৎপাদিত হইয়াছে তাহার পরিমাণ আমাদের হিসাবে মাত্র লক্ষ টন, এ বৎসর যে পরিমাণ চিনি উৎপাদিত হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে তাহা হইতেছে বিভিন্নদিক, ১০ লক্ষ টন, কিন্তু এ বছরে চিনির মোট চাহিদার যে হিসাব পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতেছে ১৩ লক্ষ টন। আগামী তিন মাসের মধ্যে যদি অবস্থার বিশেষ উন্নতি না ঘটে তাহা হইলে বিদেশ হইতে চিনি আমদানি করা হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন। গত বছর ভারতে দুই লক্ষ টন চিনি মজুত পাওয়া যায়, কিন্তু এ বছর ভারতে ভারতের ভাণ্ডারে চিনি কিছুই ছিল না। অর্থাভাবে কৃষকদিগের নিকট হইতে আকাঙ্ক্ষিত ভাবে ঊখ সংগৃহীত হয় নাই বলিয়াই ভারতের কলে অধীনস্থ গুড়ের চিনির উৎপাদন বিশেষ ভাবে হ্রাস পায়। এই সব কারণে অনেকে এরূপ মনে করেন যে, আগামী বছরের মধ্যে দেশে চিনির বিশেষ টানাটানি আসন্ন হইবে।

বোম্বাইতে মজুত চিনির পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়। কেন্দ্রীয় সরকার যে, জুন ও জুলাই মাসের জন্য উত্তর প্রদেশকে আরও সাড়ে চৌত্রিশ হাজার টন চিনি সরবরাহ করিতে স্থির করায় ফলে উত্তর প্রদেশে চিনির অবস্থা এখন কতকটা ভাল। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্য এই সাড়ে চৌত্রিশ হাজার টনের সহিত নিজের তিনশত টন একত্রিত করিয়া উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন বন্দরে এ বছরের ৩০শে এপ্রিল যে পরিমাণ চিনি মজুত ছিল বলিয়া হিসাব পাওয়া যায় তাহা হইতেছে ৩৮১১ টন। ভারতের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বাজারে প্রায় ১০,৫৫৫ টন চিনি মজুত আছে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, ভারতের বন্দর ও বাজার সমূহে ভারতে মোট চিনির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩ হাজার টন।

অধিকন্তু চিনি ও অন্যান্য বহু বিষয়ে বাজারে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলেই তাল অন্যান্যের চাহিদা খুব বেশী। উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন চিনির বাজারে মজুত চিনির পরিমাণ পর্যাপ্ত বলা যায়। কিন্তু ইহাতেও অনুপ্রাণিত আসন্ন নয়, কেন না অচিরে চিনির যে টানাটানি পড়িবে এ বিষয় তাঁহারা নিশ্চিন্তমনে। রাণাঘাট খোলা বাজারে চিনির দর মণ প্রতি ৩০৲ টাকার কাছাকাছি। এইরূপ অন্যান্যের দর ৩০৲ হইতে ৩০৲ টাকার মধ্যে। দিল্লীতে অন্যান্যের দর ৩৫৲ হইতে ৩৭৲ টাকার মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মোজিয়েট রাশিয়া গত বিশ্ব ১৯৯৯-৫০ সালে পৃথিবীর মোট চিনির উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। গত বছর সারা পৃথিবীতে যতটা চিনি উৎপাদিত হয় এ বছর তাহার চেয়ে প্রায় ৩ লক্ষ মেট্রিক টন কম উৎপাদিত হইয়াছে। ইউনাইটেড কিংডমের খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান এ বছর ৩ কোটী ১৯ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি এ বছর সারা পৃথিবীতে উৎপাদিত হইবে বলিয়া এক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। গত বছর সারা পৃথিবীতে ৩ কোটী ১৯ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল। মোজিয়েট রাশিয়ার গত বছর ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়, এ বছর বাকি উৎপাদনের পরিমাণ আরও ৫ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপ হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া পশ্চিমের অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও কৃষি বিষয়ক বহুজ্ঞ অভিজ্ঞগণ বলেন যে এ বছর অনুপ্রাণিত চিনির দরও হ্রাস পাইবে।

গুড়

বাস্তুর গুড়ের বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। ইহার কারণ গুড় স্বভাবিক অবস্থায় ভাবে চলিতেছে ও মজুত চিনির পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছে। গুড়ের দর মণপ্রতি ২১৲ টাকাতে দাঁড়াইয়া এলাকাভেদে গুড়ের দর কিছু বেশি পায়।

চা

১৯৫০ সালে চুক্তিবদ্ধ করিয়া ভারতীয় চা ক্রয় করিবার যে সম্বন্ধে চুক্তিবদ্ধের দায় বন্ধনের পরে ভারত সরকার বর্ত্তমানে সংখ্যা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন চুক্তিবদ্ধ ২১ কোটি পাউণ্ড ও ভারতীয় ১১ জন কারবারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এরূপও স্থির হইয়াছে যে, ইহার আর্থিক পরিমাণ ১৮ কোটি পাউণ্ড যদি বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত পরিমাণ চা ক্রয় করা হইবে। এর সম্বন্ধে ভারতের স্থির হইয়াছে যে, ১৯ বছর পাউণ্ড প্রতি যে দর বেঁধে দেওয়া হয় এ বছর পাউণ্ড প্রতি তাহা হইতে ৬ পেনি কমিয়া বেঁধে দেওয়া হইবে।

গত সপ্তাহে কলিকাতার নিলাম বাজারে ১২,৫০০ পেটি চা বিক্রয়ের জন্য আনীত হয়।

স্বাস্থ্যদ্রব্য

গত এপ্রিল বাজারে বিভিন্ন পণ্যের দাম সমানই ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। হরিণের আটার কাজ প্রায় শেষের দিকে হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে বাজারে ঘৃতের আসা এখনো শুরু হয় নাই।

(শেষাংশ ৬২ পৃষ্ঠায়)

সংবাদ সংকলন

বেশী দরে খারাপ মাল

এই সম্বন্ধে দাম নিরূপণ ও মন্তব্য—সে প্রশ্ন অতঃই উত্থাপিত হইবে। আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন সংবাদে বলা হইয়াছিল যে বাহা সম্প্রতি বিদেশ হইতেছে তাহার উপর নির্ভর করিয়াই আমদানীর টাকার অঙ্ক স্থির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। ইহা যদি যাহার প্রকৃত এতদ্বারে চালান পড়ে না। যথা,—পাকিস্থানে চলতি মূল অপেক্ষা বেশী দামী যদি পশম কুরুর নিমিত্ত হয়—তাহা হইলে পাকিস্থানী টাকার মূল্য আমদানীর টাকার মূল্য অপেক্ষা ১৯৷ বেশিয়া কার্যতঃ স্থীকার করা হয়। অতএব, মূল আমদানীর টাকার অঙ্কে মূল্য স্থির করিলে হইবে না—সেটা পাকিস্থানে চলতি মূলের সমান করা দরকার।

১৯৫০ সমিতি কর্তৃক ৮ নম্বর পাটি পাট সম্বন্ধে—যে প্রাথমিক তুটিটী অভাবী তুলির আমদানে অনুমোদিত হইয়াছে—মূল্যের দিক দিয়া তাহা পাকিস্থানের পক্ষে সুবিধাজনক। ষ্টেটিস্টীক কমিশনার মুখার্জি ক্যালিফোর্নিয়া এই সম্বন্ধে যে তথ্যাদি প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে বিভিন্ন বন্দরে জাহাজ কর্তৃক মাল অপেক্ষা করার ১৮ হইতে ১৯৮ চক্রা; এবং পাকিস্থানে পাট বোঝাই সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যবসায়ী পাট ব্যবসায়ীদিগের মতে উহা পাকিস্থানে বন্দরের বাজার দরে বহির্ভূত তুলনায় অপেক্ষা ৮৯ চক্রা। ভারতে পাট চাষীকে কম দর দিয়া পাকিস্থান হইতে অনেক চক্রা দরে এই পাট ক্রয়ের সিদ্ধান্ত অসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ স্বাভাবিক। ভাষ্টেটের দ্বারা ভারতে মূল অবাধে হইয়াছিল; আর এই তুটি দ্বারা পাকিস্থানে মূল চলিবে।

এই মূল সমিতি যে পাট নির্বাচনের তাহা সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট ও অধম বিদেশের অযোগ্য বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। অন্য কোন দেশে এই পাট সমানের উপযোগী হয়পাতি নাই, এক অপেক্ষাকৃত কম পাট না মিলাইলে উহা মূল সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে মূল ক্যালিফোর্নিয়া পরিষদ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে ভাল পাটের অভাব যাহা কিনা উৎকৃষ্ট চট ও বস্তা তৈয়ারী করিয়া মূলার অধেকাংশ স্থানীয় যোগান কিনা ভালো কোন মাল তৈয়ারী করা সম্ভব নয়। সেরূপ মাল আমাদিগের হাতে অতীতে আসিয়া উপস্থিত না।

(৬১ পৃষ্ঠার পর)

হইতেন। এই বিষয়ের কথা তোলা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক প্রেস নোটে বলিয়াছেন যে, ১১৫ সে হইতে তিনি কার্যভার গ্রহণ করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে অবশ্য কুলায় ডাকিবে। কিন্তু তিনি পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমরা তাঁর আমাদের কথা বলিয়াছেন। যাই হোক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার প্রতিষ্ঠানের নামে এরূপ অপব্যয় থাকা সম্ভব নয়। যদি কোথাও কোন ত্রুটি ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে সে ত্রুটি গোপন করিয়া যেন লোকের মনে অবিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হইবে এবং তাহার পরিমার্জন তাহা হইবে না। সেইজন্য আমরা এবার বিষয়ে যথাযথ তথ্য প্রকাশ করিয়া দেওয়াই সমীচিন বলিয়া মনে করি। নব নিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলার তাঁহার কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াই কাজে হাত দিবেন বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা ইহাও আশা করি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন দৃঢ় করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। তাহা যদি তিনি পারেন, তাহা হইলেই তিনি এই নূতন কাজে খাঁটি যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারিবেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার অবাধ দলের প্রতিষ্ঠানের কোন অবাধার নাই। কিন্তু যিনি যাহাদিগকে সাথে চরিত্রার্থ করিতে গিয়া এক বা একাধিক যাহারা এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত হইয়াছেন। এই সব কারণে তত যাহারা বাহা সব নিযুক্ত ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত অন্যোপাধ্যায় তাঁহাদের সন্তান করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিবার প্রয়াস ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রণব নাথ অন্যোপাধ্যায় যে অধিক সাহস প্রকাশ করিয়াছেন, নূতন ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত পঙ্কজনাথ তাহা দিতে কলাচারিত করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা মনে করি।

(৫০ পৃষ্ঠার পর)

ইঞ্জিনিয়ারিং

রেল ওয়েট ৮৵০, ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩১৵০, ষ্টীল কর্পোরেশন ১৯৷০, হুকাচাঁদ ৭৷০, ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩১৵০, জেসপ এণ্ড কোং ১৪৸০, বার্ণপুর ১১০, হুকাচাঁদ ৮৵০, ষ্টীল করপোরেশন ২৯৷০।

চা

বাগরাকোট ৩০০৲, বিজনবাড়ী ৪৫৲, ডিব্রুগড় আলী ২৩০।

বিবিধ

আয়রোলো ব্রাদার্স ২৪০, এসোসিয়েটেড কমার্শিয়াল ৪৬৵০, বাজার পেপার ৩১৲, বার্ণপুর কোক ২৩৩, কলিকাতা ট্রাম ১৮০, মার্টিন বার্ণ ১৬৵০।

(৫২ পৃষ্ঠার পর)

সাধারণ ভাবে দেশের খাদ্য পরিস্থিতি আলোচনা এখন যৌথভাবে সম্ভবপরবশ হয়া গেল। এরূপ আশা করিয়াছে যে, খাদ্যশস্য আমদানীর কমিটি আদি এইরূপ প্রকাশিত করিয়াছেন যে, ১৯৫১ সালে যাহা সম্পূর্ণতা সম্ভবের পর তাহাতে পাঁচ পড়িবে উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ প্রথা বাতিল করিতে হইবে। এই কমিটি আরও এইরূপ বলিয়াছেন যে, নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইবার পূর্বে খাদ্যশস্যের সমস্ত তাহাদের মোট খাদ্য পড়িবে পরিমাণ মজুতের নিয়ম প্রবর্তন করিতে হইবে এবং উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পড়িবে তাহার মালিকে হইবে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ যদি সাধারণতঃ করিতে হয়, তাহা হইলে দেশবাসীর হাতে যাহা সম্পূর্ণতা সম্ভবে নিশ্চয়তা তার আমদানি করিতে হইবে। কিন্তুদিন পূর্বেও অসাধারণ পণ্যদ্রব্য লইয়া কালোবাজারের পরিচয় যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহাতে বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলিয়া দিয়া আর পরীক্ষা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের হয় না।

বিজ্ঞাপনাবলী

• "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

• মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

• ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

• ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
এজেন্সীর জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত" এবং হুকাচাঁদ্রাল বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে

রিপ্রোডাক্সন প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, অক্সফোর্ড এভিনিউ, কলিকাতা হইতে শ্রীকালাচাঁদ অন্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও আর্থিক ভারত লিঃ এর পক্ষে এস কুমারস্বামী বিল্ডিংস, ২৩এ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রণ-সংখ্যা :— নিয়ন্ত্রণাধীন।

With best Compliments of the Ec

REGD. No. C. 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ ; ৩১শে মে ১৯৫০ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৫৩	প্রাসঙ্গিক	
ঔষধের চোরা কারবার		ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ	
প্রাসঙ্গিক	৫৫	পণ্যদ্রব্যের বাজার	
কমিউনিষ্ট দৌরাত্ম্য		চা উৎপাদন বৃদ্ধি চিনি উৎপাদন হ্রাস	
আমেরিকায় সিগারেট		শেয়ার বাজার	
মযূরাক্ষী বাঁধ		সপ্তাহ শেষে সামান্য উন্নতি	
ফিনান্স কমিশন	৫৬	সংবাদ সংকলন	৬০

ঔষধের চোরা কারবার

ছয় শত কোটিপতির শপথ গ্রহণের সংবাদ সকলেই জানেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করেন যে, জীবনে তাঁহারা আর চোরা কারবারে লিপ্ত হইবেন না। ইহা বেশি দিনের কথা নহে। পনের-বিশ দিনের কথা হইবে। এ সংবাদ আমরা শুভ সংবাদ হিসাবে গণ্য করি এবং সে সম্বন্ধে মন্তব্যও করিয়াছি। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে ব্যবসায়ীদের মনে এবার হইতে শুভবুদ্ধির উদয় শুরু হইল। ছয় শত কোটিপতি এই শপথ গ্রহণ করিয়া দেখিয়া অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মনে এই শুভ ভাব সংক্রমণ করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম। এবং সেই শুভ সংবাদ প্রচারের জন্য উৎসাহিত বোধ করিয়াছিলাম।

কিন্তু টাটকা একটি সংবাদে আমরা সঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছি। পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন ও অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনের ঔষধ লইয়া পশ্চিমবাংলার ব্যবসায়ীগণ চোরাকারবার শুরু করিয়াছেন। মুমূর্ষু রোগীর জন্য যে ঔষধ প্রয়োজন তাহা সহজে পাইবার আর উপায় রহিল না। একেই ইহা মূল্যবান ঔষধ তাহার উপর চোরাকারবারীরা ইহার অকস্মিকের সুযোগ লইয়া আরও মোটা দাঁও মারিবার জন্য সব ঔষধ লুকাইয়া ফেলিয়াছেন। অর্থের প্রতি লোভের বশে তাঁহারা কত নীচে নামিয়া গিয়াছেন এই ঘটনা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ব্যবসায়ীরাও যে মানুষ, ইহা আমরা যেন কিছুতেই মনে করিতে না পারি তাহার জন্যই বুঝি তাঁহাদের এই হাত সাফাই।

ছয় শত কোটিপতি যে সব শপথ গ্রহণ করেন, তাহার মধ্যে একটি ছিল এই যে, তাঁহারা চোরাকারবার বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যাতে ব্ল্যাক মেলাও বন্ধ করিবেন। কিন্তু মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎ-

মার্কে যেসব ঔষধ প্রয়োজন, তাহা খুলাইয়া ফেলিয়া অত্যাবশ্যক ঔষধ আমদানি করা হইবে কি না, এ বিষয় তাঁহারা কোনো সুস্পষ্ট প্রস্তাব করেন নাই। তাঁহাদের প্রস্তাবের তালিকার মধ্যে ঔষধ সংক্রান্ত কোনো কিছু আমরা দেখি নাই। তাই মনে হইতেছে, এই সুযোগে লইয়াই কি এইসব বৃহদ্বয়েরা পেনিসিলিনের ন্যায় ঔষধ পত্রাদি বাজার হইতে সরাইয়া লইয়াছেন। ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে হইলে মতলবাজ খুলাখুলি ভলাভলি দিতে হইবে—এরূপ সংস্কারকে বিদায় যাহে বা থাকা উচিত বলিয়া আমরা কখনো শুনি নাই।

বাজার হইতে পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদি ঔষধ সরাইয়া ফেলায় পশ্চিম বাংলার এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে এইসব ঔষধের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হইয়াছে। বিদেশ হইতে পর্যাপ্ত আমদানি নিশ্চয় করিবার জন্য ভারত সরকারের যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে হয় তাহার ফলে এইসব ঔষধপত্র পূর্বের ন্যায় অবাধে আমদানি করিবার আশা নাই বলিলেই হয়। এই ঘটনাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গণ্য করিয়া ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের অতীত পূর্বের ন্যায় ইতিমধ্যেই লাগিয়াছেন। কেন পেনিসিলিন ষ্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদি ঔষধ বিদেশ হইতে আমদানি করিবার নির্দেশ তাহার সরকার এইসব ঔষধ বিদেশ হইতে আমদানি করিবার স্থির করিয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজন এত বেশি যে বিদেশে করিয়া সকল চাহা মোচন করিতে হইবে। তাহার সরকার এরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন সাধারণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ব্যবসায়ীদের ভয়ভীতি-মনোবৃত্তির সুযোগ বোম্বাই সরকার উক্ত রাজ্যের মধ্যেই পেনিসিলিন ফ্রেজ করিয়া লইতে বাধ্য হন। সরকারী ওষুধালয়ের এইসব ঔষধ সাধারণে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সরবরাহ করা যাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই বোম্বাই গবর্নমেন্টকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। বোম্বাই গবর্নমেন্ট যাহা হউক যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, এখন তাহাদের ব্যবসায়ীরা যাহা হইয়া সেই পথ অবলম্বন করিতে হইতেছে। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। দেশের লোকের উপর বা ব্যবসায়ীদের উপর কোনরূপ আস্থা রাখিবার ভরসা যেন আর নাই। দেশের ঔষধ, পানীয় ও পথ্য লইয়া চোরাবাজার যেন না হয়, সেজন্য পুলিস ব্যবস্থা যে-যেসব গ্রহণ করিতে হয়, সে-দেশ যে সভ্য তাহা আমরা বিশ্বাস করি কেমন করিয়া।

জরুরি প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ভারত সরকার বিমানে করিয়া পেনিসিলিন ইত্যাদি আমদানির ব্যবস্থা করিয়া ভালো করিয়াছেন। [illegible] ঔষধ পত্রাদি দেশে পৌঁছিলে তাহা সরবরাহ করিবার ভার যাহা [illegible] তাহা দেখিবার [illegible] আগ্রহী হইলাম। ভারত সরকারকে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা যেন দেশের লোককে ইচ্ছার অসুবিধার মধ্যে না ফেলেন।

দেশে পণ্যদ্রব্যাদির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের দাবি জানানো হইতেছে। বলা বাহুল্য, নিয়ন্ত্রণ বিরোধী আন্দোলনের পিছনে ব্যবসায়ীদের হাত আছে কি না। ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের ব্যবহার ও আচরণের দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহাদের কোনো প্রস্তাবেই আর বিশ্বাস করা চলিবেনা। যাহারা মারাত্মক বাধাবিপত্তি প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রাদি লইয়া এভাবে ছিনিমিনি খেলিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারেন, তাঁহাদের সম্পর্কে উহার পর হইতে অধিকতর সতর্ক হইতে হইবে। আমরা সমগ্র ব্যবসায়ী মহলকে ঢালাওভাবে সাধু বলিয়া যাইতে বলিতেছি না। কিন্তু যেহেতু তাঁহারা মারাত্মক খুলাখুলি মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার তাঁহারা করুন, এটুকু আশা হয়ত করা যায়।

ব্যবসায়ীদের এই অত্যাচারের ফলে বিদেশে ভারতের সুনাম নষ্ট হইতেছে। দশ বা পাঁচ বিদেশে রপ্তানি করিবার সময় ব্যবসায়ীগণ তাহার দ্বিগুণ নানারূপ ভেজাল ভরিয়া দেন। উহার দ্বারা তাঁহাদের প্রেরিত পণ্যের ওজন বৃদ্ধি হয় এবং তাহারা অধিক লাভের পান কিন্তু বেশী উহাদের এই অত্যাচারের ফলে বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্যের কদর যে দিন দিন কমিতেছে, তাহার যথেষ্ট নজির আমাদের নিকট আছে। কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের কোনো কার্যের দ্বারা যদি দেশের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় ও মর্যাদা নষ্ট হয়, তাহা হইলে এই ব্যবসায় প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া আমরা বিবেচনা করি।

ব্যবসায়ীদের এইসব কার্যকলাপের দ্বারা তাঁহারা দেশে-বিদেশে ঘৃণ্য ও ঘৃণিত জীব রূপে পরিগণিত হইতে চলিয়াছেন। ব্যবসায়ী-মাত্রেই যে এইরূপ কার্য করেন, একথা আমরা বলিনা। কিন্তু ব্যবসায়ীদের মধ্যে যদি একশ্রেণীর লোক এইরূপ কাজ করিয়া চলেন তাহা হইলে ক্রমশ সমস্ত দায়িত্ব সমগ্র ব্যবসায়ীদের উপরে গিয়াই পড়ে। এই কারণে, ব্যবসায়ীদের এখন কর্তব্য হইতেছে নিজেদের মধ্য হইতে এইসব অসাধু ব্যক্তিদের বহিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করা তাঁহাদের উচিত, যাহারা এইভাবে চোরা কারবার করে ও মানুষের জীবন লইয়া টানাটানি খেলে তাহাদের নাম-ধাম-ঠিকানা বলিয়া দেওয়া। গবর্নমেন্ট যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করুন না কেন, তাহার সহিত সহযোগিতা না করা ছাড়া সমাজ বিরোধীদের দমন করার আর পথ নাই।

ভারতের আর্থিক উন্নতি-সাধন করিতে হইলে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সুনাম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সকল কারবারীর এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। নিজের ব্যক্তিগত সাময়িক সুবিধার জন্য তাঁহারা যেন মানুষের জীবন লইয়া ছিনিমিনি না খেলেন এই আমাদের আবেদন। হয় শত কোটিপতি দেশের লোকের মনে যে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছি তোল, পেনিসিলিনের ব্যবসায়ীরা সে উৎসাহে বাধা দিলেন।

প্রাসঙ্গিক

কমিউনিষ্ট দৌরাত্ম্য

রাজস্থানে কমিউনিষ্টরা একটানা দৌরাত্ম্য করিয়া চলিয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিক কমিউনিষ্টরা প্রায় ডজনখানেক ডাকাতি রাহাজানি করিয়াছে ও বিশ হাজার টাকার সম্পত্তি ছিনতাই করিয়াছে। তাহার পরবর্তীকালে কমিউনিষ্টদের এই দৌরাত্ম্য দ্বিগুণ ও তিনগুণ বর্ধিত হওয়ায় এজেন্সি পুলিশ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই পুলিশ বাহিনী যে কাজ করিতেছে, তাহা ডাকাতি, রাহাজানি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু কমিউনিষ্টরা যদি নিজেরা উহাকে রাজনীতি বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। দলটি পার্লামেন্টে উক্তি উত্থাপন করিয়া আমাদের বলিতে হইতেছে যে, নিজের দেশের চোর ডাকাতের প্রতি সরকারই দয়া করিবার নীতি গ্রহণ করে কি না। যাহারা অবাধে লুটতরাজ করিতে পারে এবং নিজের দেশের মালপত্তি বিনষ্ট করিতে পারে তাহাদের প্রতি সরকারের দয়া করিবার প্রয়োজন কি তাহারা এইরূপ দুষ্কার্যের ভার পুরাপুরি তাহাদেরই তো আমাদের দেওয়া উচিত। তাহাদের দয়া করিবার জন্য সরকার কি লাভিত নাই? চোর ডাকাত ইত্যাদি হাত হইতে পুরুষদের রক্ষা করা ব্যাপারে সরকারের দৌর্বল্য বা ঢিলা প্রকাশ করিলে চোর-ডাকাতদের বেলা প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তেমনি এইসব কমিউনিষ্টদের প্রতি মামলা অবলম্বনে কি করিলে তাহারা জামাই পাইবে। রাজস্থানে বসবাসকারী এই রাজ্যের মূল সরকারী সিদ্ধির কাছে বলিয়া আমরা মনে করি। বাঙলাদেশে কমিউনিষ্টদের রাজনৈতিক দল বলিয়া স্বীকার করা আমাদের আপত্তি আছে। উহারা রাজনীতি করে নাই। রাজনীতির মুখোশ পরিয়া উহারা নরহত্যা করিয়াছে বা লুটতরাজ করিয়াছে। রাজনৈতিক পর্যায়ে ফেলিয়া উহারা আমাদের পাইবার এই সেই কারণে? কেন আমাদের ওয়াচার, এজেন্সি বুঝাইবে অথবা ও মুখস্থ করিয়া সেই কমিনিষ্ট রাজনীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য পাঠাইয়াছে যাহা আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টিকে কখনও বলিয়া ঘোষণা করি করা যায়, না হোক। কিন্তু যাহা বা লুটতরাজের ভয় রাজ্যের শ্রেণীর জন্য হইবে যা হইবার আমাদের কোনো রাজনৈতিক দলের নাম ছোড়া কেন, তাহাদের বিচার করিবার ভার তাহাদের কাছে ছাড়িয়া দেওয়াই ভালো। কোনো অপরাধ যদি ওই পার্টির নেতার এবং তাহা হইলে তাহাকে তাহার কৃতকর্মের ফল ভুগিতে হইবে অথবা যদি কিনা তাহাকে রাজনৈতিক দলের নেতা হইবে কি না হইবে আমাদের বিচার্য। আমরা এইসব কর্তৃপক্ষের কিছু জানিতে চাই যে, তাহারা সেন ও সেবাদাসীকে কথা করিবার জন্য কমিউনিষ্টদের সম্বন্ধে কোনো নীতি গ্রহণ করিবে কি না। সেই সঙ্গে সেবাদাসীকে কৃতজ্ঞতা দিতে এবং কমিউনিষ্টদের দেশের মুক্ত করিতে। ইহার জন্য উপযুক্ত ভাবে প্রচার কার্য করিতে হইবে।

আমেরিকার নিরাকৃত

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী খাঁ আমেরিকায় সফর করিয়া বেড়াইতেছেন। সেখানেই তিনি [illegible] পাইতেছেন। সেখানেই তিনি ভারত-পাকিস্তান চুক্তির কথা উল্লেখ করিতেছেন ও পণ্ডিত নেহরুর নামের সঙ্গে মিথ্যার মধু জড়াইয়া চুক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছেন। তিনি এইরূপ চুক্তি করিয়া একদল

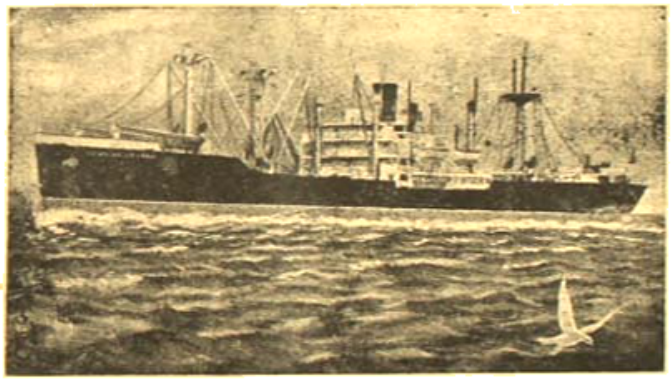

ইণ্ডিয়া ষ্টিমশিপ কোং লিঃ

চারত, ব্রহ্মদেশ ও কন্টিনেন্ট

আমাদের বিশেষজ্ঞী জাহাজগুলি ভারত-ব্রহ্মের পোর্ট ব্লেয়ার, পোর্ট ব্লেয়ার, নিকোবার আন্দামান, চাঁদবালি, ঘাটলাপাল, রেঙ্গুন, মাণ্ডলে, মেরগুই, তাভয়, মেরগুইজেটস ও অন্যান্য চট্টগ্রামস্থ বন্দরগুলিতে নিয়মিত মাল বহন করে।

ভারতের উপকূল

আমাদের উপকূলস্থায়ী জাহাজগুলি কলিকাতা, বিশাখাপত্তন, মাদ্রাজ, কালিকট, টুটিকোরিন, কোচিন, বোম্বাই ও অন্যান্য প্রধান উপকূল বন্দরে নিয়মিত মাল ও যাত্রী বহন করে।

আপনার সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী কার্যের জন্য এই কোম্পানীর সহিত যোগাযোগ করিয়া আমাদিগকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

মালপত্রের ভাড়া ও অন্যান্য বিবরণাদির জন্য অনুসন্ধান করুন:

ম্যানেজিং এজেন্টস্ঃ লায়োনেল এডওয়ার্ডস্ লিঃ

ডি-১, ক্লাইভ বিল্ডিংস্, কলিকাতা। ফোন: ৮৮৩১, ৮৮৩২ ও ৮৮৩৩।

হয় বাকি বন্ধিত করা হইয়াছে ও আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে সঞ্চিত তহবিল হইতে এককালীন দেওয়া হইয়াছে। তাহার পুরণকার্যে যে টাকার প্রয়োজন তাহা ধার করা হইবে। এদিকে এই চুক্তির ফলে পাকিস্তান-সরকার ট্রেন-চলাচল ও মাল-আমদানীর উপর বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, ফলে কলিকাতার বাজারে আগুন জ্বলিয়াছে। সকল ভালো কিন্তু এই চুক্তি সম্পর্কে নিরাকরণ আশ্চর্যজনক। পাকিস্তানের মোসাদ্দেক কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করিয়াছেন। সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন বটে। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে পাকিস্তানের কোন্ বিষয়ে তুলনা করিয়াছেন? পাকিস্তানের মোসাদ্দেক বলিয়াছেন, তাহার দেশের লোক সুইজারল্যাণ্ডের লোকের মতো কর্মঠ। কিন্তু তাহার সঙ্গে ইহার তুলনা করা হইল কিসে? কিস

এক লক্ষ একর জমি পড়িবে এবং যে পরিমাণ বাড়তি শস্য উৎপাদিত হইবে তাহার পরিমাণ আট ও নয় লক্ষ টন হইতে পারে। এইভাবে বাঁধ নির্মাণ করি কেন তাহা হইলে লাভ যে হইবে সে বিষয় কোনো সন্দেহ নাই। ইহার সহিত বাকোরা বাঁধ নির্মাণ ও যদি পাকিস্তান হয় তাহা হইলে আশা করা যায় যে, ভাকরার বাঁধ নির্মাণের ফলে এই দুই বাঁধ অনেক সাহায্য করিতে পারিবে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সমাপ্তি পরিসমাপ্ত হইতে ১৯৫৩ সাল লাগিবে, অর্থাৎ সমাপ্ত হইতে ১৯৫২ সাল। কিন্তু ভারতকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য যে তারিখ ধার্য হইয়াছে তাহা ১৯৫১ সাল। অতএব দেখা যাইতেছে, ১৯৫১ সালের জন্য খাদ্যে আত্মনির্ভরতা লাভের জন্য এই সকল বাঁধের উপর নির্ভর করা হইতেছে না। কিন্তু প্রশ্ন তো কেবল খাদ্য না। প্রশ্ন আছে পাট, প্রশ্ন আছে তুলা। ভারত সরকার একযোগে এই তিনটি পণ্যে ভারতের স্বয়ং সম্পূর্ণ করিতে চাহেন। এইসব কারণেই দেশের লোকের মনে সংশয় জাগা স্বাভাবিক। দেশের শাসন ব্যবস্থা বানচাল করিয়া দিবার জন্য যে-সব সমাজ বিরোধী শক্তি ও তাহা নেতৃত্ব-সংগঠন ভার করিয়া বেড়াইতেছেন, এবং মুখ্যতঃ আমরা যাঁহা বন্ধুত্ব-বিশ্বাসের ভিত্তি করিয়া তুলিতেছেন তাঁহারা দেশের এই দারুণ দুর্যোগ যে সুযোগের গ্রহণ করিতেছেন তাহা সকলেই বুঝিতেছেন, এবং সরকার পাকিস্তানও তাঁহার কোনো সহযোগিতা তাহা স্বীকার করিয়াছেন। খাদ্যের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে পারিলেই যখন দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে, তখন পাট বা তুলার চাষ আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া সমগ্র শক্তি খাদ্যশস্যের উৎপাদনে নিয়োগ করাই সমীচীন ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। পাট সম্বন্ধে যে, না, সুতরাং ছিলেন হইতে আমদানির প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তুলা তো বিদেশ হইতে আসে। একই সঙ্গে তুলা চাষের দায়িত্ব ও গ্রহণ না করিয়া এই প্রবাটি বিদেশ হইতে আমাইবার ব্যবস্থা করাই সময়ের দিক বলিয়া আমরা মনে করি। তুলা চাষে যে-অর্থ যে-শক্তি ও যে-বুদ্ধি ব্যয়িত হইতেছে তাহা খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা করিলে অধিকতর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু ব্যাপারটি ইতিমধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, এখন আর তুলার জন্য বরাদ্দ জমিতে ধান চাষ হইতে না। কিন্তু খাদ্যশস্য উৎপাদন আদৌ বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না, পাইয়া থাকিলে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; এবং ১৯৫১ সালের মধ্যে কতটা উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা—সে সম্বন্ধে বিস্তারিত হিসাবাদি প্রকাশ ও প্রচার করা উচিত। এক সপ্তাহের মধ্যে যদি সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা সর্বসাধারণকে অবহিত হইবে। অন্যথায় সমাজ বিরোধীদের অপপ্রচার বন্ধ করা অসুবিধাজনক হইতে থাকে।

ম্যালেরিয়া কমিশন

বিহার এক সংবাদে জানা যায় যে, ভারতের নূতন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিংবদন্তি কমিশন গঠনের যে সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণ ভারতের অন্তর্বর্তী রাষ্ট্রপতি আগামী শরৎকালের মধ্যেই এই কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সংবাদে পশ্চিমবঙ্গ বাসীদের আনন্দ প্রকাশ করা স্বাভাবিক। আমার ও পাট-ব্যবসায়ের ব্যবস্থ যে অর্থ ভারত সরকারের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় ও তৎপরে বিভিন্ন প্রদেশ বা রাষ্ট্রের জন্য বণ্টিত হয়, তাহাতে অধিক ভাগ পশ্চিমবঙ্গ তাহার প্রাপ্য পাওয়া হইতে বঞ্চিত হইতেছে বলিয়া ধারণার অবকাশ আছে বলিয়া মনে করেন। এই ধারণা যাহাতে ভ্রান্ত ও সুদূরপরাহত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বিভাগ আয়ের প্রকৃত পরিমাণ ও তাহা ভাগ-বাটোয়ারা ব্যবস্থা করিবার জন্য নিয়োগ করা হয়। শ্রীযুত দেশমুখ তাঁহার রায় দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রায়ে পশ্চিমবঙ্গ খুশি হইতে পারে নাই; পরন্তু যে পরিমাণ অর্থ পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পাওয়া উচিত বলে তাহার অনেক কম ধার্য করা হইয়াছে। পাট বাবদ ভারত সরকার যে পরিমাণ কর পান, তাহার একটা মোটা অংশ বাংলাকে দেওয়া কর্তব্য। কেননা, এই কর কেবল বাংলাদেশ হইতেই আদায় হয়। আমরা কয়েক বৎসর হইতে যে হারে বাংলাকে দেওয়ার কথা শ্রীযুত দেশমুখ বলিয়াছেন, তাহাতে না হয় সন্তুষ্ট হওয়া গেল। কিন্তু পাট বাবদ অতিরিক্ত অর্থ হইতে আমরা কিছিৎ বেশি বাংলাকে দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু সেই মূলের বাঁটোয়ারা ব্যবস্থা সাময়িক। এই কারণে বিভাগ কমিশনের নিয়োগের সংবাদে বাংলার জনসাধারণ আশ্বস্ত বোধ করিবে। কেন না, এই কমিশনের নিকট বিভিন্ন রাজ্যের দাবির পরিমাণ ও তাহার যুক্তি পেশ করিতে পারিবে এবং তাহা দাবী জানাইতে পারিবে।

ম্যালেরিয়া উন্মূলন

ভারতে প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়াজ্বরে কিছু লোক মারা যায়। প্রায়শঃ অবশিষ্ট অধিবাসী এই রোগের কবলে পড়িয়া অকর্মণ্য ও রুগ্ন হইয়া থাকেন। এই রোগ দূর করিবার জন্য সরকারের তরফ-তরফা হইয়াছে, নানা প্রকার ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়াছে, কিন্তু এ রোগকে দমন করা যায় নাই। বিশ্বস্বাস্থ্য সংঘের ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞ কমিটির চার পাঁচজন সদস্য সম্প্রতি কলিকাতায় বলিয়াছেন যে, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে, ভারত হইতে ম্যালেরিয়া দূর করা যাইতে পারে। ইঁহারা ডেনেজুয়েলার ম্যালেরিয়া-বিনাশের প্রসঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, ডেনেজুয়েলা সর্বাপেক্ষা সহজে বেশি অর্থ ব্যয় করিলে স্বাস্থ্য বিভাগের বজেট, এবং আগামী দুই বা তিন বৎসরের মধ্যে ডেনেজুয়েলা হইতে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, এখানে অনেক কম খরচে ম্যালেরিয়া দূর করা নাকি সম্ভব। তাঁহার হিসাব-মত মাথা পিছু এক টাকা খরচ করিলেই ভারত ম্যালেরিয়া মুক্ত হইতে পারে। মাথাপিছু এক টাকার হারে হইবে মোট আনুমানিক ৩০ কোটি টাকা। এই টাকা খরচ করিলে ম্যালেরিয়ার মত মারাত্মক ব্যাধি যদি দূর হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য চেষ্টাদি করা ভারতসরকারের কর্তব্য। এই ৩০ কোটি টাকা এক বৎসর অন্তর খরচ করিতে হইবে না, সুতরাং টাকার পরিমাণ ভারতের ন্যায় দেশের অনুপাতে খুব মোটা বলিয়াই হইবে। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, কতগুলি টাকার জমিয়া জমিয়া কিসের রোগ তাড়া পড়িবে না। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী মোট টাকার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে, ভারতের স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে অনায়াসে ফিরে বলিয়া আমরা আশা করি।

নিবন্ধাবলী

• "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

• মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

• ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

• ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
গ্রাহকশ্রেণীর জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত" এবং কমার্শিয়াল
বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা।
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে

পলা চুক্তের খবরাখবর

চা উৎপাদন বৃদ্ধি : চিনি উৎপাদন হ্রাস

ভারতের বহির্বাণিজ্যের[illegible]ঘনিষ্ঠ পাট ও পাটজাত পণ্যই বিশ্বের বাজারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিক্রি হয়। কিন্তু তাহার অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছে চায়ের এক্ষেত্রে আশা করা যায় যে, গত তিন বছরে চায়ের উৎপাদন যেরূপ বাড়িয়াছে তাহাতে রপ্তানি করিবার জন্য উদ্বৃত্ত পরিমাণ ১৯ কোটি কিলো পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। তাহাতে আমাদের চায়ের চাহিদা বাড়িবে এবং মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। সেই চাহিদা মিটাইবার জন্য উৎপন্ন চায়ের অনেকটা পরিমাণ বন্ধ করিতে হইবে। যদি আমাদের চায়ের চাহিদা এরূপ হারে বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে এই অতিরিক্ত পরিমাণ চা রপ্তানি করিয়া অনেকটা পরিমাণ বৈদেশী অর্থ [illegible] করা সম্ভবপর হইত। ইতোমধ্যে চায়ের চাহিদা বিশ্বের বাজার হইতে চায়ের চাহিদা মারাত্মক ভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং আমাদের চা-উৎপাদনকারীগণ উহার [illegible] উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ আশা করা যায় যে, চায়ের রপ্তানি ও আভ্যন্তরিক অধিক পরিমাণ চা বন্টনের করিবার জন্য মোট প্রচেষ্টা করা হইবে বলিয়াও বিশ্বাস করিতে

এক সঙ্গে প্রয়োজনের সবটা চা জন্ম করা সম্পর্কে চুক্তির ৭ ধারাটির মধ্যে আলোচনার ফলাফল সকলেই বিশেষ সন্তোষের সাথে করিয়াছেন।

এরূপ আশা করা যায় যে, ১৯-সিরের বাণিজ্য এ বৎসর সন্তোষ জনক হইবে, কেননা অন্যান্য দেশের পক্ষেও বিশ্বের প্রতিযোগিতা করিতে হইবে না। তাঁহার ফলে অন্যান্যদেশের পুরিমা যে বিশেষ হইবে, তেমন নয়। তাহাতে অধিক পুরিমা লাভ করিবে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সমূহ। ইন্দোনেশিয়ার এবৎসর উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করিয়াছে। ১৯৫১ সালে ইন্দোনেশিয়ার ৫ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড চা উৎপাদিত হয়, এ বৎসর ৭ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বিশেষ যে, এ-বৎসর চীন দেশে চা উৎপাদন পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে। ইহা ছাড়াও চা উৎপাদনকারী দেশ সমূহেও চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপ বিভিন্ন-বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আন্তর্জাতিক বাজারে বর্তমান বৎসরের বিশেষ প্রতিযোগিতা করিতে হইবে না। যে ক্ষেত্রে এখন চা উৎপাদন করা হইতেছে, তাহা হইতে অন্তে ৫৪ ১১৫১ সালের দেশবাসীর নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত চা উৎপাদিত হইবে।

চিনি

উহার সমস্যের চিনির বাজারে যে কোনোরূপ ঘাটা-বাড়া করে নাই তা বলা চলে। বেশীর ঘাটা-বাড়া করিয়াছে, তাহার অতি সামান্য। বহির্বাণিজ্যে বাজারে চিনির দর হইতেছে মণ প্রতি ৬০ কিন্তু বিক্রয় দর হইতেছে ৩৯৮০। গত সপ্তাহে ৭ মিলের উৎপাদিত চিনির অন্তর্ধানের জন্য চিনির চাহিদার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফেডারেশন চাহিদা বৃদ্ধির ফলে দেশের বেশী পরিমাণ চিনি ছেড়ে দেয়, তাহাতে তাহাদের লুকাইয়েছেন। এই অনুমানের ফলে ডেলারাজারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়েছে। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ডেলারাজারের দরও বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়িয়াছে।

১৯৫১ সালে ভারতে যে পরিমাণ চিনি উৎপাদিত হয়, এবৎসর উৎপাদিত হইবার তাহা হইতে অনেক কম। বর্তমান বৎসরে এপ্রিল মাস পর্যন্ত মোট চিনি উৎপাদিত হয় ৩০ লক্ষ পরিমাণ হইতেছে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার টন। এ বছরের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৮০ হাজার টনের বেশি হইবে না। আখ মাড়াইয়ের সমস্যের লক্ষ চিনি উৎপাদন কারিগরের যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া সত্ত্বেও এ বছর চিনির উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস বিশিষ্ট হইবে বৈদেশিকের ভাব দেখা যাইতেছে।

চিনি সম্বন্ধে অন্য অবস্থার যদি আশাতীত পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলে বিশেষ হইতে চিনি আমদানি করা হইবে বলিয়া সকলেই নিশ্চয় অনুমান করিতেছেন বটে, কিন্তু এই আমদানির সম্ভাবনার বিশেষ আশাপ্রদ নয়। চিনি আমদানি করিয়া ভারতের চিনির চাহিদা মেটানো ইন্দোনেশীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্ভব হইবে না বলিয়া ইন্দোনেশীয় ভারত সরকারকে জানাইয়া দিয়াছেন। এখন অন্য কোন্ দেশ হইতে চিনি আমদানি করা যাইতে পারে, সে-স্থান হইতেছে কিউবা। কিন্তু কিউবা ডলার-এলাকাভুক্ত দেশ, তাহার সে-দেশ হইতে আমদানী করিলে ভারতের অর্থনৈতিক কোনো সুবিধা হইবে কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়। যদি কোনো বিশেষ দরে সেখান হইতে আমদানি করা সম্ভব হয় তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে, অনুমান হয়। চিনি আমদানি করার জন্য বিভিন্ন দেশের অফার অবশ্য চলিতে থাকিবে, কিন্তু আসলে আমদানি করা সম্ভব হইবে কিনা ইহা ভাবিবার বিষয়।

কলকব্জাদেশ-বৃদ্ধি অনেকটা দেশে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানা যায়, বিশেষ করিয়া কয়েকটি বৃহৎ উৎপাদিকে। জানুয়ারি হইতে উদ্বৃত্ত চিনি পাওয়া না যায়, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের চিনির চাহিদা মিটাইতে হইবে। চিনির দরের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে। শুল্ক বোনাসের নিম্নোক্ত অনুসারে বন্দরে পৌঁছা পর্যন্ত চিনির দর হবে প্রতি ২৭৲ টাকা হইতে হইবে। এই দর দেশে উৎপাদিত চিনির দাম দর হইতে অনেকটা ১৫৲ টাকা কম। গত বছর চিনি পাওয়া [illegible] দেখা দিয়াছিল, এ বৎসর যাহাতে অনুরূপ কোনো সংকট না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য চিনি নীতি বর্তমানে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। যদি আমদানী করা আদৌ সম্ভব না হয়, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও কঠোর করিতে হইবে। এবং বন্টনে চিনির পরিমাণও হ্রাস করিতে হইবে। আগামী অক্টোবর মাসে আখ মাড়াইয়ের মরসুম শুরু হইবে। সেই পর্যন্ত চিনি-সংকট আরো কয়েকমাস সহিত করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। সে যাই হোক, সংকট উপস্থিত হইবার পূর্বে বাজারে যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ চিনি পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

খাদ্যশস্য

উহর মেরেশের খাদ্যশস্যের বাজার স্থির আছে। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিভিন্ন ভাবে খবর আসিয়া পৌঁছিতেছে বটে, কিন্তু দাম ও বাণিজ্য কম পরিমাণে আসিতেছে।

এরূপ জানা গিয়াছে যে, আইজিয়ার সহিত ভারতের যে চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে আইজিয়া আগামী ৩.শে আগষ্টের মধ্যে ভারতকে ১০ লক্ষ টন খাদ্য সরবরাহ করিবে। আন্তর্জাতিক খাদ্য-চুক্তির সর্ত অনুসারে আইজিয়ার দেওয়ার কথা ছিল ৮ লক্ষ টন। ইহা সম্ভবতঃ নাকি একটা সংকোচ করা হইয়া গিয়াছে।

(শেষাংশ ৬০ পৃষ্ঠায়)

শেয়ার বাজার

সপ্তাহ শেষে সামান্য উন্নতি

কলিকাতা, শনিবার, ২০শে মে—এ সপ্তাহের শুরুতে বাজারের অবস্থা মোটামুটি তাঁহাদের ছিল ভাল হলে। কিন্তু তাহার পরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং ফাটকা বাজারে কিছিৎ অনিশ্চয়তার ভাব আসে হয়। শেষার বাজারে কেনা বিক্রয়ে মন্দ কাজ-কারবার হয়। ওয়েষ্টার্ন কেমিকের পক্ষে পরিচালক ছিল এবং এই শেয়ারের দর ৪৮৲০ পর্যন্ত ওঠে। বরাবরের মত কিছুটা কমিয়া গিয়া ১৩৯৲০ হয়, সেই দরে কেনার দর পুনরায় উঠিয়া ৫১৯৲ টাকা হয়। ফেরো মেঙ্গ ১৭৲ টাকায় ও অজান ৫২ টাকা দরে কেনা-বেচা হয়। পাট বিভাগে শেয়ারের দর ছিল ঢিলা। ফাটকা বাজারে এই বিভাগের শেয়ারের দর কিছুটা নামে। বরানগর ১৩৫৲ হইতে ১৩০৲ টাকায় এবং হুগলী ৩০৮০ হইতে ৩০৫৲০ আনায় নামিয়া যায়। আমার সেণ্ট্রিফিউগের দর সামান্য উঠতি ঘটে, এর শেয়ারের দর ২১৯৲ টাকা হয়। বেঙ্গলের দর বেশ চড়া হয়, ১১৩ টাকা দরে এই শেয়ার কিনিবার জন্য খরিদার বাজারে ছিল। কিন্তু এই দরেও বিক্রি করিবার জন্য কিছুসংখ্যক হিসেব অভাব দেখা যায়। নর্থীয়া ৭৩৮০ আনায় স্থির ছিল, উহাতেও ১৩৮৲ টাকায় স্থির থাকে। ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্রিক বিভাগের শেয়ারের দর বিশেষ ওঠা-নামা করে না। ফৈজাবাদ সেমিনারি ৭৮৲০ ও কুমার মুনী ৮৲ দরে কাজ-কারবার করে। মার্গারেট দর ৭।০ আনা ছিল, এবং এই দরে তাহা করিবার জন্য ক্রেতাদের মধ্যে আগ্রহের ভাব দেখা যায়। এমন কি, এই দর হইতেও বেশি দরে কিনিবার জন্য খরিদার বাজারে ছিল। বঙ্গের খোলার ও বস্ত্রের দরও ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর ছিল ৩৭৮০, ইণ্ডিয়া মেপোলেয়ের ২১৫৲০ ও ২২৲ টাকায় ওঠা-নামা করে। বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের প্রতি এই দিন বাজারে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। কলকাতা চৌরাঙ্গো ১৪৮০ আসানসোল ৪৬৲০ হইতে ৫১৲০, বি আই করপোরেশন ৫৯৲০ ও ইণ্ডিয়া সুগার সেণ্ট্রাল ১৪৲০ দর হয়। ঐ বিভাগের অন্য কোম্পানীর শেয়ারের দর ছিল ৫৩৲ ও বেঙ্গলুরুর দর ২৭৮০। তবে যেহেতু শেয়ারের দর বাজারে চড়িয়া দেখা যায় এবং এর দর ওঠে ১১।০ আনায়। সিমলাপুলি ৪৩৮০ দরে খরিদার পায়।

ইহার পর বিভিন্ন বাজারের অবস্থা বিভিন্ন দিয়া হয়। খরিদার অভাব-হেতুই এরূপ হইয়া থাকিবে। কিন্তু অন্যান্য বিভাগে এই দিন কেনা-বেচার ভাব কিছু ছিল। ৪৮৲০ আনা দরে ওয়েষ্টার্ন কেমিক্যাল ক্রেতা দাম করে। বরাবরের দর ফরিদা ১৩৮৲০ আনা হয়। কেমিক্যাল দর পুনরায় ৫১৯৲ টাকায় পৌঁছায়, ফেরো মেঙ্গ ১৭৲ দরে ও অজান ৫২ দরে কেনা-বেচা হয়। পাট বিভাগের দর অপরিবর্তিত ছিল। বাওলা ৩০৬৲০ হইতে ২৯৪৲০ আনায় নামিয়া যায়। অন্য পক্ষে বাওলীর দর কিছিৎ আগে ছিল, ইহার দর হয় ১৪০৲, পূর্ব দিন বরানগরের দর ছিল ১৩৫৲, প্রেসিডেন্সি দর ৫৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৪৲ টাকা হয়। প্রেসিডেন্সি ৭।৵০ আনা দরে খরিদার পায়। ১৯৮৪ সনে ফেরো শেয়ার লাভজনক হয়। ইণ্ডিয়ান রাবি বিভাগে এই দিন রাবিনগর-এর শেয়ারের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়, ৭৮০ দরেও খরিদার বাজারে পাওয়া যায় নাই। ফাটকা বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রনের ৩৪ কিছুটা নামিয়া ৩০।০ আনা হয়। টিন করপোরেশন বাজার বন্ধ হওয়ার সময় ২১৯৲০ আনা হয়। বিভিন্ন বিভাগে শেয়ারের দর অপরিবর্তিত ছিল। আলোকো ড্রাগ ১৩৫০ ও ভালকাটা ট্রাম ১৭৮০ আনা দরে কেনা-বেচা হয়। জেম পেপার ৪৯ টাকা দরের খরিদার পায়। চমৎকার শেয়ারের দরে উঠতি ঘটে, সিমলুপী শেয়ারের দর ৫৯ টাকা দরের কিনিবার দর কেনা বাজারে ছিল। এই দিন ডেবগুলের দর হয় ৩০৲।

কার-সন্তারে বাজারের অবস্থা বিশেষ কিছু বলা যায়। দর শেয়ারের ধরাই করিবার দিকে কেহ ঝুঁকিয়ে থাকে। কারণীর দুর্গার নূতন ভাবে নির্ধারিত হইবে, বাজারে এইরূপ গুজব রটিবার ফলে বিশেষ অস্বাভাবিক ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দিনের কাজ-কারবার শেষ হইবার মুখে প্রায় সব শেয়ারের দরেই সামান্য বৃদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু কলিকাতা বিভাগের শেয়ার বিশেষ উঠতি ঘটে না। বরাবরের দর ১৩৫৲০ আনায় নামিয়া যায় ও ফেরো মেঙ্গ দর ১৭৮০। অজান শেয়ারে ৫৮০ দরে কিছু কেনা-বেচা হয়। সাম্রাজ্যের উচ্চ কারবারের জন্য পাটের শেয়ারের দরে সামান্যই পরিবর্তন ঘটে। কেনা-বেচাও বিশেষ হয় না। একটা অনিশ্চয়তার ভাব বাজার খোলার সময় থাকায় দর হয় ২৯৮/ এবং এর পরে ঐ দর ২৯৮০ আনা হয়, কিন্তু দিনের শেষে সামান্য উন্নতি ঘটায় দর ৩০৵০ আনা হয়। বরাবরের ২৮০৲ টাকায় স্থির থাকে। ফেরো ১৩৮০ দরের খরিদার ক্রেতার দুই আগ্রহ করিয়ে সক্ষম হয়। ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্রিক শেয়ারের দর অপরিবর্তিত থাকে। বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারের কাজ-কারবার মোটেই হয় না। মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজের অজান শেয়ার ৫৪০০ দরে কেনা-বেচা হয়। এই একটি শেয়ার বাজীত এই বিভাগের অন্য কোনো শেয়ারের কাজ-কারবার আদৌ হয় নাই। বি আই, করপোরেশনের দর চড়া পাইয়া ৮০ হয়। চা বিভাগের, অনেকটি শেয়ারের দর এই দিন বৃদ্ধি পায়—বিশ্বনাথের দর ৩২৲, লঙ্গাইয়ের ৪২৲, খোলপুর ৩৪০ ও হাসিমারা ৬৯৲ টাকা দরে কেনা-বেচা হয়।

সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে, তাহা পাটের মূল্যমান পরিবর্তন করা হইবে না বলিয়া-এর আমদের বিশ্বাস, তাহার ফলে বাজারের অবস্থা কিছিৎ ভালোর দিকে যায়। শেয়ারের দর সামান্য বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু কাজ কারবারের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। সপ্তাহ শেষে কলিকাতা বিভাগের শেয়ারের দরে কিছুটা উন্নতি ঘটে, পাটের শেয়ারের দর এরূপ অপরিবর্তিত থাকে, বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারের দরও সামান্য বৃদ্ধি পায়।

বাজারের হালচাল

[বাজার বন্ধকালীন দর]

সরকারী কাগজপত্র

৩½ সুদের (১৯৪৭) ৯৭।০-৯৭½ সুদের ১৯৬৫-৭৫) ১০০/০, (১৯৭৫-৭৮) ১৯৯/০।

ব্যাঙ্ক

হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ৫১৲০, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৩৯৲।

কাপড়ের কল

কানপুর ১০৲০, নিউ ভিক্টোরিয়া ১৮৲০।

কয়লা খনি

বেঙ্গল ৫১৲০, কলকাতা ৮৲০, কুমারধুবি ১২৯৲০, বেঙ্গলি ২৯৲০, ব্রাহ্মণ ১৩৮৲০, সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া ১৮৲০, জেনো মেন, ১৯৲০ অজয় খনিজ ৩৯৲০, পাতানিয়া ৩০৲০, ইণ্ডিয়ান ১৯৯/০, জামুরিয়া ২৯৲০, ওয়েষ্টার্ন বেঙ্গল ৫১/০।

পাট

অন্নদাপাড়া ১৪১৲০, আলো ইণ্ডিয়া ২০৫৲, বরাহনগর ৭০৫৲০, বজবজ ১৮৯৲০, বেলঘরিয়া ৫৯৲০, বেঙ্গল জুটমিল ৩৯৯৲০, বেঙ্গল

(শেষাংশ ৬০ পৃষ্ঠায়)

সংবাদ সংক্ষেপ

[illegible]

ভারতীয় [illegible], পেট্রোলী সরকার [illegible] এবং [illegible] সভাপতিত্ব [illegible]

[illegible] সমিতি গঠন

সাম্প্রতি [illegible]-আয়ের একটি মূল্যবান আবিষ্কার করিয়াছে যে, যন্ত্রপাতির [illegible] যন্ত্রপাতি [illegible] সমিতি [illegible] সংস্থা [illegible] সমিতির [illegible] সমিতি [illegible] সমিতি [illegible] সমিতি

...h best Compliments of the Edi-

REGD. No. C. 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৭ই বৈশাখ, ১৩৫১ ; ৩০ শে ১৯৪৪ [মূল্য ।৵

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৬১
অর্থসচিবের পদে স্যার চিন্তামন	
খাদ্যের স্বাধীনতা	৬৩
প্রাসঙ্গিক	৬৪
মাছ, ডিম, তরিতরকারি	
লায়েক আলীর নূতন পথ	
রাজপথে মেয়ে-পুলিশ	
প্রাসঙ্গিক	৬৫
পশ্চিম বাংলার নদী সম্ভার	৬৫
পশমজাত বাজার	৬৬
পশ্চিমবঙ্গে রবি শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি	
শেয়ার বাজার	
নূতন অর্থসচিব নিয়োগে [illegible]	
সংবাদ সংকলন	৬৮

অর্থসচিবের পদে স্যার চিন্তামন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার স্যার চিন্তামন দেশমুখের নিয়োগ [illegible] নির্বাচনেই সন্তোষের ও আনন্দের আভাস পাওয়া যাইতেছে। ভারতের আর্থিক নীতি এখন পুরাপুরি ভাবে ভারতের নেতৃবৃন্দ-দ্বারা বা ভারতের মুখিবর্গ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, এরূপ দাবী আমরা করিতে চাহি না। বস্তুত পক্ষে এখন ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রভাব বর্তমান। এতদ্বারা ভারতের নী [illegible] নিন্দা বা প্রশংসা করার ইচ্ছা আমাদের নয়। আর্থিক ব্যাপার এখন এমন জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে, অন্য দেশ নিরপেক্ষ ভাবে এখন কোনো নীতি অনুসরণ করিয়া চলা কঠিন ও অসম্ভব। [illegible] সত্ত্বেও এখন ভারতের [illegible] ভাবা অধিক [illegible] চলে। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থসচিবের পদে [illegible] ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে নিয়োগ করা পরিচালক নেতৃবর্গের পক্ষে বুদ্ধিমত্তার কাজই হইয়াছে।

স্যার চিন্তামনের নিয়োগের সংবাদে যেমন আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে, তেমনি সেই সঙ্গে বিস্ময়েরও সঞ্চার হইয়াছে। নূতন ভাবে মন্ত্রিসভা গঠনের সময় এরূপ মনে করা গিয়াছিল যে, অর্থ-সচিবের পদেও কংগ্রেসের অভ্যন্তর হইতে কাহাকেও নিযুক্ত করা হইবে। এ সম্পর্কে রাজাজীর নামও উল্লিখিত হয়। কিন্তু ধনীর নাম সর্বাধিক প্রচারিত হয়; তিনি উক্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী [illegible] পোষিত হয়ত পান। পরিশেষে স্যার চিন্তামন [illegible]

অর্থসচিবরূপে তাঁহাকে নিয়োগ করা হইলে তিনি সকলকার সহিত এই কাজ যে পরিচালনা করিতে পারিবেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাকে ফেলে আনা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার অনেকটা লাভবান হইতেন, উহার প্রধান অতি প্রত্ন হইবে তাহার চেয়ে অনেক বেশি। সেই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, স্যার চিন্তামন বিশেষ করিয়া এই কাজে যে পরিচয় পদের চেয়েও বিপদ ও অভিজ্ঞ এ কথা স্বয়ং পণ্ডিত পন্থও স্বীকার করিবেন বলিয়া আমরা মনে করি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্যার চিন্তামনের অভিজ্ঞতার কথা নূতন করিয়া বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন করে না। তিনি ছয় বৎসর কাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার র সহিত কার্যা পরিচালনা করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া এই কাজে লিপ্ত থাকিবার ফলে তিনি এই কাজের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, তাহার পরিমাপের চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন হইবে না। পণ্ডিত পন্থ এই পদে নিযুক্ত হইলে কংগ্রেসের নীতি অনুসরণ করিয়া চলা হয়ত আরও সহজ হইত, কিন্তু আন্তর্জাতিক জটিলতার মধ্যে ভারতের কাজ করা সুরুহ যে হইবেই তাহা নিঃসন্দেহ।

স্যার চিন্তামনের নিয়োগের দ্বারা পণ্ডিত নেহরু তাঁহার মনের উদারতার পরিচয় নূতন করিয়া দিলেন। কেবল নিজের দল হইতে মন্ত্রি নির্বাচন করার সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া তিনি যোগ্যতর ব্যক্তিকে নির্বাচন করিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই। কিছুদিন পূর্বে পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছিলেন যে, মন্ত্রিত্বের যদি 'কন্টক শয্যা'-র তুল্য। এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে অর্থসচিবের পক্ষেই উহা অধিক প্রযোজ্য। সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ যে হ্রাস না করিলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যাইবে না—ইহা অনেকদিন পূর্বেই স্যার চিন্তামন বলিয়াছিলেন। কিন্তু কোনো অর্থসচিবের দ্বারা বিভিন্ন বিভাগের ব্যয় হ্রাস করানো সম্ভবপর হয় নাই। স্বয়ং পূর্বতন অর্থসচিবরা প্রয়োজনমতরূপ কৃপণতা দেখাইতে পারেন নাই। একথা সত্য যে, নিজের উপর ভার পড়িলে নিজের যোগ্যতা যদি পরিপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে কৃপণতা একাকারে সম্ভবপর হয়ে। স্যার চিন্তামন অর্থনীতি ক্ষেত্রে কাজ করিয়া করিয়া যে যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মবিশ্বাস জন্মিয়াছেই। সুতরাং কৃপণতা প্রকাশ করিতে তাঁহার বাধিবে না।

সত্য কথা বলিতে কি, এরূপ দক্ষ ও অভিজ্ঞ অর্থ সচিবেই এখন প্রয়োজন। কলিকাতার ব্যবসায়ী মহল তাঁহার নিয়োগে যেমন আনন্দিত, প্রয়োজনেই সেইরূপ হইবার কথা। কিন্তু যাঁহারা এই নিয়োগের তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই তাহারাই এ-বিষয়ে নিস্পৃহ আছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। সুতরাং তাঁহারাও যাহাতে এই নব নিযুক্ত মন্ত্রির নিয়োগের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

সরকারী কাজের সমালোচনা আমরা অনেক করিয়াছি, প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতেও করিব। কোনো ভুল বা ত্রুটি হইলে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমরা উদ্গ্রীব। কিন্তু জাতীয় সরকারের প্রতি বিদ্বেষ ও যাঁহারা উহার সমালোচনা করেন তাঁহাদের আমরা এইরূপ অন্তর্ঘাতি কার্যে বিরত হইতে অনুরোধ করি। স্যার চিন্তামনের যোগ্যতার স্তুতি করিলাম, আশাকরি তিনি তাঁহার কার্যের দ্বারা উহা প্রমাণ করিবেন। স্যার চিন্তামন আমাদের বিশেষ পরিচিত এবং এই নিয়োগে আমরা স্যার চিন্তামনকে এই নূতন পদের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

খাদ্যের স্বাধীনতা

ভারতের নব-নিযুক্ত খাদ্য মন্ত্রী বম্বেতে বহাল হইবার কিছু দিন পূর্বেই বোম্বাইয়ে খাদ্য সম্বন্ধে সরকারী উদ্যোগের বিষয় বলিতে গিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা মুক্তি লাভ করিয়াছি, এখন খাদ্য ব্যাপারে মুক্তি লাভ করিতে হইবে—এই কথা তিনি আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ভারতের মত বৃহৎ দেশ খাদ্যের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে, এরূপ কেহই চায় না। কিন্তু আজ পর্যন্তও ভারতে যে খাদ্যে আত্মনির্ভর হইতে পারে নাই, তাহার জন্য আমরা সরকারী নীতিকেই দায়ী করিব। আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ শাসন ক্ষমতা পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে ঐশ্বর্যশালী করিয়া তুলিবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ নব নব পরিকল্পনার ছাত দেন। সেইখানেই হইয়াছে ভুল। বৃহৎ পরিকল্পনারও দরকার, কিন্তু তাহাতে হাত দিবারও একটা সময় আছে। প্রথম ভারতকে খাদ্য বিষয়ে নিজ পায়ে দাঁড় করাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য কৃষি কার্যের প্রতি প্রথমেই মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল। কয়েক সহস্র একর জমিতে লাঙ্গলের সাহায্যে চাষবাস করানোই উচিত ছিল। কিন্তু যে কারণেই হোক তাহা হইয়া ওঠে নাই। এখন খাদ্যের অভাব প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়া সরকারী উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহার সুফলও কিছুটা পাওয়া গিয়াছে। ইহা শুভ লক্ষণ বলিয়া ধরিতেই হইবে।

১৯৪১ সালে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করা হইবে না বলিয়া বহুপূর্বে পণ্ডিত নেহেরু সরকারী নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। তাহার পর ইহা বহু ব্যক্তি দ্বারা ও বিবিধ প্রতিষ্ঠান দ্বারা বহুবার উচ্চারিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। খাদ্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য আমরা উদ্গ্রীব। অন্য কোন কারণ যদি ইহার পিছনে না থাকে, তবু ব্যক্তিগত স্বার্থ অবশ্যই আছে। বাঁচিয়া থাকিবার বা থাইয়া বাঁচিবার জন্য উৎকণ্ঠা থাকা স্বাভাবিক।

সরকারী উদ্যোগ যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তজ্জন্য কুড় কমিশনার নিযুক্ত করাও হইয়াছে সরকারী ভবনের বাগান বাড়িতেও খাদ্যাদি ফলন করা হইতেছে। তাহার পর জয়রাম দাসের স্থলে কে, এম, মুন্সিকে বসানো হইল। এইসব পরিবর্তনে ও পরিবর্দ্ধনে আমরা নূতন কোন উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে আশা করিয়াছিলাম। এই কারণেই নূতন খাদ্য সচিবের ঘোষণা মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিয়াছি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, শ্রীযুত মুন্সির ভাষণের মধ্যে নূতন কিছু পাওয়া গেলনা। তাঁহার অইরকা পরিকল্পনা পুরাতনের পুনরুল্লেখ ছাড়া কিছু না। সপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়া সপ্তরের কার্যের সহিত নিজেকে ভালো ভাবে পরিচিত করাইবার অবসর না দিয়াই তিনি বৈঠকে মিলিত হইলেন। এখানেও আমরা যে উৎসাহ দেখিতেছি, তাহা অত্যুৎসাহ বলিয়া মনে হইতেছে। নূতন কিছু বলিবার বা বুঝাইবার যদি কিছু থাকিত তাহা হইলে আমাদের আপত্তি করিবার কিছু ছিল না। যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থার স্থায় শুধরের সহিত খাদ্য সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হইতেছে। সে ক্ষেত্রে এইরূপ গবেষণামূলক বক্তৃতা দিয়া শ্রীযুত মুন্সি কাজের কোন সুবিধা করিবেন বলিয়া আমরা মনে করি না। আমরা তাঁহার নিকট হইতে—কাজের প্রত্যাশা করি, কথার নহে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, শ্রীযুত মুন্সি গুণী ও সুজন। তিনি ভারতের মঙ্গল চাহেন এবং মঙ্গল চিন্তা করেন। কিন্তু মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সময় মনে যে অস্বাভাবিক উৎসাহ তাঁহার আসিয়াছে, সে উৎসাহ চাপিবার মত মনের শক্তি হয়ত তাঁহার ছিল না।

৪ কোটি ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ভারতে উৎপন্ন হয়—ভারতের ঘাটতি বছরে সতরলা দশভাগ। এই বিপুল পরিমাণ খাদ্য যে দেশ উৎপাদন করিতে পারে, সে দেশের পক্ষে সেই ঘাটতি, অর্থাৎ আনুমানিক ৪৩ লক্ষ টন, পূরণ করা খুব কঠিন কাজ নয়। ইহার জন্য চাষীদের মধ্যে কিঞ্চিৎ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার আবশ্যক। এই উৎসাহ সঞ্চারের জন্য কোন সরকারী ব্যবস্থা হইয়াছে, বা হইতেছে কিনা, শ্রীযুত মুন্সি সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তিনি কেবল কি করা সংগত এবং ভবিষ্যতে কি করিতে হইবে তাহারই আভাষ দিয়াছেন মাত্র। বর্তমানে কিছু করা হইবে কিনা তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। আসলে আমরা এই কথা জানিবার জন্যই উদ্গ্রীব ছিলাম।

শ্রীযুত মুন্সী জানাইয়াছেন যে বোম্বাই প্রদেশ অতিরিক্ত ১০ হাজার একর জমিতে তুলা চাষ করিবে। ইহার ফলে যে পরিমাণ খাদ্য ফলবে সে প্রদেশ অপারগ হইবে, কেন্দ্রীয় সরকার সেই পরিমাণ খাদ্য বোম্বাইকে দিবেন। ইহাও তো অধিক খাদ্য ফলনের সংবাদ নহে। ইহাতে ঘাটতির কথাই জানা গেল। বোম্বাই-এর এই ঘাটতি পূরণ কোন্ প্রদেশ বা কোন্ কোন্ প্রদেশের দ্বারা হইবে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু এখন তুলার কথা না তুলিয়া খাদ্যের কথার উপরেই বেশি জোর দেওয়া উচিৎ। ১৯৪১ সালের পর খাদ্য আমদানি করা হইবে না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যখন ঘোষণা করিয়া বসিয়াছেন, তখন কিছুতেই যাহাতে সে সময়ের পর খাদ্য আমদানি করিতে না হয়, তাহার উপরে অধিক জোর দেওয়া আবশ্যক। একই সঙ্গে পাট ও তুলার দিকে মন দিতে গিয়া কোন ভাবে যদি গবর্ণমেণ্ট খাদ্য বিষয়ে তাঁহাদের কথা ঠিক রাখিতে না পারেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের উপর লোকের আস্থা থাকিবে না এবং তাহার পরিণামও ভালো হইবে না। গবর্ণমেণ্টের, তথা শ্রীযুত মুন্সীকে এবিষয়ে বিশেষ ভাবে সজাগ হইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত মুন্সীর আর একটি কথার উল্লেখ আমরা করি। তিনি কার্পাস তাবে সমগ্র দেশের চাষ বাসের উন্নতি না দিয়া জিলা হিসাবে এই কাজ যাহাতে পরিচালিত হয় তৎপ্রতি মনোযোগ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিভিন্ন জিলার কালেক্টর ও ডেপুটি কমিশনারদের নিজ নিজ কাজ হইতে কিছুটা অবসরদান দিবার ব্যবস্থা করা হইবে এবং সেই সময় তাঁহারা যাহাতে কার্পাস উৎপাদনের দিকে মনোনিবেশ করেন তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা হইবে। এই ব্যবস্থাই অবশ্য অবস্থানুযায়ী বলিয়া বিবেচিত হইবে। এভাবে যদি কার্পাস পরিচালিত হয় তাহা হইলে কালেক্টরদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন জিলার উৎপন্ন যদি কিছুটা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ৪০ লক্ষ টন ঘাটতি পূরণ করিতে বিশেষ বেগ পাইবার কথা নহে। প্রতি জেলা যদি ৫০ হাজার টন করিয়াও অধিক কার্পাস উৎপাদন করিতে পারে। তাহা হইলে সহজেই মোট ঘাটতি পূরণ করা যাইবে। শ্রীযুক্ত মুন্সির সুদীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে এই নূতন ব্যবস্থার মধ্যে কিছুটা অভিনবত্ব দেখা গেল।

আমরা আশা করিতে পারি, ভারতের বিভিন্ন জিলায় এইভাবে নূতন উদ্যোগে কার্পাস পরিচালিত হইতে আর অধিক বিলম্ব করা হইবে না। আমাদের এখন ১৯ মাস সময় আছে। এই সময়ের মধ্যে আমরা যেন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারি, শ্রীযুক্ত মুন্সী নব উদ্যমে তাহারই ব্যবস্থা করিবেন এই আশাই আমরা প্রকাশ করিলাম।

প্রাসঙ্গিক

লায়েক আলীর নূতন পদ

করিবে
সম্পর্কে
যে ব্যাপারে
পাকিস্তানের [illegible]
ও [illegible] সম্পর্কেই
হইবে [illegible] তাহার নিজেরও ইচ্ছা
না করা [illegible] পাকিস্তানে যাহাতে শুধু
সরে তাহা হইলে উপর [illegible] সমস্যাগুলির
জন্য অনেকটা কাটিয়া যাবে বলিয়া আমরা মনে
করি। ইতিপূর্বে আমরা লায়েক আলীর লোকের মধ্যে
পান ও কাঁচা করিয়া কথা বলিয়াছি। সুতরাং
সে বিষয়ে পুনরায় মন্তব্য করিতে চাহিনা। এই
আলোচনার ফলে আজও কি সিদ্ধান্ত হইয়াছে,
তাহার বলিতেছি। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার জন্য ট্রেন
ও বাসগাড়ী চলাচল আরও বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে
এবং পাকিস্তান সরকারের যে সব রেলওয়ে ওয়াগন
আটক রাখিয়াছে, সেগুলি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। কাগজে-কলমে বাধ্যতা যেন কাগজে
কলমেই আটক না থাকে, তাহার প্রতি আমরা সরকারের দৃষ্টি রাখা করিয়া। তেল না পাকিস্তানের
কথায় ও কাজে অনেক অসঙ্গতি দেখা যাইতেছে ও যাইতেছে। আপাতী মাসের প্রথম দিকে নয়া দিল্লীতে
আবার পাকিস্তানের মন্ত্রিরা বৈঠক বসিবার কথা। বৈঠক ও বক্তৃতায় আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি,
আমরা এখন কাজ দেখিবার ও পাওনা পাইবার অপেক্ষায় রহিলাম।

লায়েক আলীর নূতন পদ

আমাদের বহিস্কার পাকিস্তান চুপ করিয়াছে। চুক্তির শর্ত অর্থে অর্থে পালন করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পাকিস্তান কাজ করিতেছে না। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির পথের পাকিস্তানের কার্যকলাপের নমুনা যদি সাধারণ করা যায় তাহা হইলে একটা বিরাট অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য দেখা যায়। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী বিদেশে গিয়া কখন কখন কথা বলিতেছেন তিনি নিজেই আসিয়া আমি শুনেন যে, তাঁহারা যে ইসলামী রাষ্ট্রতন্ত্রের কথা বলেন, তাহা তাহাদের রাষ্ট্রতন্ত্রের নহিল। ইহা ছাড়া কিছু না। আমেরিকার গিয়া সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের ও ইসলামী রাষ্ট্রতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি যতদূর যাইয়াছেন তিনি দেশে গিয়া এমন ভাবে কথা বলিতেছেন যে, রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করিয়া তিনি যেন রাষ্ট্রতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন এবং ভারতের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। কার্যত এরূপ কথার বিশ্বাসযোগ্যতা কেহ করে না। ইহা যেন বিশেষের কথা। পাকিস্তানের রাজধানীতে আর একটি অনুষ্ঠানের সংবাদ আমরা ইউনাইটেড প্রেসের মারফতে পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। ভারতের পলাতক আসামী লায়েক আলী পাকিস্তান সরকারের শিল্প উপদেষ্টা রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। পাকিস্তানের কার বিভিন্ন দেশে সবই বিভিন্ন। নিউইয়র্ক সৌজন্যতা ভারতের বিরুদ্ধতার বাকি না, বিদেশে গিয়া চুক্তি-বিরোধী কথা বলিতেও কিছু জড়তা দেখা দিল না, আবার লায়েক আলীকে সরকারী-পদ দিতেও কোনোরূপ সংকোচ হইল না। যা হক-পাক চুক্তি কার্যকরী হোক, ইহা আমরা আশাকরি। কিন্তু সে-দেশকে বিশ্বাস করা চলিবে কিনা, তাহাই আজও আলোচ্য বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

রাজপথে মেয়ে-পুলিশ

কলিকাতার রাজপথের নিত্য-নিয়ন্ত্রণের কাজে মেয়ে-পুলিশ নিয়োগের সংবাদে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। শহরের রাজপথে মেয়ে-পুলিশ মাত্র কয়েকটা দিনে কিছু নিয়ন্ত্রিত হওয়া দূরের কথা, তাহাতে যানা কিছু আরও বাড়িয়ে বলিয়াই আমরা মনে করি। সর্বত্রই সর্বদেশে মেয়েদের দ্বারা কাজ নেওয়া নিয়ম এবং তাহাই দেখা যায়। পাশ্চাত্যের পথে মেয়ে-পুলিশ নাকি দেখা যায়। পাশ্চাত্য দেশের এই নজির দেখাইয়া হয়ত আমাদের পুলিস-চীফ তাহার হাতের সমর্থন করিবেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা বলিব দেশ-ভেদে ও আবহাওয়া-ভেদে বিভিন্ন দেশের কাজের ধরণের ও ধারারও ভেদ থাকে। পাশ্চাত্যের পথে যে-মেয়েরা পুলিসী কর্তব্য পালন করিতেছে, তাহারা বাংলাদেশের মেয়েদের মত কোমল-স্বভাবা নারী নয়। পাশ্চাত্যের পথের আবহাওয়াও কলিকাতার রাজপথের মত নয়। এইসব বিবেচনা করিয়া বাংলার মেয়ে-পুলিস-দের এইরূপ ভয়ানক কাজে নিয়োগ করা উচিত নয়। মেয়ে-পুলিসের প্রয়োজন সিনেমার বেশী মেয়েদের আশ্রয়ীয় ভাবের জন্য এবং অন্যত্রও অনুরূপ ভাবের জন্য। রাজপথের কোলাহল, যানার জন্য যদি পুরুষ-পুলিস যথেষ্ট না থাকিয়া থাকে তাহা হইলে নূতন পুরুষ-পুলিস নিয়োগ করা কর্তব্য। অবশ্য ও সাহিত্য বলিয়া যে দুটি স্থান আছে সে দুটি স্থানকে একটাকার করা সমীচীন বা। আমাদের অভিমতের প্রমাণ নয়। কৃষ্ণ প্রাচীন বাসিয়া নয় বাস্তার সহিত অবশ্য সম্পর্ক এই করিয়া দিয়ে ঘোরা সম্ভব নহে, তাহারা রাজপথের কঠিন-কাজে মেয়ে-পুলিস নিয়োগ সমর্থন করিবেন না।

পশ্চিম বাংলার নদী সংস্কার

গত সপ্তাহে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কলিকাতাস্থ নদী বিজ্ঞান কমিটির বিশেষ সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি বলেন আমাদের দুইটি নদী লইয়া পূর্ব্বপাকিস্তানের কোন মাথাব্যথা নাই। কিন্তু নদীর পরিত্যক্ত খাতে মানুষের জীবন যে কতটা দুর্বিষহ হইয়া উঠিতে পারে তাহা আমরা ভালোভাবে জানি। এ-বিষয়ে আমরা যেমন চিন্তা করি না বলিয়াই এমন হইয়া থাকিবে। নদীর প্রবাহ পথ বদলি হইলে যেমন উর্ব্বরতা লাভ করে, নদী-পথ যেমনি বাঁধিয়া প্রবাহিত করা যায়। এইরূপ কারণে আমরা এই নদী-বিজ্ঞানকে অধিক প্রতিষ্ঠার দিকে উৎসাহ লাভ করিয়াছি।

বাংলাদেশে নদীমাতৃকদেশ। এই নামে ইহার খ্যাতি সুদূর পথে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। এ নাম সমাজ-জীবন এবং অর্থনৈতিক জীবন নদীর ধারেই বিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ বাংলার অনেক নদী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, কোনটার প্রবাহের পথ পরিবর্ত্তিত হইয়া আজ তাহা সরু ও ক্ষীণ, তাহার কোনটার প্রবাহ পথ পড়িয়া গিয়াছে। নদীর এইরূপ দুর্দ্দশার কারণ হইতেছে নদী পথে আমাদের সম্পূর্ণ উদাসীনতা। যাহার প্রবাহ আমরা আমাদের জীবন দিয়া উর্ব্বরা করিয়াছি সেই নদীকে এভাবে অবজ্ঞা ও অবহেলা করিবার ফলে আজ তাহারা আজ নদীমেধ করা হয়।

আমাদের অজ্ঞতা ও উদাসীনতার ফলেই যে সমস্ত এলাকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা প্রতিরোধ করা এবং নূতন করিয়া আর কোনো নদী যাহাতে এভাবে ক্ষীণ হইতে না পারে তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যেই এই বিজ্ঞান-সমিতির প্রতিষ্ঠা। সুতরাং এ-সম্বন্ধে যেকোনোকে সচেতন হইতে হইবে। দেশের জনসাধারণ যদি ইহার যথার্থ তাৎপর্য বুঝিতে সক্ষম না হয় তাহা হইলে এই বিজ্ঞান-সমিতির প্রতিষ্ঠার মূল বুঝিতে তাহাদের অসুবিধা হইবে। সরকারী বা বেসরকারী, যে-কোনো উদ্যোগেই যে-কোনো পরিকল্পনা করা হোকনা কেন, সেই পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে আগ্রহ ও উৎসুক্য জাগ্রত করার ব্যবস্থা করাও এই পরিকল্পনারই একটি অঙ্গ বলিয়া করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা বিবেচনা করি।

সম্প্রতি আমার নদীর অবস্থা দূর হইতে অনেক ভাল বলিয়া মনে হইয়াছে। আবার উহার যে বিভিন্ন হইবার আগে আমি পশ্চিম বাংলার অনেক নদী পরিত্যক্ত হইবার সংখ্যা অনেক কম এবং কোনো নদীকে যেমন প্রবাহ ও পরিত্যক্ত বলা যায়। যেটুকু আমি নদীর এখন দূর বাংলার অন্তর্গত পড়া যেমনা ভাগীরথীর আদিগঙ্গা মোহনাটিকে একটি বিভাগে নদীর নাম করা হয়। এখন নদীর উপর এখন পশ্চিম বাংলার কর্তৃত্ব নাই, ইহা হইতে কৃষক আহরণ করিবার কোনো উপায়ও এখন নাই। এখন বাংলার একটির নদীর সম্বন্ধে পূর্ব পাকিস্তানের কর্তব্য। পদ্মিনবাংলার উদ্যোগে নদীর একমাত্র ভাগীরথীর নাম করা হয়। কিন্তু ভাগীরথীর নিজস্ব হইতে সম্পূর্ণ কৃষক পাওয়া যাইতেছে এই নদীর সংস্কার সাপেক্ষ। পশ্চিম বাংলার আরও নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ দুটি হইতেছে দামোদর ও কংসাবতী কিন্তু এই দুটি নদীর প্রবাহিত এমন যে, যোগের নিকট হইতে কৃষক লাভের মেয়ে ছাড়াই পাওয়া যায় নেই।

এইরূপ বিবেচনা করিলে সকলের বোঝা যায় যে পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক ও সৌন্দর্যের পরিকল্পনা উন্নতিসাধন যদি করিতে হয় তাহা হইলে এখনকার নদীগুলির সংস্কার করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

আমি ইহার আর একবার দুইবার দুই বিভাগে নদীতে জোয়ার-ভাটা হয়। কিন্তু কিছু যখন দূরত্ব হইতে সেই বিভাগটা সবটা ধরা যাইতে না পারে। তাহার ফলে কলিকাতা বন্দরটা আজকাল নিকটবর্তী হইতে হয় সত্য কথা কেন বিভাগটার একটা অংশ হইতে এখন সে-অংশের সম্পূর্ণ

(বেতনের পৃষ্ঠায়)

QUALITY GALVANISED SHEETS

Commercial Quality and Tested
to I.S.D.G. Metals Al-H

MANUFACTURED BY

THE STEEL CORPN.
SCOB
OF BENGAL LIMITED

MANAGING AGENTS:
MARTIN BURN LTD.
12 NASHON ROW, CALCUTTA. ALSO AT BOMBAY, NEW DELHI, KANPUR

পণ্যদ্রব্যের বাজার

পশ্চিমবঙ্গে রবি শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি

এক জায়গায় বিক্রয়ে যে, অষ্ট্রেলিয়া হইতে আরও পাঁচ লক্ষ টন গম আমদানি করা হইবে বলিয়া ভারত সরকার অষ্ট্রেলিয়া গবর্নমেন্টের সহিত চুক্তি করিয়াছেন। এই লইয়া পাঁচ লক্ষ টন গম ক্রয়ের আলোচনা হইতে ৭ লক্ষ টন গম ক্রয় করা হইয়াছে। এক টন আনুমানিক চুক্তি মূল্যের সরকার করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও সরকার সম্প্রতি বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় ৫ লক্ষ টন গম আমদানির ব্যবস্থা করিয়াছেন। [illegible] ১৫ লক্ষ টন গম ক্রয় করিবার [illegible]

দি
ইউনাইটেড্
কমার্সিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত
সাধারণ প্রয়োজনের জন্য
বিলীন মূলধন
৫ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন
২ কোটি টাকা
আদায় তহবিল
৩২ লক্ষ টাকা
হেড অফিস
কলিকাতা

চিনির উৎপাদন সরকার স্বীকার করিবেন। এক জানা যায়, প্রতি টন গুড়ের জন্য আগামী ১৮০৲ টাকা ধার্য করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানি গম ছাড়া নানের মোকাবেলা সাধারণ বাজারে বিক্রয় হইবে, ইহা ছাড়াও অতিরিক্ত পরিমাণ গম আনিবার পরে চালের আনিবে, ইহা ও ভাবা হইতে আনিবে সাইলস ভাড়াতে ও দিবে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৬-৫৭ সালে যে পরিমাণ একরে পুরুষোত্তম পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যায় যে, গত বছরের অপেক্ষা উৎপাদনের পুরোপুরি ২৩ লক্ষ ৩০ হাজার টন বেশী হইবে। অর্থাৎ মোট উৎপাদন ২১ লক্ষ টনের স্থলে ৩১ লক্ষ টন হইবে।

সারা ভারতে বোনা চালের জন্য ৫ বছরের ৭৮ লক্ষ একর জমি বেশী হইবে, গত বছরের হইয়াছিল ১১ লক্ষ একর জমি।

[illegible]
কোন পরিবর্তন হবে না।
এখানে আশা [illegible]
স্থির হইবার কিছু নাই

চিনি

১৯৫৬-৫৭ সালে ৩১ লক্ষ একর জমি আখ চাষের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানে প্রায় ৩০ লক্ষ টন আখ উৎপন্ন হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। গত বছর যে পরিমাণ জমি আখের জন্য হইয়াছিল, এ বছর তাহা হইতে প্রায় দেড় লক্ষ একর কম জমিতে আখ চাষ হইয়াছে এবং উৎপাদনও প্রায় ১০ হাজার টন কম হইবে।

এ বছর আখের চাষ থাকায় টন প্রতিতে ৪ লক্ষ টন বেশী আখ উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে যে পরিমাণ আখ বেশী উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সাধারণ ব্যয় বাড়িয়া দিয়ে বোম্বাই ও মাদ্রাজের কম উৎপাদনের জন্য। এই দুই স্থানে উৎপাদন হ্রাসের জন্যে অপেক্ষাকৃত কম একর জমিতে আখ চাষ ও আখের চাষ বেশী হইবে।

সারা ভারতে বিভিন্ন চিনির বাজারে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। কিন্তু কলিকাতার বাজারে চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ বহু এই যে সময় পর্যন্ত নানারূপ মিল পাস হইয়াছে তাহার বৃদ্ধি।

কলকাতি নির্দিষ্ট চিনির দর বিভিন্ন স্থানে এইরূপ ছিল—আমেদাবাদ ৩১১০, জামসেদপুর ৩৩৫০, কলিকাতা ৩১৯৫, মাদ্রাজ ৩৩৯০, বোম্বাই ৩২৮০।

নিয়মাবলী

● "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

● মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

● ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

● ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'ব্যবস্থাপক, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
এজেন্সীর জন্য 'ব্যবস্থাপক, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত" এর কার্যালয়
বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা।
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে

কানপুরে ২৩২ টিন্নি পরিধান ৪ হাজার বস্তা, জামসেদপুরে [illegible] বস্তা, কলিকাতায় ৩০ হাজার বস্তা ও মাদ্রাজে ১১ হাজার বস্তা।

চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন জেলায় চিনি না থাকায় এর মূল্যের কোন উর্ধ্বগতি পাওয়ায় আবশ্যকীয় হয়ে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বিভিন্ন স্থানে আবশ্যকীয় দর ছিল এইরূপ—আমেদাবাদ ৫২০৲, বোম্বাই ৬১, মাদ্রাজ, কানপুর ও কলিকাতায় ৬০।

গুড়

গুড়ের বাজার মোটামুটিভাবে স্থির ছিল। পূর্ববর্তী সপ্তাহে ইহার বেচাকেনা হয় তাহা এ-সপ্তাহে অপরিবর্তিত থাকে। এজন্য কলকাতা বাদে প্রায় প্রত্যেক উৎপাদক এলাকায় গুড়ের দাম চড়া থাকে। এরূপ চড়া থাকিবার কারণ এই যে পরবর্তী সময়ে গুড়ের যোগান বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ কোনো নিশ্চয়তা নাই এবং বিশেষ করিয়া চিনির চালান আসা সম্বন্ধে কোনো স্থিরতা নাই। বিভিন্ন ঘাটতি এলাকায় গুড়ের চালান যথারীতি চলিতেছে।

চা

গত সপ্তাহের শেষের দিকে চায়ের বাজার হালকা হইয়া পড়িবার কথা ঘোষণা করে তাহার ফলে চা-উৎপাদনকারী কেন্দ্রসমূহের কয়েক হইতে তাহার সুবিধা লাভের সুযোগ পাইয়াছে। বিশেষত, সিংহলের কাছ হইতে সুবিধা পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাহাকে নিজে

শেয়ার বাজার

নূতন অর্থসচিব নিয়োগে উৎসাহ

কলিকাতা, শনিবার, ২৭শে মে—এ সপ্তাহে শুধু অপ্রত্যাশিত বলা যাইতে পারে তাহা হইল। কটিকা বাজারে বড় অবনতিটা লক্ষিত হয়। বোম্বাই শেয়ার বাজারের বড় হ্রাসের সংবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপই কলিকাতার বাজারের অবস্থায় এই পরিবর্ত্তন ঘটে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে অবশ্য বিভিন্নদিকে শেয়ারের মূল্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে না। বস্তুতঃপক্ষে সব এই দিন ১৪৶০ ও জেকো স্পে শেয়ারের মূল্য ১৬৲০ আনা পর্য্যন্ত হয়। পাটের মূল্যে বিশেষ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এই বিভাগে কাজ-কারবারও বড়-একটা হয় না। অবশ্য শেয়ারের ক্রেতা-বেচা অবশ্য হয়, কিন্তু তাহাও সামান্য। বরানগর ২৩৲ টাকা দরে ও আশোক-ইন্ডিয়া ৫৩৲ টাকা দরে কাজ-কারবার করে। ৭৳/০ এর পরের প্রেফারেন্সিয়াল শেয়ারের পরিবর্ত্তন ছিল; কিন্তু হাওড়ার দর ৩০।০ হইতে ২৯৷০ আনায় নামিয়া যায়। একমাত্র মার্শালের শেয়ার বাকীর ইন্ডিমিনিটি-নিবন্ধের অভাব শেয়ারের প্রতি বাজারে বিশেষ কোনো আকর্ষণ ছিল না বলা চলে। ফ্রি অফ্‌-ডেলের দর হ্রাস পাইয়া ২১৷০ আনায় ও ইন্ডিয়া আয়রনের শেয়ারের দর ৩০।০ আনায় দাঁড়ায়। বিবিধ বিভাগের ফ্রি-কেনা কাজ-কারবার হয় ২। ন ওয়ালেস ১৫৶০ আনা পর্য্যন্ত দরে কাজ কারবার করে। জার্ডিন হেণ্ডারসন ১৪২৲ টাকা দরে স্থির থাকে। ডা বিদ্যুতের শেয়ারের দরও স্থির থাকে। ৫৩৲০ পর্য্যন্ত দরে বালিয়াড়া শেয়ারের পরিবর্ত্তন পাওয়া যায়।

ইহার পরবর্ত্তীদিনেও বাজারের কোনোরূপ ঊর্দ্ধতি সূচনা দেখা, বাজারের অবস্থা পূর্ব্ব দিনের মতনই থাকে, উপরন্তু বিভিন্ন শেয়ারের মূল্যের আরও অবনতির দিকে ঝুঁকি পরিলক্ষিত হয়। এই দিন কোনো ক্রেতা ছিলই না বলা চলে। পরিবর্ত্তনের এইরূপ অভাবের দরুণ কোনরূপ কাজ-কারবার করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে এবং তজ্জন্য মোট কাজ-কারবারের পরিমাণ হয় কদাচারে। অবশ্য বিভাগের দর বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন ঘটেনি। যেমন শেয়ারের দরে ৫১২৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়, বোম্বিয়া ২৯৷০ দরে ক্রেতা-বেচা হয়, বরানগরের দর ১৪৷০ আনায় অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া যায়। পাট বিভাগের দর আরও নূন্য স্তরে ঘটে, ২৩৲ টাকা দরে বালী শেয়ারের ক্রেতা-বেচা হয়; এবং ২৩২৲ টাকা দরে বরানগর কাজ-কারবার করে। ইন্ডিমিনিটি বিভাগে ইন্ডিয়া আয়রন ও ফ্রি অফ্‌-ডেলের বাজারে কোনো ক্রেতা-বেচা হয় না। ইন্ডিয়া আয়রনের দর এই দিন বাজারে শুধু ৩০৷০ হয়, তাহার বাহিরে ৩০৷০ আনা হইয়া সূত্রার দিন ক্রেতা ৩০৷০ আনায় বিক্রি থাকে। বিবিধ বিভাগীয় শেয়ারের দরও অপরিবর্ত্তিত থাকে। ১৯৬৲০ দরে ডানলপ টায়ারের কাজ-কারবার হয়। কাজকের অন্যান্য শেয়ারের মধ্যে জেসপ ৫০৷০ আনায় ক্রি থাকে এবং ইন্ডিয়ান ৩৭৷০ আনায় ক্রি থাকে। চায়না শেয়ার এই দিন পরিবর্ত্তন পায়।

ইহার পরের দিন বাজার খুলিবার সময় মনে হইয়াছিল যুদ্ধি বাজারের অবস্থা ভালোর দিকে যাইবে, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই আবার অবস্থা খারাপের দিকে যাইতে শুরু করে। বাজারের বিভিন্ন শেয়ারের দর যেরূপ ছিল, দিনের শেষে তার চাইতে অনেকটা নূনে পায়। অবশ্য শেয়ারের এই দিনও কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে না। যেমন ১৪৲ টাকা দরেই স্থির থাকে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ৩৩৷০ আনা দরে বাজারে কাজ-কারবার করে। পাট-বিভাগীয় শেয়ারের অবস্থা উল্লেখযোগ্য হইয়াছে প্রেফারেন্সি, এই দিন

শেয়ারের দর অন্য সময়ের অপেক্ষা ১৲ টাকা নূনে পায়—৭৯৷০ হইতে ৮৯৷০ দরে নিম্ন দাঁড়ায়। যেমন ১৪৲ দরে স্থির থাকে, ইন্ডিয়া ১৩৩৲ টাকা দরে ও ফিলাডেল্ফ ২১৫৷০ দরে কাজ-কারবার করে। ইন্ডিমিনিটি বিভাগে মার্শাল ও জেসপ যথাক্রমে ১৯৷০ ও ১৫৲ দরে ক্রেতা-বেচা হয়—অন্যান্য শেয়ারের প্রতি কারারও বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখা যায় না।

সপ্তাহের শেষাশেষিও বাজারের কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। অবশ্য বিভাগের দর অপরিবর্ত্তিত থাকে, পাট বিভাগের দরে কোনো ফের-ফের ঘটে না। ইন্ডিমিনিটি বিভাগীয় শেয়ারের প্রতি কারারও কোনো আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না এই বিভাগে একমাত্র কাজ-কারবার হয় ইন্ডিয়ান স্টীলের। ৩০৲ টাকা দরে এই শেয়ার কাজ আরম্ভ করে, কিন্তু ফের-ফের এই দরও বাজিয়া নিম্ন ২৯৷০ দাঁড়ায়। বিবিধ বিভাগীয় শেয়ারের প্রতিও লক্ষ্যের উল্লেখযোগ্য দেখা যায়। ইন্ডিয়ান ষ্টীল এসোসিয়েশনের ৮৷৶ দর ৩১৲ টাকা ও বি আর্থি ডানলপ-রেসনের ৮৷৶ দর দেখা যায়। ডানলপ টায়রের ২০৷০ আনায় ক্রি থাকে।

সপ্তাহের শেষে ক্রি বাজারের অবস্থা বিভিন্ন ছিল। তার ক্রিয়ার দেখাশুনার অবনতির ভাব ক্রিয়ারের সপ্তাহে দরের ক্রিয়ে উল্লেখযোগ্য দেখা যায়। বিভিন্ন শেয়ারের দরের ও ক্রিয়ে পরিলক্ষিত হয়।

বাজারের ফ্রিমলচাল

[বাজার দরদামীর মূল্য]

সরকারী কাগজপত্র

৩½ সুদের (১৯৫৩) ৯৭।০, ৩½ সুদের (১৯৪০) ১০১৷৶০, ৩½ সুদের (১৯৪৬-৪৮) ১০০৷১০, ৩½ সুদের (১৯৭২-৭৪) ৮৯৷৶০।

ব্যাঙ্ক

ক্রিমুদ্রায় ডলারিয়াল ২০৷০, ইন্দিয়ালিয়াল ১৮৷৩০, ক্রিটানিয়াস্টক ডলারিয়াল ৪৩।০।

কাগজের কল

কেমারাম ১৩৩৷০, মুইর মিলস্ ২৪২৲, ক্রিষ্টি ক্রিস্টোফিয়া ২১/০।

কয়লা খনি

বেঙ্গল ৪২৯৲, জয়পুরা ৮৷০, বরাকর ১৪/০, কারাস ঝরিয়া ৩৪৬/০, পলাশিয়া ৩৬০, ওয়েষ্টার্ন বেঙ্গল ৪৮০।

পাট

আলবার্ট ১৩০৲, বেঙ্গলফিনিক্স ২৪০৲, এলগিন ২৪।০, হুগলীস্থ ১২৫।০, কাঁকিনাড়া ১৪০৲, ন্যাশনাল ১৩৩৲, বেঙ্গল ১৪৩৲, ফ্রান্সিস ২৪৬/০, ওরিয়েন্ট ১৭২৲, ক্রিলাপেল ৪১৲, ইউনিয়ন ২০১৪০।

ইন্ডিমিনিফায়ার

আর্থার বাটলার ১০৬/০, ইন্ডিয়ান আয়রন ৩০৷০, জেসপ ১৪৷০, ক্রুমার মুর ৭৬/০, মার্শাল ৭৷০।

বিবিধ

আলবুবিয়ার কন্ডেন্সারেন্স ৭।০, বারমি কোল ১৭৷০, জার্ডিন হেণ্ডারসন ১৪৯৲, জার্ডিন স্কোম ৭৮/০, বার্মা মুর ১৭৷০ ওয়ালচাঁদ ১৬৷০।

[illegible] [illegible] [illegible]

উদ্যানতত্ত্বের কৃষি ও বাগানের জমি পরীক্ষার [illegible] সরকার পরীক্ষাগারে উদ্যানতত্ত্বের [illegible] পরিচালনা করিয়াছেন। এই বুলিটিন [illegible] উদ্যান-তত্ত্বজ্ঞের কৃষি সম্বন্ধীয়ে জমি [illegible] হইবে। এই পরিচালনাধীনে কোন কোন [illegible] উদ্যানজাত তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে এবং [illegible] জমি থেকে এই সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য [illegible] করা হইয়াছে। পরিচালনাধীনে এখন জমি [illegible] জমির উপযোগিতা [illegible] করা হইয়াছে এবং [illegible] তাহা সরবরাহের [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible]

REGD. No. C. 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ : ৩১ মে ১৯৫১ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৬৯
বিদায়ী অর্থমন্ত্রী ও অর্থসঙ্কট	
প্রাসঙ্গিক	৭১
বনমহোৎসব সৃষ্টি	
শিল্পোন্নতির পথ	
পাটের চুক্তি	
প্রাসঙ্গিক	
ইরাকের তেলের	৭২
সংবাদ সংকলন	৭৩
পণ্যদ্রব্যের বাজার	৭৫
বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে পাকিস্তানের শৈথিল্য	
খোলার বাজার	৭৮
সপ্তাহ ধরে সামান্য উৎসাহ	

বিদায়ী অর্থমন্ত্রী ও অর্থনৈতিক সংকট

চার বৎসর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিত্ব করিবার পর ডক্টর জন মাথাই পদত্যাগ করিলেন। নূতন অর্থ সচিবের নিকট কার্যভার বুঝাইয়া দিবার কিছু আগে তিনি সাংবাদিকদের নিকট বিবৃতি দানে প্রসঙ্গে তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্যদের ত্যাগের কারণ বিবৃত করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর সহিত নীতির মূলগত পার্থক্য হেতুই নাকি তাঁহার এই পদত্যাগ। সে মতভেদ কিরূপ তাহা তিনি খোলসা করিয়া বলেন নাই। এই কারণে বলেন নাই যে, তাহাতে ভারত সরকার বিব্রত বোধ করিবেন এবং নূতন অর্থ সচিবের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনার অসুবিধা হইবে।

ডক্টর মাথাই যতদিন মন্ত্রিত্বের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ততদিন তাহা যোগ্যতার সঙ্গেই করিয়াছেন, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে ভাবে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করা চলে না। এতদিন তিনি যাহা কিছু ভারত কাজ করিয়াছেন, তাঁহার এই বিবৃতির ফলে তাহা এক নিমেষে মুছিয়া গেল।

দেশের গবর্নমেণ্টের ও নূতন অর্থ সচিবের কার্যে যাহাতে কোন-রূপ বিঘ্ন না ঘটে, তাহার জন্য তিনি সচেতন মনে হইল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে হেঁয়ালির সৃষ্টি করিয়া গেলেন, তাহাতে সাধারণের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে তাহা তাঁহার চিন্তা করা উচিত ছিল। দেশের মঙ্গলের প্রতি যদি তাঁহার আগ্রহ থাকিত তাহা হইলে তিনি এই বিবৃতি দিতেন না। তাঁহার বিবৃতি হইতেই বোঝা যায়, তাঁহার মনে মন্ত্রিত্বের প্রতি আকর্ষণ ছিল ও আছে এবং মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া তিনি সুখী হন নাই।

যদি কোন নীতিগত পার্থক্যের জন্যই তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া

থাকেন, তাহা হইলে সে নীতি কি প্রকারের নীতি তাহা জনসাধারণকে পরিষ্কার ভাবে জানানোই উচিত ছিল। কিন্তু তাহা জানাইতে কোথাও যদি ফুটা থাকিয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের এ বিষয় উচ্চবাচ্য না করিলেই হইত।

যতদিন মন্ত্রিত্ব থাকিবে ততদিন দেশের মঙ্গল চিন্তা করিব, মন্ত্রিত্ব যাইবা মাত্রই দেশের দুষমন হইয়া উঠিব—এরূপ যুক্তির অর্থ আমরা বুঝি না। ভট্টর মাথাই বুঝিবার লোক। তোন্ কথায় প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়া দাঁড়ায় তাহা তাহার বোঝা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে ভারত এখন সংকটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। এই সংকট হইতে ভারতকে উদ্ধার করিবার জন্য সকলের সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কোন কাজের দ্বারা বা কোন কথার দ্বারা সংকট আরও জটিল হইয়া যাহাতে না ওঠে সেদিকে পুরা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এ দিক হইতে মোহনলাল সক্সেনা ধন্যবাদ পাইতে পারেন। তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করিতে পারেন নাই বলিয়া মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিলেন। কিন্তু সেই কারণেই তাঁহার কাজের চিন্তারও হয় নাই। তিনি পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন, তিনি পূর্বের মতই উদ্যমের জন্য কাজ করিয়া যাইবেন এবং এরূপ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে যে, তিনি পণ্ডিত নেহরুর প্রতিনিধি রূপে পশ্চিম বাংলায় উপস্থিত থাকিবেন।

মন্ত্রিত্ব ত্যাগের পর বিদায়ী মন্ত্রিগণ যেরূপ ইচ্ছা বিবৃতি দিতে পারিবেন—এ নিয়ম বাতিল হওয়া আবশ্যক। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সময় গোপনতা রক্ষার শপথ লওয়া হয়। মন্ত্রিত্ব করিবার সময় যাবতীয় গোপন রহস্য জানিয়া তারপর মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া সর্বপ্রকার গোপনতা ফাঁস করিয়া দিবার কোন সার্থকতা নাই।

মন্ত্রিসভা হইতে কোন সদস্য পদত্যাগ করিলে তিনি পার্লামেণ্টে তাঁহার কার্যের কৈফিয়ৎ স্বরূপ বিবৃতি দিয়া থাকেন; অথবা প্রধান মন্ত্রির নিকট পত্রদ্বারা তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগের কারণ বিবৃত করিয়া থাকেন। এখানে এইরূপ নিয়ম প্রবর্তিত হওয়া আবশ্যক। এই ভাবে বিদায়ী মন্ত্রিদের বক্তৃতা-নিয়ন্ত্রণ না করিলে জটিলতা হ্রাস পাওয়ার কথা, জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

আগামী এক বছর ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে চরম দুঃসময়—ভট্টর মাথাই এই ভয় দেখাইয়াছেন। মন্ত্রির পদে আসীন থাকিয়া তিনি যদি এ কথা ঘোষণা করিতেন, তাহা হইলে জনসাধারণ তত্রাস গ্রস্ত বা ভীত হইত না। কিন্তু মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া একথা বলায় জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাহাদের দুশ্চিন্তাটি কিছু জানানো হইল না, অথচ এই মারাত্মক দুঃসংবাদটি দেওয়া হইল। ইহাতে কাহার কতটা সুবিধা হইল, তাহা ভট্টর মাথাই-ই বলিতে পারিবেন।

অর্থনৈতিক সংকট লইয়াই আমরা বাস করিতেছি, সেই অবস্থার মধ্যে এই নূতন উদ্বেগ সঞ্চারের ফলে আমাদের মধ্যে ভয়ের ও আতঙ্কের বিস্তার স্বাভাবিক। আমাদের মনোবল ইহাতে অনেকটা ভাঙিয়া পড়িবে। ভারতবাসীর মনোবল এই ভাবে হ্রাস করিয়া তাহাদের মঙ্গল বিধান কিভাবে করা যাইবে আমরা জানি না।

নূতন অর্থ সচিবের কাজে যাহাতে কোন অসুবিধা না ঘটে তজ্জন্য ভট্টর মাথাই কিছু বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার এই না বলা বাণীর দ্বারা যাহা তিনি বলিলেন তাহাতে যে কোন অর্থমন্ত্রীর কাজেই যথেষ্ট বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে। শ্রীযুত দেশমুখের যোগ্যতা সম্বন্ধে সকলেই আস্থাবান, এ সম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা আমাদের বক্তব্যও জানাইয়াছি। তাই মনে হয় যে শ্রীযুত দেশমুখ কোন বক্তৃতা বা বিবৃতির দ্বারা বিচলিত না হইয়া নিজের দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিবেন।

যেটুকু জানা যায়, তাহাতে প্রকাশ যে, নিজের ও নিজের দপ্তরের মর্যাদা বৃদ্ধির দিকেই ভট্টর মাথাইয়ের আগ্রহ ছিল অধিক। তদ্দ্বারা দেশের, জনের বা অপর কাহারও মর্যাদা হ্রাস পাইল কিনা, তাহা তাঁহার বিচার্য ছিল না। কোনো সরকারী কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ মঞ্জুর অর্থ সচিবই করিবেন। কিন্তু কোনো জরুরি বা বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁহার দ্বারা মঞ্জুর করাইয়া লইবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ অর্থব্যয় হইয়াছে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই।

এ কথাও অবশ্য ঠিক যে, সরকারী ব্যয় হ্রাস করিতে না পারিলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যাইবে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্নর থাকা কালে শ্রীযুত দেশমুখ এ-বিষয় মন্তব্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার হাতে এই ব্যয় হ্রাস করিবার কোনো ক্ষমতা ছিল না। এখন তিনি সে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এখন তিনি এদিকে মনোযোগ দিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। সরকারী ব্যয় হ্রাসের জন্য, বিদেশে ভারতের রাষ্ট্র দূতের দপ্তরের ব্যয়-সংকোচ ইত্যাদি বিষয়ে যদি তিনি যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কেহ তাঁহাকে বাধা দিবে না। এইরূপ কার্যের দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি রোধের পথ তিনি বাহির করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের ভরসা আছে। কিন্তু জরুরি কাজে অর্থ ব্যয় তিনি মুলতুবি রাখিবার জন্য অন্যায় প্রভাব প্রয়োগ করিবেন বলিয়া মনে হয় না।

আগামী এক বছরের যে অর্থনৈতিক সংকটের বিষয় ভট্টর মাথাই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা রোধ করিবার একমাত্র পথ মুদ্রাসংকোচ। অর্থ-বিষয়ক যাবতীয় কার্য সম্বন্ধে শ্রীযুত দেশমুখের অভিজ্ঞতা ব্যাপক। সুতরাং তিনি অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন, ভারতের এই অর্থনৈতিক সংকটের মূল কোথায়। সেই মূলচ্ছেদ করিবার জন্য তিনি যদি বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তবে সে-বিষয় লইয়া কোনো ভুলমত বক্তব্যের নিন্দার কাহারও সঞ্চিত হইবে না।

প্রাসঙ্গিক

অন্ন সমস্যা বৃদ্ধি

প্রথম দাক্ষ করিয়া বসতি নির্মাণ ও নগর পত্তনের কথা তুলিতে তুলিতে আমরা তাহার উপকারিতার কথা তুলিয়া বসিয়াছি। বৃক্ষ রোপণ ভারতের প্রাচীন প্রথা। এই প্রথা দেখিয়াই বোঝা যায়, ভারতের প্রাচীনেরা বৃক্ষের তথা বনের সম্পদ সম্বন্ধে কতটা সচেতন ছিলেন। বন নির্মাচিত গাছ লইয়া যোগাযোগে তাঁহারা প্রথম সাংখ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাদানের কালে ভারতের বন সম্পদের কথা, ও তাহা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। বৃক্ষ রোপণ ভারতের প্রাচীন প্রথাই কেবল নহে, ইহা পবিত্র উৎসব। ভারতের এই প্রাচীন প্রথা ও উৎসবকে নূতন ভাবে জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আমরা আন্দোলিত হইয়াছি। জানা গিয়াছে, আগামী ১লা জুলাই হইতে ভারতবাসী বৃক্ষ রোপণের উৎসব শুরু হইবে। দেশের জনগণ দাক্ষ করিয়া আমরা সজাগ হইয়াছি, সেই সঙ্গে আমাদের জন্য দেয় সহানুভূতি হইয়াছে, দেশে যেমনি বনভূমির প্রসার হইবেছে, ইহা যদি প্রতিরোধ করিতে পারা না যায় তাহা হইলে দারা ভারতই যে একদিন মরুভূমিতে পরিণত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মনের অভাবে জমির উর্বরা শক্তি যেমন নষ্ট হয়, ইহার অভাবে জমির ফসল তেমনি বিনাশিত হইতে পারে না। পশ্চিম পাকিস্তানে সরকার ইতোমধ্যে (জমির উর্বরা শক্তির জন্য) বাকি অনেক বাড়িয়া দিয়াছে। আসলে পশ্চিম পাকিস্তানও তো ভৌগোলিক দিক হইতে ভারতবর্ষই। যারা পশ্চিম পাকিস্তানে অনাবৃষ্টি জনে ধরিয়েছে, তাদের তো ভারত সীমানা যে অতিক্রম করে যাই—ইহা কে বলিবে? বনসম্পদ বৃদ্ধি ও বন সম্পদ ভারতের পক্ষে অতি প্রয়োজন।

শিল্পোন্নতির পথ

ভারতের নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য বিভিন্ন ভারত শিল্প পতির কাছে বিদেশী মোটর গাড়ীর আমদানি বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য তাগিদ দিয়াছেন। তাঁহারা এই উপলক্ষে আমরা জানাইয়াছি যে, বিদেশী গাড়ীর পরিবর্তে ভারতের পক্ষপাতি। তাঁহারা এই উপলক্ষে আমরা জানাইয়াছি। অতি ভাল ও দীর্ঘ ভাবে আমরা হতাশ হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই তাঁহারা এ কথা আমাদের জানান নিয়াছে। এই সকল শিল্পপতিদের অভিযোগকে যথাযথভাবে বোঝবার জন্য ও মনে হয়, শিল্পের বাজার ভয় ও সরকারী হস্তক্ষেপের ভয় যেন শিল্পপতিদের নিত্য সঙ্গী হইয়াছে। শিল্পপতিদের এই আশঙ্কাদের উপর দান করিয়াছেন। মূলধনের অভাবে শিল্পপ্রসার রুদ্ধ পাইতেছে না বলিয়া যেসব কোন কারণ দেখানো হইয়া থাকে। শিল্পে মূলধন আমদানির ভয়ও যথেষ্ট হ্রাস হইয়াছে। মূলধনের অভাব সম্বন্ধে শিল্পপতিরা যে অভিযোগ করেন তাহার উত্তরে শ্রীযুক্ত আজাদ যাহা বলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন সরকার ও আন্তর্জাতিক সহিত শিল্প প্রসারের উদ্যোগী হইলে মূলধনের অভাব হয় না। উদাহরণ দিয়া তিনি কি ভাবে মূলধন সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন, তাহার ইঙ্গিত দিয়া বলেন যে, পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী ও সাধারণ আয়ের শ্রেণীর মধ্য হইতে প্রচুর পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কল-কারখানা গড়িবার জন্য সাধারণতঃ মূলধন সংগ্রহীতির যে অনেক ও বিদেশী মালিকের নিকট যাইতে। লোহা টাকা যার দ্বারা করিতে অনেকে বিভিন্ন ভাবে মূলধন হইতে পারেন, এইসব বিশেষজ্ঞদের সাধারণ অভিপ্রায়ও থাকিতে পারে। কিন্তু মূলধন যদি পল্লীর বিশাল ও সমুদ্রের তার মোটে অল্প অল্প পরিমাণে সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে অনেকের নিকট হইতে সামান্য সামান্য পরিমাণ সঞ্চিত অর্থ প্রচুর পরিমাণ অর্থে পরিণত হইতে পারে। ইহা কেবল পরিমাণ বা অনেকের কথা হিসাবেই আসা যায় নাই। শ্রীযুক্ত আজাদ উদ্যোগীর মত পরিষ্কার ভাবে এই উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। এইভাবে অর্থ সংগ্রহের আরও সুযোগ আছে। কারখানায় সরাসরি সরকারের অর্থিক চেষ্টা সফলের ঘরে ঘরে যেতে পারে, তেমনি প্রত্যেক গ্রামবাসী মনে করিতে পারিবে যে, এই কারখানা আমার, ইহাতে আমার অর্থ রহিয়াছে। দেশের শিল্পের প্রতি দেশের লোকের মনে এইভাবে সমান ভাবে আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে। আমরা আশা করি, দেশের শিল্পপতিরা এইদিকে মনোযোগ দিবেন এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এইভাবে মূলধন সংগ্রহের জন্য উদ্যোগী হইবেন।

পাটের চুক্তি

গত ২৫শে এপ্রিল তারিখে যে বার্ষিক চুক্তি হয় তাহার পর হইতে এ পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান মুই মিল্স্ এসোসিয়েশনের নিকট ১৪ হাজার গাঁট পাট বাকি জমিয়া গিয়াছে। এই চুক্তির অধীনে যে পরিমাণ পাট পাকিস্তানের নিকট হবে, ইহা হইতেছে তাহার দুই তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশের চেয়ে কম। চুক্তিতে এইরূপ সাধারণ হয় যে, ১৯৫ মে-র মধ্যে পাকিস্তান ৩ লক্ষ ২০ হাজার গাঁট ডেলিভারি দিবে ও ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যে দিবে ৫ লক্ষ গাঁট। এখন জানা গিয়াছে যে, এই পরিমাণ পাট ডেলিভারি দিতে পারিবে না। পাকিস্তান বাকি পরিমাণ পরিমাণ পাট মুক্ত বাই। বাজীর বাজারে পাকিস্তান ১৯৲ টাকা মণ দরে বেঁচিতে চায়, কিন্তু বিক্রেতারা এই দরে ভারতীয় বাজারে পাট বেচিতে চায় না। পাকিস্তানের ১৯৲ মণ দরের পাট ভারতীয় পাট সমিতির তরফে ৩৯৲ টাকা মণ দরে কিনিয়া লইয়াছে। পাকিস্তান মুই মোটের দরের এইরূপ পার্থক্য করিবার কারণ কি? যে পাট ৩৯৲ টাকা মণ দরে ইণ্ডিয়ান মুই মিল্স্ এসোসিয়েশনের নিকট বিক্রয় হইয়াছে, তাহা ১৯৲ টাকা মণ দরে ভারতীয় বাজারে বিক্রয় করাইবার চেষ্টার ফেন্ড আমাদের অনিবার্য ইচ্ছা। তাহার উপর আরও কথা হইল এই যে, পাকিস্তান যখন পাট চুক্তি করিয়া তখন তাহার মুল পাটের পরিমাণ সম্বন্ধে ভারতীয় কর্তা জানা ছিল না। যে চুক্তি সম্পাদন করা যাইবে না, সে চুক্তি করার দিকে পাকিস্তানের আগ্রহ স্বাভাবিক বলা যাইতেছে। এইসব কারণেই পাকিস্তানের উপর হইতে ভারতের আস্থা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে।

(শেষাংশ ১৪ পৃষ্ঠায়)

গ্ল্যাড ষ্টোন লাম্বেরেল
এণ্ড কোং লিঃ
৪, ক্লেয়ারলী রোড, কলিকাতা।
টেলিফোন : বাজ ২৪৬১—২৫৬৪।
টেলিগ্রাম : বাট।
ষ্টীমার এজেন্টস্
দি সিটী লাইন লিঃ
এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্কার্স এন্ড এক্সচেঞ্জ লিঃ
দি বাইন লিঃ
ইম্পোর্টারস্ ও ডিষ্ট্রিবিউটর্স
ভারত সরকারের সরকার নিয়ন্ত্রকের
অধীনের প্রতিনিধি
অফি নির্মাণ, বিমানপোতক
ডি. ডি. ই লোকো-মাতৃত্ব অনুসন্ধানক
যন্ত্রি (বাতু)
ফ্রাসেজিয়ার এজেন্টস্
ফেক এণ্ড কোং লিঃ
(ডিমি ও মল প্রস্তুতকারক)
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টার্চিং কোং লিঃ
আসানসোল মাসিক এণ্ড মিলিং কোং লিঃ
(মার্চিয়ারস্)
ইন্সিওরেন্স ও লসেজ এজেন্টস্

উদ্বাস্তুতে ভেজাল

সাম্প্রতি হাওড়ার অনেক পুর এবং গ্রাম হইতে দলে দলে আবার বৃদ্ধি অথবা উদ্বাস্তু হইয়া পশ্চিম বাংলার আশ্রিবাসের পাকাপাকি বিলিব্যবস্থা অথবা হই অথবা অতিরিক্ত লোক আসিলেই মুখরোচক হজুগটি হইয়া পড়িবে যে—কি খাওয়াইব, কোথায় থাকাইব। এই সাম্প্রতিক ঘটনার সূত্র ধরিয়া অনেকেই এই সত্য সত্য লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হউক। তাহা বোঝা যাইতেছে। কিন্তু এই হজুগ সম্প্রদায়ের আসল উদ্দেশ্য, অনেক ভুলিয়া যাইতেছেন এক দল অতি লোভী লোক। ইহাদের বিবাদ হইল পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে তাহাদের ঘর, কিন্তু ঘর ফেলে আসে তাঁহারা এখানে বাস করিতেছেন তাঁহাদের ভেলা আছে, চাকুরি আছে, আত্মীয় স্বজন আছে। তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের নানা বসিবাসস্থলে এখানে দশ পনের বা বিশ বছর হইল আছেন। কেহ পূর্বে ঘরে হয়তো ইংরাজির লেকচারার অথবা কলিকাতা ইউনিভার্সিটি সুবিধা পাইবেন বলিয়া এখনে অতি লোভীর মত নিজেদের পুরা বাড়িটা ইহার সাক্ষিত্ব মুক্তি আশ্রয়ের ভিতর ঘুসিয়েছেন। তাহারা কৃপণতা করিয়া এখনে আশ্রয়ের আশায় আশ্রিবাসের তাঁহাদের পূর্বাদি পাওয়ার পরে তাঁহারা নিজ ঘরে হইয়া ফিরিয়াছেন। আমাদের নিকট কেহ এ বিষয় বিস্তারিত জানিতে চাহিলে আমরা তথ্যাদি জানাইতে প্রস্তুত আছি।

ইহারা সরকারী সাহায্যের পাত্র নয়। এখানকার ইহারা সর্বসাধারণের পক্ষ এবং প্রকৃত উদ্বাস্তুদেরও পক্ষ। মোটামুটি ভাবে এ কথা বলা চলে যে যাহার কোন পূর্বস্থলে ঘর ছিল। কিন্তু বর্তমানের সমস্যা উদ্বাস্তু সংখ্যা গণনা নয়। উদ্বাস্তুদের প্রয়োজন দরদী। যাহারা সরকারের বাস ও ট্রাক্সি আসা করিয়া আশ্রয়ের সন্ধানে এখানে আসিতেছেন, তাঁহাদের পুনর্বাস ও তাঁহাদের পুনর্বাসন করিতে হইবে আগে। আর যাহারা পূর্ব হইতেই এখানে আছাড়ী খাইতেছে, যাদ অতিরিক্তেরা তাঁহাদের পূর্বতনের সম্পত্তির ব্যবস্থাদি করার জন্য পরে ও অল্প উপায়ে। পূর্ব হতে পরিত্যক্ত সম্পত্তির হিসাব যাহারা করিবার জন্য গভর্নমেন্ট যাহা। করিতেছেন, ইহাদের কর্তব্য সেই হিসাব যাহারা উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য গভর্নমেন্টকে জানান দেওয়া।

বিভিন্ন পুর চাকুরিয়া ও ব্যবসায়ের উদ্বাস্তু নিয়ে হইতে একটি মুখ্য বিভিন্ন পুরের ১৫১ বাহু, অথবা করিয়া বসিবার ট্রেনিংয়ের ফিকট আসিলে পুলিশ তাহাদের অতি লোভ করে। এই বিভিন্নের লোকজন (নর ও নারী) পুলিশের প্রতি ইট ছোড়ে ও পুলিশকে মার দেয় করে। ইহা আমাদের চক্ষুর দেখা। আমরা ইহাও লক্ষ করিয়াছি, এই বিভিন্ন অতিরিক্ত বেশি লোক উদ্বাস্তু ক্যোলে। তাঁহারা এই অঞ্চলের পুরাতন বাসিন্দা। ক্যোলাহলি বাসের ব্যবস্থার সময় তাঁহারা চাকুরিয়া ও ব্যবসায়ের পরিত্যক্ত অতি লোভ দখল করিয়া মারামারি করে তৈরি করেন ও নিজেদের অস্থায়ী দুঃ ব্যবস্থা করিয়া তথায় বসবাস শুরু করেন। তখন তাঁহাদের এইরূপ ধারণা হইয়া থাকিবে যে ছুনিয়া যুদ্ধি চিরকাল এই ভাবে চলিবে। সেই যুদ্ধি এখনকার অবস্থার হইয়া গিয়াছে। লোকজনের মধ্যে একটা অতি প্রবল করিয়া ইহারা সেই অতি নিজেদের ছেলে ভাগাভাগি করিয়া ফেলে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সবই পরিবর্তন হয়। এখন অবশ্যেই উদ্বাস্তুদের ঘরে অতি হইতে ইহারা বিতাড়িত। অবশ্যেষের অতি এই কারণে ইহারা বিপুল সংখ্যায় ও সেই কারণে ১৫১ ধারা অথবা করিয়া পুলিশকে আহ্বান করিতে দিয়া করে যাই।

আরও বলিবার কথা এই যে, ইহাদের অনেকেই কমুনিষ্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্য। ইহারাই ঐ দিবস পুলিশের গতি রুদ্ধ করিয়া তাহার উপর ইট্টা অতিরিক্ত বিক্রম প্রদর্শন করিয়ে থাকেন ও কমুনিষ্ট প্রোপাগ্যাণ্ডায়ে থাকেন। এই ধারণা যাহাতে অনুরোধ এই কথা আমরাই বহু পুলিশ কর্মচারীর উপর পার্টী আক্রমণ করেন না, কেবল তাহাদের অভিযোগ অভিযোগ আছে।

আমরা বিভিন্ন সমস্যা করিয়াছি, তখনও একটি বৈদেশিক পত্রিকা এরূপ সাহায্য উদ্বাস্তুর করিতেছেন না। উদ্বাস্তুদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি কম নহে। তাহাদের প্রতি সহানুভূতি আছে বলিয়াই আমাদের এই ঘটনার বিষয় লিখিতে হইতেছে। এই-সব ভুয়াকথিত উদ্বাস্তু এইভাবে যদি অভাবের ব্যবস্থার ও পরমোলের সুযোগ করেন তাহা হইলে প্রকৃত উদ্বাস্তুদের তাহাদের প্রাপ্য হইতে যে বঞ্চিত হইবেন, ইহা আমরা বলা। আসল উদ্বাস্তুর জন্য যে ব্যবস্থা করা

(শেষাংশ ৭৩ পৃষ্ঠায়)

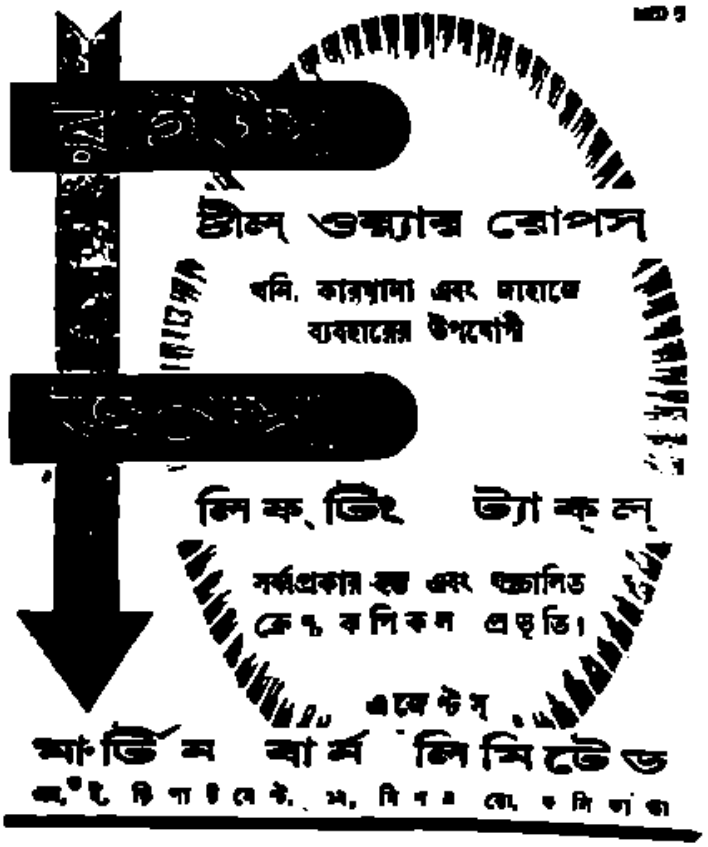

সংবাদ সংক্ষেপ

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মুখার্জী

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মুখার্জি গত বৃহস্পতিবার হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার হিসাবে কার্য করিতেছেন।

আই. এ ও আই. এস সি পরিক্ষার ফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ ও আই. এস সি পরিক্ষার ফল আগামী আগষ্ট দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই বৎসর পাশের হার অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা কম হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। আশা করিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বৎসর পরিক্ষার্থীদের সংখ্যা অপেক্ষা পরীক্ষার্থীদের হলিয়ের মানের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছেন।

গাইঘাটার নিকট সেতু নির্মাণ

কলিকাতা হইতে আটত্রিশ মাইল দূরে গাইঘাটার কপোতাক্ষের দুই অংশের মধ্যে যাতায়াতের অসুবিধা দূরীকরণ উদ্দেশ্যে আধুনিক প্রণালীতে একটী সেতু নির্মাণ প্রায় সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে। কড়ি বা বরগার ব্যবহার না করিয়া কংক্রিটের ঢালাই করিয়া এই একশত আশী ফুট লম্বা সেতুটী নির্মিত হইবে। লম্বা লম্বা লৌহদণ্ডের পুরোভাগ সাজাইয়া করিবার সময়ে এই সেতুটী নদীগর্ভে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বর্তমানে এইস্থানে একটী কাঠনির্মিত সেতু আছে এবং তাহা যানবাহনের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচনাধীন আছে।

বিশ্বাস এই সেতুটীর বিভিন্ন অংশের পরিচালনার এঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডিয়ান-ষ্টীল সি অফ এবং যাবতীয় কার্য সেতুটী পরিচালনা ইত্যাদির ভার দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা সহরে প্রথম সরকারী

কলিকাতা সহরের বড় সমস্যা সমাধানের জন্য ষ্টার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবার নয় টাকা মূল্যের গরীব জন বাস করিবার পরিকল্পনাকারী এই বৎসরের শেষ দিকে বাস আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছে। পরিকল্পনাটী এখন ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার গৃহনির্মাণ মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এখন ভারত আসিলে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইবে। বৈদেশিক এক সপ্তাহের মধ্যে বাসু বন্ধ পরিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই আশা কলকাতা হইলে আরও অধিক সংখ্যক ট্রামযাত্রীর এই ভারে বিস্তার করা হইবে।

কলিকাতা সহরে বর্তমানে প্রায় ষাট লক্ষ লোক। ভারতের পূর্বাংশে সবচে চাহিয়া বেশী কলিকাতার বৈদেশিক প্রায় সাড়ে তিন হাজার জন মানুষের প্রয়োজন। বিভিন্ন বাসস্থার প্রায় বেড় হাজার জন মানুষ পূর্বদেশ হইতে আসিত। কিন্তু পূর্বদেশে সাম্প্রতিক গোলযোগ, মূল্যমূল্য হ্রাস, বীমা শ্রেণীর পূর্বদেশ আগ প্রভৃতি কারণে পূর্বদেশের চাহিদা প্রায় পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে। প্রয়োজন হিসাবে অধিকের জন বন্ধু কলিকাতায় বাসস্থার আসার জন্য সংক্রান্তির বাঙ্গালীর বিভিন্ন দেশ বিদ্যুৎকাল এই সমস্যা দূর করা হইয়াছে।

এই সমস্যা আশু সমাধানের চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার তীরবর্তী এলাকায় সমুদ্রের গভীর জলে মাছ ধরার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা যায় কিনা তাহা বিচার করার জন্য ডেনমার্ক হইতে একজন বিশেষজ্ঞকে আনিয়া আনা হয়। তিনি এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই পরিকল্পনা কার্যে সরকারের অনুমোদন লাভ করিলে ভারত সরকারের মৎস্য বিভাগের ডেপুটীকর্তা শ্রী এস, কে, দে ডেনমার্ক যাত্রা করিবেন। তাঁহারা তথায় যাতায়াত ব্যয় এবং এই তীব্র অভিযানী প্রয়োজনীয় সেচযন্ত্রের ব্যবস্থা করিবেন। এই সকল বিভাগ বাদ দেওয়া ডেনে নির্মিত মাছধরার নৌকা, জালাদী সমুদ্রের উপযোগী ইঞ্জিন প্রভৃতি বিষয় স্থির করিবেন। তাঁর আসার ৬মাস কিনা মাসের মধ্যে তাঁহারা ফিরে আসিবেন এই বিষয় নির্ধারিত হইবে পরিচালন করিয়া আশা করা যাইতেছে।

১৯৫০-৫১ সালে উড়িষ্যাসহ পূর্বাঞ্চলে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ

সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার উহার পূর্বাঞ্চলীয় খাতে ১৯৫০-৫১ সালের জন্য পঁচিশ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য আরও পাঁচ কোটি টাকা পৃথকভাবে বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ভারতের পূর্বাঞ্চলের মধ্যে বঙ্গ বিহার—পশ্চিমবঙ্গ আসাম, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা এবং মিজুরা অঞ্চল পঁচিশ কোটি টাকা মূল বরাদ্দের প্রায় অংশ পাইবেন।

১৯৫০—৫১ সালে পূর্বাঞ্চলীয় খাতে যে প্রধানতঃ 'রাজ্য সমূহে পুনর্বসতি ঋণ' 'পুনর্বসতি খাতে অন্যান্য সাহায্য' 'ত্রিপুরিটেশন বিশেষ এজেন্সিসমূহের' 'এক কালীন দান' এবং 'সাহায্য' খাতে বরাদ্দ করা হইবে।

'সাহায্য' খাতে তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা ধার করা হইবে রাজ্য সমূহে 'পুনর্বসতি ঋণ' খাতে তের কোটি সত্তর লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইবে এবং ইহা হইতে রাজ্য সরকার উদ্বাস্তুদের পুনঃ নির্মাণের জন্য ঋণ দিবেন।

'পুনর্বসতি, সাহায্য' এবং বিশেষ এজেন্সিসমূহের' প্রয়োজনের জন্য তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইবে।

'এক কালীন দান' খাতে বরাদ্দ দুই কোটি টাকা শিল্পীতে উদ্বাস্তুদের পুনঃ নির্মাণে ব্যয় করা হইবে।

কেন্দ্রীয় পূর্বাঞ্চলের বরাদ্দ কোটি বাজেট টাকার বাজেটভুক্ত অঞ্চল নির্মাণকল্পে ব্যয়ের আবেদন।

খাদ্যদ্রব্যের উপরিতে অর্থ সাহায্য

কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্র ডাকাতদের ঠেকার অক্ষ কমার্শের পক্ষ হইতে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি কমার্শে গঠিত অনুমোদিত উদ্বাস্তুদের সাহায্য দানের ক্ষেত্রে আয়ের আমদানি না করায় এক ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছিল। ইহার উত্তরে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে, ১৯৫২ সালের তারিখের আয়কর আইনের ১৪ (খ) ধারানুযায়ী সরকারের গঠিত আয় ব্যবস্থা অনুযায়ী ভূমিরূপে পরিচালিত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে আয় সরকার এই সুবিধা দিতে বাধ্য আছেন।

পাটশিল্পজাতের মূল্যের মূল্য বৃদ্ধি

মূল্যের বাজারে এই অর্থ সমাপ্ত এপ্রিলে ৫১ মে, পাট-জাত দ্রব্যের মূল্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হইবে। তাহার ফলে মূল্যে পাঁচ ২৭ টাকা হইতে ৩৭ টাকা পর্যন্ত পরিবর্তিত হইবে। আন্তর্জাতিক ১২ লক্ষ গাঁট মূল্যের ৮ লক্ষ ৩০ হাজার গাঁট ইতিমধ্যে রপ্তানি করা হইয়াছে। আগামী ৩ মাসে ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁট মূল্য সুবিধার অন্তর মূল্যের বাজারে বিক্রয় করা হইবে। অন্য বৎসরের মেয়ে হিসাবে ৪০

বাজার পাট করা ছিল. এই বছরের ইহার অধিক খুলিবে না। প্রধানতঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মূল্য হ্রাসই করা হইয়াছে। করাচীতে আন্তর্জাতিক ৩ নম্বর পাট মূল্য বন্দরাদীআইনের নিকট বহুত হরিয়াছে।

পাকিস্তানে বস্ত্র ও সরিষার তৈল রপ্তানি

বাণিজ্য বছরের এবারী ফেব্রুয়ারী করা হইয়াছে যে, ১৯৪০ সালের পাক ভারত চুক্তি অনুযায়ী দুধী বস্ত্র-দ্রব্য ও সরিষার তৈল রপ্তানি সম্পর্কে সাময়িক-ভাবে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা পাটের বিনিময় হিসাব করিয়া পরিশোধের যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে পাকিস্তানী আমদানী ব্যবসায়ের নিকট হইতে প্রায় ৬ কোটি টাকা পাওনা হইয়াছে। ঐ সময় পাকিস্তানে ১৯৪০ সালের ১৫ই জুন পর্যন্ত তারিখের আমদানীর পাওনা পাইবার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদের তারিখের এই সকল ৬টি বিভিন্ন লাইসেন্স প্রদানের তারিখ ও তৎপরে ডিসেম্বর ১৯৫০ সালের ১৫ই জুনের মধ্যে যে সমস্ত পণ্য বিক্রি করিতে হইবে, সেই সকল পণ্যের তালিকা পাকিস্তান সরকার দিয়া থাকেন।

পাট অভিযান বলবৎ আছে

পাকিস্তানের বাণিজ্য দপ্তরের একটি ফেব্রুয়ারী করা হইয়াছে যে, ১৯৫১ সালের পাট অভিযান এবং এতদ সংক্রান্ত ফোরকারী ১৯৪৯ সালের সম্পূর্ণ কার্যকরী রহিয়াছে। এই অভিযানে উহা পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ, পাট বোর্ড গঠন, পাট রপ্তানীতে মূল্য নির্ধারণ এবং পাট বন্ধুক রাখার জন্য গুদাম ঘর রিকুইজিশন করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অভিযান বলে পাটবোর্ড আইন সভার নির্দিষ্ট মূল্যে পাট ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। এজেন্টদের নিকট যে চুক্তি আছে উহার মেয়াদ ৩০শে জুন শেষ হইবে।

বর্ণবাদী কর্মচারী সুপ্রীমকোর্ট

ভারত বাদের বর্ণবাদী ২৩জন কর্মচারীকে পুনঃবহালের জন্য দিল্লি হাইকোর্টের যে আদেশ দিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে ভারত বাদের পক্ষ হইতে সুপ্রিম কোর্টে আপীলের আবেদন করা হয়। এই আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে। বর্ণবাদের পর এই ২৩ জন কর্মচারীকে বাদ কর্তৃপক্ষ বরখাস্ত করেন।

সিংহলে স্কুটারের চাহিদা

সুইস সিংহলের নিকট এবার কোন পরিচিত ৫১ ভরে টেলার আহ্বান করিয়াছে। ঠিক হইয়াছে ১৫ খর বৎসরের জন্য উহার পাটের প্রতি চারি বেল কেনা হইবে। নিম্নের সূচীর ১১ তারিখের মধ্যে টেলার দাখিল করিতে বলা হইয়াছে, যার মাসের শেষ পর্যন্ত উৎপন্ন ৫১ সূচীর হইবে এবং তাহা জুন পর্যন্ত টেলার গ্রহণ করা হইবে।

পাটের সুতা-কাটার চেষ্টা

খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রী নবীনচন্দ্র লালভাই পাটের সুতাকাটার উপযোগী এক যন্ত্রকৌশলের চেষ্টা উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই চেষ্টায় একজন দৈনিক আট ঘন্টায় দুই সের সুতা কাটিতে পারে। পাটের আঁশ ছাড়াইবার জন্য অপর একজনের প্রয়োজন হয়। দুইজনের দৈনিক উৎপাদন দুই সের দুশ সুতা। সুতার অন্য প্রতি দুই পাউন্ড এক ডোলা।

বস্তী-অধিবাসীদের জীবনযাত্রা

কলিকাতা ও হাওড়া বস্তী অধিবাসীদের জীবন-যাত্রা সম্পর্কে পরিচালক সংগঠনের তদন্তের ফলাফল বিবরণে দেখা যায় যে, কলিকাতা বস্তীসমূহের শতকরা ৩৮.৭ ভাগের বস্তী সমূহের শতকরা ৮০-৩টি কুটিরে জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নাই কলিকাতা বস্তীসমূহের শতকরা ১৭.৩ এবং হাওড়া বস্তীসমূহের শতকরা ১৫.৫ টি কুটিরে কোন পায়খানার ব্যবস্থা নাই। কলিকাতা বস্তীর শতকরা ১১ এবং হাওড়ার শতকরা ৩৪টি বস্তীতে ড্রেনের ব্যবস্থা বিদ্যমান। কলিকাতা ও হাওড়ার বস্তী সমূহের মাত্র ১৫টি কুটিরে বাজার আছে এবং কলিকাতা বস্তী সমূহের শতকরা ২টি ও হাওড়া বস্তীসমূহের শতকরা ১০টি কুটিরে বাজার আছে কোন ব্যবস্থা নাই।

বাসস্থানের একটি মাত্র মহাবস্তী আছে এবং এই মহাবস্তীতে গড়ে ভাড়ার অন্য সর্বাধিক সকল ব্যক্তি লোকের বাস। কলিকাতা বস্তীসমূহের অষ্টাষ্টাংশের শতকরা ৩৭ জন অবাঙ্গালী (বিহারের দেশীয় জন বিহার ও উত্তর প্রদেশের অধিবাসী) এবং শতকরা ১৩.৩ জন দক্ষিণের অধিবাসী। হাওড়ার বস্তীগুলির আড়াইয়ের শতকরা ৮০.২ জন অবাঙ্গালী এবং শতকরা ১.২ জন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী।

বিভিন্ন বস্তীর লোক মাস গড়ে এই সব বস্তীতে তোমরা আয় মাই এমন লোক হইতে মাসিক দুই হাজার টাকা আয়ের লোকও বস্তীতে বসবাস করেন।

বিজ্ঞাপনাবলী

• "আধিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

• মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

• ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

• ষাণ্মাসিক মূল্য পাঁচ টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
এজেন্সীর জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
"আধিক ভারত" এবং কমার্শিয়াল
বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা।
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে

(৭২ পৃষ্ঠার পর)

হইয়াছে ও ক্রমে তাহা হইতে এই মূলধন উদ্ধার হল অনেকটা আশা আছেসাং করিয়া লইবেন। আমাদের অর্থনীতি আর কতদূর পৌঁছিবে। দৈনিক সংবাদ পত্র মন্ত্রী এবং বিষয় কিছু না হলেও, তাহা হইতে বুঝিতে হইবে তাঁহারা কতো আড়ম্বর করিয়া কেবল লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেই চান।

দৈনিক পত্রিকা মন্ত্রী এখন যে ভাবে চলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা কমুনিষ্টদের উৎপাতের অন্তই পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাঁহাকে আমরা উদ্ভাবের সেবার পথ বলিয়া মনে করিনা। যাহারা বিদেশ থেকে ঘন ঘন ডলার ভেলিয়া নিজ নিজ হইয়া আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের অন্তর তাহা বুঝিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে কেহ কারাগার মুড়িয়া পড়িয়াছে, কেহ বেপরোয়া হইয়া উঠিতেছে। এখন তাহাদের সান্ত্বনা দিতে হইবে, তাহাদের পথের সন্ধান বলিয়া দিতে হইবে। এখন তাহাদের পথের সন্ধান বলিয়া দিতে হইবে। এখন তাহাদের উদ্ভাবিক করিবার জন্য দৈনিক পত্রিকাসমূহের আক্রমণের শেষ নাই। ইহার পরিণাম কোথায় যাইবে! বাংলার সংবাদ পত্র এই ভাবে যে বাংলার সর্বনাশ করিবে, তাহা আমরা কখনও ভাবি নাই। এই সব বেখিয়াই মনে হয় কোন উদ্ভাবের সন্ধানেও বুঝি তাহারা এই ভাবেই চীৎকার করে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে পাকিস্তানের শৈথিল্য

পাকিস্তানের সহিত ভারত যে সাময়িক বাণিজ্য চুক্তি করে সে চুক্তির অন্যান্য বিষয় আপাতদৃষ্টে বিশেষ আপত্তিজনক বলিয়া প্রকাশিত হয় নাই। এ সম্পর্কে ভবিষ্যতে আর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহাও কার্যকরী হইবে কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। উভয় রাষ্ট্রের পক্ষের বিনিময় দ্বারা এই চুক্তি কার্যকরী করিবার চেষ্টা হয়। অবশ্য এই পণ্য নির্বাচন লইয়াও নানা মহলে নানা প্রকার মতভেদ রহিয়াছে। আশা করা গিয়াছিল যে, এই সাময়িক চুক্তির দ্বারা যে পরিমাণ পাট ও পাটের ছাটাই পাকিস্তান ভারতে প্রেরণ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়, সেই পরিমাণ পাট তাহারা ভারতে প্রেরণ করিতে পারে না। যে পরিমাণ পাট ভারতে প্রেরিত হইবে তাহার মূল্য বাবদ তাহারা মূল্য তাহাদের দেওয়া হইবে বলিয়া ঠিক হয়, সেই অঙ্কের ভারতীয় মূল্যের দ্বারা পাকিস্তানে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিবে বলিয়াও ঠিক হয়। কিন্তু পাকিস্তান হইতে চুক্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট না আসায় পাকিস্তান ভারতীয় মুদ্রাও বেশি অর্জন করিতে সক্ষম হয় না। এই কারণে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিতেও তাহারা পারে না। পাকিস্তান হইতে কেন যে নির্ধারিত পরিমাণ পাট আসিল না তাহার কারণ সঠিক জানা যায় না। কেন না পাকিস্তান দুই বোর্ডের হইতে প্রচুর পরিমাণ পাট আসে বলিয়া জানা যায় এবং ইহাও জানা যায় যে পাটের ছাটাই পাকিস্তানকে খোলা বাজার হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। পাকিস্তান দুই বোর্ড যদি ভারতের প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সক্ষম না হয় তাহা হইলে চুক্তি পালন করিবার জন্য ভারতের কিসের দায় রহিয়াছে তাহার কোনো কারণ নাই। পাকিস্তান দুইবোর্ড যদি তাহাদের অর্থ পালনে কোনরূপ আগ্রহ না দেখায় তাহা হইলে এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে যে, এই চুক্তির পশ্চাতে তাহার কোন মন উদ্যম ছিল না বা নাই। চুক্তি যে বিফল হইয়াছে এই সংবাদেই নানা মহলে পাটে দাম ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বাণিজ্যিক মহলের হিসাব অনুযায়ী এরূপ বলা যায় যে, পাকিস্তান হইতে পাট আসার পথে কিসের কোন অসুবিধা নাই, যান বাহনের অভাবও আদপে নাই। নির্ধারিত পরিমাণ পাট আসার জন্য রেল-ইয়ার্ড বা রেলের ব্যবস্থা অনায়াসে করা যাইতে পারে। পাট আসিতে এইরূপ বিলম্ব হইতেছে কেন, তাহার সন্তোষজনক কারণ পাকিস্তান যদি দেখাইতে না পারে তাহা হইলে এই চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির আশা সুদূর পরাহত এবং পাকিস্তান কর্তৃক ভারতের অন্যান্য দ্রব্যের বিনিময়ে পাটপ্রাপ্তির কিসের আশা আছে। উভয় দেশের মধ্যে মুদ্রা ঘটিত অসুবিধা দূরীকরণ যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার দ্বারা ভারত হইতে কোন পণ্য রপ্তানিও হইবে না।

আশা করা গিয়াছিল যে, সিলেটে পুনরায় যে বাণিজ্য আলোচনা হইবে তাহাতে আরও অনেক পাকা সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। কিন্তু এ আলোচনা বৈঠকের কিসের কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। এখানে কেবল ইহাই পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিরা জানাইয়াছেন যে, দুপাট বাদের মধ্যে তাহারা পুরা পাট ভারতে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু এতটা উচিত অর্থ আদৌ ভারতের বৃদ্ধিতে পাকি নাই। এখানে বলা যায় যে ভারতীয় পণ্য পাকিস্তান আমদানি করিবার জন্য মুদ্রা বিনিময়ের একটা ধারা নির্ধারিত হইবে। এ সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যদি নির্ভুল হয় তাহা হইলে ভারতের বাণিজ্যিক প্রতিনিধিরা সদ্য ঢাকায় ভারতীয় পণ্যের মূল্য গ্রহণ করিতে পারে। পাকিস্তান হইতে পাট আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই যদি ভারতীয় পণ্য চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে অবস্থা জটিলতর হইবে। কেন না পাকিস্তান তাহা হইলে পাট প্রেরণে আর বিশেষ গরজ দেখাইবে না। ভারতীয় পণ্যের বাজার আছে, অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্র ভারতীয় পণ্য লইবার জন্য উন্মুখীন রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানে ভারতীয় পণ্য প্রেরণের বিশেষ কোন অর্থ হইবে না। ভারতীয় পণ্যের চাহিদা যদি কোন ক্ষেত্রে বেশি না থাকিত, তাহা হইলে অবশ্য ভারতকে বাধ্য হইয়া পাকিস্তানে মাল চালান দিতে হইত।

চিনি

ইতিপূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, এ বৎসর ভারতে ১০ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হইবে, গত বৎসর উৎপাদিত হইয়াছিল ১৫ লক্ষ টন। ভারতের মোট চাহিদাই হইতেছে ১৩ লক্ষ টন। সুতরাং আনুমানিক ৩ লক্ষ টন চিনি যে এ বৎসর বাড়তি পড়িবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই বাড়তি পড়তার জন্য কেন্দ্রের নির্ধারিত পরিমাণ চিনি হইতে কিছু ছাঁটাই করিতে হইবে। তাহাতে চিনির উৎপাদক রাজ্যের মন্ত্রী সম্মেলনকে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। বিদেশ হইতে চিনি আমদানি করা হইবে না ঠিক হইয়াছে। কেন না, যে যে দেশের মুদ্রা মূল্যের হার অধিক, সেই সেই দেশেই চিনি পাওয়া যাইতেছে। তবে হইতে চিনি আসিলে তাহাতে চিনির দর বৃদ্ধি পাইবে।

খাদ্যশস্য

উত্তর প্রদেশে সাম্প্রতিক ও বিশেষের মতে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। খাদ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে যে খাদ্যশস্য আসিয়া পৌঁছিতেছে, তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আসিয়া পৌঁছিতেছে। তাহার বাজার এখনই ঠিক আছে।

এরূপ আশা করিয়াছে যে, ভারত সরকার বিদেশ হইতে এ বছর যে পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এখন তাহার পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পূর্বে ঠিক হয় যে, ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা প্রয়োজন। এখন ঠিক হইয়াছে আরও ৫ লক্ষ টন প্রয়োজন হইবে। এই বর্ধিত পরিমাণের বেশির ভাগ বর্মা হইতে আনা হইবে ঠিক হইয়াছে, তাহার কিছুটা ইতিমধ্যেই অবশ্য আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চা

ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন, ১৯৫০-৫১ সালে বিদেশে রপ্তানির জন্য ৪৩ কোটি ৫৩ লক্ষ পাউণ্ডের কিছু বেশি পরিমাণ চা খালাস করিবেন। গতবারের যে পরিমাণ চা বিদেশে রপ্তানি হইয়া যাবে, এবারকার এই পরিমাণ তাহা হইতে পরবর্তী ২৫ ভাগ বেশি। ঠিক কতটা চা ভারতে উৎপাদিত হয় তাহার পুঁজিপাটি হিসাব করিয়া কর্তৃপক্ষের দেশের বিভিন্ন ভারত সরকার চা বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিষয় পরামর্শদান করিবেন।

(৭১ পৃষ্ঠার পর)

ভারতের কর্তব্য, পাকিস্তান সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হওয়া। পাকিস্তান যে ভাব ও ভঙ্গী প্রদর্শন করিবে, তাহাই ঠিক সত্য রূপে ভারতীয় প্রতিনিধিরা মেনে গ্রহণ করেন তাহা আমরা বুঝিয়া পাই না। আজকাল ভারতকে পাট সেবন বন্ধ করিয়া পাকিস্তানে বন্ধ ভারতীয় পাটকল সমূহকে অনুবিধায় ফেলিয়া, তখন পাকিস্তানী পাটের দর ভারতীয় পাটমিল্ সমূহের একটা আয়ত্তে আনা উচিত ছিল না। ভারতে পাট উৎপাদনের ব্যাপারে তাহারা করা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে পাকিস্তানী পাটের দাবী কিসে সমূহকে বন্ধমানে আমদানির তুলিয়া এই তাড়াহুড়া না করাই সঙ্গত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি।

শেয়ার বাজার

সপ্তাহ শেষে সামান্য উৎসাহ

কলিকাতা, ৩রা জুন, শনিবার—এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারের অবস্থা গোড়া হইতে আরম্ভ করা যাহা আরম্ভ হয় একটা ভাঙ্গাচোরা অবস্থার মধ্যে। পাটের বাজারে সেদিনের দরে বিশেষ এদা যাওয়া যায় না, কিন্তু এক মাত্র উৎসাহ-যোগ্য শেয়ার ছিল *প্রেসিডেন্সি*—এই শেয়ারের দর অনেক কমিয়া যায়। ১৮৲ আনা হইতে কমিয়া ৮৯৲ টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য শেয়ারের দর অপরিবর্ত্তিত থাকে। ব্যাঙ্কার্স দর ছিল ৩০৯৲। কলা শেয়ারের প্রতি বাজারে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না বলা চলে। বেঙ্গল শেয়ারের দর ছিল ৪২০৲ ও হাওড়ায় ১৪/০। কাসার্স কমিয়া ৩৫৲ হইতে উঠিয়া ৩৯৲ টাকায় দাঁড়ায়। ওরিয়েন্ট ইন্ডিনিয়ারিং শেয়ার সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট ধারণা করিয়া যায় না। ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩০৲৹ ও ৩০৷৵০ আনার মধ্যে লেনদেন দুই বার করা হয়। মার্শাল ৭৷৵ আনায় কারবার শুরু ও টেমটাইন কেমিক্যাল কাল ৭৷৵০ শুরু ৭৷৵ আনায়। ইণ্ডিয়ান টিন আগে ৭৷৵০ প্রেফারেন্স ৪৭৲ ও সিঙ্গারেনি ইন্ডিনিয়ারিং ১৪৷৵ করিয়া কেনা হয়। বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য শেয়ার হইতেছে অ্যাসুবিলিয়ার্স কলকারখানা, এই শেয়ারের দর এক সময় ৭৷০ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। এপ্রিল সেটেলমেণ্টের সময়ও ইহার দর ওঠে ১৪৫৲ টাকায়।

ইহার পর বিশেষ কারবারে পরিচালকের অদল-বদল ঘটে। কিন্তু শেয়ারের দরে বিশেষ উঠা-নামা হয় না বলা চলে। কিন্তু শেয়ারেরই দরের কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে শেষোক্তেই দর ওঠার দিকে লক্ষিত হইতে থাকে। বাজারে শেয়ারের যে দর আছে তাহা অপেক্ষাকৃত কোনো কেনা করা অনেক বলিয়া মনে হয়। কলা বিভাগে একমাত্র কাসার্স কমিয়ার দর কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮৷০ আনা হয়। এইরূপ বৃদ্ধির কারণ এই শেয়ারের ১৯৲ কমিয়া ডিভিডেণ্ড ঘোষণা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ব্যাঙ্কার্সের দর হয় ১৯৲ ও কমিয়া ২৯৭৲। মিঠে ঝিলমের ১৪৷৵০ মূল্যে কারবারের পরে কিছু ক্রয় লক্ষ্যণীয় হয়। পাটের শেয়ারের মধ্যেও বিশেষ উঠা-নামার দর না। ওয়েবার ২২৭ দরে ও বেঙ্গা ১৪৯৲ দরে কেনা-বেচা হয় বলিয়াছি। ইণ্ডিনিয়ারিং বিভাগে দরের সামান্যই পরিবর্ত্তন ঘটে। বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারের বিশেষ কিছু ছিল না।

ইহার পর কলিকাতা শেয়ার বাজার আরও অবনতির দিকে যায়—বিভিন্ন শেয়ারের দর যায় কমিয়া এইদিন ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ৩১৷৵০ আনা হয়, এক সময় অবশ্য এই দর ৩০৲ টাকাও হইয়াছিল। কলা বিভাগীয় শেয়ার প্রায় একরূপই ছিল। কমিয়া ৩১৬৲ আনা দরে কেনা-বেচা হয় ও ব্যাঙ্কার্স কেনা বেচা হয় ১৪৲ আনা দরে। বেঙ্গল ৪১৯৲ টাকা দরে হাত বদলাবার আছে। পাটের শেয়ার অনেকটা কমিয়া যায় বলা চলে। হাওড়ার দর ২৯৯৲ হইতে নামিয়া ২৯৷০ আনায় দাঁড়ায়। ওয়েবার ২২৮৲ টাকায় কেনা বেচা হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে মার্শালের শেয়ার কিনিবার কেহ ছিল, ৭৷০ দরে শেয়ারের হাত বদলাবার হয়।

ইহার পরে আবার সপ্তাহের প্রায় শেষের দিকে বাজারে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। বিভিন্ন শেয়ারের দর আরও অনেক নামিয়া যায়। কলা শেয়ারের দর অনেক কমে। ইণ্ডিয়ান টিন ৪৷৷০ আনায় নামিয়া আসে, ওয়েবার ১৩৯৲০ আনায় কেনা বেচা হয়। পাটের শেয়ার ক্রয় করিবার মত পরিমাণ বাজারে আসলেই ছিল না, এই কারণে এই শ্রেণীর দর আরও অনেকটা নামিয়া যায়। আসলে ইণ্ডিয়া জুটমিল ২৭৯৲ নামিয়া যায়, অন্যান্য ১৩৲ দরে হাত বদলাবার করে। ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিবিধ বিভাগেও বিশেষ কেনা পরিবর্ত্তন ঘটে না।

সপ্তাহের শেষের দিন বাজারের অবস্থার সামান্য পরিবর্ত্তন হয়। পাটের উৎসাহ ও আগ্রহের ফলে দুই একটা ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণও সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

বাজারের হালচাল

[বাজার বন্ধকালীন দর]

সরকারী কাগজপত্র

৩½ সুদের ঋণ, ৩½ সুদের (১৯৪৩) ১০৪, ৩½ সুদের (১৯৫৩-৫৪) ৯১৷৵, ৩ সুদের (১৯৫৫) ১০১৷৵০।

ব্যাঙ্ক

বেঙ্গল সেন্ট্রাল ৭৷৵, ব্যাঙ্কার্স ১৩৲, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৪৪৲।

কাপড়ের কল

এম মিল্স্ ১৪৬৲, দুইচ মিল্স ২১৮৲, মিঠে ঝিলমিল্স ২১০, বঙ্গেশ্বরী কটন ৯৩০।

কয়লা

ভারত ৭।০, জোরিয়া ২১৬৲, খোসলারা আণ্ড রামনগর ১৩৯০, দুর্গাপুর ৫৲, ধরাকর ১৩৬৷৵, কাজোরা বরিয়া ৩৬৲, মিঠে ঝিলমিল ১৫৲, টাকার্স ২৫৲, নাইন কলিয়ারী ২৫৷৵০, ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল ৫৷৵০।

পাট

আগর পাড়া ১৪৬০, আদমজী ১৪৫০, আলো ইণ্ডিয়া ২৩০৲, বজবজ ২২৮৲, টাঙ্গাসাদি ১৭৩৲ ফেলটা ২১৩৲, গ্যারেন্স ২৩৬৲, হুকুমচাঁদ ১২৫৲, কাঁকড়া ২১৬৲, ইণ্ডিয়া ১৫৭৲, ঔকিনাড়া ১৯৫৲, খেমকা ১৩৫৩০, ন্যাশনাল ২৫৲, নৈহাটি ১৫৪৷০ প্রেসিডেন্সি ৮৷০, রামেশ্বর ৮৷৵০, রিলায়েন্স ৭১৷৵০।

খনি

ধনবাদ্রিচক টিন ১১৲, সিঙ্গারেনি মাইকা ৯৷৷০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ব্রেকওয়েল ৭৷৵, মার্শ এণ্ডকোং ৫৩৲, ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩০৲, মেসার্স ১৫৷৵০, ভুবন মুদী ৭৷৵, ন্যাশনালআয়রণ ৫৷৵০, টিন ফরমাসেজন ৭১৲।

বিবিধ

আসোসিয়েটেড ২৫৷৵, বি আই করপোরেশন ৮৷৵, ক্যালকাটা ট্রাম ১৭৷৵, হিন্দুস্থান মোটর ৪৷৵০, ইণ্ডিয়ান টব প্রেফারেন্স ৩৩৷৵০, ন্যাশনাল রেয়ন ১৪৲, ন্যাশনাল রোপ ৮৲, ন্যাশনাল পেপার ১৩।০, প্রেসিডেন্স ৩৷৵, সা ফরমাসেজ ১৩৲।

রিলায়েন্স ডিরেক্টরি এণ্ড গাইডিনেন্স কি ৪, ওল্ডকোর্ট এভিনিউ, কলিকাতা হইতে ইণ্ডিয়ান ফরোপনারায় ভবন সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক ভারত লিঃ এর পক্ষে এস ফরোপিয়ান লিমিটেড, ১৩৯২ সেক্রেটারী মুদ্রায় রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রণ-পারিপাট্যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

REGD. No. C. 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ১৩শ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৩রা শ্রাবণ, ১৩৫৭ : ১৯ই জুলাই ১৯৫০ [মূল্য ৷৷০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৭৭	প্রাসঙ্গিক	৮১
পূর্ববঙ্গের অবস্থা		মাছের চাষ	
প্রাসঙ্গিক	৭৯	পণ্যদ্রব্যের বাজার	৮২
সেবার কাজে বিঘ্ন		নিয়ন্ত্রণ রদ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা	
দিনে ডাকাতি		শেয়ার বাজার	৮৩
জাতীয় দলী দল		মাস-সপ্তাহে সাময়িক উন্নতি	
পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক চাষ		সংবাদ সংকলন	৮৪

পূর্ববঙ্গের অবস্থা

ভারত সরকারের সংখ্যালঘু-মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস পাকিস্তানী সংখ্যালঘু-মন্ত্রী জনাব মালিকের সঙ্গে বারো দিন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া গত শনিবারে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি এখানে পৌঁছিয়া পূর্ববঙ্গের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সাংবাদিকদের নিকট এক বিবৃতি দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের অবস্থা এখন ভালোর দিকে চলিয়াছে।

প্রত্যহ আমরা সংবাদ-পত্রে পাঠ করিতেছি। প্রত্যহ আমরা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত ও নানারূপ অনাচার অত্যাচার ও নির্যাতনের কাহিনী তাহাতে দেখিতেছি। নিয়মিত ভাবে এইসব কাহিনীর খবর পাইবার পর শ্রীযুত বিশ্বাসের বিবৃতিতে বিশ্বাস করিতে খটকা লাগিবারই কথা। কিন্তু আমরা যদি উত্তেজিত মস্তিষ্কে এই বিবৃতির বিচার না করিয়া, ধীরভাবে ইহা বিবেচনা করি তাহা হইলে শ্রীযুত বিশ্বাসের বিবৃতি অবিশ্বাস করিবার কিছু থাকে না।

সংবাদপত্রে যেসব সংবাদ পরিবেশিত হয়, তাহা কোন সূত্রে প্রাপ্ত, তাহা আমাদের দেখা কর্তব্য। ছিটে মাটী ত্যাগ করিয়া যাহারা ভারতের দিকে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যের দুচার লোকের মুখের কথার উপর ভিত্তি করিয়া ঐসব কাহিনী রচিত। মুখে মুখে যেসব সংবাদ প্রচারিত হয়, তাহা অতিরঞ্জিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাহার উপর, এইসব ঘটনা অনুষ্ঠিত হইতেছে কোথায়, তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। ময়মনসিং, ঢাকা, কুমিল্লা অথবা নোয়াখালীর কোনো কোনো গ্রামে। দুরন্তপণ যখ বারো জনে মিলিয়া কোনো গৃহস্থের বাড়িতে হানা দিয়া লুটতরাজ

করিতেছে, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নারীর অপমান করিতেছে। যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে, এ সব সংবাদ সবই সত্য সত্য সত্য, এবং হিন্দুস্থানে অভিজ্ঞতা ইহার মধ্যে নাই; অন্তত ইহার ভিতর সাম্প্রদায়িকতা কতটুকু, তাহার হিসাব করা দরকার। আসলে বর্তমানে যেসব অত্যাচার ও উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর কার্যা হাসিল করার অভিপ্রায়, চুরি ডাকাতি রাহাজানি সর্বকালে সর্বদেশে হইতেছে। এখন পূর্ববঙ্গের এইরূপ কোনো ঘটনাকে সাম্প্রদায়িকতার আখ্যা দিয়া তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি না করাই সঙ্গত।

চোর-ডাকাতেরা যাহা করিতেছে, তাহার নিন্দা ও তাহাকে দমন করা কর্তব্য। কিন্তু তাহাদের অনুষ্ঠিত কাজকে হিন্দুর নামে অভিহিত করিয়া চোর-ডাকাতদের প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে-চুক্তি হইয়াছে, যারা কার্যকরী করিবার জন্য যে-চেষ্টা গবর্নমেণ্ট করিতেছেন, তাহার সহিত সংবাদপত্রের ও জনসাধারণের সমর্থন থাকা আবশ্যক। চুক্তির সমর্থন না করিয়া, চুক্তির বিরুদ্ধে নানারূপ মন্তব্য করিয়া এবং চুক্তি-ডাকাতিকে চুক্তি-ডাকাতি না বলিয়া কাহার কতটুকু সুবিধা হইবে। ডিটেনশনে ক্যাম্প করিয়া যাঁহারা এদেশে আসিয়া উদ্বাস্তু নামে অভিহিত হইতেছেন, তাঁহাদের যেমন ইহা দ্বারা কোন সুবিধা হইবে না, পূর্ব বঙ্গের নগরে, গ্রামে এখনও যাঁহারা পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদেরও তেমনি ইহার দ্বারা কোন সুরাহা হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে চুক্তিকে কার্যকরী করিবার পথে সহায়তা করিবারই আমরা পক্ষপাতি।

শ্রীযুক্ত বিশ্বাস বলিয়াছেন, পূর্ববঙ্গ হইতে নিরাশ হইয়া তিনি ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহাদের মুক্ত সম্বন্ধে কিছু সুফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি বলিয়াছেন কোন বড় রকমের কোন ঘটনা সেখানে আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। ছোটখাট ঘটনা, যাহার উদাহরণ আমরা উপরে দিয়াছি, সেরূপ ঘটনা অবশ্য এখানে, ওখানে দু চারটী করিয়া ঘটিতেছে। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস ইহাও স্বীকার করেন যে, তথাকার হিন্দুদের মনে নিরাপত্তার ভাব অবশ্য নাই। ইহার কারণ এই যে, একদল আসিয়া তাহাদের ফলটুকু, মূলটুকু কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে, কেহ বা জোর করিয়া তাহাদের বাড়ী দখল করিতেছে। এসব ঘটনা যাহাতে বন্ধ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

একদিনে করিয়া, মারিয়া কাহাকেও ভয় ও ভিতীত করা যায় না। তাহার জন্য আবশ্যক চেষ্টা ও যত্ন। ঘটনায় যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাকে বেশ করিয়া আরও ঘাঘটকার করিবার প্রয়োজন কি? যে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা দুঃখের ও বেদনার। অনুরূপ ঘটনা যাহাতে আর না ঘটে, তাহারই ব্যবস্থা করা উচিত, অথবা সেই ঘটনা লইয়া রোদন করিয়া সময় কাটানো কর্তব্য নয়।

বিভিন্ন চুক্তি পাকিস্থান লঙ্ঘন করিয়াছে, এমন কি অতি সম্প্রতি করাচিতে যে পাট চুক্তি হইয়াছে তাহার সর্ত অনুযায়ী পুরা পরিমাণ পাট এখনও সে ভারতে প্রেরণ করিতে পারে নাই। ইহার জন্য পূর্ব বঙ্গের সমগ্র জনসাধারণকে দায়ী করা চলে না। ইহার জন্য সরকারী কর্মচারীরা দায়ী। তাহাদের অযোগ্যতার ফলেই এইসব চুক্তি ব্যানচাল হইতেছে। সরকারী কর্মচারীগণ কি পরিমাণ অপদার্থ তাহার প্রমাণ অদ্য একটি ঘটনার সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকা "৭৫ বৎসর পূর্বে আজ" এই শিরোনামায় উক্ত কাগজে ৭৫ বৎসর আগে প্রকাশিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া থাকে। কয়েক দিন আগে এইরূপ একটা সংবাদ প্রকাশিত হইলে পাকিস্থান সরকার উহার প্রতিবাদ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করে। ইহার দ্বারা জগতের কাছে পাকিস্থান সরকার হাস্যাস্পদ হইয়াছে। ইহা হইতেই বোঝা যাইতেছে পাকিস্থানের সরকারী কর্মচারীরা কতটা অপদার্থ। সুতরাং পাকিস্থান যে সব সময় চুক্তি পালন করিতে পারিতেছে না, তাহার জন্য তথাকার কর্মচারীরাই দায়ী। বলা বাহুল্য, পাট চুক্তি অনুযায়ী প্রেরিতব্য পাট এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই। ভারত সরকার পুনরায় পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এ বিষয় স্মারক লিপি পাঠাইয়াছেন।

সে যাই হোক, পূর্ব বঙ্গের অবস্থা যদি আরও পরিবর্তন সাধন করিতে হয় তাহা হইলে, তথাকার সরকারী কর্মচারীদের যোগাড় করিয়া তোলার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। চুক্তি কার্যকরী করিবার জন্য পাকিস্থান সরকার যে সব পরিকল্পনা করিয়াছেন, এই বিষয়টা তাহার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। পাকিস্থানের সংখ্যালঘু মন্ত্রী ডক্টর মালিক পাকিস্থানের যৌলভীদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি যখন একজন মন্ত্রী, ও চুক্তি কার্যকরী করার দায়িত্ব যখন তাঁহার উপর দেওয়া হইয়াছে, তখন তাঁহার সরকারী কর্মচারীদের যোগাড়ের দিকে তাঁহাকে দৃষ্টি দিতে হইবে। এইসব কর্মচারীদের যদি তিনি 'মানুষ' করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার কাজ অনেক সহজতর হইবে।

জনসাধারণের মধ্যে চুক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিবার জন্য পাকিস্থানেও যেমন কঠোর আবশ্যক, পশ্চিম বাংলাতেও তেমনি সংবাদপত্র সমূহের মনোভাব পরিবর্তন আবশ্যক।

—০—

প্রাসঙ্গিক

সেবার কাজে ঢিল

পূর্বঙ্গ হইতে প্রত্যহ বহুসংখ্যক লোক নানার তাগিদে ঢাকায় আসিয়া কলিকাতায় রামাবাটে ও বালুরঘাটে আসিয়া পৌঁছিতেছেন। বেশ রাত করিয়া কিংবা ভোর রাত্রে ইহারা নূতন দেশে ও মুলুক স্থানে আসিয়া পৌঁছিতেছেন তাঁহাদের মনের অবস্থা উপলব্ধি করা প্রয়োজন, তাঁহারা অসহায় ও নিরুপায় হইয়া এখানে আসেন। যে সংখ্যায় তাঁহারা আসিয়া পৌঁছেন তাহাতে তাঁহাদিগকে বিভিন্ন বিভিন্নে প্রেরণের সময় নাই। যে জন্যই তাঁহাদিগকে টেনে থাকিতে হয়, সেই জন্য কিছু অবেতনিক সেবাকারী সেবা প্রতিষ্ঠান তাঁহাদিগকে আহার ও পানীয় ইত্যাদি বিতরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে রাত্রে এই সেবার কাজে ঢিল পড়ে। অনেকক্ষেত্রে ট্রেনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইহা লক্ষ্যণীয় হয়। সুতরাং মনে হইতেছে, আমাদের সমাজসেবকগণ এখন এত ক্লান্ত আসিয়া পৌঁছিতেছেন যে, এখানে সেবার কাজের যোগাও কেহ আর দিতে চাহে না। এখন ক্লান্তি ও উপদ্রবকারীদেরই প্রাধান্য। বৈদেশিক মুদ্রার পত্রিকা এ বিষয়ে যে-মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা মুখ খোলা করে নাই বলিয়া 'মুগারুর' মুখ হইয়াছেন। প্রত্যহ তাই সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহারা গালাগাল নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছেন। বিরুদ্ধ অবস্থার চাপের মুখেও যে তাঁহারা কাজ করিতেছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু বিমানে উপর ভিত্তি করিয়া রামাবাটে দাঙ্গার ও মন্তব্য প্রকাশের দ্বারা তাঁহারা দেশের ও দশের মনের দারুণ ক্ষতিসাধন করিতেছেন, ইহাই প্রশ্ন। উক্ত পরিস্থিতি এই সেবা কাজ বন্ধ হইবার কারণ বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, গবর্নমেন্ট এইসব প্রতিষ্ঠানকে চাল ডাল ইত্যাদি সেবার বন্ধ করিয়া দিবার ফলেই এই শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। এতোদা তাঁহারা কোথা হইতে পাইবেন জানিতে। প্রকৃত কথা সংগ্রহ না করিয়া এবং যাচাইয়ে মন্তব্য যে করিতে নাই—তাহা মুখ্যমন্ত্রীর সহকারী সম্পাদকমণ্ডলী জানা আবশ্যক। কাজেরে প্রচার বৃদ্ধির জন্য অকথা বিষয়া প্রচার করিতে হইবে এবং দেশের লোকের মন বিষাক্ত দিতে হইবে—এরূপ নীতি ও শিক্ষার কথা আমাদের জানা নাই। আমরা জানিয়াছি গবর্নমেন্ট সেবার বন্ধ করেন নাই। এবং কেন্দ্রের টানাটানির জন্যও এ কাজে ঢিল পড়ে নাই। অসংখ্য দুর্গত ও দুর্গতের অত্যাচারে সেবাকর্মীদের পক্ষে কাজ চালানো কঠিন হইয়া পড়ে। কোন প্রতিষ্ঠান প্রত্যহ দশ হাজার লোককে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেছে, তাহাদের প্রতি এই অমানুষিক ব্যবহারের কারণ কি! ইহার পশ্চাতে কোনো দুরভিসন্ধি যে আছেই, এ-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। কোনো কাজ না করিয়া তাহাদের নাম কিনিবার জন্য একদল লোক সেবায়ে আসেন। এই লোকদের যে দায়, তাহার না আছে অর্থের না আছে নৈতিক বল। তাহার হাজার উপদ্রবে সাহায্য করিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহার দেখাইতে চান যে, সেবার কাজ করিতেছেন তাঁহারাই। তাঁহাদের এই উৎকট অভিপ্রায়ের জন্য প্রকৃত সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আগ্রহ হয়, সেবার কাজ বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পশ্চাতে দেশবিভাগের আশাভঙ্গের ক্ষোভ ও ছোট মানসিকতার কোনো হাত আছে বা প্রয়োজন আছে কিনা সে-বিষয় কোনো প্রমাণ না থাকিলে সাধারণের মনে তাঁহাদের সম্বন্ধে নানাবিধ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। নিজেদের কাজকর্ম যাহাতে ভালোভাবে চলিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা সে প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া উহাদের বিনামূল্যে আহারের ব্যবস্থা বাহাল করিয়া দিতে কিনা, ইহাও ভাবিবার বিষয়। আমরা কলকাতা চাই ঘাটলার ও রাজধানীর এই নৈতিক অধঃপতন আমরা অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতেছি।

দিনের ও রাতারাতি

প্রত্যহ বিদেশাগত রাতারাতি ছেলেরা উপদ্রবের বৃদ্ধি পাইতেছে। গত সপ্তাহে রাত্রিতে একটি ফলের দোকানে ঢুকিয়া দিয়া ৩০ টাকা টাকা মূল্যের ফলের পর্যন্ত লইয়া এমন 'শুভ মুখ' চলিয়া গেল। তাহারা মুখে রুমাল বাঁধা, প্রতিটি কৃষ্ণ বস্ত্র লাঠিধারী, যদি নিরস্ত্র করি

ডানলপ

আর-এইচ-এস ট্রাক ও বাসের টায়ার

আরও বেশি মাইল চাই!

আরও চাই! আর. এইচ. এস. টায়ার কীভাবে মাইলের ও কীভাবে মোলশক্তির এই টায়ার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তাহার বিস্তৃত তথ্য এবং আরও প্রয়োজনীয় তথ্য পাইবেন এখানে-পড়ুন এই বিজ্ঞাপনটি পরে সম্পূর্ণ না পড়িয়া। এই পুস্তিকা আপনার ব্যবসায় বৃদ্ধিতে ও টায়ার সমস্যাসমাধানে অনেক সাহায্য করে।

বড়ো-ভারি-নিরাপদ

এবং মোটরের ভেজানো সুতো

DX 354

আরম্ভ করিয়া এই কাজটাকে ঠিক ঠিক ভাবে চালাইতে পারিলে ইহার ফল কতদূর হইতে পারে তাহা বলা যায় না। তাঁহারা নিজ নিজ স্বার্থের খাতিরে যে সব উক্তি ও বক্তৃতা করিতেছেন। তাহাতে বিদ্বেষ বাড়া ছাড়া কমিবার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তাঁহারা নিজ নিজ স্বার্থের খাতিরে যে সব উক্তি ও বক্তৃতা করিতেছেন। তাহাতে বিদ্বেষ বাড়া ছাড়া কমিবার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

জাতীয় সম্মেলন

শিলচরে আসাম সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। ইহার সভাপতি হইবেন শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা। ইহা ছাড়া আসামের বিভিন্ন জেলা হইতে বহু প্রতিনিধি ও দর্শক সম্মেলনে যোগদান করিবেন। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আসামের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকেই সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। আসামের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকেই সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

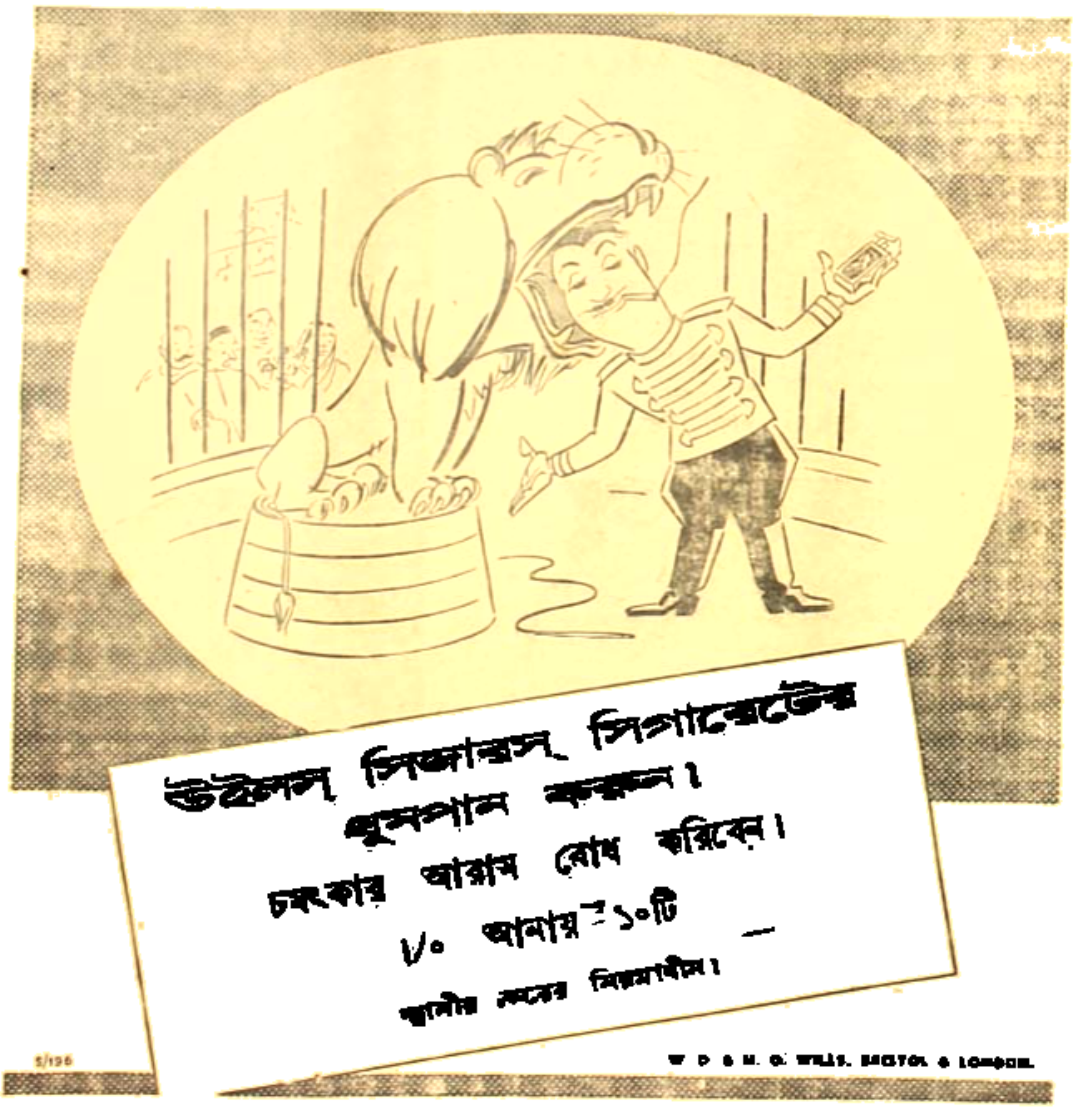

হইতে ইহাদের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা শুনে করিতে হইবে। আজ হইতে বৎসর পূর্ব্বেও কি আমরা ইহা কল্পনা করিতে পারিয়াছিলাম যে, বাংলার [illegible] আমাদের উপরের চাহিবে। এই বক্তিগুলিকে বাংলার প্রোগ্রামী তাঁ মনে হয় যে তাঁরা "স্বাধীনতার দূত" বলিয়া অভিহিত বিয়াছেন। তিনি বলেন, ইতিপূর্ব্বে সকলের ধারণা ছিল যে, বাঙালী উপর ও নিষ্ঠুর সেবার হইতে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, কিন্তু এই বাক্তিরা [illegible] উহাদের [illegible] ধারণা দূর করিয়া দিয়াছে। ইহাদের শিক্ষণী সম্বন্ধের ভিত্তির সুর হইতে আশিয়া ৫০৫ ভিত্তি ধরণের ও 'সমাজসুরক্ষিতার' মাঝে পড়িয়া তাহারা সর্ব্বত্র বেশ নাম কুড়িয়া নিয়া একাজ হইয়া বিজ্ঞিতভাবে আসলে ভিত্তিদের কাল। মুহূর্তের মধ্যে একে উহাদের একদে বিশেষ ধরণের যে মুখোশ লাভ করিয়াছে, তাহারা যেদের সকলকার উন্নতি সাধনের পথে তাহারা সহায়ক হবে।

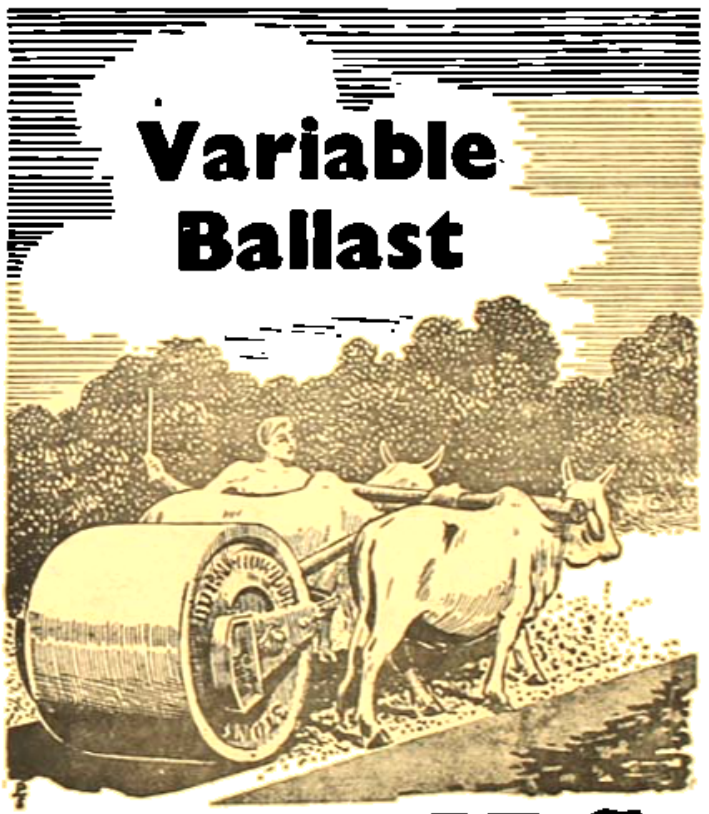

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 45 cwt. empty, nearly 63 cwt. filled with water and over 90 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.
AGENCIES DEPARTMENT
12, MISSION ROW, CALCUTTA.
BRANCHES AT - NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

তাহাদের মধ্যে যে সম্ভাবনীয়তা ও শৃঙ্খলা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা তাহারা সমাজ-জীবনে যাহা [illegible] পারিবে, এবং তাহারা সমাজে যে [illegible] করিবে। আমাদের বর্ত্তমান কেবল সাময়িক [illegible] হইবে না, তাহারা প্রকৃতই স্বাধীনতা দূত রূপে কাজ করিবে।

পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক চাষ

১৯৪৮-৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক ভাবে চাষবাস করিবার জন্য তাহার সরকারই যে সব [illegible] টাকা সাহায্য ও ৩৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করিবার বলিয়া জানা গিয়াছে যে দুই প্রকারে যে অর্থ পাওয়া যাইবে তাহার মোট পরিমাণ এক কোটি টাকার কিছু বেশী। এই অর্থের দ্বারা [illegible] খনন [illegible] মোট [illegible] করা হইবে। গ্রামে প্রচুর সার উৎপাদন ও তাহার [illegible] ব্যবস্থা [illegible] করা হইবে। ইহা ব্যতীত আরও একটি পরিকল্পনা আছে। [illegible] নানা [illegible] যে [illegible] প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার সাহায্যে করিবার আয়োজনও করা হইবে। এই [illegible] দ্বারা প্রচুর পরিমাণ সার উৎপাদিত হইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। আমরা এইরূপ আশাই [illegible] করিতেছি। কলিকাতা হইতে যে মোরা ইত্যাদি সরাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ সামান্য নহে। ইহার সাহায্যে করিবার যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে ইহার দ্বারা প্রচুর পরিমাণ সার হইতে যে পারে সে বিষয় কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এ-বিষয় পরিকল্পনা যে চলিতেছে তাহা অবশ্যই হইতেই আমরা অবহিত হই কিন্তু এখন আমরা একটা পাকা ব্যবস্থার সংবাদ শুনিতে চাহি। কলিকাতার আবর্জ্জনা ও মোরা যে কেবল আবর্জ্জনা নহে, তাহার দ্বারা যে [illegible] উন্নতি হওয়া সম্ভব, ইহা তো আমাদের অজানা থাকিবার কথা নহে কিন্তু এতদিন ইহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার কেন হয়নি, তাহা আমাদের [illegible] বিষয় বোধ হইয়া থাকি। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গকে [illegible] উন্নত করিবার জন্য এখনকার কর্ণধারগণ উদ্যোগী হইবেন। পশ্চিমবঙ্গের [illegible] তো কম নয়। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সকল [illegible] বাস্তুহারা হইয়া [illegible] এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ [illegible] ইত্যাদি [illegible] যে [illegible] প্রয়োজন হইবে তাহা আপনিই বলা হইবে? তাহাদের অভাব [illegible]

(পৃষ্ঠা ৮৭ পৃষ্ঠায়)

পণ্যদ্রব্যের বাজার

নিয়ন্ত্রণ-রদ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা

নিয়ন্ত্রণ রদের পর্যবেক্ষণী কিরূপ রীতি অবলম্বন করিতে পারেন, ইহা লইয়া বিভিন্নমহলে বাজারে আলাপ আলোচনা চলিয়াছে। কিন্তু দেশের শিল্প বাণিজ্য বা আর্থিক ক্ষেত্রে এখন কিছু পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয় নাই. বাজারে এরূপ কল্পনা করনা স্বাভাবিক হইতে পারে। কিন্তু সত্যটি পাকাপাকা ক্ষেত্রেরে. বিশেষতঃ যুদ্ধের. যে রীতি গৃহীত হইয়াছে তাহার জন্যে, এবং দেশের অভ্যন্তরে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে পূর্ব হইতে বিভিন্ন দৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা এইসব কল্পনা-জল্পনার উদ্ভব। কোনোরূপ মূল উপাদান ও সিমেন্টের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে: অনেকে এরূপ অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহাতে দেশে উহাদের মূল্য কমিয়াই যাবে. কারণ বাহির হইতে দেশের চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়া হইবে। কিন্তু এরূপ ধারণা সমীচীনভাবে-কারণ নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিয়া কোনো সুফল পাওয়া যায় নাই। এইরূপ কারণে, এ বিষয়ের পর্যবেক্ষণী ঠিক করিয়া কিছু করিতে চাহেন. কোনো, সরকারের অভিজ্ঞতা এখনো তাঁহাদের মনে স্থান করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও ভোলা যায় নাই। এইসব কারণেই পর্যবেক্ষণী পুরাতন ও নূতন আর কমিতে চাহেন না। ইহা স্বীকার্য যে, উপাদান, সিমেন্ট ও কাগজের সরবরাহের অবস্থা বেশকিছু স্বাভাবিক। এইসব পণ্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইলে অনেকাংশে তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী এইসব পণ্য সরবরাহ পাইবেন। যাহার বিষয় ইহা বলা যাইতে পারে যে, বিদেশীয় সরবরাহ যাহাতে যথা সময়ে নির্ভরতা লাভ করা যায় তাহা হইলে বিদেশ হইতে যাহা আমদানি করিতেই হইবে এবং মূল্য ও পাই হারের দিকে অধিক মনোযোগ দিতে হইবে।

আমদানি বিদেশ প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাবের কথা সেদিকে পর্যবেক্ষণীকে দৃষ্টি দিতে হইবে: খাদ্যদ্রব্য উপাদানের প্রতি মনোযোগ দিলে তাহা অন্যান্য দিকে পর্যবেক্ষণী উদাসীন থাকিতে পারেন না। সুতরাং পাট মূল্য ও খাদ্য দ্রব্যের উপাদান বৃদ্ধির প্রতিও যেরূপ দৃষ্টি রক্ষিত হইবে, আমদানি সম্বন্ধেও তাহা রক্ষিত হইবে। আমদানির চাহিদা অনুযায়ী আমদানির বিষয়ও সেইরূপ দৃষ্টি রক্ষিত হইবে। দেশের শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি যদি যথোচিত ভাবে চালিত হয়, তাহা হইলে উপাদান ও সেইসব দর্শন ব্যাপারে প্রায় তাহে হইতে পারে তাহার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এইরূপ একথা ও বলা আবশ্যক যে, আমদানি নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক যে, আমদানি নিয়ন্ত্রিত রাখা আবশ্যক এবং স্বাভাবিক উপর বিশেষ কড়াকড়ি না রাখাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রয়োজনে সেই পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে, সরকারে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিবে যেন অসুবিধা না ঘটে এবং দেশের শিল্প ও কৃষি ব্যাপারে উন্নতিসাধনে কোনরূপ বিঘ্নের সম্ভাবনা না হয়। এই দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয় যে, স্বাভাবিক দিকে পর্যবেক্ষণীকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দেশের জন্য কিছু না রাখিয়া বৃথাকে রপ্তানীর দৃষ্টি ব্যবস্থার কথা বিশেষ চালান দিতে থাকে এবং এই ভাবে দেশের অভ্যন্তরে পণ্যের দুর্লভতা সৃষ্টি করিয়া মূল্য বৃদ্ধি করে, তাহার পরিণামও শুভ হইবে না। এইসব কারণে স্বাভাবিক বিষয়ে পর্যবেক্ষণীকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

খাদ্যদ্রব্য

উহার প্রয়োগে রক্ষিত যে ভাবে সরবরাহ হইতেছে, তাহাতে চারিদিকে বেশ সন্তোষের ভাব দেখা যাইতেছে এরূপ আশা করিয়াছে যে, যে মাসের শেষ অবধি ২লক্ষ টন সংগ্রহ করা হইবে। উক্ত আশা সময়ের মূল্যের হ্রাস পাইয়াছে। খোলা বাজারে বর্তমানের যে হইতেছে মণ প্রতি ১৩, হইতে ১৯৲ সাধারণ অবস্থাটী স্থানে অবশ্য যে উহা হইতে কিছু বেশী। মূল মাসের ১লা তারিখ হইতে সরকার দাম ৯৷৷ প্রতি ৫৲ হইতে ১৲ টাকা হ্রাস করা হইল বলিয়া উহার প্রয়োগ ঘোষণা করিয়াছেন। এইরূপ মূল্য হ্রাস এই প্রথম, মূলতঃ মাস হইতে মূল্য আরও হ্রাস করা হইবে বলিয়া আশা দিয়াছে। সরকার খাদ্য-দ্রব্য দিয়া যাহাতে বিভিন্ন প্রদেশে মূল্য হ্রাস করা যায়, পর্যবেক্ষণী সেই রীতি অনুসারেই এইরূপ মূল্য হ্রাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সব হইল এর সংক্রান্ত কথা। সংগ্রহ এর ও খরচ এর ব্যাপারে বিশেষ কোন-আশা না করে. পর্যবেক্ষণী সে-বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন।

এরূপ আশা দিয়াছে যে, ৫৪ লক্ষ ৮০ হাজার টন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ যে বিদায় অভিপ্রায়িয়াছিল, তাহা কার্যকরী হইবে না। সম্পূর্ণ পরিমাণ সংগ্রহ করা যাইবেনা বলিয়া বিদেশ হইতে আমদানি করিবার পরিমাণ পর্যবেক্ষণীকে বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। বিদেশ হইতে ২০ লক্ষ টন আমদানি করা হইবে বলিয়া সেদিনের সংবাদ হয়।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানি করিবার আশা সম্প্রতি মূল্য হ্রাসের ফেলেছে হইয়াছে তাহা সফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এরূপের পরিবহণ হইতে প্রচুর পরিমাণ গম পাওয়া যাইবে।

চিনি

নিয়ন্ত্রিত চিনির বাজারে কোনো পরিবর্তন গত সপ্তাহে ঘটে নাই। অনিয়ন্ত্রিত বাজারে অবশ্য চিনির দর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের হইতেছে। উত্তর প্রদেশ ও পঞ্জাবে চিনির দর কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনিয়ন্ত্রিত দর সের প্রতি ১৷৷ ও ১৷৷, বোম্বাইতে এই দর আরও বেশী, সের প্রতি দুই টাকা চার আনা।

গুড়ের দর প্রতি মণ ৩৫৲ হইতে ৩৮৲ টাকা। কানপুরের ইহার দর বেশি। মূল্য অত্যধিক হইবার কারণ কলিকাতার গুড়ের চাহিদা অনেক কম।

গুড়

বাঙ্গালার গুড়ের বাজার এখনই ঢল আছে। দর হইতেছে মণ প্রতি ৭৯৲। বাঙ্গালা হইতেছে দৈনিক ৫০০ মণ করিয়া আসিয়া পৌঁছিতেছে। মজফরপুর ও মীরাটী বাজারে এখনও ৫০০ ও ৮০০ মণ করিয়া আসিয়া পৌঁছিতেছে। কলিকাতার গুড়ের চাহিদা কম হইবার কারণ ইহার দামও কিছু কম।

চা

গত সপ্তাহে কলিকাতার নীলাম-বাজারে প্রায় ১৩ হাজার পেটী চা বিক্রয়ার্থ আসে।

বেশি ছিল বলা চলে না। চাহিদা মাঝারি রকমের ছিল বলা যাইতে পারে। ১৪ হাজার পাইকারদের কিন্তু বেশি চা অবাঞ্ছনীয় অবস্থানের জন্য বিক্রয়ার্থ এখানে আসা হয়।

শেয়ার বাজার

মাঝ সপ্তাহে সাময়িক উন্নতি

কলিকাতা, শনিবার, ১৪ই জুন—এ সপ্তাহে বাজার খুবই মন্দা অবস্থায় শুরু হয়। বিভিন্ন শেয়ারের দাম আরও পড়িয়া যায়, বাজারে ক্রেতার অভাবের ফলে সপ্তাহের শুরুতেই কেনা-বেচার ভাব না হয়, তাহা অতীব সামান্য। কলা বিভাগের শেয়ারে বেঙ্গলের দাম আসিয়া ১৩৯৲, হয় ৫৮/০ দরে ওয়েস্টার্ণ বেঙ্গল শেয়ারের কিন্তু ক্রেতারা হয়, বেঙ্গল ৫১৲ দরে স্থির থাকে। পাটের বিভাগে বাজারে বিশেষ-কেনাবেচা আজ দেখা যায় না। ১২৯৲ টাকা দরে বরাবরের কেনা-বেচা হয়,

ডিয়ারের কাজ কারবার হয় ২৫০৲ টাকায়। হাওড়া ২৯/০ দরে শুরু হয়, কিন্তু দর অল্পের মধ্যেই ৩৯৲ দরে বিক্রয়ের পেষে বন্ধ হয় ২৮৯০। ব্যাঙ্কশেয়ার ২৪৲ আনার কাজ-কারবার হয়, সাধারণ ভাবে পাটের বাজার মন্দা থাকিলেও ইউনিয়নের শেয়ারের দর কিন্তু বৃদ্ধি পাইয়া ২০৯৲ টাকা হয়। ইন্সিওরেন্স বিভাগে বিশেষ হেরফের হয় না। ৭৯/০ পর্যন্ত মার্কাসের শেয়ার কেনার চাহিদা এই দিন বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইউনিয়ন আসল ২৯৲ ও ৩২৯/০ য় অবাধ ক্রয়-বিক্রয় হয়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল-শেয়ার মধ্যে এই দিন ৮০৲ ছিল। বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারে প্রতি আকর্ষণ তেমন কোনো আজও ছিল না। ইন্ডিয়ান ইন্ড এসোসিয়েশন ৩৯৯/০ ও ইন্ডিয়ান আলুমিনিয়াম ১২০৲ টাকা দরে বেচা-কেনা হয়। ষ্টীলের শেয়ার ৩৭৯৲ দরে স্থির থাকে ইন্ডিয়ান ষ্টীল ৬৮/০ দরে সাধারণ কাজ-কারবার করে।

ইহার পরের দিবস বাজারের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় না।—বাজারের অবস্থা আরও খারাপই হইয়া আসে। পরিসমাপ্তির আগে শেয়ার ক্রয় করিবার কোনরূপ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না, কলা শেয়ারে সাধারণই পরিবর্তন দেখা যায়। ব্যাঙ্কশেয়ার মধ্যে ১৩৭৲ আসাই খরিদা যায় এবং ষ্টার্লিং ৮৩৯/০। তবুও আসা মত খরিদা দেখা যেমন দর হয় ১৩৯/। পাট বিভাগে যে টুই কাজ কারবার হয় তাহা সামান্যই এবং এই কাজ-কারবারই আজও কম হয়ে হইয়া থাকে। এক সময় বরাবরের দর ১০৯৲ টাকায় নামিয়া যায়, কিন্তু বিকেলে এই দর ১২৯৲ টাকা হইয়া থাকে। আসলে ইন্ডিয়া ২২৫৲ টাকায় স্থির থাকে। হাওড়া ২৮৯/ দরে শুরু হইয়া বিকালে ২৯৲ টাকা হয়। ডিয়ারেন্স ১৩৯০ দরে আরম্ভ হইয়া পরে ১৩৯০ অবধি ওঠে। ইন্সিওরেন্স শেয়ারের প্রতি আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়, এবং ৯৮/০ হইতে উঠিয়া ৮৯০ হয়, ইন্ডিনিয়ারিং বিভাগে শেয়ারের দর প্রায় অপরিবর্তিত ছিলো বলা চলে। ৭৯/ আনা দরে মার্কাসের শেয়ার ক্রয়ের আগ্রহ বাজারে পরিলক্ষিত হয়। এবং ১৪/০ আনা দরে কেমেলের শেয়ারের চাহিদা দেখা যায়। ইন্ডিয়ান আলুমিনিয়াম ২৯৯০ হইতে উঠিয়া ২৯৯০ আসল হয়। ষ্টীল কর্পোরেশন সাধারণ ২০৫০ আনায় থাকে। এই বিভাগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই।

টাকার বাজার, ইহার দর ১৩৯০ হইতে উঠিয়া ১৮৯০ আসা হয়। বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার দর প্রতি বাজারের কোনো দৃষ্টি এইরূপ ছিল বা বলা চলে। কার্টার হেরাক্সন ১৪৯৲, পঞ্চমুখে ১৫৲, ও ডি আই ফরেনপাইপস ৮৯/, ও ষ্টাকলস বরাবর ৪৩৯০ দরে কিছু কাজ কারবার করে।

সপ্তাহের সাধারণতঃ সমস্ত বাজারের অবস্থার পরিবর্তন দেখা যায়। বিভিন্ন শেয়ারের দরে এই সমস্ত উন্নতির সূচনা দেখা যায়। এবং ইহার প্রভাব সমস্ত বাজারের উপরেই পড়ে বলা হয়ে। অবশ্য বিভাগে তেমন পরিবর্তন আসে নাই, কিন্তু বরাবরের দর চার আনা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৲ টাকায় ওঠে। পাটের বিভাগে কাজ-কারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, এবং অনেকদিন বাদে বাজারে এই শেয়ারের ক্রয়ের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। বরাবরের দর বৃদ্ধি পাইয়া ২১৭৲ টাকা হয়, আসলে ইন্ডিয়ার দরও ২২৭৲ টাকা হয়। বার্ণার দর প্রায় ১০৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৭৲ টাকা হয়। এক ২৪৯৲ আনা দরে এককালীনের শেয়ার কিন্তু বেচা-কেনা হয়। বেঙ্গল ১৪২৲ দরে যা আসার বেশী দরের পরিচয় পায়। ইন্ডিনিয়ারিং বিভাগে ইন্ডিয়ান আয়রন শেয়ার বেচা-কেনার বিশেষ অবস্থার পরিলক্ষিত হয়, এবং এই শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮/০ আনা হয়। বার্ণার ও বেঙ্গল ওয়ার্কসের ৭৯/ ও ১৪৯০ আনা হয়। বিভিন্ন বিভাগে অন্যান্য বিশেষ-কেনাবেচা আজও পরিলক্ষিত হয় না।

যে সামান্য উন্নতি পূর্ববর্তী বাজারের দেখা বিভাগিল পরবর্তী দিনে সে উন্নতি আর রক্ষিত হয় না। বিভিন্ন শেয়ারের দর আবার নিম্নমুখী হইতে থাকে। কলা বিভাগীয় শেয়ারে দর প্রায় অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়, ১৪৯/০ ও ১৯৲ টাকার মধ্যে অর্ডার ঘোরা-ফেরা করিতে থাকে। কলা পাথরিয়া ৩৯৯০ আনা দরে কাজ কারবার করে। পাটের বাজার এই দিন স্থির থাকে, ইন্ডিনিয়ারিং বিভাগীয় শেয়ারের দরেও সামান্যই পরিবর্তন ঘটে। বার্ণার্স ৮৲ ও ষ্টেনস্ট্রীটের ইন্সিওরেন্স বিভিন্ন বিভাগের কোনো পরিবর্তন ঘটেনা। এই বিভাগে কেমেলের ইন্ডিয়ান কেমিক্যলের শেয়ারে সামান্য উন্নতি ঘটে, ইহার দর হয় ৫১৯০, ইন্ডিয়ান ষ্টীল এসোসিয়েশন ৩৯৯/০ ও কালেকাটা ষ্টীল ১৭ দরে বেচা হয়।

খনি ও খাদান শেয়ারে বাঁধন ধরে ডিভিডেণ্ড ঘোষণা হইবে বলিয়া বৈশাখি হইবার ফলে পাটের বাজারের অবস্থা সপ্তাহের শেষ দিনে কিছুটা ভালোর দিকে যায়। অন্যান্য শেয়ারেও এই দিন ভাল-কাজকারবার কিছু বেশি হইয়া থাকে।

বাজারের হালচাল

[বাজার বন্ধকালীন দর]

সরকারী ঋণপত্র

৫৲ সুদের ১১৯/০, ৫৲ সুদের (১৯৫৩।১৯৲৷৷ ১১৮/৯।

ব্যাঙ্ক

বেঙ্গল নেশনাল ৭৯/০।

কাপড়ের কল

এলফিন ১৪৯/, মিঠে মিউনিসিপ্যাল ৫।৩।

কয়লা

বেঙ্গল ৫১৲, জোরিয়া ২৯৯/, বরাকর ১৯৲ ইন্ডিয়ান ১৪৯০, কল্যাণপাথরিয়া ৩৭৯/, নর্থ কারেট ১৪৲, রাণীগঞ্জ ৮৯/, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ৫।০।

পাট

আমরপাড়া ১৭৯০, আলো ইন্ডিয়া ২৩৯৲, বরাকর ২৩৯৲, টিটাগড় ১৮২৲, ফোর্ট ৫১২৲, কমলা ১২৯৲, হাওড়া ২৮৯০, ইন্ডিয়া ১৩৯৲, নিউমস ১৯৯৲, ন্যাশনালটস ১৯৯৲, বেঙ্গল ১৪৭০, রেলিক্স ১৪/০, প্রেসিডেন্সি ৯৲, বিষ্ণুরাম ৫১৲, ষ্টাকলস ১৮৲।

ইন্ডিনিয়ারিং

ইন্ডিয়ান ষ্টীল আণ্ড ওয়ায়ার এসোসিয়েশন ৪৩৯০, ইন্ডিয়ান আয়রন ৩০/০, বেঙ্গল ১৫।০, বার্ণার্স ৯৯/ ষ্টীল কর্পোরেশন ৭৯৲।

বিবিধ

আলুমিনিয়াম কর্পোরেশন ৯/০, বি আই কর্পোরেশন ৮৲, আন্ডেরো প্রোডাক্ট ২৯৯/, ভারত এক্সপ্লোসিভস ২৯০, ন্যাশনাল ষ্টীল ১৭৯/০, এম এন বি আলোয় ৫৲, ইন্ডিয়ান আলুমিনিয়াম ৮৯৲, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কনোট এক্সচেঞ্জ ২৯৲, মাদ্রাজ ইলেকট্রিক ১৫৭৲, মহীশূর ৯৭৲, ৭ পার্সেন্ট ১৪/০।

চা

বাগরাকোট ৫৭৯/০, এসেমবাড়ি ১৩৲, মিঠে মোরাং ১৩৯/, ভিবান্দা ৩৯।০।

সংবাদ সংকলন

শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম

শ্রমমন্ত্রীর প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র লাল আর্থিক শ্রমিক প্রতিনিধিদের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

কুমারী জগদম্বল

ভারতের মহিলা মহিলাদের মধ্যে কুমারী জগদম্বল বি, এ, সর্বপ্রথম আইন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি মাদ্রাজ সহরের অধিবাসিনী। প্রথম শ্রেণীর সনদ পাইয়া তিনি মাদ্রাজী বিধু বিদ্যালয় হইতে এল. এল. বি পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ভারতে মোটর ট্র্যাক্টর নির্মাণ

কুষিদের ডিরেক্টর জেনারেলের সহিত পরীক্ষামূলক ভাবে দক্ষিণের অর্দ্ধাংশী যোগাই ত্রিচিনাপল্লী অটো-মোবাইল কোম্পানী (মৃদুর রাজ্যের) প্রথম বৎসরে প্রায় সাতাশটি ডিজি ট্রাক্টর এবং তাহার পর মোটর-গাড়ী (ডিজার্ম) নির্মাণ করিবেন।

ত্রিচিনাপল্লী কোম্পানী ইতিমধ্যে ভারতের গাড়ী প্রস্তুত করিতেন। কিন্তু ভারতে চলার এলাকা হইতে আমদানী নিষিদ্ধ হওয়ায় তাঁরা-গাড়ীর কোম্পানী কোন গাড়ী দিতে পারিতেছিলেন না।

ভারতে যাঁরা ট্রাক চলাই থাকে, ত্রিচিনাপল্লীর মধ্যবর্তী হইবে তাহা। এটি উপযুক্ত মোটরগাড়ি ট্রাক্টর এবং সমবায়ের কারখানাগুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত সভায় বিদেশ হইতে পুরা মোটর গাড়ী আমদানী বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের রাজ্য পালের মেয়াদ

বোম্বাইয়ের রাজ্য পাল রাজা জিমিয়ে সি এই বৎসর ১লা জুলাই হইতে আরও তিনটি মেয়াদ দাঁড়াইবেন। ২০৭ টাকা বেতনে তিনি যে প্রতিষ্ঠা ভিত্তিনিধিদের উপ-প্রধানমন্ত্রীর সাহায্যে ভারত সরকারী ঠাঁদাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। গত সরকার মাস জিমিয়ে বোম্বাইয়ের রাজপাল থেকেন তাহার বেতন সরকার ১৮, টাকা কম দিতেছিলেন।

২৬শে জানুয়ারীই স্বাধীনতা দিবস

জিমিয়ে ২৬শে জানুয়ারী ও ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হইবে—এই বিষয় সম্প্রতি সিদ্ধান্তের পর ভারত সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের এজন্য ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালন করিবেন। তাহার সরকার পক্ষের ঘোষণা করেন যে, ভারতে ১৯৫০ জানুয়ারীর প্রথম স্বাধীনতা দিবস হইবে। এবং ১৫ই আগষ্টের অন্যান্য অন্য আয় বলিয়া ঐতিহাসিক গুরুত্বের দুটি বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

(৮১ পৃষ্ঠার পর)

সাহায্য ও সহযোগিতা করিতেছেন বটে, কিন্তু নিজের নাই মত বাজের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে পশ্চিমবঙ্গের লাভির পালন করা হইবে না। এখন আমাদের আমরা অন্য কোন পশ্চিমবঙ্গ বাসীদের ও সৌজন্যে পূর্ণভাবে হইতে আমরা নিজ নিজ সরকারীর কর্তৃত্ব হইয়াছে বিজ্ঞ উঠিলাম এই সময়ের সমস্ত বৃদ্ধিতে অবহেলা করেন। জনিত টাকা ছড়াইয়া দিলেই সমস্ত করিবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অর্থ মঞ্জুর করাইয়া লইলেই যে কৃষির উন্নতি হইবে, এমন যেন কেহ না ভাবেন। সেই অর্থের নিয়োগ ও সেই অর্থের সদ্ব্যবহারের জন্য আমাদিগকে বলিষ্ঠ উদ্যম ও সক্রিয়তারও প্রয়োজন। সকলে মিলি একত্রিত হইয়া এই কাজে অগ্রসর হইতে পারা যায় তাহা হইলে এই ভারতের পাকিস্তানের সমাধান করা খুব কঠিন হইবে না। পূর্বাঞ্চল হইতে আমরা শরণার্থীদের জন্য আমরা যদি লোক নিয়ে সহযোগিতা প্রদর্শন করিয়াই আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত করি, তাহা হইলে আমরা মস্ত ঐতিহাসিক পাইবেন হইবে। বাংলার সমাজ সমস্যা যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে পরিণামে উহা মস্ত বড় দায়ী আমাদের বাংলার মধ্য শ্রেণীর পুলিবার জন্য বৈদেশিক পণ্য সম্ভারের চোরা আমদানী। উদ্দেশ্যে একটি যদি আমাদের বিদেশী মাল আমদানীর অবাধ করিবার নিবারণ করে, তাহা হইলে সোনি পশ্চিমবঙ্গ নিজের অভাব অনেক পূরিতে পারিবে। আমাদের বিদ্যুৎ চালের সমাধানুষ্ঠি ও সহযোগিতা হইতে পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত হইবে, এমন কথা কেহই বলিতেছেন না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃত্ব, নিজের অবস্থা বুঝিয়া চলা ও তদনুরূপ ব্যবস্থার দাবী করা।

বিজ্ঞপ্তাবলী

• "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

• মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা

• ভারত ও নিকটবর্তী সকল দেশে সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

• বাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
"কর্মাধ্যক্ষ, বিজ্ঞাপন বিভাগ"
এবং
গ্রাহকশ্রেণীর জন্য 'কর্মাধ্যক্ষ, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত" প্রেস কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে

মাছের চাষ

পদ্মা মেঘনা ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি বহুতর মাছের সমৃদ্ধ এখন পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় নয়। এই কারণে বর্তমানে পশ্চিমবাংলার বাজারে ইলিশাদি চলিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় পদ্মাপুকুর রহিয়াছে অসংখ্যগুলি, নানাপ্রকার সমৃদ্ধ পরিত্যক্ত আমাদের পরিত্যক্ত বলিয়া নয়। ইহার প্রকৃত নানাপ্রকার মাছ অবশ্য আমরা চিনি ও তাহার স্বাদ জানি। কিন্তু বাণিজ্য ভাবে নানাপ্রকার মাছ ধরিবার প্রয়োজন হইলেই বোঝা যাইবে, এই অঞ্চলে কলিকাতার মাছ হইতে কিছই যেন নাই, সবই আরও উপাদেয় ও পুষ্টিকর। নানাপ্রকার মাছ ধরিবার প্রয়োজনীয় উপায় ও কৌশল জানিবার জন্য বিভাগীয় পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অংশগ্রহণের প্রতিনিধিকে ফেলেছেন পাঠাইয়াছেন।

ফলে পরিবার উপযোগী জাতীয়ক বাড়ি করিবার ব্যবস্থা করিবেন। ইহা ফেল পুকুরে মাছের কথা। ইহা বাড়ীর খালে বিলে পুকুরে যে সব মাছ পাওয়া যায়, তাহা ধরিবার ও রক্ষণের দিকে মনের ভাবের ব্যবস্থার জন্যও আয়োজন করিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই কাজে সাহায্য ও এই উদ্দেশ্যে ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থসাহায্য দিয়ে মনের ভাব, দীঘির বিস্তৃত মৎস্যচাষের উপযোগী ডিমিনপল্লী দান, পুকুরে জোয়ার মনের-ভাবের উন্নতি সাধন, মজুরিপুকুর ও জোয়ার বাঁধ করা, চুনা-জলে মাছের চামের ব্যবস্থা, মাছের ডিম সঞ্চালন ইত্যাদি কাজ হইবে পরিচালনা করা হইবে। এই পরিকল্পনা পূরণ হইলে নিশ্চিত "অন্তত এই আশা করিতে হয় যে তাহা হইলেই পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের উপযোগের চাহিদা অনুযায়ী মাছ পাইবেন।

বিজ্ঞাপন ডিরেক্টর এন্ড পাবলিসার্স সি ৪, কলেজস্ট্রীট এভিনিউ, কলিকাতা হইতে শ্রীকালাচাঁদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক ভারত লিঃ এর পক্ষে তাঁর কর্মাধ্যক্ষ দ্বিজেন্দ্র, ২৩নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রণালয়ের :—

With best Compliments of the

REGD. No. C. 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৬ই আষাঢ়, ১৩৪৭ ২১শে জুন : ১৯৪০ [মূল্য ৷৹

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৮৪
ময়মনসিংহ সম্মেলন	
প্রাসঙ্গিক	৮৭
চিনি সংকটের জন্য	
পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য	
রাজস্থানের খাদ্য	
চিত্তরঞ্জন ও প্রফুল্লচন্দ্র	৮৮
প্রাসঙ্গিক	৮৮
দিল্লীতে চিনি ও ময়দা	
সংবাদ সংক্ষেপ	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
তুলার দর বৃদ্ধি = চিনির নিয়ন্ত্রণ	
খেয়ার বাজার	৯২
সপ্তাহে দেখে সাবাস উৎসাহ	

ময়মনসিংহ সম্মেলন

সম্প্রতি ময়মনসিংহে যে সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে আমরা নমুনতর বাংলা গঠন করিয়া তুলিবার সম্ভাবনা দেখিতে পাইতেছি। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এখানে মিলিত হইয়া যে সংকল্প গ্রহণ করিলেন এবং তথাকার গবর্ণমেণ্টের কর্তৃপক্ষ বলিয়া যে সব দাবী উত্থাপন করিলেন, তাহা যদি কার্যে পরিণত করা যায় তাহা হইলে উত্তর বাংলার মধ্যে সম্প্রীতি গড়িয়া উঠিতে আর বেশ দেরী হইবে না এবং তদ্দ্বারা উত্তর বাংলারই উপকার সাধিত হইবে। চার মাস পূর্বে উত্তর স্থানে যে সব হাঙ্গামা হয়, তাহার ফলে বাংলার জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে, হয় এস্পার, নয় ওস্পার হইবার জন্য সকলে উন্মুখ হইয়া ওঠে। এই বেপরোয়া মনোভাবের ফলে জনগণ যুদ্ধ করিবার জন্য দোদুল ও লালায়িত হইয়া ওঠে। যুদ্ধের পরিণাম কতটা ভয়াবহ এবং তাহার পরিণাম আরও কতদূর গড়াইতে পারে, সে বিষয়ে সম্যক চিন্তা করার মত মনের অবস্থা তখন তাহারও ছিল না। এই জন্যই যুদ্ধ না বাধায় সকলের মনে যেন হতাশার সৃষ্টি হয়।

উত্তর বঙ্গে উভয় রাষ্ট্রের মন্ত্রীদ্বয়ের মিলিত সফর, পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে তাঁহাদের স্পষ্ট ভাষণ ইত্যাদিতে অবস্থা এখন অনেক সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে। আশা করা অন্যায় হইবে না, এই ভাবে চেষ্টা চলিতে থাকিলে অচিরেই অবস্থা আরও সহজ ও স্বাভাবিক হইবে। আমরা উত্তর বঙ্গের সংখ্যালঘুর কথা বলিতেছি। প্রতিবেশীর পীড়ন বা লাঞ্ছনার চাপে পড়িয়া স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার হেতু স্পষ্ট। কেন না, আমরা যেখানে লাভ করা যাইবে,

সে স্থান বেশী দূর নহে। পূর্ব বাংলার লোক কিছুটা অনুবিধায় পড়িলেই ভারত অভিমুখে রওনা হইতেছেন, পশ্চিম বাংলার সংখ্যা-স্ফীতি হইয়াই সীমান্ত পার হইয়া যাইতেছেন। এরূপ স্থান ত্যাগের হিড়িক ঘটিত না, যদি আসার পথ এত নিকটে না হইত। তাহা হইলে প্রতিরোধ করিবার ও নিজের দাবী জানাইবার আকাঙ্খা ও প্রেরণা জনসমের মধ্যে দেখা যাইত।

ইহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মাত্র পঞ্চাশ বছর বা তাহারও কিছু বেশী কাল আগে হইতে ভারতীয়গণ দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্যাতিত ও নিপীড়িত হইতেছে। কিন্তু অমুক ভারতীয়দের অবোধ্য ভাষে নাই, তাহারা প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করিয়া চলিয়াছে। তখন যে দাঙ্গা বাঁধিয়াছিল তাহাতেও ভারতীয়গণ ভীত হয় নাই; আক্রমণ তাহারা বলিষ্ঠ বাহুতে ঠেকাইয়াছে। দেশ হইতে বহু দূরে একটি সমুদ্রের পরপারবর্তী দেশে তাহারা সাহসের সঙ্গে প্রতিকূলতার সহিত বাস করিতেছে। এই মনোবলটি হইতেছে আসল ভারতীয় মনোবল। এই মনোবল তাঁহারা দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়াই পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রে তাঁহাদের গতি অব্যাহত। তাঁহারা যদি ভীত হইয়া দাবি দাওয়া ত্যাগ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই কাপুরুষতার দ্বারা ভারতের হীনতারই পরিচয় দেওয়া হইত।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের মনোবলের অনুরূপ মনোবল পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের মনে যদি কেহ সঞ্চার করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে অনেক সমস্যা সরল হইয়া যায়। কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজন একজন গান্ধীর। হৃংসাহসী, সদাচারী, অহিংস মহাপুরুষের পুনরাবির্ভাব সম্ভব নহে। কিন্তু গান্ধীজীর প্রদর্শিত কর্মপন্থা অনুসরণ করিবার জন্য জনসমের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করিবার অনুরূপ যোগ্য ব্যক্তির অভাব হইবার কথা নয়। গান্ধীজীর সহিত নিবীরভাবে বাস করিয়া তাঁহার পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, এমন লোক পূর্ব-বঙ্গেও আছেন বলিয়া আমরা মনে করি।

নয়াদিল্লির সম্মেলনের তাৎপর্য কি, সে সম্বন্ধে সম্যক্ প্রচার কার্যের প্রয়োজন। এই সম্মেলনে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, অনুন্নত সম্প্রদায় ইত্যাদির প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেন; এই সম্মেলনের ফলে সংখ্যা-লঘুদের মন হইতে আশঙ্কা দূর হইবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের যে অভাবের উপর দাবী আছে, তাহা এই সম্মেলনে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বারা তথাকার গবর্ণমেণ্টের মনের পরিবর্তন ঘটানো হইবার কথা, তথাকার সংখ্যাগুরুদের মনেরও মনোভাবের পরিবর্তন আরম্ভ হইবে। তাহা ছাড়া, জন কয়েক দুষ্কৃতের অত্যাচারে সাত পুরুষের ভিটা মাটির মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসার স্পৃহাও অনেক কমিবে।

এযাবৎকাল অধিক সংখ্যক উদ্বাস্তুর সমাগম হওয়ায় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রবল চাপ পড়িতেছে। কিন্তু এত লোক আসিতেছে কেন? ইহার উত্তরে স্পষ্ট ও ঠিক কথা বলিতে হয়। ভারতে আসিয়া পৌঁছিলে জমি-জায়গা, ঘর-বাড়ি, রেশন ইত্যাদি দেওয়া হয়, এ সংবাদ পূর্ব বাংলার পল্লীতে পল্লীতে চালু হইয়া গিয়াছে। তথায় আর্থিক অসুবিধায় পড়িলেই সুতরাং ভারতে চলিয়া আসার স্রোত হয় এবং কেন চলিয়া আসিলাম, তাহার কৈফিয়ৎ বাবদ বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করাও দরকার। এইসব কারণে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বিভিন্ন লোকের মুখ হইতে অনেক লাঞ্ছনার কাহিনী আমরা প্রত্যহ শুনিতে পাইতেছি। উহার সবগুলিই মিথ্যা বা অতি-রঞ্জিত এমন কথা বলি না। কিন্তু মিথ্যার ও অতিরঞ্জনের পরিমাণ যে কম নয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

নয়াদিল্লির সম্মেলনে ১৭ দফা দাবী জানানো হয়। দাবী জানা-ইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ হয় না, ইহা ঠিক। কিন্তু দাবী জানাইবারও একটা সুফল আছে। উহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব বঙ্গের উপর তথাকার সংখ্যালঘুদের অধিকার আছে। কেহ যেন রাতারাতি সে ভিটামাটি ত্যাগ করিয়া অকূল চলিয়া যাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

এইসব দিক বিচার করিয়া ও বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হইবে, উভয় বাংলার মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার পথে এই সম্মেলন অনেক সাহায্য করিবে। বাংলার অর্থনৈতিক দুরবস্থা কেবলমাত্র পশ্চিম বাংলাতেই নয়, পূর্ব বাংলার জনসমও ইহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন। পণ্য ক্রয় করিবার মত আর্থিক সংগতি এখন কাহারও সেখানে নাই। এইসব কারণে অনেকেই পণ্যের দর কমের ঘর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা উভয়ের কথা। উভয় বাংলার মধ্যে যদি সহজ ও স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে কোন অসুবিধা হয় না। নয়াদিল্লির সম্মেলনে যাঁহারা সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ এলাকার সংখ্যালঘুদের মধ্যে মনোবল ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি; তাহাদের ভিটা-মাটি ত্যাগ করিতে অনুরোধ অধিবাসীদের প্রতি-নিয়ত করা উচিত অনুরোধ।

প্রাসঙ্গিক

চিনি সংকটের তদন্ত

যত বৎসর চিনি লইয়া যে সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা চিনির ফেলেরারী বৎসর বিখ্যাত হইয়াছে। এই সঙ্কট সৃষ্টি যে কোন একজন করে নাই। কিন্তু সরিষা তেল করার ব্যবসায়ী যে সংঘবদ্ধভাবে লিপ্ত ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। অর্থাৎ ইহার পিছনে স্বার্থান্বেষী ও মুনাফা-লোভিদের বড়যন্ত্র ছিল। চিনি লইয়া এভাবে ব্যবসা চালাইবার সুযোগ যেন ভবিষ্যতে সৃষ্টি হয়, তাহার পরিষার গবর্নমেণ্টকে ও জন-সাধারণকে কম বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত হইতে হয় নাই। কে বা কাহারা এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র লিপ্ত ছিল তাহা জানিবার জন্য জনসাধারণ গবর্নমেণ্টের উপর চাপ দিতে থাকে। চাপ দিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। যাহারা এই হীন কাজ করিয়াছে, তাহাদের শাস্তি দেওয়া গবর্নমেণ্টেরই নৈতিক কর্তব্য কিন্তু শাস্তি দেওয়া হইবে কাহাকে? যাহারা চোরা সহিত লিপ্ত তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। জানা গেল যে ভারত সরকার এই ব্যাপারে তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীজগন্নাথের উপর এই ব্যাপারে তদন্ত কার্যের ভার দেওয়া হইয়াছে। আমরা আশা করিব, শ্রীজগন্নাথ এই ষড়যন্ত্রের আসামীদের খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হইবেন, এবং ভারত গবর্নমেণ্ট তাহাদের শাস্তি বিধান করিতে কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। চিনির সঙ্কট সৃষ্টি করা হইয়াছিল বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া। যেমন, ভারতে প্রস্তুত চিনি যে আইনী ভাবে পাকিস্তানে প্রেরণ করা হয়, সরকারী নির্দেশানুযায়ী অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা ও ভাগ্য হইতে প্রচুর পরিমাণ চিনি সরাইয়া ফেলা হয়, এই ভাবে যেসব চিনির কৃত্রিম টানাটানি সৃষ্টি হইবার ফলে চিনির জন্য উৎসুক্য আরও বৃদ্ধি করা হয়। এই কাজ করে অনেকটি কারখানা ও তাহাদের বিক্রয়-এজেন্ট। এই সকল ঘটনার সহিত জড়িত অপরাধ বিষয় সন্ধেহ করা হইবে বলিয়া আশা করিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর কাজ পরিচালনা ও আসামীদের কঠোর শাস্তি বিধান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। কেননা, এ বৎসর ভারতে যে পরিমাণ চিনি উৎপাদিত হইবে তাহাতে ভারতের চাহিদা মিটিবেনা, এবং চাহিদা মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে চিনি আমদানি করার প্রয়োজন অবশ্যই দেখা দিবে। ইতিমধ্যে চিনি পাওয়া যাইতেছেনা, এবং তখন এমনিতে চিনি আমদানি চিনির দাম পরিষার বেশী হইবে বাহুল্য হইবে না। যাহারা মুনাফাখোর, তাহাদের নিকট এই অবস্থা বিশেষ উপভোগ্য। তাহারা চিনির এই টানাটানির সুযোগ লইয়া অধিক মুনাফা যে যত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। তাহাদের সেই অপকর্মে বাধা দেওয়া যাহাতে সম্ভব হয় তাহার জন্য যেমন সর্বোপরি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন গবর্নমেণ্টের তাহার এতদিনে চিনির সৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাদেরও তেমনি খুঁজিয়া বাহির করা প্রয়োজন। আসলে এই দুই দল পৃথক নহে দুই দল নহে। ইহারা এক ও অভিন্ন। যদি এই ধরনের আসামীদের ধরা যায় তাহা হইলে অন্ন ও সহজে অন্যান্য বিষয় পরিমাণ আয়ত্তে আনা সম্ভব হবে। চিনির চোরাকারবারীদের মুখোশ খোলা হইলে এবং আদালতে আনিয়া তাহাদের শাস্তি দিতে পারা গেলে সারায় চোরাকারবারী তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইবেন এবং চোরাবাজার অনেকটা হ্রাস পাইবে।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য

পশ্চিমবঙ্গে যখন খেলা উৎপাদন আশিয়া ও তাহাদের খাদ্যের যোগান দিতে হইতেছে পশ্চিমবঙ্গ ইহার ফলে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বাহির আসিয়া দিয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন জানাইয়াছেন যে, ৩১ বাজারাজারে শুরু হইতে গত ৫টা জুন পর্যন্ত ১৪ লক্ষ লোক পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে। ইহাদের জন্য এ-পর্যন্ত অতিরিক্ত

QUALITY GALVANISED SHEETS

Commercial Quality and Tested
to I.S.D.G. Metals Al-H

MANUFACTURED BY

THE STEEL CORPN
SCOB
OF BENGAL LIMITED

MANAGING AGENTS:
MARTIN BURN LTD.
12 MISSION ROW, CALCUTTA & ALSO AT BOMBAY, NEW DELHI, KANPUR

লক্ষ টন চাউল আবশ্যক। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানের জন্য যাহা বরাদ্দ করিয়াছেন তাহাতে ঘাটতি ৫ লক্ষ টনের অধিক হইবে না। কিন্তু তাহা এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি উদ্ধার করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাহার পর গত মাসে মাসে লোক আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে যাহা মজুত আছে তাহার হিসাব-নিকাশ লওয়া চলিতেছে; কিন্তু লোকসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, তাহাতে প্রয়োজনের অনুপাতে মজুতীকৃত চাউলের মাত্রা চাহিদা মেটানো সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ আরও অতিরিক্ত চাহিদা ১ লক্ষ টনের মতো ৫০ হাজার টন চাউল কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবি করিয়াছেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের বরাদ্দ হ্রাস করা হইয়াছে, সুতরাং বর্তমানে এই অতিরিক্ত পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করাও খুব সহজ কাজ নহে। বিভিন্ন প্রদেশের চাহিদা মিটাইবার জন্য অপর্যাপ্ত বরাদ্দ পূরণ করিয়া যাইবার পর কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করিয়া যাহারা আমদানি বিষয়ে বেশী ভিড় করিয়াছিলেন, তাহার পরিবেশন করিতে হইয়াছে। যে পরিমাণ আমদানি করা হইবে বলিয়া প্রথমে স্থির হয়, শেষে সে পরিমাণ কিছিৎ বৃদ্ধি করিতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হন। কিন্তু তবুও এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ধার হয় নাই। এখন দেখা যাইতেছে, খাদ্যের প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পাইল। ইহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও আমদানি খাদ্যশস্যের পরিমাণ হয় আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে। যে যাহা হউক পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে যে চাউলের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে, তাহার যোগান দেওয়ার দায়িত্ব তাহার পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করিবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ বা সংশয় নাই। কেন না, বাংলার সরকারকে স্থানীয় সরকার বলিয়া তাহারা পর্যবেক্ষণ মনে করেন না। ইহা সর্বভারতীয় সমস্যা বলিয়া ইতিমধ্যেই ঘোষিত হইয়াছে। যে ১৪ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের নহে, তাঁহারা ভারতের আসিয়া পৌঁছিয়াছেন বলিয়াই মনে করিতে হইবে। এই ভাবে এ বিষয় চিন্তা ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিলে পশ্চিমবঙ্গের ভার কিছুটা লাঘব হইবার সম্ভাবনা। তদুপরি যাহাতে এক বুভুক্ষুজনকে লইয়া এই পশ্চিমবঙ্গ পতিত না হয়, এই খুব সাবধান উপায় যে ভাবে ব্যাপকভাবে সমস্যা ও সংকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, ইহার অধিক ভয়ের কারণ এখন অবশ্য হইয়া উঠিয়াছে। কয়লাখনি উৎপাদন, রপ্তানি-ব্যবসা, রেল-ব্যবসা, সমস্যা উপর এই ভয়ের বিভিন্ন। তাহার উপর আরও অসুবিধা এই, উদ্বাস্তুগণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন নহে। তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে। তাঁহারা ধনী, চাকরি-বাকরী ও বেশ। এইসব কারণে পশ্চিমবঙ্গ এখন চরম সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পশ্চিম বাংলা যে পরিমাণে লাভবান হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা তাই পশ্চিম বাংলার এই অবস্থা সম্বন্ধে ভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য সকলকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। বিপদের দিকটিকে হইবে বটে, কিন্তু ভয়ানকে দিকটাকে ভাবা তাহার চেয়েও অধিক প্রয়োজন।

রাজস্থানের খাদ্য

এখন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রাজস্থানের প্রধান মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইয়াছেন যে, ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে রাজস্থান খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে, সুতরাং তখন হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কোনরূপ আর খাদ্য প্রার্থনা করিবেন না। ইহা সত্য হইলে সত্যই আনন্দের কথা।

রাজস্থানের খাদ্য-ঘাটতি ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পূরণ হইবে কি না সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। রাজস্থান যদি ইতি মধ্যেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে তাহা হইলে তাহা রাজস্থানের পক্ষে প্রশংসার কারণই হইবে। রাজস্থান দুর্ভিক্ষের জন্য বিখ্যাত দুর্ভিক্ষপীড়ন এখানে অতি সাধারণ ঘটনা। তাহার উপর আছে পঙ্গপালের উপদ্রব। এই সব সমস্যা ও সংকট, যাহা আজ বিনা অতিরিক্ত করিয়া রাজস্থানে যদি তাহার বিবরণীকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিয়া এই অল্প সময়ের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হইবে। রাজস্থানের জনসাধারণ এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও যে উৎসাহ দেখিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার কথা। ইতিমধ্যে অতিরিক্ত ১০ লক্ষ একর জমিতে চাষ-বাস আরম্ভ করা হইয়াছে, এই জমিতে যদি ভাল ফসল হয় তবে রাজস্থান খাদ্যে উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা হইয়াছে। খাদ্যশস্য মজুত করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে, ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য মজুত করিবার জন্য গুদাম তৈয়ারীও করা হইয়াছে। রাজস্থানের দুর্ভিক্ষ ও পঙ্গপালের দেশে যখন এই প্রচেষ্টা চলিয়াছে, তখন আশাতের অন্যান্য সমস্যার বৃদ্ধির অধিকতর ঘরে উৎপাদিত হইবে না কেন? অন্যান্য প্রদেশ রাজস্থানের পথের অনুসরণ করিলে বলিয়া আশা করা বোধ অন্যায় হইবে না।

চিত্তরঞ্জন ও প্রফুল্লচন্দ্র

গত ১৯৫১ সনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পঞ্চবিংশতি ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের যষ্টি বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলা তথা ভারতের এই দুই মহান সন্তানকে যথোচিত সম্মানিত করা হয়। বর্তমানে বাংলা যে সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাতে দেশবন্ধি সমাজসেবী ও কর্মীদলের দেশের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য যে আজ তাহার সকলই বিপরীত দিকে। এখানে অসংখ্যকে সেবা করিবার বা রাজনীতি পরিচালনা করিবার একজনও লোকও নাই। আজ যাঁহারা নেতৃত্ব করিবার জন্য দাবিদার, তাঁহারা স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতা লিপ্সু বা তাঁহা প্রকৃতির জন্য নেতা নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে দেশবাসীকে তাঁহারা অন্ধকার হইতে আরও ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়াই আমরা মনে করি। সব দুর্দিন পরিস্থিতি আমাদের ও অবশ্যিক সমাজসেবীকে এই দুর্দিন বিতরণ করিয়া পরিচালনা দেশবাসীকে ইহা সাহস আশা দেখান করিয়াছেন। সেই আদর্শে এই প্রচেষ্টা

(পৃষ্ঠার ৯০ পৃষ্ঠার)

সংবাদ সংকলন

শ্রীযুক্ত এস কে বসু

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণতম এডভোকেট শ্রী এস কে, বসু গত রবিবার তাঁহার আইনব্যবসায়ী জীবনের পঞ্চাশ বৎসরকাল পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু ১৯০০ সালের ১৪ই জুন তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট তালিকাভুক্ত হন।

কলিকাতা হাইকোর্টের বার-এসোসিয়েশন আগামী ২৫শে জুন রবিবারে তদানীন্তন আডভোকেট জেনারেল স্যার তারাপদ মুখার্জীকে সম্বর্ধনা করিবেন। শ্রীযুক্ত বসু এই এসোসিয়েশনের সভ্য। প্রথা ও রীতির নির্দ্দেশ মতে বার-এসোসিয়েশন শ্রীযুক্ত বসুকে একটী রৌপ্য-নির্ম্মিত আধার উপহার দিবেন।

আমেরিকার শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর সম্মান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আজ মিউনিসিপ বিশ্ববিদ্যালয়ে তদানীন্তন 'ডক্টর অব ল' উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৮তম উপাধি বিতরণ উৎসবে চ্যান্সেলার ডাঃ হার্বার্ট, উইট্টি, মে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীকে উপরোক্ত ডিগ্রী প্রদান করেন।

ক্যালক্স-লক্ষণ-সিমেন্ট, পেট্রোল

তাঁহার সরকার শীঘ্রই কাগজ, কয়লা, পেট্রোল ও সিমেন্টের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। এই প্রত্যাহারের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ৭ জনের কমিশন তাঁহাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান শেষ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বলেন আজার পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অন্ন হয়, তুলা বাজার মত কাগজের নিয়ন্ত্রণ, লবণের নিয়ন্ত্রণ তেলটাকার মত ও সিমেন্টের নিয়ন্ত্রণ তুলার মতো প্রত্যাহার হইবে। পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ একেবারে তুলিয়া লওয়া সম্পর্কে কতকগুলি অসুবিধা থাকায় সরকারকে ১৯৫ তুলার হইতে পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিতে অবশ্য সময় লাগিবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন। আগামী বাজেটে আজ সরকার পেট্রোল বিনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

পাবলিক হেলথ ইনষ্টিটিউট

বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি ডাঃ এ সত্যনারায়ণী মুদালিয়র আজ এখানে বলেন যে, কলিকাতার পাবলিক হেলথ ইন্সটিটিউটকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ও শিশুমঙ্গলের ক্ষেত্রে পরিণত করা হইবে।

ডাঃ মুদালিয়র ঘোষণা করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের নেতৃত্বে যোগদানের জন্য বিমানযোগে সান্ফ্রান্সিস্কো আসিয়াছেন। তিনি আজ পি. ই, আই-এর প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, কলিকাতার পাবলিক হেলথ ইন্সটিটিউটের এই উন্নতি সাধনের জন্য ১০ লক্ষ টাকার পাওনা রহিয়াছে। তাহার সরকারের নিকট হইতে কিছু টাকা পাওনা থাকে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন।

গ্র্যাণ্ড ষ্টোন লাইমেল এণ্ড কোং লিঃ

৪, বেনারলী রোড, কলিকাতা।

টেলিফোন : বড়বাজার ২৫৯১—২৫৯৫।

টেলিগ্রাম : বাট।

ষ্টীমার এজেন্টস্

বি সিটী নাইম লিঃ

এলাহাবাদ এণ্ড বাঙ্গালা এস এস কোং লিঃ

হল পার্কার লিঃ

ইম্পোর্টার্স এণ্ড ষ্টকিষ্টস্

অয়েল বার্নার্স এণ্ড বার্নার্স ফিটিংসের

ভারতের প্রধানি

অয়েল রিফাইনার্স, বিদ্যুদ্বাহক

কি, কি, ষ্টীল সোজা-বাঙ্কার ফাংশনারী

ফিটিংস (মাল)

ম্যানেজিং এজেন্টস্

হেক্স এণ্ড কোং লিঃ

(ডিজি ও অয়েল ব্রোকারস)

৪৫ ইণ্ডিয়া ষ্ট্রীটস্থ, কোং কি

কানাডাস্থ ক্যাডিয়ন এণ্ড নিকিল কোং লিঃ

(মাইনার্স)

ইন্সিউরেন্স ও লসেস এজেন্টস্

অর্থ সপ্তাহের কার্য্যকলাপ

এখানে অফিস-মেসার্স এডভারটাইজিং এণ্ড এজেন্সির ইস্যু অনুযায়ী অর্থসপ্তাহের কার্যকলাপ সম্পর্কে এক তুলিতে পারিবেন। ১৯৫০ সালের এই তুলি অনুসারে এজেন্সি পর্যন্ত অফিস-সংবাদে এই অভিনয় ভাবে বর্ণিত ছিলেন। তাঁহারা বিশ্বাস যে অফিস-মেসার্স তাঁহার সহযোগীকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, নূতন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অনুযায়ী অফিস-মেসার্সে এবং ফ্রন্টিয়ারের ব্যবসায় যা যাহারা যেমনভাবে খুব করা হয় নাই বলিয়া তাঁহারা উহার উপর (এসম্পর্কে) কোন মন্তব্য করিবে না।'

ভারতের বৈদ্যুতিক শক্তিপাতি

১৯৪৯ সালে ভারতে বিভিন্ন বিভিন্ন শক্তিপাতি মধ্যে মোট ছই লক্ষ অশ্বশক্তির বিদ্যুৎশক্তির মোটর উৎপন্ন হয়। ১৯৪৯ সালে মোট ছইশত পঁচিশ হাজার কে-ভি এ্যাম্পিয়রের ট্রান্সফর্মার উৎপন্ন হইয়াছে। ডিজেল ইঞ্জিনের সংখ্যা ৩,৩০০ ছিল। ইহা ১৯৪৮ সাল অপেক্ষা ৩৪০০ সংখ্যা বেশী ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-উন্নয়ন কল্পে ভারত সরকারের অর্থ সাহায্য

জানা গিয়াছে যে, ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বাজার এক আড়াই লাখ টাকা মঞ্জুরি সাহায্য এবং উন্নয়নকল্পে এক কোটী টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন।

এই মঞ্জুরি সাহায্য এবং ঋণের টাকা প্রধানতঃ ছোট-খাটো সেচ পরিকল্পনা, পতিত জমিকে আবাদ যুগিয়া রাজ্যে পুরুষিণী-মজুরের সংস্কার, প্রাথমিক শিক্ষার সার উৎপাদন ও কৃষিজ 'কলিকাতার পঞ্চায়েতীয় 'পাক' ভাগুড় নির্মাণ এবং গাছপালা রক্ষার কার্যে ব্যয় করা হইবে। ঋণের টাকা হইতে ছোটখাটো মূলধন সেচ পরিকল্পনা এবং জল নিকাশ ব্যবস্থার ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

মুখ্যমন্ত্রীর চাষ

মন্ত্রীদের জন্য সম্প্রতি কিনিয়া বৃষ্টি বেচা হইবে এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে রাজ্যে টাকা সাহায্য এবং এক এক লক্ষ পাঁচহাজার রাজ্যের টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে। মেদিনীপুর উন্নতি বাঁধন, খনির প্রসারের জন্য বাঁধ-সংস্কারাদি নির্মাণ, পুরুষিণীর খাদের চাষ উন্নয়নাদি এবং পতিত

যোগাযোগ রাখা বহিয়ার এলাকাগুলির স্বার্থে রাজ্যের তুলনায় মাশুলহারের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মাঝের ডিম ও পোনা সরবরাহ প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যের চাষ বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তব হিসেবে অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে 'সত্যসেবক সেভ্ কোর্ট' টাকার দাবী

পাবনা সংসঙ্গ আশ্রম এবং উহার প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ও তাঁহার অনেকজন শিষ্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে কোর্ট অব ওয়ার্ডস এক দাবী পেশ করা হইয়াছে।

পাবনা সংসঙ্গের কলিকাতা স্থিত সরকারী সলিসিটর শ্রী এস বি বসু পশ্চিমবঙ্গের সরকারের সহায়তা ও পুনর্বাসন কমিশনারের নিকট যে স্মারক-লিপি দাখিল করিয়া জানাইয়াছেন যে রাজ্য ও পাকিস্তানের হাঙ্গামার সময় চুক্তি হইয়াছে, যখন তাঁহারা দেশ অনুকূল মনে করিয়া পাবনা ছেড়ে (পূর্ববঙ্গ) সংসঙ্গ আশ্রমের সম্পত্তিগুলির একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা করেন।

পাবনার সংসঙ্গে বালক ও বালিকাদের বিদ্যালয়, কলেজ, গ্রন্থাগার, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, ঔষধালয়সহিত চিকিৎসালয়, ছাপাখানা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের নিজ প্রতিষ্ঠা ছিল। ইহা ছাড়া কয়েক হাজার বিঘা চাষের জমিও ছিল। ইহার অনেক কিছুই স্থানীয় ওয়াকফের মারফৎ সৃষ্টি অথবা অভিপ্রায় হয়।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হইয়াছে পূর্ববঙ্গ সরকার সংসঙ্গ প্রেস চালাবার দায়ও নিয়াছেন এবং উহার মূল্য ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪৫০ টাকা ধার্য করিয়াছেন; কিন্তু টাকা দেন নাই।

লৌহ, যন্ত্র সিমেন্ট প্রকৃতিজ শিল্পসমূহ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটী প্রেসনোট বলা হইয়াছে যে, দুর্গাপুরীয় লিমিটেড ও টিটিগড় অথবা মাঝে মাঝে লৌহ, ইস্পাত ও সিমেন্ট বিনিয়োগের অনুকূলে মত প্রকাশ করা হইয়াছে। অর্থনীতির ইহাই সর্বজনবিদিত বিধি যে, কোনো ক্ষেত্রের সরবরাহ হ্রাস পাইলে প্রকৃত ব্যবহারকারীরা প্রয়োজন সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধির ভয় অথবা অভাবের অভাবে মূল্য বর্দ্ধিত পারে না কিন্তু ফেডারেশন আর্থিক সমিতির ভয় কয়েকটি লোহ পরিশোধন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও উহাদের ঋণ অধিক ভারতের ইচ্ছা পূর্ণ করে। ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অনাবশ্যক ব্যয় হয়। অধিক সরবরাহ ব্যবস্থাকারীর স্বার্থে সকল মূলধন পণ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যেই পণ্য নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে।

বস্ত্র, লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট ও খাদ্যশস্যের এখনও পর্যাপ্ত নহে এবং অদূরভবিষ্যতে উহা এখনও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

এই পরিস্থিতিতে উপরোক্ত দ্রব্যগুলি বিনিয়োগ অধিক অনুকূলভাবে অভিপ্রায় হইবে বলিয়াই এখন পর্যন্ত উহাদের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত রহিয়াছে।

১৯৪৯ সালে বস্ত্র ও সুতার উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পূর্ণ প্রত্যাহারের কারণ, ১৯৪৮ সালে বিনিয়োগের পর ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অথচ যদি দ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণাদেশ বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে কিন্তু কেরোসিন প্রায় সমস্ত মূল্য স্তরের সরবরাহ না পাওয়া পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় অভিপ্রায় সমস্যার পরিণাম দেখা দিবে।

লৌহ ইস্পাত ও সিমেন্টের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইস্পাত মূল্যায়ন ও সাধারণ ব্যবহারকারীর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে। এই দ্রব্যগুলির চাহিদা নাই, এই কথা সত্য নহে। লৌহ ও ইস্পাতের দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি প্রদেশ নহে কিন্তু দাম ও ভাড়ার প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে উহার বিচার করিতে হইবে। এই ব্যাপারে মূল-বিশ্লেষণের জন্য সরকার ৭৪ জন ইস্পাত নিযুক্ত করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সিমেন্টের যে প্রয়োজন রহিয়াছে, সরবরাহের তুলনায় তাহা পর্যাপ্ত নহে শুধুমাত্র কয়েকটি সরবরাহ সম্পর্কে সরকার এখনও স্থির করা হয় নাই। বিনিয়োগ অধিকার অবস্থার উন্নতি হইলে তা। এখন ১০ টন পর্যন্ত সিমেন্ট মূল সরকারের মেয়ে পরিবর্তন না করিয়াই মঞ্জুর করা হইয়া থাকে শুধু আমদানি করা সিমেন্ট কিন্তু পাকিস্তানই পাওয়া যায় পাকিস্তান যাবে যাবতের বিলম্ব না হ. সেইজন্য সরকার সর্বসাকল্যে চেষ্টা করিতেছেন।

(৮৮ পৃষ্ঠার পর)

সময়ে দেশবাসী নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজন প্রমুখ দেশ সেবকের অভাব বেশী করিয়া অনুভব করিতেছে। তাঁহারা এখন বর্তমানে নাই, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের কাজের দ্বারা যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহারই পথে অগ্রসর হইতে পারি, আজ তাহারই সঙ্কল্প গ্রহণ করিবার দিন আসিয়াছে। এই জন্য যাহারা দেশকে স্বাধীনতার জন্য দিয়া দেশবাসী কেন সেই সঙ্কল্প গ্রহণ করুন। ধীর ও স্থির ভাবে আমাদের আজ বিভেদের দুর্বলতার কথা বিচার করিতে হইবে, বিভেদের দুর্বলতার কথা বাহির অন্যের উপর আরোপ করা সঙ্গত হইবে না।

দিল্লীতে চিনি ও মজুরদা

দিল্লীর অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, রাজধানীর চোরাবাজারে ১০০৲ টাকা মণ দরে চিনি বিক্রয় হইতেছে; সরকার নির্ধারিত মূল্য হইতেছে ১২৲। তিনি আরও জানান যে, ইহার কিছুদিন আগে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে অনুরোধ করেন তাহাতে জানিতে পারেন যে, ১৫৲ টাকা মণ দরে চিনিও তখন বিক্রয় হইয়াছে। সরকার এইজন্যই দেখা হইয়া দেখা কি না আমরা জানিনা। এইসব কারবারীরা কালো চাহার দৌড় কিভাবে করা হইতেছে তাহা জানিবার আগ্রহ তাহাদের প্রতিটী অধিবাসীর থাকা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক নিয়মেই পঞ্চাশবাবির মত অথবা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতেই দেশবাসী অর্থনৈতিক সংকট বোধ করিতেছেন; এত কিভাবে দিন চালানো যায়, তাহাই ভিন্না করিয়া কূল পাইতেছেন না। এই অবস্থায় অন্য আশা। এইসব সরবরাহকারী চোরাকারবারীরা যদি পঞ্চাশবাবির টানাটানির সুযোগ গ্রহণ করিয়া আরও উপরে তুলে করে তাহা হইলে পরিণাম কি হইবে। আমরা এতদ্ সম্পর্কে কিছুদিন অপেক্ষা করিব, দেইসঙ্গে দেশের লোকজনেরও কিছুদিন করিতে হইবে খুব প্রয়োজন না হইলে ১০০৲ টাকা মণদরে, অর্থাৎ আড়াই টাকা সের দরে চিনি কেনা এখন অনেকে সহ্য, কিন্তু তাহার আড়াই টাকা দিয়া এক সের চিনি কেনার সংস্থান আছে, সেই সব অধিকুল মজুর করিয়া তাহার প্রয়োজন মিটাইতে পারে এমনকে তাহাদের কি কিছু করার নাই? তাহারা এইসব চোরাকারবারীদের ধরাইয়া দেন না কেন সরকারকে ও পুলিশের সহিত একযোগে দেশবাসীকে সহযোগিতা করিতে হইবে। দেশবাসীর সহযোগিতা ব্যতীত এইসব অসামাজিক ব্যক্তিদের উপর সরকার নয়।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

তুলার দর বৃদ্ধি ঃঃ চিনির নিয়ন্ত্রণ

বিভিন্ন পণ্যের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার বিষয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করিতেছেন। তুলাব্যবসায় যাহাতে সহজে স্পেকুলেশন চালাইতে পারে, এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যাহাতে কার্য্যকর ভাবে প্রতিপালিত হয়, সেদিকে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন। গতসপ্তাহে আমরা বলিয়াছি যে, এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে বাজারের ধীরে ধীরে বিভিন্ন পণ্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়া হইবে। বোম্বাইয়ের তুলা ব্যবসায়ীগণ এইরূপ আশা করিয়া ইতোপূর্ব্বে করিয়াছিলেন যে, তুলার ও কাপড়ের উপরের মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইবে, অথবা এই পণ্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিতে হইবে। ইতিমধ্যে অবশ্য তুলার মূল্য বাড়িয়া গেলেও বাড়িয়াছে অধিকতর উৎপাদনের। চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা তুলিয়া লইবার জন্য অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই, এবং বিভিন্ন কারখানা-ব্যবস্থার যোগসাজসের অভাব হেতু ও বিভিন্ন রাজ্যের সরকারসমূহের প্রতিক্রিয়ার ফলে গত বৎসর এপ্রিল যে সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাহা কার্য্যকর হইতে পারে নাই।

তুলা সম্বন্ধে বিষয় সাময়িক হিসাবে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে আমাদিগের চিরাচরিত রীতি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। এখন কিন্তু কথা উঠিতেছে, যাহারা অবশ্যই বন্ধন করিয়া চলিতে চাহিতেছেন, যাহারা মুদ্রাস্ফীতি আদৌ বাড়িতে না দেন। তুলা বিষয়ে বিরোধী অবস্থা অবশ্য ছিল। কার্পাস ছিল অতিরিক্ত, কিন্তু স্যাক্সিন উৎপাদন ছিল কম। বিভিন্ন মিলে তুলার দর বৃদ্ধিরই পক্ষপাতী ছিল এবং বিভিন্ন মিলের তুলার বরাদ্দ বাঁধিয়া দেওয়া ও বরাদ্দের উৎপাদন বাড়ান মূল্য বিষয়ে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছিল।

চিনির বেলা অবশ্য আমদানী বন্ধের জন্য হইবার পূর্ব্বেই একটা নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। নিয়ন্ত্রণ চালু রাখিয়া যদি আমদানি বন্ধ করা হইলে দেখা যাইবে যে বিভিন্ন কারখানা মালিক তাহার প্রয়োজনের অনুরূপ আখ পাইতে পারে, অথচ অন্য ও অপেক্ষাকৃত উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন কারখানা-মালিকেরা অধিক পরিমাণ গ্রহণ করিতে না পারে। অধিকন্তু যে সরকার পাওনা হয় তাহাদের প্রত্যেক যে, চিনি উৎপাদনের যে পরিমাণ করা হইয়াছিল, তাহার উৎপাদন করা যে যায় নাই, তাহার জন্য দায়ী কারখানার উপর প্রত্যেক পড়িবেই। তুলা উৎপাদনের জন্য চিনি-কারখানার মালিক আখ উৎপাদনকারীদিগকে সাহায্য করা এবং তাহার অন্যান্য তুলা বৃদ্ধির ফলে ইতোমধ্যে উপর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলস্থ কারখানাসমূহের উৎপাদনের অতিরিক্ত হ্রাস। এইরূপ মূল্য বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণকে সর্ব্বসমেত যে পরিমাণ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়, তাহা হইতেছে ১৭১ কোটী টাকা। ইতিমধ্যে তুলার বিশুল্ক অ্যাসেসমেন্ট দ্বি গুণ, এবং মোটা এইরূপ হিসাবে নিবারণ। তুলা বাবদে যে অতিরিক্ত অর্থ জনসাধারণকে দান করিতে হয়, তাহা হইতেছে ১৩০ কোটী টাকা। আমার দৃষ্টির মনে হইতে পারে যে, এই হিসাব ধরত অতিরঞ্জিত। কিন্তু সামান্য মূল্য বৃদ্ধি করিয়া যে প্রভূত সুবিধা লাভ করা যায় তাহা উহার প্রয়োগ কি পরিমাণ ও কিরূপ ভয়াবহ ভাবে তাহা মোটামুটি বোঝা যাইবে। চিনির ক্ষেত্রে কারবার অবশ্য হইয়াছে, সেইসময় বাজারে চিনি না পাওয়ার ফলে মহিলার অধিকারিণী। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, গত বছর প্রচুর পরিমাণ গুড় উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও ইহার দর বাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু ১৯৪০ সালের শেষের দিকে দর কমিয়া গিয়াছিল, এখন অবশ্য দর তাহা অপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে।

চিনির বিষয়ে দর এখন যেরূপ আশা করা যায়, কিন্তু ১৫ আনা সের দরে চিনি বিক্রয় করা হইলে দেশে যতটা চিনি প্রয়োজন তাহার জোগান দেওয়া যাবে বলিয়া আমরা বলিয়া থাকি। অর্থাৎ চাল প্রতি দর চার আনা বৃদ্ধি করিলে এই দর বৃদ্ধির ফলে চাহিদা যে অনুপাতে কমিবে, তাহাতে আমাদের মোট চিনির চাহিদা অনুযায়ী জোগান আদৌ দেওয়া কিছু পরিবে না। এরূপ বৃদ্ধি প্রকৃতির অবশ্য অর্থনীতির বিচারে অনুযায়ী রীতি। কিন্তু ইহাদের যে পরিমাণ আখের আবশ্যক তাহাও পাওয়া যাইবে কিনা, ইহাও কি বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। দেখা যেতেছে সরকার আখ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিহার ও উত্তর প্রদেশ গবর্ণমেণ্টকে নিজেই যে প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন, সেই প্রস্তাব অনুযায়ী এই দুই রাজ্য গবর্ণমেণ্ট আটা কি করিবেন, তাহা আমাদের জানা নাই। চাহিদা অনুযায়ী আখ পাইতে হইলে মেয়াদী ও চলতি গবর্ণমেণ্ট সমূহের এক যোগে বেশ কাজ করা আবশ্যক, সেই জন্য ইহার দেখা আবশ্যক যে চিনি কারখানা সমূহ যেন আখচাষের চাহিদা অনুযায়ী মূল্য পরিমাণ আখ পাইতে পারে।

চিনির বাজার বর্ত্তমানে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। দর গুড়-বাজারে বড়-একটা পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই সঙ্গে ইহার সম্বন্ধে মনে আশঙ্কা করিতেছেন যে, এখনও বিদেশ হইতে চিনি আমদানি করা বন্ধ হইবে না। বিদেশ হইতে চিনি আমদানি করিবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু নাই। কলিকাতাবাসীরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইয়া যে রহিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। ইয়োরোপিয়া হইতে চিনি পাইবার কোনরূপ ব্যবস্থা পরিত করিয়া আসিতে পারেন কিনা, এখন তাহাই দেখিতে হইবে। এক লক্ষ টন চিনি আমদানি করিতে পারিলেই ভারতের চিনির চাহিদা মিটিবে, এবং ইহার জন্য মোটামুটি ৬ হইতে ৭ কোটী টাকা খরচ হইবে। এই পরিমাণ চিনি যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতে অবশ্য ভাবে চিনির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল রাখার সম্ভব হইবে।

খাদ্যদ্রব্য

জোয়ার, বজরা ও অন্য ইত্যাদির উৎপাদনের যে পূর্ব্বাভাস দেওয়া হইয়াছে, যদি উৎপাদন অনুরূপ হয়, তাহা হইলে আমাদের খাদ্যদ্রব্যের অবস্থা যে ভালোর দিকে ফিরিবে, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে। কিন্তু বর্ত্তমানে মারাত্মক অজন্মার ভয়াবহতা বাড়িতি এলাকা লইয়া গভর্ণমেণ্ট দুশ্চিন্তায় রহিয়াছে। ইহার উপর ব্রহ্মদেশ-বাজারে অনেকটা সংকট এবং বৃদ্ধির যোগ্য জোগান দিয়াছে। কিন্তু এরূপ—এর বৃদ্ধি হয়ত আশাতীত। কেবল চাউল সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে; বিদেশ হইতে চাউল আমদানি হ্রাসের ফল দেশীয় সরকার দুরবস্থায় পতিত অঞ্চলের হইয়াছেন।

সমস্ত বছর যে পরিমাণ বৃষ্টি বাধাহীন করা হইত এবারের তাহা বৃষ্টি পাইয়াছে—২ কোটী ২৩ লক্ষ একরের বেশী জমিতে ফল উৎপাদিত হইয়াছে। পাঞ্জাবের অধিকাংশ জিলা ও উত্তর প্রদেশের অধিকাংশ অঞ্চল বাতীত আজও দৃষ্টে অবশ্য উৎপাদন সুরাবস্থ অবশ্য হইয়াছে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

তৈলবীজ

এ পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, প্রায় ১৩ লক্ষ একর জমিতে এবারের তৈলবীজের চাষ হইয়াছে। অধিকন্তু, পূর্ব্বপাঞ্জাব রাজ্যসমূহ, বিহার প্রদেশ, বম্বে, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি স্থানে ইহা ছাড়া আরও যে লক্ষ একর জমিতে তৈলবীজের চাষ হইয়াছে।

শেয়ার বাজার

সপ্তাহে শেষে সামান্য উৎসাহ

কলিকাতা, শনিবার ১৭ই জুন—এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজার শুরু হয় অত্যন্ত ধীর ভাবে। ছুটির বাজারে অবশ্য কোন কোন শেয়ারের দর সামান্য বৃদ্ধি পায়। বাজারে উৎসাহের ভাব আদৌ দেখা যায় না, খরিদ্দারও ছিলেন কম। তবুও বিভাগীয় শেয়ার অবশ্য সামান্য জোর পেয়েছে। বুলাপাহাড়ির দর হয় ৩৭৸৵০, ফেরো ফোর ১৪৸ ও ১৬৸/ আনায় স্থির হয়ে গিয়ে বন্ধ হয়। শেল্লাক দর সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ১৩৲০ আনা হয়। অকল্যাণ্ড ও বেলভেডিয়ার কাগজী মিল বিভাগীয় অন্যান্য শেয়ারের কোনো পরিবর্তন ঘটেনা, এই দুই শেয়ারের দর যথাক্রমে ১৩৲০ ও ১৪৲২ হয়। বরানগর ১১৸৵ ও মোরীপুর ৪৪৲০, ফ্রেসিডেন্সি ২৲ ও নবীয়া ৬৲ টাকা দরে লেনদেন হয়। ইন্ডিয়াসি শেয়ার অপরিবর্তিত থাকে। কেশব ১৪৸০, কুমারজুরী ৭৸৵০ এবং বর্ধমান ৭৸০ দর হয়। বাজার শুরু হইবার সময় টিটাগড় ভাগজের দর হয় ১৯৸/ কিন্তু ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে দিনের শেষে এইবর ৩০।/০ আনায় দেখা যায়। ইহা ৬ফলোবেলার ১২।/০ আনায় বন্ধ। বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের দরে বিশেষ হেরফের হয় না। প্রাতন বেঙ্গলীর ১৫৲ টাকায় ও ইন্ডিয়ান কেমিক ৫১৲০ টাকায় সামান্য ভাল-ভাবায় হয়। টিটাগড়ের দর কিছুটা বাড়িয়া ৩৯। আনা হয় এবং এই দরে কেনা-বেচার ভাবও কিছু হয়।

ইহার পরবর্তী দিনে শেয়ারের দর আরও পড়িয়া যায়। ইহার কারণ হইতেছে এই যে, শেয়ার ব্রোকার মহল বাজারে খরিদ্দার আদৌ ছিল না বলা চলে। কিন্তু এই দিন কলিকাতা বিভাগীয় শেয়ারের প্রতি বাজারে সামান্য আগ্রহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ইন্ডিয়াসিয়ান শেয়ার এককালে অনেক কমিয়া ৪৫৲ হইতে ৪৪।০ আনায় অবতরণী হয়ে ফিরে হয়। শেল্লা পূর্বদিনের ১২৸০ দরে কেনা-বেচা হয়। কাগজ কলিকাতা ৩৯।৵০ আনা দরে কাজ-কারবার করে। বেঙ্গল ও বরানগর ৫১৲ টাকা ও ১০৸/০ দরে স্থির থাকে, কিন্তু টাকাগড় ২৩৸/০ আনায় অপরিবর্তিত থাকে। পাট বিভাগে এদিনে সামান্য ব্যবসা হয়। অকল্যাণ্ড ৯২৲ দরে কাজ-কারবার করে। বালীয়ার দর অনেকটা পড়িয়া যায়—১৪৫৲ টাকার স্থলে ১৩৯৲ টাকায় দাঁড়ায়। ইহার দর একটী গ্রাসের কারণ হইতেছে এই যে, এই শেয়ার মহলের জন্য বাজারে খরিদ্দার আদৌই ছিল না। লাভের দরে বেচিতে পারিলে ২৮।০ আনায় পৌঁছয়। ইন্ডিয়াসিয়ান বিভাগের শেয়ারের দরে বিশেষ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না, ইন্ডিয়ান আয়রন ৩০।০ আনা হইতে ১৯৸/ আনায় নামিয়া যায়। বার্মাশেল ১৯০ আনা হয়ে সামান্য কেনা-বেচার ভাব করে। বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের প্রতি বাজারে কাহারও কোনো আগ্রহ বা আকর্ষণ ছিল না, তি আই ডক্সপ্রেফারেন্সের দর হয় ৮৪০। কাগজের ভিতর শেয়ারের মধ্যে টিটাগড় এই দিনে বাজারে একমাত্র বেশী শেয়ার ছিল বলা চলে। এদিনে চায়ের শেয়ারের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

পরবর্তী দিনেও বাজারের অবস্থা আরও খারাপ দেখা যায়। বাজারে খরিদ্দারের অভাব ভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কলিকাতা বিভাগীয় কিছুটা ভাল হয়। এদিন শেয়ার ব্রোকার মহল বাজারে খরিদ্দার ছিল এই কারণে এই শেয়ারের দর কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৸০ আনা হয়। পাটের শেয়ারও ভাল ছিল, ফ্রেসিডেন্সি ৮০ টাকা ১৪৫৲ টাকা দরে খুব সামান্য কাজকারবার করে। ইন্ডিয়াসি শেয়ারেরও কোনই পরিবর্তন ঘটে না। বিভিন্ন বিভাগ এই দিন যে বিভাগ হইয়া পড়িয়া থাকে এ বিভাগে কোনো তেজ বা মাতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

সপ্তাহের শেষের দিনে বাজারের অবস্থার সামান্য পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন মিলের পাটের কোনো শেয়ার হইতেছে, এই সংবাদে বাজারের অবোজারে একটী পরিবর্তন দেখা যায় সকলের আগেই উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতা বিভাগীয় এককালে শেয়ার দরে বিশেষ উন্নতি ঘটে. ইহার দর বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৯০ আনা হয়। বরানগর ১৩৯৲ ও কাঁকিনা ৫৯৫০ দরে দাঁড়ায়। পাটের বাজারে উৎসাহ দেখা যায়না। ইন্ডিয়াসিয়ান শেয়ারের প্রতি বাজারে কাহারও বিশেষ কারই ছিল না বলা চলে। বিভিন্ন বিভাগের কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। বার্মাশেল বেঙ্গলের ১৪২৲ টাকা হইতে টাকার কাঁকিনার কম আসে, ফলতায় ৪১৯০ আনা দরে কাজ-কারবার করে। টিটাগড় শেষার ৩৯।০ আনায় স্থির থাকে. এবং বেঙ্গল শেয়ার ৫১৫০ আনায় কিছু খরিদ্দার পাই এবং এই দরে কাজ কারবার করে। চায়ের শেয়ারে কোনো উন্নতি বা অবনতি ঘটে না।

সপ্তাহের শেষের দিনে বাজারের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কোন কাজ-কারবারও বন্ধ বলা চলে।

বাজারের হালচাল

[বাজার বন্ধকালীন দর]

সরকারী কাগজপত্র

৩৲ সুদের ১৭৸৵ ০৩ সুদের (১৯৬৮) ৯৭৸/, ৩৲ সুদের (১৯৫২-৫৭) ১০১/০, ৩৲ সুদের (১৯৫৩-৫৪) ১০০৸/, ৩৲ সুদের (১৯৫৫-৫৪) ৯৯৸/, ৩৲ সুদের (১৯৬০-৬৪) ১০০৸/, ৩৲ সুদের (১৯৬৫-৬৮) ৯৯৸/।

ব্যাঙ্ক

বেঙ্গল নেশনাল ১৬/, ব্যাঙ্ক ৪১০, হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ২০৲।

কাগজের কল

বেঙ্গল-নাগপুর ১৬৩০, ইমপিরিয়াল ১৪৫৲, সুইচ মিল্‌স্ ২৪৯৲, টিটাগড় ২৯৲০।

কয়লা খনি

বরাকর ১৩৯৲,জোরিয়া ২৮০, কাঁকিনা কয়লা ৩৯৸/, বিহার মানভূম ২৫৯০, বারীজাম ৮৬৲০, দেওয়া ১৩/, টাকুরী ২৫৫০, নাইব কমলপুরা ২৫/০, ডালটন ২৯/।

পাট

আলা পাড়া ১৪৯/, এলগিন ২২৯/, কামারহাটি ২৬৲, বাউড়িয়া ১৯৬/০, বিরলিয়াড়া ১৪৫৲, আলমবাজার ১৯০৲, নবীয়া ৬৪৫০, ফ্রেসিডেন্সি ৮৴, ফিনলে ২১৯, হুগলী ১০৯৲।

ইন্ডিয়ান্সিয়ারিং

বার্ন অ্যাণ্ড কোং ২৫৭॥০, জেসপ ১৫।/০, ইন্ডিয়ান আয়রন ৩০৲, বার্মাশেল ১৬/, মার্টিন ৮৬/, ব্রিটিশ কমলাপোরেশন ১০৬/।

বিবিধ

অ্যামুনিশিয়ান কর্পোরেশন ৬৬/, ব্রিটিশিয়া বিস্কুট ১৯৲, বি আই কর্পোরেশন ৮৫০, আইজাক জোন্‌স্ ৫৪০, ইন্ডিয়ান ডাবার ১৩৬/, মার্টিন বেরোজিন ১৪৫৲, মার্টিন বার্ন ১৬৴, ডানলপ রাবার সেকেণ্ড প্রেফারেন্স ১৫৫৲।

ক্যালকেমিক্যাল এণ্ড পাবলিসার্স লি ৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত তারক প্রিন্ট এণ্ড পাবলিসিটি, ১৭৯৮ বেচারী চ্যাটার্জি রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর :— শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য।

With best Compliments of

REGD. No. C. 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ১৯শ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৩রা আষাঢ়, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, ১৯৪৩ [মূল্য ৷৹

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১০
তুলার নূতন দর	
প্রাসঙ্গিক	১৫
বার্জিলিঙের দুর্ঘটনা	
আমদানি নিয়ন্ত্রণ	
পাকিস্থানের গম	
পাকিস্থানের উদ্বৃত্ত	১৬
প্রাসঙ্গিক	১৬
ভারতের কৃষি-জাত দ্রব্য	
সংবাদ সংকলন	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
তুলার দর বৃদ্ধির পরিণাম	
শেয়ার বাজার	১৮
দর হ্রাস কারবারের মন্দা	

তুলার নূতন দর

ভারত সরকার তুলার নূতন দর বাঁধিয়া দিয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালের মরশুমে উৎপন্ন চলিশ রকম ভালের তুলার ৪ ক্যাণ্ডি পিছু ১৪০৲ টাকা অধিক দর স্থির করা হইয়াছে। প্রতি ক্যাণ্ডি হইতেছে দুই গাঁটের সমান। ার এবং সর্বোচ্চ নির্দ্ধারিত দরে যাহাতে উহার বিশেষ ঘটিতে না পারে, অথচ অল্প এবং ছোটো প্রয়োজনীয় যাবতীয় তুলা ক্রয়েরও ব্যবস্থা করার বিষয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন। এই ভাবে তুলা ক্রয় করিতে হইলে মিল মালিকদের একটি প্রতিনিধি পরিষদ গঠন করিতে হইবে, প্রতি মিলের চাহিদা কত তাহার তথ্য আহরণ করিয়া মোট তুলা ক্রয় এই প্রতিনিধি পরিষদ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্দ্ধারিত এই নূতন দরে করিবে। ইহাই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। এইভাবে তুলা ক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে তুলা লইয়া চোরা কারবার করার কোন সুযোগ থাকিবে না বলিয়া মনে হয়। বলা বাহুল্য, তুলা ক্রয়ের এই প্রতিনিধি পরিষদ গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিয়া তুলা ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন, ইহাও মিল মালিক সংঘের নিকট গবর্ণমেণ্ট প্রত্যাশা করেন।

বলা বাহুল্য, তুলার এই নূতন দরের প্রতিক্রিয়া বর্ত্তমানে বাজারের কোন বস্ত্রাদির উপর পড়িবে না, ১৯৪০-৪১ সালের উৎপাদিত তুলা দিয়া যে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইবে, সে বস্ত্রের সংশোধিত দর কিরূপ হইবে, তাহা পরে স্থির করা হইবে; আগামী জানুয়ারী মাসে বাজারে যে নূতন বস্ত্রাদি আসিয়া পৌঁছিবে সেই বস্ত্র নূতন তুলার উৎপন্ন হইবে। সুতরাং তখন বস্ত্রের দর গজ প্রতি এক আনা করিয়া বেশি পড়িবে।

কিছুদিন যাবৎ কাপড়ের মিলের মালিকগণ এইরূপ অভিযোগ করিয়া আসিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সর্ব্বোচ্চ দরে (৪৫০৲ হইতে ৮০০৲ প্রতি ব্যাণ্ডি) খোলা বাজারেও তুলা পাওয়া যাইতেছে না। এইভাবে তুলার অভাব ঘটায় মিল সমূহকে যোলকর অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয়; উহা বাদের অভাবে অনেক মিলের কাজ বন্ধ হইয়া যায়, মিলের কাজ বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মিলে নিযুক্ত হাজার হাজার শ্রমিককে বেকার হইয়া পড়িতে হয়। এই জটিলতা দূর করিবার জন্য টেক্সটাইল অ্যাডভাইসরি কমিটি তুলার দর ১৫০৲ বৃদ্ধি করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করেন। চারিদিক বিচার বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের এই নূতন দরের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয় তাহা অচিরেই প্রকাশিত হইবে। কিন্তু আমরা মনে করি ইহার প্রতিক্রিয়া ভালোই হইবে। তুলার দর বৃদ্ধির ফলে তুলা উৎপাদনকারীরা উৎসাহিত হইবে। ইতিপূর্ব্বে যে দর বাঁধা ছিল, তাহাতে উৎপাদনকারীরা বেশী লাভ করিতে পারিত না, তুলার চাষ উৎসাহের সঙ্গে করিতে তাহারা ঢিলা বোধ করিত। ভারতে এখন তুলার চাহিদা বিপুল। উৎপাদকদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার না করিলে উদ্যমের সহিত তাহারা যে তুলা চাষ করিবে না, ইহা তো জানা কথা। তুলা চাষের জমিতে ডিলা বাদাম বা তেল বীজ উৎপাদন করিলে তাহারা যদি অধিক মুনাফা পায়, তাহা হইলে তুলার প্রতি অবহেলা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু দর কিছুটা বৃদ্ধি করিয়া মিল সমূহের চাহিদার যোগান দেওয়া যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার ফল ভাল ভিন্ন খারাপ বলা চলে না।

কোন কোন মহল অবশ্য এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই ভাবে তুলার দর বৃদ্ধি করিয়া পণ্যের মূল্য হ্রাস করা কঠিন হইবে। এই দর বৃদ্ধি দেখিয়াই বিভিন্ন পণ্যের কারবারীরা তাঁহাদের পণ্যের দাম বৃদ্ধি করিয়া দিবেন বলিয়া অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন। এরূপ আশঙ্কার অবশ্যই অমূলক নয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কারবারী তাঁহাদের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিবার সুযোগ খুঁজিতেছেন; কেহ কেহ স্পেকুলেশনও আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, তুলার যে দর নির্দ্ধারিত হইল, তাহা দীর্ঘ কালের জন্য নয়; মাত্র একটি বছরের জন্যই এবং ইহার দ্বারা বিভিন্ন পণ্যের দরের উপর বিশেষ প্রভাব পড়িবার কথা নয়। কারণ কাপড় শিল্প ১৫০৲ টাকা দর বৃদ্ধির ফলে বস্ত্রাদির দর যেটুকু বৃদ্ধি পাইবে তাহা হইতেছে গজ পিছু বড় জোর এক আনা।

গজ পিছু এক আনা অধিক খরচ করিয়া যদি ভারতের প্রত্যেকটি কাপড়ের কল চালু রাখা যায়, তাহা হইলে তাহাতে দেশবাসীর অসন্তুষ্ট হইবার কথা নয়। যে দ্রব্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য্য, সেই বস্ত্রের দর যদি সামান্যও বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অন্যান্য দ্রব্যের দর বৃদ্ধি কেন হইবে না? এরূপ প্রশ্ন অনেকে করেন বটে। অনেকে এরূপ অনুযোগও করিতেছেন যে, পণ্যাদির মূল্য হ্রাসে গবর্ণমেণ্ট যদি তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইলেন না। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন পণ্যের দর তো বৃদ্ধি করেন নাই, বরঞ্চ অন্যান্য পণ্যের দর হ্রাস করিবারই ব্যবস্থা করিতেছেন এবং সেইভাবে নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখিয়াছেন। দেশে দ্রব্যাদির অভাব যখন ঘটিয়াছে, তখন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা যে সংগত নয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অন্যান্য পণ্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ যখন তুলিয়া দেওয়া হয় নাই এবং সে সব পণ্যের দরও যখন বৃদ্ধি করা হয় নাই, তখন বস্ত্রের দর সামান্য বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হইবার কোন সংগত কারণ আমরা দেখি না।

বস্তুতপক্ষে গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্ত বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। ইহার দ্বারা উৎপাদক তুলা-চাষে উৎসাহিত হইবে, ভারতের বিভিন্ন মিল চালু রাখার উপযুক্ত পরিমাণ তুলা লাভের আর বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না; তাহার উপর আর একটি বিষয়, তাহা হইতেছে হাজার হাজার শ্রমিকের কর্ম্ম সংস্থান। শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্ব দেখা দিলে দেশে নানারূপ অশান্তির সৃষ্টি হয়, ইহার দ্বারা সেই অশান্তির সম্ভাবনাও হ্রাস পাইল।

কিন্তু ইহার জন্য দেশবাসীকে দিতে হইতেছে কত? আমরা দেখাইয়াছি। বস্ত্রাদির দর শতকরা ১২৲ টাকা বাড়িতে পারে, অর্থাৎ গজপ্রতি এক আনা। এই সামান্য মূল্য দিয়া ভারতের বস্ত্র-শিল্পকে যদি বাঁচাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে দেশবাসীর তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবার কথা নয়। দেশবাসীর সহযোগিতা ভিন্ন দেশের কৃষি শিল্প যেমন বাঁচানো যায় না, দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করাও যায় না। এ বৎসর যে পরিমাণ বস্ত্র ভারতীয় মিল সমূহে উৎপন্ন হইবে তাহার মোটমুটি হিসাব হইতেছে ২৬০ কোটি গজ; ভারতের মোট চাহিদার ইহা হইতেছে দুই তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ ভারতে মোট চাহিদা হইতেছে ৪০০ কোটি গজ। তুলার উৎপাদন বাড়াইয়া ও মিলের চাহিদা যোগাইয়া যদি এই মোট চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়, তাহার জন্য দেশবাসীর বদ্ধপরিকর হওয়াই উচিত।

প্রাসঙ্গিক

লার্ডিলিনের দুর্ঘটনা

সম্প্রতি লার্ডিলিন-কার্নিয়া-কার্ডিনস্থ তাহার দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। যাহারা পাহাড় না বেশিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এই দুর্ঘটনা কতটা ভয়ঙ্কর, তাহা কল্পনা করা কঠিন। প্রকৃতির সহিত মানুষের প্রতি ক্ষেত্রেই চলিয়াছে যুদ্ধকাল ধরিয়া। মানুষ বৈজ্ঞানিক [illegible] সমস্ত পর [illegible] নিত্য নানান ও অবেষণা করিয়াছে। দুর্গম শিখরের ছাদ দুরারোহ পর্বত কাটিয়া মানুষের যাতায়াত রাস্তা তৈরি করিল। প্রকৃতির এক নিমেষের খেয়ালে মানুষের সেই তৈরি রাস্তা ধসিয়া গেল। ঘুম ভাঙের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে খালায় উৎসব দিয়া যৌবনী বসিয়া যায়। ইহার আলোড়নে লার্ডিলিন পাহাড়ে কাটিল ভয়, ৪ জন ভয় পাহাড়ের গায় পাকাইয়া পড়িয়া তাহার আরও ক্ষতিয়া গেল। ইহার ফলে ৪৫ মাইল রেলে হইয়াছে ও পরাধিক লোকের জীবনযাত্রা ঘটিয়াছে। লার্ডিলিনের এই দুর্ঘটনার সংবাদে অনেকের ধারণা হইয়াছে যে, ইহা বুঝি চিরতরেই গেল। যাহা পৃথিবীর সহিত ইহার যোগাযোগ রক্ষা আপাতত সম্ভব হয় নাই বলিয়াই যে কখনও আর হইবেনা, এমনটা মোটেই ভালো করা যায়। যে পাহাড় কাটিয়া দুটিয়া রাস্তা পরিষ্কার করা হইয়াছে, সেই পাহাড় পুরোয় কাটিয়া যোগাযোগের ব্যবস্থা যে অচিরেই করা যাইবে, এ বিষয় আমরা নিশ্চিন্ত। ভারতীয় সিয়াছে, কিন্তু ভারতীয় সেতু ভাঙিয়া গিয়াছে। একটি মোলকের ভাঙিয়া গিয়াছে। লার্ডিলিনের দুর্ঘটনায় আমরা পরিবার কলাকার অধিবাসীদের লার্ডিলিনের ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন, এইরূপ মনোবল সকলের থাকা বাঞ্ছনীয়।

আমদানি-নিয়ন্ত্রণ

ভারতীয় কারখানীরা কর্তৃক বিদেশ হইতে বিভিন্ন পণ্য আমদানি হইয়া থাকে। মোসাদাল নীতি ও বিদেশ না মানিয়া এখনকার তাহে যদি বিদেশী পণ্য ভারতের বাজারে অধিক উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া ঘটিতে পারে মারাত্মক। বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশী শিল্প বাজারে দাঁড়াইতে পারে, এবিষয়ে বেশ সজাগ দেখা আবশ্যক, বিদেশী পণ্যের ঢালা উৎপাদিত হইয়া দেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান বাজারে উহাদের পণ্যের মান উন্নত করিতে উৎসাহিত হয়, তাহাও দেখা আবশ্যক। এইসব কথা বিদেশী পণ্য আমদানি ব্যাপারটা মোটে কাজ নয়, অনেক হিসাব বিচার ও অনেক পর্যালোচনা গবেষণা ইহার পশ্চাতে থাকা আবশ্যক। আমদানি-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ভারত সরকারের বাণিজ্য দপ্তরকে নানাবিধ কটিল ও সমাধানের সমুখীন হইতে হইয়াছে। পক্ষপাতিত্ব ও বিচারের দুর্নীতির কথাও বলা হইয়াছে। একথা বীকার যে ভারতের প্রায় বিশটি দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ নামার মতো; তাহাও নিয়ন্ত্রণ করিয়া কাজ করা। নূতন বাণিজ্যনীতি ঘোষণা প্রসঙ্গে বাণিজ্য সচিব বলিয়াছেন যে, ভারতের আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি একজন উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ত্রিসদস্য বিশিষ্ট থাকিবে পরীক্ষা এই কমিটি গঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। পরিষদের কর্মিগণের নাম ঘোষণা করা হয় নাই, তবে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ভারতের মোসাদাল নিয়ন্ত্রণ ও ভারত-পাকিস্তান মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত সীতারাম কিলাচাঁদ ও শ্রী বি. এন. মজুমদার এই পরিষদের সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। দেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, প্রয়োজন করিয়া দেশের বাণিজ্য ইত্যাদি পরিচালিত হইলে তাহার ফল ভাল পাওয়া যাইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। তাহার সহযোগিতার নীতির ভারতে ইতিপূর্বে দেশের অন্যায় ও অবিচার হইয়া থাকিলে তাহা অবশ্যই সংশোধন আবশ্যক। দপ্তরে যাঁহারা চাকুরী করেন তাঁহারা খুব ভীত; অন্যের তাঁহারা সন্দেহ চক্ষে দেখা হয়। এইসব কারণে কোনো ব্যবসায়ী আমিয়া বাণিজ্য দপ্তরের ছোটখাট কাজকেও হাত করিতে পারেনা হয়ত আমদানি ব্যবসায় করিবার পর লাইসেন্স ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিল। এরূপ কাজ হওয়া অনেক হইয়াছে। কাজকর্তি ব্যবসায় সহজ ছিল না, সেও পাকা ঘাড়ি ভুলিয়াছে। সে সময়টা ছিল মুদ্রা যাইবার সময়; তখন একটি বিদেশী পণ্যকে ভারতকে শোষণ করিয়াছে অপর একটি বিদেশী পণ্যকে কাবু করিবার সাধনায়। সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যাহা হইয়াছে, সেই সময় সরকারী সহায়তার কর্তাব্যক্তিগণ যে ভাবে কার্য করিয়া যেতেছেন এখন সেটা আশা করা যায় না। অবস্থান্তরের পরিবর্তন করানো যদি না যায়, তাহা হইলে এখন অবস্থায় পড়িয়া করিতে হইবে যাহাতে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ কোন অবস্থায় না থাকে। আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইল তাহার হাতে যে ক্ষমতার ভোলা দেওয়া হইয়াছে, ইহা মঙ্গলের লক্ষণ। এই উপদেষ্টা পরিষদ আমদানি নীতি ও নিয়ন্ত্রণ পরিষদের ও আমদানী-কারীদের নির্বাচনও করিবেন। এইরূপ করা হইলে তাহার ফল যে শুভ হইবে, এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নাই। আশা করা যায় যদি এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা হইলে তাহার ফল শুভ হইবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

দি
ইউনাইটেড্
কমার্সিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

আদায় সংক্রান্ত
আমতীয় কারবারের জন্য

বিভিন্ন মূলধন
৩ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন
২ কোটি টাকা
সংরক্ষণ তহবিল
৩১/২ লক্ষ টাকা

হেড অফিস
কলিকাতা

ডি.ডি.বিড়লা • বি.টি.মজুমদার

পাকিস্তানের সঙ্গ

ভিন লক্ষ টন পাকিস্তানী সঙ্গ পরিষদের জন্য ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে আপাতত আলোচনা শুরু হইয়াছে। এই পরিমাণ সঙ্গ পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত হইয়াছে, এবং পাকিস্তান ভারতকে তাহা সরবরাহ করিতে পারে। কিছুদিন পূর্বে এই সংক্রান্ত ব্যাপারে পাকিস্তানের বাণ্ড সরকার অনেকটা মেজোটারী হিসাবে আলোচনাদি করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভারতের বাণিজ্য বিভাগ

এই বিষয়ে পাকাপাকি হইবার জন্য দিল্লী যাইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এখন জানা গিয়াছে যে গত এপ্রিল মাসে পাক-ভারত যে বাণিজ্য চুক্তি হয়, তাহার মূল অনুসারে পাকিস্তান মোট পঞ্চাশ লক্ষ টন পাট ভারতের নিকট বিক্রয় করিতে চাহে। কিন্তু তখন বাকি অতিরিক্ত আরও মোট পনর লক্ষ টন বিনিময় অতিরিক্ত প্রদান করিয়াছে। মোট তিন লক্ষ টন পাট দিতে পাকিস্তানের কোনো অসুবিধা হইবে না, কিন্তু পনর লক্ষ লইয়া বাকি একটু অসুবিধার উদ্ভব হইয়াছে। পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্তা আজাদ সাম্প্রতিক কয়েকদিন পূর্বে এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ভারত অন্যান্য বিদেশী বাজার হইতে যে দরে পাট ক্রয় করিয়া থাকে পাকিস্তান তাহা হইতে টন প্রতি আট আনা কম দিতেই রাজি আছে। ইহা সত্ত্বেও দরের কম লইয়া অসুবিধায় পড়ী হইবে কেন, ইহা জানিবার ইচ্ছা হয়। আমাদের মনে হয় উভয় দেশের মধ্যে মুদ্রার যে স্বল্পতা যে জন্য পড়ী হইয়াছে, তাহাও অনেক এই অসুবিধার উদ্ভব ঘটাইবে। প্রতি পদে যখন এই বাধা উপস্থিত হইতেছে, তখন মুদ্রার একটি সর্ব সাধারণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। ইন্দোনেশিয়ার সম্প্রতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিশ্ব ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত বাকি পাকিস্তানের মুদ্রায় পরিশোধ করিয়া দিবে। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতের প্রধান রপ্তানীর অন্যতম বাজার পাকিস্তানের হস্তচ্যুত হইবার পথে এইরূপ বাধা দেওয়া যাইতে পারিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত

পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে যে উদ্বৃত্ত দিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহার চাপে পূর্ব পাকিস্তান সরকারকেও পথে নামা কঠিন হইয়াছে। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে উদ্বৃত্ত আনুমানিক সংখ্যা নিম্নে প্রদান করা হইল। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ১৫ হাজার মণ বিভিন্ন ক্যাম্পে রহিয়াছে। এই বিভিন্ন ক্যাম্প পশ্চিমবঙ্গের সরকারের নৈমিত্তিক ৫০ হাজার টাকা করিয়া খরচ হইতে বলিয়া জানা যায়। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পক্ষে এই ব্যয় অধিক কিনা তাহা সহজে বলা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। এই উদ্বৃত্তের পূর্ববঙ্গ সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে মোটা টাকা দাবীর তালিকা পত্রাদিসহকারে বলিয়া জানা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার কিভাবে কত টাকা বা কোন মোকাবিলে পাইবেন, তাহা অজ্ঞাত। এদিকে পূর্ব বঙ্গ হইতে প্রায় ২০ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে আসিয়াছে। তাহাদের জন্য গোল টেবিলের বৈঠকে ভারত সরকারের প্রভূত অর্থ ব্যয় হইয়াছে। দুই দিকে দুই খরচের বোঝাতে বিব্রত হইয়াছেন, তাহা সেই সঙ্গে ভিটা ছাড়া হইয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ যে ভাবে জীবন যাপন করিতেছে, তাহা মানুষের জীবন যাপনের অনুরূপ নয়। এইরূপ অবস্থা বেশিদিন রহিয়া যাইতে দেয়। পূর্ববঙ্গসরকার যে অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে, তাহার অল্পের উন্নতি বিধান করা চলিত তাহা সেদিকে অবশ্যকর জীবন যাপনের মান, উন্নীত করা যাইত। কিন্তু এখন অর্থও বাহির হইয়াছে, সেই সঙ্গে মানুষের জীবন যাপনের মানও নীচে নীচে নামিয়া যাইতেছে। সেন বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা ইহা হইয়াছে অবশ্য। কিন্তু সেদিকে বিক্রয় না করিয়াও তো কোন উপায় ছিল না। মুসলীম লীগ যে নীতি গ্রহণ করে, তাহার দ্বারা সমস্ত দেশ বিপদ হইয়া পড়ে। বর্তমানের এই বিপর্যয় মুসলীমলীগ প্রচারিত বিদ্বেষপূর্ণ অসহযোগের পরিণাম। মানুষের জীবন ও মন লইয়া মুসলিম লীগ ছুরা খেলিয়াছে, ইহার দ্বারা লাভবান কেও হয় নাই। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানেরও আজ তার মূলধন ঝুঁকিতে হইতেছে। উদ্বাস্তুর চাপে আজ পাকিস্তানও বিপর্যস্ত। যে পরিমাণ অর্থ এখন খরচ হইতেছে, তাহা ও অন্য কি চালাকীই না খেলি। ইহার দ্বারা তাহাদের কোন উন্নতি হইতেছে না, পাছ পরিবেশে যাহারা বাস করিতে তাহারা আজ পরাজয়ী হইয়াছে। পাকিস্তান এখন তাহার নীতির পরিবর্তন করিলে সব ঝুঁকিয়া যায়।

ভারতের কৃষি-জাত দ্রব্য

তাহার কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতকে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিতে হয়। নিম্নে তাহার তাহাদের উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের আনুমানিক পরিমাণের মূল্য হিসাব দেওয়া গেল। ইহা হইতেই বোঝা যাইবে ভারতের তার বিষয়ে কেমন প্রয়োজন কত—

	কোটি টাকা
চাউল	৫৬৮.৫৩
গম	১৯৭.৬
জোয়ার	৬৬.৩
বাজরা	৫৯.১
ভুট্টা	৩১.৮
যব	৪৪.৬
রাগী (মারুয়া)	৩৩.৮
যোয়া	৮৭.১
আখ	২০৭.৩
তিসি	১১.৩
তিল	১৮.৬
সরিষা	৯৫ ০
চিনাবাদাম	২৩.৪
রেড়ী	১.৭
তুলা	৭৮.৩
পাট	৯.৩
কফি	৩.৮
চা	৮৪.৮
রাবার	৪৮.৪
তামাক	৯.৭

গত বৎসর অপেক্ষা বর্তমান বৎসরে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নরূপ—

	১৯৪৮-৪৯ হাজার টন	১৯৫০ হাজার টন
চাউল	২,০৫,১৬	২,১২,৬৩
জোয়ার	৪৭,৯৭	৫৩,৭৭
বাজরা	২১,৯৩	২৩,৪৪
ভুট্টা	৭০,৫০০	১১,৭৯
রাগি	১৩,৫৩	১৩,৩৭
ছোলা	১৬,১৪	১৪,৩৭
গম	৪৫,৯৫	৫৭,৪৪
যব	১৩,০২	১৪,১৩
মোট	৪,০৫,৪৭	৪,২৮,৪৭

উপরের হিসাব হইতেই বোঝা যাইবে, ভারতের বিভিন্ন খাদ্যের উৎপাদনের দিক হইতে উন্নতি ঘটিতেছে। বর্তমান বৎসরে বিদেশ হইতে গম দ্রব্য আমদানির পরিমাণ হ্রাসের ইহা ভারত সরকারের ছিল। কিন্তু উন্নতির আশানুরূপ হেতু ভারতকে মোট মূল্যের ২০ লক্ষ বৃদ্ধি পায়। তাহার উপর এই উন্নতি যেমন ভারতের উৎপাদন মূল্য—তাই ভারতের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তখন সেই ভারতকে তাহার পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে হয়। বিদেশ হইতে ভারত আজও কিছু খাদ্যদ্রব্য আমদানি

(অবশিষ্ট ৯৮ পৃষ্ঠায়)

সংবাদ সংকলন

বিহার জমিদারী দখল ও ভূমিস্বত্ব আইন অবৈধ

হিতেশপতি বিহার, হিতেশপতি সিংহ এবং হিতেশপতি রামক নামী পাটনা হাইকোর্টের তিন বেঞ্চ জমিদারী দখলীকরণ ও ভূমি সংস্কার আইন অবৈধ এবং ১৯৫০ সালের মার্চ মাসের ২৩এ: তারিখ হইতে কার্যকরী বলিয়া প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিকার বহির্ভূত বলিয়া রায় দিয়াছেন।

হিতেশপতিরা বলেন যে, উক্ত আইন প্রবর্তনের পূর্বে, পাসনের প্রবর্তিত ইহাদের জমিদারীর এবং পরে উহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া যে রাজেন্দ্র তাহাদের উক্ত আইনে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।

হিতেশপতিরা বলেন যে, এই আইনের দ্বারা কোন অতিরিক্ত মূল্য দিয়া জমিদারদিগকে জমিদারীর পুনর্হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই প্রকার ব্যবস্থা প্রাদেশিক আইন বিধান পরিষদে গৃহীত হওয়া সম্ভব হয় নাই।

এখানে বলা যাইতে পারে যে বিহার সরকার ইতিমধ্যেই বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের অনেকটি জমিদারী ইতিমধ্যে দখল করিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের সহরাঞ্চলের অবসরপ্রাপ্তদিগকে জমিদান

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গবর্নমেণ্টের পূর্ববর্তী অর্থ সংস্থা ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে সাময়িকভাবে কাজের জন্য নূতন আবেদনপত্র গ্রহণ স্থগিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান হইতে সম্প্রতি যে লোক বসতভূমি ত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া আসার যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া এখন পূর্ব পাকিস্তানের সহরাঞ্চলের যে সকল উদ্বাস্তু ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর অথবা পরবর্তী সময়ে ভারতে পৌঁছিয়াছেন তাহাদিগের নিকট হইতে আবেদন গ্রহণ করিবেন বিবেচনা করিয়াছেন।

এখন তাহা পূর্ব পাকিস্তানের সহরাঞ্চলের উদ্বাস্তুদিগকে সরকারীর ঋণদান বিভাগের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন ঠিকানায় মূলধন অর্থ সংস্থার প্রদান পাকিস্তানের নিকট নিজে করিয়া আবেদন পত্র পেশ করিতে হইবে। আবেদনপত্রের জন্য তিন শ্রেণীর ফরম আছে। আবেদনকারীকে একক হইলে (ক) শ্রেণীর ফরম, একাধিক হিন্দু পরিবারের পাওনার হইলে (খ) শ্রেণীর ফরম এবং যৌথ কারবারের উদ্ধারের আবেদন করিতে হইলে (গ) শ্রেণীর ফরম ব্যবহার করিতে হইবে। ঐ সকল ফরম বিভিন্ন ঠিকানায় অথবা কলিকাতা বোম্বাই ও কর্ণাটের পূর্ববর্তী অর্থ সংস্থার পাওনা ব্যাঙ্কোটের এবং ডোমাটি অফিস ও ফরমুলের প্রধান অফিসসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নিকটে পাওয়া যাইবে।

এল ছাড়লার

চিংপুর অঞ্চলের দুর্ঘটনাক্রিষ্টদের জন্য এল. ছাড়লার ইই ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুহ

করাচী হইতে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, শ্রীরাধিকারঞ্জন গুহকে চাকা হাইকোর্টের অস্থায়ী হিতেশপতি পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। অস্থায়ী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে তিনি কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

টেলিফোন উপদেষ্টা কমিটি

বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্য ভারত শ্রীযুক্ত অশোক মৈত্রকে পুনর্গঠিত টেলিফোন উপদেষ্টা কমিটিতে ব্যবসায় প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন।

কলিকাতার অনেক সমুদ্রে জাহাজের ভীড় নিয়ন্ত্রণ

কলিকাতার অনেকসমূহে জাহাজের অত্যধিক ভীড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

এই ব্যবস্থার দ্বারা অল্পকাল মধ্যে কলিকাতার জাহাজের অপেক্ষা হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ বিভিন্ন রেলের মালের অপেক্ষা-মেঘ জাহাজের জন্য নূতন স্থান খোলা হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ অল্পকালে মধ্যে যে সকল মালে মজুত রহিয়াছে সেগুলির বিক্রয় বিলম্বের অধিকতর ত্বরান্বিত করা হইবে।

অল্পকালের এই ফলে আগামী জুলাই মাস হইতে ইকোরমিয়েটে পরে পাঠাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। পুরুষ, মূল নিবাস, নাম সরকার এই তিনটি বাবদ প্রত্যেক প্রতিটি ফলে ৮০০০৲ টাকা দিবেন। ইহা

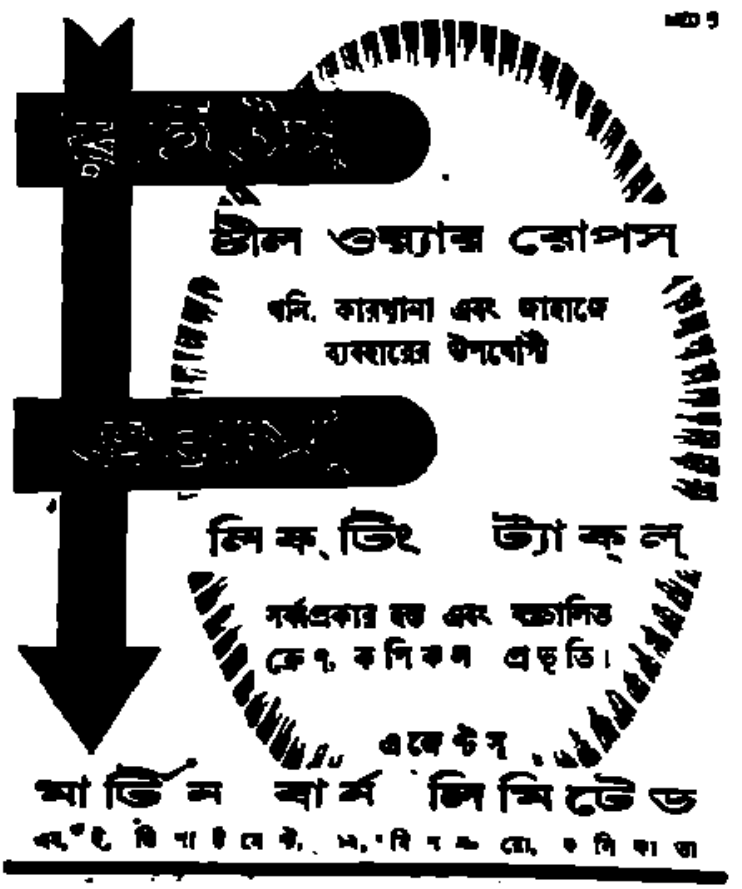

হাজার টন ক্ষমতা যে অতিরিক্ত সৃষ্টি হইবে তাহাতে দুই বৎসর ফার্টিলাইজার চাহিদা মিটাইতে পারিবে।

পারাদ্বীপ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ অব্যাকরণের ছেলেদের হার নিম্নরূপ ধার্য করিয়াছে :—৩০০—২৫/১—২০০ টাকা; অব্যাকরণের ছেলেদের হার ধার্য হইয়াছে ১৫০—১০/২—৩০০ টাকা।

বহরমপুর কলেজ ও রাজসাহী কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ খুলিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ এই দুইটি কলেজকে আর্থিক সাহায্য করিবেন। এই দুইটি কলেজে বর্তমানে বিজ্ঞানের কোন ক্লাস নাই। আরও ৭টি কলেজে বিজ্ঞান অধ্যাপনার অতিরিক্ত সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য এই কলেজগুলিকে পশ্চিমবঙ্গ অর্থ সাহায্য করিবেন। এই সাতটি কলেজ হইল :—রামকৃষ্ণ কলেজ (বিষ্ণুপুর), কাটোয়া কলেজ (বর্ধমান), চন্দ্রশিরু মহাবিদ্যালয় (জলপাইগুড়ি), আরামবাগ কলেজ (হুগলী), প্রাথমিক কলেজ (বর্ধমান), গোকর্ণ বিদ্যাপীঠ (হাওড়া) ও পি, কে, কলেজ (মেদিনীপুর)।

কলিকাতা হাইকোর্ট, কলিকাতা হাইকোর্ট, কলিকাতা হাইকোর্ট,

পণ্যদ্রব্যের বাজার

তুলার দর বৃদ্ধির পরিণাম

কেন্দ্রীয় সরকার তুলার সর্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে প্রস্তাবসহ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, তাহাতে যথেষ্ট আলোচনা-সমালোচনার উদয় হইয়াছে। অনেকে বলাবলি করিতেছেন, অতঃপর বিদেশ গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কোনো পরিবর্ত্তনের নীতি অবলম্বন করিবেন কি না। শ্রীযুত ঘনশ্যামের বিবৃতি হইতে মনে হইয়াছিল যে, যে হেতু পরিষদের কমিটীর সহিত এ বিষয় পরামর্শ করিতে হইবে সুতরাং সর্ব্বসম্মতির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে যথেষ্ট বিলম্ব হইতেও পারে। আর তাহা ছাড়া এ বিষয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও যথেষ্ট প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, তুলার দর বৃদ্ধি করিলে তাহার মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যাইবে না, এবং তৈলবীজ উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট জমিতে তুলার চাষ করানোও সম্ভব হইবে না। যদি লম্বা ও মাঝারি আঁশের তুলা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে অধিক খাদ্য ফসল আবাদনের উপর জোর কিছুটা কম দিয়া তাহাদের উৎপাদনের দিকে মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া বুদ্ধিমানেরই কাজ বিবেচনা করিতে হইবে। তুলা উৎপাদকদের মত এই যে, অধিক খাদ্য ফসলের স্থলে অধিক তুলা উৎপাদনের ব্যবস্থা করাই সমীচীন, এবং তুলার পরিবর্ত্তে অধিক তৈলবীজ ইত্যাদি অর্থকরী কোনো বীজ উৎপন্ন করা ঠিক নয়। এসব বক্তব্যকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা পরে, কিন্তু তাহা কিছু বিবেচনা করিলে গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেই হইবে। কেননা, বিদেশ হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম দরে খাদ্য শস্য আমদানী করা সম্ভব হইবে, এবং পাকিস্থানের নিকট হইতে যব পাইবার সম্ভাবনাও অনেক অধিক বলিয়া মনে হইতেছে।

কিন্তু ইহা বলা আবশ্যক হইবে যে, তুলার এইরূপ বৃদ্ধির বদল উৎপাদন যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহার মূল্য উৎপাদকেরা অবশ্যই পাইবে না, পাইবে ব্যবসায়ের কর্ণধারগণ অর্থাৎ মহাজনি। কাপড়ের দর গতবার ১৲ টাকা করিয়া যত মণের যে হ্রাস করা হইয়াছে তাহা পুরাপুরি বজায় রাখা হইবে বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য ভরসা করিয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্ত্তন করিলেন না জানিয়া বিশ্বাসযোগ্য নিরাশ হইয়াছেন। অবশ্য সিল এইরূপ আশা করিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলেও কিছু পরিমাণে দর কমাইতে পারিবেন। এইসব মিল হইতেছে কাপড় নির্ম্মাতা. সিমেন্ট, চিনি ও লবণ। চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইবার জন্য তো খুব আন্দোলন হইয়াছে, গত সপ্তাহে এ বিষয় আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সিমেন্ট মিলের উপর হইতেও নিয়ন্ত্রণ হঠাৎ তেমনি সিধাই তাহা যায় না। সমস্ত মিল একত্র যেরূপ একটীমাত্র ভাবে সংঘবদ্ধ করা হইয়াছে এমিনভাবে বাকি থাকিল করা হইবে। কারণ এমন যে পরিবহণ উৎপাদির হইয়াছে তাহা সেদের প্রয়োজনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। এ সব সত্ত্বেও ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, নিয়ন্ত্রণাদি তুলিয়া দিবার পূর্ব্বে সতর্কভাবে চারিদিকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বাণিজ্য সচিব কয়েকদিন পূর্ব্বে এ-বিষয়ে মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন যে, নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার পূর্ব্বে অত্যাবশ্যকীয় অবস্থা ও বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রের অবস্থা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এবিষয় একথাও ঠিক যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহাকে সুষ্ঠু ও সফলীভূত বলা চলে না। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ দুষ্টুভাবে চলিতেছে বলে এই অজুহাতে নিয়ন্ত্রণ বাতিল করাও যায় না। যেমন, একবার নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইলে মিলিরা পরস্পরের মধ্যে এমন বৃদ্ধি পাইবে যে, তাহা ধারণা করা যায় না; ইহার ফলে মিল ও বাজারি মহাজন শ্রেণীকে অসীম বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। নিয়ন্ত্রণ থাকায় যাহারা অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিতেছে বলিয়াভাবে অভিযোগ করা হইতেছে, একবার নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইলে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা চলে।

খাদ্যশস্য

এ সপ্তাহে খাদ্যশস্য সম্বন্ধে বিশেষ নূতন কিছু জানাইবার নাই। এমন আশা করা যায় যে, খাদ্যশস্য সংগ্রহ কমিটী কয়েকটী সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। ইহারা যাহা সংগ্রহ উদ্বৃত্ত হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইবার কোনো মত দেন নাই, তখন নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার পক্ষেই তাহারা সুপারিশ করিয়াছেন। ইঁহারা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, তাহারা চালের কোনো অভাব আদৌ উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। কেননা, এখন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন কিন্তু ইহা বাস্তবিক হইলে তাঁহাদের পক্ষে পরে সংগ্রহ করাই সহজ হইয়া উঠিবে। বিভিন্ন প্রদেশে যে নিয়ন্ত্রণ ও খরিদের সংগ্রহ করা হইতেছে, তাহাতেও বিশেষ কিছু বৈষম্য দেখা যায়। এই বৈষম্য দূর করিয়া সমস্ত ব্যাপারে সমন্বয় আনয়ন করিবার জন্য প্রয়োজন হয় সেই-দিকে এই কমিটী বাকি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু ইহা ঠিক যে, বিভিন্ন প্রদেশের স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়াই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালনের ব্যবস্থা করা হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ার নিকট হইতে আমদানী ১০ লক্ষ টন গমের সবটাই ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এবংসরের সমস্ত পরিমাণ গম পাওয়া যেন, আমানী আরও কতকটা গম পাওয়া যাইবে, সে বিষয় ইতিমধ্যেই কথাবার্ত্তা বাকি আছে বলিয়াছে: এবার পাটের সহিত বিনিময়ে অষ্ট্রেলিয়া হইতে তাহার প্রায় ৪ লক্ষ টন গম আমদানি করিয়াছে। এ আমদের প্রথম গম মাসে তাহার বিদেশ হইতে মোট পাওয়া যাবে ৫৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিয়াছে, ইহার মধ্যে অবশ্য গম ও যবের পরিমাণই অধিক।

চিনির বাজারে কোনোরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

কলিকাতার জন্য চিনির বরাদ্দ হ্রাস করায় মফস্বলের ব্যবসায়ীদের ও হোটেলওয়ালাদের চিনি সংগ্রহ করিতে হইতেছে গোরাবাজার হইতে।

বিজ্ঞাপনাবলী

● "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

● মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা

● ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

● ষাণ্মাসিক মূল্য পাঁচ টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য

'কর্ম্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

গ্রাহকদের জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ'

"আর্থিক ভারত" এবং কমার্শিয়াল

বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড,

কলিকাতা।

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে

চেম্বার বাজার

দর হ্রাস ও কাজকারবারের মন্দা

কলিকাতা, ২৩শে জুন, শনিবার—এসপ্তাহেও কলিকাতা সেয়ার বাজারে অবস্থা অত্যন্ত মন্দা বলা যায়। বাজারে খরিদার ছিল না বলিলেই চলে। এই জন্য ছোট-খেলোয়াড় তাহা আদৌ বহাল নাই। এই দিন অন্যান্য বিভাগীয় সেয়ারের প্রতি বাজারে তাহারো কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। সেয়ার দর ছিল ১৭৮০, পাইন কলম্বুরা ২৯৮০ ও বরাকর ১২৮০। পাইন বাজারের অবস্থাও এই-রূপই ছিল, কিন্তু অন্যান্য বিভাগের তুলনায় ও বিভাগের অবস্থা ছিল একটু ভাল। এখানে কয়েকটী সেয়ার অল্পস্বল্প কেনাবেচা হয়। সেন্দরা খাসমহল ছিল ১৪৫৲ টাকা পর্যন্ত, এই সেয়ারের প্রতি আকর্ষণের হেতু এই যে, ইহার উপর যে ডিভিডেণ্ড ঘোষিত হইয়াছে, তাহা গত তিন বৎসর অপেক্ষা ছিল বেশীরকমের। আসানসোলের দর ১৪৫৲ টাকা পর্যন্ত উঠে। হাজারীবাগ ২৯৫৲ ও ১৪৯৲ টাকার মধ্যে ওঠা নামা করে। ইণ্ডিয়ার দর ওঠে ১৫৯৲ টাকায়। ইণ্ডিনিয়াকি বিভাগে একমাত্র ইণ্ডিয়ান আয়রন ব্যতীত প্রায় সব সেয়ারের দরই অপরিবর্তিত থাকে। ৭৮০ আনা হইতে বার্ণপুর ছোট-বড়ো ৪৫ ও ১৫৷৵ আনা দরে ছোটরকম কিছু কাজ-কারবার হয়। ইণ্ডিয়ান আয়রন এই তিন বাজার মিলে সবশুদ্ধ ১৯৬৲ হয়, ইহা অবশ্যগ্রহণযোগ্য ছিল ২০৯৲। বিভিন্ন বিভাগে অবশ্যই বাছাই বাছাই সেয়ার ব্যতীত অন্যান্য সেয়ারের দর অপরিবর্তিত থাকে। ১৫০৲ টাকা দরে আর্কিল ফ্রেণ্ডসনের সেয়ার খরিদের জন্য সামান্য আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। মাত্রিক বারমের দর সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৶ আনা হয়।

পরবর্তী তিন বাজারের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তাহার উপর এই তিন বিভিন্ন ফ্রেণ্ডসের সেয়ার বাজারে বিক্রয় বাহিরার ঝোঁক দেখা যায়। পুরাজিৎ লইয়া এইদিন অন্যান্য বিভাগে ছোট-ছোট কাজ কিছুটা বেশি হয়। সেন্দরা ১৩৯৲ আনা দরে কাজ-কারবার করে, ৪১৯৲ টাকায় বেঙ্গল ফিক্স থাকে, তাহার কাজকারবার সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৲ আনা হয়। পাই বিভাগে ইণ্ডিয়া ও বৃটিশিয়ানের বৃদ্ধি আকর্ষণ করে, এই দুই সেয়ারের দর যথাক্রমে ১৪৯৲ ও ১৪৯৲ ছিল। ইহা ব্যতীত বাকী সেয়ারের কিছু আগ্রহ ছোটরকম কাজ-কারবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ইণ্ডিনিয়াকি বিভাগে টেক্সটাইল সেণ্ডিকেটের দর হ্রাস পাইয়া ৫৯৲ আনা হয়, প্রেসন ১৪৷৵ আনা হয়ে স্থির থাকে, বার্ণপুর ৭৮৲ আনা হয়ে সামান্য কাজ-কারবার করে। এই দিন বাজার খুলিবার সময় ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর ছিল ২১৯৲, কিন্তু দিন শেষে দর সামান্য হ্রাস পাইয়া ২১৮৲ দাঁড়ায়। টিন ডন্ডলাইজেশন ২০৬৲ আনা হয়ে স্থির থাকে। বিবিধ বিভাগীয় সেয়ারের প্রতি বাজারে তাহারও কোনো সময় আগ্রহ দেখিয়া এই দিন মনে হয় না, মাত্র অবশ্যই বাছাই করা সেয়ারের প্রতি সামান্য সময় আগ্রহ দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান কেব্‌লস্ ৫৫৲ পর্যন্ত ওঠে, কিন্তু দিন শেষে ডন্ডলাইজেশনের দর কিছুটা হ্রাস পাইয়া ৮৷৵ আনা হয়। চায়ের সেয়ারেরও কোনো পরিবর্তন হয় না।

ইহার পর দিবস ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর হ্রাস পাইয়া ২১৲ টাকায় দাঁড়ায়। এই সেয়ারের এইরূপ দর হ্রাসের প্রতিক্রিয়া অন্যান্য সেয়ারের উপর পরিলক্ষিত হিসেব সময় নাগে না। ফলে বিবিধ সেয়ারের দর নামিতে থাকে। ২৫৯৲ দর হইতে সবুজ সেয়ার ক্রমেই কোনোরূপ আগ্রহ থাকিবারের অবস্থা ছিল না। ইহার ফলে এই দিন মোট কাজ-কারবার খুব সামান্য। কলসা বিভাগীয় সেয়ারের দরও যথেষ্ট নামিয়া যায়। সেন্দরা ১৩৯৲, বরাকর ১৩৮৲, ডলটী সেণ্ট্রাল ১৯৲, সিউড়ি ১৯৲, সেন্দরা ১২৲, পাইন কলম্বুরা ২৪৲, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৬৲। পাই

আসানসোল ১১১৲, আসানসোল ১৩৬৲, আসোসিয়েটেড ২১৯৲, বেঙ্গলডিয়ার ২৩৬৲, বেঙ্গল পাম্প ৮, ব্রাডলস ২৪৲, বর্ধমান ১৪১৲, বেঙ্গলী ৫৯৲।

ইণ্ডিনিয়াকি

বার্ণ এণ্ড কোং ২৪৭৲, ইণ্ডিয়ান টিন আই ওয়ার্কস ৪৫৲, ইণ্ডিয়ান আয়রন ২৯৬৲, মুরাজুরী ৬৬৲ বার্ণপুর ৭৮৲, টিন প্রডাক্টস ৮৲, টিন ডন্ডলাইজেশন ২০৬৲।

চা

আসলমি ১৪৩, তুন বন ১২৲, সিউ ভ্যালি ১৩৮৲, সিউ সিকাশ ১৪৬৲।

বিবিধ

অ্যালুমিনিয়াম ডন্ডলাইজেশন ৬৬৲, অ্যাসকাট ব্রাদার্স ১৩৬৲, বি আই ডন্ডলাইজেশন ৩৮৲, ইণ্ডিয়ান ডাবলিন ওয়ার্কস ৭৬৲, মাত্রিক বার্ণ ১৪১৲, ন ওয়ালেস অপরিবর্তিত থাকে; পাই বিভাগে এই দিন অবশ্য খুব খুব বিক্রয় হেতু কিছু বেশি কাজকারবার হয়। ইণ্ডিনিয়াকি বিভাগে বার্ণপুর ৭৮৲ পর্যন্ত উঠিয়াও পড়ে, প্রেসনের দর কিছুটা হ্রাস পাইয়া ১৫৲ আনা হয়।

সপ্তাহের শেষ দিনের বাজারের অবস্থা অপরিবর্তিত পরিলক্ষিত হয়। কলসা বিভাগে বিক্রয়-ঘোষণা পরিলক্ষিত হয় বলিয়া বলা হয়, প্রেসন ৫১৲ টাকা হয়ে কিছুটা কাজ-কারবার করে এবং বরাকর ১৩৮৲ আনা হয়। আসানসোল, আসোসিয়েটেড ও ওয়েষ্টার্ন পাইন অন্যান্য সেয়ারের প্রতি কাহারো কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। ইণ্ডিনিয়াকি বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর এই দিন আরও হ্রাস পায়।

বাজারের হালচাল

[বাজার বন্ধকালীন দর]

সরকারী কাগজপত্র

৩৲ লুনের (১৯৫৮) ১১৮৲০, ৩৲ লুনের (১৯৫৭) ১০১৷১০, ৩. লুনের (১৯৫১-৪৪) ১০৯৷৵০, ৩৲ লুনের (১৯৭৭-৭৫) ৯৯৷৵০, ৩. লুনের (১৯৬৩-৫৮) ১০০৲, ৩৲ লুনের (১৯৪৮-৬১) ১০১৷৵০।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্গালোর ব্যাঙ্কিং ৮৲, ইণ্ডিয়ান ৪৯৯৲।

কাপড়ের কল

এলগিন মিলস ১৪৷৵০।

কয়লা খনি

বেঙ্গল ৪১২৲, বরাকর ১০৬৲০, ডলটী সেণ্ট্রাল ১৷৵০, সিউড়ি ডুলিয়া ১৬৲০, সেন্দরা ১২৲০, পাইন কলম্বুরা ২৪৲, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৬৲০।

পাট

আমলহী ১১১৲, আসানসোল ১৩৬৲০, অ্যাসোসিয়েটেড ২১৯৲, বেঙ্গলডিয়ার ২৩৬৲, বেঙ্গল পাম্প ৮, ব্রাডলস ২৪৲, বর্ধমান ১৪১৲, বেঙ্গলী ৫৯৲০।

ইণ্ডিনিয়ারিং

বার্ণ এণ্ড কোং ২৪৭৲, ইণ্ডিয়ান টিন আই ওয়ার্কস ৪৫৲০, ইণ্ডিয়ান আয়রন ২৯৬৲০, মুরাজুরী ৬৬৲০ বার্ণপুর ৭৮৲০, টিন প্রডাক্টস ৮৲০, টিন ডন্ডলাইজেশন ২০৬৲০।

চা

আসলমি ১৪৩, তুন বন ১২৲, সিউ ভ্যালি ১৩৮৲০, সিউ সিকাশ ১৪৬৲০।

বিবিধ

অ্যালুমিনিয়াম ডন্ডলাইজেশন ৬৬৲০, অ্যাসকাট ব্রাদার্স ১৩৬৲০, বি আই ডন্ডলাইজেশন ৩৮৲০, ইণ্ডিয়ান ডাবলিন ওয়ার্কস ৭৬৲০, মাত্রিক বার্ণ ১৪১৲০, ন ওয়ালেস

ক্লিয়রেন্স প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লি ৪, ফেডারেশন ষ্ট্রীটস্থিত, কলিকাতা হইতে ইংরাজী সম্পাদক কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক ভারত লি: এর পক্ষে এস ভবানীদাস বিশিষ্ট, ১৩৯৯ সেন্ট্রাল মুরাজ রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রণ-পারিপাট্য :— বিজ্ঞাপনদাতা অধিক।

REGD. No. C. 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

LIBRARY & CALCUTTA

[৩য় বর্ষ ১৩শ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৭শে আষাঢ়, ১৩৫৭ ১২ই জুলাই ১৯৫০ [মূল্য ১৩

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১০১
কাগজ ও পেট্রল	
প্রাসঙ্গিক	১০৩
কোরিয়া ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ	
শিল্প স্বদেশী নীতি	
শস্যোৎপাদনে সুফল	
প্রাসঙ্গিক	
জাতীয় বৃক্ষরোপণ উৎসব	
সংবাদ সংকলন	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সরকারী ব্যবস্থা	
সোনার বাজার	
কোরিয়ার যুদ্ধ সংবাদে বাজার গরম	

কাগজ ও পেট্রল

কাগজের উপর হইতে কণ্ট্রোল তুলিয়া দেওয়া হইল। এ সংবাদ যেমন আনন্দের, সেই সঙ্গে আতঙ্কেরও। কণ্ট্রোল তুলিয়া দেওয়ার ফলে এখন ভারতের সর্বত্র অবাধে কাগজ কিনিতে পাইবার কথা—ইহাই হইতেছে আনন্দের কথা; কিন্তু একান্তই কাগজ তাহা মূল্যে বাজারে পাওয়া যাইবে কিনা, ইহাই হইতেছে আতঙ্কের কথা।

আগামী ১লা জুলাই হইতে পেট্রলের উপর হইতেও কণ্ট্রোল তুলিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ সারা ভারতের জন্য হইবে না, আসামে মণিপুরে ও ভারতের বিভিন্ন বন্দরে আমদানী নিয়ন্ত্রণ চলু করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এইরূপ আংশিক কণ্ট্রোল তুলিয়া দেওয়ার কারণ এই যে, বিভিন্ন বন্দরে বিদেশ হইতে পেট্রল আসিয়া পৌঁছিবে, সুতরাং তথায় পেট্রলের টানাটানি হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব তথায় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা না রাখিলেও চলে। আসামে পেট্রলখনি আছে, অতএব আসামে ও মণিপুরে সেই পেট্রলের জোগান সবাসরি পাইবে; সুতরাং এই দুই স্থানের কণ্ট্রোল না থাকিলেও চলিবে। এইসব বিচার-বিবেচনা করিয়া সরকার এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। বন্দরগুলি হইতে পেট্রলের নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়ার ফলে কলিকাতায় ১লা জুলাই হইতে অবাধে পেট্রল ক্রয় করিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই জন্য কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, ফ্রেঞ্চ

প্রথা অনুসারে যাহারা পেট্রলের ছুপন পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাছে যদি অতিরিক্ত ছুপন থাকিয়া যায়, তাহা হইলে সেগুলি প্রত্যার্পণ করিতে হইবে।

এসব সংবাদই আমার ও আপনার। কন্ট্রোলের মাথপানে তাকাইয়া কোনো সামাজিক জীব স্বচ্ছন্দে জীবন বহন করিতে পারে না। বিভিন্ন পণ্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হোক; ইহাই আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু প্রত্যাশা অনুসারে প্রতিফল পাওয়া যাইবে, এমন কোনো কথা নাই। পৃথিবীর যাবতীয় মানুষ মানবিকতা লাভ করুক, ইহাও তো আমাদেরই প্রত্যাশার অন্তর্গত। কিন্তু তাহা যখন সম্ভব নয়, নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের দ্বারা আমাদের কতটুকু উপকার হইবে, তাহাই বর্তমানে বিবেচ্য।

সংপ্রতি এক সংবর্ধনা সভায় ভারত সরকারের নূতন বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ বলিয়াছেন, 'ব্যবসায়ীদের আচরণ ও ব্যবহারই জাতির চরিত্রের প্রকৃত মাপকাঠি।' এই উক্তির দ্বারা বাণিজ্য সচিব কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা খোলসা করিয়া না বলিলেও চলে। কিন্তু এই সাদিধ উক্তির মধ্যে ভারতের বণিকদের প্রতি যত তীক্ষ্ণ ধিক্কার রহিয়াছে, তাহা হয়ত বণিকগণ বুঝিতে পারেন নাই।

নিত্য নূতন দিন যত হইতেছে, নিত্য নূতন দিন আসিতেছে; ইহার মধ্যে নূতনত্ব বা অভিনবত্ব কিছু নাই। তেমনি ভারতে নিত্য নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতেছে; একটি সমস্যার সমাধান করিবার পূর্বেই আরেকটা আর একটি সমস্যা মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। এত অনন্ত সমস্যার মূলে যে বিরাট সমস্যাটি রহিয়াছে, তাহার কিন্তু কোনো পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না। সে সমস্যা হইতেছে ভারতের বণিক-সমস্যা। ইঁহারা যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ভারতের বুক হইতে সমস্যার অনেক বোঝা নামাইয়া দিতে পারেন। ইহাদের এ শক্তি আছে স্বীকার করিতেই হইবে; এইরূপ শক্তিকে ইঁহারা শক্তিমান বলিয়াই সমাজের অভিশাপ কাজে ইঁহারা নিত্য আছে। সত্বেও ইঁহাদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হইতেছে না।

কেহ কেহ বলেন, ভারতের বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন ঐক্য রহিয়াছে যে, ইঁহাদের সহজে কাবু করা যাইবেনা, ইঁহারা ভারত সরকারের ন্যায় শক্তিমান গবর্ণমেণ্টের চেয়েও নাকি শক্তিধর। কথাটা কতটা সত্য জানি না। কিন্তু এক-এক সময় মনে হয়, ইহা সত্য হইতে পারে। তাহা না হইলে ভারত সরকার এতদিন পর্যন্ত ইঁহাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া উঠিতেছেন না কেন। কিন্তু অপরদিকটিও ভাবিয়া দেখিতে হয়। তাহা হইতেছে জনবল ও জনমত। ব্যবসায়ীদের অসাধুতা সম্বন্ধে সকলেই সচেতন, ও সকলেই এবিষয়ে কিছু-না-কিছু কটূক্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাই কি যথেষ্ট? জনসাধারণের মনোযোগ এখন গবর্ণমেণ্টের দিকে পড়িয়াছে গবর্ণমেণ্টের ত্রুটি অনুসন্ধান করা এবং গবর্ণমেণ্ট পরিচালকদের গালমন্দ করাই এখন তাহাদের প্রধান কর্তব্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে জনমত যতটা বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অনুরূপ বিমুখ মনোভাব যদি ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে তাঁহাদের থাকিত এবং ব্যবসায়ে অসাধুতা প্রতিরোধের জন্য যদি জনতা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পুরা সহযোগিতা করিত তাহা হইলে 'শক্তিমান' ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাঁটিয়া ওঠা বিশেষ শক্ত হইত না।

বাণিজ্য সচিব এই সব বিবেচনা করিয়াই উপরোক্ত উক্তি করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কাপড় ও পেট্রলের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়ার ফলে জনসাধারণ কোনো অসুবিধায় পড়িবেন না তো? সরকারী গুদামখানার হিসাবাদি দেখিয়া ও তথ্য ও তত্ত্বাদি বিচার করিয়াই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন বলিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা ব্যবসায়ীদের মনোভাবও হিসাবের মধ্যে ধরিয়াছেন কিনা তাহাই আমাদের জানিবার ইচ্ছা।

ইতিপূর্বে যন্ত্র ও চিনির উপর হইতে পরীক্ষা মূলক ভাবে নিয়ন্ত্রণ রদ করা হয়। তাহার ফল কিঁদাড়ার সে কথা ইতিমধ্যে আমরা বিস্মৃত হই নাই। নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়ার ফলে যন্ত্র ও চিনি বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়, এবং সাধ্যাতীত মূল্য দিয়াও তাহা সাধারণের পক্ষে সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া ওঠে। ফলে বাধ্য হইয়া ভারত সরকারকে পুনরায় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল করিতে হয় এবং নিয়ন্ত্রিত দরে বাঁচিতে হয় পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চমূল্যে। ভারত সরকার এ বিষয় অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। এইরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও যখন দুইটি পণ্যের উপর হইতে তাঁহারা কন্ট্রোল তুলিয়া লইলেন, তখন বলিয়া লইতে হইবে যে, ইহার দ্বারা জনসাধারণকে যাহাতে ক্ষেসারত দিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার বুকের কালো মেঘ দেখা দিয়াছে। ইহার পরিণাম কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে জানা নাই; ভারতের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া কিভাবে এবং কতদূর পড়িবে তাহাও হিসাব করিয়া বলা যায় না। যুদ্ধের সম্ভাব্যতায় উৎসাহিত হন্ সব-চেয়ে বেশী ব্যবসায়ীগণ। ইহাকে তাঁহারা তাঁহাদের মরসুম বলিয়া মনে করেন। তাই মনে হয়, সেই মনোভাব লইয়া তাঁহারা আবার বাজার হইতে যাবতীয় কাপড় না সরাইয়া ফেলেন।

পেট্রল লইয়াও সেই একই কথা। বর্তমান কালের যুদ্ধ-যেমন বৈজ্ঞানিকে-বৈজ্ঞানিকে লড়াই, ইহা তেমনি তৈল-তৈলে সংগ্রাম। বিমানই বর্তমান যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার—তাহা চালনার জন্য এখন সারা পৃথিবী তৈলেরি মুখাপেক্ষী হইয়া রহিবে। তাই চারিদিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমরা কাপড় ও পেট্রলের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারে বিশেষ উৎসাহ বোধ করিতেছি না।

প্রাসঙ্গিক

কোরিয়া ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ

পুরা পাঁচ বৎসর এখনো অতীত হয় নাই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ হয়। পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সূচনা দেখা দিয়াছে। সূচনাই এখন বলিলাম, কিন্তু এই মন্তব্যটি সম্যক হইবার সময় অবশ্য এখনি কোনক্রমে দিলা উপস্থিত হইবে বলা যায় না। উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে, অর্থাৎ কোরিয়াবাসী সহিত কোরিয়াবাসী যুদ্ধ করিতেছে, অতএব ইহা গৃহযুদ্ধ—আপাত দৃষ্টিতে এইরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ইল সিঙ্গমান উত্তর কোরিয়া স্থাপিত সিয়ংমাংগীন রুশিয়া কোরিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা প্রকৃত পক্ষে রুশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে শক্তিপরীক্ষার সংগ্রাম। ফলে এখনি যে রক্ত সংগ্রাম চলিতেছিল, সে সংগ্রামের আবরণ খসিয়া পড়াতেই তুমুল বাধিল। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান স্থলে ও জলপথে বিমান ইত্যাদি যুদ্ধ নিযুক্ত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন, এদিকে রুশিয়া সৈন্য-বাহিনীকেও উহাতে লিপ্ত হইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং পুরাপুরি যুদ্ধের আর বাকি রহিল কি। এই যুদ্ধই পৃথিবীকে মহা প্রলয়ে মগ্ন করিবে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বর্তমানে যুদ্ধের অগ্রগতি হইয়াছে, তাহাতে এবার দিনে যাইবারই পালা। এবার সভ্যতার শেষ হইয়া আবার বর্বর যুগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কোরিয়াকে কেন্দ্র করিয়া তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা কতখানি দেখিতে পাইতেছি। পাঠকগণ ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চীন ও জাপানে যে যুদ্ধ বাধে তাহার উপলক্ষ ছিল কোরিয়া, আবার ১৯০৪ সালে জাপানে ও রুশিয়ার যে সংগ্রাম বাধে তাহারও উপলক্ষ ছিল কোরিয়া। বর্তমানের এই ১৯৫০ সালে সেই কোরিয়াকে কেন্দ্র করিয়াই পুনরায় যে যোরতর সংগ্রাম বাধিয়া উঠিলো, একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু সেই মুহূর্তে যদি উহার পক্ষে অনুকূলের উদয় হয়, তাহা হইলে বলা একটা বিশেষ হইবে পৃথিবী জলে যায়। সেই মুহূর্তে অনুকূলের উদয় হওয়ার মূলে আমরা ও পরিষদের মুরুব্বীরা নাই; তাহা আমরা পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছি। কিন্তু আমেরিকার পক্ষে যে সংগ্রামকল্পে পরিষদ সেনা প্রেরণ করা হইয়াছে, রুশিয়া বা চীনের পক্ষে সে রূপ পরিষদ সেনা প্রেরণ করা হয় নাই, তাহাই বিশেষ বিষয়। কমুনিষ্টরা এখন যে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার পরিচয় বহুদিন পাওয়া যাইতেছে। কমুনিজম্ এখন পরাধীন গ্রাস করিবার জন্য নূতন বেশে উদিত হইয়াছে। আমরা সাম্রাজ্যবাদ চাহিনা। কিন্তু বলিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ আমরা এই বিশ্বি সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে পছন্দসই বলিয়া বিবেচনা করি। কেননা, ইহা এখনো সাম্রাজ্যবাদ, কমুনিজম্‌এর মুখোশ-পরা সাম্রাজ্যবাদ নয়। মুখে সমাজবাদের আবরণ দিয়া কার্যত সাম্রাজ্যলোলুপতা ফলায় যত বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। বিজ্ঞপন্না পরিষদ এই অভিযানকে যারা ধর্মের বিজয় বিয়াছেন। তাহার কেন্দ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করে, পৃথিবী এখন ভালই সাক্ষ্য দান করিতেছে। কোনো মার্কিনমন্ত্র তাহার ঘোষণায় করিয়াও বলিয়াছে, ধর্মযুদ্ধের পরিণতি তাহাদের অভিপ্রায়। এই পরীক্ষায় যদি আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলে পৃথিবীর অন্য কোনদেশ আমরা হইবে উত্তীর্ণ হও। কিন্তু উত্তীর্ণ হইবার পর কেন্দ্র হইবে বিনা, তাহাই বিচার্য।

ক্যাপিটল লাইফ

এণ্ড কোং লিঃ

৪, ক্লেয়ারলী প্লেস্, কলিকাতা।

টেলিফোন : বড়বাজার ১৪৬১—১৪৬৪।

টেলিগ্রাম : ঘাটী।

ষ্টীমার এজেন্টস্

বি সিটী নাইন লিঃ

এলায়েন্স এণ্ড বাঙ্গালা এন এল কোং লিঃ

হল নাইন লিঃ

ইম্‌পোর্টারস্‌ও ইন্ডিটস্

চলার যাবতীয় সরঞ্জাম বিক্রয়কার

লায়ন্স এজেন্সি

৭৬, বিবাদীবাগান

ডি, ডি, ই পোর্ট-ব্যাক্ষ রেসপোরার

রবিন (বাদু)

ম্যাগেজিন এজেন্টস্

ফেড এণ্ড কোং লিঃ

(ডিমি ও মন এজেন্টরাস)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টাইল, কোং লিঃ

ব্যালেন্টা কার্নিভ এণ্ড সিগিংকোং লিঃ

(লাইয়েন্স)

ইন্সিউরেন্স ও লসেজ এজেন্টস্

শিল্পে স্বদেশী নীতি

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'—বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলন প্রবর্তনের সময় এই সঙ্গীত প্রত্যেক বাঙালীর মুখে মুখে ধ্বনিত হইয়াছে। তাহার কারণ তখন সমগ্র দেশ আন্দোলনের মূলে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই আন্দোলন ও উদ্যম অল্পকাল আন্দোলনের আলোড়নের পর বিদেশীই দেশ এদেশ হইতে বিতাড়িত হইল, তখন আমাদের মনের স্বদেশপ্রীতিও যেন নিঃশেষিত হইয়া গেল। এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক হইয়া আমরা যেন বিদেশের স্বাধীন বলিয়া প্রচলন কিছু দিবি নাই। পূর্বে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে যে পন্থতিতে বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছি, এখন দেশীয় সরকারের বিরুদ্ধে সেই একই পন্থতিতে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতেছি। অবস্থার পরিবর্তনে পন্থতির পরিবর্তন যে আবশ্যক তাহা আমরা অদ্যাবধি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। এইরূপ মনোভাব আসে বলে, আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি নাই। তাই প্রথমে গোড়াতেই বলিয়াছি, প্রকৃত স্বাধীনতা আসে নাই। স্বাধীনতা বলতে ঠিক কি, তাহা আমরা জানিয়া বলিয়াই স্বাধীনতার সুখানুভূতি উপভোগের অধিকারী হইতে পারিতেছিলাম। ইহার কারণ, আমাদের অন্যান্য অনেক ব্যাপারের অভাব। দেশের যে সমস্যাগুলিকে অনুধাবনের সুবিধা না পাইলাম, তাহা হইলে দেশের সমস্যার জন্য আমরা দায়িত্ব অনুভব করিতে পারিব না। এতকাল এই আমরাই দেশকে বিদেশী মুক্ত করিবার জন্য কম দায়িত্বভার বহন করি নাই। কিন্তু আজ যে প্রেরণা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। এই আমরাই, আমরা কারণে এত অধিকতর ক্ষেত্রে অগ্রসরে, বিমুখ হইয়া উঠিতেছি। শিল্পবিস্তারের এই কারণে অগ্রগতির দেখা নাই। প্রতিবন্ধের প্রথম ও আমার করিবার কৌশলই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিবার কৌশল তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না। দেশের কল্যাণের জন্য আজ যেন তাহাদের দায়িত্বজ্ঞানের উদ্বোধন দিলে তাহা মুখরোচক উপাদেয় হইয়া থাকে। শিল্প বিস্তারের পথ তিনটি—প্রথম, শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক; দ্বিতীয়, শ্রমিক; এবং তৃতীয়, ক্রেতা। দেশের শ্রমিকদের দায়িত্বজ্ঞান বর্ধিত হইবে, এমন কোনো কথা নাই দেশের অন্যান্য

(পরবর্তী ১০৬ পৃষ্ঠায়)

জাতীয় বৃক্ষরোপণ উৎসব

[illegible] উৎসব করিবেন। [illegible] বৃক্ষরোপণ প্রথম বৃক্ষ রোপণ করিবেন। তাঁহার প্রথম পত্নী এবং তাঁহার সরকারের অন্যান্য মন্ত্রিগণ আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষ রোপণ করিবেন। ঐ দিন [illegible] বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান [illegible] করিবে। [illegible] ঐ দিন [illegible] করিবে। ঐ দিন [illegible] উদ্যোগ করিবেন [illegible]

[illegible]
[illegible] বৃক্ষ রোপণের [illegible]
[illegible] করিয়া [illegible] করিবে
[illegible] করিবে [illegible]

বৃক্ষরোপণের সঙ্গতিপূর্ণতা

[illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] করিয়াছেন যে [illegible] [illegible] [illegible]

সংবাদ সংকলন

আসামী সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তুতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যের নির্বাচন-কেন্দ্রের সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই বিভাগ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং যদি সবার উহা পূরীত হইয়াছে। উপনির্বাচনী এক সপ্তাহের জন্য প্রদেশ নির্বাচন কমিশনার ঐতদুদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন পাঠাইয়া হইবে। সরকার এই বিভাগী পার্লামেন্ট সাধারণ নির্বাচনি আইনানুসারে তাহা প্রকাশ করা হইবে।

বিভিন্ন জেলা ও কেন্দ্র হইতে আসামের সীমা-নির্ধারণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। যথা—কলিকাতা—৪, হাওড়া—১, হুগলী—১, চব্বিশ পরগণা—১, মালদহ—১, পশ্চিম দিনাজপুর—১, মুর্শিদাবাদ—২, বীরভূম—১, বাঁকুড়া—৭, মেদিনীপুর—৪, ২৪ পরগণা—৪, হাওড়া—২, হুগলী—২ইবার—৩, এবং নদীয়া—২।

পাটের আইতি পূরণে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা

আশা করা যাইতেছে যে আগত পাট সম্পর্কে বাটতির পরিমাণ ১৯৪৯-৫০ সালে এবার তিন লক্ষ গাঁটের স্থলে ১৯৫০-৫১ সালে মোল লক্ষ তুল হাজার গাঁটে হ্রাস করা সম্ভব হইবে।

ভারতে মোট ষাট লক্ষ গাঁট পাট প্রয়োজন। তৎপরে আগোত বৎসরে এবার মেজারিন্স লক্ষ সত্তর হাজার গাঁট পাট উৎপন্ন হইবে। ১৯৪৯-৫১ সালে তুমি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গাঁট পাট এবং ১৯৪৯-৫০ সালে এবারিন্স লক্ষ তুমি হাজার গাঁট পাট উৎপন্ন হয়। সুতরাং, প্রতি বৎসর প্রায় দশ লক্ষ গাঁট (পাট) উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে।

সরকারী মহল আশা করে যে, ব্যাপক জমি-বাবস্থা, একটি অধিক ইইটী প্রদান করা পাট ও আমন ধান উৎপাদন, পতিত অধিকে আবাদ এবং আউস ধানের পরিবর্তে পাট চাষের ব্যবস্থা করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইবে।

অনুমান করা যাইতেছে যে, ব্যাপক জমি-বাবস্থার ফলে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টন, আমন ধানের পরিবর্তে ইইটী ফসল উৎপাদনে পাঁচ লক্ষ টন, পতিত অধিকে আবাদ ও আউস ধানের পরিবর্তে পাট চাষের ফলে পাঁচ লক্ষ টন ফসলের টন উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে।

আরও আশা করা যাইতেছে যে, চাষ লক্ষ একর অধিকে আউস ধানের চাষ বন্ধ করিয়া পাট চাষের ব্যবস্থা করা হইবে এবং উহার ফলে পাকিস্তানের যে পরিমাণ পাটটি হইবে, সরকারের যোষিত নীতি অনুসারে তাহা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিবেন। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামে পাট চাষ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইবে।

মেজলাটে-ব্লাষ্ট্রীপাত

বাঙ্গ ও পর্যবেক্ষণের প্রস্তুতি করিয়া জমুর পরিচালনা সম্প্রতি যখন বৈমানিক ফোর্স পাঠ করিতেছিলেন, তখন বৃষ্টি মাত্রির পর ৭ দিন যাবৎ যে প্রচণ্ড গরম পড়িয়াছিল তাহার হ্রাস সম্ভব করিয়াছে।

দি

ইউনাইটেড্

কমার্শিয়াল

ব্যাঙ্ক লিঃ

ব্যাঙ্ক অফ্ চ্যাম্প্রাস্ত

আমাদের কারবারের জন্য

বিলিত মূলধন
৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন
২ কোটী টাকা
সংরক্ষিত তহবিল
১৭ লক্ষ টাকা

হেড অফিস,
কলিকাতা

বি. কে. বিড়লা . বি. টি. ঠাকুর

গত পাঁচ দিন যাবৎ তিনবিঘা যাবৎ চলিতেছিল। গরমের সন্ধ্যায় আকাশ অকস্মাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং এক ঘণ্টারও অধিককাল যাবৎ প্রবল বর্ষণ হয়। ফলে বহু বিদ্যুৎ ও বিদ্যুতের চলিতে চলন বেহিয়া পড়িতেছে বলিতে যাচ্ছে, ১৯৪৯ সালে যে আঘাতের তুলিতে সন্ধ্যা হইয়াছিল, তাহার তাহার প্রমাণ।

পূর্ববঙ্গ কৃষ-সম্পত্তি রক্ষণিক সমিতি

সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক দৌর্বল্যের ফল পূর্ববঙ্গের বহু কৃষ্ণসম্পত্তি মালিক পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা কারণে তাঁহারা কৃষ্ণসম্পত্তি বিক্রী করিতে বা আদায় করিতে পারিতেছেন না এবং পাকিস্তান সরকারের রাজস্বের এক্ষেত্রেও ক্ষতি করিতে পারিতেছেন না। ইতিমধ্যে ১৯৪৯ সালের ৪৪ ডিসেম্বর তারিখে বাকী রাজস্বের দায়ে তাঁহাদের কৃষ্ণসম্পত্তি নীলাম করিয়া যাইতে পারে। এই জাতীয় বন্ধুদায়ের দায় ও সম্পত্তি সংরক্ষণার্থে পূর্ববঙ্গীয় কৃষ্ণসম্পত্তি মালিক সমিতি নামে একটি সমিতি গঠন করা হইয়াছে। সমিতি যাচিকদল এই মর্মে অভিযোগ করিয়াছে, ১৯৪ বর্তমানকালে ঠাকুর ইটে প্রদান অসম্ভব ও ইটের দরের ১৭টাকা সমস্যার জন্য ঐতুদ্দেশ্যে গ্রহ চেয়ারটির সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

—শ্রীবিশ্বেশ্বরনাথ গুপ্তার, সম্পাদক, পূর্ববঙ্গীয় কৃষ্ণসম্পত্তি মালিক সমিতি।

ভারতীয় যন্ত্র ক্রয়ে পাকিস্তান

ভারত-পাক বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী ভারত হইতে কাপড় ক্রয়ের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান হইতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের জন্য ভারতীয় মুদ্রা নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং ব্যবসায়ীদিগকে যন্ত্র ক্রয়ের ঢালাও অনুমতি দিয়াছেন (লেটার-অব-ক্রেডিট)। মোট সাড়ে চারি কোটী টাকা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা ভারত হইতে বিক্রয় অনুযায়ীত ৪৫ হাজার গাঁট তুলার মূল্য।

পাকিস্তান যে পরিমাণ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার পাঁচগুণের জন্য লাইসেন্স পাঠ এবং পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা ভারতের ৭৫ পরিবার হইতে ৫০ পরিবারে পর্যন্ত মঞ্জুর করিয়াছেন। সর্বশুদ্ধ বিশ হাজার টাকা অনুমোদন করা হইয়াছে।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে পাকিস্তান ব্যাঙ্কের ভারতীয় কাপড় পাঠানো হইবে। তখন ভারতীয় কাপড় ব্যবসায়ীরা ভারতীয় কাপড়-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে করিয়া দিয়াছে।

বোম্বাইয়ের কোন সংবাদপত্রে এই মর্মে এক সংবাদ বাহির হয় যে, পাকিস্থান ভারত পাক চুক্তি পালন করিতেছে না। এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া সরকারী মহল হইতে জানা যায় যে চুক্তি যথারীতি পালন করা হইতেছে।

সংশোধিত ভারত-পাক বাণিজ্য চুক্তির উপর সরকারের মন্তব্য

ফল—১৯শে এপ্রিল তারিখের অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির সর্বশেষ সংশোধিত তালিকা যে ভারত-পাক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল উহার বলবৎকালই তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। সরকারীভাবে এই সংবাদ জানান হইয়াছে। ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের মধ্যে দিল্লীতে প্রায়ই বৈঠক বসিয়া বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং এই সময় তাহারা সংশোধিত বন্টনব্যবস্থায় রাজী হইয়াছিলেন, কিন্তু সংশোধিত বাণিজ্য-চুক্তি অনুমোদন করিতে হইতেছিল। চুক্তির শর্ত অনুসারে পাকিস্থান বলিয়াছে, যেসব তালিকা পাট না দেওয়ায় সংশোধন করা হয়। প্রকাশ ভারত সরকার এখন তাহাকে প্রদত্ত দুই লক্ষ টাকা মূল্যের চাহিদা হ্রাসের তালিকা দিতে রাজী হইয়াছেন। পূর্বের চুক্তির ৫ বছরের বর্ধিত বলিয়া ছাড়াও দুই লক্ষ পাউণ্ড ভারতকে অতিরিক্ত দেওয়া হইবে। এই সমস্ত মূল্যের টাকা পাটের জন্য প্রাপ্য টাকা হইতে শোধ করা হইবে।

পূর্বের চুক্তি অনুসারে ৫০ হাজার টন সিমেন্ট পূর্ব পাকিস্থানে প্রেরণ করার কথা ছিল কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে উহার কিছু অংশ পশ্চিম পাকিস্থানকে পাঠান হইবে। এক লক্ষ গাঁইটের অধিক লোহ ধাতু যদি প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হইলে মাল লোহা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে উভয় গভর্নমেণ্টই রাজী হইয়াছেন।

পূর্বের চুক্তি অনুসারে পাকিস্থানের পাটের মধ্যে ৪৩ লক্ষ গাঁট, এপ্রিল হইতে জুলাই-এর মধ্যে আরও আট লক্ষ গাঁট এবং ৩১শে জুলাই-৪৩ মধ্যে আরও ৮ লক্ষ গাঁট মোট ৪০ লক্ষ গাঁট ভারতকে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভারত এপর্যন্ত ৩ লক্ষ ৯০ হাজার মণ পাট পাইয়াছে। নূতন ব্যবস্থা অনুসারে পাকিস্থান ৩১শে জুলাই এর মধ্যে বাকী পাট ভারতে পাঠাইবে।

ভারতের চিনি রপ্তানি বন্ধ হইতে অনুরোধ

ভারতের শিল্প ও সরবরাহ-সচিব শ্রীযুক্ত মহাবীর মহাশয় আই আই টি সি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, আগামী দুই বৎসর অতিরিক্ত কোন ভারতের বাকী উদ্বৃত্ত চিনি রপ্তানি করা উচিত হইবে। তিনি বলেন যে, দুইবার পর এবং ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে যে সমস্ত সময়ে দেখা গিয়াছিল সেই সমস্ত সময়ের সমান অথবা তাহার কোন পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হইবে বলিয়াই তিনি বিশ্বাস করেন।

শ্রীযুক্ত মহাবীর সিং ভারত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে বলেন। তিনি শিল্প-পরিচালকদের এই আশ্বাস দেন যে, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে তাহাদিগকে সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করিবেন। তিনি শিল্পপতিদের নিকট এই অনুরোধ করেন যে, তাহারা যেন লাইসেন্স অনুমতির জন্য হয়রান হইয়া না পড়েন। তিনি আরও বলেন যে, স্বাধীন ভারতে লাইসেন্সের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু এই অনুমতিগুলি দেওয়া চিরস্থায়ী হইবে না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মহাবীর বলেন যে, বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শিল্পপতিদিগকে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। সর্বক্ষেত্রে যেসব বিভিন্ন প্রকারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এসমস্তের পরিবর্তনাদিতে কার্যকরী করার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। তিনি কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন না। তবে পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে তিনি সাহায্য করিবেন।

(১৮৩ পৃষ্ঠার পর)

এই তিন পক্ষের আলোচনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক পক্ষ এবং কলিয়া অধিক মজুরী দাবী করিবেন, তাহারা প্রয়োজনমত বেতনবৃদ্ধি, মালিকপক্ষ তাহাদের দুরবস্থার দোহ বর্ণন করিয়া আর বাড়ান বিষয়ে পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করিবেন, এবং ক্রেতাগণ যে সমস্ত তাহাদের চাহিদার অনুরূপ যোগান না পাওয়ার বিরুদ্ধে বলিবেন না। এইরূপে যদি বেতনবৃদ্ধি পরিচালিত হয়, তাহা হইলে দেশের অবস্থা ক্রমে যে বিপদ্ধি হয়, এবিষয় সাধারণের মনে কোনো সন্দেহ না থাকে বলে। বলা বাহুল্য, অবশ্যই বীতি বাংলাদেশ এবারেই উদ্ভূত হয়, এবং ভারতের অন্যান্য স্থান সম্বন্ধে বিশেষ হইলেই এই ভাবের বীজ নাশ করে। কিন্তু ইহাদের ও পরিচালকদের বিষয়, বাংলাদেশ আজই যে অবস্থায় যেন সমস্তের বেশি অগ্রসর হইয়াছে। আমাদিগকে ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে হইবে, এবং পুনরায় যাহাতে বাংলার মধ্যে সেই অবস্থাবিপর্যয়ের বীজ বপন করা যায়, তজ্জন্য উহার নাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতের নূতন শিল্প গঠনে উদ্যোগ অবলম্বনে সমস্তি কলিকাতাকে বাদ দিয়াছেন, আমরা তাহা অনুমোদন করিয়াছি। আমরা তাহা অনুমোদন করিতে পারি নাই। অবশ্যই ঐতিহ্য পরম্পরাকে অক্ষ তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন। ইহা শুভ কথাই।

সার উৎপাদনে সুখবর

এখন জানা গিয়াছে যে, 'অমিক খাদ কলম' আমোনিয়ার উদ্ভব প্রসঙ্গে পশ্চিম বাংলার বিশেষ সুখের সংবাদ বিহারের তেল্লু প্রসঙ্গে সম্প্রতি খাদ্য ফলন বৃদ্ধি করিতে পারে তাহার প্রতিযোগিতা হয়। আজ ইহা ও বঙ্গ—এই তিন প্রকার ফসলের প্রতিযোগিতায় উদ্ভাবনের বিশেষ সুখের বোধহয় পাওয়া গিয়াছে। উদ্ভাবনের এই তিন প্রকার সারপ্রদীপ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশের সরকারদের উদ্ভাবনের এই সাফল্যের সংবাদ বিজ্ঞপ্তির এবং উৎপাদিত সারপ্রদীপ পরিমাণ জানাইয়া দিয়াছেন। ইহার দ্বারা বর্ষার সময়ের জন্য উৎপাদনের সম্ভাব্য হয়, তাহা হইতে পারে। তার সংবাদ এই যে, পশ্চিম বাংলা বিভিন্ন জমিতে বিশেষ ধরণে সুখের বাজ উৎপাদন প্রতিযোগিতায় এই প্রদেশে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে। পশ্চিম বাংলার সাফল্যের বিষয় বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে জানানো হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা ১৮ মণ ধান উৎপাদিত হইত, কিন্তু বর্তমানে প্রতিযোগিতায় তাহা প্রতি একরে ৭০ মণ হইতে ৯০ মণ ধান উৎপাদিত হইয়াছে; অর্থাৎ সুখের উৎপাদিত পরিমাণের দ্বিগুণের বেশি অনেক বেশি। ইহার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন এলাকায় ও বিভাগই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সারা ভারতে যাহারা প্রথম হইয়াছে, পরস্কার মাত্র ১০ হাজার। এই ভাবে প্রতি একর জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রেরণা যদি জমিদার মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়, তাহা হইলে ভারতের খাদ্যসমস্যা সুখের বিষয়ে হেল পাইবার কথা নয়। বলাবাহুল্য বলা যায় যে, খাদ্যসমস্যা পৃথিবীর ভারতের যে দুর্দশা হইয়াছে, সেই ভারত অচিরে উদ্বৃত্ত হেল হইয়া পরিচালিত হইবে এবং পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা মোচনে সুখের প্রাণ হোগাইতে পারিবে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সরকারী ব্যবস্থা

পেট্রোলের উপর হইতে কেন্দ্রের শুল্ক তুলিয়া লওয়ায় ও কাস্টমের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বাতিল করায় সাধারণের পক্ষে বিশেষ কোনো সুবিধা হয় নাই। কৃষিজাত দ্রব্যাদি, যাহাদের ডিজি বা অন্যান্য তৈলের সাহায্যে উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ-তুলিয়া লইলে সাধারণ ভোক্তার সুবিধা কিছুটা ভোগ করিতে পারিত। কিন্তু পেট্রোল বা কাস্টমের নিয়ন্ত্রণ বাতিল করায় সাধারণের তেমন কোন সুবিধা যে হয়নাই তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু পূর্বে দুই বৎসর যাবৎ পর্যবেক্ষণে যখন নিয়ন্ত্রণ পূর্ণ ভাবে ছিলো তাহাদিগকে বাতিল করিবার কথা কিরূপ অভিযোগ করিয়াছেন, তখন ইহা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, তেল পদার্থের অবস্থার উন্নতি কিছুটা হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে বর্তমান অবস্থায় খাদ্য দ্রব্যাদির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিক যতটুকু অসুবিধার কথা বিভিন্ন মহল হইতে শুনা যায়, তাহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কতকগুলি মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, তুলার উৎপাদনের অবস্থার আরও পরিবর্তন হইবার পূর্বে এখন কোনো অবস্থা করা হইলে কাপড়ের বাজারে অবাঞ্ছনীয় অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। তুলা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ সম্প্রতি যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেও যদি উৎপাদন বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে অবশ্য আরও অধিক জমিতে তুলার চাষ করিতে পারে বলিয়া পর্যবেক্ষণের বিশ্বাস। তুলা অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হইলে এক দিন হয়তো অধিক পরিমাণে রপ্তানি প্রয়োজন হইবে বলিয়া সেই সময় রপ্তানি শুল্ক করা হইলে হয়ত কাপড়ের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ বাতিল করা যাইতে পারে। চিনি সম্পর্কে পূর্ব সপ্তাহে আমরা যেসব মন্তব্য করিয়াছি, তাহাই পুনরায় বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ যদি এক করা হয়, তিনের হইতে খাঁটি চিনির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া ও উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিলেই যে বিশেষ উন্নতি করা যাইতে পারে। চিনি উৎপাদনকারীরা অবশ্য বলেন যে, গত বৎসর চিনি শিল্পে যে বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল, তাহার কারণ হইয়াছে শুল্ক ও অন্যান্য ব্যবস্থা। সেজন্য তিনি তাঁরা সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছেন। তাহাদের উৎপাদন অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ সরকার তদন্ত না করিলে তাহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না। বিভিন্ন বাজার হইতে চিনি উক্ত করিয়া এতদিন তাহাদের অর্থ অপচয় করিতে হইবে। তাহা ছাড়াও তাহারা বলিতেছেন যে, তেল-তেল যাবতীয় সামগ্রীর উপর হইতেই নিয়ন্ত্রণ বাতিল করার সুপারিশ করিয়াছে, একমাত্র গাড়ুরা ছাড়া। কিন্তু পর্যবেক্ষণ বর্তমানে যে নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, সরকারের পক্ষে যদি সেইভাবে চলিতে দেওয়া হইলে কৃষিকার্য ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া বর্তমানের এই সংকট হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবেন।

চিনি

চিনির নিয়ন্ত্রণ-বাজারে বহুদিন তোলো ভাবটাই বেশী বলা চলে। বাজারে বিভিন্ন স্থানে চিনির দর ৩০৫/০ ও ৩৪/০০র মধ্যে অনিশ্চিতভাবে ঘুরিতেছে। খোলাবাজারে চিনির দর বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যথা—কলিকাতা ২৯৲, আমবালা ৩০৲, রামপুর ৩১৲, মীরাট ৩০৲, কানপুর ২৭৲ ও বোম্বাই ৮০৲। এখন আশা করা যাইতেছে কলিকাতার চিনি ব্যবসায়ীরা বিদেশ হইতে আমদানি নিষিদ্ধ চিনি যে পরিমাণ পাইয়াছেন তাহা হইতেছে মণ প্রতি ২৫৲ টাকার সমান।

এখন শোনা যায় আগামী সপ্তাহের পূর্বেই বাকি চিনি সম্বন্ধে তাঁহাদের নূতন নীতি ঘোষণা করিবেন। এই নীতির দ্বারা যে বাকি এই হইবে যে, আগামী বৎসর চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিহ্ন করা হইবে। একথা অবশ্য ঠিক যে, আগামী বৎসরে আখের উৎপাদন কিরূপ হয় তাহার উপরই এই নীতি নির্ভর করিবে। এবং চিনির সন্তোষ পরিমাণ উৎপাদিত হয় নীতি নির্ধারণের মূলে তাহাও বিবেচ্য হইবে। চিনির ব্যবহার যদি বেশী হয় তাহা হইলে তাহা নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমান ব্যবস্থার দোষের দিকে পর্যবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ হইতে প্রায় এক লক্ষ টন চিনি আমদানি করিবেন বলিয়াও বাকি রাখিয়াছেন। যে সময় হইতে চিনির আমদানি হ্রাস পাইয়াছে ও তাহার দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে সময় আমদানির মূলে যাহারা কোনো পরিবর্তনমূলক ব্যবস্থা যে অবলম্বন করিবেন না, এ বিষয় স্থির নিশ্চয়।

গুড়

আমদানির দর্শনই গুড়ের বাজার এখন গরম হইয়াছে। কিন্তু দর্শনই গুড়ের যে বৃদ্ধির একটা ঝোঁক দেখা যায়। উত্তর প্রদেশের এখন অধিক পরিমাণ গুড় আসিয়া পৌঁছিতেছেন, ইহা হইতেই সহজে বুঝা যায় যে, গুড় উৎপাদনকারী জিলা গুড়ের পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছে। যে সব জেলা হইতে গুড় রপ্তানি হইয়া থাকে,

সে সব স্থানেও গুড়ের ঝোঁকের দেখা পাইতেছে না। ইহা হইতেই মনে হয়, আখ মুল্য সরকার আখের গুড়ের পুঁজি ফুরাইয়া যাইবে। যাহাতে এলাকার অধিক সতর্কতার সহ দেখা যায়। অবিলম্বে আমা ডিজি ট্রাকাটানি পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় এই সব এলাকায় গুড়ের দর অধিক বাড়ি করা হইতেছে।

চা

দর সপ্তাহে মোটামুটি ভাবে বর্তমান কারণে আমদানি সরকারের কেন্দ্রীয় চা বোর্ডের চেয়ারম্যান তাহাদের চা-সরকার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিবার পক্ষে ভারতীয় চায়ের অবদান যথেষ্ট নহে। বিদেশের চাহিদা অর্জনের পক্ষে ভারতীয় চা আমদানির অনুকূল প্রভাব পড়ে। ১৯৩৯ সালে প্রায় ৭৭ কোটি টাকা বিদেশ হইতে অর্জন করে, ইহার মধ্যে ১১ কোটি টাকারই অর্জন করে চায়ের। চা-শিল্পকে বিভিন্ন সরকার সমূহীন হইতে হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের চা-শিল্পের অভিজ্ঞতা উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ বলিয়াই তিনি মনে করেন। এখন বিদেশে প্রচুর পরিমাণ চা রপ্তানি হইতেছে বটে, কিন্তু রপ্তানির এই পরিমাণ চিরদিন যে বজায় থাকিবে, এমন নয়; এই কারণে এই শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি অপরিহার্য বলিয়া তিনি মনে করেন।

আশু প্রয়োজন হইতেছে, দেশের ও বিদেশের বাজারের বিস্তার ঘটানো। চা উৎপাদন যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে এই দুই অঞ্চলে কাজ চলা সম্ভব নহে। চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য রপ্তানি-শুল্ক অবশ্যম্ভাবী বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য।

খাদ্যশস্য

উত্তর প্রদেশের খাদ্য শস্যের বাজারে একটানা গরিষ্ঠতা রহিয়াছে। ইহার সংগ্রহ ও সরবরাহ-দর দুইবারই আছে।

পাকিস্তান হইতে গম রপ্তানি কমিয়াছে। অনেকদিন ধরিয়া চলিয়াছে, কিন্তু এখনও কোনো পাকা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর হয় নাই। গম কিনা পাকাই বাকি সরকার উহা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক গম চুক্তির সর্ত অনুযায়ী আমদানি গমের দর বাড়ে ও পরিমাণ কমিয়াছে আর্জেন্টিনার বিদেশ হইতে, পাকিস্তান গমের যে দর দাবী করিয়াছে, সে দর ইহা হইতে অধিক।

শেয়ার বাজার

কোরিয়ার যুদ্ধ সংবাদে বাজার গরম

কলিকাতা, শনিবার, ১ জুলাই—এই সপ্তাহের শুরুতে শেয়ার-ক্রেতারা নূতন নূতন সেয়ার ক্রয় করিয়া বা সেয়ার ক্রয়ের আগ্রহ জানাইয়া বাজারকে উৎসাহিত করিয়াছে। ফলে, বাজারের অবস্থা অনেক প্রকার সেয়ার এবং পাটের-সেয়ার বাজারে বিশেষ উৎসাহের ভাব পরিদৃষ্ট হয়।

পাকিস্তান হইতে অধিক পরিমাণে পাটের আমদানির সম্ভাবনা এবং পাকিস্তানী চুক্তির মূল্য হ্রাসের গুজবই বাজারের এই পরিবর্তনের কারণ বলিয়া মনে হয়। যেরূপ কাহিনী পাটের বাজারে এরূপ উৎসাহভাবের লক্ষণ দেখা যায় বলিয়া মনে হয়। ইহার ফলে শেয়ারের দরও কিছু বৃদ্ধি পায়। কাপড়ের পাটের সেয়ার বিশেষভাবে ক্রয়ের আগ্রহ হওয়ায় বাজারের অন্যান্য অনেকগুলি সেয়ারের দর বৃদ্ধি পায়।

ফলতা বিভাগের সেয়ারের অবস্থারও কিছু উন্নতি ঘটে। ১৯৪৮ আনা দরে বন্ধকারে কাজ-কারবার হয়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ৫০৲ টাকা দরে পরে কাজ-কারবার করে; জেসপ সেন্ট ৯৲ টাকা দরে স্থির থাকে এবং শেষে আলীঘড়িয়ার ২১৲ দরে কেনা-বেচা হয়। পাটের বিভাগে কিনিসনের দর প্রায় ১৫৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২০৫৲ টাকায় দাঁড়ায়, বালী অনেকটা উঠিয়া ২০৫৲ টাকা হয়, ঘরানাগরের দরও বৃদ্ধি পাইয়া ২১৫৲ টাকা হয়; ফেলার দর ৮৲ টাকা উঠিয়া ১৪৯৲ টাকা হয়। ইউনিয়ন ১২৫৲ টাকায় ও চাপদানি মি ১৮০৲ টাকায় স্থির থাকে; চাপদানের দর ১৮০ বৃদ্ধি পাইয়া ২৪৯০ আনা হয়। অরিয়া ৩৪৩০ দরে কাজ-কারবার করে।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগীয় সেয়ারের দরে বিশেষ কেনা-বেচা হয় না। ইন্ডিয়ান আয়রন ২৯৲ ও ২৯১০ আনার মধ্যে ঘোরা-ফেরা করে। টিন ডিপার্টমেন্ট ২০৷৵ আনায় স্থির থাকে। মার্শাল ৭৮৲০ ও মেসার্স ৭৮০ আনায় কাজ-কারবার করে।

বিবিধ বিভাগে বাজারের কোনো গুরুত্ব ছিল না বলা চলে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বায়ারী কোক ২২৲ দরে কাজ-কারবার করিবার আগ্রহ প্রকাশ করে ও ১৪ টাকা দরে পজিশনের পরিমাণ পায়। ইন্ডিয়া সেলার ৩৮৷৵ আনা দরে কলিকাতার বাঙ্ক ও ইন্ডিয়া টিন স্থিতির দর হয় ৩৮৲।

কাপড়ের কারখানা সেয়ারের মধ্যে এম্প্রিস মিলের দর হ্রাস হইয়া ১৭৮০ হয়, কামারহাটি ২৯০০ দরে কেনা-বেচা ও ২৭ মুদ্রার বিক্রয়ে দর হয় ২৩৯৲।

চায়ের সেয়ারের [illegible] হইয়াছে। ডানকান ব্রাদার্স ৩০৲ টাকা দরে, ডানকান্স ২৮৲ দরে পাওয়া যায়। [illegible] ১৪৯৲ দরে বন্ধকারে হয়।

পরবর্তী দিন বে[illegible] সংবাদের প্রতিক্রিয়া বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সপ্তাহে বাজারের অবস্থা নিম্নরূপ বর্ণনা করা যায়। কিন্তু দিনের শেষের দিকে অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং পাটের দর উঠতি ধরার বাজারের প্রাথমিক লোকসান কেহ পুষাইয়া যায়। এই দিনের শুরুতে পাটের বাজারের লক্ষণ ভালো বলে হয় না। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই উঠতি দেখা যাইতে আরম্ভ হয়। এবং অত্যধিক পরিমাণ বন্ধক দর উঠিতে আরম্ভ করে, এবং প্রায় সব সেয়ারের দরই অধিক বৃদ্ধি পায়। অবশ্যই এক সাপে ১৩৲ টাকার উঠিয়া যায়, বরানগর ২২৮৲ টাকা দর পর্যন্ত খরিদ্দার পায়; আলো-ইন্ডিয়া বাজার খুলিবার সময় ছিল ২১৫৲ টাকা, কিন্তু এই দর অতি সত্বর বৃদ্ধি পাইয়া ২২০৲ টাকা হয়। কেসো ১৪০৲ টাকা দরে কাজ-কারবার করে, ইউনিয়ন ১০০৲ টাকায় ওঠে এবং বলীয়ার দর হয় ৩৯৲ টাকা। হাজরা ১৮০ দরে নিম্ন দর করে কিন্তু বিকেলে এই দর ৮০ আনা বৃদ্ধি পাইয়া ২৮৮০ আনা হয়।

ফলতা বিভাগে বিশেষ কোনো উন্নতি দেখা যায় না। বাউরিয়া ১৫৮০ দরে ও রাণীগঞ্জ ২৲ দরে বন্ধকি অভিলিখিত থাকে।

ইঞ্জিনিয়ারিং সেয়ারের দরের বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে না। মার্শাল ২৯৵ দরে ও ইন্ডিয়ান টিন ষ্টোর্স ডায়ার প্রেফার্ড ৩৮৵ আনা দরে কেনা-বেচা হয়। ইন্ডিয়ান আয়রন ২৯৷৵০ আনায় শুরু করিয়া ২৮৯ আনায় নামিয়া যায়, পুনরায় ফিরিয়া ২৯ আনায় উঠিয়া ২৯৷৵০ আনা দাঁড়ায়। এবং শেষ দিকে ২৯৵ পর্যন্ত ওঠে বলিয়া পরে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। টিন কর্পোরেশনের দর উঠতি ধরিয়া ২০৮০ হয়।

বিবিধ বিভাগে কোনো উন্নতি দেখা যায় না। আয়েলো ব্রাদার্স ২১৮০ ও মার্টিন বার্ন ১৩৮০ হয়। ইন্ডিয়ান কেবল্‌স ৩৬৮০ ও ইন্ডিয়ান সেলার ৩৮৩ দরে স্থির থাকে।

ইহার পরে ফিরতি পাটের বাজারেই সকলের সমধিক দৃষ্টি পড়ে এবং দর এক লাফে উঠিয়া যায়। এই দিন অকশনের দর হয় ১৩৮৲, বেলেঘাটার ২৪০৲ ও বরানগরের দর সকল বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৯৲ টাকায় দাঁড়ায়। চাপদানীর দর ১২৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৮৲ টাকা হয়।

এদিন ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিবিধ বিভাগীয় সেয়ারের প্রতি বাজারের কোনো দৃষ্টি ছিল না বলা চলে। ইন্ডিয়ান আয়রনের দর এদিনে ২৯৷৵০ হয়, মার্শাল ৭৮৲ ও বি আই কর্পোরেশন ৮৮৲ আনা হয়। কাপড়ের কলের সেয়ারের মধ্যে টীটাগড় সেণ্টারের দর হয় ৩৮০, আলার ৪ ৭৮০ আনা দরে কাজ-কারবার করে।

কয়েকটি মাত্র চা-কর সেয়ারেই লাভাংশ ঘোষণা করা যায়। ভাট খাওয়া ২৬৮০ ও হাসিমারা ৪২০ আনা দরে কিছু ক্রেতা-বেচার কাজ করে।

বাজারের হালচাল

[বাজার বন্ধকালীন দর]

সরকারী কাগজপত্র

৩½ সুদের (১৯৪৩) ১৩৵. ৩½ সুদের (১৯৪৮) ৯১৷৵. ৩½ সুদের (১৯৫৭) ৮৭৷৵৩. ৩½ সুদের (১৯৫৯-৪৭) ৮৭৷৵০. ৩½ সুদের (১৯৬০-৭৫) ৮৬৷৵০।

ব্যাঙ্ক

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ৭৷৵০, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ৪৩৲।

কয়লা খনি

বেঙ্গল ৫১০৲, বালমোরা ৮৵০, বরাকর ১৫৮০, সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া ৪৷৵০, ডুকলিয়া ৮৩৵, ইন্ডিয়ান্ট ৪৪৷০, কাজোরা ডালিয়া ৩৪৷৵০, দর্ব বাদুরা ৬৩৵, সাউথ কয়লাসুরা ২৪৬৵।

পাট

আরডাঙ্গা ১০৲, আগরপাড়া ১৪৵, আলো-ইন্ডিয়া ২০১৲, বালী ২৪৩৲, বরানগর ২০৭৲, বেলঘরিয়া ২৩৫৲, কামারহাটি ১৭৫৲, চাপদানী ১২৪৲, গরুলিয়া ২৮৪৲, ইন্ডিয়া ১৯৫৲, হাজরা ২১৯০, অমোরাগাটি ৯১৫৲, ফাকিমারা ১৫০৲, কিনিসন ২১০৲, গাগলাডাঙ্গা ২০২৲, ইউনিয়ন ২০০৲, [illegible]

ইঞ্জিনিয়ারিং

কুমারদুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৭৷৵, মার্শাল ৮৬৷৵৩, ইন্ডিয়ান কর্পোরেশন ২৭৷৵০, ইন্ডিয়ান বেসিমারী ৬৫৲, প্রুডেন্সিয়াল কর্পোরেশন ৬৬০,

চা বাগান

হাসিমারা ৪০০, ভাটখাওয়া ৬৵, হাসিমারা ১৯৵।

বিবিধ

জিনিসের ঘরোয়া ৮০৲, বার্মা কোর্পো ৭১৵০, ইন্ডিয়ান ব্রাদার্স এবার ৭৪৵০, বার্মান অয়েলফিল্ড ৯১৲, ব্রাদার্স টুবাকো ১১৯৵, ইন্ডিয়া সেলার পাওয়া ১৩৭৲, ইন্ডিয়ান সেলার ২৪০০, আয়রন ৯'৭৷০-৬

বিজ্ঞাপনের রিপোর্ট' এবং পার্টিকুলার্স দি ৩, ফ্যাশন্স এভিনিউ, কলিকাতা হইতে ইন্ডিয়ান অ্যাডভার্টাইজার্স লিমিটেড, মুদ্রিত ও অফিস আয়ার্স লিঃ এর পক্ষে তৎ কর্তৃপক্ষগণ বিজ্ঞাপন, ২৩৮৮ সেরাবী মুখার্জি রোড, কলিকাতা—২ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকরগণ :— ইন্ডিয়ান্স লিমিটেড।

REGD. No. C. 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ১৪শ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৭ই শ্রাবণ, ১৩৫৭ ২৪শে জুলাই ; ১৯৫০ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১৭৯
কোরিয়ার যুদ্ধ ও ভারত	
প্রাসঙ্গিক	১৮১
আমদানি-নিয়ন্ত্রণ কমিশন	
পঞ্চশালের ধ্বনি	
সিরাজগঞ্জে উদ্বাস্তু চিত্র	
তেল : কল মালিকের মাজা	
পাকিস্থানের পথ	
প্রাসঙ্গিক	
বাংলার কাঁচা রেশমের শিল্প	
সংবাদ সংকলন	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
খাদ্যশস্যের সুপারিকল্পিত চাষ	
শেয়ার বাজার	
পাটের বাজারের বিশেষ রীতি	

কোরিয়ার যুদ্ধ ও ভারত

কোরিয়ার যুদ্ধ ক্রমশঃই জটিল আকার ধারণ করিতেছে। ইহা কতদূর গড়াইবে তাহা বলা যায় না। এ পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার এক-তৃতীয়াংশের কিছু অধিকার করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। মিঃ চার্চিল বলিয়াছেন যে, যদি মার্কিন বাহিনী কোরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, এবং মার্কিন বাহিনী যদি [illegible] করে তাহা হইলে রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি [illegible] যাইবে। বস্তুত পক্ষে মার্কিন নীতি বা রুশ নীতি [illegible] পক্ষে শুভ নহে। ভারতকে এই দুই নীতির [illegible] অবস্থান করিতেই হইবে। নতুবা তাহার রক্ষা [illegible]

কোরিয়ার যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়া আমাদের ভারত ও পাকিস্থানের কথা মনে হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থা এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল যে, প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হওয়াই মাত্র বাকি ছিল। তাহার পূর্বাহ্নিক যাবতীয় কর্তব্যই প্রায় স্থির হইয়া যায়। সেই ভয়ংকর সংকট হইতে এই দুই রাষ্ট্র যে রক্ষা পাইয়াছে, তাহার জন্য আমরা কাহাকে ধন্যবাদ জানাইব জানিনা।

পাঁচ বৎসর হইল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। সেই যুদ্ধ রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গে যে ক্ষত রাখিয়া গিয়াছে, তাহার জ্বালা এখনো কমে নাই, সে ঘা এখনো শুকায় নাই। যুদ্ধের ফলে যে অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে এখনো ত্রাণ পাওয়া যায় নাই,

কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহারই চেষ্টা এখনো চলিয়াছে; যুদ্ধ পরোক্ষভাবে যে দুর্গতি ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহাদের কুফলের এখন শেষ হয় নাই; যুদ্ধ দেশময় যে কালোবাজার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে, সে বাজারের কারবার এখনো সমানে চলিয়াছে। এক কথায় যুদ্ধ দেশে যে দুর্নীতির বিষ চলিয়া দিয়াছে, তাহারই ক্রিয়ায় দেশবাসী এখনো জর্জরিত। এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যে আবার দেশ-বিভাগ ও উদ্বাস্তু চলাচলের ঘটনা আছে। উহাও রাষ্ট্রের উপর কম চাপ নহে। অবস্থা যখন এইরূপ, তখন আবার আর একটি সংগ্রাম বাধিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে।

হালিয়ার হাঙ্গামাদলার ফলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে যে বিলম্ব ঘটিয়াছে, উহাতে বিস্ময় নাই। উত্তর কোরিয়া কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করিবার অর্থ হল আক্রমণ। সমস্ত পৃথিবীতে যদি কম্যুনিষ্ট আদর্শ প্রচার করিতে হয়, তবে সারা পৃথিবীকে কম্যুনিষ্ট্রম, প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহা হইলে অস্ত্রবলের দ্বারা তাহা করা সংগত নহে। অস্ত্রের দ্বারা যাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহার উপকারিতার বিষয় সন্দেহ করিবারই কথা। ভারত নিজেকে যুদ্ধ হইতে দূরে রাখিতে চায়; কোনো রাষ্ট্র খোঁচাইতে ভারত নাম লিখাইতে চায় না—ইহাই ভারতের পররাষ্ট্র নীতি। কিন্তু কোনো রাষ্ট্র যদি অন্য কোনো রাজ্যকে আক্রমণ করে, তাহা হইতে ভারত তাহার প্রতিবাদ করিবে এবং প্রতিবিধানের চেষ্টা করিবে, উহাও ভারতের মৌলিক নীতি। নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তে ভারত যে ভোট দিয়াছে, উহার কারণ তাহাই। ভারত উত্তর কোরিয়ার কার্যের প্রতিবাদ জানাইয়াছে মাত্র। উহার মূল্য কম নহে। ভারতের ন্যায় বিশাল ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের এই মনোভাব পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হইয়াছে—ইহার প্রভাব কম নহে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ও পাকিস্থানের সম্পর্কের কথা মনে পড়ে যায়। ভারত ও পাকিস্থান যদি সংগ্রামে লিপ্ত হইত, তাহা হইলে এই সুযোগের মুখে ভারতের কোনো কথাই কি গ্রাহ্য হইত? দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত এখন যে চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে, তাহাই-বা ভারত করিত কি করিয়া। যখন সারা পৃথিবী জুড়ে ও জলে লিপ্ত, তখন পৃথিবীতে এমন একটি ভূখণ্ড থাকা দরকার, যেখানে বসিয়া শান্তির আলোচনা করা চলে। আমরা আনন্দিত যে, ভারত এখন সেই পীঠস্থান রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এমন প্রস্তাবও উঠিয়াছে যে, দিল্লিতে এইরূপ আলোচনা করার ব্যবস্থা হোক, এবং পণ্ডিত নেহরু সেই শান্তি আলোচনার পুরোহিত হোন্।

আমরা এখন অর্থনৈতিক সংকটের ফলে নানাবিধ অভাব ও অসুবিধার মধ্যে আছি। এইসব কারণে দেশের সেবাদের ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের উপর আমরা বিরক্ত হইয়াছি। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের অভাব-অভিযোগের জন্য আমরা দায়ী করিতেছি রাষ্ট্রের কর্ণধারদের। এই জন্যই আমরা এখন তাঁহাদের যোগ্য সম্মান করিতে ও যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে যেন ভুলিয়াছি। পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষ আজ যে সম্মানিত আসন লাভ করিয়াছে, আমরা তাহাকে মূল্য দিতে পারিতেছিনা। ইহা যে আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বাহিরে যখন দুর্যোগের ঘন মেঘ দেখা দিয়াছে, আমাদের দেশের অভ্যন্তরে তখন সুযোগের সদ্ব্যবহারের পরামর্শ আমরা দিব। পৃথিবীকে নূতন রীতির শিক্ষিত করিবার এখন সুযোগ, এই সুযোগে পাকিস্থান যদি ভারতের সহিত যুক্ত হইতে পারে তাহা হইলে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হইবে। এই উভয় রাষ্ট্রের এখন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হইতেছে নিজেদের ছোটখাট দ্বন্দ্ব বিস্মৃত হওয়া। ভারত ভূখণ্ডের বাহিরে এই দুই রাষ্ট্রকে এখন যেন কোনো পক্ষের প্রয়োজনে যাইতে না হয়; সেই দিকে এই দুই রাষ্ট্রকে মনোযোগী হইতে হইবে।

এইসঙ্গে আরও একটি কথা। যে সব উদ্বাস্তু পূর্ব বা পশ্চিম বঙ্গে রহিয়াছেন তাঁহারা অবিলম্বে যাহাতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করা এখন বিশেষ প্রয়োজন। অগণিত অসহায় ও নিরাশ্রয় লোকের বোঝা বহন করিয়া কোনো রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারেনা। নিজের দেশের অধিবাসীদের বসবাসের পাকা ব্যবস্থা অতি দ্রুতভার সঙ্গে করিয়াই ফেলা অবশ্যই আবশ্যক, কিন্তু কাগজে-কলমে হিসাব-নিকাশে যাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, কার্যত তাহা তত্টা সহজ নয়। অতি দ্রুতভার সঙ্গে কাজ করিলেও ২৬ লক্ষ লোকের বাসস্থান, অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান, চাকুরির ব্যবস্থা ইত্যাদি করা কতটা কঠিন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার।

বাহির বিশ্বে যখন যুদ্ধ বাধিয়াছে, তখন এই দুর্যোগকে আঁচ হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে হইলে এখনেই দরকার আমাদের নিজেদের ঘর সামাল করা। সেই গোড়াগাছের কথাই আজ স্পষ্ট করিয়া বলা হইল। এখনো যদি এক্যবদ্ধ বিলম্ব করা যায়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক দুর্দশা তো বাড়িবেই, রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা এখনই বলা যায় না।

প্রাসঙ্গিক

আমদানি-নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি বিষয়ে সরকারী নীতি ও কার্যকলাপ লইয়া বর্তমানে যেরূপ অসন্তোষের সঞ্চার হইতে দেখা যাইতেছে, তাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। আজকাল বাণিজ্যের বহু সরকারী অনুজ্ঞা বা লাইসেন্স দেওয়া লইয়া অনেক অভিযোগ ও অসন্তোষের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এই সব অভিযোগ যে সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, এমন কথা বলা চলে না। সরকারের ঘোষিত নীতি নিয়ন্ত্রণমুক্তির ও সরলতার ভিত্তিতে রচিত হইতে পারে, কিন্তু সেই নীতি অনুসারে কাজ করিবার ভার সরকারী কর্মচারীদের। কিন্তু এইসব কর্মচারী যদি তাঁহার নীতি বা নিয়মের ধার না ধারেন, তাহা হইলেই যত-সব সমস্যার উদয় হয়, এবং কর্মচারীদের দুষ্কর্মের জন্য দায়ী হইতে হয় গবর্মেণ্টকে। অল্প কতক লোকের কার্যকলাপের জন্য গবর্মেণ্টকে যদি এভাবে দায়ী হইতে হয়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে গবর্মেণ্টের কর্তব্য কী? এক কথায় বলা চলে, ঐসব কর্মচারীকে বরখাস্ত করা। কিন্তু একাজ তো সহজ নয়। এই সব দুষ্কার্যের সহজ ও সরল প্রমাণের আবশ্যক হয় আগে। রাতে-দিনে যা-না-পড়িলে, এইসব কাজে 'ঘুষ নিয়া' জাতের কথা বলা স্বাভাবিক। এই সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি দূর করিবার জন্য জনসাধারণের সহযোগিতার আবশ্যকতা এত অধিক। আর-একটি পথ হইতেছে, কর্মচারীদের কাজের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা বুঝিবেন এজন্য কাজে সতর্ক দৃষ্টিরাখা সব সময় সরকারের বা বাজারের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার চাইতে শক্ত হইবে, এমনও বলা যায় না। এই কারণে লাইসেন্স প্রদান বা আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে, কিছু কমিটি থাকাই সমীচীন বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। এই কমিটির হাতে যাবতীয় বিষয়ের ভার থাকিবে এবং এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ীই আমদানির অনুমতি ইত্যাদি দেওয়া হইবে। ইহার দ্বারা ঠিক ভুক্তিভোগী সরকারী কর্মচারীদের কাজ হইবে সেই নির্দিষ্ট অনুযায়ী কাজ করা। এইরূপ ভাবে যদি কার্য পরিচালিত হয় তবে হয়ত গবর্মেণ্ট অথবা অন্যান্য সূত্রের হাত হইতে রক্ষা পাইব। আমরা জানিয়া খুশী হইলাম যে জাহাজাদি নিয়ন্ত্রণ ও লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে যে সব পদ্ধতি অবিলম্বে তাহা সরল করিয়া দেখিবার জন্য গবর্মেণ্ট অনুরোধ একটি নির্দেশ করিয়াছেন। এই কমিটির কাজ হইবে, প্রথমত, বিভিন্ন পণ্য আমদানির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য বর্তমানে যে প্রণালী অনুসৃত হয় তাহা পরিক্ষা করিয়া দেখা; দ্বিতীয়ত, আমদানি লাইসেন্স আবেদন যে রীতি অনুসারে বাছাই ও বিবেচনা করা হয় তাহা বিচার করা; তৃতীয়ত, আমদানি-নিয়ন্ত্রণের কাজ সুচারুরূপে নির্বাহ করিবার জন্য উক্ত বিভাগ কিভাবে পুনর্গঠিত করা যাইতে পারে, তাহার পথা উদ্ভাবন করা, এবং চতুর্থতঃ এই কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ ও বিষয়ের যথোচিত উন্নতি সাধন। মোটামুটি ভাবে ইহাই হইল এই কমিটির কাজ, কিন্তু এইসঙ্গে পরীক্ষা করা ও সন্ধান করাটাই এই কমিটির কাজ শেষ নয়। তাঁহাদের মত ও নির্ধারিত পথ অনুসারে যাহাতে দ্রুত কাজ করা হইতেছে কিনা, তাহাও এই কমিটির কর্তব্যের ও দায়ীত্বের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। আমরা আশা করিতে পারি, এ বিষয়ে এই কমিটি তাহাদের কার্যের দ্বারা গবর্মেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবেন, সেইসঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের অযথা সতর্কতা ও কর্ম তৎপরতায় উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারিবেন কেবল পুলিশী ধারণার দ্বারা যেন এখনই আতঙ্কিত হইয়া পড়া না হয়, কেবল কমিটি পাহারা কাইয়াও কর্মচারীদের যেমনি সোলাসে ধরা না। এই কমিটির চেয়ারম্যান হন পি. সি. এ মেম্বার ও সেক্রেটারি শ্রীযুক্তপ্রসাদ ঘোলাচার মিলাছি ও নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাদের আমরা সাদরে অনুরোধ করি, তাঁহারা কমিটিকে সুনামের সহিত কাজ করিবার জন্য যেন তাঁহাদের আশা বৃথা না হয়ে, তাঁহারা যেমন যাহিদের কর্মীহিসাবে যেন দেশের দ্রুতর কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখেন।

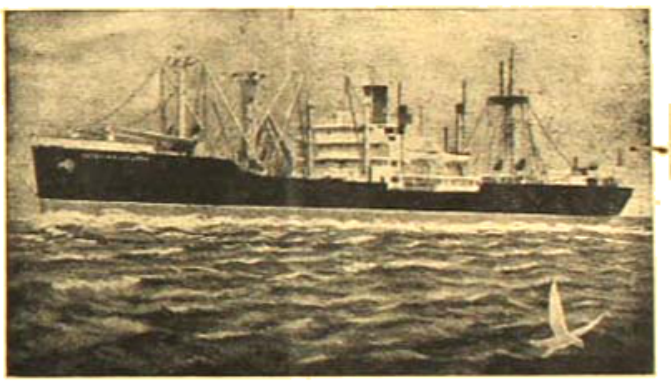

ইণ্ডিয়া ষ্টিমশিপ কোং লিঃ

ভারত, ব্রহ্মরাজ্য ও অষ্ট্রেলেশিয়া

আমাদের বিদেশগামী জাহাজগুলি ভারতবর্ষ হইতে পোর্ট সুদান, পোর্ট সৈয়দ, মিডলেসব্রা, চার্লি, এন্টওয়ার্প, ষ্টকহোম, হামবুর্গ, ডেনমার্ক, গডেন, কোপেনহেগেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় বন্দরগুলিতে নিয়মিত মাল বহন করে।

ভারতের উপকূল

আমাদের উপকূলগামী জাহাজগুলি কলিকাতা, বিশাখাপত্তন, মাদ্রাজ, কানাডা, ইত্যাদি কোলম্বো, কোচিন, মে ঘাট ও অন্যান্য প্রধান উপকূল বন্দরে নিয়মিত মাল ও যাত্রী বহন করে।

আপনার সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী ভারের জন্য এই কোম্পানীর সহিত লেনদেন করিয়া ভারতীয়-বাণিজ্য-বাহনে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

মালের ভাড়া ও অন্যান্য বিষয়াদির জন্য অনুসন্ধান করুন :

ম্যানেজিং এজেন্টস্ঃ লায়োনেল এডওয়ার্ডস্ লিঃ

ডি-১, ষ্ট্রাণ্ড বিল্ডিংস্ কলিকাতা ; ফোন : ৬৮৩১, ৬৮৩২ ও ৬৮৩৩।

পরমাণুর শক্তি

ভারত সবদিক দিয়া আত্মনির্ভরতা লাভের জন্য যাহা করা দরকার বলিয়া বিজ্ঞ মহলে মনে করা হইয়া থাকে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার উৎপাদনে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাইতেছে, এমন সময় ভারতের ভাগ্যাকাশে পরমাণু শক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। তোফায়েল আহমদ ঠিকই বলিয়াছেন, এই শক্তির তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইবে কিনা, তাহা বলা যাইতেছে না। পণ্ডিত নেহরু যেরূপ দায়িত্বের সহিত কথাটি বলিয়াছেন, এ যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি হইতে পারে, তাহার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। বিশ্বযুদ্ধ যদি তখনই না বাধে, তাহা হইলে ভারতের আত্মনির্ভরশীল হওয়া আরও অধিক প্রয়োজন। কেননা, যুদ্ধের ফলে বিশ্বসৃষ্টি হইলে বিদেশ হইতে যাবতীয় সাহায্যের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। ইহা বিবেচনা করিয়া দেশে অধিক পরমাণু উৎপাদনের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ সংকট মুহূর্তে দেশে পরমাণুর উৎপাদন শুরু হইলে, তাহা চিন্তা করা যায় না। উহার প্রয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রের এই পরমাণুর আধিক্যজনিত সংকটের সমাধান আমরা পাইয়াছি। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বেনারস হইতে। বেনারসের কুয়াশায় এক কাঁকি পরমাণু নাকি দুই ঘণ্টা আলোড়ন করে এবং তাহার পর সেই কাঁকের বিপরীত উহার পশ্চিম দিকে চলিয়া যায়। ইহাও উহার প্রয়োগের দিক বলিয়া মনে হয়। পরমাণুকে কবিবার কিরূপ ব্যবস্থা আছে, আমরা তাহা জানার অবসর পাই। কিন্তু আশা করি, ভারত সরকারের দৃষ্টি এদিকে পরমাণু বিজ্ঞানের বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। তাঁহারা এই পরমাণুকে নিষ্ক্রিয় করিবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, অধিবেশন তাহা জানিবার বেসরকারী প্রতিনিধির নাই হইতে তাহা জানা যায়।

শিরালদহে উদ্বাস্তুর ভিড়

শিয়ালদহ দক্ষিণ ইতিমধ্যে অত্যধিক ভিড় জমিয়া গেছে। প্রায় ১৩ হাজার লোক এখানে জমা হয়। গত ফেব্রুয়ারি মাসে হাঙ্গামা বাধিবার পর এ পর্যন্ত ২১ লক্ষ লোক পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। তাহার মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ফিরিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন। কিন্তু এখনও যত জন পূর্ববঙ্গ হইতে আসিতেছেন, তথায় যাঁহারা ফিরিয়া যাইতেছেন তাহা হইতে সে সংখ্যা অধিক। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন কমিশনারের হিসাব অনুযায়ী এ পর্যন্ত এক লক্ষ লোক পূর্ববঙ্গ ত্যাগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা সঠিক হিসাব হইলেও তো থাকিতেছে, এখনো যেন ৮০ লক্ষ লোক উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্ষায় রহিয়াছেন। কেহ কেহ অবশ্য আসামে বিহারে ও উড়িষ্যায় আছেন। ৪০ লক্ষ লোকের স্থান সংকুলান করা সামান্য কাজ নহে। পূর্ববঙ্গের যত স্থানহারা লোক এখানে রহিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে, এখনও আরো উৎসাহী ও উদ্যমী কর্মী। নিয়োগ করা আবশ্যক। সেই সঙ্গে একথাও আমাদের বলিতে হইতেছে যে, বাস্তিগত ভাবে বা কাজের দিক-নির্দেশ ব্যাপারে তাঁহারা যেন নিজেদের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের দ্বারা উদ্বাস্তুদের অধিক দুর্ভোগের কারণ না হন। বহু ক্ষেত্রে দেখানো গিয়াছে পূর্ববঙ্গের যে আর হইতেছে না, একথা ঠিক। এ ক্ষেত্রে যাহারা নিজ পুরে ফিরিয়া যাইবেন, তাঁহাদের মনে অকারণে আতঙ্ক বা অবিশ্বাস সঞ্চার করিয়া তাঁহাদের যেন পথে বসাইয়া রাখা না হয়। দুর্ঘটনায় পড়িলে মানুষের মনোবল নষ্ট হইয়া যায়, পরে ফিরে যেতেছেন তাদের পুনঃ স্থাপনা স্বাভাবিক। কোন্‌টা করণীয় বা কোন্‌টা করণীয় নয়, তাহার বিচারের কোনো শক্তি তখন থাকেনা মানুষের এই অবস্থার সুযোগ লইয়া যাহারা রাজনীতির চর্চা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা বাস্তবিকতা প্রসঙ্গে সতর্ক দিই। পাকিস্তানের উপর যুদ্ধ করিবার দায়িত্বভার আছে। কিন্তু এখন নানা-রূপ পরিস্থিতিতে আর যুদ্ধারম্ভ কি ভাবেই ঘটিবে তাহা সঠিক বলা যায়। ইহাদের উপর চাপের ফলে যুদ্ধারম্ভ প্রতিরোধ হইতে পারে, তাহার জন্য হিসেব চেষ্টা চলিয়াছে। যদি এই চেষ্টা সফল হয় তাহা হইলে আলোচনা শুরু হইবার কথা নয়; উপরন্তু যাহারা উহার হইয়া চলার পথে পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদের সুবিধা সুযোগ হবে বেশি। কিন্তু দেখা যাইতেছে, অনেকের বাস্তিবিশেষ বাস্তি অনবরত প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে, এ চুক্তি সফল হইতে পারে না। কেন পারে না, সে বিষয় কোনো যুক্তি অবশ্য তাঁহারা দেখান না। তাঁহারা কেবল বলেন, ইহাই তাঁহাদের অভিমত। এই দুর্যোগের সময়, এরূপ উদ্ভট অভিমত প্রকাশ বাস্তবীয় বলিয়া আমরা মনে করি না। পাকিস্তান হইতে আগত বাস্তিহারা-প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে পণ্ডিত নেহরু সেদিন বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর অবস্থা এমন ভয়ানক হইয়া আসিতেছে, তাহাতে ভারত ও পাকিস্তানের এখন যোগাযোগ সম্পর্কে পুনরায় স্থাপন করা ঠিক নয়। যুক্তি-তুক্তি যাহার যতই পণ্ডিত নেহরুকে এখন কেন তো আর পাকিস্তান ফিরে যাচ্ছেন না, তিনি নেহরুর পক্ষে কথা বলিয়া পরিচালনা। ফিরে যাবে উদ্বাস্তুদের নেহরু পাকিস্তানের পরমাণুর মনে হইতে পারে। কিন্তু যাঁর ভাবে বিবেচনা করিলে তাহার মূল হইতে যায়। যে যাহা হউক, এখন যাঁহারা উদ্বাস্তুদের প্রকৃত বন্ধুরূপে আছে, তাঁহারা যেন সজাগ হইয়া কাজ করেন, ইহাই আমাদের আবেদন। তাঁহারা যেন উদ্বাস্তুদের প্রকৃত অবস্থা জানিয়া দিয়া প্রকৃত সত্য প্রচারে এগিয়ে আসেন। রাজনীতি আমরা অনেক করিলাম, মানুষের কাজ করিয়া আর রাজনৈতিক চর্চা না হউক। যুদ্ধের কালো মেঘ যখন আকাশ ছাইয়া আসিয়াছে, তখন বিদেশের আশা এ সময় পোষা পাখি নয়। বাংলার মেয়েরা যেন ইহা বিবেচনা করিয়া দেখেন।

পেন্সনভোগী মালিকদের সাজা

বারাণসী হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেল যে স্থানীয় মেসে কলের জনৈক মালিকের বৈদেশীক বিনিময় আইন ভঙ্গের অভিযোগে সশ্রমিক ৯ মাস কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। উক্ত মালিক নাকি ৫০টি বিদেশ ভ্রমণ বিনিময়ের সম্পদ করে এবং একবার ছোরাকারবারে লিপ্ত হয়। যে মালিককে লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়া হইল, তাহার আয়ের কত লক্ষ টাকা জমিয়াছে, তাহার হিসাব অবশ্য পাওয়া যায় নাই, পাইবার কথাও নয়। উক্ত মালিক ৫০ বার ছোরাকারবার করিয়াছে, কিন্তু আয়ের কত অংশ-মাত্র যে এই ভাবে করিয়া প্রকৃত অর্থ লাভ করিয়াছে তাহার উপর নাই। এইভাবে অপরাধে বহিত করিয়া মুনাফা করিবার যেরূপ ব্যবস্থা বাস্তবীয়ে বর্তমানে চালু হইয়া গিয়াছে, ইহা হইতে ব্যবসায়ী-দের অধিকাংশ মুক্ত হইতে পারিবে। এই ব্যবস্থাকে আমরা যে আন্তরিক ধিক্কার দিয়াছি তাহা বলা অনাবশ্যক। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। তৈলে ভেজাল দেওয়ার অপরাধে ৯ মাসের জেলে হওয়ার সংবাদে ইতিপূর্বে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখিয়াছি অপরাধের তুলনায় এত কঠোরতা অবলম্বন নয়। তৈল বীজ নিয়ন্ত্রণ আইনে শাস্তির কথা আছে, তাহার জন্য সাজা হওয়াও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তৈলে ভেজাল দেওয়া আমরা আরও অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু সেজন্যে সাজা হওয়া হয় না কেন, ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। আমরা আশা করি, ইহার পর ভেজালের ভেজাল সম্পর্কে যেন যার যার ভেজালটা ভেজাল না থাকে। অপরাধের আসল হিসাবটা ধরিতে যেন ভিন্নতর ভুল না হয়। আইনের যদি অবশ্যক ছিদ্র ভেজাল থাকা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আইন পরিবর্তন ও সংশোধন করা দরকার।

(বেতারের ১২০ পৃষ্ঠায়)

বাংলার কাঁচা রেশমের শিল্প

পশ্চিম বঙ্গের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বিপুল অঞ্চলের জীবিকানির্বাহের উপযোগী শিল্প গড়িয়া তোলা দরকার। এই কারণে নূতন নূতন পথ আবিষ্কারের প্রয়োজন বর্তমানে যেমন অধিক দেখা দিয়াছে। একদিকে বাংলা রেশম শিল্প বিশেষ কয়েক শতাব্দীর ঐতিহ্যের অধিকারী; কিন্তু বহু বার বহু প্রকার রে-রৈখিক্যের শিকার হয়। বর্তমানে তাহার পুনরুজ্জীবন আরম্ভ করা হয়। পরে সমস্ত জমিদারী রেশম শিল্পের দ্বিতীয় মহিলা প্রবর্তন করা হয় ও একটি রেশমশিল্প গবেষণা গঠন

ব্রিটিশ-ভারত ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ১৯৫০ সালের বিভিন্ন রেশমকীট ডিম ও রেশম শিল্প গবেষণা-পরিচালনা এক সাধারণী হয়। ডিমের আকার ও রঙবেরঙের রেশম শিল্প রেশম ডিমের উৎপাদনকারী সমিতিগুলি, মালদা ও মুর্শিদাবাদ রেশম শিল্প সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া ও অন্যান্য রেশম শিল্প সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত সমিতি হইবে।

বৃহত্তর ভারতের সকল রাজ্য ও ভারত বিভাগের বিভিন্ন রাজ্য হইতে রেশম শিল্প সম্পর্কে পরামর্শ লইতে পারে। ভারত সরকারের এই সমস্ত সমিতি পরিচালনা করিতে কয়েকটি বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছেন। তার মধ্যে ৩৭ জন উৎপাদক রেশম ব্যবসায়ী ভারা হইয়াছেন। আর সমিতিগুলি ব্যবসায়ীর রেশমশিল্প অঞ্চলে রেশম রেশমশিল্পের প্রসার উন্নতি পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন। এই বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার হইতে আবহাওয়া করিয়া একজাত উৎপাদ আমাদের রেশমী কীটা রেশম উৎপন্ন করা। কীটা ভাল আবহাওয়ার উপযোগী নিয়মগুলির ভাষা নির্দেশ করিয়া থাকে। কৃষি মৃত্তিকার ভাইলোলা হইতে উৎপন্ন রেশম কৃষির নমুনা নমুনা আমাদের আমাদের রেশম কৃষির প্রোত্ত করিতে হইবে।

এখানকার ডিমের হইতে আমাদের কীটা রেশম আমাদের সম্পর্কীয় পরিচালনা করিয়া আমাদের করিতেছে। ঐ সকল পরিচালনা-সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনার পরে ঐতিহাসিক পুনরুজ্জীবনের পরীক্ষা করার জন্য একটি মূল কমিটি নিযুক্ত হয়। কমিটির কার্যকারিতার প্রতিনিধি ঐতিহাসিকগণের সমন্বয় হয় তাহা কর্তৃক প্রতিটি একটি পরিচালনার অধিবেশন আমাদের হয়।

মোটা রেশম রেশমের পরিচালনার প্রধান কারণ আমাদের রেশমশিল্প ঐতিহাসিক কমিটি। কি সাধারণের কাছ তাহার আমাদের আমাদের প্রধান এবং ঐ রেশম রেশমশিল্পের বিভিন্ন উন্নতি করিবার যে সম্পর্কে এক বিস্তৃতি প্রধান করেন। তিনি মোটা রেশম বোর্ড কর্তৃক আমাদের রেশম বিশেষজ্ঞ অনেকের ও তাঁহা রেশম ব্যবসায়ীরা। তার মোটা উন্নত সমাধান সমস্যা সংক্রান্ত জন্য আমাদের প্রেরিত করিয়াছিলেন।

মোটার স্থায়ী কমিটি গঠন

আমাদের প্রধান কারণ আমা আর ও সর্বজন সমস্যার তত্ত্ব পূরণার মোটা রেশম বোর্ডের সভাপতি সভাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের শ্রী বি এন ঘোষ, আমাদের ঐতিহাসিক কুমার চৌধুরী, বাঙ্গালোর শ্রী ই ই আমাদী রাও, মোবাইলের শ্রী এম বি বৈদ্য ও মহীশূরের ডিং সাধনমূর্তির আমাদের লইয়া মোটার স্থায়ী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

রেশমশিল্প কুশলাদি প্রাথমিক ইতিহাস কমিটা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমাদের তাঁহার ৫৩৩ বছরের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা বিষয় করিয়া বলেন যে, এখানকার রেশম শিল্প একটা মূলধন শিল্প। আমাদের ডিমগুলি রেশম পরিচালনা করিয়া করিয়া বলেন। ইহা হইলেই বুঝা যায় যে, প্রয়োগের অবস্থানাধীন রেশম শিল্প কত মূলধনে বলিয়া করিয়াছেন।

আমাদের ও বাঙ্গালার রেশম শিল্প এককালে যে গৌরবময় আসন অধিকার করিয়াছিল, তাহা বলা আবশ্যক। ইংরেজ বণিকেরা করে এক বিদেশী শাসনতন্ত্রের উপনিবেশের করে এখানকার রেশম শিল্প ধ্বংসের পথে চলিয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর আমাদের আরম্ভ হইতে প্রায় ১৫ লক্ষ পাউণ্ড রেশম পাকাকার রেশমসূত্র রপ্তানি হইত। তার এককে আমাদের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমানে আমাদের প্রায় ৯০ লক্ষ পাউণ্ড রেশমজাত সূত্র, রেশম সূতা ও তাঁতা রেশমের প্রয়োজন। চলতিবিধায় ১০ লক্ষ পাউণ্ড আমাদের উৎপন্ন হয়। আর ঐ ১০ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক আমাদের আমদানি ও লক্ষ পাউণ্ড এখনো বাকিটা রেশম উৎপন্ন হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ও আমাদের রেশম শিল্প পুনর্গঠন রেশমের পুনরুজ্জীবনের কমিটির চেষ্টা চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের যে বিপুল জনসংখ্যা—তাহার জীবিকা সংস্থান কমিটার উপযোগী অতি অল্প পরিমাণ জনসাধারণ এখনো পরিচালনার উপযুক্ত হয়। উপর জনসংখ্যার আমাদের জীবিকানির্বাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গের এখনো নূতন নূতন পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এজন্য উপযোগিতে বিভিন্ন প্রকার উপযোগ শিল্পের আমাদের প্রসার করিতে হইবে। আর রেশমের চাষ রেশমের একটি প্রয়োজনীয় শিল্প হিসাবে উপযোগিতের সাহায্য আনিতে পারে।

সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন

এই রেশম শিল্পকে যদি প্রতিযোগিতার উপযোগিতে না, তাহা হইলে উহাকে বাহিরের রেশমজাতির প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। সেই জন্য আমাদের রেশমের জন্য এই শিল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থা করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ ও মালদহ এই দুইটি জেলায় একদা রেশম শিল্প সমৃদ্ধিশালি ও উন্নত হইয়াছিল। এককালের প্রায় ৩ লক্ষ লোক এই রেশম শিল্পে নিযুক্ত থাকে। রেশম শিল্পই কৃষির পরের ডিমিতে আমাদের উন্নতকার করিয়া তোলা হইতে পারে এবং উপযোগিতে এই শিল্প গ্রহণ করিতে পারেন।

আমাদের প্রধান লক্ষ্য প্রকারের রেশমকার তৈরাই যে এই প্রাথমিকের সমস্ত করিয়া তাহা বিশেষ আমাদের হয়। উহাতে আমাদের পূর্বাঞ্চলের বাজারগুলির উপযোগ অধিক প্রকারের রেশমকার তৈরা ও রেশম শিল্পের সমাধান করা হইয়াছে। আমাদের যে সমস্ত রেশম উপযোগ হয়, পশ্চিমবঙ্গ আমাদের বিশ্ব বিদ্যা তাহাদের তৃতীয় স্থান আছে। প্রথম দুইটি তাহা ওইয়াছে, আমেরিকা ও জার্মানী। বাঙ্গালা ঐ তালিকার চতুর্থ স্থানে আছে। এক বিশ্লেষণে জানা যেটি ১৮ হাজার এক রেশম চাষের জমি আছে ও হাজার একর জমি পূর্বাঞ্চলে পরিচালিত। উপযোগের বিশ্ব রেশমের পশ্চিমবঙ্গের অংশ খুব অধিক হয় নাই।

(১১১ পৃষ্ঠার পর)

পাকিস্তানের গল্প

গত দুই বছর ধরিয়া পাকিস্তানের যে কয় লইয়া আমাদের অধিক উচ্চ হইয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। বিদ্যি ও তরুণদের মধ্যে এই গল্প ঘটিয়া অনেক পরিবারেও হইয়াছে; কিন্তু এখিল মাস হইতে এ পর্যন্ত কোনো একটা বিষয়ের পৌঁছানো যায় নাই। কোনো নিয়মের পৌঁছিবার প্রথম বাধা হইয়াছে হয় নাই। পাকিস্তানের জন্য হইয়াছে এই যে, তাহারা অনেক বিষয় আলোচনা করে করে যায় বিষয় পৌঁছয় হইয়াছে। ইহা ঠিক হইতে পারে। কিন্তু একটা কথা বিস্মরণ আছে। পাকিস্তান হাজার হাজার মৌবাসির মধ্যে ৭০ আনা মধু যায় বিষয় তরিয়া থাকে, সেই মধু আমাদের বিশেষ ১৫ টাকা মণ দরে যে বিষয় তরিতে পারে। এই দুই মধ্যে একটা পার্থক্য হাজার হেতু আমাদের আছে। তাহাদের এখন গল্পের চাহিদা অধিক,

(শেষাংশ ১১১ পৃষ্ঠায়)

সংবাদ সংকলন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[

পণ্যদ্রব্যের বাজার

খাদ্যশস্যের সুপরিকল্পিত-চাষ

ইহা আমাদের সুখের বিষয় যে গত কয়েক বৎসরের পর এইবার প্রথম আমরা খাদ্যশস্যের যোগান বৃদ্ধিতে লক্ষ্য করিলাম যে, আমাদের খাদ্যের উৎপাদন সন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের জুন মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই এক বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইয়াছে। এরূপ খাদ্যশস্য বৃদ্ধির ফলে ১৯৪৯ সালে যে বৎসর শেষ হইবে, সেই এক বৎসরে বিদেশ হইতে আমদানি খাদ্যশস্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ১০ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে, ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে বিদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছিল ৩৭ লক্ষ টন। ইহার ফলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ১৯৫০ সালের জুন মাসে আমাদের আর বিদেশ হইতে খাদ্য সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে এখনি যে খুব নিশ্চিন্ত হওয়া যায় এমন নয়। কেননা, অনেক পতিত জমি চাষের আওতায় আনিয়া এবং জলসেচের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া খাদ্যশস্যের যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু অনুরূপ স্থায়ীভাবে করিতে হইবে যে, অধিক মাত্রা রাসায়নিক সারের আমদানি সম্ভব করিয়াছে, এবং এই ভাবে খাদ্য-উৎপাদনের জন্যে আর বৈদেশিক সেবা নিতে হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু এই প্রকারে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা উচিত হইবে না। এদিকে পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে হইলে যত প্রকার সম্ভাবনার উদ্ভব হইতে পারে, গবর্নমেন্ট তাহার সে সম্বন্ধে খুব সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। যেমন, প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক যে, অধিক পরিমাণ অধিক চাষ করা ও বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতিতে চাষ করা সম্বন্ধে গবর্নমেন্টকে পরিকল্পনা ও আয়োজন চাউলের জন্য প্রতি বৎসর বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। ইহা বোধহয় বলা চলে যে, অধিক শস্য ফলানোর পূর্বে কোন্ শস্য কতটা ফলানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং কিভাবে যে ব্যবস্থা করিলে অধিক উৎপাদন পাওয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে গবর্নমেন্টের বিশেষ ভাবে পাওয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে গবর্নমেন্টের কার্যকরী ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে।

খাদ্যশস্য উৎপাদনের বিভিন্ন পরিকল্পনা ছাড়া তাহার সঙ্গে গবর্নমেন্টের অধিক মনোযোগ রেলওয়ে আমাদের বলিয়া আমরা বিশেষভাবে করি। যেখানে শস্য অধিক পাওয়া যাইবে তাহাই সেখান হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমাণ ঠিক মোত অধিকে ও ঠিকটা অধিকের পর যা পাই যা ফুলা উৎপাদন অধিক হইবে সুষ্ঠু হইবে তাহার হিসাব করিয়া রাখিতে হইবে। খাদ্য-শস্য উৎপাদনের সময় আমার হিসাব করিয়া রেখিতে হইবে এই অভাবের সময় কোন্ অঞ্চলে কতটা পরিমাণ উৎপাদন করা হইবে। কোন্ সময় কোথায় কত শস্য আমদানি করিতে হইবে তাহার হিসাব করিয়া রেখিতে হইবে।

একটী সংবাদ পরিবর্তে আমরা একটী সংবাদ যদি চাহিয়া বিটারের চাহিলে অসাধারণ তাহাতে দুঃখ হয় না। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আমাদের খাদ্যশস্যের উৎপাদন কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাউলের পরিমাণ হ্রাস করিয়া উৎপাদিতে এর বিশেষ চাহিদা অসাধারণের আশা হয় যে, দেশে যাবতীয় খাদ্যশস্যেরই উৎপাদন পরিমাণ। কিন্তু চাউলের অভাব অটিয়াছে এ জন্য যে উহার চলিয়াছে, একথা সাধারণের পক্ষে মনোবল করা কঠিন। এই কারণের দেশে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন করিয়া তাহার বিভাগ করা এই বিশেষ অনুযায়ী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টার প্রতিযোগিতে করিয়া প্রতি-বছর করিয়াছেন যে, বর্তমানে যাহার উপর নির্ভর করিয়া কৃষিকা দেওয়া যায় না; খাদ্যের অবস্থা অন্যান্য জিনিসের দিকে দেখে গবর্নমেন্ট এ-বিষয়ে বিশেষ করিয়া দেখিতে পারেন নাই। সমস্ত পৃথিবী হইতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এই কারণে এরূপ আশা অবশ্য করেন না। কিন্তু পার্থিবী পরিস্থিতির যেরূপ যে উন্নতি হইবে, তাহাতে আশা এই করিতে করেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে বিশেষ আর ব্যাপারে খাদ্য আমদানি করিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করার বিষয়েই বিশেষ জোর দেওয়া বাঞ্ছনীয় বিবেচনা।

গত ২৯১ জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বিদেশ হইতে প্রায় ৬৬ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হইয়াছে। ইহা বলিয়া গত ১লা জানুয়ারী হইতে এ পর্যন্ত বিদেশ হইতে ৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টন খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানি করা হইল। ইহার মধ্যে আসাম ৩২ হাজার টন গম ও ৭৭ হাজার টন চাউল আসিয়াছে।

আশা করা যাইতেছে ১৯৪৯-৫০ সালে যে পরিমাণ অধিক ফসল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে, তাহা গত বৎসর অপেক্ষা সম্ভবতঃ ২৫ লাখ বেশি। এবং রেলওয়ের উৎপাদন সম্ভবতঃ ১৫ লাখ টন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চিনি

এখনকার আমাদের বাহার তাহাতে আমাদের বাজারে বিভিন্ন চিনির বাজার অনিশ্চিত আছে। আমাদের পাইকারী দর কিছুটা কমিয়াছে। এজন্য আশা করা যায় যে, ফেব্রুয়ারির বিভি-বিদেশের নতুন কারখানার উৎপাদন" সাহেব পরিচালক চিনি আসিয়া পৌঁছে নাই। বাজারে এমনকার চিনির অনিশ্চিত বাজারের বৃদ্ধি পাইতেছে।

পাইকারী বিভিন্ন দর হইতেছে এইরূপ—আসাম ৩১৶, বিহার ৩১০, বীরাট ৩৯৶০, কানপুর ৩১০, কলকাতা ৩৯৶০, কলিকাতা ৩১৯, বাম্বাই ৩৯৶, মোরাই ৩৯৶।

এখন আশা করা যায় যে, দেশে চিনির ঘাটতি পূরণের জন্য আমরা সরকার বিদেশ হইতে এক লক্ষ টন চিনি আমদানির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের সহিত এ-বিষয় আলাপ আলোচনা ও পত্র-বিনিময় হইতেছে। এইরূপ আশা করা যাইতেছে, গত বৎসর আমাদের চিনির টানাটানি যাহা অনুভব করিয়াছি, এবার তাহা হইবে না।

কলিকাতা গবর্নমেন্ট এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়াছেন যে, আমদানির বাহিরে চিনি আমদানি করা হইবে না।

গুড়

আমাদের বিভিন্ন স্থানে গুড়ের বাজার স্থির আছে। উহার প্রয়োজনের তার যে সব উহার অনেক নতুন করিয়াছে, সেইরূপ এলাহাবাদ গবর্নমেন্ট এক হুকুম প্রচার করিয়াছেন। বিভিন্ন বাজারে যে পরিমাণ গুড় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার পরিমাণও যথেষ্ট। গুড়ের আরও বেশি-প্রাপ্তির এই পরিমাণ আরও হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয়। কানপুরের বাজারে গুড়ের দর বর্তমানে মণ প্রতি ৩১৬/০।

যানবাহনের সুবিধার জন্য হঠাৎ বিভিন্ন স্থানের নতুন গুড় স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণের অনেক সুবিধা হইয়াছে। বোম্বাই অঞ্চলের ও লৌহাটী এলাকা এরূপ ভাবে চিনি বন্ধি করিয়া রাখিয়াছে। কলিকাতার চিনির গাড়ির বেশি, পাওয়া সুতরাং উৎপাদনের বৃদ্ধির সুযোগ। বোম্বাই ও মাদ্রাজ গুড়ের চাহিদা অনেক কম। গুড়ের পাইকারী দর এইরূপ আসানা ২১৪০, বিহার ৩৩৲, বীরাট ৩৩৲, কানপুর ৩০৯, কলকাতা ২৯৲, কলিকাতা ৩২৬ মাদ্রাজ ৩৩৲, বোম্বাই ৩২৪/০।

গত ১লা জুলাই হইতে মাদ্রাজ গবর্নমেন্ট গুড় রপ্তানি নিষেধ করিয়া আদেশ জারি করিয়াছেন। এই আদেশের ফলে গুড় ফেরতযোগ্য নিয়মে ও চড়ে প্রায় ফেরতযোগ্যের ব্যবস্থা হইবে। এর ফলে ছাড়া অন্য কোনো ভাবে রেহাই করা যাইবে না, এমনকি পাকিস্তানের জন্য। প্রতি তিন মাসে মাদ্রাজ হইতে ৭৫ টন গুড় বিদেশে ও অন্যান্য প্রাদেশে পাঠানো চলিবে বলিয়া আদেশে বলা হইয়াছে। এই আদেশ ১৯৫১ সালের জুন মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। কলকি আশা করা যায় যে, ১৯৫০ সালে যে পরিমাণ গুড় রপ্তানি হইয়াছে, বর্তমানে সেই পরিমাণ রপ্তানি করা চলিতে পারে।

শেয়ার বাজার

পাটের বাজারের বিশেষ উন্নতি

কলিকাতা, শনিবার, ৮ই জুলাই—এ সপ্তাহে পাটের বাজারে বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। পাটের মেয়াদের জন্য বাজার পরিষ্কার ছিল, এবং ব্যবসায়ের চাহিদার চলন বিভিন্ন মেয়াদের দরে উন্নতি দেখা যায়। ২৪৫৲ টাকা দরে বালা মেয়াদের কেনা-বেচা হয়। কিন্তু কেনাবেচার বিশেষত্ব ছিল এই যে, সপ্তাহের শেষে, ডেলিভারি দরে ৯ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২৪৯৲ টাকা হয়। বেলেঘাটিয়ার ২১৭৲ টাকার ও চুনোপাই ২৩১৲ টাকা দরে কেনা-বেচা হয়। কলা বিভাগে বিশেষ-কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। ১৬৫০ টাকা দরে দরের কাজ-কারবার করে; বেল ৫১৫ টাকা পর্যন্ত ওঠে, ১৫ই বেলেঘাটা ৫১৫ টাকা দরে।

ইউনিভার্সাল বিভাগে ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের মেয়াদে কথা কিছুর উন্নতি ও কারবার দেখা যায়। পরিমাণে ছিল কম, এবং ব্যাঙ্কের চাহিদার জন্য এর মূল্য বৃদ্ধি পায়। ৩০৲ পর্যন্ত ওঠে, ইহা বন্ধকী-মূল্য ৫১৲ টাকা পর্যন্ত ওঠে, ব্যাঙ্কস্ ১৬৫ দরে ব্যাঙ্ক-কারবার করে।

বিবিধ বিভাগে কোন ভালো কথা ছিল না, ইণ্ডিয়ান ডক সেকুরিটিজ পর্যন্ত দরে কিনিবার জন্য খরিদ্দার ছিল, আশানুরূপ ব্যবসা ২১৮৲ দরে কেনা-বেচা হয়। ডায়া বিভাগে কাজ-কারবার কয়েকটি মেয়াদ পর্যন্ত কাজ-কারবার হয়। বিশেষ দরিয়া ব্যবসা ৯ জুলাই মেয়াদে এই দিন কেনা-বেচা হইয়া থাকে।

এবার সপ্তাহে বিদেশ বাজারের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না। পাটের মেয়াদের প্রতি হাজারে আরও দুই দিনের সময় পরিবর্তিত হয়। ইহার ফলে বন্ধ ও দিন অপেক্ষা আরও সাধারণ বৃদ্ধি পায়।

অনুসারের বন্ধ উন্নতি ১৯১৮ আনায় ধারায়। বালা ২৪৯৲ টাকা দরেই স্থির থাকে। কিন্তু ব্যবসায়ের বন্ধ কিছুটা হ্রাস পায়। ২৪৯৲ টাকা হয়। ক্যালেকোনিয়ার স্টোর ২০৫৲ টাকায় উন্নতি আসে, কিন্তু চাপরানির বন্ধ ১৮৯৲ টাকায় নামিয়া যায়। বাকুরা ২৯৯ ও ৯৭৲ টাকায় স্থায়ী-নামা করে। হিন্দিয়ন ২১৯৲ টাকা দরে কেনা-বেচার কাজ করে। বেলেঘাটা ১৫২৲ টাকা দরে স্থির থাকে, ও চাপরানির বন্ধ ২৬৮ আনায় অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়।

কলা বিভাগে এই দিন কেনা বা বিক্রয়ের আগ্রহের বিশেষ আভাস দেখা যায় না। বরাবর ১৬৫০ টাকা দরে স্থির থাকে, বেলের ৫১৫৲ টাকা দর হয়।

ইউনিভার্সাল বিভাগের আগ্রহের অভাব দেখা যায়। ইহার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ইণ্ডিয়ান আয়রনের মেয়াদ। এই মেয়াদের বন্ধ ২৯৯৮০ ও ৩১৮০ আনার মধ্যে ওঠা-নামা করে।

বিবিধ বিভাগের মেয়াদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। কালকাটা ট্রাম ১৭৮০ ও বি আই কর্পোরেশন ১৮০ দরে সাধারণ কাজ-কারবার করে। টীমার মেয়াদ ২৪৮০ আনা ৯৫ পর্যন্ত কেনা-বেচা হয়।

পাটের বাজারের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাইতে থাকে। সুতরাং বিদেশ হইতে ইহার বন্ধ বৃদ্ধি পায়; ইহার ফলে সপ্তাহ ভরে সমস্ত বাজারের অবস্থারই পরিবর্তন দেখা যায়। পাটের বাজারে সকলের উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়, তাহা অবশ্য বিলম্বে মূল্যবৃদ্ধি করা বিদেশের অবস্থারই আনুষ পরিবর্তন বলিয়া বলা চলে।

গুদাম গুদাম পরিমাণে চাহিদার ফলে মেয়াদের বন্ধ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আগেরা ইণ্ডিয়ার বন্ধ ২৯৯৲ টাকা পর্যন্ত উঠিয়া যায়। অনুসারের বন্ধ হয় ২৪৫৲। বেলেঘাটার এক সাহে ২১৲ টাকায় উঠিয়া যায়। ই.ই ইউনিভার্সের বন্ধ ২০৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০৲ টাকায় পৌঁছে।

ইউনিভার্সাল বিভাগে পূর্বদিন অপেক্ষা অধিক কেনা-বেচার কাজ হয়। ব্যাঙ্কের মেয়াদের প্রতি হাজারের আগ্রহ দেখা যায় এবং ৮৲ টাকা দরে এই মেয়াদ কেনা-বেচা হয়।

বিবিধ বিভাগে মেয়াদের পূর্বদিন অপেক্ষা এই দিন উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কলা বিভাগের আগ্রহ দেখা যায়। অনেকটা ব্যাঙ্কার-কথা চলের মেয়াদ কেনা বেচার কাজ হয় অল্প পরিমাণে।

সপ্তাহের শেষের দিকে ও কলিকাতা মেয়াদ বাজারের দৃষ্টি পাটের বাজারের দিকেই নিবদ্ধ থাকে বলা যাইতে পারে। পাটের বাজারের প্রতি মেয়াদের এই আগ্রহের ফলে মেয়াদের বন্ধ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বিভাগে সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য মেয়াদ আগেরা-বাঙ্গুর, ইহার বন্ধ অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়া ২৪৫৲ টাকায় দিন শেষে মেয়াদের আগ্রহের ফলে অতিরিক্ত ১৪২৲ টাকা দরে কেনা-বেচা হয়।

ইউনিভার্সাল মেয়াদের বাজারে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। ইণ্ডিয়ান আয়রন এই দিন ২৯৯০ ও ২৯৮০ আনার মধ্যে ওঠা-নামা করে। কলা বিভাগে পূর্বদিন অপেক্ষা অধিক কর্মতৎপরতা দেখা যায়। বিবিধ বিভাগের মেয়াদ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কিছু ঘটে না। আগেরা ব্রুয়ার্স ২১৮০ পর্যন্ত ওঠে, চাপরানি টোবাকো বন্ধ হয় ২১৮০, টীমার মেয়াদের বন্ধ হয় ২৪৮০। চায়ের মেয়াদ স্থির থাকে। বাঙ্গারী ও এসেনবাড়ী ২৩৮০ ও ১৩৯০ আনায় কেনা-বেচা হয়।

সপ্তাহের শেষ দিনও বাজারের অবস্থা ভালো ছিল। বিশেষ পাটের বাজারের কার্যতৎপরতা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

বাজারের হালচাল

[বাজার খরচাদীন দর]

সরকারী কাগজপত্র

৩½ সুদের (১৯৪৭) ৯৭৷০, ৩½ সুদের (১৯৫৫) ১০১৷০, ৩½ সুদের (১৯৬৩—৬৪) ১০০৷০, ৩½ সুদের (১৯৭০—৭৫) ৯৯৷০, ৩½ সুদের (১৯৮০—৮৩) ৯৯৷০।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক (প্রেসিডেন্সী) ৫৬৮।

কাপড়ের কল

বেঙ্গল ল্যাম্পস ১১৫৲, বেঙ্গলোমস ১৮৲, বঙ্গলক্ষ্মী ৯৬৲।

কয়লা খনি

অ্যাসোসিয়েটেড লাইকনি ২৮৲, বেঙ্গল ১৫৲, বরাকর ১৭৮৲, ঝোরিয়া ৩২৲, ডুলনিয়া ৪৮৲, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৩৲, অক্সফর্ড কাম্বোরা ৪৲, রাণীগঞ্জ ৬৲, সেন্ট্রা ১২৮৲, সাউথ করণপুরা ২৪৲, ওয়েষ্টার্ন বেঙ্গল ৩৮৲।

পাটকল

আগর পাড়া ১৪৮৲, অ্যাংলো ইণ্ডিয়া ১৯০৲, অরুণাচল ১৪০৲, বেঙ্গল ১৭৪৲, বজবজ ২৪০৲, বালী ২৪৫৲, বরাহ ১২৫৲, টাঙ্গাইল ১২০৲, বেলেঘাটিয়ার ২৯৯৲, ঘাটাল ৩০০৲, গৌরীপাড়া ৮২০৲, হাওড়া ৩০৮৲, ইণ্ডিয়া ১৭৭৲, জগদ্দলী ২৮৯৲, কাকিনাড়া ১৫৪৲, হাজেরা ৯৲, ইউনিয়ন ২২২৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩৮৲, মুসাদুরী ৭৮৲, ব্রিটিশ কর্ডেজেস ২৯৲।

চিনি

বালসুর ২২৮৲, অন্যান্য ১১৲।

চা

বাগিয়ারা ৪১৯৲, কোদালা ১০৮৲, রাজঘাট ১৪৮৲।

বিবিধ

আলিপুর ব্রুয়ার্স ২৫৮৲, আসুমিয়ারা কর্পোরেশন ৬৮৲, বাঙ্গার নদী ৩১৯৲, ডি আই কর্পোরেশন ৮৫৲, ওয়েস্টার্ন ডোম ৩০৫৲, আমিয়ান মোল্ড ৫৮৲, ইণ্ডিয়ান কেব্‌ল ৫১৲, কার্টিজ মেজারস ১৫৲, ডিকসন ইন্সুলেটেড ৫৮৲।

ফিনান্সিয়াল রিপোর্টার এণ্ড পাবলিসার্স লি ৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ... কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত ভারত মিঃ এর পক্ষে ... কর্তৃক ... প্রেস, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রণপদ্ধতি:—

RBGD. No. C. 3109

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ১৯শ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২রা শ্রাবণ ১৩৫৭ ইংরেজী ১৭ই জুলাই ১৯৫০ [মূল্য ৷৹

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১১৭
দরবৃদ্ধির সূচনা	
প্রাসঙ্গিক	১১৯
বন্যাত্রাণ ব্যয়	
গণতান্ত্রিক সমাজবাদ	
ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য	
চালের বদলে ধান	
প্রাসঙ্গিক	১২০
অপ্রয়োজনীয় আমদানি	
সংবাদ সংকলন	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
তুলা সম্ভাবনায় তুলা বৃদ্ধি	
সেরার বাজার	
পাটজাত সেরাদের মধ্যে উন্নতি	

দরবৃদ্ধির সূচনা

গত কয়েকদিনের মধ্যে কলিকাতার বাজারে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দর হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ বিদেশে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া কিছু মুনাফা করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছেন. এই মূল্য বৃদ্ধি দেখিলেই তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। নিম্নে আমরা কয়েকটী দ্রব্যের পূর্ব-দর ও বর্ত্তমান দর দিলাম—

পণ্য	পূর্বের দর	বর্ত্তমান দর
আদা	৫৲	৬৲
মরিচসহ বাদি	১৸৹	৫৲
পিঁয়াজী বাদি	১৸৹	১৸৹
রসুন বাদি	১৸৹	৫৲
লবঙ্গ	২৷৹	৪৲
দারচিনি	৪৲	৮৲
জুমা	২৲	২৷৹
[illegible]	৩৲	২৪৲
[illegible]	৪৲৹	৬৹
[illegible]	৪৲৹	৬৲৹
[illegible]	৪৹	৬৲৹
[illegible]	৪৲৹	৬৹
[illegible] ([illegible])	৸৹	৸৹

জোনাকী (আন্ত)	৯৫
ঘটক	৯০
চৌতা	
ধূপ	
কর্পূর	
কাপড়	

মোটামুটিভাবে অনেকগুলি দ্রব্যের দর-বৃদ্ধির মাত্রা দেখানো গেল কিন্তু ইহাই সব নয়। এইসব দ্রব্যের দর বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া রূপে বাজারে তাঁত সরঞ্জাম অতিরিক্তকারী যাহ-পান ইত্যাদি সব জিনিসের দামই বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ বাধিল কোরিয়ায়। তাহার সহিত ভারতে কোনো যোগসাজস নাই। ভারত পরিষ্কার ভাবে তাহার নীতি ঘোষণা করিয়াছে। কোনোভাবে এই যুদ্ধে ভারত লিপ্ত হইতে রাজি নহে, কোনো শক্তিগোষ্ঠীর সহিত যুক্ত হইতে তাহার মনস্থ নহে। এরূপ নীতি জানা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা এই সুযোগ হারাইতে রাজি নহেন। কোনো ভাবে যদি ইহা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয় তাহা হইলে দুনিয়া কিকোরে যাইবে কোনো প্রকার অসুবিধা না হয় তাহার জন্য এখন হইতেই তাঁরা প্রস্তুত হইতেছে। ব্যবসায়ীদের এই অযোক্তিক ভাবের নিন্দা করিবার ভাষা আমাদের নাই। আমরা শুধু ইহাই কামনা করিব যে, তাহাদের এই ইচ্ছাশক্তি ধূলায় ধূসরিত হোক। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, দরবর্ধনের এই অস্বাভাবিক অবস্থায় সঞ্চিত মাল খাড়া, এইরূপ একটা অস্বাভাবিক আইন প্রণয়ন বাঞ্ছনীয়। সেই আইনের দ্বারা এই অসৎ ব্যবসায়ীদের শাসন করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ছোটখাট ব্যবসায়ীরাও যে এই সুযোগ গ্রহণ করেন নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু যে মহাজনের নিকট হইতে তাহারা মাল আনয়ন করে, তাহারাই যখন চড়া দাম লইতেছে, তখন খুচরা ব্যবসায়ীরাও উচ্চ মূল্য দাবী না করিয়া পারেনা। নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার ফলে নানা মহলে নানারূপ দাবী দাওয়া জানানো হইয়া থাকে, কিন্তু এখন তো মনে হয়, যাবতীয় দ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণ বসানোই কর্তব্য কিন্তু তাহারও বিপদ আছে। তাহাতে সব জিনিষ সমূলে মার্কেট অন্তরালে চলিয়া যাইবে। এইসব ভাবিয়া বস্তুবিক্রয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হইয়া পড়িয়াছে।

কোরিয়া রণক্ষেত্র হইতেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করিবার জন্য বিভিন্ন রকমের উদ্যম ও তৎপরতা আমরা লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু যে দুই পক্ষেরই যুদ্ধের প্রধান পাণ্ডা তাহাদের কোনো [illegible] দেখিতেছিনা, অথচ যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিবার জন্য ও [illegible] আয়ত প্রসন্ন ও ব্যাপক করিয়া তুলিবার জন্যই যেন তাহাদের চেষ্টা চলিয়াছে। কারণে অকারণে সপ্তম নৌ বাহিনী ফরমোজা দ্বীপ রক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছে ইহার দ্বারা চীনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করা হইবে, এবং ইহার দ্বারা কোরিয়ার রণক্ষেত্র হইতে এই ক্ষেত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া সাগরের কিনারে আসিয়া উপনীত হইবে।

কেন এই সংগ্রাম ?—এখন অবান্তরিক প্রশ্ন আমরা করিতে চাহিনা। কেননা যুদ্ধলিপ্সু রাষ্ট্রগুলি সংগ্রামে যেমি মাতিয়া আমাদের ডাকেনা। সুদূর কোরিয়ার যুদ্ধ বাধিলেই, আমাদের ঘরে শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন, এই যুদ্ধ যদি আমাদের ঘরেই বাধিয়া যাইত তাহা হইলে অবস্থা আরও কতদিনে হইত তাহা আমরা আন্দাজ করিতে পারি, আমরা ভারত-পাকিস্থান সংগ্রামের কথাই বলিতেছি।

সে সংগ্রাম না বাধায় অনেকে হতাশ হইয়াছেন। বীরত্ব দেখাইবার এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হওয়াতেই তাঁহারা মুষড়াইয়া পড়িয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহাদের অবগতির জন্য বলা দরকার যে, রণক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হয়, আসলে তাহা যুদ্ধ নয়।

ভারত পাকিস্থানে যুদ্ধ বাধিলে তাহাও যে এমনি আন্তর্জাতিকতার জালে পড়িয়া একটা ভীষণ সংগ্রামের সূচনা না করিত এমন নয়।

এইসব বিবেচনা করিয়াই আমরা সে যুদ্ধের বিপদকে লঘু করিয়াছি এবং সে যুদ্ধ না বাধায় স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়াছি।

যাহারা ব্যবসায়িক কিকির জানে তাহাদের পক্ষে যুদ্ধ একটা বড় সুযোগ। কিন্তু সাধারণের পক্ষে ইহা আদপেই সুযোগ নয়, ইহা দুর্যোগ মাত্র। আবার সূচনা দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের আঁচ আসিয়া তাহাতে এখনো লাগে নাই, কিন্তু ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ীগণ তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা জিনিষপত্রের দরবৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন। কোরিয়া হইতে পরাজিত এই [illegible] আসিয়া পৌঁছিলে দর আরও কতটা বাড়িয়া যাইবে তাহা বলা শক্ত। কিন্তু দর যে বাড়িবেই, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আর নাই।

গত যুদ্ধের দুর্গতি এখনো ভোলে নাই। মুনাফাখোরি রোধ করিবার জন্য সরকারকে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহারই মাঝখানে আবার এই একাণ্ড বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল। এ যুদ্ধে ভারত লিপ্ত হইতে চাহেনা সত্য, কিন্তু পরিস্থিতিগুণে শেষ পর্যন্ত ভারতকে কি করিতে হইবে আগে থেকেই বলা শক্ত। এমন কি আমাদের [illegible] অস্ত্রশস্ত্রের জন্য ভারতকে মুখ তাকাইতে হইতে পারে। তাহা যদি হয় তাহা হইলে জিনিষপত্রের আরও কত অসুবিধা ও দুর্গতির সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহার ইঙ্গিত ভাবে তাহাই চিন্তা করিতেছি।

প্রাসঙ্গিক

বস্ত্রাদির মূল্য

আমিন মূল্য উৎপাদনের বৃদ্ধি পাইতে শুরু করে। এক পক্ষ কালের মধ্যে কাপড়ের দাম শতকরা ৩০৲ টাকা বৃদ্ধি পায়। অবস্থাটি যেন কতিপয় ব্যক্তি পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া অবৈধভাবে মুনাফা অর্জন করিতেছে বলিয়া জানা গেল। বিদেশ কাপড় গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়াছেন, এবং সরকার বিভিন্ন দোকান বাজার সেইগুলি বিলি করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পর পৃষ্ঠের মধ্যের মধ্যে যে ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতে এইরূপ স্থির হয় যে, বিদেশ উৎপাদিত কাপড়ের দুই-তৃতীয়াংশ বস্ত্র গবর্ণমেণ্টের হেপাজতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত ব্যবসায়ী মারফত বিলি করিতে হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এইসব অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের কাছে যে সব মাল মজুত ছিল তাহা সরকার দখল করিয়াছেন। ফলে এই ব্যবসায়ী আমদানিকারকদের যে ১৫০টি দোকানদারকে অনুমোদন করিয়াছেন, এই আইন বন্ধ তাহাদের মারফত বিলি হইবে।

এই ব্যবস্থায় ফলে বস্ত্র বৃদ্ধি কিছুটা রোধ পাইতে পারে বলিয়া আমরা অনুমান করি। প্রত্যেকটি পক্ষ লইয়া এইভাবে বিলির ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যবসায়ীরা যদি এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে একটা সুরাহা হয় বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বিভিন্ন পণ্যব্যবসায়ীদের সঙ্ঘ আছে। তাঁহারা তাঁহাদের দাবি বিটাইবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন এবং সেই সঙ্ঘবদ্ধতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহারা সফলতাও অর্জন করিয়াছেন। বর্তমানের এই পরিস্থিতিতে সেইসব ব্যবসায়ী সঙ্ঘ যদি তাঁহাদের দায়ীত্ব স্বরূপ পরিবর্তন করিয়া এইরূপ স্থির করেন যে, তাঁহারা সঙ্ঘ ব্যবসায়ীদের জন্য মুনাফার অধিক মুনাফা করিতে দিবেন না। তাঁহারা বিভিন্ন সঙ্ঘের যে যে দামিল দিবেন, সেই হারেই উক্ত পণ্যাদি বিক্রয় করিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহাদের সঙ্ঘবদ্ধতার পরীক্ষা পাওয়া হইতে পারে। Live and let live বলিয়া একটা কথা আছে। আমরা এই সম্বন্ধে সেই কথাটা স্মরণ রাখিতে বলি। যখন বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের অভাব হইয়াছে, এখন মূল্য পরিস্থিতি যেন তাহাকে যেন নূতন পরিবেশে পরিচালিত হইতে না পারে—তাহার জন্য যেন গবর্ণমেণ্ট পুলিশী শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতে পারে না। এজন্য সাধারণের সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রয়োজন। যেরূপ ব্যবস্থার কথা হইতেছে, সেইরূপ ব্যবস্থাগুলির সহযোগিতা প্রয়োজন। যেসব ক্ষেত্রে অবস্থার মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তজ্জন্য সাধারণ বিক্রেতার দায়ী করা যায় না, সেই সব ক্ষেত্রেও সরকার যদি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলেও সমস্যা সহজ হইবে। ইহাই হয় ত দেশের ও দশের প্রতি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতার অগ্নি পরীক্ষা।

গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ

সম্প্রতি কয়েকটি সাহেবের সমন্বয়ে একটি বাণিজ্য অভিযান গঠিত হইয়াছে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হইল এদেশের বিভিন্ন জন প্রধান সাহেব ব্যক্তি বলিয়াছেন, তাহারা আমার আধিপত্য স্থাপনের ব্যবস্থা করিবে। বিভিন্ন দেশ পর্যটন করিয়া তাহারা এদেশের ব্যবসায়ী মহলে ও জনসাধারণের মধ্যে কোন্ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহা নির্ণয় করিবেন। এই অভিযানের নেতৃত্ব করিতেছেন মিঃ ডগলাস। ইনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া ব্যবসায়ীদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন যে, ভারতের ব্যবসায়ীদের সহিত আলাপ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভারতের ব্যবসায়ীরা ব্রিটিশ পণ্যের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল। ইহা ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর। ভারতের ব্যবসায়ীরা যাহাতে ব্রিটিশ পণ্যের উপর নির্ভরশীল না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্যই তিনি ভারতে আসিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের উপর তাহাদের আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের ব্যবসায়ীরা যাহাতে ব্রিটিশ পণ্যের উপর নির্ভরশীল না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ইহারা আসিয়াছেন। ইহারা ভারতের ব্যবসায়ীদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া কোন্ কোন্ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহা নির্ণয় করিব

পরিচয় ও বাড়িঘর অভিজাত হইতে বাধ্য হইবে। ছাত্রাবাস যেমন এই সকলই মুহূর্তে লোহিয়ার ছাত্র সেইরূপ বাসগৃহ কোনো ঊর্দি না থাকলে ও বিদ্যুৎ না থাকে, আমার ব্যবস্থা তথা বলিয়া। কোনো ঊর্দির ফল বিফল হইবে, লোহিয়া তাহা জানেন না। তাহাতে যদি প্রকৃতই ফলাফলি ২২ [illegible] প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে এর প্রকৃতির মাস্তুরিক বিনাশ আসিবে, ব্যবসায়ের ব্যবসাই তাহা হইবে। তাহা যদি হয়, তবে দেশবাসীরা প্রকৃত যেন ছিটেফোঁটা যেন পরিমাণ অবশ্য এমন বাস্তবিক প্রকার তবেই ইহাই আমরা কামনা করিব।

ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য

উপরে ছাত্রদের কিছু উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তাঁহার সরকার যে উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহাতে আমরা আশ্বস্তিত হইয়াছি। আমরা নিশ্চিত অবশ্য অন্যান্য অবশ্যিক বাসক বালিকাদের শিক্ষাব্যয়ের দায়িত্ব বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্নমেন্টকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার সরকার প্রস্তাব নির্দেশ করিয়াছেন। এই সব বালক বালিকাদিগকে বিনা-ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া ঠিক নির্দেশ করা হইয়াছে। এমন অনেক স্থান থাকিতে পারে, যেখানে প্রাথমিক শিক্ষালয়ের কোনো ব্যবস্থা নাই; সেসব স্থানে ছাত্রদের বেতন ও পুস্তকাদিক্রয়ের কিছু পরিমাণ অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া ঠিক হইয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থার উপায় ছাত্রদের জন্য বিনায় প্রথা তুলিয়া দিয়া তাহাদের বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে। যেসব ছাত্রের পিতা মারা গিয়াছে তাহাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে।

বেতনদানে যে পরিমাণের প্রায় বালকের দিন তাহার চেয়ে ও তাহারও বাহিরে। কিন্তু যাহারা দেশের অধিকাংশের অবস্থা সেই বালক বালিকাদের শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করাই পরিমাণে বিশেষ অবশ্য প্রয়োজন। আজ সরকার এদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পরিপালনে কতদিন লাগিবে তাহা কে বলিতে পারে। অন্তত দৃষ্টি যেসব অঞ্চলে ছাত্রদের বাসগৃহে ছিল অবস্থান করিতে পারে, অন্তত দৃষ্টি যেসব অঞ্চলে প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চল উপেক্ষিত হইয়াছে, এমন অনেক ছাত্রের পক্ষেও পরিমাণ হইয়া দাঁড়াইবে। বিদ্যার স্থানে এখানে যেসব-পড়ার ব্যয় পরিমাণ অধিক, গ্রীষ্মের ছুটিতে অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের গম

আমরা ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি পরিচিত। তাহা না হইলে আমাদের চলে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ছাত্রদের জন্য চাঁদাচাঁদি পড়িয়াছে। এই কারণে চাঁদাদের স্থান অবশ্যই তার বদলে এর কোনোর ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে অনেকে বিরক্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ বিদ্রূপও করিয়াছেন। চাঁদাদের বিরক্তির ও বিদ্রূপের কারণ আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু সেই সঙ্গে চাঁদাদিগকে দুটি আমরা প্রদানের অধিকার আমরা দিব। কোনো-একটী বালিকার স্বাস্থ্যবিধানে আমরা অধিক মনে করিলে বেশি ছাত্রীই চাহিবেন এর অপেক্ষা দুটি হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সব-কিছু বিনায় করিয়া রেখিতে হইবে। পূর্বদেশ নষ্ট হইল বলে কিন্তু সে অঞ্চল এখন ভারতের বাহিরে, উপরন্তু সেখান হইতে যেন বলে ইহার আশিয়া তাহার উপরীত প্রয়োজন—তাঁহাদের অন্তর (বা অর্থাৎ) সাহায্য করিতে হইবেন। পরিণ পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত যেন নতুন চাইনের উপনায়ক, কিন্তু সে সব অঞ্চল ও সাধারণ অবস্থিত ছাত্র পরিচিত। লোহিয়ার চাইন আছে, সে ছাত্রের এখন দুঃখদের পরিমাণ। এরূপ অবস্থায় আমরা চাইন পাইব তোমা হইতে? পশ্চিম বাংলার চাইনের উপনায়ক বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহার, তুলনায় পশ্চিম—বাংলার লোক সংখ্যা

ওয়াড্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন

এণ্ড কোং লিঃ

৪, ক্লেয়ারলী প্লেস্, কলিকাতা।

টেলিফোন। বড়বাজার ১৩৩১—১৩৩৭।

টেলিগ্রাম। ঘাই।

ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট

ডি. সি. ডি. ব্রাঞ্চেস লিঃ

এলায়েন্স এণ্ড ব্রাহ্মণকান্দ এন এল কোং লিঃ

ব্রাঞ্চলোইন লিঃ

ইম্পোর্টার্স এণ্ড ইক্সিটার্স

অলস বাবতীয় সরঞ্জাম শিল্পদ্রব্যের

ব্যবসায়ের প্রকারি.

কে. বিশ্বাসুন্দরম

ডি-ডি, ডি প্রেসলা-বাহন, আলোকার।

বম্বে (মেন)

ট্রান্সকোন্টিনেন্টাল এক্সপোর্টস্

কেপ-এক্স-কোং-লিঃ

(ডিরি ও মন এক্সপোর্টার)

৪৫ ইন্ডিয়া ষ্ট্রীট, বেন্ট লিঃ

[illegible]

ইমপিরিয়াল ও লন্ডেড এজেন্টস্

বাড়িয়াছে অনেক বেশি। এত অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা যে প্রতিশ্রুতি পালনে পরি নাই, ইহাই যেন আমাদের কাছে বলিয়া মনে হয়। তাহার উপর আরও একটী কথা। আমরা তাহা বাহিরে অবলম্বন করি, সে অবস্থায় যেসব ছাত্রীদের বাসায় এসে কথা বাহির করি বিদেশের ছেলেরা যা যায় না করি তাহা হইলে সমস্যার সমাধানে আমাদের কিছু করা হইল না: পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদিগকে অত্যন্তরী বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণ অবস্থায় যাহা শিক্ষিত। লোহিয়ার চাইন আছে, সে ছাত্রের এখন দুঃখদের পরিমাণ। এরূপ অবস্থায় আমরা চাইন পাইব তোমা হইতে? পশ্চিম বাংলার চাইনের উপনায়ক বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহার তুলনায় পশ্চিম—বাংলার লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে অনেক বেশি। এত অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা যে প্রতিশ্রুতি পালনে পরি নাই, ইহাই যেন আমাদের কাছে বলিয়া মনে হয়। তাহার উপর আরও একটী কথা। আমরা তাহা বাহিরে অবলম্বন করি,

অপ্রয়োজনীয় আমদানি

ভারতের এখন অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়া যাইতে হইতেছে। বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য ও কৃষি কার্যের তার বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানির জন্য ভারতের অনেক অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। দেশের অর্থ দেশে রাখিবার জন্য সর্বদেশে বিশেষ উপায় দেখা যাইতেছে। কিন্তু যেসব দ্রব্য এক বার না আসিলেও চলে তাহার আমদানি বন্ধ করিয়া বিদেশ, জন্য কোনোরূপ ব্যবস্থাও এখন করা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানিনা। নিম্নে কয়েকটী বাজে, দ্রব্যের উপর করিয়াছি ও আমদানির পরিমাণ দেখাইতেছি—

[illegible] দ্রব্য	১৮৯৯	লক্ষ টাকা
[illegible]	৭৭	
[illegible] দ্রব্য	২৪৯	
শিল্প ও খেলার যন্ত্র	৭৯	
এয়ারন দ্রব্য	১১৩	
খেলনা	২৪৯	
[illegible]	১২৯	,, ,,

যেসব করিলে ইহা হইবে ১০ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার। ইহা ছাড়াও আরও যেসব অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য আমদানি করা হয় তাহার পরিমাণও ৩/৪ কোটি টাকা। আমরা দেখা গিয়াছে, অন্যান্য বিভাগ মধ্যে ১৪ কোটি টাকা বলিয়া যাইতেছে। এই বিদায় ১৯৪৭-৪৮ সালের। আমরা আশাকরি, সরকারী এদিকে দৃষ্টি দিবেন, এবং এই ১৪ কোটি টাকার পুরাটা না হইলেও কিছুটা অংশ বাঁচাইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

সাপ্তাহিক সংবাদসংকলন

বর্ত্তমানে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার অসম্ভব

অদ্য বার্ষিক সভায় সাবকমিটির উপরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মূলী বলেন যে, যুদ্ধাবস্থা সম্পর্কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া বিমান প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত দেশে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করিবে।

শ্রীযুক্ত মূলী বলেন যে, অধিক ফসল ফলাও আন্দোলনের ফলাফল না দেখিয়া এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ গাড়ীসহ জাহাজের ব্যবস্থা না করিয়া বিমান প্রস্তাবের অসম্ভব।

বনস্পতি বি বিধিবদ্ধ করার জন্য সরকার যে বিল উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রস্তাবটির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মন্তব্য জানাইয়াছে। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত মূলী বলেন যে, বনস্পতি সম্পর্কে যেসকলোক আছে এবং সেজন্য বনস্পতি ব্যবসায়ি-গণই দায়ী। সেবাসমিতির বাসনা, খাঁটি ঘিয়ে বনস্পতি মেশান যেন বন্ধ হয়। তিনি বলেন যে, বনস্পতির রং ও গন্ধের পরিবর্ত্তন না হইলে, অন্তঃসাধারণকে বনস্পতি ব্যবহার করিতে বলা যায় না।

বিদেশে চা রপ্তানি

ইণ্ডিয়ান টী লাইসেন্সিং কমিটি ও সেণ্ট্রাল টী বোর্ড কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত চা রপ্তানি বরাদ্দের পুনর্বিন্যাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া মুরুগা উপত্যকার চা উৎপাদনকারীদের পক্ষ হইতে মুরুগা জালী টী প্ল্যান্টার্স এসোসিয়েশন সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। রপ্তানি বরাদ্দের পুনর্বন্টন না হইলে সমপ্রভাবে জাহাজের চা ব্যবসায়ের উপর গুরুতর আঘাত হানা হইবে এইরূপ মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া মুরুগা জালী টী প্ল্যান্টার্স এসোসিয়েশন জানান,—যেহেতু সমপ্রভাবে জাহাজে মধ্য দিয়ে চা রপ্তানির বোট পরিমাণ জাহাজভিত্তিক হিসাবের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেইজন্য বিভিন্ন চা বাগানের জন্য জাহাজের মারফৎ রপ্তানির জন্য যে বন্দরে জাহাজ ভিড়িবে সেখান হইতে জাহাজ ছাড়িয়া যাইবার পর তাহা আলমডীন বন্দরের উদ্দেশ্যে পড়ুয়ার জন্য রওনা হইলেও জাহাজে সমপ্রভাবে রপ্তানির কোন তারতম্য হইবে না।

বিভিন্ন বাগানের চা রপ্তানির জন্য পুনর্বন্টন করার যে পরিকল্পনা সেণ্ট্রাল টী বোর্ড ও টী লাইসেন্সিং কমিটি কর্ত্তৃক করা হইয়াছে তাহাতে তারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত ছোট ছোট চা বাগানগুলির ক্ষতি হইবে বলিয়া উক্ত বিবৃতিতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে।

বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ৪১ ও ৪৮ সালে যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর অবস্থায় ঐসব চা বাগানগুলির বিশেষ সুবিধা বিবেচনা এবং ঐ অবস্থার কেবল মাত্র প্রকৃত মূল্যবত্তাকে ভিত্তি করিয়াই অধিকাংশ দাবিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই বলিয়া মুরুগা চা বাগানগুলির উপর বিশ্ব যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় তাহাদের কেত্রেকে উচিত্য থাকায় চেষ্টা দ্বারা তাহারা কোনরূপ উচিত্য বিশেষ মনোনিবেশের সুযোগ পায় নাই। সুতরাং এখন ১৯৩৯, ৪০ ও ৪৮ সালের উৎপাদনের ভিত্তিতে যদি রপ্তানি বরাদ্দ করা হয় তবে তাহাদের মূলধন পরিচালিত বাগানগুলির সমস্ত প্রকার উন্নয়নের সম্ভাবনা চুকিয়া যাইবে। রপ্তানি বরাদ্দের ফেত্রে ছোট চা বাগানগুলির ক্ষেত্রে লাভিত না হয়া বিশেষ করিয়া তাহারা কিছু অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে এজন্য ঐ উপায়ে টাকার উপর দশমিক প্রথায় উন্নয়ন কর নির্দ্ধারণ করিতে। আলমডীন বাজারে চায়ের দাম ও রপ্তানি বাজারে চায়ের দামের তফাৎ প্রতি পাউণ্ডে দুই আনা হইতে আট আনা। বড় চা-বাগানগুলি যদি রপ্তানির জন্য বাজার হইতে বরাদ্দের পরিমাণ কিনিয়াই লয় তাহাদের তাহাদের চার আনা হইতে পাঁচ আনা লাভ থাকে। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, এই জন্য চা উৎপাদনের ভিত্তিতে রপ্তানির বরাদ্দ পুনর্বন্টনের প্রস্তাবগুলি কোন প্রয়োজনই হয় না।

বরাদ্দ পুনর্বন্টনের যদি প্রয়োজন হয় তবে কতটুকু পরিমাণে তাহা নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি বিকল্প প্রস্তাব উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি উৎপাদনের ভিত্তিতে বরাদ্দ করিতে হয় তবে ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪১ সালের মধ্যে কিংবা ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪২ সালের মধ্যে যে কোন সময়ের কোন বাগানের যদি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফসল হইয়া থাকে তবে তাহার ক্ষেত্রে কোন ব্যাপ পুনর্বন্টন না করা হয়। যে সিল বছরে বাগানের কোন উৎপাদন হয় নাই তাহাদের উৎপত্তি বাগানের বরাদ্দ বরাদ্দ করিয়া রাখা হইবে। বাগানের আকার হিসাবে যদি বরাদ্দ পুনর্বন্টন করা হয়, তবে ৩০০ একর কিংবা তাহার কম বিশিষ্ট চা-বাগানগুলিকে পুনর্বন্টন ব্যবস্থার বাহিরে রাখা হউক এবং হিসাবে এরূপের উপর বাগানের জমি তাহারা যদি কোন প্রতি পাঁচ মন চা উৎপাদন করেন তবে তাহাদের পুনর্বন্টনের জন্য কোন না আনা হয়।

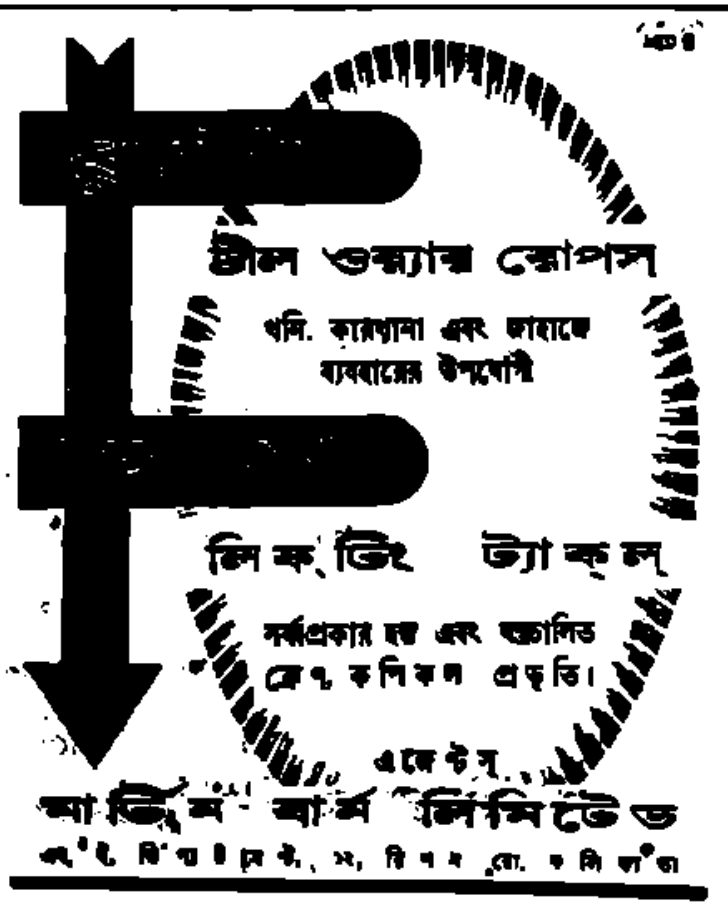

চার্টার্ড এ্যাকাউন্টস্ পরীক্ষা

চার্টার্ড এ্যাকাউন্টস্ এর চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল:—সরোজকুমার আচার্য, নিশীথকুমার ব্যানার্জী, সুধাংশু ব্যানার্জী, সৌরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বীরেন্দ্রনাথ সাহুরী, সত্যেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, যোগানন্দ চক্রবর্তী, সুধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দাস, তারকনাথ দত্ত, সুধীরেন্দ্র মল্লিক, মোহিত কুমার বিশ্বাস, নিশীথকুমার সেন।

১মার গ্রুপের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র

বিগত পরীক্ষায় চূড়ান্ত পরীক্ষায় যোগদান করায় ১ম গ্রুপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—অতীন চৌধুরী, অমরেন্দ্রনাথ দাস, দি দি গুহ, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, অমলেন্দু গুহ, রমেন্দ্রনাথ হালদার, সুধাংশুকুমার মিত্র, প্রবোধচন্দ্র মল্লিক, আশুতোষ পাল, হেমেন্দ্র মার্জিয়া, সমিরণ সেনগুপ্ত।

২য়ার গ্রুপের পরীক্ষোত্তীর্ণদের নাম

বিগত পরীক্ষায় ২য় গ্রুপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—সেইফল বিশাস, প্রাণেশচন্দ্র দাস, পরমানন্দ দে, সুব্রত বসু, কৃপাসাগর বসু, কৃষ্ণচন্দ্র গুহ, নরেন্দ্রপ্রকাশ গুহ, প্রমাদকুমার মল্লিক, সুধীরেন্দ্র মিত্র, যোগানন্দ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিলাল সেনগুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র।

পরীক্ষক মহাশয় কতিপয় সার্টিফিকেট দেওয়া হয়ে :—সত্যেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য।

শুশ্রূষা বিদ্যায় উচ্চশিক্ষা

শুশ্রূষা বিদ্যায় অভিজ্ঞতা পাকিস্তানলাভের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার শ্রীমতী দয়া চৌধুরী, শ্রীমতী উষা বসাক, শ্রীমতী অনিতা বসু ও শ্রীমতী গীতা সেনকে চার বৎসরের জন্য বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা সুরম্য শিল্পীর অনেক অর্থ ব্যয়ে এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন।

উইলস্ সিগারস্ সিগারেটের

ধূমপান করুন।

চমৎকার আরাম বোধ করিবেন।

।/০ আনায় ১০টি

স্থানীয় অবস্থার বিষয়াধীন।

W. D. & H. O. WILLS, BRISTOL & LONDON.

পণ্যদ্রব্যের বাজার

যুদ্ধ সম্ভাবনায় মূল্য বৃদ্ধি

বিশ্বযুদ্ধের জন্য হঠাৎ জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় এইরূপ আশঙ্কা করা হইতেছে যে, অচিরেই সকল পদার্থের দাম অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইবে। এবং ইহার ফলে সুদূরপ্রসারী বৃহদাকারে বৃদ্ধি হইবে।

যেভাবে যুদ্ধ বাধিয়াছে, তাহার ফলে নানা দিক হইতে নানারূপ আমদানি ব্যাঘাত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বা আমার লাইসেন্সারেরা বাজারে ও ব্যবসায় কমিয়ে ও লুকাইয়া রাখিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, দেশে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন পণ্য থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার উপর আমদানি নিয়ন্ত্রণের উপর জাহাজের স্থান অন্য বিশেষ দিকে যথেষ্ট পরিমাণে মালপত্রাদি আনার কোনরূপ দিন নাই। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রের পরিধি যদি কোনরূপে সঙ্কুচিত করিয়া দিতে পারা যায় তাহা হইলে প্রয়োজনীয় আমদানি বিঘ্নিত হইতে পারে। এবং ইহার ফলে যে অসুবিধার ব্যবসায়ীদের মুনাফা নিকার অনেক লাঘব হইবে।

প্রয়োজনীয় মূল্য বৃদ্ধি হেতুর কে-কোন একটী দ্রব্য সীমাবদ্ধ নাই; বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে খবর পাওয়া যাইতেছে যে, কোনো কোনো দ্রব্য অসম্ভব মূল্য বাজীত সংগ্রহ করা তাহার ক্রয় হইয়া উঠিয়াছে। বোম্বাইতে সেই রকম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে; এখানে কলা স্বাভাবিক দাম পত কলা ১০৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং কি, যে-সব কলা তাহাতে উৎপন্ন হয়, তাহারও দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাথর দাম ৮৩০৲ হইতে ৪৪০৲ টাকা, কিন্তু ৩০ পাউণ্ডের স্থলে ৭৪০, কর্পূর ৩৫/- আনার হইতে ৯৲ টাকায় উঠিয়াছে। সেলুলয়ের দাম ৮০৲ পাউণ্ডের স্থলে এক মাসে ১৭০৲ টাকা পাউণ্ড হইয়াছে।

এইরূপ সমাচার দেওয়া হইয়াছে যে, কোনো কোনো পণ্য অধিকার মজুদ করিয়া রাখিতে হইবে। দেশিয়িনিধির সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে যে, এই ঔষধ তাহাদের প্রয়োজনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ঔষধ হইতে সুরু করিয়া রাখিয়াছে। তবুও তাহা করিতে হইবে। এই ঔষধ বাজারে যদি সহজ পরিমাণে যোগান দেওয়া যায় তাহা হইলে মজুদদারেরা সেই সরকারী এজেন্টের দাম ঔষধ-পত্রিত হইবে, এবং মজুদ করার সুযোগ পরিমাণে কমিবে।

বিভিন্ন রাজ্য গভর্নমেণ্ট প্রয়োজনীয় মূল্য বৃদ্ধি নিবারণ করিতেছেন। মোটামুটি পরিস্থিতি কিন্তু উহাতে দাম কমা পরিস্থিতি হইয়া যাইবে, এ-কথা কেহই বলিতে পারে না। আমদানি কম ও মজুদদারেরা হইতেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। এজন্যও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা অবশ্য পূর্বে দরকার। যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয় তাহা হইলে সাধারণ ভোক্তাকে অতি সহজেই তাহা ব্যবসায়ীরা শোষিত করিবে।

দেশে অন্নের টানাটানি পড়িবার আশঙ্কা আছে, বিশেষ করিয়া তিনি আমদানি করা হয় হইয়া থাকিবে—এরূপ মন্তব্য করিয়া দেওয়া যাইতেছে। এ সম্বন্ধে অবশ্যই অধিকার দেশবাসীকে আশ্বাস দেওয়া কর্তব্য। তাহা না হইলে প্রয়োজনীয় মূল্য বৃদ্ধিতে দেশের অসন্তোষের আরোপ এমন আকার ধারণ করিবে যে, তাহার প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রকারে দেখা দিতে শুরু করিবে; তখন তাহা রুদ্ধ করা বা আয়ত্তে আনয়ন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।

যুদ্ধ সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, ইহার ফলে সরকারের গতি নিয়ন্ত্রণ করিবে, ইহাতে এবং উৎপাদন ব্যবসায় বৃদ্ধি পায় তাহার হানাতে বৃদ্ধি পায় তাহার অনুকূলে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

তিনি সম্বন্ধে আমাদের অবস্থার পূর্বে কোনো নীতি গ্রহণ করা যায় না সত্য, কিন্তু একটা বিষয়ে দৃষ্টি একটা পথা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্যই আমদানিকারী হইতে যা অন্য-কোনো দৃষ্টি হইতে কিছুটা অধিকার আমদানি করা দরকার। উৎপাদনেরা যদি তিনি দিতে না পারে তাহা হইলে কিংবা না দাবাইয়া হইতে তিনি আনা যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য।

তিনি

তিনি বা সিঙ্কোনার বাজারে এসপ্তাহে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই। কাম্পবুরের বাজারে পরিস্থিতি তিনির টানাটানি বিষয়ে চলিতেছে। কলিকাতার আমদানীকারী ব্যবসায়ী সিঙ্কোনা তিনি আমদানির অনুমতি লাভের জন্য বাণিজ্যসচিবের নিকট আবেদন করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন তিনির মূল্য নিম্নরূপ—কলিকাতা ৩১৷৩০, বোম্বাই ৩২৷৩০, মাদ্রাজ ৩৩/০, লণ্ডন ৩৬/০, দিল্লি ৩৩৷৩০, আগরা ৩৪৲, বীরাট ৩৪৲, কানপুর ৩১৷৩০। বোম্বাইয়ের কর্তৃপক্ষ তিনির উপর প্রতি ৫০৲ টাকা।

— বীরাটে সরকারী তিনির খানার বিক্রয় সুরু। কিন্তু মূল্য [illegible] মূল্য [illegible] পাইয়াছে [illegible] ৩৪৲ টাকায় [illegible] বোম্বাইকে যে-পরিমাণ তিনি স্থলে করার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরিমাণ হ্রাস করায় বোম্বাইতে যেসব সরকার ২৪ লাখ তিনি কম যেতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। তাহার সরকার ছিলেন হইতে তিনি না আসা পর্যন্ত বোম্বাইকে কম পরিমাণ তিনি দিতে বলায় বোম্বাই সরকার ফেব্রুয়ারি মাসে তিনির প্রেরণ পরিমাণ হ্রাস করিয়াছেন। কি পরিমাণ তিনি বিভিন্নে সংগ্রহ করা যাইতে পারে তাহার উপর পরবর্তী সরকারী ব্যবস্থা নির্ভর করিতেছে।

গুড়

বিভিন্নস্থানে, গুড়ের বাজার পূর্ববৎ আছে। বাঁকুড়ি এলাকায় গোলা বাজারে গুড়ের মন বিভিন্ন স্থানে অন্যান্য বিভিন্ন ভাবে দাবি করা হইতেছে।

গুড় উৎপাদনের আখ প্রচুর পরিমাণে গুড় না থাকায় বাজারে চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন পরিমাণ গুড় অমিলা পৌঁছিতেছেনা। এইরূপ হইবার কারণ এই যে সম্প্রতি উচ্চ প্রদেশে ভারী আখের গুড় উৎপাদন বাড়ান হইয়াছে। যে আখের পরিমাণ গুড় বাজারে আসিয়া পৌঁছায় তাহা প্রায়শিকারোহী কম হয়। উচ্চ প্রদেশে এখন ভালো জাতের গুড় অনেকস্থানে পাওয়া যাইতেছেনা বলা হয়। এর ফলে এখন অনেক বোম্বাই হইতে গুড় চাহিদা আমিলের দাবি জানে।

খাদ্যশস্য

বিভিন্ন রাজ্য হইতে খাদ্যশস্য সম্বন্ধে যেসব খবর পাওয়া গিয়াছে তাহা এইরূপ—

পশ্চিম বঙ্গ সরকার জেলে খাদ্যশস্যের পরিমাণ হ্রাস করিয়াছেন। আমাদেরও যা মূল-জেলা এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে খাদ্যশস্যের মজুদ হ্রাস করিয়াছেন: এরূপ অনুমান করা হয় যে, এ বছরও ঐরূপ একটি আগামী মজুদও এই রাজ্যের খাদ্যশস্যের অবস্থা সন্তোষজনক হইবে। ইহার কারণ আছে। তাহা হইতেছে এই যে, মোট ১৫ লক্ষ একর জমিতে আমন ধান হইতেছে ৪ লক্ষ একর জমি পাট চাষের জন্য মজুদ। এবার সাধে তিন লক্ষ একর জমি হইতে ধান কমিয়া পাওয়া যে-জমিতে চাষবাসের ভাল হয় নাই, এবার ৩০ লক্ষ উদ্ধার আমন, এরূপ আশ্বাস করা যায় মজুদ জমিয়া পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালা, চাউলের মোট ৮ আউন্সের স্থলে ৭ আউন্স করা হইয়াছে: আমাদের মজুদ বাজারের ৫২৩টী দোকান উপযুক্ত করা হয় নাই। ফলে বাজারে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ বৃদ্ধি দিবে প্রয়োজন। এইরূপ সরকার কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য চাহিয়াছেন। উচ্চ প্রদেশ-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ৩

শেয়ার বাজার

পাটকল শেয়ারের যথেষ্ট উন্নতি

কলিকাতা, বুধবার ১৫ই জুলাই—গত সপ্তাহে অধিকাংশ শেয়ার বাজারে পাটের দর বৃদ্ধি ও পাটের শেয়ারের দাম তাহাদের বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। এই সপ্তাহে বাজার সেইরূপ ভাবেই চলিতে থাকে।

এ সপ্তাহে পাটের শেয়ারের চাহিদা আরও বৃদ্ধি হয় এবং তাহার ফলে কেনা-বেচার পরিমাণও বেশ বাড়ে, সেই সঙ্গে দরও বৃদ্ধি পায়। পাটের বাজারে এইরূপ উন্নতি দেখায় বাজারের অন্যান্য অংশেও উন্নতির সঞ্চার হয়।

কুলনা বিভাগীয় শেয়ারের দর পূর্বাপেক্ষা উন্নতির দিকে যায়। জেসপের দর পাঁড়ায় ৫১০৲ ও অন্যান্য ৫০৫৲। কিন্তু পাট বিভাগেই ফাটকাবাজরা বেশী ঘোরা-ফেরা করে। এই বিভাগের সব শেয়ারেরই দরের বৃদ্ধি পায়। আলবিয়ন এক সেটে ১৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২১০ টাকা হয়, আমেরো-ইণ্ডিয়ার দর ৫৲ বাড়িয়া ২৩৲, বালী ২৩২৲ ও বজবজের ১৩০৲। কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিনে বাঙ্গার বন্ধ রহিবার সময় এই সব শেয়ারের দর সামান্য হ্রাস পাইয়া অবশেষে ৫৫০৲ হইতে ২৫৫৲ হয়।

ইণ্ডিনিয়ারি-বিভাগের অবশ্য বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না, কিন্তু কাজ-কারবারের পরিমাণ বিলক্ষণ বাড়িয়া যায়। তিনি বিভাগে তিনটি ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে, গার্ডিনার কেনী ৫৲ বৃদ্ধি পাইয়া ৮৮০ হয়। এই বিভাগে অবশ্য কেনা-বেচা হয়।

পরবর্তী দিনের বাজারের অবস্থায় কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না, ইহার বাজার পূর্ববর্তীদিনের ন্যায় উন্নতির ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। পাটের বিভাগে আলবিয়ন ২১০৲ টাকায় দাঁড়াইয়া ক্রমে কেনা-বেচার কাজ করে। টাদপাটি ও কেলেডোনিয়ার কিছু লভ্যাংশ হ্রাস পাইয়া ইণ্ডিনিয়ারের দর পূর্বদিন ২১৫৲ টাকা হয়। বেলেঘা ১৮০৲ টাকা দাঁড়াইয়া ক্রমে ভাল কাজকারবার করে।

কুলনা বিভাগ পুনরুদ্ধারের দিকে ছিল। জেসপ ৪১৭৲ টাকা হইতে পরে কেনা-বেচা হয়। বজবজ ১৩৬৲ হইতে ভাল হয়। মজিল কলমুদ্রা ২৬৫৲ টাকায় দাঁড়াইয়া কিছু কম ও বেঙ্গল ইণ্ডিয়া ৪৮০ হইতে কেনা-বেচা ভাল করে।

ইণ্ডিনিয়ারিং শেয়ার অপরিবর্তিত রহে। গ্রীনহোম বেঙ্গলী ৩৮৲ ও মুরের বৃদ্ধি ১৬৲ হইয়া কেনা-বেচা হয়। মার্শল ৮৲ টাকা পর্যন্ত দর বৃদ্ধি পাইয়া পরে ৪৲ টাকা হ্রাস পায়। ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩৭৲ ও ৩৮৲ দরে ভাল কাজ করে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য শেয়ারের দর ১৮৲ টাকা হ্রাস পাইয়া ৫১৲ হয়।

বিবিধ বিভাগে কুলনা ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনের দাম ফার্স্ট প্রেফারেন্স ১৬৲ হইতে কেনা-বেচা হয়। এই বিভাগে অন্যান্য শেয়ারের দরে বিশেষ পরিবর্তন হয় না।

২৬৲ হইতে ইণ্ডিয়ান স্পেশাল স্টোরস ডিভিডেণ্ড দর পরিমাণের ফলে দাবাস উৎসাহ দেখা যায়। ২৮৲ পর্যন্ত ইহার দাম উঠে।

ইহার পরের দিন পাটের বাজারে নরম ভাবের সঞ্চার ছিল। এই বিভাগে সর্বাপেক্ষা এই দিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার দর ২৮৲ পর্যন্ত ওঠে, ২৬৫৲ দরে বালীর কারবার হয়। আমেরো-ইণ্ডিয়া ২৪২৲ দরে স্থির ছিল।

এই দিন ইণ্ডিনিয়ারিং বিভাগে দরের ও লিকুইডেশনের ভাব দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রন ২৯৸৹ দরে দাঁড়িয়া থাকে। মার্শলের দাম এই দিন ৭৸৹ হয়। বিবিধ বিভাগের প্রতিও বাজারের কোনো লক্ষ্য ছিল না বলিয়া মনে হয়। এ সত্ত্বেও অবশ্য আমেরো ইণ্ডিয়া ২২৮৲ হয়ে কিছু ভাল করে।

পাটের দর ইহার পরবর্তী দিনে আরও বৃদ্ধি পায়। পূর্বদিনের অধিক হয়ে পাটের শেয়ার কেনা-বেচা হয়, এবং এই ভাল-কারবারের পরিমাণও পূর্বদিন অপেক্ষা বেশি হয়। পাটের বাজারে আলবিয়নের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় অধিক। এইরূপ চাহিদার ফলে এই শেয়ারের দর ২১৮৲ টাকা পর্যন্ত ওঠে। বালীর দর বৃদ্ধি পাইয়া ২৭৫৲ টাকা হয় ও আমেরো ইণ্ডিয়ার দর বাড়িয়া ২৪৬৲ হয়। আলবিয়ন পাড়া অন্যান্য শেয়ারের প্রতিও বাজারের লক্ষ্য ছিল, ইহার দর বাড়িয়া হয় ১৩৬৲, টাদপাটীর দর ১৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৫০৲ হয়। ব্যাঙ্কগুলির শেয়ারের কাজ-কারবার হয় পরদিন এই ইহার দর ৩৩৮৲ আসিয়া ঠেকে।

কুলনা বিভাগে বিশেষ কোনো চাহিদা দেখা যায় না, ও সত্ত্বেও জেসপ ৫১৩৲ হয়ে কিছু কাজ-কারবার করে। মার্শল বজবজ ২৪০ হয়।

ইণ্ডিনিয়ারি বিভাগে কোনো কাজকারবার দেখা যায় না। কিন্তু বাজার পূর্বদিনের ন্যায় ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর বজায় ৩৭৲ কিন্তু পরে এই দর বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮৲ হয়। টিন সংক্রান্তের কিছু উন্নতি লাভ করিয়া ২১৮৲ হয়।

বিবিধ বিভাগে জেসপের অন্য বাজার-অপেক্ষা অধিক শেয়ার ক্রয়ের দেখা যায়। আমেরো ইণ্ডিয়ার দর বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৮৲ হয়, এবং কি আই করপোরেশন ৮৲ হয়ে বাজারজাত হয়। অন্যান্য শেয়ারের ১৫৲ হয়ে কেনা-বেচা হয়।

সপ্তাহের শেষ দিনের বাজারের অবস্থা পূর্বদিনের ন্যায় পাটের শেয়ার কেনা-বেচা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ও ভাল কারবার হয়। ইণ্ডিনিয়ারি বিভাগে কুলনা ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনের দর কিছুটা হ্রাস পায়।

বাজারের হালচাল

(বাজার বন্ধকালীন দর)

সরকারী তহবিল

৫৲ ঋণের ৯১০, ৫৲ ঋণের (১৯৬৮) ৯৭৸৹, ৫৲ ঋণের (১৯৪৮-৫৩) ১০০৸৹, ৫৲ ঋণের (১৯৭০-৭৫) ৯৯১০, ৫৲ ঋণের (১৯৪৭) ১০১৸/১০, ৫৲ ঋণের (১৯৫০-৫৫) ১০৩৲।

ব্যাঙ্ক

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ৭১০, হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ৫৭০, ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল কমার্শিয়াল ৫১৭০, ইণ্ডিয়া (নূতন) ১৮৫৲।

কাগজের কল

এম্প্রিস ১৬৮৲, সিটি ডিষ্টিলারি ৫১০, ঐ প্রেফারেন্স ৪৮০, গার্ডনের কাঁস ৩৭৮৲।

কয়লা খনি

বেঙ্গল ৩৭৫৲ বরাকর ১৫৲, সিটি বীরভূম ১৩৲, ডালমিয়া ২৯৲, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৭৸৲।

পাটকল

আলবিয়ন ২১৫৲, আমরপাড়া ১৭৩০, আমেরো ১৪৩৲, আমেরোইণ্ডিয়া ২৪৬৲, কলমাণ্ড ১৫১৲ বালী ২৭৬৲, বরানগর ২৮৩৲, বেলেঘাটিয়া ২৭৩৲, বজবজ ১৪৮৲, ব্রাডফোর্ড জুট ২৫৲ টাদপাটী ৩০২৲, গারডেন ৩০৩৲ গৌরীপুর ৫১৩৲, ভাদলা ৩০৬৲, ইণ্ডিয়া ১৮২৲, কামারহাটী ৩০০৲, শ্যামনগর ১৬৩৲।

ইণ্ডিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান কপার ২৸৲, অমলগামেটেড টিন ৬৩, ব্রাডফোর্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ১৪৸৲, ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩৭৸৹, বেঙ্গল [illegible]

বিবিধ

আসানসোল ও বেঙ্গলিয়ান ১১৲, আসানসোল ষ্টোরস ২১৮৲, ইণ্ডিয়ান ব্রাডফোর্ড এয়ার ৬৸৲, ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস ১২৲ টিকাবর সোপার ২৩৮৲।

চা-বাগান

বিরাম ৩৩০, মোহন ৩৭৲, ভাদলা ২৫০, বলাইছড়ী ৩৩৲।

বিজ্ঞাপন বিভাগে কল পাঠাইবার ঠিকানা, আনন্দবাজার পত্রিকা, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদি ও সাধারণ সংবাদাদির পত্র এবং পুস্তকাদি সমালোচনার্থ নিম্নের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ৩৩নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে শ্রীযুক্ত। পুস্তকাদির মূল্য :— ডিমাণ্ড ভ্যালুয়েবল।

REGD. No. C. 3105

With Our Compliments of the Edi

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ১৬শ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৭ই শ্রাবণ ১৩৪৭ ২৩শে জুলাই ১৯৪০ [মূল্য ।৩

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১২৫
ব্যবসায়ীদের মনোভাব	
প্রাসঙ্গিক	১২৭
শান্তি-প্রচেষ্টা	
চাউলের টানাটানি	
পুরীতে রথযাত্রা	
বিমান দুর্ঘটনা নিবারণ	
প্রাসঙ্গিক	১২৮
চলচ্চিত্র জগৎ	
সংবাদ সংকলন	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
ধর-ব্লাগে সরকারী ব্যবস্থা	
শেয়ার বাজার	
পাটের বাজারে উন্নতি অব্যাহত	

ব্যবসায়ীদের মনোভাব

যুদ্ধারম্ভ যে সুরু হইয়াছে এ বিষয় আর-কোনো মতদ্বৈধ নাই। চারিদিকে দরবৃদ্ধির সূচনা দেখা দিয়াছে। ইহার দ্বারা দেশের প্রতি ব্যবসায়ীদের মনোভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। গত সপ্তাহে আমরা দরবৃদ্ধির তুলনায়-কিছুটা চিত্র দিয়াছি। বিভিন্ন পণ্যের দর কি-ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটী পণ্যের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের সকলের দৃষ্টি এখন তুলনা ব্যবসায়ীদের উপরই পড়িয়াছে। বস্তুতঃ পূর্ব্ব এবারের স্বদেশ হইতে নানাবিধি তুলনা আমদানি হইয়া থাকে। কোরিয়ার রপ্তানি যদি কিছু ও হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আমদানির অসুবিধা হইতে পারে, এই আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা প্রত্যেক পণ্যেরই ১৫।২০ গুণ মজুত করে।

তুলনা ব্যবসায়ীদের উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে রেজিষ্ট্রার করিতেও হয়। এইভাবে অতি লোভের ফলে ব্যবসায়ীগণ নিজেদের অপমান ও অবমাননের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন কেন, তাহা আমরা বুঝিনা। গত যুদ্ধের সময় বহু ব্যবসায়ী প্রকৃত অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। এবারও আবার যুদ্ধ বাধুক, ইহাই হয়তো তাঁহারা কামনাও করেন। তাঁহাদের কামনা যে এইরূপ দেশ ও সমাজবিরোধী তাহা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করেন বলিয়া বোধ হয় না। আমরা ইতি পূর্ব্বেও একাধিকবার ব্যবসায়ীদের প্রতি আবেদন জানাইয়াছি। তাহাদিগকে আমরা সুপথে চলিবার পরামর্শ দিই। কিন্তু এরূপ পরামর্শ দিবার সময় আমরা কখনোই অবশ্য মনে করি নাই যে,

রাতারাতি সকলে লাভ করিয়া যাইবেন। কিন্তু এ-আশা আমাদের ছিল যে, যত যুদ্ধের সময় ব্যবসায়ীদের মনোভাব যেরূপ ছিল, এবার তাহার কিছু পরিবর্তন অবশ্যই হইবে। কেননা, তখন বিদেশী সরকার ছিল এদেশে প্রতিষ্ঠিত। তখন নিজের দেশকেও আমরা আপনার বলিয়া সমাকভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। ফলে তাহার কার্য সিদ্ধির জন্য তাহাকে লড়াইতে বাধা করিয়াছিল।

কিন্তু এখনকার অবস্থা যে আলাদা। এবারের যুদ্ধ ভারতের নয়: এবার ভারত যুদ্ধ হইতে তফাতে রহিয়াছে, এবং তফাতেই থাকিয়া যাইতে চায়। এজন্য সাম্রাজ্যরক্ষের শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখা একান্ত দরকার। আমরা দেখিতেছি, শান্তিনিয়ামী পৃথিবী—এমন শান্তির পথ নির্দেশের জন্য ভারতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। যে ভারতের প্রতি পৃথিবীর এতটা শ্রদ্ধা, সেই ভারতের অধিবাসীগণ তাহাদের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন করিবেন, ইহাই ছিল আমাদের আশা:

একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতের আত্মরক্ষামূলক শক্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে অনেকাংশে ব্যবসায়ীদের উপর। তাঁহারা যদি এ-বিষয় সচেতন হন, আর হইলে তাঁহারা বুঝিবেন যে, স্বাধীন ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধির কাজে তাঁহাদের দায়িত্ব কতটা। এখনো যদি একথা তাঁহারা সমাকভাবে বুঝিয়া না থাকেন তাহা হইলে এখনো সচেতন ও সতর্ক হইবার সময় আছে। আমরা বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কথাই বলিতেছি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র ও খুচরা ব্যবসায়ীদের কথাও বলি. মহাজন যেন গতঃ সঃ পন্থা—কারবারী মহাজনেরা যে পথ অবলম্বন করিবেন, ক্ষুদ্রব্যবসায়ীগণ দেখাদেখি সেই পথেই যাইবেন। উহাই যদি নিয়ম হয় তাহা হইলে সমাজদেহে কিভাবে বিষ সংক্রামিত হইতেছে তাহা সহজেই বোঝা যায়। পাইকারী ব্যবসায়ীগণ যদি পণ্যাদির দাম চড়াইয়া দেন, তাহা হইলে খুচরা কারবারীদেরও অবশ্য দাম বাড়াইতে হইবে। এমন দৃষ্টান্তও অবশ্য আছে, যেখানে পাইকারী দর বৃদ্ধি না পাইয়াও খুচরা দর বাড়িয়াছে। যে যাহাই হোক্, বৃহৎ ব্যবসায়ীগণ যদি তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্তন করেন, তাহা হইলে বাজারের হালচাল যে পুরাপুরি বদলাইয়া যাইবে এ বিষয় কোনো সংশয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার বিভিন্ন মহলার দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। ২রা মাঘ হইতে সে দরে অত্যাবশ্যক জিনিস কেনা চলিবে, তাহা সংবাদপত্র মারফত ঘোষিত হইয়াছে। ইহাতেই আশ্বস্ত হইবার কোনো কারণ অবশ্য নাই। পশ্চিমবঙ্গে বাহিরে মহলাদি পাঠানো চলিবে না বলিয়া যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছিল, এখন সে নিষেধাজ্ঞা নাই। সুতরাং আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে, পশ্চিম বাংলার জন্য যে-দর বাঁধিয়া দেওয়া হইল তাহার বেশী দরে বিক্রয়ের জন্য মহলাদি বাহিরে প্রেরণ করিয়া পশ্চিমবাংলায় মহলাদির ঘাটতি দেখা দিবে। এ-ভাবে ঘাটতি পড়িলে দর বাড়িতে বাধ্য। সে দর সরকারী প্রচেষ্টায় নামাইয়া আনা সুসাধ্য হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে মহলা ব্যবসায়ীদের আলোচনা ও পরামর্শের পর এরূপ ব্যবস্থা করা হয়। আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ আমরা জানিনা। পণ্যাদির দর বাঁধিয়া দিয়া তাহার উপর হইতে বাহিরে পাঠাইবার নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হইল কেন, তাহাও বলা যাইতেছে না। যে কয়জন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদের সমব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সরকার প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। গবর্নমেণ্ট কতদূর সৌজন্য ও ভদ্রতা দেখাইতে কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু এই সৌজন্য ও ভদ্রতার মর্যাদা শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হইবে কিনা ইহাই আমাদের আশঙ্কার কারণ হইয়া রহিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পসচিব শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাব ব্যবসায়ী-দের সতর্ক করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি পণ্যাদির দাম কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবসায়ী মনোভাবের নিন্দা করিয়াছেন। ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাঁহারা বিবেকবান তাঁহাদের প্রতি আবেদন জানাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া অসাধু ব্যবসায়ীদের দরবৃদ্ধি করিতে না দেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও যদি শেষ পর্যন্ত পণ্যাদির দাম বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে তাহা বরদাস্ত করা হইবেনা বলিয়াও শাসানো হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার পণ্যাদির দরবৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য যে প্রস্তুত শ্রীযুক্ত মহতাবের উক্তি হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়।

কিন্তু এসব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাইবার কারণ কি? ব্যবসায়ীদের মধ্যে সৎ ও বুদ্ধিমান লোক অনেক আছেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে কি এইসব অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব রোধ করা যায় না? দেশে এখন অনেক সমস্যা রহিয়াছে, দেশবাসী এখন অর্থনৈতিক জটিলতার জালে জড়িত। দেশবাসীর কথা ও দেশের মঙ্গলের কথা অহর্নিশি চিন্তা করিতে বলি না; কিন্তু তাহাদের কথা সামান্য একটু ভাবিবার কথা তো বলা যাইতে পারে। আমরা প্রকৃত পক্ষে আশাবাদী, আমরা আশা করি যে, ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের মনোভাবের এমন পরিবর্তন করিয়া লইবেন যাহাতে তাঁহাদের উপর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন না হয়।

প্রাসঙ্গিক

শান্তি-প্রচেষ্টা

কোরিয়ার যুদ্ধের এক মীমাংসার জন্য ভারত যে প্রস্তাব করিয়াছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ভাবে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, আমরা তাহার মর্ম উপলব্ধি করি। কমুনিজম বা সাম্যবাদ একটা বিশ্বব্যাপী ধারা। এই বিদেশী অনুপ্রাণনা কমুনিস্ট রাষ্ট্র পরিচালিত হইতেছে কিনা, তাহাই বিচার্য। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, কমুনিজম এখন সাম্রাজ্য বিস্তার রূপে পরিণত হইয়াছে। সমগ্র দুনিয়াকে পদানত করাই বর্তমানে কমুনিস্ট রাশিয়ার উদ্দেশ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার এই সাম্রাজ্য-বিস্তারে বাধা দিতে চায়। কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকার হস্তক্ষেপ এই কারণেই। ইহারা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বলিয়া পরিচিত, তাহারা ক্রমশ সাম্রাজ্যের হারাইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এখন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু ইহার চরম ক্ষেত্রেদেখা যায়, আমেরিকার বা বৃটেনের প্রভাবে তাহারা প্রভাবিত এ প্রভাবও ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে চলিয়াছে একদিকে মার্কিন ও একদিকে রাশিয়া মানবসমাজের কল্যাণচিন্তায় মত্ত হইয়া উঠিবার দরুনই আজ পৃথিবীর মানুষের এইরূপ। তাহাদের যদি সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মানব সমাজ মুক্তির শ্বাস ছাড়িয়া বাঁচে তাহার যে প্রমাণ করে, তাহা মানিয়া লওয়া পক্ষেই অনুধিক মানুষের কল্যাণ চিন্তার একটোটিয়া স্বত্ব তাহা হইলে তাহারা থাকে না। ইতিমধ্যে আমেরিকাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এবং কোরিয়ার সৈন্য ও সমরোপকরণ নামাইয়া দিয়াছে। এক্ষেত্রে তাহার আর পিছানো চলে না। মার্কিন নেহেরুর প্রস্তাবে খুশী হয় এই কারণে যে, তাহার আশা ছিল তাহার অভিপ্রায় বুঝি বা পুরাটাই মিটিয়া যায়। কিন্তু তাহা হইবার নয়।

চাউলের টানাটানি

গত সপ্তাহে পশ্চিম বাংলার খাদ্যসচিব পশ্চিম-বাংলার খাদ্যের অবস্থা সম্বন্ধে সাংবাদিকগণের নিকট যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, ভারত গবর্নমেন্ট যদি সাহায্য না করেন তাহা হইলে পশ্চিমবাংলায় বর্তমানে যে-হারে রেশন দেওয়া হইতেছে, সেই হারে রেশন দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। পশ্চিমবঙ্গে চাউলের চাহিদা ও তাহার সংস্থানের অবস্থা সম্বন্ধে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা ভারত সরকারকে পরিষ্কারভাবে জানানো হইয়াছে। প্রকৃত সংখ্যা উদ্বাস্তুদের সহ অতিরিক্ত চাউলের চাহিদা পেশ করিয়াছে। কেন্দ্র হইতে গত বছর ১৯ লক্ষ টন চাউল অতিরিক্ত সরবরাহ করিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়। ইহা ছাড়া এই রাজ্যে যে ২৫ লক্ষ একর আউস ধানের জমিতে পাট করিবার কথা প্রায় ১১ লক্ষ একর জমিতে উৎপাদিত হইতে পারে নাই। এই পরিমাণ পাট ও তাহার সরবরাহের মিলও হইতে পারে নাই। আমরা পশ্চিমবঙ্গের চাহিদার যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে পারিয়াছি। কিন্তু সেক্ষেত্রে এ কথাও চিন্তা করিতেছি, ভারত সরকারের পক্ষে এই চাহিদা মেটানো সম্ভব কিনা। বিদেশ হইতে যে খাদ্যশস্য আসিতেছে, তাহা কম। অষ্ট্রেলিয়া হইতে যে আসিতেছে, পাকিস্তান হইতে যে আমদানির উদ্যোগ চলিতেছে। তেমনি যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারত সরকার গমের আমদানি করিতেছেন। দেশের পরিস্থিতি এখন এইরূপ। একদিকে আমাদের দেশের চাউলের উপর বিদেশ হইতে আমদানি বন্ধ হইবে কিনা, তাহাই বিচার্য। আমরা চাউল বা অন্য আমদানি করিবার বিরোধী, একথা ঠিক। কিন্তু উপায় ও পথ—ইহার মধ্যে কোন্‌টা নির্বাচন করা ঠিক, তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার। বৃটিশ গবর্নমেন্টের উপর দায়ই রাখ আমরা করি, যতই দোষারোপ আমরা করি না কেন, একথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে চাপ দিয়া বা আন্দোলন করিলে এক মুহূর্তে খাদ্য উৎপাদন করা যাইবে না।

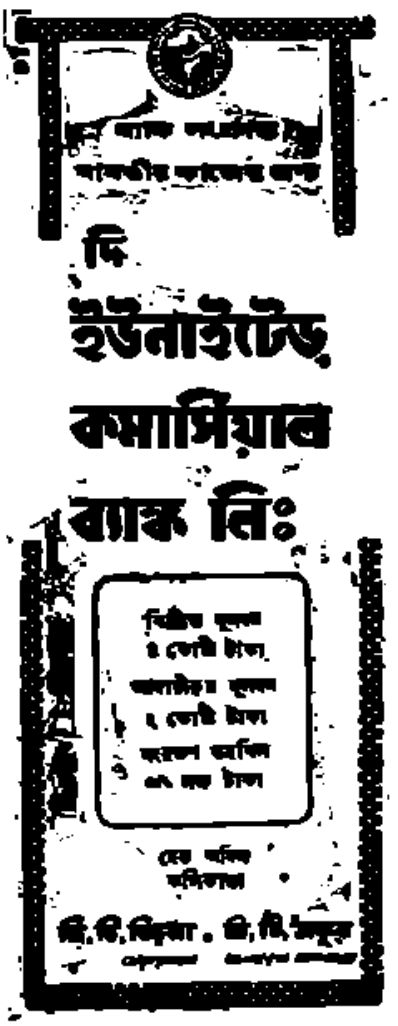

পুরীতে রথযাত্রা

পুরীতে এবার যাত্রায়াত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে। পুরীর রাজ পরিবার ও পুরোহিতদের মধ্যে মন্দিরের কর্তৃত্ব লইয়া একটি বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। এ খবরও নূতন। পুরীর ইতিহাসে এক ঘটনা কখনো ঘটে নাই। এবার মন্দিরের উৎসব ঘিরিয়া এই বিবাদের সৃষ্টি। অন্যান্য বারে যাত্রী পুরীতে যে হিসাবে হয় অধিক। অন্যান্যের বিভিন্ন স্থান হইতে আগমনের হইয়া থাকে। এবার তাহা অনেক বেশি হইয়াছে। সমুদ্রের মধ্যে ঘটনা এবং সাধুতে ও পুলিসে সমর্থ বাধায় অনেকজন সাধু কয়েকজন পুলিস আহত হন। এরূপ ঘটনা ইতি পূর্বে কখনো ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা জানিনা এবার এরূপ কারণ কি, তাহার বিস্তারিত বিবরণ যাহাতেকরা যায়, পুরীর বার আসোসিয়েশন এক ঘটনা তদন্ত করিবার দাবি জানাইয়াছেন। এবার একটা তদন্ত হোক, ইহাই আমরা কামনা করি। কেননা; এরূপঘটনায় যদি প্রতিবার জনসাধারণ যদি, তাহা হইলে এইরূপ ঘটনা ঘটিতে থাকিবে। তাহার পরিণাম বড় সুখের হইবে না। ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, সাধুদের উচ্ছৃঙ্খলতা কিনা অনুষ্ঠিতে রথ টানিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের বাধা দেওয়া হয় টানিতে সাধুরা দমিয়া যান, তাহা তাহারা পুলিসকে আক্রমণ করিতে আসে। পুলিসের কথায় তখন বেশি ছিল নূতন পুলিস পরে আসিয়া জোটে ও লাঠি চার্জ করে। পুলিসের কার্যের প্রশংসা করা যায় না কিন্তু আক্রমণের জন্য ও লাঠি চার্জের মত তাহার

যেন কিছু করিতে হইবে। কিন্তু সাধুদের ভাবিবার অবসর নাই, কিংবা আমরা করিব।' 'সাধু' শব্দে তো একটু সাধুত্ব, ইহাতে একটা সম্ভ্রম। কিন্তু বলা এই যে, সাধুদের সাধু হইতে হইবে।

বিমান দুর্ঘটনা নিবারণ

ভারত সরকারের চলাচল বিভাগের উপদেষ্টা কমিটী ভারতের আকাশপথের সমিতি মুক্ত আছেন। বিমানে যাহাতে দুর্ঘটনা নিবারিত হইতে পারে তজ্জন্য ইহারা একটা পরিকল্পনা খাড়া করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেকটি বিমান যাত্রার পূর্বে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিবার ও তাহাদি মেরামত করিবার ব্যবস্থা করা হইবার সঙ্গে সঙ্গে এইজন্য একটা পাকা ব্যবস্থা ও বিমান যাত্রার পূর্বে তাহার বিভিন্ন অংশ কারিগরি সমিতি পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার। কিছুকাল যাবৎ বিমান-দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে বিমানে আরোহণ করা আমাদের কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি পাটনা-ফোটের নিকট যাত্রাবাহক বিমান দুর্ঘটনা হওয়ায় ৪২ জন যাত্রীর জীবনান্ত ঘটে। ঠিক তাহার এক দিন পূর্বে বেলজিয়মের নিকট আর একটী বিমান-দুর্ঘটনায় একজন বিমান চালক নিহত হন। একদিকে দুর্ঘটনা কেন ঘটিতেছে, তাহার তদন্ত হওয়া আবশ্যক। চালকের ত্রুটীতে অথবা বিমানের কলকব্জার ত্রুটীতে এরূপ হইতেছে তাহা জানা আবশ্যক। পাটনা ফোর্টের নিকট যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আকাশের ঝড়ে ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। দুর্যোগপূর্ণ আকাশের মধ্যে বিমান কেন চালনা করা হইল, তাহা আমরা জানি না। অথবা আকাশের যে পাটনা-ফোর্টের আকাশে বিমান চলনার পক্ষে অনুকূলাবস্থা তাহা কি জানা ছিল না? ভারতের আবহবিদ্যা আকাশের পূর্বাভাস আলোচনা করেন এরূপে তাহাদের কোন ত্রুটী ঘটিল কিনা, বলিতে ইচ্ছা হয়। ইহা ছাড়া বিমান পরীক্ষা নিরীক্ষারই আবশ্যকতা নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা আছে; তাহাদেরই কোথা ত্রুটী ছিল কিনা তাহাও জানা আবশ্যক। যাহাতেই বিমান দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য যাহা যাহা করণীয় তাহা করিতে যেন কোথা ত্রুটী না হয়, তাহা অবশ্য দেখিতে হইবে। বর্তমানে বিমান যাতায়াত দেশের অবস্থা বুঝিয়া অনেক পরিমাণে চলিতেছে; যান পরাদি স্থান হইতে স্থানান্তরে চলাচল করিতেছে বিমানের সাহায্যে। যদি বিমানে অনেক এরূপ বিশ্বাসক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের ক্রত যাতায়াতে যেন বাধা পড়িবে, বেসামরিক বিমানের ক্রত উন্নতির সোপান যাহাতে হইবে। এদিকে তাহার সংগঠনে বিশেষ মনোযোগ দিতে কমিটী আমরা আশা করি। যুদ্ধের পর হইতে তাহাতে বেসামরিক বিমানের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। সেই উন্নতির পথে কোনোরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি যাহাতে না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও তাহা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা এখন শুনিতেছি যে বিমান-পরীক্ষার যেরিয়া অফিসার না রাইট ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে অনেক অনেক ও বাবিজ্ঞান হীন ব্যক্তি রহিয়াছেন। এরূপ ভাবে যাহাতে যোগ্যতর লোক নিযুক্ত হয়, সেদিকেও মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

চলচ্চিত্র তদন্ত

ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার, চলচ্চিত্রের মান ধীরে ধীরে অবনত হইতেছে। ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই কমিটী বিভিন্ন ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানের মতামত সংগ্রহের কার্য সম্পন্ন করিবেন। অভিনেতা অভিনেত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া পরিচালক পরিবেশক ও বিভিন্ন শিল্পক ও দর্শক সাধারণের অভিমতাবলী সংগ্রহ করা হইতেছে। কিন্তু মোটামুটি-ভাবে দেখা যাইতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে কোনো তদন্তের বা অভিমতাবলী সংগ্রহের আবশ্যক হয় না। বাঙ্গলার চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যাহাদের ধারণা, তাঁহাদের সকলেরই যদি কোন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই কার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া যায়, তাহা হইলেই অনেক সময়ের সমাধান হইয়া যায়। যাহাদের কোন শিক্ষা নাই, সংস্কৃতি নাই, তাহারা এখন এই ছিদ্র দিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহাদের দূরীকরণ করিতে পারিলেই এখন একটা 'বই' তুলিবে কোনো অসুবিধা হয় না। তাহার কাহিনী, তাহার সংলাপ, তাহার সিনারিয়ো ইত্যাদি, প্রত্যেক ও সংস্কার করিতে যে অভিজ্ঞতার আবশ্যকতা প্রয়োজন, এখনও তাহারা তাহা করিয়া দেখেন না। চলচ্চিত্রের যে শিল্প, ইহার উন্নতির জন্য যে শিক্ষা ও দীক্ষা আবশ্যক, তাহা বুঝিবার জন্য যদি ইহাদের যে শক্তি-

বিজ্ঞাপনাবলী

• "আর্থিক ভারত" প্রতি মুদ্রণায় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

• মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা

• ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

• ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য

'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

এজেন্সীর জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'

"আর্থিক ভারত" এন্ড কমার্শিয়াল

বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড,

কলিকাতা।

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে

ধারা সমন্বয়ীভূত। কাহিনীতে জোরো জোর না থাকিলে দর্শকে কোনো পরিচয়ে হাত মেলাইবার জন্য শিল্পের কৌশল অবলম্বন করিতে হয় যাহাতে নিরোধিক মূলধন উহারা আসে তাহার ব্যবস্থার জন্য সেইরূপ আয়োজন করা ও মুলধনি মূল সংযোগ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অবশ্য গানের ও নাচের মূল সুর না থাকিলে বাঙ্গালী শ্রোতা হইবে না, পরিচালকদের ইহাই অভিমত। আসলে ইহা পরিচালকদের অভিমত নয়, বাহিরের বিক্রী হইতে মূলধন সংগৃহীত হয়, তাহাদের চাহিদা অনুযায়ীই এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। বাঙ্গলার শিল্পের জন্য বাঙ্গালার একটী কল্পনা আছে—কিছু গান, কিছু নাচ, কিছু ভাঁড়ামো ও অজানা বিষয়। অর্থাৎ কাহিনীর বা কাহিনীর কোন প্রয়োজন নাই, কাহিনী থাকা বা পরিচালনার আবশ্যক নাই। কেবল অবশ্যকটী যে সুরলয়ে আলাপআলো তাহার সঙ্গে বাঙ্গলার যুবা সেলুলয়েডের উপর ছাপিয়া পাইতে পারিলেই হইল। যদি এই জোড়া বিষয়ে তাহাদের ধারণা যায়, তাহা হইলেই চলচ্চিত্রের উন্নতি সম্ভব, অন্যথা নয়।

সংবাদ সংক্ষেপ

ভারতে শ্রমিক কংগ্রেস

বার্মীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ ভারতের শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে অধিকতর সুচারুরূপে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে ভারতের একটী শ্রমিক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

বিমানচলাচল ব্যবস্থা জাতীয়করণ

বিমান চলাচল প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন কল্পে আলোচনার জন্য চারমাস পূর্ব্বে ভারতের বাণিজ্যসচিব যে আলোচনী কমিটী বিমান অধিকর্ত্তাদিগের সেই কমিটী কর্ত্তৃক এক রিপোর্ট উপর ভারত সরকার বিমান চলাচল ব্যবস্থাকে জাতীয়করণের কথা বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই কমিটী আগামী আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি এই মর্ম্মে সুপারিশ করিবেন বলিয়া জানা যায়। এই কমিটী বিমান চলাচল ব্যবস্থার ব্যয় সঙ্কোচ ও এই প্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহায্যদান সম্পর্কে তাঁহাদের ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। এই আলোচনী কমিটীর সভাপতি ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন এই হাপ্তায় প্রায়শঃ পরিবর্ত্তিত হবেন।

ইন্দোচীনের মুক্তিদানে ভারত সরকারের মূলতঃ পরিকল্পনা

পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তু হিন্দু ও শিখদিগকে আর্থিক সাহায্য দান সম্পর্কে মূলতঃ এক পরিকল্পনার পূর্ণ বিবরণ ভারত সরকার সকল রাজ্য সরকারকে জানাইয়া দিয়াছেন। এখনই চলতি পরিকল্পনায় পরিবর্ত্তে এই নবপরিকল্পনাটী আগামী ১৯৪০ সনের মার্চ্চ মাসের শেষাবধি তিন বৎসরকাল কার্য্যকরী থাকিবে। মূলতঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্বাস্তুদিগকে অর্থদান করার বদলে ঋণ করিয়া দিয়া আর্থিক বৃদ্ধি দেওয়া হইবে। বিশেষ সুবিধার যে সকল উদ্বাস্তু শিক্ষার্থীকে ইতিমধ্যেই অর্থদান করা সুরু করা হইয়াছে, তাহারা উহা পূর্ণরূপ পাইতে থাকিবেন।

ভারত সরকার সকল রাজ্য সরকারকে জানাইয়াছেন যে, সরকারী বিধি বা আইন অনুযায়ী সকল উদ্বাস্তু শিশুকে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের দায়িত্ব ঐরাজ্যগুলিকেই লইতে হইবে এবং উদ্বাস্তু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নিজ নিজ শিক্ষা পরিকল্পনানুযায়ী করিতে হইবে। যে সকল রাজ্যের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নাই, সে সকল রাজ্যের উদ্বাস্তু শিশুদের বিদ্যালয়ের বেতন মকুব করা ছাড়াও পুস্তক ও প্রয়োজনীয় প্রাথমিক অন্যান্য ব্যয় অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। প্রাথমিক স্কুলের উদ্বাস্তু ছাত্রদের পিতৃব্যহীন ছেলেদের পড়ার খরচ মোকাবেলার জন্য প্রত্যেক ঐ সকল ছাত্রকে আর্থিক বৃত্তি মঞ্জুর করিতে হইবে।

উদ্বাস্তু শিক্ষার্থীদিগকে সরকারী বৃত্তি দান করিতে ১১ শ্রেণীর তালিকাভুক্ত বিদ্যালয়ের সুপারিশ করা হইয়াছে। ভারত সরকার নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, সরকারী বৃত্তি প্রদান কালে তালিকাভুক্ত বিদ্যালয়ের উদ্বাস্তু বিদ্যার্থীদিগকেই সর্ব্ব প্রথম সুযোগ দান করিতে হইবে। পরে আরও অর্থ থাকিলে উহা অন্যান্য বিদ্যা প্রবেশেচ্ছু উদ্বাস্তু ছাত্রদের মধ্যে বৃত্তি হিসাবে মঞ্জুর করা চলিবে।

বিদ্যায় প্রবেশ কোর্স উদ্বাস্তু শিক্ষার্থীদিগকে মাসিক অনধিক ৩০৲ টাকা হইতে ৬০৲ পর্য্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা যাইবে।

কলিকাতায় নারী পুলিশ

কলিকাতা নারী পুলিশ বাহিনীকে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা বিষয়ে এক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করার নাম-ইন্সপেক্টর ও সুপারভাইজার এ্যাসিষ্ট্যান্ট নাম-ইন্সপেক্টরে আগামী ১লা আগষ্ট হইতে দুই মাসের জন্য কলিকাতায় বিভিন্ন থানায় মুক্ত করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

দুইজন নারী রেল পুলিশ

হাওড়া ষ্টেশনে মোতায়েন মোকামাঘাট ব্রাঞ্চ পুলিশে দুইজন মহিলাকে নিয়োগ করা হইয়াছে। এই দুইজনই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। তাহাদের অন্য একজন ইতিমধ্যেই মোঃ সিরাজুল হক আলাদাভাবে আগামী সোমবার মোকামা যাত্রা করা করিবেন।

কে-আই-ইউ-এর চাউল চালান নিয়ন্ত্রণ অভিযোগে হাওড়া ষ্টেশন হইতে পাঞ্জাবের ইণ্ডিয়ান পুলিশের লালবেগ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

উদ্বাস্তু পোষ্যসমভোগীদের বিপদ

পাক-ভারত চুক্তিতে পাকিস্তান হইতে আগত সম্পত্তি, টাকা-কড়ি, দেনা ভারতের টাকা, ভারতের দেনার প্রভৃতি ভারতের ইনসলভেন্সি বিধির ব্যবস্থা পাকিস্তানে দেনদার টাকা ইনসলভেন্সি বিধির মোক ব্যবস্থা না হওয়ায় ভারতে আগত বহু অবস্থাপন্ন সরকারী কর্ম্মচারী হিন্দু অসুবিধায় পড়িয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই এক বছর আগত অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করিবার জন্য সরকারের পোর্টফলিও বিভাগে চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য এখন করিবার পর হিন্দি তাঁহার পরিবার বোম্বাইয়ের এমনি বাস করিতেছিলেন এবং বোম্বাইয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াই তাঁহার দেনদার টাকা পাইতেছিলেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্ব হইতে স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন দেনদার টাকা আদায় উদ্দেশ্যে তাহা জানিতে পারেন যে, দেনদার ইনসলভেন্সি কোন ব্যবস্থা নাই। অতিরিক্ত তাঁহার পরিবারবর্গকেও এখন আসিতে দেওয়া যাইতেছে না। বর্ত্তমানে এই অনুযোগের সংখ্যা প্রায় ৭০ জনের।

অর্থনৈতিক কমিশনের রিপোর্ট

অর্থনৈতিক কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার জে জে কৃষ্ণমাচারিয়ার রিপোর্ট আজ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, ভারতীয় সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনীতি অনুসন্ধান চলিতেছে। ১৯২৯ সালের অবস্থা আর নাই। সুতরাং বোম্বের কমিশন যে ধারায় কাজকর্ম চালাইয়াছিলেন, তাহা এখন বিবেচনার যোগ্য নয়। সেদিন যাহারা শিল্পে সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ ছিল না। বর্ত্তমানে ইহা দেশের প্রয়োজনানুযায়ী কল-কারখানায় সমৃদ্ধ। সুতরাং কমিশনকে আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধের নীতির আজ পূর্ণোদ্যমে পরিবর্ত্তন ধারণ করিতে হইবে। মিঃ কৃষ্ণমাচারি বলেন "প্রয়োজনের তুলনায় কম আয়, একার সমস্যা ও সামাজিক চাকরীর অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে সরকার যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে কৃষকদের অনেক অসুবিধা দেওয়া যাইতে পারে। তাহাতে কৃষকদের অনেক অসুবিধা দেওয়া যাইতে পারে। কাজ সহজতর ১০জন অধিবাসী ভূমিহীন হইলেও আমাদের অধিকাংশের জন্য কৃষিকার্য্য যাহাদের বেশী তাহাতে ভূমিহীন হইতে না। সুতরাং তাহাতে ভূমির একার বাঁচিলে অন্যত্র বেশী লোক দেওয়ার হইয়া পড়িবে।

মূল্য প্রসঙ্গে সম্পর্কে মিঃ কৃষ্ণমাচারি বলেন, "যে সকল দিয়ে মূল্যের অবনতি প্রবিষ্ট বেশী বিবেচনা করা হয়, সে সকল দিয়ে সম্পর্কের আমরা একটী বড় পোষণ করি।"

সুলভ ও দুর্লভ মুদ্রা এলাকার তালিকা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ঘোষণা করা হয়েছে। [illegible] এ তালিকা নিম্নরূপ হইবে: [illegible] মুদ্রা এলাকা—ব্রহ্মদেশ ও ব্রহ্মের সহিতের [illegible] এলাকা এবং আইসল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ডোমিনিকান সাধারণতন্ত্র, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গ্রীস, গুয়াতেমালা, হাইতি, হন্দুরাস, ইরাক, ইরান, লাইবেরিয়া, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, পানামা, প্যারাগুয়ে, পেরু, [illegible] ফিলিপাইন, সৌদি আরব, সিরিয়া, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, উরুগুয়ে, ভেনেজুয়েলা, যুগোস্লাভিয়া।

ভারতে সম চাকের পুরাভাস

[illegible] ভারতে [illegible] সম চাকের পুরাভাস [illegible] [illegible] [illegible]

পণ্যদ্রব্যের বাজার

দর-হ্রাসে সরকারী ব্যবস্থা

কোরিয়ার যুদ্ধ বাধিবার ফলে বিভিন্নদেশের মূল্য ও পাইকারী দর যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতি সপ্তাহে যে মূল্যমান প্রকাশিত হয় তাহার উপর এই বর্দ্ধিত মূল্যের প্রভাব পরিষ্কার বুঝা যায়। কিন্তু বিভিন্ন স্থান হইতে পণ্য চলাচল ব্যবস্থা যদি অটুট থাকে, এবং দেশে প্রতিযোগিতা ও শিল্পবাণিজ্য উৎপাদন যদি বাধাহত না হয়, তাহা হইলে অচিরেই গবর্ণমেণ্ট পণ্য দ্রব্যাদির মূল্য আগের অবস্থায় আনিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। সম্প্রতি দ্রব্যাদির যে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে; দেশের উৎপাদন ক্ষমতার বা অন্যান্য কারণে কোনো কারণ উহার সহিত জড়িত নাই, ব্যবসায়ের দ্বারা মুনাফা শিকারের যে অবস্থা সৃষ্টি করা হয়, ছোট বড় সকলেরই উৎপাদনে তাহার প্রভাব পড়ে। তাহারা জানে, অচিরেই এই দ্রব্যাদির অভাব ঘটিবে এবং এই কারণে তাহারা পণ্যাদি পুঁজি করিতে শুরু করে। ফলে ঘটিবেই দেখা যাইবে যে, দ্রব্যাদির এই মূল্য বৃদ্ধি কেবলমাত্র কল্পিত। উপযুক্ত সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলেই এই মূল্যমান আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে।

লোকসানের বিষয় এই যে, পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি লইয়া সরকার পক্ষাদি যে ভাবে আন্দোলন করিয়াছেন তাহা কিছুটা অসঙ্গত হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টও মজুতদারী অপরাধ উদ্ধারে এত বাধিয়া দিয়াছেন। পাইকারদের আশঙ্কা হইয়াছে যে, তাহারা মূলধনের দ্রব্যাদির দাম বাড়াইতে পারিবেন। এবং এ বিশ্বাসও তাহাদের হইয়াছে যে, যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো বিপদের সৃষ্টি না হয় তাহা হইলে বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্যাদি আমদানি কোনো ভাবে ব্যাহত হইবে না।

বাজারে অত্যাবশ্যক পণ্যের দর উঠানামি লক্ষ করিলে বোঝা যায় যে, হঠাৎ কোরিয়ার যুদ্ধ বাধায় যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল এখন তাহা অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। অধিকাংশ বিশিষ্টজন পাইকার বিশেষ অনুবিধা হইবার সম্ভাবনা আছে, যা অচিরেই পণ্য দ্রব্যাদির বিশেষ অনুবিধা দিবে, ইহাতেও অবশ্য সন্দেহ করিয়া ব্যবসায়ের নিকট হইতে বাড়তি দাম যে বলা যাইবে না, এ বিষয় এখন যেন অনুমান নির্ভর বলা নিরাপদ।

কয়েক দিন সপ্তাহে বাজারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে অনেক সময়ে অনেক দ্রব্যের দাম কমিতে দেখা যায়। বলিবার সময়ে এখন কিছুর উপর বা আমদানির ভার আর নাই। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাম দিয়া কিনিতে অধীকারও করিতেছেন। ইহার অবশ্য কারণ আছে। অধিকাংশের হাতে অনেক মূল পাওনাদার, এবং বিদেশ হইতে আমদানি করা জিনিসপত্রের মূল্যও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাকিস্তান হইতে যে ৩ লক্ষ টন চাল এই বছরে আসার কথা হইয়াছে, তাহা আসিলে তাহাতে খাদ্যের পরিস্থিতি সহজ আর কিছুটা উন্নতি হইতে পারিবে। ইহা ছাড়া পাকিস্তান হইতে বিভিন্ন আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আমদানির কথাবার্তা চলিতেছে। সুতরাং এখন অধিক অনুযোগ দেওয়া আবশ্যক বর্তমান পরিস্থিতির উপর। ইহা খুবই দুঃখের বিষয় যে, কয়েকজন বড় মজুতকারী ব্যবসায়ী বাজার বাঁধিয়া বাজারে মাল ছাড়িতেছেন। তাঁহাদের এই কৌশল অবলম্বনের কারণ হইল এই যে, উহার দ্বারা বাজারে বর্তমানে যে অবস্থা সৃষ্টি হইবে তাহার ফলে অল্প উচ্চ-হারে কিস্তিবন্দি দরে পরিবর্তন করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইবেন। গবর্ণমেণ্টের উপর এইভাবে চাপ দিবার জন্য কারবারীরা কিছু মাল বন্ধ করিয়াছেন, দেখা যায়। কিন্তু ইহার ফল কতটা ভালো হইবে তাহা অবশ্য আগে হইতেই বলা যায় না।

ব্যবসায়ের-বাণিজ্যিক এখন ইতস্তত দিকে চলিতেছে। কারণে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিদেশের বাজারে ক্রমশ অবনতির হইয়া উঠিতেছে। এই পরিস্থিতির সম্ভাবনার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে যদি তাড়াতাড়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে দেশের বিভিন্নমুখী বাণিজ্যে তাহার বিভিন্নরূপ অবস্থা অনুযায়ী দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে পারে তাহার দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। বর্তমানে যে ৩ ইতিমধ্যেই বহুত কাপড় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আটক করা হইয়াছে। এখন এই সব মূলধন তাহার বিভিন্নস্থানে বন্টন করা হইতেছে কিনা, এবং ব্যবসায়ী-দের সংখ্যা অবলম্বন করিয়া বন্টনের বিচার করিতেছেন কিনা, তাহা দেখিতে হইবে।

খাদ্যদ্রব্য

উৎপাদনের খাদ্য দ্রব্যের বাজার সম্বন্ধে সম্প্রতি বিশেষ কিছু এ সপ্তাহে নাই। এই বাজারে বিভিন্ন স্থানে প্রচুর বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন প্রকারের ধান চাউলাদি নিয়মিতভাবে বাজারে আসিয়া পৌঁছে নাই। কিন্তু আশা করা যায় যে, শ্রীপাত্র ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন-স্থান বাজারে আসিয়া পৌঁছিবে। সপ্তাহ-ব্যাপী কোনো পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য ঘটে নাই। খোলা বাজারে যে-সব মাল বিক্রয় হইতেছে তাহা সরকারী নির্দ্ধারিত দরের অনুরূপ।

এরূপ জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সর্বত্র আমদানি করার জন্য প্রচারকার্যের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ লইয়া পরিচালনা করিতেছেন। কোরিয়া সংক্রান্ত ভয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই বাহিরে আমদানি চোরাকারবার বেশি প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এবিষয় সচেতন আছেন বলিয়া মনে হয়। এইভাবে দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধির প্রভাব আরও দ্রব্যাদির উপর যেন অধিকারাই, এমনকি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার দরের উপর দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেন্দ্রীয় শস্য ভাণ্ডারের যে পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত আছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত নন, এই কারণে চাউলের, চালানের ও আটা-ময়দা হইতে আরও খাদ্য শস্য আমদানি করিয়া এই ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে গবর্ণমেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন।

এজন্য জানা গিয়াছে গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য-শস্য আমদানির ব্যবস্থা করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া হইতে এই সপ্তাহে আরও দেড় লক্ষ টন গম আমদানি করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই অতিরিক্ত গম ভবন বিভিন্ন ব্যবস্থার দ্বারা আমদানি করা হইবে; এই গমের পরিবর্তে আগামীতে ১০ হাজার টন পাট-জাত দ্রব্য অষ্ট্রেলিয়াকে দিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই গম আনা হইলে এই বৎসর অষ্ট্রেলিয়া হইতে মোট দেড় ৬৬ হাজার টন গম আমদানি করা হইল।

[illegible] উঠিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা ও শ্রেমিডেন্সি যে বন্যা হইয়া গেল, তাহার ফলেই পশ্চিমবাংলার ধান পরিস্থিতি আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে নিয়মিত ভাবে গম আসিয়া পৌঁছে নাই। ১৯৫০ সালের শুরু কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাংলায় ৬৫ লক্ষ ১০ হাজার টন গম, বার্লি ও যবসা, ও ১০ হাজার টন চাউল বরাদ্দ করিয়াছেন।

চিনি

চিনির সরবরাহ বাড়িবার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন রাজ্যের চিনির ওজন হ্রাস করিয়াছেন। আগামী বাড়াই মরশুমে আমদানি পরিমাণ আরও বাড়িবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। বাড়তি সুযোগের জন্য গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে চিনি আমদানির চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। এখন দেখা যে পরিমাণ চিনি মজুত আছে, তাহা দেশবাসীর মাথা পিছু চাহিদা মাফিক সরবরাহ করিতে পারিবে। আগামী পরবর্তী ডিসেম্বরের চাহিদা মিটাইতে হইলে বিদেশ হইতে চিনি আমদানি ছাড়া গত্যন্তর নাই।

সেরার বাজার

পাটের বাজারে উন্নতি অব্যাহত

কলিকাতা, শনিবার, ২২শে জুলাই—সপ্তাহের বাজার বন্ধ থাকিবার পর গত মঙ্গলবারে যখন বাজার খোলে তখন অনেক আশা ছিল। পাটের সেরাদের বাজারে কেনা-বেচার ভাব বেশ খুব বেশী। ইহাতে মূলধন প্রবল বিলুপ্ত আসর হয়।

আরডপাড়ার বস্তা বিলুপ্ত বৃদ্ধি পাইয়া ১৭৫০ হয়, এবং অবশ্যাত্ত বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৫৲ টাকায় উঠিয়াছে। ২৬৯৲ টাকা মূল আশানো-উড়িয়া কেনা-বেচা হয়, ও ৯৯৲ টাকা মূল আলমবাজার আড়ত আসিয়াছে হয়। টাপদানীর বস্তা ২০৭৲ টাকা পর্যন্ত ওঠে ১৮৭৲ টাকা পর্যন্ত। কেয়া ১৩৫৲ টাকা মূল স্থির থাকে, এবং অন্যের বস্তা সুর হইতে লাভাত বৃদ্ধি পাইয়া ২৭৫৲ টাকা হয়। মিলাদের কাজ-কারবার অধিক পরিমাণ হয়, এবং উহার বস্তা হয় ১১।০ আনা।

কলিকার বাজারের পরিস্থিতি ও বিক্রয়-ভাবের কথা বিশেষ অনুসন্ধানযোগ্য দেখা যায়। এখানে বেলল সেরাদের বস্তা ৫২৫৲ টাকা পর্যন্ত ওঠে, তাহার পিছনে বস্তা ওঠে ৩৯৲ আনায়। গতির অবশ্যপুরা অনেক বিলু উন্নতি ঘটে, এবং ইহার বস্তা হয় ২৫৲, এবং বাহাদুরের কেনা-বেচা হয় ১৪৲ মণে।

ইন্ডিনিয়ারি বিভাগে সেরাদের বস্তা স্থির থাকে। ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন সেরার বাজার বেলায় ও বস্তা ছইবার সময় একই বস্তা ছিল—৩৯।০। ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনের সেরাদে ডিরেক্টরের বোলবার জন্য এই সেরাদের প্রতি বাজারে আসার পরিমাণ বস্তা এবং ইহার বস্তা বৃদ্ধি পাইয়া ২৯৬৲ আনা হয়। মার্চাদের মধ্যে কেনা পরিবর্তন ঘটনা—মূলের হার বস্তা ৮৲ টাকাই থাকিয়া যায়।

বিভিন্ন বিভাগে এসেনো ব্রাদার্সের বস্তা উন্নতি দেখা যায়। ইহার বস্তা হয় ২৫৬৲, ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন-এর বস্তা হয় ১৭৲ টাকা।

সুর্য ছিল বাজারে মুনাফা-গ্রহণের যে আগ্রহ বাজার বন্ধ হওয়া পর্যন্ত দেখা গিয়াছিল, পরবর্তী দিনের প্রথম বিক্রয়ে তাহা দেখা যায়। ইহার ফলে বিভিন্ন সেরাদের বস্তা নিম্নমুখী হয় বটে, কিন্তু অবশেষে অবশ্য এ ভাব পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন সেরাদের চাহিদার সকল বাজার ক্রমশ উঠিতে থাকে এবং শেষে বাজারে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

পাটের বাজারে কর্মতৎপরতা আরও বৃদ্ধি পায়। এবং ইহার ফলে কাজ-কারবারের পরিমাণও অনেক হয়। আলমপাড়া বাজার বন্ধ হওয়া পর্যন্ত ১৭৫০ টাকা মূলে আসিয়া থাকে, অবশ্যাতের বস্তা হয় ১৪৯৲ মজিলপুর ১৮৭৲ টাকায় স্থির থাকে। রাণাঘাট ৩১৲ টাকায় তবে কলিকা বাজার বন্ধ হইবার সময় ।০ আনা বৃদ্ধি পাইয়া ৩১।০ আনা হয়।

কলিকা বিভাগে সুর হইতে শিল্প মেলি আগ্রহের ভাব দেখা যায়। বেলঘরের বস্তা ৫২৫৲ টাকায় ওঠে; বজবজের বস্তা হয় ১৭৯৲, ডায়মন্ড হারিয়া ৩৮৲ আনা মূলে কেনা-বেচা হয় ও শেষে ৯৯৲ আনায় মূলে ৮.৩-কারবার হয়।

ইন্ডিনিয়ারি সেরাদের বস্তা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত একই ভাবে থাকে। মার্চাদের বস্তা থাকে ১৬৲, এবং বেলঘরের বস্তা থাকে ১৫৲। ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন বস্তা হয় ৩০৲ ও ইন্ডিয়ান জুটমোকেলের বস্তা হয় ২১৯৲ এবং এই বস্তা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ২২।০ আনায় ওঠে।

বিভিন্ন বিভাগে সুর হইতে পরিবারের আগ্রহ অধিক পরিলক্ষিত হয়। বি আই জুটমোকেলের বিলুপ্তি বৃদ্ধি পাইয়া ৯৲ আনা হয় ও ইন্ডিয়ান জুটমোকেলের কেনা-বেচার ভাব হয় ৩।০ আনা পর্যন্ত হয়। মার্চাদের বস্তা হয় ১৬৲ আনায় ওঠে। ইন্ডিয়ান সেরাদের সেরাদের প্রতি বাজারে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

ইহার পরের দিন বাজারের অবস্থা আরও উন্নত হয় পাটের সেরাদের প্রতি পরিবারের আগ্রহ বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং ইহার ফলে পাটের সেরাদের বস্তা আরও বৃদ্ধি পায়। অবশ্য শেষে এই বস্তা বৃদ্ধি প্রায় অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়।

পাটের সেরাদের বস্তা এইরূপ উন্নতির ফলে ইহার প্রভাব বাজারের অন্যান্য সেরাদের উপরও দেখা যায়। বিশেষ করিয়া কলিকা বিভাগে এবং তিনি বিভাগীয় অন্যান্য সেরাদের উপর এই প্রভাব দেখা যায় অধিক পরিমাণে। এই বিভাগের সেরা সেরা-এর প্রতি বাজারে তেমন কেনা-বেচা আগ্রহ ছিল না, সেইজন্য সেরাদের প্রতিটি সকলের আগ্রহ দেখা যায় এবং অবশ্যম্ভাবী বৃদ্ধি পায়। আলমবেল, টাপদানী ও আলমবাজার সেরাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব পাটের সেরাদের বস্তা খুব অল্প বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

কলিকা বিভাগে যে অল্প কর্মতৎপরতা দেখা যায়, তাহা আরডপাড়ার অল্প কেনা-বিক্রয়ে বলিয়া আসে না। ইন্ডিনিয়ারি বিভাগের অন্যান্য সেরাদের বস্তা অল্প বৃদ্ধি পায়।

সপ্তাহের শেষদিন বাজার খুলিবার সময় ইহা উত্তেজনাপূর্ণ থাকে। কিন্তু পরে মুনাফা গ্রহণের ফলে বাজার পুনরায় নিম্নমুখে নামিয়া আসে। চটকল ও কলিকার মজিলপুরের সেরাদের ভাব এই দিন অপেক্ষা পরিমাণে হয়।

বাজারের হালচাল

[বাজার অবস্থানীয় দর]

সরকারী কাগজপত্র

৩½ সুদের ১৯৬০, ৩½ সুদের (১৯৪৮) ১৮৬০, ৩ সুদের (১৯৫৯-৬১) ১০০৯৬০, ৩½ সুদের (১৯৫৫-৬৪) ১০০৬০।

ব্যাঙ্ক

লিবারল ব্যাঙ্কিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডমার্শিয়াল ২৩০৲

কাগজের কল

বাউরিয়া (দাবাল) ২৮৫৲ ফলসী (প্রেফারেন্স অর্ডিনারী) ১০৲, ঐ প্রেফারেন্স ১০৫৲; কমার্শিয়াল ১৩৮৲, নিউকিন্সটোরিয়া ২৬০।

কয়লা খনি

আসানসোলমেটিক ২৯৲, ভারত কোলিয়ারী ৬৯৬০, বেঙ্গল ৩৪৲, বোরো ৩৩৲, সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া ৪৮০, ডেলে লেস ১৭৬০, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ১৭৩০; ইষ্ট ইন্ডিয়া ৩৯৬০, অরারী সেন্ট্রাল ১৮০, বোরো ২৬৬, কাজোরা ঘরিয়া ৩৬৬০, মিঠি বীরভূম ৩০।০।

চটকল

আমরতী ১৬৬০, এলগিন ২১০৲, আলমপাড়া ১৯৬০, আগো ইন্ডিয়া ২৮০৲, অকলাণ্ড ৩৩৲, বালী ২৮১৲, বেলঘরিয়া ২৮২৲, কামার ২০৩৲, দলমার ২১৮৲, কেটী ২৩৮৲, কোটী ছাপার ৩৯২৲, গারলে ৩৩৯৲, হাওড়া ৩১৬০।

ইন্ডিনিয়ারিং

ব্রেনওয়েট ৮৬০, ব্রিটানিয়া ১৯৲, ইন্ডিয়ান আয়রন ৩৭৬০। বেঙ্গল ১৪৯০, ইনচেপ্টী ৮৲, মার্শালস্ ৮৬০; লারসন্ৎ, টমস এলবারফিল্ড ২২৫০।

টিনি

ক্যাপ এন্ড কোং ৮৬০; ফোরমিনিয়ন ৫০৲।

চা

বামনবাড়ী ২৪।০; বাসন্তী ৩৩৲, ৪৩৬০।

বিবিধ

আসানসিমেন্ট ৯৬০, গ্রামোফোন ২৬৲, এস সি আলমা

ডিরেক্টর [illegible] এন্ড পার্টনার্স লি ৪, ক্লাইভ ঘাট, কলিকাতা-১ হইতে [illegible] কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর পক্ষে এস [illegible] রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত।

REGD No. C. 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ১৭শ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ১৭ই শ্রাবণ ১৩৫৭ ২রা আগষ্ট : ১৯৫০ | মূল্য

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১৩৩	পণ্যদ্রব্যের বাজার	
কারিগরী শিক্ষা ও শিল্পোন্নয়ন।		কাপড় জোগানের নূতন ব্যবস্থা	
প্রাসঙ্গিক	১৩৫	খাদ্যশস্য	
কলিকাতা, না কলকাতা		বিবিধ	১৫
চাউলের অনটন		সংবাদ সংকলন	
সরকারী ঋণপত্র		শেয়ার বাজার	
পশ্চিম বাংলায় চিনির কল		বাজেটের ক্রমোন্নতি অব্যাহত	

কারিগরী শিক্ষা ও শিল্পোন্নয়ন

সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা সংসদের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। কারিগরী শিক্ষা ভারতে এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়; কেবল ভারতবর্ষে নয়, সারা এশিয়াতেই ইহার আবশ্যকতা অত্যধিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয়টিও জরুরি হইতে পারে, কিন্তু কারিগরী শিক্ষার প্রশ্ন যে তাহা হইতে আরও বিশেষ জরুরি—এ কথা আজ সকলেই স্বীকার করেন।

ভারতে শিল্পপ্রসার কল্প বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া ঠেকিতেছে। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করিতে হইলে প্রথমেই শিল্প-সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করিতে হয়। পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করিতে গিয়া রাজ্যপাল চট্টর কাটজুও প্রথমেই এই কথা বলেন। তিনি আরও বলেন যে, দেশের শিল্পোন্নয়ন করিবার জন্য শিক্ষিত ও কুশলী কারিগর আবশ্যক, অথচ ইহার অনটন অত্যধিক। ১৯৪৮-৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাহাতেও কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্তারিত ভাবে সুপারিশ করা হইয়াছে। ভারত গভর্নমেন্টও এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতেছেন। কিন্তু তাহাই বড় কথা নয়। দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার বিষয় প্রচার করাও একটি বিশেষ জরুরি কাজ। কারিগরী শিক্ষা লাভ করিলে কি কি ভাবে কাহার কতটা উপকার হইবার কথা, তাহারও বিশদ প্রচার এ পর্যন্ত তেমন হয় নাই।

কারিগরী শিক্ষাসংসদও গত তিন বৎসরে তেমন বেশি কোনো কাজ করিতে পারেন নাই। বর্তমান অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুত মল্লিকারঞ্জন সরকারকেও একথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই স্বীকৃতির পরই তিনি বলেন যে, এই সংসদ যে ভাবে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন তাহার নৈপুণ্যের বিচার করিলে অবশ্য বলিতে

হইবে যে, আরম্ভটা ভালোই হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, নলিনীবাবু সৌজন্যবোধেই এতদূর উক্তি করিয়া থাকিবেন। প্রকৃত-পক্ষে কারিগরী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য যতটা উদ্যোগ ও উৎসাহের প্রয়োজন, এই সংঘ ততটা উৎসাহের পরিচয় দিতে পারেন নাই। কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজন যতটা তীব্র, ততটা প্রচার উহার এ পর্যন্ত হয় নাই।

সারা ভারতে উচ্চতর কারিগরী শিক্ষাদানের জন্য যে চারটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আছে, তাহার মধ্যে ভারতের কেবল জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তন হইতেছে হিজলিতে। এখন বলা যাইতে পারে যে, এ পর্যন্ত এদিকে যে কাজ হইয়াছে, তাহা এই হিজলি শিক্ষাগারেই হইয়াছে। এজন্য পশ্চিমবাংলার প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রশংসা পাইতে পারেন। কেননা, হিজলিতে যেটুকু কাজ হইয়াছে, তাহা বিধানবাবুর পরিচালন ও তত্ত্বাবধানেই অনেকটা করিয়া দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কারিগরী শিক্ষা প্রসারের জন্য জমি দান করিয়াছেন ও কয়েকটি বাড়িও দিয়াছেন—ইহা ছাড়া শিক্ষাদানের জন্য দেশের অভ্যন্তর হইতে এমন কি বিদেশ হইতেও অনেক কুশলী শিক্ষকও সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমবাংলায় এইটুকু কাজ এপর্যন্ত হইয়াছে। বোম্বাই এ পর্যন্ত কেবলমাত্র শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার উপযোগী জমি নির্বাচন করিয়াছেন, তাহাও পাকাপাকিভাবে এখন পর্যন্ত করা হয় নাই। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এখন পর্যন্ত জমি নির্বাচনের কাজও শুরু হয় নাই। পূর্ব পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ, ভারতের এই চারিটি অঞ্চলে কারিগরী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম (পশ্চিমবঙ্গ ও বোম্বাই) সামান্য কিছু করিয়াছে ; কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণে এ পর্যন্ত কিছু হইল না। ভারতে এখন কারিগরের দরকার অত্যন্ত বেশি, এ সত্ত্বেও ইহা লইয়া তেমন উদ্যোগ হইতেছেনা কেন, তাহাই প্রশ্ন।

যে সব কারিগরী বিদ্যালয় পূর্ব হইতেই আছে, তাহাদের উন্নতি বিধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৭ সাল হইতে অদ্যাবধি যে পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর ও দান করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ ৬৪ লক্ষ টাকা ; ইহা ছাড়া সুদহীন ঋণ বাবদ দিয়াছেন ১১ লক্ষ টাকা। অর্থের অভাব হেতু যে পুরাতন বিদ্যালয়গুলিকে উন্নত করা যায় নাই, তাহা তো নয়। বিভিন্নরাজ্য গবর্নমেণ্ট এদিকে যৌথিলোভই পরিচয় দিয়াছেন বলা চলে। কারিগরী শিক্ষালাভের জন্য যেসব ছাত্র বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদের মোট সংখ্যা ৭,৭০০। কিন্তু সারা ভারতের সব কয়টি শিক্ষালয়ের ছাত্রসংখ্যা একত্র করিলেও তাহাদের সংখ্যা ইহার চেয়ে অনেক কম। বিদেশে কারিগরী শিক্ষার জন্য ছাত্র প্রেরণের জন্য যে উৎসাহ আছে, স্বদেশে শিক্ষাদানের জন্য সে উৎসাহ কেন নাই—ইহাই বিস্ময়ের কথা। বিদেশে গিয়া বড় বড় কল কব্জার ব্যবহার না হয় শিক্ষা করা চলে, কিন্তু ছোটখাট যন্ত্রের কাজই তো বেশি, তাহাতে কারিগরও দরকার অনেক—স্বদেশে তাহাদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কেন হইতেছেনা—তাহা বুঝা কঠকরই বটে।

কারিগরের প্রয়োজন যে এখন প্রত্যক্ষ তাহাই নয়, এ প্রয়োজন বিশেষ জরুরি। সারা ভারতে যে উন্নয়ন-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং নদী-সংস্কার ও বাঁধ নির্মাণের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা সুচারুভাবে কার্যকর হইলেই দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব। কিন্তু এইসব পরিকল্পনাকে কার্যকরি করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে, কুশলী কারিগরের অভাব অত্যন্ত বেশি। এই অভাবের জন্য বিবিধ উন্নয়নের কাজ বিশেষ-ভাবে ব্যাহত হইতেছে। ইহা দেখিয়াই সহজে বুঝা যায় যে, দেশবাসী এতদিন কারিগরী শিক্ষার প্রতি বিমুখ ছিল, এবং এখনও আছে। বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক ডাকিয়া আনিয়া দেশের উন্নতিবিধান সম্ভবপর নয়। দেশের লোককেই এ কাজে হাত দিতে হইবে। সুতরাং কারিগরী বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী সংগ্রহ ও তাহাদের শিক্ষাদান করাই এখন সকলের বড় জরুরি কাজ : বার্ষিক অধিবেশনের মূল্য এখন তাহাই।

দেশের প্রত্যেক লোক শিক্ষিত হোক, ইহা অবশ্যই কাম্য। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার চেয়ে এখন এই বিশেষ শিক্ষারই যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাহাই এখন সকলকে উপলব্ধি করিতে করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিগত শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতি করা হোক, কিন্তু তাহার পূর্বে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা যেন করা হয়, ইহাই সকলের কাম্য। বর্তমানের পরিস্থিতি বিচার করিলে ইহা ভিন্ন অন্য চিন্তা করা যায় না।

প্রাসঙ্গিক

কলিকাতা, না, কলকাতা

পশ্চিম বাঙ্গলার কয়েকটি স্থানের ও নদীর নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে জনসাধারণের অভিমত প্রকাশ করা ঠিক হইয়াছে। ইংরাজি বানানের জন্য বাঙ্গলার কয়েকটি স্থানের ও নদীর নাম বিকৃত হইয়াছে। এই সব বিকৃতির পরিবর্তন ও পরিশোধন করা আবশ্যক। কিন্তু বিকৃত বানানের দিকটা দেখাইতে গিয়া আমরা যেন বাস্তবকে উপেক্ষা না করি, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মেদিনীপুরকে মেদিনীপুর, মেদিনীপুরকে মেদিনীপুর, কিম্বদন্তীকে কিম্বদন্তী করা যায় না। আমরা মিদনাপুরকে মেদিনীপুরও করিতে পারি, মেদিনীপুরকে মেদিনীপুর বহাল করাও সমীচীন। বাস্তবের ও বানান বাস্তবের দ্বন্দ্ব। কিন্তু কালক্রমে কাটিয়া যাইবে। কলিকাতা করার পূর্বে এ বিষয় আরও চিন্তা করা ও দৃষ্টি আরও আকর্ষিত করা আবশ্যক। উপরে যে কয়টি নাম উল্লেখ করা হইল, সেগুলি যেন বিদেশে প্রচলিত ও পরিচিত নাম নহে। দেশের নাম আমরা চলিত মুখের করিয়া বলা হয়। কিন্তু কলিকাতার বেলায় একটি মুস্কিল আছে বা। কলিকাতা বিশ্ববিশ্রুত স্থান, তাহাদের ইহা একটি প্রধান বন্দর, আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ইহা একটা বড় কেন্দ্র। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই কালকাটা জানে; পৃথিবীর সকল ভূমি, জল, স্থল, খাদ্যাদি, আর্থাদি, সম্বন্ধে কালকাটার সহিত পরিচিত, সুপ্রাচীন কাল হইতে কালকাটা নাম প্রচলিত—এই নাম ও এই বানান সর্বত্র চালু হইয়া গিয়াছে; এখন ইহার পরিবর্তনে প্রয়োজন কি? তাহা ছাড়া আমরা ইংরেজি বড় একটা বলিনা, ইংরেজ আমরা কলকাতা বলিয়া থাকি; সেই কলকাতা যদি কালকাটা থাকে, তবে ক্ষতি কি—উচ্চারণে তো বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত কালকাটার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় না।

চাউলের অগ্নিমূল্য

পশ্চিম বাঙ্গলার বিভিন্নস্থানে অগ্নিমূল্যে চাউলের দর হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। হঠাৎ এইরূপ দর বৃদ্ধির কারণ নাকি এই যে, বিহারের পূর্ণিয়া জিলায় কয়েকটি অঞ্চলে চাউলের অন্তর্গমন আবহাওয়ার জন্য কয়দিন যোগাযোগে চালান বন্ধ হইয়াছে। অবশ্য পাশাপাশি দুই সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে দর বিভিন্ন হিসাব হাজার হিসাব দিলাম—

	মণ প্রতি দর বৃদ্ধি	
	১২ই জুলাই	১৯শে জুলাই
বর্ধমান	৫১/০	৫২/০
বীরভূম	১৮৲০	১৮৲০
বাঁকুড়া	১৭৲/০	১৭৲/০
মেদিনীপুর	১৯৲০	১৯৲/০
পশ্চিম দিনাজপুর	৫২৲	২৩৲০
মালদহ	৫৫৲	৩৫৲
মুর্শিদাবাদ	৩০৲/০	৩২৲/০
নদীয়া	৩১৲০	৩৩৲০
হুগলী	২৪৲/০	৫৩৲
হাওড়া	২৫৲/০	৫৮৲
২৪ পরগণা	২৪/০	২৫৲/০
মুর্শিদাবাদ	২৭।০	২৭৳/০
জলপাইগুড়ি	২৯৲০	৩৯৲০

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে মাত্র কয়েকটি জিলা ব্যতীত প্রায় সব ক্ষেত্রেই দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। দুই হইতে দর একটি অধিক ছিল, তাহার উপর সেই দর আরও বৃদ্ধি পায়। এইরূপ দেখিয়া অনুমান করি ১৯৪০ সালের আমন ফসলের কথা স্মরণ করিয়া সিদ্ধান্ত হয়, অথ তাহাদের আশঙ্কা নিরাশ করা পারা যায় না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বাণ্ড পশ্চিম শ্রীযুক্ত খুলা গত সপ্তাহে এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরকারের আদেশের খাদ্যবস্তুর জন্য উদ্বিগ্ন হইবার কোনো কারণ নাই। এ বৎসর রবিশস্য যাহা সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহার পরিমাণ গত বৎসর অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া। কিন্তু চাউলের অবশ্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলা, পশ্চিম বাঙ্গলা ও বিহারে চাউলের টানাটানি পড়িয়াছে। চাউলের এই অভাব পূরণের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে চাউল রোজ রপ্তানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, চাউল রোজ রপ্তানী রোজ—যে কোনো একটি যাহা দিয়া হউক জনসাধারণের দুর্দশা লাঘব করা রোজ। এ বিষয় দৈনিক যেরূপ দিনে তাহার পরিণাম অবশ্য ভালো হইবে।

সরকারী অনুদান

বোম্বাই বাঙ্গলার ও মধ্যপ্রদেশ—এই তিনটি বাঙ্গলা সরকার তিন টাকা মূল্যের মোট ৮ কোটি টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৩১ জুলাই তারিখে এই অনুদান বিতরণ করার কথা ও ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে এই ঋণ পরিশোধ। মোট যে ৮ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে বোম্বাই ৩ কোটি টাকা, বাঙ্গলা ৩ কোটি টাকা ও মধ্যপ্রদেশ ১ কোটি টাকা। এই তিনটি রাজ্য ঋণের টাকা দিয়া এইরূপ কাজ করিবেন বিষ্ণু করিয়াছেন। বোম্বাই উক্ত সময়ের মধ্যে বেকারদের উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করিবেন; বাঙ্গলা বৈদ্যুতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য ও জনসাধারণের প্রয়োজনে এই টাকা ব্যয় করিবেন; মধ্যপ্রদেশ গভর্নমেণ্ট বিদ্যুৎ-উৎপাদনের জন্য এই টাকা নিয়োগ করিবেন। এইভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া যদি শিল্প-প্রসারের বা উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য অর্থ নিয়োগ করা যায় তাহা হইলে তাহাকে শুভ প্রচেষ্টাই বলিতে হইবে। কেননা ইহার দ্বারা 'অনুদান' মূলধনে যেমন একদিকে দিয়া তাহে পাশাপাশি রাখিবে, অন্যদিকে তেমনি মূল্য সংকোচের সম্ভাবনা হইবে। শ্রীযুক্ত চিন্তামন দেশমুখ এই প্রকার নীতি অবলম্বন করেন। ১৯৩৪ সালে পরিশোধ সাপেক্ষে ৩ কোটি টাকা ঋণের ৩০ কোটি টাকার ঋণদান বিষয়টি পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার বাহাদুর হাতেন। তাহার মুদ্রাস্ফীতি এখন যে পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাকে অর্থাভাবগ্রস্থে পরিণত বলিতে হয়। বাজারে প্রচুর নোট ছাড়া হইয়াছে; তাহা কেনিয়া কেনার মাল পরিমাণ হয়, তেমনি একটা উপায় অবলম্বন করিয়া বাজারের নোট গুটাইয়া লইতে হইবে। সুতরাং ঋণদান ছাড়া কিন্তু আর উপায় কি। কেন্দ্রীয় সরকার আরও কম প্রকার কঠিনের বাধায় বিজড়িত হইয়াছে। তাহা দেখা-দেখি বিভিন্ন রাজ্য গভর্নমেণ্টও যে সেই নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সবাই জানা কথা। এইভাবে বাজারে চালু নোট সংগ্রহ করিয়া সেই নোটের দ্বারাই উন্নয়ন বা পূর্তকার্য চালানো কাজ করা চলিবে। বাজারে এখন আর নূতন নোট ছাড়া যুক্তিযুক্ত নয়। সরকারী খাজ-খরচা বাবদ বাজারে প্রচুর নোট চালু করিতে না হয়, তাহারই জন্য সরকারী ব্যয় সংকোচের জন্য আবেদনাদি আমরা পেশ করিয়াছি; কিন্তু খরচ যে খুব একটা কমিয়াছে তাহা কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এদিকে পুঁজিপতিরাও পুঁজি নিয়োগ করিতে সন্দেহ করিয়া বসিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করিয়া সেই অর্থের দ্বারা সরকারী পরিকল্পনার কাজ করা বাঞ্ছনীয়। তাহাদের অন্যান্য রাজ্যও যদি এইরূপে অর্থ সাহায্য শুরু করেন, এবং সেই অর্থ উপযুক্তরূপে নিয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহার ফল ভালোই হইবে।

পশ্চিম বাংলায় চিনির কল

আমরা চিনির যে ঘাটতি পরিমাণের কথা সকলেই অবগত আছেন। এই ঘাটতি পূরণের জন্য চিনির কল নতুন উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যে আবশ্যক তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একথাও ঠিক যে, বর্তমানে যেসব মিল আছে তাহার উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারাই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়। এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন মিল প্রতিষ্ঠারও আবশ্যক।

কেন্দ্রীয় সরকার চিনির কল প্রতিষ্ঠার প্রসার করিবার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুযায়ী পশ্চিম বাংলায় পাঁচটি মিল স্থাপনের কথাই এই পাঁচটি মিলের মধ্যে যত বলা হয়। তন্মধ্যে একটি মিল প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। তাহার প্রতিষ্ঠার কাজ এমন অগ্রসর হইয়াছে: এবংসর মধ্যে একটি মিলের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, এই মিল ২৫ সংবৎসর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বাংলা বিভক্ত হইবার পর পশ্চিম বাংলায় মাত্র একটি মিল ছিল। এই মিল হইতে বৎসরে আনুমানিক ৪৫ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হয়। কিন্তু বাংলার মোট চিনির চাহিদা হইতেছে ৭০ হাজার টন। অবশ্যই বৎসরে আনুমানিক ৩ লক্ষ করিয়া চিনির প্রয়োজন। এই হিসাব অনুযায়ী মোট যে চিনির সরকার তাহার তুলনায় মাত্র তাহার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মোটের অল্প চিনি পশ্চিম বাংলায় একটি মিল উৎপাদিত হয়। প্রতি মিল বৎসরে ৭ হাজার টন করিয়াই চিনি উৎপন্ন হইবে ধরা যায়, তাহা হইলে পশ্চিম বাংলার চাহিদা মিটাইতে এখনও অন্ততঃ ৭টি মিল আবশ্যক। কিন্তু মিল প্রতি উৎপাদন বাড়াইয়া কম করিয়া ১৫ হাজার টন উৎপাদিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই কেন্দ্রীয় সরকারের অভিপ্রায়।

যে পাঁচটি মিল এখানে প্রতিষ্ঠার কথা কেন্দ্রীয় সরকারই সমর্থন করিয়াছেন, সে কয়টির সবগুলিই সেখানে হইবে না, সমবায়ের ভিত্তিতে তাহা চালিত হইবে সরকারই এইরূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন। তবে এই মিলের প্রত্যেকটী সমবায়ের ইক্ষুর ৬ শত টন আখ মাড়াই করিতে পারে তাহার ব্যবস্থাই করা সরকারই সুপারিশ করিয়াছেন। ৬ শত টন আখে চিনির পরিমাণ কতটা হয়, তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে না। কিন্তু মোটে প্রতি মিল ১ হাজার টনের বেশী কিছু অধিক চিনি উৎপাদ করা হইবে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

আমরা ব্যবসায়ীমহলে হিসাব ও উৎপাদন, বিভিন্ন [illegible]

সরকারী নীতির আলোচনা ইতিপূর্বে আমরা করিয়াছি সেই আলোচনার সূত্র ধরিয়া বলা যাইতে পারে, সরকারই মুদ্রাস্ফীতিরোধ এইরূপ উদ্যোগকে প্রশ্রয় দিয়াছেন কেন। সরকারী বিভিন্নরা বেপরোয়া মূলধনীরা আরও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁরা মুদ্রার টাকা চালিয়া যেতেছেন। তাহার পরে যে অতিরিক্ত পাওনা যায় ইহা সহজ নীতি।

আমাদের মনে হয়, সরকারই যদি নিজে ও নিজের না হন তাহা হইলে আমাদের অবস্থা যেমন হইয়া দিয়া হইবে। অনেক ব্যবসায়ের সরকারিকেরা অবশ্য বলিবেন, কিন্তু ইহা আমরা জানি যে, আমাদের সরকারই অতিরিক্ত বিদেশী ব্যবসা। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া কতকগুলি আন্তর্জাতিক ব্যবসা করিয়া ফুলিয়াছেন।

দীর্ঘকালের পরাধীনতার পর যেন স্বাধীন হইয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ছিটেইগ্রিশিপ যে দরকার ইহা আমরা বিশ্বাস করি। তাহাকে এমন পরিস্থিতির মধ্য তুলিয়া সেই একেবারেরকে এক ব্যবস্থা। আমাদের অন্তত কিছুদিনের জন্য থাকিতে হইবে। যদি আমরা সরকার লাভটাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে ইহা আমাদের কাজিনী নয়। উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা এই কাজ সাধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে সেই এক ব্যক্তির দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইবার আশা করা যাইতে পারে। তখনও হয়ে অধিক ম্যানেজিং বা কি রাজস্ব নয় হইয়া থাকে। এই কাজেই আমরা সরকারের নীতিকে এত আস্থা ও বিশ্বাস করিতে পারি, তাহা আমরা জানিনা।

পশ্চিম বাংলা আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম প্রদেশ, এবং সেই সঙ্গে এই প্রদেশের সমস্যা। তাহার উপর এমন একদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। ইহাকে সমস্যাসমূহ প্রদেশও বলা যাইতে পারে। কিন্তু সমস্যাসমাধানের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থার অবলম্বন করা হয় না কেন, তাহাই বিস্ময়। যেসব পুঁজিপতি পুঁজি খাটাইতে প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন, তাহাদের অর্থ সাহায্য করা হইলে বলিয়া যদি তাহাদের পাশ করাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে অচিরেই না হইলে অন্তত পুঁজি বিনিয়োজিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

আমরা একদা চিনির কথা বলিয়াছি। সেই [illegible] চিনি অন্য একটী আলোচ্য। [illegible] বলা চিনিকলের প্রতি

গ্ল্যাডষ্টোন লায়েল
এণ্ড কোং লিঃ
৪৮ কেয়ারলী প্লেস্ কোং, কলিকাতা।
টেলিফোন: ব্যাঙ্ক ২৪৩১—২৪৩৪।
টেলিগ্রাম: ঘাট।
ইজার এজেন্টস্
বি সিমী লাইন লিঃ
এলাহাবাদ এণ্ড ওয়েস্ট এই এণ্ড কোং লিঃ
এন্ পাইন লিঃ
ইঞ্জিনিয়ার্স ও ইন্ডিষ্টস্
পলস্ ষ্টাবলীর লক্ষ্মণ
পিয়ারলেস্ এয়ারক্রাফ্ট এজেন্সি
অয়েল রিফাইনার্স
ষ্টীলফাউণ্ডার্স
ডি, ইচ, টি সেণ্ট্রাল-হীটিং কনট্রাক্টর্স
বলিন (জার্মানী)
ম্যানেজিং এজেন্টস্
ইষ্ট এণ্ড কোং লিঃ
(চিনি ও রম প্রস্তুতকারক)
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টার্চ, কোং লিঃ
ক্যালকাটা ষ্টার্চ এণ্ড ষ্টিম কোং লিঃ
(লাইসেন্স)
ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ও এগ্রো

প্রয়োজন আসা করি তাহা যথাসময়ে করিব হইবেনা।

পশ্চিম বাংলার পাঁচটি নূতন চিনির কল বসানো হইবে। পূর্ব হইতে আছে একটি। তাহা হইলে মোট ছয়টি চিনির কল হবে বাংলার প্রয়োজন অনেক আগে সে কল বসাইবার এত বিলম্ব হইতেছে কেন। অবশ্যই আমরা সরলা নহিয়া স্থির ও ধীর থাকিতে পারিব; কিন্তু একটি কথা মালিকদের জানা নাই বলিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি না। পশ্চিম বাংলার বিভাগীয় কর্তারা এদিকে মনযোগ দিলে ইহাই আমরা আশা করিব।

পশ্চিমবঙ্গবাসীর অধিকাংশ বাসলাদিন চিনির চাহিদা অল্পকম্পা ও বেশী। ঘরে আসা হইলে এক একজন লোক মাসে এক পোয়া আধপো চিনি খায়। ইহা এখন কিছু অধিক চাহিদা নয়। এই চাহিদা পূরণ করিতে পশ্চিম বাংলা কেন পারিবে না? সবচেয়ে বড় আমাদের আশা এই, চিনি না হইলে আমাদের চলে না। ইহার চাহিদা গুড়ের অপেক্ষা কম অধিক হইলেও ১৫। আনি। সুতরাং এদিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

নূতন প্রতিষ্ঠিত হইলে কেবল যে চিনির উৎপাদন হইবে এমন তাহা নহে। ইহার আনুষঙ্গিক অন্য শিল্পের সৃষ্টিও হইবে। ইহার আখের ছোবড়া হইতে কাগজ প্রস্তুত হইবে এবং ছোবড়া জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। ইহার ছোবড়া হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য যে বিজ্ঞাপন সংপ্রতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য ৭০০ প্রার্থী মাসিক ৮৫৲ হইতে ৯৫৲ বেতন দিয়া যে-লোক রাখার, সে লোকের যোগ্যতা কতটা ব্যাপক তাহা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। এইরূপ ভাবেই ব্যবসায় মূলধন চিনির কল স্থাপনের সংবাদে আমরা আনন্দ বোধ করিয়াছি।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আর্থিক ভারতের কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে বলিয়া ১৬ই আগষ্টের সংখ্যার আর্থিক ভারত প্রকাশিত হইবে না। পরবর্তী সংখ্যা যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

পণ্য দ্রব্যের বাজার

কাপড়ের যোগানের নূতন ব্যবস্থা

যে পরিমাণ চিনি বর্তমানে ভারতে মজুত তাহাতে আগামী মাস পর্যন্ত চলিবে। ইহার পরবর্তী সময়ের চিনির জন্য ভারতকে বিদেশ হইতে চিনি আমদানী করিতে হইবে। গত কয়েক মাস যাবৎ ইহা আমদানীর জন্য বিভিন্ন বিদেশী বাজারে চেষ্টা করা হইতেছে। এখন এরূপ জানা গিয়াছে যে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের প্রয়োজনীয় চিনি ভারতে আসিয়া পৌঁছিবে। ইহাতে বর্তমানের অনটন দূর হইবে বটে, কিন্তু আগামী বৎসরের আশঙ্কা একেবারে তাড়িয়া যেন না। বিদেশ হইতে চিনি আমদানী করিয়াই ভারত নিজের চাহিদা পূরণ করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আগামী বৎসরের দিকে ভারতের ভয় সম্পূর্ণ হইতে চায়—বাজারের মধ্যে চিনিকেও অবশ্যই ধরা হইয়াছে। এই কারণে চিনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য ভারতে আখ চাষ ও কারখানার আখ মাড়াইয়ের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ভারত সরকার করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ইতিমধ্যে চিনির কেনেতারী বাবদ যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাও গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। অধ্যাপক শিবনাথ মজুমদার এই ব্যবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। এই মন্তব্য বিশ্লেষণ করিয়া সরকারকেই চিনির ব্যবস্থা হইতে দেশকে পরিত্রাণের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে;

বর্তমানে ভারতে চাউলের টানাটানি চলিয়াছে বিহারের কোনো কোনো অংশে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এ সংবাদ আসার পরও ভারতের খাদ্য সচিব শ্রীযুক্ত কে এম মুন্সি মৃদুভাবে সহিত বলিয়া গেলেন যে ভারতে খাদ্যের অভাব নাই। প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য বর্তমানে মজুত আছে তাহাতে খাদ্যের অভাব কিছু ঘটে নাই। অভাব ঘটিয়াছে চাউলের। ইহারই চাউলের পরিবর্তে গম দিবার বিষয় সরকারকে ব্যবস্থা করিতেছেন। পশ্চিম বাংলার চাউলের অভাব মিটাইবার জন্য ৫০ হাজার টন গম মজুত করা হইয়াছে।

চাউলের টানাটানির জন্য পূর্ণিয়া জিলার কয়েকস্থানে ইহার দাম বস্তা প্রতি ৩২৲ টাকা হইতে ৪০৲ দাঁড়ায়। ইহার জন্য ব্যবসায়ীদের গুদামজাত যে মজুতের তাহা আবিষ্কার করা যায় নাই। অধিক মূল্যলাভের আশায় বেচুবাইতে খাদ্যশস্যের টানাটানি পড়ে। এই টানাটানির সুযোগ লইয়া কয়েকজন ব্যবসায়ী তথায় [illegible] চাউল হাকিতে আরম্ভ করেন, এবং বিক্রেতার যথেষ্ট দর না পাওয়া পর্যন্ত চাউল ছাড়িতে অস্বীকার করেন। তাহারই ফলে এই অনর্থের সৃষ্টি হয়।

তৈরিবার যুদ্ধ বাধিবার পর হইতেই ভারতের ব্যবসায়ীগণ চোরা কারবারে তৎপর হইয়া উঠেন, দ্রব্যাদির বাজারে মূল্য বৃদ্ধির যে আভাস পাওয়া গেল তাহা এই মুনাফাখোর শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতার পরিচয় বহন করে। এমনও বলা যাইতে পারে যে, ব্যবসায়ীগণ যাহাতে মুনাফা শিকার করিবার উদ্দেশ্যে দর বৃদ্ধি করা বা মাল গোপন করায় যাহাতে কোনোরূপ উৎসাহ না পায়, ভারত সরকার তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে কাপড়ের দর অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশ কাপড় মজুত থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান ডোমিনিয়নের তাহাদের ন্যায্য অংশ না দেওয়ায় ভারত সরকারের দুর্নীতিনিরোধ বিভাগ আহমেদাবাদের দুইটি মিলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়াছেন। যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ অমান্য করিবার অপরাধে এই দুইটি মিলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। দেশে খাদ্য ও বস্ত্র যাহাতে যোগ্যভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত সরবরাহ হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে খাদ্যের বা বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণই হইতেছে, কোথাও সেই এলাকার পরিবহণের যোগাযোগ বিশৃঙ্খলা। ইহার জন্য সরকারী বিভিন্নতা কিছুটা দায়ী, কিন্তু ইহার জন্য প্রকৃত দায়ী করা যাইতে পারে মুনাফা শিকারী ও মাল গোপনকারীদের।

দেশের জনসাধারণ যাহাতে বস্ত্রের ন্যায্য মূল্য পাইতে পারে তাহার জন্য ভারত সরকার নূতন ভাবে এক ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইতিপূর্বে এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছিল যে, মিল মালিকরা তাঁহাদের মিলে উৎপন্ন শতকরা এক তৃতীয়াংশ তাঁহাদের নিজেদের ইচ্ছামত বিক্রয় বা রপ্তানী করিতে পারিবেন। কিন্তু মিল মালিকদের নিকট হইতে এই পুঁজি কাড়িয়া লওয়া হইবে বলিয়া ঠিক হইয়াছে। নূতন নিয়ম অনুসারে এই

এক-তৃতীয়াংশ পরিবাণ বস্ত্র লাইসেন্সযোগে রপ্তানি করিতে দেওয়া হইবে। কারণ দুই-তৃতীয়াংশ বস্ত্র দেশের অভ্যন্তরের মধ্যে সরবরাহ করা হইবে। ইহার ফলে এই দুই-তৃতীয়াংশ বস্ত্রের কিছু অংশও রপ্তানি করা হইবে। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনী হইলে বাজারে জোগান বৃদ্ধি পাইবে। এবং তাহার ফলে দর কিছু হ্রাস পাইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। প্রকৃতপক্ষে দর যদি না-ও কমে, অন্ততঃ বর্দ্ধিত দরের সুবিধা সুদূরপরাহত করিয়া আসিবেই।

ধাতুসার

উত্তর প্রদেশে আড়াই বাজার এবং অন্যান্য স্থানে চেকোয়ে আরম্ভ করা হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ অনুসন্ধানী কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই সব কমিটি হইতে যে সব রিপোর্ট উৎপাদিত হইবে তাহার দ্বারা ধাতুসার খনিগুলি দূর করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করিতেছি। যে ভাবে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, সেভাবে যদি অদূরভবিষ্যতে দেখা যাইবে আগামী ৫ বছরের মধ্যে খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া শ্রীযুক্ত কে. এম. মুন্সি মন্তব্য করিয়াছেন।

পশ্চিম বাংলায় দুর্ভিক্ষের ভয় দূর হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে অন্যান্যদেশের মন চিন্তিত হইয়া উঠে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ করিয়াই এই উক্তি আজও ব্যাপকভাবে করা হয়। ভারত সরকারের খাদ্যমন্ত্রীর পরামর্শদাতা শ্রীযুক্ত আর এল ভাত এই বিষয় তদন্ত করিবার জন্য দিল্লী হইতে এখানে প্রেরিত হন। বিভিন্ন খাদ্যগোলা পরিদর্শনান্তে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, এখানে যে পরিমাণ খাদ্য মজুত আছে তাহাতে চিন্তিত হইবার কোনো কারণ নাই। এমন কি পঞ্চাশ হাজার টন সম পশ্চিম বাংলার বহুবীর কথাও তিনি জানাইয়া দিয়াছেন। তাতে উদ্বেগের ভাব অনেকটা কমিয়াছে বলা যায়।

বিভিন্ন পণ্যের দর

গত সপ্তাহের শেষ কলিকাতার পণ্যাদির দর ছিল এইরূপ —

পরিষার তৈল প্রতি মণ ১৫৲, গণেশ বার্ণার্ড তেল টিন ২৬/০, /৪ সের ৬৮০।

বাদিকেল তেল—ফোটিন ১২৲, সেরো ১৪৲, ছোটদুর ১৬৲।

বাদাম তেল—বিশুদ্ধ ৭৪৲, ঘাম বার্ণা ৭০৲

তাল—দুধ—২২৷ হইতে ২০৲, অক্ষত ৫০৲ বহুদর ২৫৲।২৫৲, মউর ১১।০, রোলা ৪৫৲, খেসারী ১৮।১৯৲।

তুলাই—ছোলা বিহার ৮৲, বালা ১৮৲।২০৲, বটির লাল ১৯ হইতে ৪১।০, মুগ দেশুড় ১৮৷০, বহুদর বড় ১২৷০ হইতে ১৩৷০, অক্ষত বিহার ৯৷০।

হাপুড়ের বাজারে বিভিন্ন পণ্যাদ্রব্যের দর ছিল এইরূপ—

ধান্যক—গম ১৫৲-১৭৷০, ছোলা ১-৷০, বাদি ১০৲, মউর ১৪৲, অক্ষত ৪৲, মুগ ১৭৷০, বহুদর ১৬৷০।

গুড়—৩৬৲, মিছরী (বেলন) ৩৫৲, বাজার ৭০৲, খেজুরী ৫০৲ হইতে ৭৪৲।

১৭৭৪ সালে সাধারণ ভাবে যাত্রা সুরু করিয়া প্রগতির পথেই অগ্রসর হইয়াছে এবং ইহার ইতিহাস ভারতের শিল্পে প্রগতিরই ইতিহাস। মনোরম স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ধরণের কর্ম্মভবন, ও বাসভবন নির্ম্মাণ ইহার বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে এবং এশিয়া ভূখণ্ডের বৃহত্তম ও অতি আধুনিক পূর্ণ যান্ত্রিক কর্ম্মশালার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরী করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেলওয়ে, নির্ম্মাণ করে রেলওয়ে ওয়াগন। সুয়েজের পূর্ব্বাঞ্চলে বৃহত্তম গিয়ার প্রস্তুতের কারখানার মালিক এই প্রতিষ্ঠান। কাঁচের ও চীনামাটির উজ্জ্বল সরঞ্জাম, রেলওয়ে লাইন, পয়েণ্ট ও ক্রসিং, ঢালাই লৌহজাত দ্রব্য জল, গ্যাস ও মলের কাজে ব্যবহৃত পাইপ প্রভৃতি নির্ম্মাণ বস্তুতঃ যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়িয়া ইহার কর্ম্মোদ্যোগ ছড়ান রহিয়াছে। পোরক বা রেলওয়ে ওয়াগন, গৃহ বা কর্ম্মভবন নির্ম্মানের সরঞ্জাম (পরিকল্পনা সহ) এক গ্যালন রং বা একটি জাতা কল এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পোয়ণের পর্য্যায়ভুক্ত আপনার যে কোন প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা।

সংবাদ সংকলন

ডাঃ এস এন সেন

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ এস এন সেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এই পদের জন্য ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের নাম প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের সম্মান

ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, লণ্ডন রয়েল সোসাইটীর ফেলো নির্ব্বাচনের বৎসরে ভারতের কোন্ কোন্ বৈজ্ঞানিক ফেলোশিপের জন্য আবেদন করিয়াছেন, তাহা ডাঃ সি রামানের অবগতির জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

ভারতে নিজ বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইবার জন্য প্রতি বৎসর এক একজন ভারতীয় গবেষককে এই বৃত্তি দেওয়া হয়। বৃত্তিটি দুই বৎসরকাল ভোগ করা চলিবে।

"শ্রী ও "শ্রীমতী" ব্যবহার

সরকারী কর্ম্মচারী ও অন্যান্য ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'মিঃ ও 'মিসেস' এর পরিবর্ত্তে 'শ্রী' ও 'শ্রীমতী' ব্যবহার সম্পর্কে ভারত সরকার কিছুকাল যাবৎ বিবেচনা করিতেছেন। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁহারা এই প্রস্তাব প্রেরণ করেন। এ পর্য্যন্ত যতগুলি উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, সর্ব্বত্র বিষয়টির ব্যাপারে সম্পর্কে এখনই পদ্ধতি বাঞ্ছিয় গণ্য হয় না। তিনি অবশ্য সাধারণ বর্ত্তমানে উহা প্রচলনের সিদ্ধান্ত বর্জ্জন করিবেন এবং ভারতীয় প্রথার বাহ্য বিদেশী বাজারিক উপরে চালু হইবার সুযোগ দিবেন।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

কলিকাতার প্রধান প্রধান চারিটি ব্যাঙ্ক ভূমিজা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ, ভূমিজা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ এবং ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ নাম অনুসারে ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর হইতে কার্য্য বন্ধ করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অংশীদারদের সভা আহ্বান করা হইয়াছে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর স্যার বি রামারাও সম্প্রতি এই ব্যাপারে কলিকাতা পরিদর্শনে আসেন এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অংশীদারদের সহিত আলোচনা করেন। অনুসন্ধানের ফল হইতে জানা গিয়াছে যে ভারত সরকারের প্রাক্তন বাণিজ্য-সচিব স্যার বি কে দি, সিংহের নেতৃত্বে এই সমিতি গঠনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হইয়াছে।

স্পেশাল ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার জানাইয়াছেন যে, পূর্ব-পাকিস্থানের চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ডিসেম্বর আগামী ১৯৪১ সালে যে স্পেশাল ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা আরম্ভ হইবে তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪০ ও ১৯৪০ সালের পাঠ্য তালিকা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালের পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে।

স্পেশাল ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত যে-সকল পরীক্ষার্থী ফার্ষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪১ সালের পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে চাহেন তাঁহারা কোন বিষয় পরীক্ষা দিবেন তাহা ৩০শে জুলাইয়ের মধ্যে কন্ট্রোলারের নিকট জানাইতে হইবে।

ভারত পাকিস্তানের পাট

গত ২৪শে জুলাই পর্য্যন্ত পাকিস্তান হইতে মোট ৩০ লক্ষ ৫ লক্ষ ৩০ মণ পাট কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৯৪০ সালের ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে অন্যূন ৪০ লক্ষ মণ পাট প্রেরণ সম্পর্কে পাকিস্তান যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তদনুযায়ী এ পর্য্যন্ত ১৫ লক্ষ ৪২ হাজার ২ শত ২৫ মণ পাট পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাস্ফীতির পূর্ব্বে পাকিস্থানে ফটকা যে ২৫ লক্ষ মণ পাট পাকিস্থান আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এ যাবৎ ১২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮ শত ৭২ মণ পাট পাওয়া গিয়াছে।

আসাম হইতে রেলযোগে চালানীয়ে যে পাট পরিমাণে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট আটক করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ২ শত ৩ মণ পাট ইতিমধ্যে ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

কাপড় কাচার সোডা

কলিকাতার ওয়াশম্যানদিগের অসুবিধা দূর করিবার জন্য ভারত সরকার কাপড় কাচা সোডা বন্ধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকার জনসাধারণকে এই নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষটির অভাবে কষ্ট পাইতে হইয়াছে।

নিয়মাবলী

• "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

• মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা

• ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

• ষাণ্মাসিক মূল্য পাঁচ টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও বিজ্ঞাপনীর জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ' এবং সম্পাদকীয় জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত" ৩নং কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস, ২৩, বেন্টাঙ্ক স্ট্রীট কলিকাতা।

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে

সম্প্রতি কলিকাতায় কাপড় কাচা সোডার অভাব সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা খোঁজখবর লইয়া জানিতে পেরেছি যে, ১৯৪০ সালের যে মাসে কাপড় কাচা সোডা বিদেশ হইতে আমদানী করার ও জি এল (অবাধ সাধারণ লাইসেন্স) খুলিয়া দিবার পূর্ব্ব এযাবৎ এই জিনিষটি মোটেই বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় নাই। ভারতের কাপড় কাচা সোডা তৈয়ারী হয় এবং ওয়াকেফহাল মহল মনে করেন, বাজারে আইনসঙ্গতভাবে যে পরিমাণ মাল আছে তাহার দ্বারা আগামী ছয় মাইল মাসের চাহিদা পূরণ অসম্ভব হইবে না। কাজেই এই কৃত্রিম অভাবের জন্য কলিকাতার আইনব্যবসায়ীরাই দায়ী, এই সম্পর্কে আমদানীকারকদের কোন দায়িত্ব নাই।

---

১৪০ পৃষ্ঠার পর

ইণ্ডিয়ারিং

রেলওয়ে ১৶০, বার্ষ এণ্ড কোং ২৮৩৲, ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩৷৶, বেঙ্গল এণ্ড কোং ১৭৯৲০, বুলাখুয়ী ৮৴০, বার্ণপুর ৩৯৶০, ডালমিয়া আয়রণ ৬৷০, টিন অন্ধ্রপ্রদেশন ২৪৲।

বিবিধ

ডানলপ টায়ারস ১২৶০, ব্রু ওয়াটার ১৪৸০ বেঙ্গল পেপার ৫১৲, ইণ্ডিয়া পেপার ১৭২৲০ টিটাগড় ২১৲০

চিনি

অমরাবতী ৪৷৶০, বেঙ্গ এণ্ড কোং ৮৭৶০, চুনারাপ ২০৸০।

চা

আসামলিঙ্কা ৩৫৲, হাসিমারা ৪২৶০, পাসপ ২৭৸০।

শেয়ার বাজার

বাজারের ক্রমোন্নতি অব্যাহত

কলিকাতা, শনিবার, ২১ জুলাই—এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজার বেশ চড়া অবস্থাতেই শুরু হয়। প্রথমেই মুনাফা গ্রহণের কিছুটা চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। নূতন কলিয়া শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি ও বোম্বাইয়ের বন্ধ চক্তিয়ার সুযোগে এখন এখানকার বাজার আরও উঠিতে থাকে।

পাটের বাজার কিছুটা নীচু হইলেও বন্ধ হয়, কিন্তু দিনের শেষে বাজার আরও চড়িয়া যায়। কলিকা হিসাব কাঁচা বেলওয়েচিনার সম্বন্ধে বলা যায়, এই শেয়ার খুব অল্প সময়ের মধ্যে ৩০৫৲ টাকায় উঠিয়া যায়। ১৯৩৯এর লাভ ২০৲ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই কারণেই কি ২০৩৲ টাকায় উঠিয়া আসে। আমেরিকান ১৭৮০ আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১।০ আনা হয়, এবং এই হারে বেশ ভাল কারবারও হয়। বাজারদরের মধ্যে ছিল ১১৯৲, কিন্তু শেষে এই দর পাওয়া ২১৯৲ টাকা হয়, আসানসোল ২০৲ টাকা হয়, ডেলিটনের ৫০৲ টাকা পর্যন্ত দর পাওয়াও গিয়াছে। বাজারে চাহিদা ছিল সর্বত্রই, দর বৃদ্ধি পাইয়া ইণ্ডিয়া ৩৪৸০ আনায় দাঁড়ায়, ব্রাডলো ৫৭৸০ ও আমেরিকা ৫১৲ হয়।

কলা বিভাগেও চাঁহিদার চাহিদা ছিল। বিশেষ করিয়া এই বিভাগে চাঁহিয়া ছিল বেঙ্গলের। ৫৫৩৲ টাকা দরে ইহার কেনা ভোগ কাজ হয় প্রচুর পরিমাণে। বরাজ ১৪৸০ দরে কারবারারম্ভ করে, তারপরেই উহার ঘটিয়া যায় হয় ৩৭৸০, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান অল্প সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭৸০ হয়। কেনা দেন ঘোরে ঘোরে উঠিয়া ১৯৲ টাকায় দাঁড়ায়। সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া ও অরেঞ্জমি বেশন যথাক্রমে ৭৯৸০ ও ৩৸০ হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং শেয়ারেরও বিশেষ উন্নতি ঘটে। মার্শাল ৮৯৲ দরে কেনা ভোগ হয় ও টেলরটাল মেসিনারী ৭।০ আনা দরে। এই কারণেরই বিভিন্নকে বোঝা যাইবে, এই আনায় এই শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩৩৲ হয়; ইণ্ডিয়ান আয়রণের কেনা ভোগ ৩৫৫ হয় এবং ইহার দর হয় ৩৯৸০; মেসেজেটরের উন্নতি ঘটে, বিশেষ শেষে ইহার দর বৃদ্ধি পাইয়া ২৲ টাকা হয়।

ইহার পাশাপাশি শেয়ার বাজার প্রথমে বেশ একটু নিষ্প্রভ দেখা যায় এবং বিভিন্ন দেখা যায় এবং বিভিন্ন শেয়ারের দরও কিছু কম পড়ে। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইহার পরে, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী পাতা বিভাগ পূর্বের ন্যায় তেমন বন্ধ বাজার আবার এই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই অবশ্য বাজারের চাহিদা দেখা দিতে পারে, এবং বিশেষভাবে পাট ও কয়লা শেয়ারের দেখা ভোগ কাজ হয় প্রচুর পরিমাণে।

পাটের বাজার খুলিবার সময় কিছুটা মন্দ ভিতরের পড়ে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে এই অবস্থা কাটিয়া যায়। এবং সামগ্রিক হিসাব দেখিলে তাহা কারণের সন্তোষজনক অগ্রগতি হয় এবং কয়েকটি বাহারী কয়া শেয়ারের দর যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কেলসেরিয়া ৩১৫৲ টাকায়, বরানগর ২৮৫৲ টাকায় ও অন্নপাড় ১৮৫৲ টাকায় কেনা-বেচা হয়। আমেরিকা-ইণ্ডিয়ার হিসাব দেখিয়া পাওয়া যাইবে, হয় ২১৯৲ টাকাই থাকিয়া যায়; হাওড়া ও আমাজনী যথাক্রমে ১১০৲ ও ৩৫৲ টাকায় স্থির থাকে। বাজারে কাজ কারবার হয় অধিক পরিমাণে, এবং ইহার দর ৩১৸০ আনা হইতে চড়িয়া ৩৩৸০ আনা হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৮১৲ হইতে মার্শালের ও ৮৸০ আনা দরে কুমারদুবীর কাজ কারবার হয়। হেসেল ১৯৸০ আনা দরে কেনা-বেচার কাজ করে। টেলরটাল মেসিনারী ৭।০ ও হেবেরলেই ৯৸০ আনা দরে কাজ কারবার করে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ শীঘ্রই ঘোর ঘোর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া এবং শেয়ারের ৩১৸০ দর হয়, কিন্তু পুনরায় নাবি বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫৸০ আনায় শেষ হয়। ইহা কয়লাশেয়ার বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৸০ হয়।

বিভিন্ন বিভাগে বাহারী কয়া কয়েকটি শেয়ারে কেনা-বেচা হয়। বি আই কর্পোরেশন ৯৸০ আনা দরে পরিমাণে পাওয়া যায় এবং আমেরিকা ব্রাদার্স ২৩৸০ দরে হাত বদল হয়। ইণ্ডিয়ান কেবল বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৲ টাকা দরে দাঁড়ায়।

কলিকাতা শেয়ার বাজার সপ্তাহের শেষ দিনের বেশ তেজী ছিল। বিশেষ করিয়া শেয়ারগুলি শেষের দিকে তেজী হয়। অন্যান্য বিভাগের অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিতই ছিল। কেবা-বেচার কাজ পূর্বদিনের মতই সন্তোষজনক ও বাজারে কর্মচাঞ্চল্য ছিল। বাকলা বৃদ্ধির ৩৯৲ টাকা হয় ও ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৫৲ হয়।

বাজারের হালচাল

সরকারী কাগজ পত্র

৫৲ সুদের (১৯৫৫) ৯৯।০, ৫৲ সুদের ৯২৲ ৫৲ সুদের (১৯৫৪) ১০০।০, ৫৲ সুদের (১৯৪৩-৪৫) ১০১৸০, ৫৲ সুদের (১৯৭০-৭৫) ১৯৬।০।

ব্যাঙ্ক

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ৭৮০, ব্যাঙ্ক ৩৲ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৫০৲।

কাপড়ের কল

কামারপুর ডেভটাল ১০৫।০, এলফিন ১১৯০, বেলোরায় ১০৫।০, বিলি ভিক্টোরিয়া ৭৯০।

কয়লা

আমালগামেটেড ৯৯৸০, বেঙ্গল ৫৫৭৲, ভাল মোড় ২৯৫।০ বেঙ্গল ইণ্ডিয়া ৫।৫০, বরাকর ১৪৫০, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৩১ ।০, বাগাপ ছাড়ী ৩২৲, ওরাম পড়িয়া ৩৯৸০, বিরি বীরভূম ১৭৸০, শিবপুর ৩২৲ মাইকা কয়লাপুরা ৫৭।০, ভালবেরা ৫৸০, অন্যান্য বেঙ্গল ৬৸০।

পাট

আলমবাজার ১৭৯০, এলায়েন্স ২৩৮৲, আমেরা ইণ্ডিয়া ৩০৩৲, অন্নপাড় ১৪৯৲, বাহারী ২৮০৲, বরানগর ২৯২৲ বেলঘরিয়ার ৩০৮৲, কামারহিসার ২৪০৲, বজবজ ১৫৭৲, টাঙ্গাইল ২০৮৲, কেলটা ২৩৯৲, এম্পায়ার ২৭৯০, কোটি উইলিয়াম ২৩২৲, ওয়েলস ৩৩৮৲, মোহনপাড়া ১০৭০, হুকলী ৫ ৲, হাওড়া ৫০৲, কামারহাটী ৩১২৲, কাঁকিনাড়া ২৮৯৲, কিনিসন ২৩৫৲, অরেন্স ২৩৯৲ মেঘনা ১৭৯৲, ডালহৌসি ২৭৸০, মোহিনীমিল ৮৲ বিজয়মিল ৮৯০।

(১৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অল-ইণ্ডিয়া ট্রেডিং এজেন্সীজ্ লিঃ, ১৯, সিন্ধিয়াপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীকানাই মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর পক্ষে এবং কমার্শিয়াল লিপিকিস্, ২৩৯১ বেচারাম দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রণালয়ের :— ঈশ্বরচন্দ্র রক্ষিত।

RLOS No. C 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৪র্থ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ৬ই ভাদ্র ১৩৫৭ ২২শে আগষ্ট, ১৯৫০ | মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১৪৯	পণ্যদ্রব্যের বাজার	১৫০
স্বাধীনতার নূতন সংকল্প		রবি ছুটের জন্য সরকারী উদ্যম	
প্রাসঙ্গিক	১৫১	খাদ্যশস্য	
কড়া আইন		চিনি	
আবার দুর্ঘটনা		সংবাদ সংকলন	
ভূমিকম্প		শেয়ার বাজার	
বন্যাবট		বাঙ্ক সপ্তাহের দর দ্বাস	

স্বাধীনতার নূতন সংকল্প

ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব গত সপ্তাহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পোরবন্দর হইতে ব্রহ্মপুত্র এবং কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিভিন্ন ভূখণ্ডে এই উৎসবে নরনারীগণ যোগদান করিয়াছেন। এই উৎসবের মধ্যেও কিন্তু বিষাদের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অর্থাৎ পাঞ্জাবে হাঙ্গামার ফলে যে উদ্বাস্তুর গমনাগমন হয় তাহা এখন প্রশমিত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব-উত্তর সীমান্তে অর্থাৎ বাংলায় এখনো অসংখ্য নরনারী অসহায় ও নিরাশ্রয় জীবনযাপন করিতেছেন।

এইসব নিঃস্ব ও দুঃস্থদের নিরাপত্তার ও আশ্রয়ের জন্য সরকারী উদ্যোগ হইতেছে; কিন্তু তাহা পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতেছে না। এরূপ মনে না হইবার কারণও আছে। জনগণের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এক বিরাট একটি সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নহে। দুঃখের বিষয় জনগণের মধ্যে সে সাড়া ও সে সমর্থন নাই। উহা না থাকার কারণও স্পষ্ট। জনচিত্ত চালিত হয় নেতার নেতৃত্বে দ্বারা। কিন্তু বাংলায় আজ নেতা নাই। নিঃস্বার্থ ও বিদ্বেষশূন্য নেতার অভাবে সকলই বাংলায় হইয়া আজ বিশৃঙ্খলিত হইয়াছে। আজ যাঁহারা জনতার নায়ক থাকিয়া জনতাকে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আসলে তাঁহারা দুঃস্থ ও নিঃস্ব জনগণের পরমতম শত্রু। তাঁহারা নিজেদের সুবিধার জন্য জনতাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় লিপ্ত। মানুষের দুঃখকে মূলধন-রূপে ব্যবহার করিয়া তাঁহারা রাজনৈতিক ব্যবসায়ে মুনাফা করিবার জন্যই চেষ্টিত। কিন্তু দুঃখের মধ্যে পড়িলে মানুষ তাহার মুহ্যমান বাহিরা লইতে ভুল করে। কার্যত কিছু না করিয়া মুখে যে সহানুভূতির কথা বলে তাহাকেই পরম বন্ধু বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তথাকথিত এই বন্ধুর দ্বারা দুঃখের দুর্দশা কতটা যে বাড়িয়া যায় তাহার প্রমাণ পাইতে অধিক বিলম্ব হয় না। কিন্তু এইরূপ

জন্ম যখন প্রকাশিত হয় তখন সর্বনাশকে ঠেকাইয়া রাখার আর সময় বা সুযোগ পাওয়া যায় না।

ভারতে স্বাধীনতা আসার পর হইতে এই মহাদেশের উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। অনেক রাজ্য, অনেক ঘরবাড়ি, অনেক জীবন ও সম্পত্তি নাশ, অনেক অনুর্বরতা আসিয়া এই ভারত ভূখণ্ডে সংঘটিত হইয়াছে। ইহার পর দেশ কিছুটা শান্ত হয়। কিন্তু হঠাৎ আবার বাংলায় নূতন করিয়া দুর্বিপাক দেখা দেয়। ভারতের শাসনকার্য যাঁহারা পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদের উপর আমরা অবশ্যই অসন্তুষ্ট হইতে পারি, কিন্তু তাঁহারা যে অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াছেন এ কথা স্বীকার করিতে বাধা নাই। তাঁহারা দেশের জন্য একটি বিদেশী শাসককে সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন, অশেষ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন, জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাঁহারা, প্রত্যেকের অভাব অভিযোগের বিষয় নিজের মনে অর্জন করিয়াছেন। এইসবের দ্বারা তাঁহারা দেশের নায়কের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। হয়ত তাঁহারা সকল কিছু ভাই, হয়ত কিছু কাজও করি—তাঁহারা সবটা পরিষ্কার করিয়া আজ পর্যন্ত বলিতে পারেন নাই, এ জন্য তাঁহাদের সমালোচনা করিতে অবশ্যই পারি। কিন্তু দেশনায়কের বিচারে আমাদের যেন ভুল না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা তো বিশেষ করিয়া। দেশের প্রকৃত বন্ধু কে, জনতার সুখ সুবিধার জন্য প্রকৃত চেষ্টা কে—তা বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য। যাঁহারা কোনো দিন দেশের বা দশের জন্য কিছু করেন নাই, করিবার সুযোগ উপেক্ষা করিয়াছেন, আজ যদি তাঁহারা দেশের এই সংকট মুহূর্তে নায়ক সাজিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা দেশের দুঃখ আরও বৃদ্ধি পাইবে। এ বিষয় সকলের করিবার আর অবসর নাই।

সুতরাং দেশের ও দশের যাহাতে কল্যাণ হইবে, সেই পথ বাছিয়া লইবার জন্য আজ আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। ব্যক্তি স্বাধীনতার নাম করিয়া আমরা যেন উচ্ছৃঙ্খলতার লিপ্ত না হই, তাহার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার।

ভারতীয় পরিষদে বাংলার দাবীর সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। এখানে বর্তমান বাংলার জন নায়ক ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা দেন; ইতিপূর্বেও তিনি বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে বক্তৃতা দিয়া ফিরিয়াছেন। প্রশ্ন এই—ডাক্তার মুখোপাধ্যায় হঠাৎ এত বড় কর্মী হইয়া উঠিলেন কী করিয়া? আমরা আগেও বলিয়াছি, এখনো বলিতেছি যে, তাঁহার নেতৃত্ব করিবার প্রকৃত যোগ্যতা আছে কি না আছে, তাহার অগ্নি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে ১৯৪০ সালের দুর্ভিক্ষের সময়। তখন দেশের জন নায়কগণ কারাগারে। একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ তখন বাহিরে। তাঁহার চোখের সম্মুখে যেদিন ৩৫ লক্ষ নরনারী অনাহারে মারা গেল—তিনি তখন একবিন্দু অশ্রুপাত করিলেন না, একটি বক্তৃতা দিলেন না। আর আজ ৬৫ লক্ষ নরনারী পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসায় তিনি যে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন—ইহার কারণ কি। আমরা বলিব, এই লক্ষ লক্ষ নরনারীর দুর্গতিকে তিনি মূলধনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এই মূলধন দিয়া তিনি নিজের রাজনৈতিক প্রাসাদ গড়ার স্বপ্ন দেখিতেছেন। কিন্তু একথা তাঁহার স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই উদ্বাস্তুদের চোখ যখন ফুটিবে তখন তাঁহারা শ্যামাপ্রসাদকে কখনোই ক্ষমা করিবে না। আমাদের একথা আজ অবশ্য রোদনের সামিল ঠেকিতে পারে, কিন্তু তবু আমরা বলিব—বাঘাদি যদি বাঁচিতে চাও, তাহা হইলে উহাদের সম্বন্ধে এখনো সাবধান হও।

উহাই স্বাধীনতার নূতন সংকল্প। বক্তৃতায় কাহারও পেট ভরিবে না, বক্তৃতার দ্বারা আত্মতৃপ্তি লিপ্সিত হইবে না। ভবিষ্যৎ মুখ্যমন্ত্রিত্ব যদি প্রকৃত কাজের যোগ্যতা থাকিত, তাহা হইলে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের কবল হইতে অন্তত ২০ লক্ষ নরনারীকে তিনি রক্ষা করিতে পারিতেন—তখন চারিদিক হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা তাহার নিকট আসিয়া পৌঁছে। সে টাকার কি হইল, সে প্রশ্ন আজ এখানে তুলিতে চাহি না।

স্বাধীনতার উৎসব করিলেই চলিবে না, স্বাধীনতার নূতন সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। সার্থান্বেষীর দ্বারা যেন পরিচালিত না হই, ইহাই যেন হয় আমাদের নূতন সংকল্প। নিজেকে বাঁচাইতে এবং দেশকে রক্ষা করিতে হইলে ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাই। নিজের ভিটায় ফিরিবার প্রথম সুযোগেই তথায় প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে, কোনো অজুহাতের প্রয়োচনায় যেন সে পথ যেন বর্জন না করি। পূর্ববঙ্গের যে-সব জন-নায়ক এখন পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতের অন্য কোনো স্থানে আছেন, তাহাদের কর্তব্য অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা। নিরাপত্তার অভাবের জন্যই উদ্বাস্তুগণ দেশে ফিরিতে পারিতেছেন না, যদি নেতাগণ স্বদেশে গমন করেন তাহা হইলে সাধারণের তথায় যাইতে ভয় তো কোনো বাধা থাকে না। আমরা আশা করিব, কংগ্রেসের উচ্চতন কর্তৃপক্ষ এইসব কংগ্রেসকর্মীকে পূর্ববঙ্গে প্রেরণ করিবেন; এবং সার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ যাহাতে জনতার মনে অকারণ ত্রাসের সঞ্চার না করেন গবর্ণমেণ্ট কঠোরভাবে সুষ্ঠু বিধান করিবেন। জনগণ, কংগ্রেস্ ও গবর্ণমেণ্ট সকলেই এই নূতন সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রাসঙ্গিক

কড়া আইন

পরের মুখে ঝাল খাইয়া আমরা আজ; আমাদের ইংরেজ জনসাধারণকে বলিয়া থাকে মুখোসধারী ভাষা। বেলজিয়াম যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে মুনাফাশিকারীদল বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়াছিল। 'ইহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ইচ্ছামতো মুনাফা দিতেছিলেন। এমন কী সাধারণ লোকের পক্ষে উপযোগী আইন আমরা দিল না; এই অবস্থার প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত যে আইন হওয়া দরকার তাহা প্রণয়ন করিয়া লইতে হইবে। পাকাপাকি আইনকানুনের কড়াকড়ি ধারার জন্য আমরা নূতন আইন করিলেন। এই আইন ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। দেখা যাক, ইহার দ্বারা কোনো কাজ হয় কি-না। মজুতদার যে প্রকার না করে, তাহাকে শায়েস্তা করা দুর্ঘট বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন; মুনাফা শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। এই নূতন আইনের সাহায্যে যদি প্রকৃত দুষ্কৃতকারীদের ধরা সম্ভব হয় তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হইব। আমাদের বিশ্বাস বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাসের ফলেও কৃষক লাভবান হইবে। যদি সকল ব্যবসায়ী ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেয় তাহা হইলে এই মূল আইন বৃদ্ধি পাইবে। অর্থনৈতিক ন অবস্থাই ইহার দ্বারা সেই সংকট আসিব আশঙ্কা থাকে করিবে। আমাদের ধারণা, অবশ্য ৫'ই হাজারীকে যদি এই আইনের আওতায় যে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া যায় তাহা হইলে ব ব্যবসায়ী দুনিয়ায় হইয়া যাইবে। তাহা যোগা বাজার করিতে পারিবে পুঁজি ফিরিয়া আসিব যাইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। যাহা অনুক রোধ করিবার জন্য সরকারকে যে ব্যবস্থা অ করা প্রয়োজনীয়। আশা করিব যেসব বেসরা বন্ধ ক জন্য কঠোরতম আইন প্রণয়ন আবশ্যক হ বলিয়া আমরা মনে করি। এবিষয় সরকারকে ইতোমধ্যে কাজ করিতেছেন, অধিকতর আশার সঞ্চার হইয়াছে।

আবার দুর্ঘটনা।

বোম্বেসরকারের বিতীয় কোয়ার সেক্রেটারী ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়িল। এবারের দুর্ঘটনাকে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা বলা চলে। পুরো একটি মালগাড়ি লাইনচ্যুত হইয়া তাহার একটি বগী সামনের লাইনের উপর পড়িয়াছে। ফলে এক্সপ্রেসের সেই বগীটির উপর পড়ায় তাহারও পতন ঘটে। বগীর অনেক যাত্রীর জীবন সংশয় হইয়াছে। একাধিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুও ঘটিয়াছে। মালগাড়ি লাইনচ্যুত হইল, তাহার ব্রেকার ও গার্ড নিশ্চিন্তই ছিলেন। তাঁহারা কি বেখিতে পান না যে, পথের লাইন কিছু দূরত্বে-এর সহিত আছে? অথবা তাঁহারা কি ইহাও বুঝিতে পারেন না যে, সেই গতি কি কোনো প্রকারে একটা সংঘর্ষের কারণ হইতে পারে? অনেক পরে তো শোনা যায়, রাত্রির অন্ধকারে মালগাড়ির গার্ড ও ব্রেকার লাইনের উপর লাগানো সেই রাত্রে আলোগুলি জ্বালিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে কেমন করিয়া কোন অবস্থায় তিনি তিনি আলিয়া ছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। ইহার কোন সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে, তাহার অনুসন্ধান করা হইবে। কিন্তু আমাদের কাছে তাহার কোনো মূল্য নাই। কারণ, অনুসন্ধানে কিছু বাহির হইয়া আসিবে, তাহাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু কেন আজ এই দুর্ঘটনা ঘটিল? কেন একটির পর একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াই যে এ কাজ করা হইতেছে, তাহা কবে বন্ধ হইবে? কারণ কারণের প্রয়োজন হয় নাই—অমনি তাহারা তাহাদিগকে নিরাপদ করিয়া দিয়াছে। মানুষের প্রাণ লইয়া ছেলেখেলা করিতে যাহারা ভয় করে না তাহাদের কাছে কিছু নয়। যদি আমাদের এ অনুমান ঠিক হয়, তাহা হইলে আততায়ীদের পাকড়াও করা চলে। কেন একটির পর একটি ঘটিয়াই চলিয়াছে, এ বিষয় কোন কারণ হইলেই সব ফুরাইয়া যাইবে। এমন যদি না করা হয়, তাহা হইলে কেন আবহাওয়ার কথা বলা আবহাওয়ার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। দায় এড়াইয়া যাইবার ইহা বেশ উপায় হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে সত্য কথা হইবে। জীবন রক্ষা করা তো সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

ভূমিকম্প

গত ৯ই আশ্বিন আমরা যখন ভূমিকম্পের বিষম আঘাতের কথা বলি ও তাহার উপায় চিন্তিয়াছি, তখন কথা পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। ভূমিকম্প সম্বন্ধে আমাদের মনে সাধারণ সংস্কার আছে। ইহা যেন অকল্পনীয়। গত ১৯ ও সালে ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রবল ভূমিকম্প হয়। তাহার উপর ভিত্তি করিয়া একখানি বিবরণ লইয়া বসিয়াছিল, যত সংখ্যার আমরা পাই। তাহা পাওয়া সেই ভূমিকম্প সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, ইহা পুস্তিকার সামাজিক সংগঠন প্রতিক্রিয়া। সামাজিক সংগঠন প্রতিক্রিয়ার পৃথিবী যদি কাঁপিয়া উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে এইবারকার ভূকম্পনের আগে পুঁজিয়া বাহির করিতে কোনোরূপ অসুবিধার কারণ দেখিনা। মনোবল ও বীভিবর্তের বেলায় লাহিড়ী ও সমবেদির হইয়া কেন্দ্র হইয়াছে, সমাজের সহজেই বেশী বার পাশ পুরীভূত হইয়া উঠিয়াছে কি সময়। এক সঙ্গে মানুষ পৃথিবীর হইয়া অনেক সময় ভূমিকম্পের-কারণ করিতে বসা হইয়াছে যে রাজনীতির ফলে, সে রাজনীতির প্রতিক্রিয়ার কথা এখন আলোচনা করা প্রয়োজন, কিন্তু তাহার পোকের প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। ভূকম্পনের ধারা পাশ যদি বিশ্লেষণের সে কাটিয়া যায় তাহা হইলে ঘঁড়া লইয়া হইবে প্রথম ভাবনৈতিক ও সমাজনৈতিক পাশ বিভূতি পাবার হইল। এখানকার এই ভূমিকম্প পুনঃ-আঘাতের সীমারেখা দেখা যাইতেছে। অভিজ্ঞতায় ইহা দুই মিনিটকাল স্থায়ী হয়, এবং আমাদের সৌভাগ্যে পাঁচ মিনিট ও তাহার চিন্ন মিনিট। যে যে স্থানে এখন সম্ভবের অন্তরালের পরিমাণ আছে, সেই সেই অঞ্চলেই কম্প দেখা দিয়াছে। সুতরাং এ সেইসকল ইহা সাধারণ করিয়া দিয়া গেল কি না জানি না। কিন্তু যেন সমস্ত ভূমি কেন্দ্রগুলি প্রসারিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ভাবনৈতিক আন্দোলনের উহারা যেন বিশেষের আন্দোলনের গতি পরিবর্তন করিয়া দেয়।

দুর্ঘটনা

বিশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা কোনো কম দুর্ঘটনায় বিশ্বাস তাহাদের প্রথম দুর্ঘটনায় যে পরিমাণ চাহিয়া আছে তোমার তাহা হইতে খুবই কম। এ ক্ষেত্রে বিশেষ হয় না। কিন্তু বিশেষের দুর্ঘটনায় এত দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কোন কথা হয়, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে কথা বলা যায় না। এইরূপ দুর্ঘটনার তাহা যেমন কুফল দুর্ঘটনা আমাদের কথা হয়। ১৯৪৭ সালে তাহার দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল অনেক। তাহার তাহা অনেক পথ উৎপাদন বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইয়াছে। এইভাবে উৎপাদন হ্রাসের কথা নাই আমাদের হয় নাই। দুর্ঘটনা বিশেষের নয়, সমাজেরও নয়, যেমনও নয়। কিন্তু ইহার তাহা সকল কোনো দুর্ঘটনার সাধারণ সমাজ চিন্তার্থ হইয়াছে। রাজনীতিই বাঁহাদের উপজীবিকা তাঁহারা এইসময় কিছু গতি না করিয়া পারেন না বলা। কিন্তু বক্তব্য এই—ইহার তাহা তাঁহাদের কথার সার্থ গ্রহণের কি নিধি হয়। একটি যোগাযোগের কাজকর্ম অনুসারে ৮২ হাজার শ্রমিক বোম্বাইয়ের বাহিরে কর্মরত ছিল বলিয়াছে। কর্মরত হইয়াছে ৪৯৮০০০ মাসিক। আজ যাবতীয় শত শ্রমিকের সংখ্যা বাহির করা যায় যে, তাহার তাহা বিশেষ কম কথন না, তাহাদের কাজ কিন্তু কখন যে—তখন এই ভয়ে শত শ্রমিক বলা চলে। কিন্তু কথায়-কথায় কথাটি করিয়া বিশেষ সময় ও ব্যাপার, কারণ ও ইহার ফুল করা হইয়াছে। অন্ত ইহার তাহা যে কতি হইয়া তাহা তাহা হইয়াছে। যেমন এখন কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ৮২ হাজার শ্রমিক কি পরিমাণ শত শ্রমিক উৎপাদন করিতে পারে, সে তত্ত্ব নিশ্চিত আমাদের জানা নাই; কিন্তু ইহা সত্যই বলা চলে যে এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কখনো সাধারণ নহে। এমন শ্রমিকদের যাহারা শ্রেণীগতি করিয়া এই পথে লইয়া আসিয়াছেন, তাহারা সত্যিই কি চাহেন, তাহাই আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয়। অবশ্য শ্রমিকদের প্রয়োজনের মেটাইয়া হাত কথা কিন্তু কঠিন কাজ নয়। তাহাদের অতি সংক্ষেপে বুঝানো যায় যে, এইভাবে চাপ দিলে অতি সহজে তাহা পূরণ হইবে। সোশালিষ্ট দল পরিচালিত কিছু কলহ ১৯৮ ও কম্যুনিষ্ট পরিচালিত বিরাট কারখানা হইবার হইয়াছে এই কর্মরত পাওয়া। অর্থাৎ সুবিধার পাইয়া যে সুযোগ লাভের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার সুযোগ গ্রহণে সোশালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট দল দুইটির ভাগে। সোশালিষ্ট পার্টি ও কম্যুনিষ্ট পার্টি নামে পৃথক দুইটি দল হইলেও সমাজবিরোধী কাজে এই দুই দল এক হইয়া যায়। ইতিপূর্বে ইহার এক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, পুনরায় বোম্বাই মত কারখানায় কর্মচারী তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। তাহার সংকার কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে ওয়ার ব্যবস্থা আমরা করিয়া বোম্বা করিয়াছেন, কিন্তু সোশালিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে তাহারা কোনো রীতি ঘোষণা করেন নাই। ইহাতে কম্যুনিষ্টদের এইটুকু সুবিধা হইবে যে, তাহারা ইহার সঙ্গে সোশালিষ্ট কাজ পরিয়া তাহাদের কাজ করিয়া যাইতে পারিবে এবং গণতন্ত্রকর্তার চেয়ে ফুলা দিয়ার সুবিধা পাইবে। এইরূপ মেলিয়া আমাদের মনে হয়, এই পার্টির সম্বন্ধে বর্তমানের সরোকার কি, তাহা অতি সত্বর প্রকাশ করা। তাহাদের মূল তারতম্যিকারী কর্তৃদের কাজে মেলা সমস্ত নয়।

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আন্দোলন-অভিযোগ

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতনের হার, বোনাস ও ছুটিসম্বন্ধে বহু অভিযোগ আছে, ছুটির বিষয় ও বোনাস এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও গ্রাচুইটি ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বিভিন্ন রূপ নিয়ম ছিল।

১৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

খরচ হ্রাসের জন্য সরকারী উদ্যোগ

[illegible] ভারত সর্বদেশী [illegible] শুল্কের [illegible] বিমানের ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন [illegible] ভোগিয়া খুব বাবিয়া [illegible] এখন এইসব সমাজবিরোধীদল বিভিন্ন পন্থায় [illegible] বৃদ্ধি করিবার জন্য কেমন ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, [illegible] সহিত অনুসন্ধানে নিযুক্তভাবে অভিজ্ঞ হইয়া [illegible]। কিন্তু এখনও অনেকে সন্দেহ [illegible] যে, গত বারের তুলনায় [illegible] বার বৃদ্ধি হ্রাস ও অন্যান্য সমাজবিরোধী [illegible] সমর্থন করা বাধা-বিঘ্ন করিয়াছেন, তাহা [illegible] পর্যাপ্ত নয়; এই কারণেই মনে হইতেছে [illegible], তাহার সরকার বিশেষ ক্ষমতা লাভ করিতে [illegible] ছাড়, কিন্তু কেবল ব্যবসায়ীদের ধরাই কিছু [illegible] বলিয়া মনে হয় না। সেই ক্ষমতা অনুযায়ী [illegible] যদি পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে ফলের [illegible] তা-থাকা একই কথা। দেশের বর্তমান [illegible] পরিবর্তন সাধনের জন্য গভর্নমেন্টকে কার্যকরী [illegible] অবলম্বন করিতে হইবে। কেবল ব্যবসায়ী [illegible] ধরিলেই চলিবে না। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, [illegible] মূল্য যদি হ্রাস করা হয় এবং সেই [illegible] যে কোনোরূপ যদি ক্রমাগত করিতে না করেন, তাহা হইলে চাষিরা অনেক পড়িয়া যাইবে এবং তাহার [illegible] ফলস্বরূপ ক্রমাগত মূল্য অসন্তোষী হইয়া উঠিবে। যে দ্রব্য কলকাতায় পাওয়া যায় এবং [illegible] যে দ্রব্য পাওয়া যায়, সেই পণ্য সম্বন্ধে এই [illegible] অন্তত খাটিতে পারে; কিন্তু সব পণ্যের [illegible] এই নিয়ম তো খাটিবে না। বস্তুতপক্ষে [illegible] কিন্তু প্রকারের। বর্তমানে বিভিন্ন পণ্যের [illegible] চাষিরা চাষিবার প্রয়োজন নাই। এক পণ্যের [illegible] যথেষ্ট আছেই, এমন কোনো [illegible] [illegible] কিন্তু অসন্তোষ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বিষয়ে [illegible] চাষিরা বোঝাপড়া দিতে পারে, বাজারে [illegible] পাওয়া যায় না। মধ্যস্বত্বভোগীদের মনোভাব [illegible] পরিবর্তন করা কঠিনতর। শাস্তির ভয় দেখাইয়া বা কাজকর্মে শাস্তি দিয়া তাহাদের মনের [illegible] মতলবী পরিবর্তন করানো কার্যকরী হইবে না বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং এখন কথা হইতেছে যে, এইসব মধ্যস্বত্বভোগীর যদি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত [illegible] তাহা হইলে বাজারে বিভিন্ন পণ্যের [illegible] বাড়ানো যাইবে।

নিয়মাবলী

• "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

• মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা

• ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

• ষান্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
"কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ"
এবং
এজেন্সীর জন্য "কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ"
"আর্থিক ভারত" এবং কমার্শিয়াল
বিল্ডিংস, ২৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট রোড,
কলিকাতা।
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে

১৭৭৯ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতি ইতিহাস। মনোরম স্মৃতিসৌধ আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্মাণ এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লোহ, ইস্পাত, সিমেন্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালন বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল তৈরি করে মালগাড়ি সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে দীঘির তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পয়েন্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পোন্নয়নের বিস্তৃত ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পোন্নয়নের পর্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন বলেই নিচে ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা।

বাজারে পর্যাপ্ত যোগান যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ক্রমাগত বন্ধুর করিয়া পথের দুর্দিক সৃষ্টির দুরভিসন্ধি বন্ধুবান্ধবের পরিহার করিবেই হইবে। যেখে এখন যেসব পণ্য উৎপাদিত হইতেছে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সহজ বটে করিয়া সহজ নয়, কিন্তু বিদেশ হইতে যেসব পণ্য আমদানি করা হইতেছে, যাহা আজ পর্যন্ত দেশবাসীর একমাত্র ভরসা। সেসব পণ্যের যোগান যদি বাজারের অভাবের তাগিদার মাফিক পর্যাপ্তই করিতে পারেন তাহা হইলে বন্ধুবান্ধবের কাছে কথা সহজসাধ্য হইতে পারে।

এসবের আমরা একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি। যেসব স্বাধীনতার বীজ যেসব বন্ধুরা এই আমাদের অবাধবাদের সুযোগ লইয়া অসাধুতাকে দূর করিতে সচেষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহাদের কাজের নিন্দা করিবার চাহিবেন। একথার সরকারী ব্যবস্থাদির দ্বারা তাহাদের সুফল পাইবার তা হয়ত সম্ভব নয়। একদল চাই সাধারণের কর্মী। যেসব কর্মী ব্যবসাক্ষেত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যদি এই কাজের গুরুত্ব বিষয় সাধারণকে যেন তাহা হইলে সরকারী কাজের কিছুটা সহায়তা করা হয় বলিয়া আমরা মনে করি। দ্বিতীয়তঃ, অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থা, যেসব এখন কঠোর অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে ইহার অবস্থার খুব বেশি দেখা যাইতেছে। যেসব ব্যবসায়িক এর বিশেষের জন্যপুষ্টির জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের দলীয় কর্মীদের এইদের কাজে নিয়োগ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে অনেকের সমর্থন লাভ করিবেই, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যাতায়াত

গত দুই বৎসর যাবৎ যাতায়াতের যানের অভাব লোকদের আকার বাড়িয়া করিয়াছে। রাইলের কথা এই বলা যায় যে, তাহাদের অবস্থার বর্তমানে যে পরিমাণ চাহিদা আছে, এবং বিদেশ হইতে যে চাহিদা আমদানি করা করা যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার সব চাহিদা মেটানো সম্ভব হইবে না। রাজার, বিমানপথ রেলিন, বাসপথ, পাঁচমেশালী ও মোটরের কোনো কোনো অঞ্চল এরিয়ে করিয়া সেই যে পরিমাণ চাহিদার প্রয়োজন, সে পরিমাণ চাহিদা তাহাদের নাই। ইহার এক বড় পরিস্থিতি অধিক জটিল রূপ হইতেছে। যে-চাহিদা বর্তমানে তাহাদের বন্ধুর আছে, তাহার পরিমাণ কমসাধ্য। রাজপথ, বিমান, ইয়ানী ও রাজপথ হইতে চাহিদা আমদানির জন্য অসাধারণ চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু ইহার কমসাধ্য সবের তাহার সরকার বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতেছেন না। রাজপথ হইতে ৩০ হাজার টন চাহিদা তাহার পাইবে, এমন সংবাদ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। বিমান, রাজ ও ইয়ানীর সহিত তাহার সম্বন্ধের চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন; কিন্তু এইসব যেসব হইতে চাহিদা এবং আমিরা সেই চাহিদার তাহা এখনই বলা যাইতেছেনা। পশ্চিমবঙ্গে চাহিদার প্রয়োজন বেশী। এখানে যেসব অঞ্চলে চাহিদা যেসব হইয়াছে। কিন্তু তাহা এই যে, যেসবমূলক এলাকায় সকলে চাহিদা পাইবে না, কিন্তু যেসব এলাকায় বাহিরে যাইবার যায়, তাহাদের অন্তত পরিমাণ চাহিদা পাইতে কোনো অসুবিধা হবে না। সব এলাকায় যদি অ-শিল্প অঞ্চল চাহিদা যেসবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে যেসব-মূলক এলাকায় অবস্থাপীড়ন হয় আরো কিছুটা বেশি চাহিদা পাইতে পারিবেন।

গ্ল্যাডষ্টোন লায়েল এণ্ড কোং লিঃ

৪০ কেয়ারলী প্লেস্ কোং কলিকাতা
টেলিফোন: বাড় ২৪৩১—২৪৩৪।
টেলিগ্রাম: বাই।

ইমার এজেন্টস্
বি ব্রিটী লায়ন লিঃ
এলাহাবাদ এণ্ড বাঙ্কিপুর এই এস কোং লিঃ
এস্ বার্নি লিঃ

ইন্সুরেন্সীয়স্ ও ইকিটস্
বঙ্গের বাণিজ্যিক সমাজ
শিল্পসংস্থার সমাজের প্রধানি
অগ্নি বিমাকারক
জীবনবীমাকারক
কি, কি, ই সোসাইটি ভারতসরকার
বন্ধিন (বার্মা)

ম্যানেজিং এজেন্টস্
বেঙ্গল এণ্ড কোং লিঃ
(চিনি ও অন্য প্রস্তুতকারক)
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টার্চ্চ কোং লিঃ
ক্যালকাটা ম্যাচিং এণ্ড পিনিং কোং লিঃ।
(পাইটেরস্)

ইন্সুরিটেরেল ও লয়েড এজেন্টস্

চিনি

বিদেশি রাজ্যের চিনির বহু একচেটিয়া আছে। ব্যবসায়ী মহলে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছে। বিদেশ হইতে আর চিনি আমিয়া দেশি চিনির ইহাই উৎকণ্ঠার কারণ। ইহা ছাড়াও উৎকণ্ঠার আরও কারণ এই যে, বিদেশ হইতে আমদানি করা এই চিনি সম্বন্ধে সরকারের কি নীতি অবলম্বন করিবেন তাহা এখনো জানা যাইতেছেনা।

আসন্নী বেচাকেনী উৎসব ও পূজা উপলক্ষে বলে সরকারের চিনির বরাদ্দ বাড়াইয়া দিবেন বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, সরকারের গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সরকারের হাতে এক লক্ষ টন চিনি ছিল, কিন্তু এ বৎসর সরকারের হাতে তিন লক্ষ টন চিনি হইবে। এই পরিমাণ সরকারের চিনির ব্যবসায়ে অধিক পরিমাণ চিনি বরাদ্দ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং চিনির আমদানী বন্ধসমের পূর্ব পর্যন্ত মাসিক চিনি সরবরাহ করিতে পারা যাবে আশাও ব্যক্ত করা হইয়াছে।

১৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বরাবর ২৮০৲, বরাক ২০২৲, চাপদানী ২০৭৲, চিত্তরঞ্জন ২৮৫/-, জালঘোলী ১২২৲, কেন্দ্রী ২৯৯৲, গ্যাংরেল ৩৯৮৲, গৌরীপুর ২৮৩৲, হাওড়া ৩.৪৫/-, ইণ্ডিয়া ১৮৬৲, কামারহাটি ৩৪০৲, কাঁকিনাড়া ২০৩৲, ন্যাশনাল্টাইন ১২২৲, বেঙ্গল ১৬৭৫, ছাপরোল ২৮৫/-, নর্থীয়া ৮৪৲, রাবেশ্বর ১৩৭৫, বিদ্যাবেল ২১৫/-, ইউবিয়ন ২০৭৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতপুরা ভেজলপমেন্ট ২১৲, ট্যাক্স ডিল ৪/-, ইণ্ডিয়া আয়রন ৩৭৫, ইণ্ডিয়া ষ্টীল এণ্ড ওয়ার্ক্স ৩১৫, মেসার্স এণ্ড কোং ১৬৬/-, ষ্টীল কর্পোরেশন ২৪৫, টেক্সটাইল মেশিনারী ৭৬/-।

কাগজ

ওরিয়েন্ট পেপার ৪২৫, টীকাগড় পেপার ১২৬/-, টীটাগর পেপার ২৮৫।

চা-বাগান

বিজয়া ৪২৪/-, এভারেস্ট ১২৲, ডুয়ার্স ৩৭৫, দার্জিলিং ১৪৫।

বিবিধ

জিলেটের ষাইকো ৪৮/-, ইণ্ডিয়ান কপার ৪৯/- সোনালী সিমেন্ট ৬৮৫, ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক ১৬৫।

সংবাদ সংকলন

শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডনের বিদায় সম্বর্ধনা

শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য উত্তর প্রদেশিক সরকারের উদ্যোগে যে আনন্দানুষ্ঠান হয়, উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল মিঃ এইচ. বি মোরী তাহাতে বলেন যে শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডনের ন্যায় যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তি দেশে দুর্লভ। তিনি শ্রীযুক্তের পক্ষে উত্তরা দিবেন তাঁহার সম্মুখে দেশ সেবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র উন্মুক্ত রহিয়াছে। তিনি পরিষদ গৃহের সদস্যদের সহজের আত্মীয়তার ছিলেন।

এই অনুষ্ঠানের প্রায় পাঁচশত অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ক্যাম্পবেল মেডিকেল কলেজ ও ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল হাসপাতাল আজ হইয়াছে।

পরলোকগত ডাঃ নীলরতন সরকার সর্বপ্রথম এইখানে ডাক্তারী পড়া সুরু করেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয় এবং প্রথমে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এই স্কুল পুরাপুরি মেডিকেল স্কুলে পরিণত হয় এবং ইংরাজীতে অধ্যাপনা সুরু হয়। ডাঃ, তদানীন্তন বাংলার গভর্ণর লেঃ গভর্ণর স্যার জন ক্যাম্পবেলের নামে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

নূতন পয়সা

জানা গিয়াছে যে, ১৯৪১ সাল হইতে এক পয়সা মূল্যের যে মুদ্রা বাজারে প্রচলিত আছে তাহা পরিবর্তে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এক পয়সা মূল্যের মুদ্রা শীঘ্রই প্রচলিত হইবে। ইহার অন্যথা কোন ছিদ্র থাকিবে না। এবং সম্পূর্ণ ছিদ্রহীন হইবে। মুদ্রার সম্মুখ পৃষ্ঠে অশোক-স্তম্ভের সিংহ মূর্তি মুদ্রিত থাকিবে। অপর পৃষ্ঠে অশোকের অশ্বের প্রতিমূর্তি মুদ্রিত থাকিবে। রাজমূর্তি অঙ্কিত মুদ্রা অন্তর্ধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহার প্রচলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। বর্তমানে উহা বাজারে চালু থাকিবে।

অনুত্তীর্ণ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী

এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হইয়াছে, তাহাদের নিম্ন নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে স্কুলের দশম শ্রেণীতে ভর্তি করা হইবে। বিনা ফি-তে ১ই সেপ্টেম্বর এবং ফি-সহ ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের দশম শ্রেণীতে ভর্তি করা চলিবে। তবে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ১ই সেপ্টেম্বরের পরে ভর্তি হইবে, তাহাদের তিন টাকা ফি-সহ সমস্ত হইবে এবং তাহাদের ভর্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে।

সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকেই ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাস হইতে স্কুলের বেতন দিতে হইবে।

উড়িষ্যায় কৃষি আয়কর বৃদ্ধি

উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভার উপর ব্যয় করের হার বৃদ্ধির জন্য উড়িষ্যার কৃষি আয়কর আইন সংশোধন বিল আনয়ন করা হইয়াছিল অদ্য পরিষদে তাহা গৃহীত হইয়াছে। ১৪ হাজার টাকা আয় পর্যন্ত বর্তমানে যে কর ধার্য আছে এই সংশোধন দ্বারা তাহার কোন পরিবর্তন হইবে না। ৩০ হাজার টাকা এবং তদূর্ধ্ব সাধারণ আয়ের উপর যে কর নির্দিষ্ট আছে কৃষি আয়করও সেই হারে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

সংশোধন দ্বারা ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ও তদূর্ধ্ব আয়ের জন্য টাকা প্রতি সর্বোচ্চ হারে বার আনা কর ধার্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্তমানে কৃষি আয়করের সর্বোচ্চ হার টাকা প্রতি ১২ আনা ধার্য আছে। প্রস্তাব যে আয়করের হারে বৃদ্ধির ফলে উড়িষ্যা সরকারের আয় প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে।

৩২ পৃষ্ঠার পর

ইহার সমস্ত ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত-অঞ্চলে অল্প অল্পবিস্তর ভাব দেখা যায়। তাহাতে বিশেষ করিয়া বাংলার গ্রাম-সমাজে ঔদ্বিতের অভাব দেখা দিয়াছে। এরূপ থেকে জমীদার অন্য যদি সহজের ভাব বিলাস না করে তাহা হইলে এই অবস্থার পরিবর্তনের আশাও সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। এইসব কারণে জমীদার অন্য প্রদেশের সহজের ভাব, আমরা বলা যায় তাহার জন্য যাহা কর্তব্যগুলির চালুরির একটা পাকা পোক্ত নিয়ম করা দরকার। এই কারণে তাহার সরকারি বিভিন্ন বাজার নিয় (আর সেক্রেটারি) বিশেষ ট্রাইবিউনাল গঠন করেন। ১৯৪৯ সালের ১লা মে হইতে বাজ সমূহের বিরোধের বিষয়গুলি ট্রাইবিউনালে প্রেরিত হইয়াছিল। এই ট্রাইবিউনাল প্রায় ২০০ বাজের কর্তাব্যক্তিদের বেতনের হার, ছুটির ভাতা, বোনাস, কর্তাব্যক্তিদের ব্যবহার, ও পারিমান সম্পর্কে বিরোধ বিষয়ে রায় দান করিয়াছেন। ট্রাইবিউনাল বাজসমূহকে নির্দেশ দিয়াছেন—প্রথম বেতন বাবদ ২৩ কোটি বা তদূর্ধ্ব আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ১৫ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৭৫ কোটি টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ১০ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৭৫ কোটি টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ৭ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ কোটি টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ৫ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৭ কোটি টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ৩ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫ কোটি টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ২ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৩ কোটি টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ১ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২ কোটি টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ১ কোটি টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ২৫ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ১০ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ২৫ লক্ষ টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ৫ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ১০ লক্ষ টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ২ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ৫ লক্ষ টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ১ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ২ লক্ষ টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ৫০ হাজার টাকার অধিক কিন্তু ১ লক্ষ টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ২৫ হাজার টাকার অধিক কিন্তু ৫০ হাজার টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ১০ হাজার টাকার অধিক কিন্তু ২৫ হাজার টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ৫ হাজার টাকার অধিক কিন্তু ১০ হাজার টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ২ হাজার টাকার অধিক কিন্তু ৫ হাজার টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ১ হাজার টাকার অধিক কিন্তু ২ হাজার টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১ হাজার টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ২৫০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২৫০ টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ২৫ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ১০ টাকার অধিক কিন্তু ২৫ টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ৫ টাকার অধিক কিন্তু ১০ টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ২ টাকার অধিক কিন্তু ৫ টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ১ টাকার অধিক কিন্তু ২ টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ৫০ পয়সার অধিক কিন্তু ১ টাকার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ২৫ পয়সার অধিক কিন্তু ৫০ পয়সার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ১০ পয়সার অধিক কিন্তু ২৫ পয়সার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ৫ পয়সার অধিক কিন্তু ১০ পয়সার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ২ পয়সার অধিক কিন্তু ৫ পয়সার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ১ পয়সার অধিক কিন্তু ২ পয়সার অধিক আদায়কারী ব্যাঙ্কগুলি ১৯৪৯ সালে ৫০ পয়সার অধিক কিন্তু ১ পয়স

শেয়ার বাজার

মাঝ সপ্তাহে দর হ্রাস

কলিকাতা, শনিবার, ১৯এ আগষ্ট—এই সপ্তাহের শুরুতে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থা মোটামুটি বেশ শান্ত থাকে, কিন্তু বিভিন্ন শেয়ারের দরে উহার সকল বিভাগে উন্নতি-অবনতি হয় না। শেয়ারের দর সুচের ন্যায় প্রায় একরকমই থাকিয়া যায়। এই দিন কাঁটকা-বাজারের প্রতি বাজারের দর কিছুটা বেশী ছিল। পাটের শেয়ারের দর একই রূপ থাকে উহাতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

পাটের শেয়ারের মধ্যে অ্যাংলো ইণ্ডিয়া ধীরে ধীরে ঘড়িয়া ৩৭৲ টাকা হইতে ৩৮৲ টাকায় উঠে। বঙ্গলক্ষ্মী দর হয় ১৩৯৲। বরাকরের ১৮৭৲ টাকায় স্থির থাকে। কেদুটা ২৭৫৲ টাকা হইতে ৩ পয়সায় ২৭৪৲ টাকা হয়ে কেনা-বেচার কাজ করে। ফিডারের দর বাজারে কেনার সময় ৩৭৯৲ এই দর ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া বাজার বন্ধ হইবার সময় ৩৮০ আনা হয়। কাঁকিনাড়ার দর কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৭৲ হয়। বিলাসপুরের শেয়ার ক্রয়ের জন্য বাজারে বিশেষ চাহিদা পরিদৃষ্ট হয় এবং তাহার দরও উহার দর হয় ২৭৯০, এইদিনে দর ২৬৪০ আনা ছিল।

কয়লা বিভাগে দরে কোনো উন্নতি-বিশেষ ঘটে নাই। বেঙ্গল ৪৭৫৲ টাকাই থাকিয়া যায় এবং বোরিয়া ৩৮৲। বরাকরের দর দুবরা। ১৪১০ আনা হয়, ইষ্ট ।বিয়ানের দর হয় ৩৪৯/০।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শেয়ার ক্রয়ের জন্য বাজারে খরিদ্দার এই দিন অনেক ছিল বিশেষ ভাবে আঙ্গু শেয়ারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১১৪৲ টাকা দরে এই শেয়ার কেনা-বেচা হয়। ওয়েলপুর শেয়ারের কেনা-বেচা হয়। মার্শালের দর হয় ৯৲ ও টেক্সটাইল মেশিনারী ৭/-, ইণ্ডিয়ান অ ডায়ের দর কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫৯/০ হয় এবং ইন্ডিয়া করপোরেশনের কিছুটা বাড়িয়া ২৪৬/০ হয়।

বিবিধ বিভাগীয় শেয়ার স্থির থাকে; এই বিভাগে অ্যাংলো ব্রাবার ৩০।০ ও ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ৬৯০ আনা দরে কেনা-বেচা হয়। ১৮৫/০ আনা দর পর্যন্ত অ্যাংকাটা ট্রাম শেয়ারের দর ওঠে। ইণ্ডিয়ান অ্যামুনিশিয়ান ১১৯৲ টাকায় ওঠে। আসাম ল' বিভাগ খরিদ্দার পাওয়া উহার চাহিদার ফলে এই শেয়ারের দর ১০।৯০ আনা পর্যন্ত ওঠে। ইণ্ডিয়ান স্টিল বিল ৮৯/০ হয়।

ফাইনান্স কর্পোরেশনের প্রকাশের ফলে বাজারের অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। ক্রেতা অপেক্ষা বিক্রেতার সংখ্যা বাজারে অধিক পরিদৃষ্ট হয়, তাহার ফলে শেয়ারের দর কিছুটা নামিতে থাকে। মোটাই হইতেও কোনোরূপ চাহিদা না আসায় প্রত্যহই বাজারে মন্দাই দেখা যায়। ইহার ফলে ছয় মো নামেই কেনা-বেচার কাজও অতটা হয় না।

পাট বিভাগে কেনা-বেচার কাজ এই দিন খুব সামান্যই হয়। বিভিন্ন পাটের শেয়ারের দরও কমিয়া নামিতে থাকে। বঙ্গলক্ষ্মীর দর ২৭৯৲ টাকায় দাঁড়ায় এবং কেদুটার দর নামিয়া ২৮৫৲ টাকায় পৌঁছয়। ফাঙ্কার শেয়ার অধিক পরিমাণে বিক্রয় হয় এবং এই বিক্রয় করিবার আগ্রহের ফলে ইহার দর ৩৯৲ টাকা হইতে কমিয়া ৩৮/০ আনায় নেমে। অন্যান্য দরও হ্রাস পায় বাজার বন্ধ হইবার সময় এই দর ৩৩৷০ আনা হয়।

কয়লার দরও নামিয়া যায়। বেঙ্গল ৪৪৫৲ টাকায় নামিয়া আসে। বরাকরের দর হয় ১৪৲ ডলফোরা ১৯/০ ও ওরাগ্রাম করিয়া ৩৯৷০ হয়। কয়লা বিভাগের অন্যান্য শেয়ারের অবস্থাও অনুরূপ ইহা বলা যাইতে পারে। আসলে প্রায় সব শেয়ারের দরই হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজ কারবার তেমন হয় না। কিন্তু ইণ্ডিয়ান আয়রনের অন্তর্গত অন্যান্য শেয়ারের দরে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে না বলা চলে। কারবারীরা এই শেয়ার অধিক পরিমাণে বিক্রয়ের বাজারে ছাড়িবার ফলে ইহার দর বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়া ৩৩/০ আনা হয়। মার্শালের দর প্রায় একইভাবে থাকিয়া যায়, জেসপের দর হয় ৭৷৷৵০ ও ব্রিটানিয়া ১১৯০। ইণ্ডিয়ান আয়রনের দেখাদেখি ইন্ডিয়া করপোরেশনের দর৷০ হ্রাস পাইয়া ২৩/০ আনা হয়।

বিবিধ বিভাগীয় শেয়ারের প্রতি বাজারের সাধারণ প্রভাব পড়ে। বি আই করপোরেশনের দর হয় ৯৮০ ও অ্যাংলো ব্রাবার ৩০৲। এক এণ্ড বি অক্সাইডের দর হ্রাস পাইয়া ৯৮০ ও জার্মিন হেজাসের ১১৯৲ হয়। অ্যালকাটা ট্রামের শেয়ার ১৯৲ টাকা হইতে ১৮০ আনার মধ্যবর্তী দরে কেনা-বেচা হয়। ডানলপ রাবারের ১৪ হ্রাস পাইয়া ২২।০ আনা হয়। অ্যাসাম ল শেয়ারের দর হয় ৯০৲ টাকা। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল বিলের দর ৮৲ টাকায় দাঁড়িয়া আছে।

সপ্তাহ শেষ দিবে প্রথম দিকে বাজার ঢিলা ছিল, কিন্তু শেষের দিকে অবস্থার উন্নতি হয় এবং শেয়ারের দর কিছু বৃদ্ধি পায়। হাজরা এই দিন ৩৪৯/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫৷৷০ দরে দর শেষ কেনা-বেচা হয়। ইণ্ডিয়ান আয়রন এও ষ্টীল ৩৩।০ দরে ক্রয় বিক্রয় হয়।

বাজারের হালচাল

(বাজার বন্ধকালীন দর)

সরকারী কাগজ

৩৲ সুদের (১৯৫৩ ১০৬৷০, ৩৲ সুদের (১৯৪১-৪৪) ১০০৷৷৵০, ৩৲ সুদের (১৯৪৭) ১০১৷৷৵০, ৩৲ সুদের (১৯৫১-৭৪) ৯৯।০ ।

কাপড়ের কল

এলগিন মিলস ১০।০, বেঙ্গোবাস ২০৷০। বুইন মিলস ২৩৲।

কয়লা খনি

বেঙ্গল ৪৪০৲, বরাকর ১৪৷০, ডেকীস ইণ্ডিয়া ৯৷০, ইষ্টইয়েস্ট ৪৯৷০, কালাপাহাড়ী ৪১৲, দামদা কোলিয়ারী ৭৯৷০, ডালটেন ২৬০, ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল ৪৪০, রাজরা করিয়া ৩৯৲, সেন্ট্রালী ২৪৷৷০ ।

পাট কল

আমরপাড়া ১৭৩, এলায়েন্স ২৩৫৲, অ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩০২৲, অকল্যাণ্ড ১৪৪৲, বালী ১৮৬৲,

(১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অর-দ্বিজ চিঠি: এণ্ড বাইটিং ওয়ার্কস ৫১, সিমলাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক ভারত লিঃ এর পক্ষে ৩৫৮, বহুবাজার বিল্ডিংস, ২৩৫৯ সেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকরের :— শ্রীনারায়ণ মল্লিক

REGD. No. C. 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ২০শ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ১৫ই ভাদ্র ১৩৪৭ ; ৩০শে আগষ্ট ১৯৪০ | মূল্য ১০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১৫৭
সারা ভারতে এক খাদ্যনীতি	
প্রাসঙ্গিক	১৫৯
তঃ কিং	
আসামের বিপর্যয়	
কাপড় কলে ধর্মঘট	
বাংলার পাওনা চাউল	
বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্যাবস্থা	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
কারখানী যৌথ পণ্যের উৎপাদন	
গুড়	
চিনি	
সংবাদ সংকলন	
শেয়ার বাজার	
সপ্তাহের শেষের দিকে কিছু টুকিটাকি	

সারা ভারতের এক খাদ্যনীতি

ভারতের সর্বত্র একই খাদ্যনীতি যাহাতে গৃহীত হয় এবং সেই নীতি অনুসারে যাহাতে সর্বত্র খাদ্যবণ্টনাদি করা হয় সেই উদ্দেশ্যে গত সপ্তাহে নয়াদিল্লীতে উচ্চতন কর্তৃপক্ষের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। এই বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রিগণ ও খাদ্য মন্ত্রিগণ যোগদান করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী, সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীও যোগদান করেন। ভারতের সর্বত্র একই খাদ্যনীতি অনুসারে কাজ না হইলে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা দেখা দিয়া থাকে।

এই বৈঠকে যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, অর্থাৎ ভারতের সর্বত্র একই নীতি অনুসারে খাদ্যাবস্থার পরিচালনা করা, তাহা দেশের বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছে। খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে সকল রাজ্যের ব্যবস্থা একই প্রকার না হওয়ায় কোনো রাজ্যের জনসাধারণ বেশনে দৈনিক ১৪ আউন্স খাদ্যবস্তু পাইতেছে, কোনো রাজ্যে আবার সংখ্যাধিক্য ৬ আউন্সের বেশি দেওয়া হইতেছে না। একই দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজ্যের লোক বিভিন্ন পরিমাণ খাদ্যের যোগান পাইতেছেন। ইহার ফল ভালো হইবার কথা নয়। বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীর মনে ইহাতে নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া স্বাভাবিক, এবং তাহার পরিণাম শুভ না হইবারই কথা। প্রত্যেক ভারতবাসী যাহাতে একই হারে খাদ্য বস্ত্রাদি পান, তাহার ব্যবস্থা করাই আজ প্রয়োজন। ইহা না হইলে মনে হইতে পারে যে, দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু করণীয় নাই, বিভিন্ন রাজ্য নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী বিভিন্ন পথে চলিতে পারে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে প্রকৃত ঘটনা হয়ত তাহা নহে; আজ এক বৎসর পূর্বে ভারতে খাদ্য-অভিযান শুরু হয়; এবং ঘোষণা করা হয় যে, যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় ভার এই রাজ্যব্যবস্থা বিচার-বিবেচনা করা হইবে।

কিন্তু পুরা এক বৎসর কাটিয়া যাওয়ার পরেও দেখা যাইতেছে যে, অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। খাদ্যসচিব থাকা সত্ত্বেও নূতন করিয়া খাদ্য-কমিশনার নিযুক্ত করা হইল। তাঁহার যোগ্যতার ও কর্তব্যনিষ্ঠার অনেক বিজ্ঞাপনও দেখা গেল। এখনো খাদ্য-কমিশনার আছেন, সেই সঙ্গে সমস্যাও আছে।

যাই হোক, যে সাত দফা নীতি নির্ধারিত হইয়াছে তাহা হইতেছে এই—

১। খাদ্যনীতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশ একই রূপ হইবে। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে খাদ্য চলাচল সম্পর্কে যে সমস্ত বিধি-নিষেধ বর্তমান ঐগুলি কেবল ঐ প্রদেশ বা রাজ্যের অধিবাসীদের জন্য সংরক্ষণের নিমিত্তই বলবৎ হইয়াছে এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। সমগ্র দেশের অধিবাসীদের জন্য খাদ্য সংরক্ষণ করে যথাশক্তি চেষ্টার জন্যই এই নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে।

২। খাদ্যের ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হইবার পরিবর্তনা সর্বত্রভাবে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। কোবিস্তার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায়, দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া খাদ্য সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৩। দুরবস্থাকালীন ব্যবস্থার রূপে সুনিপুণ খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার সহিত এক অগ্রাধিকার দিতে হইবে। প্রয়োজনানুসারে আমদানি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিতে হইবে।

৪। খাটতি অথবা উদ্বৃত্ত অঞ্চল নির্বিশেষে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাধীনে খাদ্য শস্যসমূহ সংগ্রহ করিতে হইবে;

৫। খাদ্য নষ্ট হওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। খাদ্যশস্য উৎপাদক ব্যবসায়ী ও ফেরীওয়ালা গবর্ণমেণ্টকে না জানাইয়াও আইনসঙ্গতভাবে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য নষ্ট করিতে পারিবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্য ও প্রদেশের জন্য অনুরূপ মান নির্ধারণ করিতে হইবে। খাদ্য সম্পর্কিত আইনসমূহ কার্যকরী করার জন্য অফিসারবিগকে বিশেষ নির্দেশ দিতে হইবে;

৬। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশস্যের মূল্যের মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে;

৭। আউ মাড়াইয়ের সময় বিভিন্ন আঞ্চলিক বিভাগ হইতে চিনির কলগুলির জন্য ব্যাপারে যথেষ্ট আখের যোগান হয় তদুপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

এই সাত দফা সিদ্ধান্তের সত্যবর্তী দ্বারা যদি খাদ্যকে আটক করা যায় তাহা হইলে খাদ্যব্যবস্থার উন্নতি বিধানে কোনোই অসুবিধা ঘটিবে না বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অবস্থা যে জটিল এ বিষয় কোনো সন্দেহ নাই। ভারত সরকার দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনের জন্য যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন তাহা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু কার্যকালে এই ব্যবস্থা অনুসারে কাজ হইবে কি না, সে বিষয়েই মনে দুশ্চিন্তার উদয়। কেননা, গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াও যেসে প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারেন নাই, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। গত বৎসর ভারত সরকার এইরূপ প্রতিশ্রুতি যে অধিদরে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য শতকরা অন্তত ১০ টাকা হ্রাস করা হইবে। কিন্তু মূল্য হ্রাস হো ঘটিলই না, উপরন্তু আমরা দেখিতেছি ২০ হইতে ২৫ ভাগেরও বেশি মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেন এরূপ হইল, ভারতসরকারকে সে বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইবে; কি কারণে প্রতিশ্রুতি পালন করা সম্ভব হয় নাই, তাহা যদি নির্ধারণ করা যায় তাহা হইলে সে বিষয় সতর্ক হওয়া চলে। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে বর্তমানের এই নূতন সংকল্প পালনে গবর্ণমেণ্টকে যে বেগ পাইতে হইবে সে বিষয় সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই অধিবেশন সমাপ্তির পরে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু বেতার মারফত দেশবাসীর নিকট খাদ্য সম্বন্ধে তাঁহার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের, বক্তব্য নিবেদন করিয়াছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সংকট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে তাহার কারণ বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, সারা ভারতে যে পরিমাণ খাদ্য বর্তমানে মজুত আছে, তাহা প্রয়োজনের চেয়ে কম নহে। তথাপি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে অনটন দেখা দিয়াছে তাহার কারণ অন্য। যানবাহনাদির অভাবের দরুণ সময়মত খাটতি অঞ্চলে খাদ্যাদি পৌঁছিতে না পারায় দেশের দু একটি স্থানে সাময়িক টানাটানি দেখা দিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এই সব বিপর্যয়ের ফলে দেশের অনেক ক্ষয় ক্ষতি হইয়াছে, তাহারই জন্য অনেক ব্যবস্থা ঘনেচাল হইতে পারা হইয়াছে। সরকারী অব্যবস্থার বিষয় যাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের সমালোচনার জবাব দিয়া বলিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্টের উপর এরূপ দোষারোপ সংগত নহে। সারা পৃথিবীই এখন নানারূপ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছে; প্রত্যেক ভারতবাসীকে সে বিপর্যয়ের ক্ষতি অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা এ বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর সহিত একমত। পৃথিবীর একটি অংশে বাস করি, তথাপি আমরা পৃথিবীর ঘটনাবলী হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখিতে চাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। পৃথিবীরই এখন ঘোর দুর্দিন, সেই দুর্দিনের অংশভাগী আমাদের হইতেছে হইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে উহাও ঠিক যে, দুর্দিনে পড়িয়া যেন আমরা হাল ছাড়িয়া না দিই, এই সংকট হইতে উদ্ধারের জন্য আমরা প্রত্যেকে যেন সচেষ্ট থাকি।

আগামী বছরের মধ্যে ভারতকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করিবার যে সংকল্প করা হইয়াছে, সে সংকল্পে গভর্ণমেণ্ট এখনো অটল আছেন বলিয়া প্রধান মন্ত্রী বেতার বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, উহা কেবল প্রচারকার্যের জন্য উল্লেখ করা হইল না, এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য বিধিব্যবস্থা করা হইতেছে। ১৯৪১ সাল শেষ হইতে আর ১৬ মাস বাকী। অনেক বছর আমাদের কাছকেলে কাটিল। আর ১৬ মাস অপেক্ষা করিতে আমরা রাজি আছি। কিন্তু তৎপূর্বে সারা ভারতের রসদ সমভাবে সর্বত্র সরবরাহ যেন করা হয়, গভর্ণমেণ্ট বর্তমানে এই দিকে দৃষ্টি দিন।

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মার্টিন বার্ণ লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্ম্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক বাবস্থাসম্বর ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্ব্বাঞ্চলে পীয়র তৈরির সর্ব্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পরেণ্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিকাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পোন্নয়নের বিস্তৃর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পোন্নয়নের পর্য্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা।

নিয়মাবলী

• "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

• মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা

• ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সহ বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্ম্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ" এবং এজেন্সীর জন্য "কর্ম্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক ভারত" ৫নং কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস, ২৩, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাসঙ্গিক

কাশ্মীর—ততঃ কিম্?

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ যে প্রচেষ্টা চালাইতেছিলেন তাহা ব্যর্থ হইল। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত মেনে চলিবার জন্য এবার ভারত ও পাকিস্তানকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতার জন্য কাহাকে দায়ী করিবেন—এ কথা ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকার দায়ী করিবার কোনো সুযোগ দেন নাই—ইহা নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধির উপযুক্ত উক্তিই বটে। আক্রমণকারী ও আক্রান্ত—এই দুই রাষ্ট্রকে সমান স্তরে রাখিয়া তাহাদের দাঁড় করাইয়া উভয়কে সমান দোষে দোষী বলিয়া রায় দেওয়া যেমন। আমাদের বিশ্বাস এই—আক্রমণ করিলে যার কোনো অপরাধ নাই কিন্তু আক্রান্ত হইয়া উহার কোনোরূপ অপরাধ কি? তাহার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ এমন কোনও ধারণা ঘোষণা করেন। উভয় কোরিয়া যে দোষে দোষী, পাকিস্তানও ঠিক সেই দোষেই দোষী—ইহা নিরাপত্তা পরিষদ যতদিন স্বীকার না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের দ্বারা কাশ্মীর সমস্যার কোনো সমাধান হইবেনা। পাকিস্তান সরকার নীতি ত্যাগ করিলেন, আমরা কোরিয়া সম্বন্ধে নীতি ত্যাগ করিব—ইহাতেই তবে আমরা মুক্তি। ভারত সরকার এবারেও তাহার বক্তব্য স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছে। প্রকৃত ঘটনা হইতেছে এই যে পাকিস্তান পরোক্ষ আক্রমণ করিয়াছে, যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে একটা মীমাংসায় পাকিস্তানের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে সেই ভাবে কাজ করিয়া তাহাকে যাইতে হইবে আগে; তাহার পর হইতে পারেনা প্রশ্নের কথা। কাশ্মীরে যদি দেখা যায় যে, কাশ্মীর পাকিস্তানে যুক্ত হইবার অভিলাষী, তখন ভারত তাহাতে বাধা দিতে যাইবে না। এই সকল ও সকল অন্যায়কে নিরাপত্তা-পরিষদ জটিল করিয়া তুলিয়াছে। পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যাহারা কোরিয়ার ভারতের উপর বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেছে; কাশ্মীরকে একটা অজুহাত করিয়া তাহারা যদি যুদ্ধারম্ভ করে তাহার জন্য দায়ী হইতে হইবে। কিন্তু অবস্থা যেই জটিল হোক না কেন, এশিয়ার শক্তিকে চাপ দিয়া যে চলিবেনা, তাহা ইহারা এখনিতে কিছুটা আন্দাজ করিয়াছে। ভারত শান্তি চাহিয়াছে, সুতরাং ভারত আক্রান্ত হইয়া থাকিবে, ইহা ভারতের চীরিত্র নয়, নীতি নয় বলিয়া। উভয় কোরিয়ার আক্রমণাত্মক অভিযানের নিন্দা ভারত করিয়াছে, আক্রমণকারীর কাজের প্রতিবাদ জানাইয়া ভারত তাহার প্রতি

কিন্তু ব্যবহার দেখাইয়াছে। পাকিস্থান সম্বন্ধে তাহার কোনো নীতি নাই। কিন্তু এই সঙ্গে আমরা অন্য কথাও বলিয়াছি। সেকথা হইতেছে বিলাতী চুক্তি। পাকিস্থান এই চুক্তির দ্বারা ভবিষ্যতে সময় একটা অনুকূল সুযোগ এক অধিকার ইহা প্রকাশ করে। এই চুক্তির পক্ষে সার প্রভেদের দৌড়ে ছাই অনেক আগে কথা বিলাতির কিন্তু তার এখন কাঁদিয়া গেল, তখন কেমন যেন সকলের সন্দেহ হইতেছে। ইহাঁর বিষয়ে কাহারো কাহারো আছে কিনা তাহাই বলিতেছি। ভারত ও পাকিস্থানের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সেট, কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা পাকিস্থান কাহার কথা বলিতে প্রস্তাব করিতে কিনা সন্দেহ নাই। কার্যতঃ ব্যবস্থার প্রস্তাবক ভিন্ন Duly কে উদ্দেশ করিল হয়, তাহাই এখন সকলে ভিন্নভাবে সাহস করিতে। কোনোরূপ মুখ ফোটাইয়া, ও তোমার সঙ্গে বাহারা ভি কথা মুখিনো হইতেছে বিলাত নাই। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এবার একটা সুযোগ পাইয়া এতিহাসিক দুরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারিবে কিনা, এ প্রশ্ন অনেকে করিতেছে। কিন্তু ইহার অনিশ্চয়তার দুনিয়া পিঠ ফুটা হইবে, তাহার বিশেষ কিছু বলা করিলাম; কিন্তু দেখা অতীত যাহা ঘটে তাহা হইল তাহার পরিচয় দেয় কি করিবে, আমরা তাহার বলা পক্ষে।

আলোচনার বিষয়ক

গত আগষ্টের বিলেতে যে কুটনৈতিক হয় তাহাতে আমার বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই কন্সল একেবারে শেষ হইয়া যায় নাই। কয়েকদিন ধরিয়া এই কন্সল অনুষ্ঠিত হইতে থাকে এবং তাহার ফলে ভিয়ে নদী প্রদেশে বুঝিয়া যায়। আমার দুঃখকাতর এই সম্বন্ধে প্রকল দেখা যেন। এর সম্বন্ধে করিয়া আলোচনা কোনো কোনো অঞ্চলে এই কন্সল অনুষ্ঠিত হইতে থাকে এবং তাহার ফলে সাম্রাজ্যিক অর্থ ক্ষতি হয়। এ পক্ষের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, অস্ট্রিয়ার যে কয় জেলা নূতন করিয়াছে এবং উহার-পূর্ব সীমান্তে অনেক উপদ্রবাদি প্রায় বিদ্রোহ হইয়াছে। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা করা যাইতেছে যে, এ পক্ষে যদি জানা বিষয়ক বন্ধুত্বপক্ষে অর্থ ক্ষতির পরিমাণ তাহা হইতে অনেক বেশীই হইয়াছে। একমাত্র উহার আলোচনাই আজি দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় দিনই হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে খাটি বলিয়া গিয়াছে, পথের উপরে তাহিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। ফুটিকেপের পর আঁচার যেন বিষয়ে দিয়াছে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা আমাদের যে ক্ষতি হইল তাহা হইতে আমাদের ইংরেজদের এই প্রথম। বন্ধুবান্ধব আমরা দেখিতেছি যে তাহাদের পূর্ব কথা বর্তমানে এক বিষয়ে চলিবার বল দিয়া চলিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, আমাদের বাড়ি আরোগ্যের উপস্থিতি ঘটিয়াছে। দুদুরে পরে আর আমরা আমি কেহ কেহ বেরিয়াছেন শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ আমাদের রাজধানী পর হইতে বিদায় লইবার সময় এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, আমাদের যে সব সমস্যা দেখা বিষয়ে আমাদের মনে হয় সেগুলির একটা আরোগ্যের ভূমা হইয়া আছে। যে অর্থেই শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ এই ইঙ্গিত করিয়া থাকুন, বর্তমানে ইহার যথার্থ স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। আমাদের কিছু কম বেশী ব্যবসায়ে যে আমাদের আমরা সকলে তাহা করি নাই। আমাদের কোনো কোনো ব্যবসায়ে এইরূপ মনে হইয়াছিল যে, আমাদের যেন আমাদের যেন নাই। সেইজন্য আমরা নীতি ও বিষয় গঠন করিয়া আমাদের একেবারে পরস্ত ও স্বাধীন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলাম। ১৯০৫ সালে বিলাতে যে ভূমিকম্প হয় তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া সাধারণ বলিয়াছিলেন, ইহা পুরাতনের পরিবর্তে নূতনের হইয়াছে—যাহাকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখার যে পাপ তাহার ফলে ইহা ভারতবর্ষের বলিয়া সাধারণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস যদি এরূপ কোনো কারণে ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে হইবে, সেজন্যই বিশ্ব ব্যাপার দুর্বিষহের মানুষের প্রাণে ব্যথা হইয়াছিল। আমরা এই বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের অন্য অনেক সহযোগিতা প্রকাশ করিতেছি। আমরা আমরা খুশী হইলাম যে, পাঞ্জাবের হইতে এরূপ বেদনাদায়ক আর্তনাদের সোর করা আমাদের আর করিলাম। বাংলার সহিত আমাদের সম্পর্ক বড় জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবিক দুর্ঘটনার অন্য এরূপ ঘটে নাই, তাই বাংলা দুনিয়ার বন্ধু বুঝিয়াছে; এবং এই কারণেই আমাদের সে বিষয়ে অন্য পক্ষ করিয়াছে। এই দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে যদি কোনো অসামঞ্জস্য ঘটিয়া থাকে, তা হইলে এ দুঃখের আমাদের যে মানসিক কষ্টের হইবে তাহার আমরা আশা করিতে পারি। এই দুই দুঃখ আমাদের চরিত্রের মধ্যে পড়িয়া যদি উহার উদ্ভবকে আমরা বড় করিতে পারে, আমাদের পরের এবং সেই আমরা সোনার মন দিয়া আমরা যদি পরিচ্ছন্ন ও মিত্র ব্যবহার উহাকে পারে তাহা হইলে বুঝিব এই বিপদের আমরা আসে নাই; ইহার মধ্যেও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যসূত্র স্থাপনই এই বিপদের কারণ।

কাপড় কলে ধর্মঘট

বোম্বাই কাপড়-কল সমূহের ধর্মঘটের কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। বহু লক্ষের পতিত হইয়াছে। প্রায় লক্ষ শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। ধর্মঘটের মূলে, শ্রম সংঘ ব্যাপারে অধিকার ভিন্নতার ভিন্নতা করিয়া শ্রমিকদের বহু আবেদন করিয়াছেন। ধর্মঘটের মূলে ব্যাপারের মূলতঃ ব্যাপার আমরা ব্যাপারিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে এক যা কি দেখে চটিয়া পড়িয়া গোলযোগ এবং বেশে আজ শ্রমিকের সহায়তা আছে বলিয়া আমরা প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন, আর একদল বেইমান শ্রমিকের লোককে করিয়াছেন ঔদাসীন্যের মূলক। ধর্মঘট দুঃখ আছে না সম্বন্ধে আছে এসব কথা আমরা বলিয়া। কিন্তু এ কথা আমরা স্বীকার করি যে ধর্মঘটের কারণ বর্তমান প্রস্তাব আমাদের অনেক এ ক আপত্তি অনেক আছে আছে। আমরা যারা পাই তাই দিয়া তাহারা আমার ক.ং আর কোনো গ.ঘ.ঙ্কিক কর্তব্য আমাদের নেই। সে কথা বেশীদের বেশীদারী। বেশীদের ঔদার্যে যে সব পাইয়া কর্তব্য আমরা ব্যবহারই আমরা পাইব, তাহা হইলে প্রাপ্তিকেরা নিরাশ পাইয়া গিয়াছে। এইসব হিসাব কারণে দেখা যায় যে, শ্রমিকদের অবস্থা খুব-ই অনেক ভয়ের। এসব সত্ত্বেও আমাদের বোমাস পাওয়াইয়া বিষয়ে অন্য দেশের রাজনৈতিক দল তখনই হইয়াছেন, তাঁহাদের অভিপ্রায় আমরা বুঝি। প্রশ্নসমূহ অন্য ব্যয় তাঁহাদের বহু-একটা নাই। তাঁহারা নিজেদের একটা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা কতদূর হইয়াছে কাহারা? বাস্তব অভাবে ও তাহার উদ্ধারের জন্য অবশ্যম্ভাবী বিশেষভাবে বিস্তর। একটা বিষয় কাম বন্ধ করিয়া দিবার ফলে যে পরিমাণ বস্তু উৎপাদিত হইল না, আমার দেশবাসক কিনে হইবে অসম্ভাবকে—ইহার তাহার পরিবর্তে শ্রমিকরা পাইবে বোনাস, রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনা পাইবে শ্রমিকের ব্যবস্থা।

বাংলার পাওয়া চাউল

পাঞ্জাবের দুই লক্ষ একর আইবাদ জমির ধানের পাট হয় করিবার ফলে প্রায় ৩১,০০০ টন পাকাদের উৎপাদন করা সম্ভব হয় নাই। পূর্ব হইতেই বলা ছিল এই যে, যদি অধিক পাট হয় করিবার ফলে যে পরিমাণ পাকাদের উৎপাদন করা যাইবেনা, কেন্দ্রীয় সরকার সেই পরিমাণ পাকাদের কেন্দ্রীয় পাকাদকার হইতে ছিল না। বর্তমানে পাঞ্জাবের পাকাদের টানাটানি চলিয়াছে—পূর্বক হইতে বহু লোক চলিয়া আসায় এই টানাটানি আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এবং সরকার কেন্দ্রীয় পক্ষ পাকার হইতে পাঞ্জাবকে পাকাদের ছিয়া সাহায্য করায়

(১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্যাবস্থা

গত ১৭ই আগষ্ট পর্যন্ত এক সপ্তাহে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে খাদ্যপরিস্থিতি কিরূপ ছিল তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল।

আসাম—সপ্তাহে কোন কোন সংবাদপত্র এই মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, আসামে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। আসাম সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, বস্তুতঃ এই সমস্যাটির কোন কোন স্থানে আংশিকভাবে দেখা দিলেও উহা মূলে বাড়িয়াই গিয়াছে। খাদ্যাবস্থার প্রতি সকলের সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রহিয়াছে।

বিহার—বিহারের অধিকাংশ জেলা হইতে অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে চাউল রপ্তানি করা হইতেছে। এই সকল অঞ্চলের জন্য জিলার সংকার পূর্ণিয়া ও দারভাঙ্গা জেলার চাউলের চলতি হইতে ৩১,৯৬১ মণ খাদ্য দখল করিয়া লইয়াছেন।

বোম্বাই—আহমদনগর জেলায় সরকার তুলা প্রতিষ্ঠার পরের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে নুসাচি, বাসা, কলাড়া পারগণার এবং পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে। আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা, উন্নত প্রণালীতে চাষ করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। এখন হইতে কমপক্ষে ৩০ বৎসর এবং তাহা মেয়াদান্তে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ-সাহায্য দেওয়া হইবে।

বোম্বাইয়ের জেলেদের মোকদমাগুলি হইতে জানা যায় সরকারের করা হইয়াছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য রেলওয়ে বিভাগ গত জুন মাসে ৮০০টি মোকদমা হইতে নমুনা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করেন। তাহা হইতে দেখা যায়ীর আর সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সরকারী আদেশ সত্ত্বেও যে মাল দেওয়া হইয়াছে, ঠিক তাহাই বিক্রয় করা হইয়াছে।

কাশ্মীর—খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কাশ্মীর সরকার সম্প্রতি এক খাদ্য উৎপাদন কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে উপরের জন্য সহজ উপায়ে অধিক উৎপাদন দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। বাজেটের পূর্বে এই কাজ শীঘ্র আরম্ভের জন্য প্রাথমিকভাবে অর্থ সাহায্য দিবার কথাও তাঁহারা বলিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশ—চলতি বছরের প্রথম ২০ দিনে মধ্যপ্রদেশে ১২,৫০০ টন চাউল রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় মাত্র ২,৫০০ টন রপ্তানি হয়। এখন পর্যন্ত মোট রপ্তানির পরিমাণ ১ লক্ষ ৯০ হাজার টন।

তুলা উৎপাদন সম্পর্কে অনুসন্ধান বিবার জন্য পরি-

সঞ্চয়ই
আপনার
সহায়
ও
দোসর
সম্বল

আদায়ীকৃত মূলধন
২ কোটি টাকা
সংরক্ষিত তহবিল
৫২½ লক্ষ টাকা

★

দি
ইউনাইটেড্
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস:
২নং, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

ম্যানেজার: জি, ডি, বিড়লা
জেনারেল ম্যানেজার:
জি, টি, চাঁদুরু

সভা সমিতি এবং বেসরকারী সভা লইয়া এক তুলিবোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মধ্যপ্রদেশের ছইটি জেলায় যে তুলা

পণ্যদ্রব্যের বাজার

রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন

ভারতের প্রায় সব পণ্যই রপ্তানির জন্য—কাঁচা হিসাবে প্রক্রিয়াকৃত ও আধাপ্রক্রিয়াকৃত হিসাবে এই বিষয় বিশেষ চেষ্টা দেখা হইয়াছে। এই ব্যাপারে সকলের সহানুভূতি ও সমর্থন পাওয়া আবশ্যক বলাই বাহুল্য; এবং ইহা আছেও। কিন্তু এ-সম্বন্ধে এই একটি কথা বলা যায় যে, যতদূর প্রয়োজন অবশ্য আছে, তাহার উৎপাদনের অবশ্যই বৃদ্ধি করিতে হইবে; কিন্তু সম্পূর্ণ উৎপাদন এই দিকে চালিত করা মোটেই ঠিক হইবে না। খোরাকি কমিবার উপযোগী পণ্য উৎপাদনের দিকেও সমান উদ্যম ও উদ্যোগ থাকা আবশ্যক। কোথা স্থানে যেসব উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহার কাজও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

মধ্যপ্রদেশ—মধ্যপ্রদেশ সরকার প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া সমবায় কৃষি ঋণদানী স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে নিজিপট্টী ও সিওনিতে তাহা আরম্ভ করা হইয়াছে। পাইকারদের ও মহাজনদের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। ইহার ফলে দুই হাজার নিম্ন পরের কৃষিঋণ কমিবে। এখন যখন পরের উপরের কাজ চলাফেরা করিতে হইবে; তখন পর ইহারা ইচ্ছা করিলে কাজ চালাইতে পারে না কাজ বন্ধ করিয়াও দিতে পারে। সরকার অর্থসাহায্য, ঋণ, কৃষির যন্ত্রপাতি, সার প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিবেন। ১৯৪০ সালের ট্রাক্টরের সাহায্যে ৮০ হাজার একর পতিত জমি আবাদ করা হইবে ইত্যাদি সরকার স্থির করিয়াছেন।

হায়দ্রাবাদ—হায়দ্রাবাদের অর্থসচিব সম্প্রতিকালের বক্তৃতায় যে অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, বিদেশীয়ের আমদানি কিছুটা সঙ্কোচ হইলেও অন্যান্য আমদানি বাড়িয়া গিয়াছে। বাজারে অভাব দেখা দিয়াছে। কিন্তু হায়দ্রাবাদের জন্য কোন আমদানি বন্ধ অথবা বাধিত হইলে উহা আমদানী করা সম্ভব নয়। কোটা বিভাগ হইতে তাহা আমদানী করা হইতেছে।

বিহার ও উড়িষ্যা—বিহার ও উড়িষ্যা সরকার কেরোসিন তেলের পাইকারী ব্যবসা সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করিবেন। তাহা সচিব বলিয়াছেন, অন্য ব্যবসায়ীর দিয়ে অপেক্ষা জনসাধারণ বেশি সুবিধা পাইবে বলিয়া মনে হয়।

পরিমাণ উৎপাদন যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সেই পরিমাণ বিদেশের অনেক পণ্য আমদানি করা যাইতে পারে। সকল দিক বিচার করিয়া তাহা হইলে এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে হয়।

কিন্তু এইরূপে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল দিক সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক অবস্থা যেরূপ ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ব্যাঙ্কের হাতে বিদেশাগতদিগের প্রদেয় অর্থ পরিশোধের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না। কেননা, যুদ্ধের পূর্ব্ব প্রস্তুতির অবস্থা যদি আরও জটিল হইয়া উঠে তাহা হইলে হয়ত স্বর্ণ হইতে ষ্টার্লিং আমদানি করা খুবই কঠিন হইয়া উঠিবে, অর্থাৎ বিনা স্বর্ণেতেও হয়ত আমদানি করা যাইবে না। এরূপ অবস্থায় ভিন্ন [illegible] হইবে। সেজন্য অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে [illegible]

এরূপ হয়ত হইতে পারে যে, আমদানির কাজ যত বেশী করিয়া করিতে বলা যায় তাহা হইলে দেশের অর্থাভাবের কিছুটা উন্নতি আশা করিতে হইতে পারে।

যাহা হউক, এ ব্যাপারে এতদূর যদি প্রতিকার করা যায় তাহা হইলে আমদানীর চাহিদা নিয়ন্ত্রিত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবেনা। এবং পাট ও তুলা চাষের জন্য যে আয়োজন করা হইয়াছে তাহাতে তুলা ও পাটের উৎপাদনের যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে। এবং এই দুই পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভবপর হইবে। তাহা হইলেই অনেক দেরীতে কিছুটা সমাধান হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কেননা, রপ্তানি দ্বারা এই দুই পণ্যের বিনিময়ে বিদেশ হইতে অবশ্য পণ্যাদি আমদানি করা যাইবে।

এইভাবে অতিরিক্ত আমদানির উপর অত্যধিক হ্রাস করা এবং তাহারই সঙ্গে নিজস্ব পণ্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইবে। ইংলণ্ডে ইতিমধ্যে আরম্ভ করাও হইয়াছে। অনুসন্ধানের বিষয় শুধু ব্যবস্থা অবলম্বন হইয়াছে তাহার একটি। আমদানি কারীদের লাইসেন্স প্রদান ও পাট ও তুলা আর রপ্তানি উৎপাদন বাড়াইতে অগ্রাধিকার দেওয়া ইহার মধ্যে বিশেষ বাকী। যোগাযোগের কাজকর্ম্মের জন্য সমুদ্রে যে সব জাহাজ রহিল, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নাই। কিন্তু এ কথা বলা চলে যে, সেই বিষয়ে এখন যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে, এবং পূর্ব্বের চেয়ে অনেক সহজ হইয়াছে।

যোগাযোগের কাজকর্মের অল্প কয়েকটি সমস্যা অবশ্য রহিয়া গেল বটে; কিন্তু অর্থনীতির বাকি প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে আমরা যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি সে, অতিরিক্ত মুনাফাশিকারীদের যদি সহজেই কাবু করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিক সংযোজিত করা যায় তাহা হইলে বস্তুতঃ মূল্য হ্রাস করা বিশেষ কঠিন হইবে না। কিন্তু কিভাবে মূল্য হ্রাস করা হইবে তাহা যদি প্রকাশ করা না হয়, তাহা হইলে অনুমানের মূল্যবৃদ্ধির জন্য বিশেষ বিলম্ব ঘটিয়া যাইবে। উৎপাদনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ নতুন কিছু বলিবার নাই। সমস্ত মূলী হইবার জন্য সংগ্রহের কাজ বিশেষভাবে বিচার করিয়াছে। লোকের মধ্যে এখনো তেমন বা বাড়াবাড়ি ভাব নাই বটে, কিন্তু এখনকার বাজারে চাউল একেবারেই নাই। সংগ্রহ যত ও লোকের মত অপেক্ষা খোলা বাজারের মত বেশি।

বিভিন্ন প্রকার কি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য রক্ষিত করা হইবে সে বিষয়ে বেসরকারী সংস্থার সেক্রেটারীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিয়াছে। এবং এরূপ জানা গিয়াছে যে, অন্তত পরিমাণ চাউলের চাহিদা হইবার ফলে বিদেশ হইতে আরও এক লক্ষ টন চাউল আমদানি করিবার বিষয় বিবেচনাধীনে বিবেচনা করা হইতেছে। বার্মা হইতে ৫০ হাজার টন চাউল আমদানির জন্য বেসরকারী সংস্থার চেষ্টা করিতেছেন। বিদেশ হইতে ৬০ হাজার টন এবং হইতে বড়জোর লক্ষ চাউল আমদানির বিষয় সরকারীভাবে বিবেচনাধীন রহিয়াছে। মজুতদার ও আড়তের মধ্যে এক চুক্তি বিশেষ হইয়াছে, এই চুক্তি দ্বারা মজুতদার আড়তে এক লক্ষ ৭০ হাজার টন চাউল বিক্রয় করিতেছিল।

চিনি

এক সপ্তাহে আমদানি চিনির পরিমাণ বিশেষ বেশী বলিয়া মনে হয় নাই। বিদেশ হইতে চিনি আমদানি করা হইবে এবং পূর্ণমাত্রায় সরকার চিনির ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া সর্ব্বশেষ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু চিনির ভারপ্রাপ্তকর্মচারী বিদেশে আরও কর্মচারী প্রেরণের বিষয় আলোচনা হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সর্ব্বশেষ বক্তৃতায় তিনি এ বিষয় স্পষ্টভাবে কিছু বলিয়াছেন, এবং কোন্ দেশ হইতে তিনি আমদানী করা হইবেছে তাহা বক্তৃতায় আলোচনায় আসা যাইতেছে, তবুও তিনি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা-সমালোচনা ও সমালোচনা চলিতেই থাকিবে।

গুড়

হাপুরে গুড়ের বাজার একইরূপ আছে। মণ ৩৯৲ টাকায় কারাকাটি। গুড়ের উৎপাদনের হইয়াছে কম এবং উহা এখানকার বিশেষ তিনি আনিয়া পৌঁছে নাই।

মহুয়ার ভাবে গুড়ের বা উৎপাদন তাহা আসছে উৎপাদিত চিনির মোট পরিমাণের তিন হইতে সাড়ে তিন ভাগ বেশি। সংখ্যাতত্ত্ববিদ্গণ এইরূপ বিচার করিয়াছেন যে, গুড়ের চাহিদা যদি শতকরা ৮ ভাগ কমানো যায় তাহা হইলে চিনির উৎপাদন শতকরা ২৩ ভাগ বেশি হইবে। সুতরাং গুড় উৎপাদন যদি কিছু পরিমাণ কমাইবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে গুড় উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ আখ ব্যবহৃত হইতেছে তাহা চিনি উৎপাদনে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইভাবে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির একটা পথ খোলা বলিয়া মনে হয়। গুড়ের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্তে বাধিয়া রাখা দরকার, এই মাত্রা যদি কোনো কারণে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সর্ব্বনাশ কারার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে, সরকারী পক্ষ হইতে এরূপ কড়া ব্যবস্থাও অবলম্বন করা দরকার।

সংবাদ সংকলন

বাংলার বস্ত্রশিল্প

বঙ্গীয় তন্তুবায় সমিতির দ্বিতীয় বৈঠকে সভার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সভাপতি বলিয়াছেন যে, পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে, পরিচালনা সমবায়ের অভ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মূল্য উপাদানগুলি অভাবের দরিদ্রে অর্থবিধির অভ এবং এজেন্টদের উপরে অত্যধিক নির্ভরতার জন্য বাংলার বস্ত্রশিল্পের অবস্থা অন্য প্রদেশের তুলনায় অনেক খারাপ। সেজন্য অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এখানে লোকসানের সম্ভাবনা অধিক। ইহার ফলে ক্রমাগত লোকসানের জন্য ব্যাঙ্কগুলি ঋণদানের জন্য বন্ধ করিতে বাধ্য হয়—সেজন্য বিশেষ মুস্কিলে পড়িতে হইতেছে।

স্বর্ণখনি কোম্পানীর রূপান্তর

মহীসুর জেলার স্বর্ণখনি অঞ্চলে ব্যবসায়ে রত ৪টি খনি কোম্পানী ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ভারতীয় কোম্পানীর আইনের অধিনে ভারতীয় কোম্পানীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এতদিন মূলধনের পরিমাণের নূতন মূলধন তুলিবার সুযোগ ছিল না। বর্তমান অর্থাভাব-নিবন্ধন পুরাতনের বদলে নূতন সেয়ার বিলি করা হইবে।

মূলধন সরবরাহের চেষ্টা

মূলধনের অভাবে ছোট বড় বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া যাইতেছে। ইহা শুধু ভারতের নীতিরোগ নয়; ইংলণ্ডে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই অভাব দেখিয়া এইরূপ অসুবিধার জন্য তথাকার সরকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ সকল দেশে ব্যাঙ্ক সুদে ও সর্তে মূলধন সরবরাহের জন্য সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভারতেও অনুরূপ ব্যবস্থাদি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলের বিরাট চাহিদা মিটিবে না।

আন্তর্জাতিক বিচিত্রতা দূর করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত আইন সংশোধনের জন্য বোম্বাই সরকার কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবেচনার পরে বীমা-সচিব স্যার জেরেমি রেইসম্যান বলিয়াছেন যে, শুধু বোম্বাই নয়—অন্যান্য সরকারও অনুরূপ প্রস্তাব পাঠাইবার অনুমতি দিবেন। এই সম্পর্কে শীঘ্রই একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইবে।

প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানগুলি মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা ও অন্যূন ২ কোটি টাকা সংগ্রহ লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারিবে। স্থানীয় সরকার ইচ্ছা করিলে সম্পূর্ণ মূলধন সরবরাহ করিতে পারেন, কিন্তু ডিবেঞ্চার ব্যাঙ্ক, অন্যান্য ব্যাঙ্ক [সমবায় ব্যাঙ্কসহ], বীমা কোম্পানী প্রভৃতির নিকটও আংশিক মূলধন বিলি করিতে পারেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি জন-সাধারণের নিকট হইতে অন্যূন পাঁচ বৎসরের মেয়াদে আমানত লইতে এবং আদায়ী মূলধনের ও ডিবেঞ্চার সংগ্রহের ৫ গুণ পর্যন্ত টাকা ঋণদান বিভাগে খাটাইতে পারিবে। স্থানীয় সরকার মূলধনের ও ঋণদানের নিরাপত্তা সম্পর্কে গ্যারাণ্টি দিবেন। বর্তমান ডিবেঞ্চার ঋণে আদায়ী মূলধনের সমান টাকা ঋণ না পাওয়া পর্যন্ত এতদিন ঋণগ্রহণের হার বিধিবদ্ধ আকারে উপরে বাড়ানো চলিবে না। তবে—মার্কিন দৃষ্টান্তে যাহাতে সরকার কিছু দিয়া থাকিলে, তাহা পরিশোধ করা হইবে। তাহার পরেও এ পর্যন্তের বেশী সমানে ঋণগ্রহণ করিতে বা সাধারণ অংশীদারদের লভ্যাংশ দিতে পারিবেন।

স্থানীয় সরকারের নিযুক্ত ডিরেক্টর ব্যতীত ইহার ৯ জনের অনধিকসংখ্যক প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া ব্যাঙ্ক গঠিত হইবে। স্থানীয় বোর্ড উহা পরিচালনা করিবেন।

কারও সর্বনাশ কারও পৌষ মাস

যে-সরকারী সেবা-বিভাগে কেবল পাকিস্তানী টাকার ব্যবহার তাহাতে ১০৯৲ টাকার বিনিময়ে ১০০টি পাকিস্তানী টাকা পাওয়া যাইতেছিল। কিন্তু ভারতীয় বাণিজ্য-চুক্তির ফলে পাকিস্তানী টাকার মূল্য বৃদ্ধিয়া ১০০৲ পাকিস্তানী ১১৩৲ ভারতীয় টাকায় দাঁড়াইয়াছে [অর্থাৎ : ১] পাকিস্তানের সহিত ভারতীয় টাকা সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ২] যে-সরকারী ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সস্তা বাজার হইতে অনেক প্রকার মাল আনাইয়া লাভের অত্যধিক চড়া বাজারে বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা।

১৮৪ পৃষ্ঠার পর।

সমস্যা। আমরা উপর পাট-শুল্কের ফলে পশ্চিমবঙ্গের যে পরিমাণ ক্ষতি উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণা বিবেচনা করিয়া তো পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্যই। আমরা বলিতে যে, কেন্দ্রীয় সরকার ৯১,০০০ টন বাড়তি রপ্তানী শুল্ক পশ্চিমবঙ্গের কাছেই ফিরাইয়া দিবেন। কিন্তু এই পরিমাণ বাড়তি শুল্ক যে ভাবেই দেওয়া হইবে—তাহাই আমাদের জানিবার ইচ্ছা। আমরা ইহা জানি যে বর্তমানে চাউলের দর অত্যধিক চলিতেছে—তথাপি আমরা আশা করি যে সরকার যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে চাউলের উপর শুল্ক ধার্য করিতে সম্মত হইয়াছেন—তবে তাহারা অবশ্যই সেই চাউলের বিলির ব্যবস্থা করেন। সম্প্রতি ৩০,০০০ টন চাউল ব্রহ্মদেশ হইতে পাওয়া যাইবার কথা আমরা শুনিয়াছি। বিদেশ, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদির সহিত বাণিজ্য-চুক্তি হইতেছে। তাহা কবেই বা হইবে, আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু পশ্চিম বাংলার অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, তাহার পক্ষে অপেক্ষা করা চলে না; অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা। পাকিস্তান আমাদের শত্রু। সুতরাং পাকিস্তানকে যদি কেন্দ্রীয় সরকার ও ব্রহ্মদেশ হইতে প্রাপ্য চাউল হইতে এখন চাউল দেওয়া যায় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিনিময়ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বাড়িবে।

শেয়ার বাজার

সপ্তাহের শেষের দিকে কিছু উন্নতি

কলিকাতা, ২৬শে আগষ্ট, শনিবার—ভারতীয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সভায় সার ওয়েন ফিজলের লোহার ব্যবহার সম্বন্ধে বাজারে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শেয়ারের দর কিছুটা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কাজ-কারবারের পরিমাণও হইয়াছিল যৎসামান্য, বিশেষ কিছুরই বিশেষ খবর পাওয়া যায় নাই।

অন্যান্য বিভাগে দরের তেমন বিশেষ কোনো তারতম্য ঘটে নাই। ৪৯৷৵০ দরে ফুলাসাহাড়ি কোম্পানীর কাজ কমিবার জন্য ৫০৲ হইতে ৪৯৷৵০ দরে নামিয়া ১৯৲ টাকা হয়

বিভাগে দরের দিক দিয়া শেয়ারের কিছুটা অবনতি হইয়াছে। শেষের দিকে দর বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৲ টাকা দর হইতে শেষে ৭৫ দরে ৫৭৲ টাকা ৪৭৫ টাকা ৪৷৵০ টাকা ৪৪৷৵০ টাকা ৪৫৲ টাকা ৪৫৲ টাকা ৪৫৲

REGD. No. C. 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ২১শ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ১০ই মাঘ ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ | মূল্য ১০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১৬৯
কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার	
প্রাসঙ্গিক	১৬৭
পাকিস্থানী হিন্দুর ঘর	
শ্রমিকদের বাড়ী	
বিদ্যালয়ের ভিড়	
ভূমিকম্প ও হিমালয়ের উচ্চতা	
পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
পাট, তুলা তৈলবীজ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা	
গুড়	
চিনি	
সংবাদ সংকলন	
লোহার বাজার	
ইস্পাত ব্যবস্থা অব্যাহত	

কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার

কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে যাদবপুরে জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। ইহা হইল কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার। ইহাকে কেবলমাত্র একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠানরূপে আমরা দেখিতেছি না, আধুনিক ভারতের শিক্ষার ও বিজ্ঞান-অনুশীলনের ইহা একটি কেন্দ্রস্বরূপই ইহার গুরুত্ব। অনেক রাজনৈতিক সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া ভারতকে অগ্রসর হইতে হইতেছে, ইহার ফলে অনেক কাজ ব্যাহত হইতেছে, অনেক উদ্যম ব্যর্থ যাইতেছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের অনুশীলনের পথে ভারত যে এসব মুছে করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা তার একটি প্রমাণ।

ভারতে বিজ্ঞানীর ও বিজ্ঞান-গবেষকের অভাব নাই; বিজ্ঞান-অনুশীলনের জন্য উৎসাহীর সংখ্যাও এখানে কম নহে। কিন্তু ইতিপূর্বে ভারতে এইসব শক্তি ও ক্ষমতাবলী অনেকটা চাপা ছিল। বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক ভারতকে মৌন ও মূক হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু যে একাগ্রতা ও আগ্রহ ভারতের রক্তে রক্তে প্রবাহিত, তাহা চাপা থাকিবার নয়। সেই কারণেই আমরা এই নূতন ভারত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতে পারিতেছি।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ভারতে মোট এগারোটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। জাতীয় অগ্রগতি ও জাতীয় প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এইসব পরিকল্পনা করা হয়। কৃষি ভারতকে শিল্পের দিক দিয়াই অগ্রবর্তী করিবার জন্য এইভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রসারিত করিবার বিষয় বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। যে-ভাবে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, সেইভাবে কাজও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। মোট এগারোটি পরিকল্পিত গবেষণাগারের মধ্যে চারটি

গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা শেষ হইল। ইতিপূর্বে আরও তিনটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুনাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বায়ুগতিক গবেষণাগার, দিল্লীতে পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার ও বাঙ্গালোরে আলোনি (fuel) গবেষণাগার। এবার কাচ ও দুৎশিল্প গবেষণাগার স্থাপিত হইল কলিকাতার উপকণ্ঠে। মোট এগারোটির মধ্যে চারটি স্থাপিত হইল, এখন অবশিষ্ট রহিল আরও সাতটি। ইহার মধ্যে কয়েকটি গবেষণাগারের প্রাথমিক কাজ অনেকটা ইতিমধ্যে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

ভারত কৃষি প্রধান দেশ। শতকরা প্রায় ৯০ জন কৃষিজীবী। কৃষির দ্বারা কেবল খাদ্য অর্জন হইয়া থাকে। এই শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া ভারতের ন্যায় বিরাট একটি জাতি মরত হই বেলা পেট ভরিয়া খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু একটি জাতিকে বাঁচিতে হইলে খাদ্যেই তাহাকে যে বাঁচাইয়া রাখে এমন নয়। খাদ্য হইতেই প্রয়োজন অতিরিক্ত আরও কিছু জাতির স্বভাবে হইয়া থাকে। সেইসব অভাব মিটাইবার জন্য সারা দুনিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার হইয়া চলিয়াছে। আজ ভারতে যে গবেষণাগার সমূহের প্রতিষ্ঠা হইতেছে তাহা কেবলমাত্র বিজ্ঞান-অনুশীলনের কেন্দ্র হিসাবেই গণ্য হইবে না, তাহা আসলে জাতীয়তা বোধেরই পরিচয় বলিয়া বিবেচিত হওয়া আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। ইহার ভাইসরয় এই গবেষণাগারটি কলিকাতায় স্থাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে [illegible] বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশে চাক ও কারুশিল্পের একটি ঐতিহ্য

কাচ ও দুৎশিল্পে এই দুই শিল্প কলা বা সুকুমারশিল্পের প্রয়োজন অবশ্য বেশি। এই কারণেই উহা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা, বাঙালীরা, এখন আত্মকলহ ভুলিয়া যদি এই কাজে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারি তাহা হইলেই গৌরব রক্ষা হয়।

পণ্ডিত নেহরু এই উপলক্ষে যে বাণী পাঠাইয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, ইহা মানবতার উন্নতির জন্য ও সত্যের সন্ধানের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠার সমতুল্য। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর কাটজু ইহাকে প্রাচীন ভারতের তীর্থস্থান সমূহের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টে ইহার তাৎপর্য হয় তো বোঝা সাধারণের পক্ষে কঠিকর হইবে, কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহা যে অগ্রগতির একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, তাহা উপলব্ধি করাইবার জন্য দেশের সামরিক-পত্রিকা সমূহকে উদ্যোগী হইতে হইবে।

রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনের জন্য যে ভাবে আলোড়ন ও আন্দোলন হইয়া থাকে, তাহা অদূরভবিষ্যতে এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু উক্ত আন্দোলনের দ্বারা যতটা শুভফল পাওয়া যাইতে পারে, এইভাবে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার দ্বারা সুফল মিলিবে তাহা হইতে অনেক বেশি। এই সাধারণ কথাটি যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে তাহার জন্য আমরা সকলে যদি তৎপর হইতে পারি তাহা হইলে তৎদ্বারা দেশের অনেকটা মঙ্গল সাধিত হইবে—ইহা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা যাইতে পারে।

ইহা গেল দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতির কথা। ইহা ছাড়া আরও প্রশ্ন আছে। তাহা হইল ভারতের বাণিজ্যের প্রশ্ন। আজ আন্তর্জাতিক যাতায়াত এত বাড়িয়াছে যে, প্রত্যেক দেশের মধ্যে পণ্য-আদান প্রদান আজ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সময় ভারত যদি উদ্যোগী হইয়া পৃথিবীর চাহিদার দিকে দৃষ্টিপাত না করে তাহা হইলে পৃথিবীর বাণিজ্য কি রাষ্ট্রসমূহের নিকট তাহাকে অপাংক্তেয় হইয়া থাকিতে হইবে। আবার ভারত যদি তাহার প্রতিটি প্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের দ্বারস্থ হয়, তাহা হইলে তাহাও বিশেষ সুখের সংবাদ বলিয়া গণ্য হইবে না। ভারতে কাঁচমাল আছে প্রচুর। এই কাঁচামাল যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা পণ্যে পরিণত করা না যায়, তাহা হইলে ভারতের আর্থোন্নতির আশা কম। এইসব বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বোঝা যাইবে, যে অনুপ্রেরণা ও আকাঙ্খা দ্বারা এই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহা শুভ ও কল্যাণময়।

কাঁচের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ঔষধপত্রে, বৈদ্যুতিক শিল্পে, যন্ত্র ও অন্যান্য শিল্পে কাঁচের প্রয়োজন ক্রমশই অধিক পরিমাণে দেখা যাইতেছে; কাঁচের দ্বারা সুন্দর ও সৌখিন টুকিটাকি, পোষাক, পর্দা প্রস্তুত হইতেছে। ইহার দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কাঁচশিল্পের ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময়। ভারতে বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকার কাঁচজাত দ্রব্যাদি ও ৪০ লক্ষ টাকার চিনামাটির দ্রব্যাদি আমদানি করা হইয়া থাকে। দেশের এই পরিমাণ অর্থ বিদেশে যাহাতে যাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার পক্ষেও এই গবেষণাগার বিশেষ সহায়ক হইবে।

প্রাসঙ্গিক

পাকিস্থানী টাকার দর

গত সপ্তাহে কলিকাতার খোলা বাজারে এইরূপ গুজব রটে যে, পাকিস্থানী মুদ্রার দর অতিরিক্ত হ্রাস করা হবে। এই গুজবের ফলে সোনার দরের উপর বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পাকিস্থানের টাকার আসল রূপ কি তাহাই এখন বিবেচ্য বিষয়। সরকারী ভাবে বিদেশে যে দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা যে বেআইনী হুণ্ডি, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে ও হইতেছে। বেসরকারীভাবে ভারত ও পাকিস্থানের কাছে যে যেরূপ দর তাহা সমান হওয়ার অর্থাৎ ১ভারী টাকা বিনিময়ে, এবং কি ভাবের অবশ্য রহিয়া যাবে—অর্থাৎ ১০০টি পাকিস্থানী টাকা ১০০টি ভারতীয় টাকার সমান বিনিময় হইয়া যাবে। খোলা বাজারের দর যাহা, তাহাই যে আসল দর, ইহা মানিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও অস্বীকার করিয়া পাকিস্থানী টাকার একটি সমান দর স্থাপন করিয়া পাকিস্থানী ব্যবসায়ীদের একটা সুবিধা দেওয়া যায় বলা চলে। কিন্তু পাকিস্থানী অর্থনীতিবিদ যে এই সরকারী দরের মূলে অযথা হুজ্জুগ ও অযুহাত খুঁজিয়াছেন—তাহা বলা বাহুল্য। এইরূপ পাকিস্থানী আচরণে সে ভারতের অধিকতর ক্ষতি করিতেছে। এই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার জন্য ভারতের ব্যবসায়ী শ্রেণী বেশমুখ তথায় বিক্রয় পৌঁছাইতেছেন, তাহাতে প্রতিযোগিতার ফলে ভারতের বিদেশী বাজারের দাবীদার হইতেছেন। এই অধিকতর বিক্রির আশায় বিদেশে মূল্য পাকিস্থানী মুদ্রায় মূল্য নির্দ্ধারণ একটি। বিদেশীদের প্রতিনিধি এখানে আসিয়া এই ঠিক বিষয়টির আলোচনা করিবেন। তাহারা বিবেচনা করিবে পাকিস্থানী মুদ্রায় যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা হইবে। আমরা আমাদের পক্ষে এই অধিকতর বিক্রয় আশঙ্কার কথা অনেক বলিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস, ভারতের ও পাকিস্থানের অর্থমন্ত্রীদের ও অর্থবিদের এই সমান আশঙ্কা।

শ্রমিকদের বাড়ী

জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন শ্রমিকদের জন্য বহু লক্ষ গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা করিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী শিল্প শ্রমিকদের যে সব শ্রমিক নিযুক্ত করে, তাহাদের মধ্যবর্তের উপযোগী গৃহের ব্যবস্থা ১০ লক্ষ বলিয়া ঠিক করিবে একটি পরিকল্পনা রিপোর্ট করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আগামী ৫ বা [illegible] বছরের মধ্যে এক লক্ষ গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত করিবার বিষয় তাহারা চিন্তা করিতেছেন। এই আগামী দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ গৃহের গৃহ নির্মাণ ব্যাপারে কেন্দ্র করা যায় তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন। কেন্দ্রের বর্তমান আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া কমিশন এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন যে, এই বিরাট সমস্যা সমাধান করিবার এক একটি ব্যবস্থা করিয়া আমাদের করা যায় না বটে, কিন্তু আর বিলম্ব না করিয়া এই কাজে এখনই হাত দেওয়া আবশ্যক। এই লক্ষ লক্ষ গৃহ নির্মাণ

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মার্টিন বার্ণ লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মাঝারাম স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্ম্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্বর ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্ব্বাঞ্চলে স্টীয়র তৈরির সর্ব্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পয়েণ্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পোন্নয়নের বিস্তৃর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পোন্নয়নের পর্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা।

করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই হিসাবে আগামী পুনর্নির্মাণ বাবদ ৩০০ কোটি টাকা ধরিয়া রাখা হইয়াছে। ৩০০ কোটি টাকা যদি দশ বছরে খরচ করা হয় তাহা হইলে বছরে ৩০ কোটি টাকা করিয়া খরচ করিতে হইবে। কাজেই এই অর্থের জন্য এমন কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, প্রথম ১২ কোটি টাকা লইয়া একটি পুনর্নির্মাণ আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই ব্যাপারে প্রথমতঃ, শিল্পনির্মাণ ও তৎসংক্রান্ত কাজে একটা অংশ দান করিবেন, অর্থাৎ প্রত্যেক ৪ কোটি টাকা করিয়া। এই টাকা কে কি ভাবে দিবে তাহার মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তবে আশা করা যায় যে, যত বছরে কেন্দ্রীয় ঋণ হইতে প্রত্যেকের জন্য ১০ লক্ষ টাকা পরিশোধের পরিকল্পনা করা হয়, ততদিনে অন্যান্যের জন্য তাহা করা সম্ভব হইবে না। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া না করিলে শিল্পোন্নয়ন যাহাতে কিছুতেই ব্যাহত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করাই হইয়াছে।

শিল্পালয়ের ভিত্ত

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শিল্পের উন্নতির জন্য শিল্পালয় যেরূপ ঘর দরকার তাহা ঠিক করিয়াছেন। গত সপ্তাহের প্রথম দিকে এই ভিত্ত সম্পূর্ণভাবে পাকাপাকি করা হইয়াছে। শিল্পালয়ের যেটি প্রধান ঘর সেখানে আর কোনো ভিন্নতা নাই। সাধারণ লোকের যেসব ভাষা ছিলেন, তাঁহারা প্রথম যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহার অধিক, পরে তাঁহাদের ঘরগুলি ক্রমশঃ পাকাপাকি করিয়া তোলা হয়। অবশ্য শিল্পালয়ের ঘরগুলির সঙ্গে লোকজনের থাকিবার ঘর, ডাক্তারখানা, স্কুল ও হিসাব রাখিবার লোকজন নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এখনে বিশেষভাবে উল্লেখের একটি বিষয় আছে। ২০টি টুকরা কারখানা আরম্ভের ব্যবস্থা করা হয়, প্রায় ৩০ জন মুখ্য উদ্যোগের ব্যবস্থা টুকরা ভাগিয়া দেয়, কিন্তু এ তত্ত্ব কেহই বন্ধুর প্রতি করেন। কারখানার ভিতরে ও বাহিরের ছয় ঘণ্টার কাজের সময় এই ছোট কারখানা গুলি পরিচালনা করিবে, কিন্তু তাহার ব্যবস্থার ভার দিয়া যে একমাত্র উদ্যোগের কথা, তাহা ছয়জন কারিগর ছাড়া আমরা খুঁজিয়া পাইনি। যে যাই হোক, শিল্পালয় যেসব স্থানে উদ্যোগের ব্যবস্থার ভার, তাহারা যে কথা বলিয়াছে, তাহাতে মনে হইবে আশাই করিবেন। যে সব জায়গা এখনও পাওয়া যায় নাই, তাহাদের আর যেসব ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে তাহা করা হইয়াছে।

ভূমিকম্প ও হিমালয়ের উচ্চতা

১৯৩৪ সনে আমাদের যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, পৃথিবীর মধ্যে তাহাই বাকি ছিল সেরা ভূমিকম্প। কিন্তু এবার যে ভূমিকম্প হইয়াছে তাহা ১৯৩৪র ভূমিকম্পকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। এই ভূমিকম্পের কারণ হিসাবে ইতিপূর্বে অনেক কথা বলা হয় যে, তথায় একটি আগ্নেয়গিরির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এ কথা বাকি রয়া যায়। কোনো আগ্নেয়গিরি উদ্ভব তথায় হইতেছে না, হিমালয় বাকি বাড়িতেছে। হিমালয়ের যে উচ্চতা বাধাবাধ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়া যায় তাহা ধরিয়াছে ২৯০০২ ফুট, কিন্তুদিন পূর্বেই এই উচ্চতা নূন পাইত ২৯০০৮ ফুট ছিল। বর্তমানে ইহা আরও ৪৮২০০ ফুটে দাঁড়াইয়াছে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যদি এক ফুট উচ্চতা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে সারা পৃথিবীর কাঁপিয়া উঠিবার কথা। যে ভূমিকম্প আমাদের এই প্রদেশ কম্পিত করে তাহা দুই ধরনের হয়। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, হিমালয়ের যত বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম প্রথম লোক নিবাসের ভরিয়া ভিত্ত ও পুরাতন বাড়ি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। এই কম্পনে এক একটি গ্রাম মানের অঞ্চল ধ্বসিয়া গিয়াছে। কিন্তু হিমালয়ের উচ্চতাবৃদ্ধির পরিমাণ যেরূপ পাওয়া গিয়াছিলেন এখনো তাহা যায় নাই, আমাদের অভিজ্ঞ পরিমাণের এখনো কোনো মূল্য নির্ণীত হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা

ছয়টি কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গে আছে। এই প্রতিষ্ঠান সমূহ চাকুরি প্রার্থীদের চাকুরির সন্ধান দিয়া থাকেন। এই কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিবছর নিবন্ধন করে প্রদানকার বেকার সমস্যার ভীব্রতা সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৫০ সনের জুলাই মাসে ১৯ হাজারের অধিক কর্মপ্রার্থী ছয়টি কর্মসংস্থানের সাহায্যে চাকুরির আবেদন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে চাকুরির সন্ধান করিয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে ৬ হাজার ৮ শত ৮৮ জনকে। মোটামুটি হিসাবে ধরা যায় ১৯ হাজার জন চাকুরি-প্রার্থীর মধ্যে এক জনই মাসে ২ জনের জন্য চাকুরি পাওয়া গিয়াছে, বাকি রহিল ১২ হাজার। এক মাসে ১৯ হাজার বেকারের সংখ্যা মাসের বিবরণ আমরা পাই নাই। কিন্তু অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, একজন মাসের অধিক সময় চাকুরি পায় নাই। ইহা ছাড়া, কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠানের মারফৎ চাকুরি যেসব বেকারেরা করে না। ইহা ছাড়াও আরো অনেক বেকার রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন প্রাপ্ত এবং ইহা সম্বন্ধে বেশি আলোচনা পূর্বে এই ছোট প্রবন্ধে এর অবতারণা, ইহারা কাজই বা করিবে কি, এবং ইহাদের কর্মক্ষমতার যত কাজে বা লাগানো যাইবে কোথায়। এই সমস্যা কোনো নূতন সমস্যা নয়। পৃথিবীর সবত্রই এই সমস্যা কোনো-না-কোনো আকারে রহিয়াছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক যে বেকার বিষয়ক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে ১৯৪৯ সালে কয়েকটি রাষ্ট্রের ছাড়া আমাদের বেকার সংখ্যার বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশ্চিম জার্মানীতে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি হয় পাইয়াছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই অবস্থা নহে। এই সমস্যা সমাধান করিতে হয়, তাহা হইলে যে সব সমস্যার পরিবর্তন দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। বেকারদের কাজ করিবার আগ্রহের পূর্ণ সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে কাহারা কোন ধরনের কাজ করিতে চায় তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে কাহারা কোন ধরনের কাজ করিতে পারে, তাহাও নির্ণয় করিতে হইবে। ইহাই যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে সমস্যার সমাধান করিতে কিছু সুবিধা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাহেব পাঁচ কোটি মজা মজা

যে সাহেব একটি ফিল্ম করার চলিয়াছে। ইহার মধ্যে যে কাজ করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৪৫ কোটি মজা

(১৭০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পণ্যাঞ্চলের বাজার

পাট তুলা ও তৈলবীজ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা

যদি কোনো ভাবে বুঝে ফেলা যায় তাহা হইলে খাদ্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করা যাওয়া অসুবিধার কারণ হইবে বলিয়াই যে, দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করিয়া তোলা প্রয়োজন, এমন নয়। ভারতের মত একটি দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের মুখের অন্ন বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ মুখাপেক্ষী ইহা ভারতের মর্যাদা হানিকর। এইসব কারণে ভারতকে খাদ্যে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলার বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা, এবং যুদ্ধিসঙ্গত উপায়ে তাহার খাদ্যের ফলনের জন্য অধিক জমিকে চাষের উপযুক্ত করিয়া তোলা আবশ্যক। কেবলমাত্র খাদ্য-শস্যই যে প্রয়োজন, এমন কথা বলা ঠিক নয়। ইংরাজিতে যাহাকে 'ক্যাশ ক্রপ' বলে—তাহাও—অর্থাৎ পাট তুলা তৈলবীজ ইত্যাদি—উৎপন্ন করিবার জন্যও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন আবশ্যক। ভারতের এইসব পণ্য না থাকার ফলে বিদেশী অর্থ অর্জনে তাহার যেরূপ অসুবিধা হইতেছে, অনেক ক্ষেত্রেই নিকট তাহার মেইজন্য সমস্যাসঙ্কুল অবস্থার আবেদন করিতে হইতেছে। যেমন পাকিস্থান। ভারতের তুলা ও পাটের বিক্রয়ের অংশ্বার জন্য পাকিস্থানকে নতজানু হইয়া থাকিতেই হইত। এবং তাহার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হাত হইতেও ভারত কিছুটা রেহাই পাইত। ভারত পাকিস্থানী পাট ও তুলা কিছুটা কম খাইয়া করিয়াও পাকিস্থান ও ইহার এলাকায় উৎপাদিত তুলা ও পাট বিদেশের বাজারে ডাম্পিং করিতে পারিতেছে। কিন্তু ভারতে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে তুলা ও পাট উৎপন্ন হয় তাহা হইলে বিদেশ হইতে ভারতে এই দুই জাতীয় মাল আমদানী বন্ধ হইবে। ইহার ফলে পাকিস্থান এক লক্ষ বিদেশে আর বাজারে পাইবেনা। তা যদি সে না পায়—তবে ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট ফণ্ড হইতে পাকিস্থান যে টাকা দিবে না তাহা সেও পরিষ্কার বোঝা যায়।

ইহা দেখা গিয়াছে যে, ভারতকে বাদ দিলে, জাপানই একমাত্র বস্ত্রশিল্পোন্নত দেশ পাট ও তুলাজাত দ্রব্যাদির। অন্যান্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির ফলে ভারতের বস্ত্রশিল্পের অবস্থার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। ইহা যদি হয়, তাহা হইলে এইসব টাচবাসি উৎপাদনের দিকেও ভারতের বিশেষভাবে মন দেওয়া আবশ্যক। এ কাজে কৃতকার্যতা লাভ করিবার জন্য ভারতসরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করা ও সংযোগ রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। এবং পাট ও তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে তৈলবীজ উৎপাদনের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে দেশের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে তাহা তো বলা বাহুল্য।

গ্ল্যাডষ্টোন লায়েল এণ্ড কোং লিঃ

৪৮ ক্লেয়ারসী রো, কোং, কলিকাতা

টেলিফোন : বড়বাজার ১৪৩১—১৪৩৯।

টেলিগ্রাম : বাট।

প্রিন্টার এক্সেক্টস্

বি লিটি আয়রন লিঃ

এলাহাবাদ এণ্ড ওয়ুধ এই এল কোং লিঃ

এল্ পার্কিন লিঃ

ইম্পোর্টার্স ও ইন্ডিকেটর্স

বঙ্গের যাবতীয় সরকার

শিল্পসংস্থার বিভাগীয় প্রধানি

অফি নির্মাণক

ষ্টীলস্ট্রাকচার

কি: কি, ই লোকো-মাস্টার কম্পেসার

ঘর্ষিন (বাস্থ)

ম্যানেজিং এজেন্টস্

কেস এণ্ড কেস্ লিঃ

(চিনি ও রম এক্সপোর্টার্স)

২১ টিকা ষ্ট্রাণ্ডিং, কোং লিঃ

কালকাটা পাকিং এণ্ড পিন্টিং কোং লিঃ।

(পাটচালক)

ইন্সিটিউশেন্স ও লয়েড্স এজেন্টস্

চিনি

আখ উৎপাদনের জন্য বিহারে যে পরিমাণ জমি ব্যবহার করা হইত এ বৎসর তাহা ১০ হইতে ১৫ ভাগ শতকরা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু চলতি বছরে আখ উৎপাদন আশানুরূপ ভাবে হইতে পারে নাই। গত বছর ৪ লক্ষ একর জমিতে আখ চাষ হয়। বর্তমান বিহারে শতকরা ৪ ভাগ জমিতে আখ চাষ হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। এরূপ আশা করা যায় যে, এ বছর যতটা চিনি উৎপাদিত হইয়াছে, আগামী বছর তাহা হইতে কিছু বেশি পরিমাণ উৎপাদিত হইবে। বিহারে গত ৩০ লক্ষ মণ চিনি গত বছরে হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে যে পরিমাণ চিনি এই অঞ্চলে হইয়াছিল উক্ত পরিমাণ তাহা হইতে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বেশি। বিহারই একমাত্র প্রদেশ, যেখানে চিনির উৎপাদন এবংসর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৫০ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত মোট ২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৮০ হাজার মণ চিনি উৎপাদিত হইয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৩ হাজার মণ।

গুড়

ভারতের বিভিন্ন স্থানে গুড়ের বাজার স্থির আছে। তুলনা গুড়ের চাহিদা অন্যান্য বেশি এবং সাধারণ শ্রেণীর গুড় অপেক্ষা উন্নত ধরণের গুড়ের কেনা-বেচার কাজও খুব ভালোভাবেই চলিয়াছে। তুলনা গুড় উন্নত প্রকারের বাজারে আর অধিক নাই। তিলা গুড়ের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে; কিন্তু তাহাতে কাহারও বিশেষ কিছু অসুবিধার হেতু নাই। কেননা এই জাতের গুড়ের চাহিদা খুব বেশী নহে। পাঞ্জাবের বাজার অপেক্ষাকৃত অধিক স্থির আছে। দীমাটে গুড়ের চাহিদা বেশী। এবং তুলনা অন্যের গুড়ই এখানে বেশি ব্যবহৃত হয়। কানপুরের বাজার কিছুটা মন্দা। কলিকাতার বাজারে গুড়ের তেমন চাহিদা আপাততঃ নাই।

চা

গত সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে ২০ হাজার প্যাকেট চা বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা হয়; এই চা বিক্রয়ে রপ্তানির অধিকারগণ বিক্রীত হয়। এই বাজারে প্রথম দিকে বিক্রয় বিশেষ সুবিধাজনক ভাবে হয় না, কিন্তু ক্রমশঃ বাজারের চাহিদা বাড়িতে থাকে এবং দরও ধীরে ধীরে উঠিতে শুরু করে।

এই বাসের মধ্যে ভারত সরকারের বাণিজ্য-প্রতিনিধি সেক্রেটারীর সিংহল যাইবার কথা ব্রিটেনের সহিত চা-বাণিজ্য বিষয়ে ভারত ও সিংহল যাহাতে যুক্ত নীতি অনুযায়ী চলে, সে বিষয় সিংহল সরকারের সহিত তিনি আলাপ আলোচনা করিবেন।

খাদ্যদ্রব্য

উহার প্রবেশের বাজারে খাদ্যদ্রব্যাদির দরে পর পর কয়েকে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই।

প্রবেশ হইতে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন চাউল আমদানির জন্য যে কথাবার্তা চলিতেছিল তাহা বাকি রাখিয়া হইয়াছে। ৪০ টাকা পাউণ্ড (ষ্টার্লিং) দরে প্রতি টন চাউল কেনা হইবে স্থির হইয়াছে।

ভারত সরকার এইরূপ স্থির করিয়াছেন, যে এই বছরের মধ্যে ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বেশের অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করা হইবে। এ পর্যন্ত ১৯ লক্ষ টন সংগৃহীত হইয়াছে। এবং আশা করা যাইতেছে যে, সিংহের মাসের মধ্যে ৪৭ লক্ষ টন সংগৃহীত হইবে। তাহা হইলে আরও ৭ লক্ষ টন সংগ্রহ করা বাকি থাকিবে। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী এই দুই মাসের মধ্যে এই ৭ লক্ষ টন সংগৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের ৪০ লক্ষ টন সংগ্রহ করা শেষ হইবে।

গবর্ণমেণ্ট যদি বিদেশ হইতে কয়লার ও পরিবহণ যোগাড় করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারা অন্তত কুড়িটি ফাটাইবার পথ খুলিয়া আরও কুড়িটি ফাটাইবার কাজে আত্মনিয়োগ করিবে। বিদেশ-প্রত্যাগত যাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহারা বন্দরসমূহের নিকট এখন আবেদন করিয়াছে, যাহাতে তাহারা উপযুক্ত ভাড়া দিয়া বিদেশে ফেরা করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

---

১৬৮ পৃষ্ঠার পর।

বয় এই বর্ষাই ঘটেছে। বাংলার সমাজসেবা এর জন্য প্রস্তুতির কথা ভাবছিলেন আগে। ইতিপূর্বে এই ধরনের সমস্যা সমাধান করেছে সমাজসেবা। এবং এর ফলে বেহালের অনেক দুঃস্থ মেয়ের রোজী জুটেছে। উপায় সমস্যার সমাধান আজও বিশ্ব খাড়া রয়েছে বটে, কিন্তু তাদের কাজ এর দ্বারাই হয় হচ্ছিলো। উদাহরণ আমার ও আমার বন্ধুদিদিদের সম্বন্ধে। আমার সংসার বন্ধুদিদিদের সম্বন্ধে সমস্যা নীতি গ্রহণ করেছেন; কিন্তু সমাজকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে অবিলম্বে সমাজতন্ত্রের সম্বন্ধে সমস্ত নীতি পোষিয়ে ফেলা আবশ্যক। বেহালের স্বাধীনচিত্ত উদ্যোগকারী মেয়েরা এই সমস্ত বিপদের ভার বহু করিবার জন্য এগিয়ে এসেছেন। এখনো বহু মেয়ে তাদের কাজে যোগদান করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। তাদের অবস্থা কাজের অভাবে ঘটেছে, এই উদ্যোগীদের জন্য কারখানার প্রতিষ্ঠার যোগাযোগ করা হচ্ছে। এরা সকলে উইমেন্স ই, অবলাবান্ধব দুর্গতির কথা ভাবে যে মন পড়িলো, তাঁহারা একদিকে মেয়েদের যে কোনো সাহায্য করিবেন। এইরূপ, কারিগর বাহির করিবে কে? আমাদের দেশে এই অভিনব কারিগর জন্য যে ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার দরকার করিতে হইবে। এবং তাহাদের নিকট হইতে ইহার যোগাযোগ আদায় করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে কড়ার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

নিয়মাবলী

• "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

• মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা

• ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

• ষাণ্মাসিক মূল্য পাঁচ টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

এজেন্সীর জন্য "ম্যানেজার, এজেন্সী বিভাগ" "আর্থিক ভারত" এবং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে

৩৮০৲, বাঙ্গালোর ৩৭৶, ইন্দোর ১৭৯৲, কানাডাবাদ ৩৪১৲, কিলিমঞ্জারো ৪৫৲, লাসলাটন ২০৮৲, মহেশ ৪৫৩৲, মেসো ১৭৩৲, ছাপরাল ২৮৯০, নর্মদা ৪২৲, নবীয়া ৮৭৲, সিরাজগঞ্জ ৫৭৬৶, প্রেসিডেন্সি ৭৬৲০, ইলফোরাবাদ ২১৬৲০, ইউনিয়ন ৮৩৲।

ইন্ডিগোমিয়ারি

কলসিয়েটোর টন ৬৶, ইণ্ডিগো কলায় ২৮৶, ভটন ইনকেট ৪ ৮৶, ফ্লোরেন্সিয়া ইন্ডিগোমিয়ারি ১৭৶ ইণ্ডিগো আবাদ ৩৪০০, ইণ্ডিয়ান টন আড আয়ার প্রভাটীন ৫৭০০, মেসো ৪৫ ফোর ১৭৬০, ফুমাকুনী ৭৬০, টন কলপাইলেন ২৯৬০।

চা বাগান

চৌলাখরা ১০৲০ ইস্টাভিয়া ১৯০০, মিট ফুলার ৪০৫৲, সিলিম ৩৬৬০, চেলমুড় ২৯৮০।

বিবিধ

সিঙ্গা সেটার পাইপ ৩৪০০, পার্সা কলপোরেশন ৫৬৶, পোর্সলেনী ৬৬০।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত ৪১ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এযাবৎ পশ্চিমবঙ্গে ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৬ শত ৮টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হইয়াছে। ইহাদের ১৩৩,৩৭৩টি কৃষি পরিবার।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু দের পুনর্বসতিসম্বন্ধে সরকার নিম্নলিখিত পাঁচটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। (১) কৃষি ভিন্ন অন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার জমি দখল করিয়াছেন এবং ইহার উপর কলোনী স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। (২) খাস জমির অধিকাংশের সহিত ব্যবস্থাদি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (৩) যে সমস্ত লোক পূর্ববঙ্গে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের জমিতে তাহাদের সমবংশধরদের বসান হইয়াছে। (৪) সরকারী কর্মচারী বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত সমিতির সহিত আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে যে সব বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহার উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। (৫) বিভিন্ন বোর্ডগুলির সাহায্যে নানা ব্যবসায়ের পুনর্বসতির জন্য এক সরকার এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতে বসত বাটির সংখ্যা

১৯৫১ সালের লোকসমারীর জন্য ২৭টী রাজ্যের তথ্য যেরূপ সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, ছোট গ্রামাঞ্চলে বাটীর সংখ্যা মোট ৬ কোটী ৫০ লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

লোক গণনার কেন্দ্রীয় পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং মেজিষ্ট্রেট কমিশনার ও কমিশনার কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারীগণ ১৮ জন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে।

এই সমস্ত কর্মচারী ও কর্মীর দ্বারা আগামী মেসীর দ্বারা ৯৫ লক্ষ লোক গণনা করা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বর্ষ হইতে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা কোর্স খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত টাস্ক কমিটির এক বৈঠক সম্প্রতি আশুতোষ মিউজিয়াম অব কমার্সের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, পরীক্ষায় ৩০ জন প্রার্থীকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হইবে এবং উপযুক্ত সংখ্যক প্রার্থী পাওয়া গেলে ক্লাস আরম্ভ হইবে।

ইতিমধ্যে ডক্টর রায় চৌধুরী কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

পাকিস্থানে বিদেশী মূলধন নিয়োগ

বৃটিশ শিল্প-বিশেষজ্ঞ এই সপ্তাহের প্রথম ভাগে পাকিস্থান সফর করেন। আশা করিতেছেন যে, করাচীর বিদেশীয় বাণিজ্য দূতাবাসে পাকিস্থানে বিদেশী মূলধন নিয়োগের যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাইবে।

পাকিস্থান সরকার আমন্ত্রণক্রমে বিদেশ হইতে ফেব্রুয়ারী ও মার্চে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানে তিন সপ্তাহ করিয়া ভ্রমণ করেন।

পাকিস্থানের তৈল খনির ইজারা

পাকিস্থান সরকারের পাকিস্থানের তৈল খনি হইতে তৈল নিষ্কাশনের সুবিধা প্রদানের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। আজ নিউইয়র্কে পাকিস্থানের মুখপাত্র হইতে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্থান সরকার দেশের তৈল সম্পদ উন্নয়নকল্পে অধিক সংখ্যক সংস্থাকে আমন্ত্রণ করিতে পারেন বলিয়া আশা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের বহু পাকিস্থানের পশ্চাৎ তৈল সম্পদ আছে। ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে পাকিস্থানী বা বিদেশী ব্যক্তিবর্গ এই বিষয়ে আগ্রহশীল হইলে তাহারা যেন পাকিস্থানের নিম্ন লিখিত যে এলাকায় কার্য করিতে চাহে তাহা উল্লেখ করিয়া আবেদন করেন। আইনেলাভ ব্যক্তিদের ৩০ বৎসর পর্যন্ত তৈল-খনির ইজারা দেওয়া হইবে।

গৃহস্থালী দ্রব্যাদি লওয়া

সন ১৩৫০ সালে প্রথা-সম্মত এবং নিম্নে বর্ণিত শর্তাধীনে নিম্নে পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পরিবার, আশ্রম ও বিদ্যালয় হইতে যাত্রীগণের গৃহ নির্মাণ ও প্রবিধান জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে :—

এই সকল যাত্রীগণের উপযুক্ত সঙ্গে আসবাব সম্পত্তি ও গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি আনিতে পারিবেন। আসবাব সম্পত্তির মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যবহারাদি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত যাত্রীগণকে পূর্বে যে মোকর টাকা ও অন্যান্য সব যাত্রীগণী পাঠাইতে টাকা সঙ্গে আনিতে পারিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও পূর্বাঞ্চলের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিদেশের চীফ-অফিসার-গণের নিকট অনুরোধ করা যাইতেছে যে, উপরিউক্ত শর্তাধীনে যাত্রীগণের গৃহাদি স্থান করিতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে দিবেন।

(৩) প্রতিটি পরিবারের জন্য এক শত পঞ্চাশ এবং অসম্পূর্ণ পরিবারের জন্য পাঁচ শত পঞ্চাশ এবং প্রতি পরিবারের জন্য চারশত এক পঞ্চাশ বস্তাদি সঙ্গে আনা চলিবে।

(৪) প্রতিটি পরিবারের জন্য একটি করিয়া মোটর ভ্যান, মোটর লাইসেন্স, মোটর গাড়ি, ট্রেসর ভ্যান; রেফ্রিজারেটর, ইলেক্ট্রিক ফ্যান, রাইসকুকার, সেলাইকল, চাইনাসেটার, সকলপ্রকার বাসনপত্র এবং বাসনাদির মূল্য অনুযায়ী বস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণাদি। ঔষধ—ডাক্তারের সার্টিফিকেটের ভিত্তি, ইঞ্জিনের আইল-পুস্তক প্রভৃতি সঙ্গে আনা চলিবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সঙ্গে সঙ্গে আনা চলিবে না; যথা—(১) প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মোট পঞ্চ টাকার অধিক ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য পাঁচশত টাকা অধিক ভারতীয় মুদ্রা। (২) সিগ্নি, (৩) যে সকল মুদ্রা বাজারে চলে; (৪) সোনার ঠেঁট অথবা যে কোন মূল্যবান ধাতু; (৫) পরিধান শিল্প ব্যতীত অধিক বস্ত্রাদি পত্র; (৬) লাইসেন্স ব্যতীত অস্ত্র ও গোলা; (৭) ডাকের দ্বারা আমদানীযোগ্য দ্রব্য-সম্ভার; (৮) যেকোন সংখ্যক প্রেসক্রিপশন; (৯) মাদকদ্রব্য পরিপাটিত পাদুকাদি; (১০) ঘড়ি, ক্লাব ও মাদকিয়; (১১) এক্সপোর্ট আমদানিকারক বিনা; নিষিদ্ধ-তালিকা ভুক্ত দ্রব্যাদি ও (১২) বিস্ফোরক দ্রব্য।

ডুপ্লিকেট ছুটী থাকা অনুযায়ী উপরে বর্ণিত দ্রব্যাদি সঙ্গে আনার জন্য কোনপ্রকার বাধা সৃষ্টি করা হইবে না।

যাত্রীগণের যাবতীয় ব্যাগেজ ক্যাটেল্স্ ক্লিয়ার অফিসে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং যাত্রীগণ বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। কাস্টমস্ ঐ সকল সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবেন।

সোনার বাজার

উন্নত অবস্থা অব্যাহত

কলিকাতা, পরিবার, বম্বে সেন্ট্রেল—এই তিনটি বাজারে যে উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছিল, তাহা এই সপ্তাহেও অব্যাহত থাকে। বিশেষজ্ঞদের পাকিস্তান সোনার চাহিদা সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বম্বেতে সোনার দর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বর্তমানে ২৮০৲ টাকা পর্যন্ত উঠে, অবশ্যকের দর হয় ২৭৯৲, আগের-উঠিতা ৩১৩৲ টাকা পর্যন্ত উঠে। বিশেষ করিয়া বম্বেতের কথা বলা যায়, এই সোনার দর ঘরে ঘরে উঠিয়া ৮০৫৲ টাকা পর্যন্ত হয়। পাকিস্তানে, ব্যবসায়ী বিশেষজ্ঞ ইয়াহি দর সোনাই কিছু-না-কিছু উন্নতি করিয়াছে।

বর্তমানে সোনার বর্তমান বিশেষজ্ঞদের উক্তি অনে—ইহার দর ১৮০৲ আনার নিচায়। বেশন ৪৪০৲ টাকা করে ১৪৫৫৲ হয়।

ইউনিভার্সিটি বিভাগে ইতিমধ্যে আগের ন ঈদ অনুষ্ঠানদের সোনার প্রতি বাজারে বিশেষ দৃষ্টি দেখা যায়।

বিভিন্ন বিভাগে আংশিকে ব্রাজার ৩০৲ আনা দরে কারবারের করে। এইরূপ অবস্থিতির কারণে, এই দেশের অধিকের এক বাজারে চাহিদা দেখা যায় বিশেষ করে।

ইহার পরবর্তী দিনের বাজারের অবস্থা একইরূপ থাকে। পাঁচ বিভাগীয় অনেকটি বাহাই করা সোনারের দোকান-কোথাও বাজার। এবং কাটিক-বাজারে বিশেষ তাবে বর্ধিতপরিবর্তন দেখা যায়। পাঁচ বিভাগীয় যে কয়টি বাহাই করা সোনারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যেরে : রাংগেন-উঠিতা, বিভিন্ন, হয়েক, বা পাকাটিন, বাসী ও অবকর।

কলাকিত যে বিশেষ পরিবর্তন হইয়া। দেশের দর ৩১৫৲ টাকায় বসে এবং পাঁচতর্ক ২৯৮৲ আনা দরে কাজ কারবার করে।

ইতিমধ্যে বিভাগে উঠিতা আগরতলা সোনারের প্রতি বাজারের বিশেষ দৃষ্টি দেখা যায়। ইহার দর এক সময়ে ৩৮৲ টাকা পর্যন্ত ওঠে, কিন্তু বাজার অবশ্য সময় এই দর হয় ৩৮৯/০। ঈদ অনুষ্ঠানের ২৯৯/০ দর হয়। এই বিভাগে অন্যান্য সোনারের দরে বা অবস্থানের বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনা।

বিভিন্ন বিভাগীয় সোনারের মধ্যে আহমেদা ব্রাহ্মণ ৩৯৲ আনা দরে বিক্রয় হয়। বাকি কোনের দর সামান্য হ্রাস পায়। আলমডাঙা ইত্যে ৩১৮৲ আনা দরে স্থির থাকে।

ইহার পরবর্তী দিনের বাজারের অবস্থা অনুরূপই লক্ষিত হয়। কলা-বিভাগে এই দিন বিশেষ কারবার চাহিদা দেখা যায়। আগরতলা ই.ই.ই ৩১৯৲ আনা দরে দরে বিক্রয় হয় এবং বাকির ক্ষেত্রে ৩৪৮৲ আনায়।

পাঁচটি সোনারের দরের স্থির থাকে; দরে বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। আগরতলা ইতিমধ্যে ৩৯৲ টাকা পর্যন্ত ওঠে। অবশ্য ৩৮৲ টাকা চাঁদপাড়ী ৩১৯৲ হয়। ইউনিভার্সিটি বিভাগে ইতিমধ্যে আগের দিন বিশেষভাবে চেষ্টা, অতিরিক্ত চাহিদা এবং বেসাতি বাজার বুঝিয়া চাঁদাবার কারণ ইহার দর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং কেনা বেচার কারবার হয় বেশি।

বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটিলনা। আগরতলা ব্রাহ্মণ ৩৮৲ ও বি আই কলোনেশনের ৩৮৲ আনায় হয়। বাকির কোন হয় ৩৮৲ টাকা পর্যন্ত দরে কারবারের করে। ইতিমধ্যে ঈদ অনুষ্ঠানের ৩৮৲ আনা পর্যন্ত ওঠে।

ইহার পরবর্তী কারবারের সোনার বাজার অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়। বাজারের বিশেষ দৃষ্টি এইরূপ সঙ্গে কয়েকটিতাদের সোনারের প্রতি। পাঁচটি সোনারের বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনা। কলা বিভাগীয় সোনারে কয়েকটি বাহাই করা সোনারের প্রতি বাজারের দৃষ্টি ছিল।

ইতিমধ্যে বিভাগে ইতিমধ্যে আগরতলা অতিরিক্ত চাহিদার জন্য ৩৮৲ আনায় ওঠে এবং বাজার বন্ধের সময় এই দর হয় ৩৮৯/০।

সপ্তাহের শেষ দিনের বাজারে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় সোনারের মূল্য কিছু বৃদ্ধি পায়। আগরতলা ৩৮৲ এবং ইতিমধ্যে আগে আগে ঈদ ৩৮৲ আনা দেখা যায়।

বাজারের হালচাল

(বাজার বন্ধকালীন দর)

সরকারী কাগজপত্র

৩½ সুদের ১৯৬৫, ৩½ সুদের (১৯৬৬) ৯৯৯/৯, ৩½ সুদের (১৯৫৮-৫৯) ৯৯৬/০, ৩½ সুদের (১৯৫৭) ৯০১৮/০, ৩½ সুদের (১৯৫৯-৫৩) ১০৪ ০, ৩½ সুদের (১৯৬১-৬৮) ৯৯৬/০।

ব্যাঙ্ক

বিশ্বভারত ব্যাঙ্কিং ২১১০, ইন্ডিয়ান (পুরা আমানী) ১৯৫০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী ৮৫/, বেঙ্গল-ন্যাশনাল ১৯৲, ঐ প্রেফারেন্স ১৪১৲, ভিক্টোরিয়া ৩৪৮ ১৫০৲।

অন্যান্য খনি

আসাম-লখমেট ৩৩০, আসাম কোলিয়ারী ৭৲, বোকারো ৫৮৲, বরাকর ১১৯, ইন্ডেন্ট ইন্ডিয়া ৫/০, ইষ্ট-ইন্ডিয়ান ৪২৲, ঐ প্রেফা ৭০, কুলারাম ফ্রী ৪৮৲, সিঙ্গী বীরভূম ১৮৯/০, স্যাবনিয়া ৩৬/০, সাউথ ওয়েস্ট পুরা ২১৯০, ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল ৪৯০।

পাইকল

আল-পাল্লা ১৭৮০, আসাম ইন্ডিয়া ৩৩৲, আসোসিয়েটেড ১৭৫৲, বার্ণ ৪৮৲, বেঙ্গল-আয়রন ৩৩৯৲, বেঙ্গল ২৪৫৲, ব্রাডলী ২৯৯৲, ব্রেকো ২৭৫৲ ৭৭৫৲, ব্রিটানিয়া ৩৮৯/০, ইন্ডিয়ান ২৯৫৲, মারেল

এক-ছিক্ষে বিক্রি: এক মাইনিং এন্ড্রুজ এণ্ড, বিজ্ঞানপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীজগদীশ অন্যোপাধ্যায় বি এল কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর পক্ষে এবং জগদীশ প্রিন্টিং, ২৭৮, বেন্টাঙ্গী সুভাষ রোড, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রণ সম্পাদক :— শ্রীঅবনীভূষণ মল্লিক।

REGD. No. C. 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ২২শ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ২১শে ভাদ্র ১৩৪৭ : ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৪০ | মূল্য ১০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১৭৩
চোরাকারবার ও বিশেষ আইন	
প্রাসঙ্গিক	১৭৫
কংগ্রেসের নূতন সভাপতি	
কয়লার বদলে চাউল	
আবার দুর্ঘটনা	
চিনির চালান	
পণ্যাগ্রহের বাজার	১৭৭
মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে বস্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি	
গুড়	
খাদ্যশস্য	
চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	
সংবাদ সংকলন	
শেয়ার বাজার	
পাকিস্থানী মুদ্রার দর ও বাজারে অনিশ্চিততা	

চোরাকারবার ও বিশেষ আইন

মুনাফা শিকারীদের জন্য ভারত-সরকারকে অবশেষে অর্ডিনান্স জারী করিতে হইল। ইহাদের অর্ডিনান্সের স্রোত এতই প্রবল ও দুরন্ত, এতই অস্বাভাবিক ও অসামাজিক, যে সভ্যসমাজের জন্য প্রচলিত সাধারণ আইনের দ্বারা ইহাদের আয়ত্তে আনয়ন করা অসম্ভব। সুতরাং এই বিশেষ আইন জারী করিতে ভারত-সরকার বাধ্য হইলেন।

কোরিয়াতে যুদ্ধ বাধিয়াছে, এই সংবাদে ভারতের [illegible] ভারতের বাজার হইতে বিদ্যুৎপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিমেষের মধ্যে উধাও হইয়া গেল। যে সব দ্রব্য বাজারে রহিল, তাহার দাম দু'গুণ বা তিনগুণ বৃদ্ধি পাইল। ইহার দ্বারাই কারবারীদের অতি লোভ ও অতি লাভের মনোভাব স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া যায়। যুদ্ধের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্র তো উবিয়া যাইতে পারে না, নিমেষের মধ্যে তাহার অনটনও আরম্ভ হইতে পারে না। এইসব দ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়া ইহার কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়া উচ্চমাত্র দাম আদায় করিবার জন্যই ব্যবসায়ীগণ এইরূপ করিয়াছিলেন। সরকারী যে বিধিব্যবস্থা আছে, তাহাতে এইরূপ মুনাফাশিকারের যাবতীয় ছিদ্র বন্ধ করা যায় নাই। ভারতীয় পার্লামেন্টেও ইহা লইয়া খুবই আলোচনা হইয়াছে। পার্লামেন্টের সদস্যগণ দেশবাসীর প্রতিনিধিরূপে এইরূপ দাবি জানান যে, ব্যবসায়ীদের এই মনোবৃত্তি দমন করিতে হইবে এবং জনসাধারণ যাহাতে ন্যায্য মূল্যে জিনিসপত্রাদি পাইতে পারে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। গত মাসে দিল্লীতে বিভিন্ন রাজ্যের মূল্য মন্ত্রীদের যে বৈঠক হয়, তাহাতেও এইরূপ দাবি জ্ঞাপন করা হইয়া থাকে।

এই অর্ডিনান্স জারী করিয়া ভারত-সরকারের শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর হইতে যে ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, মূল্য মন্ত্রীদের সমর্থন ও প্রস্তাব অনুসারেই এই অর্ডিনান্স

বস্তুতপক্ষে জারী হইয়াছে। এই অর্ডিনান্স দ্বারা ভারত সরকার কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই ক্ষমতার বলে ভারতসরকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দর বাঁধিয়া দিতে পারিবেন, কোন দ্রব্য কতটা পরিমাণ মজুত করা চলিবে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন, একটি জেলার নিকট একটি দ্রব্য কতটা পরিমাণ বিক্রয় করা চলিবে তাহারও নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। কোন দোকানদারের নিকট কোন পণ্য কতটা পরিমাণ মজুত আছে, তাহা তাহাকে প্রকাশ্য স্থানে লিখিয়া রাখে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্যও ভারতসরকার যথোপযুক্ত নির্দ্দেশ দান করিতে পারিবেন।

ইহা গেল অর্ডিনান্সের একটি দিক। আর একটি দিক হইতেছে ভারত সরকারের এই নির্দ্দেশ কেহ যদি অমান্য করে তাহা হইলে তাহার সাজার ব্যবস্থা। নির্দ্দেশ যাহারা পালন না করিবে তাহাদের তাহাদের, অর্থদণ্ড, অথবা উভয়বিধ দণ্ডদানের ব্যবস্থাও এই অর্ডিনান্স দ্বারা করা হইয়াছে। সাধারণ আইনের দ্বারা যে বিচার হয়, তাহাতে অনেক সময় লাগিয়া যায়; কিন্তু এই অর্ডিনান্সের আওতায় কোন অপরাধীর বিচারে যাহাতে অধিক সময় না লাগে, শীঘ্র সম্ভব বিচার সমাপ্ত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও এই বিশেষ আইনের দ্বারা করা হইয়াছে। মোট কথা এই যে, মুনাফা-শিকারীদের এই হীন কাজ বন্ধ করিবার জন্য আইনের দ্বারা যাহা কিছু করণীয় তাহার বিশেষ কোনো ত্রুটি হয় নাই। এই অর্ডিনান্স অতি দ্রুত সহকারেই রচনা করা হইয়াছে, এবং ইহার উদ্দেশ্যও ভালো। জনসাধারণের ও দেশের কষ্ট যাহাতে সাধিত হইতে না পারে, যাহাতে দেশের লোক নিশ্চিন্তভাবে স্বাধীন ভাবে তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাইতে পারে, গভর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এবং এই অর্ডিনান্স চোরাকারবারের পথ বন্ধ করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কোন্ কোন্ পথে কি কি ভাবে চোরাকারবারীগণ মুনাফা-শিকার করিয়া থাকে, গভর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় তাহা জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞাত সেই সব পথ বন্ধ করিবার জন্য তাঁহারা সচেষ্ট তাই এই বিশেষ আইন রচনা করিলেন কিন্তু তাঁহারা মুনাফা শিকারে অভ্যস্ত, তাহারা যে নূতন এক অভিনব পথ আবিষ্কার করিবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি। তস্করের প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া দিলেও তাহারা সিঁধ কাটিয়া থাকে। তাহাদের হাত হইতে সিঁধ কাটি ছিনাইয়া লইবার কোনো ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য?

আইন রচনা করা সহজ, কিন্তু সেই আইন নিয়মিত ভাবে পালিত হইতেছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখা কঠিন কাজ। ইতিপূর্বে আমরা গভর্ণমেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায় ব্যর্থ হইতে দেখিয়াছি। কাগজে পত্রে যে বিধান বিধিবদ্ধ হইল, তাহা ঠিক মত ও নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা অনেক ক্ষেত্রে হয় নাই। এই অর্ডিনান্স সর্বক্ষেত্রে সমান ভাবে যাহাতে প্রয়োগ করা হয় তাহার জন্য গভর্ণমেণ্ট কোনো বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কিনা, তাহা আমরা জানিনা। যাহাদের দ্বারা এই আইন প্রযুক্ত হইবে, মুনাফাশিকারীরা প্রভূত অর্থের দ্বারা যদি তাহাদেরই ক্রয় করিয়া বসে এবং তাহাদের বশীভূত করিয়া লয় তাহা হইলে অর্ডিনান্সের পথ রহিল কোথায়?

আমাদের এ আশঙ্কা অমূলক নয়। বিশেষ আইন ছাড়াও সামান্য যে আইন বহাল রহিয়াছে, তাহাই যদি যথোপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করা হইত তাহা হইলেই জনসাধারণ অস্তির হাত হইতে বাঁচিতে পারিত। প্রসঙ্গত আমরা কলিকাতার খাটালের কথা বলিব। ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে গরু-মহিষের খাটাল খোলা বেআইনী। কিন্তু নিয়মানুযায়ি এ আইন জারী করা হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল যে, কলিকাতার খাটাল উচ্ছেদ করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। কলিকাতার এলাকা ভাগ করিয়া জানানো হইয়াছিল, প্রথমে এই এই অঞ্চলে তাহার পরে খাটাল উচ্ছেদ করা হইবে। কিন্তু কি কারণে জানিনা তাহার কোনো ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয় নাই।

ঠিক এইরূপ ভাবে যদি অর্ডিনান্সের বিধানাবলী পালিত হয়, তাহা হইলে জনসাধারণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে। আমরা তাই ভারত সরকারের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। যাহারা দেশের লোকের প্রতিনিধিরূপে মন্ত্রি সভায় বা কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের লোকসভায় রহিয়াছেন, তাহারা যেন এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন। কোনো-একজন কর্মচারীর পক্ষিলতির ফলে অগণিত জনসাধারণকে যাহাতে অশেষ অসুবিধায় পড়িতে না হয়, তাহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি তাহাদের রাখা কর্তব্য।

জনসাধারণেরও এ বিষয় করণীয় আছে। এই কাজে গভর্ণমেণ্টের সহিত তাহাদের সহযোগিতা করিতে হইবে। কোনো সরকারী কর্মচারীর কার্যে শৈথিল্য দেখিয়া তাহারা যেন গভর্ণমেণ্টের উপর রাগিয়া না বসিয়া থাকেন। এই অর্ডিনান্স জারী করিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরে তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে। এখন উহার প্রয়োগে শৃঙ্খলা ও নিরপেক্ষতা লইয়া কথা। যদি কোনো ক্ষেত্রে উহার অপপ্রয়োগ ঘটে, তাহা হইলে সরাসরি তাহা গভর্ণমেণ্টের গোচরে আনয়ন করিতে হইবে। আমরা আশাকরি দেশের যাবতীয় সংবাদ পত্র উহার জন্য জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করিবেন। কোনোরূপ অন্যায় বা অন্যায়ের সংবাদ তাহারা পরিবেশন করিতে দ্বিধা করিবেন না। এইরূপ করিলেই এই অর্ডিনান্সকে সফল করিয়া তোলা অধিকতর সহজ হইবে। আসামে জনসভায় বক্তৃতা দান কালেও পণ্ডিত নেহরু মুনাফা শিকারীদের দমন করিবার মূলমন্ত্র জ্ঞাপন করিয়াছেন।

প্রাসঙ্গিক

কংগ্রেসের নূতন সভাপতি

উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস নেতা শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন নাসিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। কংগ্রেসের পঞ্চাশী বছরের জীবনে ইহার সভাপতিপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছে মাত্র তিনবার। প্রথমবার হয় ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র ও ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়ার মধ্যে। সেবারের প্রতিযোগিতা ছিল খুব তীব্র এবং সুভাষ তাহাতে জয়ী হন। পরবর্তী সীতারামাইয়ার ও শ্রীযুত ট্যাণ্ডনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ট্যাণ্ডন পরাজিত হন। এবার আচার্য কৃপালনীকে বহু ভোটে শ্রীযুত ট্যাণ্ডন পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শ্রীযুত ট্যাণ্ডন গবর্নমেণ্টের সমালোচক এবং উহাদের কর্মপদ্ধতির বিরোধী। তাঁহার জয়ে কোন মহলের উল্লসিত হইবার ইহাই কারণ। শ্রীযুত ট্যাণ্ডন সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নন, ইহা অবশ্যই লোকমুখে শোনা যায়। তাই, তাঁহার জয়ে প্রতিক্রিয়াশীলেরা কিছিৎ বেশি আনন্দিত হইয়া থাকিবেন। তাঁহার প্রথম-প্রকাশের উক্তি হইতে ইহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুত ট্যাণ্ডন নির্বাচনের ফলাফল জানিবার পর তাহাঁ বলিয়াছেন, তাহা হইলে মহল মাঃ জয়ী। তিনি বলিয়াছেন, তিনি কংগ্রেসকে থামিয়া চলিতে দেন, অর্থাৎ কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তন করিবেন না। এই উক্তি শুনিয়া প্রতিক্রিয়াশীলেরা হতাশ হইতে পারেন; কিন্তু আমরা ইহাতে আশ্বস্ত হইয়াছি। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি কংগ্রেসের সহিত সম্পর্কে আছেন, ইহার নীতি ও নিয়ম সম্বন্ধে তিনি সচেতন। বর্তমানে তাঁহার বয়স ৬৮; এই বয়সের মধ্যে যে অর্থোত্তরের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে কংগ্রেস সজীব হইয়া উঠিবারই অবকাশ পাইবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

কয়লার বদলে চাউল

আসামে প্রবল ভূমিকম্পের পর যে অবস্থা হয় তাহা বর্ণনাতীত। বৃহদাকার হইয়া বহুলোক খাদ্যের অভাবে পড়ে। শতাধিকও অধিক মৃত হয়। ইহার পর পূর্ববঙ্গ সরকার আসামের আর্তত্রাণের জন্য ১০ হাজার মণ চাউল দান করিবার প্রস্তাব করেন এবং যে চাউল আসাম সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়া দেওয়াও হয়। তাহার পরে খবর পাওয়া গেল যে, দেশবাসীর এই দুঃখে দুঃখিত সাহায্য করিবার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাময়িক এক বিনিময় চুক্তির ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। উভয় দেশের টাকার দাম সমান হইয়া একদেশ অবাধভাবে ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন। আর কয়েকদিনের মধ্যেই আন্তর্জাতিক বন্দর-কর্তাদের অধিবেশন বসিবে। ইহাতে পাকিস্তানী চাউলের এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সহজে ও স্বাভাবিকভাবে ব্যবসায় চালিয়া চলিতে পারিবেন।

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ধরনের অফিস ও বাসভবন নির্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লোহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে স্টীয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পাইপ ও ফিটিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তৃত ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি ক্রেতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।..

১২, মিশন রো, কলিকাতা—১।

মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু যতক্ষণ এই মূল্য বিঘোষিত না হইতেছে, ততক্ষণ আপিং ফেরৎ-দেন হারে কাজ-কারবার করার অসুবিধা আছে। এই অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া ভারত ও পাকিস্থান উভয়ের মধ্যে একটি সাময়িক চুক্তি করা হইয়াছে। সংবাদ হইতে জানা গিয়াছে এই চুক্তির বলে ভারতীয় কারবারের বদলে পাকিস্থানী চাল লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া জানা গেছে। এরূপ স্থির হইয়াছে যে ভারত পাকিস্থানকে ১০ হাজার টন কয়লা দিবে, পাকিস্থান তাহার পরিবর্ত্তে ভারতকে ১ হাজার টন চাউল দিবে। এইরূপ এক বিনিময় ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হইয়াছে বলিয়া ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন জানান। আসামের বুকিতে চা-বাগানে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে অনেক বাগানে বন্যা হইয়াছে। পূর্ব্বঙ্গ হইতে ১ লক্ষ মণ করলা বিনা বাধায় নামে এই প্রস্তাবের সহিত জড়িত রহিয়াছে। যদি সেই-রূপ হয় তাহা হইলে তাহা বিশেষ সুখের বিষয়ই হইবে। কারণ তাহা হইলে চাউল ব্যতীত অন্যান্য জিনিষের দাম অনেকটা কমিয়া যাইবে, এবং অপরদিকে কয়লার দাম চাউলের সহিত যুক্ত হইবে। এই যে ১ হাজার টন চাউল পূর্ব্বঙ্গ হইতে পাওয়া যাইবে, তাহা ১০ হাজার লোকের এক মাস চলিবে। এই বিনিময় ব্যবস্থাকে স্থায়ী করিয়া উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পরে যে লেন-দেন হইবে, তাহা যেন অব্যাহত থাকে, এবং ইতিমধ্যে পাকিস্থানী মুদ্রার জন্য মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া যায় ইহাই আমরা আশা করিব। উভয় দেশের মধ্যে সহজে ও সত্বরে মাল চলাচল শুরু হইলে মনোমালিন্যের কারণ যে অনেকটা দূরীভূত হইয়া যাইবে, এবিষয় কোনো সন্দেহ নাই। ইহার সুষ্ঠু প্রণালী নির্দ্ধারণ করা হইলে অচিরে শুরু হইয়া যাইবে এবং ওদারা উভয় সরকার-সাধারণের পথও অনেকটা প্রশস্ত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

আবার দুর্ঘটনা

গয়ার নিকট কয়েকদিন আগে ফুফান এক্সপ্রেসের পর পর দু'বার দুর্ঘটনার পর পুনরায় মোগলসরাইয়ের নিকট কাশীর মেল লাইচ্যুত হইল। এইবারের এই দুর্ঘটনা অন্তর্বর্ত্তী কার্যকলাপের ফলে ঘটে। ইহা ট্রেন পরিচালকদের হিসাবের ফলে। কেবল হিসাবের ভুলে নয়, অত্যধিক দ্রুতি লইবার কৌশলের ফলেই। অত্যধিক বক্র এ স্থানের রেল-লাইনে ফুলপুরে সেই ঐতিহ্য পার করাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া এই বিপদ ঘটিল এবং জীবনহানি হইল। এরূপ জানা যায় যে, উক্ত ট্রেনে ঐ এলাকায় একনিষ্ঠিষ্টেড ড্রাইভার ছিলেন এবং তাহে ইন্সপেক্টরও ছিলেন। অনুমান করা যাইতে পারে যে তাঁহাদের নির্দ্দেশ অনুসারেই ড্রাইভার এই ভুল পথ হইবার চেষ্টা করে। সুযোগ অবশ্য ঠিক কিরূপ ছিল এরূপ তুটি সঠিক জানা হইয়াছে কিনা তাহা আমাদের জানা আবশ্যক নয়। বিশেষজ্ঞগণই ইহার বিচার করিতে পারিবেন। কিন্তু রেলওয়ে সচিবের ঠীক পরবর্ত্তেই ইন্সপেক্টর ১৯৪৯-৫০ সালের দুর্ঘটনাসমূহের যে বিবরণ বিবৃতিতে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৩টি দুর্ঘটনার মধ্যে ৯টি ক্ষেত্রে অনুরূপ কারণেই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। যাত্রীপূর্ণ গাড়ি লইয়া এরূপ খেলেখেয়া করা উচিত কিনা, তাহা এবার গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখার সময় হইয়াছে। ট্রেন চালিবার পূর্ব্বে ড্রাইভারের দিয়া যেন-তেনপ্রকারে বাড়িয়া চলিয়াছে। এরূপ আচরণ দুষ্টি দুষ্টনীয় নয়। ইহার প্রতিবিধানের কোনো ব্যবস্থা হইতেছে কিনা তাহা জানিতে পারিলে জনসাধারণ আশ্বস্ত হয়।

টাকার দর

গত বৎসর যুদ্ধ পাইণ্ড যখন মূল্য হ্রাস করা হইল তখন ভারত তাহার টাকার দর কম করিল, তখন পাকিস্থান তাহার টাকার মূল্যের কোনো পরিবর্ত্তন করে নাই। ইহা লইয়া বাণিজ্য-বাণিজ্য ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অবৈধ-ব্যবসা বাড়িয়াছে, রাজনৈতিক সম্পর্ক তিক্ততর হইয়াছে। তুলিয়া তুলিয়াছে সাধারণ লোক। কেহ-ই তাহা পছন্দ করে নাই, কিন্তু সমাধানের কেহ-ই অগ্রসর হইতে চাহিতেছে। এইভাবে এক বৎসর কাটিল। পাকিস্থান বারবার বলিয়াছে যে, কিছুতেই তাহারা তাহাদের মুদ্রার দর হ্রাস করিবে না। কিন্তু সম্প্রতি পাকিস্থানের অর্থসচিব মিঃ গোলাম মহম্মদ যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্থান আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিলের অধিবেশনে যোগদান করিতে যাইবার প্রাক্কালে সংবাদপত্রে তিনি পাকিস্থানী মুদ্রার দাম সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, কোনোরূপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পাকিস্থানী মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারিত হয় নাই, ইহা বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক কারণেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন, কোনো অর্থ-নৈতিক বিষয়ের তুল আলোচনাপ্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই তাহার বিচার করা প্রয়োজন, বিশেষজ্ঞ মহলেই তাহার বিশ্লেষণ করা উচিত। এবং বিষয় বিচার করিবার সময় তুলে আন্তর্জাতিক বা রাজনৈতিক প্রশ্ন টানিয়া না আনা উচিত। মিঃ গোলাম মহম্মদের উক্তি হইতে আমরা দেখি যে, পাকিস্থানের অর্থ-সচিবও মুদ্রার দর হ্রাস করিবার পক্ষপাতী; তিনি তাহাদের এই অভাব অনেকাংশে পরিহার করিবার পরামর্শ নাকি বিবেচনা, এবং তাহাদের সহযোগিতা করিতে বিশেষজ্ঞ।

মিঃ গোলাম মহম্মদের উক্তি হইতে আমরা তাঁহার অর্থসচিবের অবোধ্যের পরিবর্ত্তনের আভাস পাইতেছি। তুই হইতে তাঁহারা যদি এইরূপ বৈজ্ঞানিক অবোধ্যের অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে অনেক জটিলতার হাত হইতে রক্ষা পাইত না। এই উক্তি হইতে আরও আশার কথা যায় যে, পাকিস্থান তাহার টাকার দর হ্রাস করিতে আর অসম্মত হইবে না। তাহারা একরূপ স্থির করিয়াই লইয়াছে যে, বিক্রয়ক্ষেত্রে তাহার টাকার তাহা মূল্য নির্দ্ধারণ করি করে তাহা হইলে ইহার দর হ্রাস অবশ্যই হইবে। পাকিস্থান এই অবস্থায় কবে আসিয়াছে, তাহার টাকার আসল মূল্য বিঘোষিত না হইলে এই কথা বা সে পাইবে কি উপায়ে? পাকিস্থান যদি এইরূপ একদম বাস্তবের সম্মুখীন হইয়া কিছু সিদ্ধিতে পারে তাহা হইলেই মঙ্গল।

চিনির চালান

আগামী আগষ্ট ২৫ হাজার টন চিনির চালান আসিয়া পৌঁছিবে। ইহা ছাড়া আরও ৫০ হাজার টন চিনি আমদানি করিবার ব্যবস্থাও মুদ্রিত হইয়াছে চলিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই আমরা লিখিয়া যে বিদেশ হইতে আরও চিনি আমদানি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু সে বিদেশ যে কোন দেশ তাহা এখনো জানানো হয় নাই। জানা হইতে চিনি আনার চেষ্টা করা হয়, কিউবার চিনির খবরও পাওয়া যায় না। এই সব সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর আজকালকার এই চিনি আমদানির ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করেন। অবশ্যই ইহার পেছনে ঐতিহাসিক কারণ অত্যধিক। এখানে তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। চিনি উৎপাদন আরও এমন আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পারিবে ইহাই চিন্তার বিষয়। এখন আমরা জানিতে পারিলে সুখী হইব সরকার এ-ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করিতেছেন

(১৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

অল্পকিছু পূর্বে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান স্যুগার মিল্‌স্ এসোসিয়েশনের যে অধিবেশন হয় তাহাতে এই প্রতিষ্ঠানটি চিনির উৎপাদন কতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় অথবা নিয়ন্ত্রণ পুরাপুরিভাবে বাতিল করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে গৃহীত অভিমত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা স্মরণ করিতে হইবে যে, গবর্ণমেণ্ট চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে যেসব গুরুতর বিরোধী যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারই ফলে চিনি সস্তা এই বিষয়টি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এবং চিনির ব্যবসায়ের সমস্ত ইহার ফলে উৎপাদন অত্যন্ত বাড়িতে সমর্থ হয় না। চিনির ব্যবসায়-সম্বন্ধে বাস্তবিকপক্ষে এইরূপ নিয়ন্ত্রণ দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকন্তু ও অন্যান্য ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবার বা সমতায় আনয়ন টানাটানি ঘটে। এই দুইটি সমস্যার যে অধিকতর ব্যবস্থা অবলম্বন করা অধিক লাভের সৃষ্টি করে, এবং চিনির জন্য যে অধিক প্রয়োজন তাহা দিয়া অবশ্যই ও তাহাই উৎপাদিত হইতে থাকে। ইহার পরিণামে চিনি উৎপাদনের জন্য বড়ো অংক ব্যবসায় ডিবিডিগুলির আয়ে তাহা সমতুল্য। এইজন্যে আখের অবশ্য এই ব্যবসায় চিনির উৎপাদন অনেক পরিমাণে হ্রাস পাই, এবং এ বৎসর মাত্র ১০ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন করা সম্ভব হয়। ১৯৪৩-৪৪ সালেও ঠিক এই পরিমাণ চিনিই উৎপাদিত হইয়াছিল, কিন্তু এ বৎসর অধিকতর চেষ্টার ফলেও তাহা হইতে বেশি উৎপাদন করা যেন না।

এই অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র মহাশয় ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি বিষয় অমীমাংসিত রহিয়াছে। অধিকন্তু ব্যয় নির্দ্ধারণ, স্থানান্তরে প্রেরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্বন্ধেও কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। চিনি ব্যবসায়, আখের ঘোষণা ইত্যাদি বিষয়ে যেসব সমস্যা বর্তমানে রহিয়াছে তাহার দূর করা বিশেষ কঠিন হইবে না। বিভিন্ন রাজ্য গবর্ণমেণ্ট যদি চিনি উৎপাদনকারী ও আখচাষিদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করেন, তাহা হইলে এই সমস্যা দূর করা যাইতে পারে। আখের চাষযোগ্য বাড়তি পতিত জমি আবাদ করা, চিনির বাড়তিও তাহাই। এই সমস্ত বাড়তি পূরণ করিবার শক্তি ও যোগ্যতা বিনিয়োগের আছে। কিন্তু ইহার পথে যে প্রতিবন্ধক আছে তাহা প্রথমে দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বাধা আর কিছু নয়, আখের উপযুক্ত ঘোষণা।

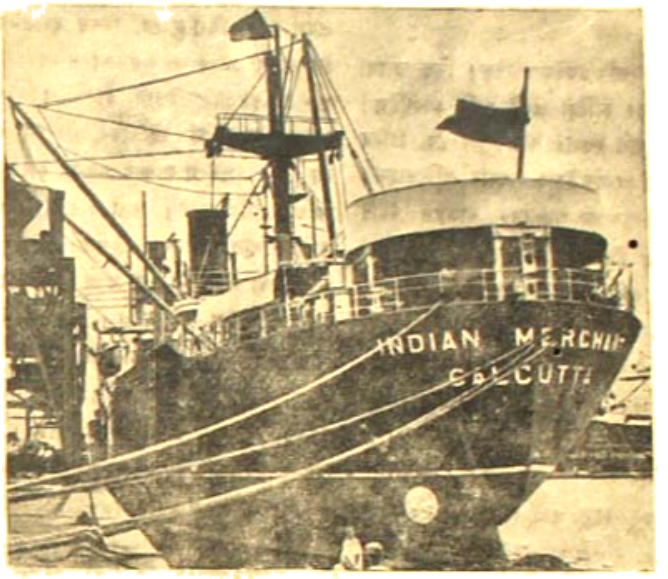

ইণ্ডিয়া ষ্টিমশিপ কোং লিঃ

ভারত যুক্তরাজ্য ও কণ্টিনেণ্ট

আমাদের বিদেশগামী জাহাজগুলি ভারতবর্ষ হইতে সোজা সুদান, সোজা সৈকত, আলেকজান্দ্রিয়া, লণ্ডন, আন্তি, এন্টওয়ার্প, রটারডাম, হামবুর্গ, ব্রেমেন, কোপেনহেগেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় বন্দরগুলিতে নিয়মিত মাল বহন করে।

ভারতের উপকূল

আমাদের উপকূলগামী জাহাজগুলি কলিকাতা, বিশাখাপত্তন, কাকিনাড়া, মাদ্রাজ, কলম্বো, টিউটিকোরিন, কোচিন, বোম্বাই ও অন্যান্য প্রধান উপকূল বন্দরে নিয়মিত যাত্রী বহন করে।

আপনার সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী আমাদের জন্য এই কোম্পানীর সহিত যোগাযোগ করিয়া ভারতীয়-বাণিজ্য-বহরকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

মালপত্রের হার ও অন্যান্য বিবরণাদির জন্য আবেদন করুন :

ম্যানেজিং এজেন্টস : লায়োনেল এডওয়ার্ডস লিঃ

ডি-১, ক্লাইভ বিল্ডিংস কলিকাতা ; ফোন : ব্যাঙ্ক ৬৮৩২, ৬৮৩৩ ও ৬৮৩৪।

সুবিধা দেখা যাইতেছে, অন্যেরা বা ৩৫ উৎপাদনে যে আখ লওয়া হইতেছে তাহা বাঁচাইবার ব্যবস্থা করার যৌক্তিক প্রথম প্রয়োজন। ইহা ছাড়াও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন আখ-উৎপাদন কোনো প্রকারে হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়। অধিক পরিমাণে আখ চাষ করিতে চাষীরা যাহাতে উৎসাহী হয় তাহার অনুরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করাও বিশেষভাবে প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আমরা জানিতে পারি যে, পূজা ও বেসরকারীর জন্য অধিক পরিমাণ চিনি ছাড়া হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। গত মাস সেপ্টেম্বর অন্তত প্রায় ৩ লক্ষ টন চিনি মুক্ত থাকিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। গত বৎসর এই তারিখে মুক্ত চিনির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ টন। চিনির যে বাড়তি পড়িয়াছে তাহা পূজার জন্য অন্তত সরকার বিদেশ হইতে আরও ১ লক্ষ টন চিনি আমদানির ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত মাসে 'প্রায়রিটে' আমরা ইহার উল্লেখ করিয়াছি। বাকির বাকিত এই চিনি আনয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং আগামী ৬।৩ মাসের মধ্যেই পুরা পরিমাণ ভারতে আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা যায়।

যাই হোক, বিভিন্ন চিনির বাজার এখন শান্ত। কিন্তু উৎসবাদি যতই নিকটবর্তী হইতেছে এবং চিনির চাহিদা প্রকাশ যতই বৃদ্ধি পাইতেছে ইহার বে-আইনী ব্যবসায় ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। এইসব বাজারে চিনির দর গত প্রতি ২।০ হইতে ২৲ বেশি।

বিভিন্ন স্থানে গত সপ্তাহে চিনির দর এইরূপ—কলিকাতা ৩১৸০, মাদ্রাজ ৩৩৲, কোকোনদ ৩২৷০, কানপুর ৩১৷০, হাপুর ৩৩৲, দিল্লী ৩১৷০, পাটনা ৩০৸০, বোম্বাই ৩২৷৵, আ

৩৯৯৮। এই ৫ বার চেয়ারম্যানের চিনি চাহিদা ৫-৬ মে

অক্টোবরে বাজার একটিমাত্র আছে। কিন্তু ভালো আখের অঞ্চলগুলি চাহিদা এতটা বেশি হইয়াছিল। ইহার চাহিদা বেশি হওয়ার কারণ এই যে, চিনির পরিবর্তে হিসাবে অনেক ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। এলিকাতা, কানপুর ও পাঞ্জাবের বাজারে ইহার চাহিদা বেশি; বীয়াই অঞ্চলগুলি ইহাদিগে তেমন চাহিদা নাই। উৎপাদনের অঞ্চলগুলির মজুত পরিমাণ বেশি। কিন্তু এখন এমন অনুমান করা যায় যে, আগামী মরশুমে অঞ্চলগুলি উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। ইহা উৎপাদন-বিষয়ে অঞ্চলগুলি এতদিন করা হইতে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের অঞ্চলগুলির হার ছিল এইরূপ—এলিকাতা ৩০% হইতে ৩৫%, বীয়াই ২৫% হইতে ২৯%, কানপুর ৩২% হইতে ৩৫%, আগামী ৫২% এবং বিহার ৫৩% হইতে ৫৫%, বাঙ্গালোর ৩৫% হইতে ৩৭% এবং মাদ্রাজ ৩৯% হইতে ৪১%

উক্ত প্রকারের চিনির বিভিন্ন ধরনের মোট ১২ কোটি মণ আখ মাড়াই করা হইয়াছে। কিন্তু আখের রসে মরশুমের শেষে ১১ কোটি মণ চিনির উৎপাদন করা হইয়াছে। চিনির জন্য এই দুই কোটি মণ কম আখ মাড়াই হইবার কারণ এই যে, এই পরিমাণ আখ অঞ্চলগুলির জন্য উৎপাদনের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। বিহারের চিনির কলগুলি অবশ্য ভালো কাজ করিয়াছে। সেখানে প্রায় ৩ কোটি মণ আখ মাড়াই হয়, এবং প্রায় ৩০ লক্ষ মণ চিনি উৎপাদিত হয়।

গুড়

বিভিন্ন মরশুমে গুড়ের বাজারে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই। তবুও আখের রস অপেক্ষাকৃত মরশুমে সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এলাকা যোগ্য গুড় এখন আর বিশেষ মজুত নাই। উৎপাদনের পরিমাণের আখের ফলন অনুমান করিয়াছে; এইরূপ আশা করা যায় যে, আগামী এই অঞ্চলে গুড় উৎপাদন আরও হইবে। কিন্তু গুড় উৎপাদনের বাড়ি নির্ধারিত করা হইবে। এই স্থির অধিক পরিমাণ আখ মাড়াইতে ব্যবহৃত হইতে না পারে, তাহাদেই গুড় এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে চলিয়াছে।

[illegible]

আমাদের পুরাতনুৎ কৃষিকর্ম এবং উৎপাদনের পরিমাণের ও বিহারের অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য আমাদের আখের অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক হইয়া পড়িয়াছে। অতিরিক্ত এলাকায় আখচাষের যোগান অন্যান্য [illegible] চাষের পক্ষে বিশেষ হুমকি হইবে। চাষীদের অবস্থার উন্নতিসাধন করা হইবে। এজন আমরা বিশ্বাস করি যে, বিশেষ করিয়া ৩০ লক্ষের উপর চাষীর আখচাষির জন্য আখের মরশুমে অধিকারী হয় নাই। পূর্বের সংকার করার ফলে নিশ্চিত আশঙ্কা করিয়াছেন। তথা করে নির্দেশ পাওয়া যায় যে, আখের বিক্রয়ের এবার চাষীর মোকদ্দমার মামলা করা হবে। এই প্রশ্ন পরে প্রবর্তন অবস্থা পূর্বাঞ্চলের চাষীর আগামে বিশ্বাস পৌঁছিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এজন জানা বিষয়ে যে, ৩০ লক্ষের উপর চাষীর মোকদ্দমা বিষয়ে দুটি নাকি আমলাতন্ত্রের পাকিস্তানী সরকারের মামলা করিয়াছেন। পূর্ববর্তী চাষীদের মধ্যে অধিকাংশ ২২% এই অর্থে চাষীর ক্রয় করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মূল্যমূল্য হ্রাসে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি

ভারতের বৈদেশী বাণিজ্যের কেন্দ্রীয় হিসাবীর মোট ১৯৫৩ সালের ৩০শে জুন যে বর্ষ শেষ হইয়াছে, সেই বর্ষের হিসাবটি আজ অর্থমন্ত্রীর নিকট পেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, আমদানী বর্ষে আমদানির পরিমাণ ১৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং রপ্তানির পরিমাণ ৭৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। ভারতের বিদেশী ব্যাঙ্ক আইনের ৭১ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারিকে প্রদেয় বাঁটি লাভের পরিমাণ আমদানি বর্ষে ৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকা; পূর্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ৮'৯৩ কোটি টাকা।

হিসাবটি আমদের আশাব্যঞ্জক ইঙ্গিত, এই বর্ষের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিচায়ক করা হইয়াছে।

১৯৫৯ সালের ব্যাঙ্ক কোম্পানী আইনের ৩৯ বিধার্থ ব্যবস্থার উপর যে সব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বর্তাইয়াছে (যথা ব্যাঙ্ক পরিচালন ও তত্ত্বাবধান, লাইসেন্স প্রদান ও মূলধন পাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে প্রভৃতি), রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধায়ী অনুযায়ী ব্যবস্থা হিসাবটি প্রদান করিয়াছে। এই আইন অনুযায়ী সমস্ত ব্যাঙ্ক কোম্পানীকে নিয়মিত সময় অন্তর প্রতিবেদন পরিচালনের নিকট এই হিসাবটি বিশ্লেষণের উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যাঙ্ক পরিচালনার প্রথম পর্যায় ক্রটি-বিচ্যুতির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া দেশ ভিত্তি ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনার জন্য বার্ষিক ব্যাঙ্ক পরিচালন ব্যবস্থা করাই উদ্দেশ্য করা। এই আইন অনুসারে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় আরও যা পরিচালনার যোগ্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালের মধ্যে সমস্ত ব্যাঙ্ক কোম্পানি পরিচালনে একটি সাধারণ পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ

বৈদেশিক [illegible] বলা হিসাব বিভাগ কোটি কোটি বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৮ সালের মধ্য মাসে সমস্ত ভারতের বৈদেশিক [illegible] ছিল ৪৯৩ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে ৫১৯ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৮৭ পরিমাণ রিজার্ভের [illegible] ছিল; অবশিষ্ট টাকার অধিকাংশ [illegible] ব্যাঙ্কে আমদানী ব্যবসায়ীদের ছিল। 'প্রাইভেট' মুদ্রার পরিমাণ ৩৩১ কোটি টাকা, অর্থাৎ [illegible] টাকার প্রায় ৮৩ শতাংশ। দেশ অনুযায়ী মুদ্রার পরিমাণ এইরূপ—ব্রেটেন মূল্যে ৩৭৩ কোটি টাকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯৯ কোটি টাকা, পাকিস্তানে ৭১ কোটি টাকা, মূল্য পশ্চিম জার্মানী ৩৯ কোটি টাকা, ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ড ৯৯ কোটি ও কানাডা ৯৯ কোটি টাকা।

ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা

দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করিয়া হিসাবটি বলা হইয়াছে যে, আমদানি অর্থের মুদ্রাস্ফীতি দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়ে টাকার মূল্য হ্রাস করা। এই প্রসঙ্গে ১৯৫৯ সালের আইনের মধ্যের আট দফা সরকারী পরিকল্পনার উল্লেখ করা হইয়াছে—এই পরিকল্পনা প্রধান দফা ছিল পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস এবং দেশে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় বৃদ্ধি।

পণ্যদ্রব্যের মূল্য

১৯৫৮ সালের জুন মাসে মূল্যসূচক ১৯৫৯ সালের জুন মাসের মূল্যসূচক অপেক্ষা ৫% পয়সা বেশী ছিল এবং টাকার মূল্য হ্রাসের পূর্বে আগের বছরের মূল্যসূচক অপেক্ষা ১৭ পয়সা বেশী ছিল। বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের মূল্য বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পরবর্তী অবস্থার ফলে [illegible] হইতে বাড়িয়া সেপ্টেম্বরে ৩১৯। ৩৯৯। টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে অক্টোবরে মূল্যসূচক ৫'ডিগ্রীমাত্রিক ৩৯৩০—ইহার কারণ চা, পাতা, তেল, তৈল, তৈলবীজ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক পণ্যের আমদানীর মূল্য অকস্মাৎ বৃদ্ধি। অবশ্য এ বিষয়ের সমস্ত সমন্বিতভাবে হ্রাস পাইয়া মূল্যসূচক ৫'ডিগ্রী ২৯৮০ (সেপ্টেম্বর মাসে), অর্থাৎ অক্টোবরের মূল্যসূচক হইতে প্রায় তিন পয়সা হ্রাস। ১৯৫০ সালের প্রথমার্ধে এইরূপ অবস্থা স্থায়ী হইল না। মূল্য হ্রাস (১৯৫০) ৫'ডিগ্রীর ৩৯৫৩।

ডানলপ

আর-এইচ-এস ট্রাক ও বাসের টায়ার

অনেক বেশি মাইল চলে!

বড়ো-ভারি-নিরাপদ

এবং লেভেলে ভেজালো সুতো

আলোচ্য বর্ষের শেষের দিকে পত্নীর বাজারে বর্ষের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সোনার দর মোটামুটি স্থির ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রদত্ত হিসাবে স্থির মিশ্রক কৃষ্ণন বাবদ বৈদেশিক সরঞ্জামের মূল্য জুলাই ছিল ১০৮·৭; তাহা ক্রমশ বাড়িয়া ১৯৪০ সালের জুন মাসে দাঁড়ায় ১৭০। ইহার প্রধান কারণ টাকার মূল্য হ্রাস, সরঞ্জাম বণ্টনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত এবং ভারত-পাকিস্তান সংঘাতজনিত চুক্তি ও বাণিজ্য চুক্তি। এই প্রসঙ্গে স্থির দীর্ঘ মেয়াদী অর্থিক সাহায্যের জন্য গঠিত ইণ্টারন্যাশনাল কর্পোরেশনের কৃষিকার্য গুরুত্ব বাখ্যা করা হইয়াছে।

বাণিজ্যিক অবস্থা

মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করার এবং আমদানী সম্পর্কে কঠোরভাবে সরকারী বিধিনিষেধ আরোপ ও প্রত্যাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করার ফলে বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৫০ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৪৭টি মুদ্রা অবলম্বনে আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মাসিক ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৫৯ সালের জুন পর্যন্ত উহার পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ আলোচ্য বর্ষে আমদানি বাণিজ্য বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৪০ শতাংশ। বিশেষটি আমদানি সমস্যা আলোচিত হইয়াছে।

সংবাদ সংকলন

বিদেশ হইতে চাউল আমদানী

ভারত সরকার বিদেশ হইতে ৩০ লক্ষ টন চাউল আমদানীর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইতালী হইতে চাউল আমদানী সম্পর্কিত আলোচনা সফল হইয়াছে।

ভারত হইতে জলপথ ও আকাশ পথের বিভিন্ন পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাহাকে ৩৩ হাজার টন চাউল দিতে চাহিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ভারত সরকার এ সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

বিদেশ হইতে আনীত খাদ্যশস্য

ভারত সরকারের বহিঃবাণিজ্য খাদ্য-দপ্তর সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিদেশ হইতে আনীত ২৩৭০০০ টন খাদ্যশস্য বিতরণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বোম্বাই ৮০০০০ টন, মাদ্রাজ ১৭৮০০ টন এবং পশ্চিমবঙ্গ ৪০০০০ টন পাইবে। বাজারের জন্য ছাড় প্রটনের পরিমাণ বাড়াইয়া ২০ হাজার টন করা হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে পাঞ্জাবকে বিদেশ হইতে আনীত ৩০ হাজার টন চাউল দেওয়া হইবে।

১৬৬ পৃষ্ঠার পর

পৃথিবীর বাজার হইতে যে সব দেশ চিনি ক্রয় করে, তাহার মধ্যে ব্রিটেন সর্বপ্রধান। বিভিন্ন চিনি উৎপাদনকারী দেশ হইতে উদ্বৃত্ত চিনি বিশেষ মূল্যে ক্রয় করিয়া লয়। এই ব্যবস্থা ভারত পূর্বে অনুসরণ করিয়াও কোনও চিনির ফলিল পায় নাই। অবশেষে মূল্যের তারতম্যের ফলে বাধ্যিত পরিমাণ ভারত হইতে নিকট উদ্বৃত্ত হয় অথবা ভারতের চাহিদার তীব্রতা বৃদ্ধিহেতু মূল্য হ্রাস পায় বিশেষ উহা বিক্রয়ের প্রস্তাব করে; ইহার কোনটি ঠিক হইবে, এখনো বলা যাইতেছে না। কিন্তু এ কথা সকলে জানে যে মূল্য সম্পর্কেই বিশেষ হইতেই এই চিনি ক্রয় করা হইতেছে। ফলে ইহা পরিষ্কার করা হইবে এমনও জানা যায় নাই মূল্যের ব্যাপার কিছু লাভ করিয়া ভারত ক্রীত চিনি ছাড়িবে; কিন্তু সেই সময়ের অপেক্ষা হইবে কিনা যাই হোক যেহেতু চিনি মূল্যেই হইল, তাহার সংরক্ষণ ব্যয় মূল্যের সমান।

সোনার বাজার

কলিকাতা, শনিবার, ৮ই সেপ্টেম্বর—

ছুটির বাজার খুলের পর থেকে হলদবারে বন্ধ বাজার খোলে তখন কলকাতা সোনার খবির কলিকার জন্য নিম্নরূপ তালিকা দেওয়া যায়।

কলকাতাবাজির বন্ধ আগে বৃদ্ধি পাইয়া ৫০৲ টাকা হয়। কলকাতা তালিকা ১৭৫০ খুলে খবিকার লাভ করে। ৫৯/০ ঘরি সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ার ব্যাঙ্ক-বন্ধ হয়।

পাটের সেয়ারের খুলে নিম্নে ইহার বিশেষ কিছু না। কিন্তু আগেকার ইন্ডিয়ার বন্ধ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪৫৲ টাকায় এবং ৫৮৫ খুলে আবার খবিকার লাভ করে।

ইহার পরের দিন বাজারের বন্ধ কিছু হ্রাস পায় এবং কাল-কারবার তাইকা-বন্ধনেই প্রায় খুলিয়া যায়। এ দিনও কলকা বিদেশীয় সেয়ারই কুলাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দিন কলকাতাবাজির সেয়ারের তালিকা দেওয়া যায় বিশেষ এবং এই তালিকার কলে ইহার বন্ধ ৮৲ টাকা আগের বৃদ্ধি পায়—৫০৯/০ খুলে ইহার বন্ধ ৫৪৯/০ আগের করে। এই দিন কলকাতা কলিকার বন্ধ বন্ধ ৪১৯০, কেবল ৪০০৲ টাকা খুলে স্থির থাকিয়া যায়। এই দিনের বিশেষত্ব বলিতে হইবে যে, পাটের বাজার তাহাতে কেবলমাত্র আজ আসেনাই ছিল না। কিন্তু তালিকার এই অবস্থা কেবল কিছু বন্ধে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। বিভিন্ন সেয়ারের বন্ধ প্রায় একই প্রকার থাকিয়া যায়। আগেকা ইন্ডিয়া ৩৪৪৲ টাকা খুলে এবং বাকী ২৮৯৲ টাকা খুলে স্থির থাকে।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও বেশি আগ্রহ দেখা যায় না। ইন্ডিয়ান আয়রনের সেয়ারের প্রতি অবশ্য খানিকের দৃষ্টি ছিল। এই সেয়ারের বন্ধ ৩৪/০ ও ৩৫৯/০ মধ্যে ওঠা-নামা করিতে থাকে। বিভিন্ন বিভাগীয় সেয়ারও প্রায় একই ভাবে থাকিয়া যায়। ইহার পরে অর্থাৎ সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে, সেয়ারের বাজারে অবস্থার অবশ্য ভাব পরিলক্ষিত হয়। বাজার যেন নিস্তেজ বলিয়া বোধ হইতে থাকে। ইহার অবশ্য কিছু আগ্রহ। পাকিস্তানী যুদ্ধের ফল পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা আছে, এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় ফলে বাজারের অবস্থা কিছুটা ভাবলক্ষ্যের মধ্যে পড়ে। পাকা একটা সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত বাজার যেন চাঙ্গা ধরিয়া উঠিতে না, এরূপ মনে হইতে থাকে। কিন্তু বিশেষ লেখার নিম্ন বাজারের প্রায়শঃই দেখা যায়। বোম্বাই হইতে তালিকা সম্পর্কিত সৌদিবার ফলে বাজারের কিছুটা উন্নতি ঘটে।

অন্য বিভাগীয় সেয়ারেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইহার মধ্যে আসাম ইন্ডিয়ান ধরিয়ের কলকাতাবাজির ঐ সেয়ারের বন্ধ আগের বৃদ্ধি পাইয়া এককালে ৫৭৲ টাকায় ওঠে। কিন্তু ইন্ডিয়ান্সের বন্ধ বাড়িয়া যায়। ৩৮৯/০ আগের ঐ বন্ধ পৌঁছে। ইস্ট ইন্ডিয়ার বন্ধ বন্ধ ৪১৯/০, কারণ বলিয়া ৪২০ আগে বন্ধ বন্ধ কাজ-কারবার করে। আসলভাবেটেড ও কেবলের সেয়ারের বন্ধ অপরিবর্তিত ভাবে বন্ধ হইতে পারে।

পাটের সেয়ারের বন্ধ একইরূপ ছিল। আগেকা ইন্ডিয়া ৩৪৲ টাকায় ও বাকী ২৮৯৲ টাকায় স্থির থাকে। আগেরের বন্ধ তালিকা ৩৭৩৲ টাকায় আসিয়া পৌঁছে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইন্ডিয়ান আয়রন বাজার খোলার সময় বন্ধ বন্ধ ছিল, অর্থাৎ ৩৭৯০ খুলে ইহা শুরু হয়, কিন্তু সারাদিন ক্রমশঃ এই বন্ধ উঠিতে থাকে এবং দিনের শেষে বন্ধ ৩৫৲ টাকায় ওঠে। ইন্ডিয়ান স্টিল অ্যান্ড ওয়ার্ক্স ৪৩৲ এবং কেবল ১২৫০ বন্ধে স্থির থাকে।

বিভিন্ন বিভাগের প্রতি বাজারের দৃষ্টি কম ছিল। এরূপ কেবলমাত্র ১১৭০ বন্ধে কিছু অধিকার লাভ করে। সপ্তাহের শেষ দিনে অবশ্য বাজারের উন্নতি ঘটে। অবশ্যই, পাটকল ও অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সেয়ারের তার অপেক্ষাকৃত বেশী বৃদ্ধিলাভ এবং ৪৪৩ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাকীরা ৩৪৯/০ এবং ইন্ডিয়ান আয়রন ৫৩ টাকা ৩১৲ বন্ধে কেনা-বেচা হয়।

বাজারের হালচাল

(বাজার বন্ধকালীন বন্ধ)

সরকারী কাগজ

৲ বন্ধে (১৯৮০) ২১৲/০, ৲ বন্ধে (১৯৮১-৮৩) ৯০১/০, ৲ বন্ধে (১৯৮৭) ১০০৲ ৲ বন্ধে (১৯৮৯-৯১) ১০০৲/০, ৲ বন্ধে (১৯৯০-৯৪) ৯৯/০

ব্যাঙ্ক

আগের বাঙ্ক ৬৲, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৩৭০ ৪

কাপড়ের কল

এম্বিয়া মিলস্ ১৯৲, বরাহী ম্যানুফ্যাকচারিং ৫৯৷ ন্যাশনাল মিলস্ ২৩৲, বি- ভিক্টোরিয়া ২৮/০ ৪

কয়লাখনি

বেঙ্গল ৪১৪৲ বেঙ্গল মাদলুর ৪০৯/০, আরু কর্ণপুরী ৭৲, বরাকর ১৪৯/০, সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া কোল ৫০, বোকারো ৯/০, কাশীপাড়াগড়ী ৬৯০, কাজোরা কলিয়া ৪১০৲ রানিগঞ্জ ৩৯/০, পাতমুদুলিয়া এণ্ড আসানসোল ১৮/০, বিজয়পোল ৮৯০, সাউথ করলপুরা ২৯৯০, ওয়েস্টার্ন কোল ৪৯/০।

পাটকল

অ.ঘরপাড়া ১৭০, এলগিন ২১৩৲, বজবজ ২৬৪৲, আলো ইন্ডিয়া ৩৫৩৲, বেঙ্গল ৫৪৯, বিড়লা ৩৯৯ চাপদানী ২০৫৲ ক্লিভল্যান্ড ১৮৩৲, ফোর্ডাবাদ ৪১৯/০, ফিলাডেলফিয়া ৪৯৯০, হেস্টিংস ৪০০৲ কোর্ট ক্লাইভ ৪১৲, খারদহ ৩৩৪৲, ইন্ডিয়া ১৮৫৲, কাঞ্চরা ৩৪৯/০, কাকিনাড়া ৩৩৯৲ কাকিনাড়া ২৩৮৲, করুণ ২০০৲, কিনিসন ৪৩৩৲ ন্যাশনাল ২০৯৲ নৈহাটি ৪১০৲ বেঙ্গল ১৬৪৲, ন্যাশনাল ৪৮/, নিউ সেন্ট্রাল ২৬৫৲ নর্থব্রুক ২০৲ ওরিয়েন্ট ৩০৪৲, প্রেসিডেন্সি ৭৮/০, রামকৃষ্ণ ১০৯/, বিজয়লক্ষ্মী ৪৭৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইন্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল ৩৪৯৲ মেসার্স এণ্ড কোং ১৭৯৲, মুরাপুরী ইঞ্জিনিয়ারিং ৭/০, ষ্টীল করপোরেশন ২১/০।

চা বাগান

ধলাগাড়ী ৩৯৲, মৌলানা ৩৩৯০ বিজয়া ১১৯/ রাঙ্গিয়ালা ৪৯০, রাহিমটোলা ১০৬/ ঝটমারি ৩৯০ মিটি ফুলার্স ৪০৩৲ শিবাজুলী ৪৩৯০ মিহির ৩৯৯/, মেঘকুল ২৩৯/।

বঙ্গ-ভূমি প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং ওয়ার্কস লিঃ, নিউমিনুর ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত. মুদ্রিত ও আর্থিক ভারত বিঃ এর পক্ষে ৩৪: কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস, ৭৮৷২ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর :— শ্রীঅমরেন্দ্র মল্লিক।

REGD. No. C. 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ২৬শ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ১০ই আশ্বিন ১৩৪৭ : ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৪০ | মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১৮৯
সরকারী দপ্তরে ব্যয়হ্রাস	
প্রাসঙ্গিক	১৯১
সরকারী অর্থে হুর্কাস কর্ণার	
গোরক্ষা ও বনস্পতি	
সেনাদলে বাঙালী	
বর্ষাঘটে ক্ষতি	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	১৯৩
বস্ত্রার ও তুলিকল্পে বাজারের ক্ষতি	
গুড়	
সংবাদ সংকলন	
পশমের রপ্তানী বাণিজ্য	
শেয়ার বাজার	
বাজারের অবস্থা বিলক্ষণ মন্দা	

সরকারী দপ্তরে ব্যয়হ্রাস

সরকারী দপ্তরে ব্যয় হ্রাসের জন্য দিল্লিতে নাকি তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট নামক এই বিরাট যন্ত্রটী চালাইবার জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তাহার মোটা পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা নাই। সরকারী কর্মচারীগণ মাসের শেষে মাহিনা লইবার আবুকোরা টাট্‌কা নোট গুলিয়া লইয়া ঘরে ফেরেন। ইহার অর্থ এই যে, ইহা সদ্য ছাপা ও সদ্য বাজারে চালু করা। প্রতি মাসে যে পরিমাণ টাট্‌কা নোট বাজারে চালু হইতেছে প্রায় সেই অনুপাতেই মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়া চলিয়াছে। কেননা, পুরাতন নোট ঠিক সেই পরিমাণে তো গভর্ণমেণ্টের কোষাগারায় ফিরিয়া যাইতেছেনা। প্রতি মাসে বা প্রতি বিশে যদি এই ভাবে নূতন নূতন নোট বাজারে ছাড়া যায় তাহা হইলে মুদ্রা কতটা স্ফীত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়; কিন্তু ইহা সর্বজনস্বীকৃত যে, সরকারী ব্যয় হ্রাস না করিলে জাতীয় মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা কখনোই যাইবে না। ইহা রোধ করিবার অন্যান্য পন্থাও অবশ্যই আছে কিন্তু তাহা গৌণ; সরকারী ব্যয়ের প্রশ্নটাই এ ক্ষেত্রে মুখ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিমানচালনা ও বিমানযানে যোগ দিবার জন্য ভারতের অর্থসচিব শ্রীযুত চিন্তামন দেশমুখ প্যারিসে যাত্রা করিবার প্রাক্কালে নাকি সরকারী ব্যয় হ্রাস করিবার পন্থা নির্ধারণের নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। তাহার এই নির্দেশ অনুসারে ভারত সরকারের অর্থদপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ কে, আর্‌কে, মেনন নাকি উল্লিখিত নয়টি মন্ত্রীদপ্তরের খরচ-খরচা সংক্রান্ত বিস্তারিত পরীক্ষার কাজে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে ঐ নয়টী সরকারী দপ্তরের সেক্রেটারিগণও নাকি সহযোগিতা করিতেছেন।

প্রস্তাবিত এই ব্যয় হ্রাস এইরূপ কয়েকটি বিষয়ে করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে—বিভিন্ন দপ্তরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিমাণ হ্রাস করা, কর্মিদের সংখ্যা নির্ধারণ, বিদেশে ও ভারতে খরচপত্র, এবং বেতন পুনঃ বন্টন করা হইয়াছে কিন্তু এখনো পূরণ

করা হয় নাই।

অর্থসচিবের সেক্রেটারি প্রথমে দেখিবেন, বিভিন্ন মন্ত্রিদপ্তর নিজেরাই কতটা ব্যয় হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, এবং তাঁহাদের নিজেদের দ্বারা ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাব যদি পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হয় তাহা হইলে কোন্ কোন্ পন্থা উদ্ভাবন করা যাইতে পারে, তাহা তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এরূপ জানা গিয়াছে যে শ্রীযুত চিন্তামন এই বিষয় তাঁহার সহকর্মী মন্ত্রীবর্গের নিকট যে সারকুলার দিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেশের বর্তমান আর্থিক সংকটের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং ব্যয় হ্রাস করার ব্যবস্থা করা যে বিশেষভাবে প্রয়োজন তাহার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। শ্রীযুত চিন্তামন নাকি এরূপ স্বীকার করিতে রাজি নহেন যে, অর্থকৃচ্ছ্রতা করিলে বা পরিমিত অর্থ ব্যয় করিলে কর্মীদের কর্মনৈপুণ্য বা দক্ষতা হ্রাস পাইবে। তিনি মনে করেন, এরূপ ব্যয় হ্রাস করিবার উদ্যোগ বিভিন্ন মন্ত্রিদপ্তর হইতে আসাই সমীচীন। আরও জানা যায় যে, শ্রীযুত চিন্তামনের এই কার্যে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর পূর্ণ সমর্থন আছে। পণ্ডিত নেহরুও নাকি বিভিন্ন মন্ত্রিদপ্তরের সেক্রেটারিদের নিকট পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, বেসামরিক কাজে ব্যয় হ্রাস করা বর্তমানে কতটা প্রয়োজন।

সরকারী দপ্তরে ব্যয় হ্রাস করিবার আন্দোলন বহুদিন যাবৎ চলিতেছে। ডাইর নাথানিয়েলের আমলেও একবার এইরূপ উদ্যোগ-আয়োজন হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ হয়। তাহা লইয়া অনেক বিবৃতি ও প্রতিবৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু পরিণামে বিশেষ কিছুই হয় নাই। অনেকটা পর্বতের মূষিক প্রসবের ন্যায় তাহা আড়ম্বরেই শেষ হইয়াছিল। কিন্তু এবার কি হয় তাহা এখনই বলা যাইতেছে না, অথচ আশাও হইতেছে; মনে হইতেছে হয়ত সুফল এবার কিছু ফলিতেও পারে। ব্যয় হ্রাস না করিলে এবং মুদ্রাসংকোচ করিতে না পারিলে দেশের আর্থিক স্থিতাবস্থা যে আসিবেনা, এ বিষয় কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই।

শ্রীযুত মহতাব কিছুদিন পূর্বে বলিয়াছেন যে, দেশের শস্য ও পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা আশু প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু কেবল উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারাই দেশবাসীর আর্থিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। পণ্যাদির দর যদি হ্রাস করা না যায়, তাহা হইলে তাহাদের দুর্দশা কিছুতেই লাঘব হইবে না। সরকারী মহল হইতে এতদিন বাদে ইহা যে স্বীকার করা হইতেছে, তাহাতে বোঝা যায় যে এবার গভর্নমেন্ট আসল অবস্থাটা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। পণ্যাদির মূল্য যদি হ্রাস করিতেই হয় তাহা হইলে চালু মুদ্রার সংকোচ সাধন করিতেই হইবে।

যুদ্ধের মধ্যে সামরিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য তদানীন্তন গভর্নমেন্ট যুদ্ধফণ্ড হইতে বাজারে নোট ঢালিয়া দিয়াছেন। সেই নোট এখনো বাজারে ঢালিয়া বেড়াইতেছে এবং তাহারই সকল পণ্যদ্রব্যাদির দর উর্ধ্বে দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। এইসব নোট এখনো সরকারী তোষাখানায় ফিরিয়া যায় নাই, তাহার উপর মাসে মাসে যদি অপর্যাপ্ত নূতন নোট তাহার সঙ্গে যোগ হয়, তাহা হইলে অবস্থা যা দাঁড়াইবার তাহাই দাঁড়াইয়াছে। শ্রীযুত চিন্তামন প্রবীণ অর্থবিদ্। অর্থসংক্রান্ত কাজে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার হাতে অর্থসচিবের ভার অর্পিত হওয়ায় আমরা ইতিপূর্বেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার এই নূতন উদ্যমে কিছুটা আশা হইতেছে; হয়ত—বা এবার কাজের কাজ কিছু হইতেও পারে।

অর্থসচিবের ভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি ভারতসরকার কর্তৃক ৩০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের জন্য সরকারী ঋণপত্র ছাড়েন। বাজারে চালু টাকার কিছুটা পরিমাণ বাজার হইতে তুলিয়া লইবার জন্য এই সরকারী প্রচেষ্টা। সে টাকা সংগৃহীতও হইয়াছে। উহার দ্বারা বাজার এই পরিমাণ নোটের চাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। এইভাবে ক্রমশঃ যদি বাজারকে উদ্বৃত্ত মুদ্রা হইতে রেহাই দেওয়া হয় তাহা হইলে বাজার কিছুটা হাল্কা হয়, এবং তাহা হইলেই পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পাইবে। জিনিষপত্রের দাম কমিলে দেশবাসীর উপর এখন যে অর্থনৈতিক চাপ রহিয়াছে তাহাও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যাইবে। ইহাই হইল সাধারণ হিসাব।

সরকারী দপ্তরের ব্যয় হ্রাসই বর্তমানের প্রশ্ন। এখানে অনেক বাজে ব্যয় যে হইয়া থাকে, তাহা যে কোনো সরকার সমর্থক স্বীকার করিবেন। এমন কি সরকারী কর্মচারীগণও ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। সরকারী দপ্তরসমূহে যে সব কর্মচারী নিযুক্ত আছেন, তাহাদের সকলেই যে দিনের পুরাকাজ পান, এমন নয়। বেশির ভাগ কর্মচারীই কোনো রকমে পাঁচটা বাজাইয়া ঘুরে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং তাহারাই সব চেয়ে বড় সরকারী শত্রু। তাহাদের মুখে দেশ সরকার বিরোধী কথা শোনা যায়, তাহা তাহাদের বিরোধী কোনোব্যক্তির মুখেও সচরাচর শোনা যায় না। সুতরাং তাহাদের আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে এইসব অবাঞ্ছিতদের অধিক বেতনে পুষিয়া লাভ কি।

প্রাসঙ্গিক

সরকারী অর্থে হুকারম কর্মীর

কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে লোক বা হুকার্ম কর্মীর অভাবটা আছে। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেকে মুটেগিরি করিয়া যে কোনো রকম রোজগার শুরু করায় মাতব্বরদের হিসাব অনুযায়ী সুবিধা হয়। এই কারণে এখন মেডিক্যালদের পুলিশ সহজে বাহে ব্যবস্থা করা হিসাব করিয়া দেন। তাহাতে হিসাব বিভাগের ও অনুমোদন দেওয়া যায়। ইহাদের বাঁধিবা কিভাবে অর্জিত হইবে, ইহাই ছিল প্রশ্ন। সম্প্রতি উহাদের বাঁধি দেওয়া হইয়া জানান যে, ইহাদের বেতনের এক নির্দিষ্ট হার ঠিক করা হইয়াছে। কিন্তু এই নির্ধারণ যেটুকু সহজ লাগিবে আশান্ত দিবে অনেকে ভাবি হইবে, এমন আভাসও পাওয়া যায়। এখন মেডিক্যাল সার্ভিসের বেতনের উপর নির্ভরশীল হইতে ভয় করিয়া পার্ট টাইম অথবা এই সুযোগ সহজে হাতে অর্থনিত বাসনা তৈয়ারী হইয়াছে। প্রথমে মনে করা হইয়াছিল যে, একদিন মারামারি করি হইয়া যাইবে। কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, ইহাতে কে লোকসান ব্যবসায়ীর আবদন দেখা যাইতেছে না। যাহারা আজও উপর ভিত্তি করিয়া বসিয়া আছিল কেরানীগিরি করিত এখন তাহাদের চাহিদা কি অবে ফুরাইয়া গিয়াছে? কিন্তু তাহারা কেহনা বিজনের মধ্যে যাইতে যাইবে? আমরা জানিতেছি, সরকারী অর্থের কথা। একটি দুঃসংবাদ কিছু দিন অন্তর অন্তর হইয়াছে: এই বছর কি যাবত হইল বলিয়া সরকারের হিসাব দিবেন? ইহা যে কোন্ খাতে বছরের মধ্যে পড়িবে, এ বিষয় আর কোনো বছরের খাতিয়ার কথা নয়। ইহাদের জন্য আমরা সকলে সহানুভূতিশীল, কিন্তু উহাদের উপযুক্ত যেন উপযুক্ত করিয়া দীক্ষার করিতেই হইবে। এইসব বেতনের যদি বৃদ্ধি না হয়, তাহা এইসব অধিবাসন কোথায় আসিয়া থেমে তাহা। ইহা অবশ্য বলা কথা যে, তখন আবার উপযুক্তকারীদের ইহার জন্য চাঁদাদার করিতেন।

ঘোরেকা ও বনস্পতি

বনস্পতির নূতন সভাপতি শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস ঠাকুর সিমলা আসে ঘোরেকা সম্বন্ধে ও বনস্পতি বিরোধী আন্দোলন ভাল ভাব প্রকাশ করেন যে, তাহাতে ঘোরেকা নিয়ন্ত্রণ ও বনস্পতি বর্জনের ব্যবস্থাকে সম্বন্ধের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং উপযুক্ত আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে। তিনি বলেন, কেবল সভায় বক্তৃতা দিয়া ও প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া এ-কাজ শেষ করিলে চলিবে না; ইহার জন্য সকলকে একাগ্রভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। ঘোরেকা বন্ধ করিলে ইহার আনুষঙ্গিক আরও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যক্ত হইবে, যেমন রাস্ত সিং ইত্যাদি তাহা উপযুক্ত প্রস্তাবিত দিয়া এই হইবে—ইহা ঠিক, কিন্তু তিনি স্মরণ, এ ব্যাপারে কেবল আইনই কিছু দেখিলেই চলিবে না। ইহার ব্যাপারে বিশেষ হইতে অন্যান্য তথ্য আনিয়া করা যাইতে পারে আছে,

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসাবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ধরনের অফিস ও বাসভবন নির্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লোহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্বর ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। মুয়েজের পূর্বাঞ্চলে সীসার তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পরেণ্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি স্টীমার—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা—১।

কিন্তু তাহা হইলে কোম্পানিকে তিনি অধিক মূল্যবান বলিয়া মনে করেন। তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, যোয়ারা বিমানে আরোহণ করিবে যদি সকলেরই তাহা না থাকিবার দরুণ ২য় পড়িবে ১য়, তাহা হইলে তাহাও অধিক হইবে। ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় দেওয়ার জন্যই বিমান-পোতের অধিকারে তিনি অধিক, এইরূপ তিনি এই আশা পোষণ করেন যে, যে কোনো ভারতীয়ের পক্ষে বিমান-পোতের ও কোম্পানি বিমানে অবস্থান করাও সম্ভব হইবে। কেননা ইহার দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতি বহুল পরিমাণে প্রচার করা হইবে। এমনকি সম্ভব তিনি মনে করেন যে, আমরা যদি যদি বাজারে না পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের ব্যবস্থা করা হইতে পারে; এমন কি বিশ্ব ভ্রমণের জন্য বিমান-পোতের ভ্রমণ ভালো। তিনি ভ্রমণ-ভাতি ভোগ করেন না, এবং ইহার দ্বারা তাঁহার স্বাস্থ্যের কোনো হানি ঘটে নাই। আমরা সকলেই একমত হইয়াছি, এবং-ইতিমধ্যে কয়েক লাখের মূল্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই অভাবের মুখে সংগৃহীত টাকাগুলি যাহাতে অন্য কাজের জন্য ব্যবহার করা না হয় সেজন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। কোম্পানি যে অর্থ সংগ্রহ করিতেছে তাহার দ্বারা বিমান-পোত ক্রয় করিয়া ইহাকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারের কাজে লাগানো যাইতে পারে, এবং ইহার দ্বারা যে সুবিধা করার যে সুযোগ অবশ্যই তাহার প্রথম সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। কিন্তু মূলধন সংগ্রহ ছাড়া অন্যান্য ব্যবস্থা কাজের মধ্যে হইতেছে। দেখা যখন মুখের আকাশ পরিষ্কার, তখনই আমার চারিদিকে সকলে বিমান-পোতের ইতিহাসটি শোনা যাইতেছে দেখি। এইরূপ যে কি করিয়া প্রস্তুত তাহা সকলেই জানেন, ইহা কল্পনার দ্বারা তৈরি করা হইয়া থাকে। ইহার কথা এই যে, আমরা বর্তমানে যেরূপ বিমান ও বিমান দেখা পাইতেছি। এইরূপ মূল যে অবস্থায় পড়ে হাওয়ার দ্বারা আমরা প্রায়ই ইহা না হয় করিয়াছি এবং বিশেষজ্ঞ ইহাদের অবস্থান ও ব্যবস্থার সহ করিয়া তুলিয়াছি। শ্রীযুক্ত ইতিহাস অবশ্য সকলের কথা বলিয়াছেন। আমরা এ বিষয় তাঁহার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমাদের দেশের এ অবস্থায় এই সমস্যার সমাধান হইতে কেন পাইবার জন্য বর্তমানে অবলম্বন উপায়ই হইতে হইবে। কেন গভর্নমেন্টের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে সুযোগ হাতে ফসকে যাবে। বিভিন্ন প্রদেশ, মিউনিসিপালিটিকে সঙ্গে লইয়া আন্দোলন করার সময় আসিয়াছে। কিন্তু এজন্য অনেকগুলি ব্যক্তিকে বিমানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিমান-পোত যাহা সম্ভব ও সহজে থাকবের মূলধন হইতে পারে; বহুলোকের তাহাই করিতে হইবে। দেশবাসী যদি সহযোগ হইয়া যাহা না যেন তাহা হইলে ইহাদের ধারণা যাইবেনা। আমরা সকলেই মনে মনে অনুভূতি ছিলেন, কিন্তু কেহই উহার কথা কিছু বলিতে পারিতেছিলা। ইহার জন্য দায়ী আমরা নিজে।

দেশবাসীর দায়িত্ব

আমাদের প্রধান দেশবাসীর দোষের তালিকায় যত সহজে কলিকাতার বাঙালির মুখরোচক উপাদান করিয়া বলেন যে, তাহাদের মনে মনে দেশবাসিতার দোষ রহিয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, বর্তমানে আমাদের দেশবাসিতা কলকাতাতে পরিণত হইয়াছে, এখন ইহাকে দোষমুক্ত করিবার উপর জোরেরও বলা বিশেষ কোনো সিদ্ধান্ত নাই। দুইদের আমলে বাঙালিদের সংকীর্ণ চোখে দেখা হইত, এই আমলেই বাঙালিদের অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় বলিয়া আমাদের দেশবাসিতা হইতে দূরে রাখা হয়। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিবার পর হইতে দেশের কথা বীতি পরিবর্তন হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বা অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় বলিয়া কোনো কথা আর রাখা হয় নাই। তিনি বলেন যে, তিনি অনেক দেশের মুখে শুনিয়াছেন, বাঙালি মুখরক্ষা কোনো অংশে ভারতের চেয়ে কম নয়। এখন বাঙালি মুখরক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে সমুদ্রকভাবে সাম্প্রদায়িক শিক্ষা দান করা; এই শিক্ষার বিনিময় হইয়া উঠিতে পারিলেই বাঙালি নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারিবে। যদিও অবশ্য পশ্চিম বাংলার কয়েক অঞ্চলের মেয়ে, মেয়ে ও বিমান-বাহিনীতে আছে। তাদের হিসাব নিয়া তিনি তাহার বলিয়াছেন, পশ্চিম বাংলার মত বাড়া হইতে যায় এত সংখ্যক অধিবাসীর বাস্তব পক্ষে বাংলার পক্ষে গৌরবের কথা নয়। এই ছাড়া হইতে আমরা অধিক সংখ্যক অফিসার মেয়েবাহিনীতে থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি জানান যে, মেয়েবাহিনীতে ৪০৬ জন, বিমানবাহিনীতে ১৩৬ জন ও নৌবাহিনীতে ৯ জন বাঙালি অফিসার রহিয়াছেন। এই সংখ্যা নাড়াই অতি নগণ্য। বাঙালি মুখরক্ষার এখন সচেতনী হইয়া দেশের শক্তি বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় হওয়া আবশ্যক। আমরা ইহাই বলিতে পারি যে, এই আহ্বান বাংলার মুখরক্ষের এক পরম সুযোগ। এখন অবশ্য, সুযোগ আসে এতদিনই আসে। আজ যে সুযোগ দেখা দিয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করা মুখরক্ষের কর্তব্য। কখনো তাহারা এ সুযোগ পায় নাই, তখন তাহাদের অন্যে দোষের লক্ষ্য আমরা দেখিয়াছি। এখন সময় তাহা আসিয়াছে, তখন তাহা গ্রহণ করার সময়ে। ভারতীয় বাহিনী এখন পুনর্গঠিত হইতেছে, এই সময় বাংলার মুখরক্ষের উপযুক্ত যোগ দিতে হইবে। সকলের আমরা তাহাদের নীতি নয়; কিন্তু অন্তত এটা করাই তাহাদের দেশবাসিতার প্রধান উপায়। যে বাঙালিরা অধিক হইবার যোগ্য হইতে সাহায্য হইতে পারে তাহার জন্য, বাংলা বলিয়া কেন, তাহাদের গ্রহণের জন্যে মুখরক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন হইতে হইবে। আর-এ কথা এই যে, দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন তখনই হয় মুখরক্ষের উন্নয়। বাংলার মুখরক্ষ ভারতের কর্তব্য কাজে যেন অবহেলা না করে।

বর্ষশেষে ক্ষতি

বোম্বাই কাপড়ের কলের বর্তমান বছরের ৩০ মাসে প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। অর্থনৈতিক পরিচালক এই বছর যখন শেষ হইয়াছে তখন সমস্ত করিয়া দেখা গিয়াছে—১০ কোটি ৮০ লক্ষ মণ কাপড় এবং ২ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা কম উৎপাদন। ইহার দ্বারা শ্রমিকদের কারখানের সময় যে ক্ষতি হইল তাহার মোট পরিমাণ ২ কোটি টাকা, কিন্তু অনিবার্যের ক্ষতির পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা তাহার মূলধনের এইরূপ আশা ছিল যে, ১৯৪০-৪১ সালে তাহাদের কারখানার মিলগুলিতে ৪০০ কোটি মণ বস্ত্র উৎপাদন করানো যাইবে। কিন্তু বছরের শেষে ইতিহাসে অনেকটা কাজ হইল। ইহাতে এ বছরের কম ক্ষতি-গ্রস্থ হইল না। যাহারা বছরটির হিসাবে মেয়ে তাহাদের চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

নিয়মাবলী

• "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

• মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা

• ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

• ষাণ্মাসিক ৩.০০ দুই টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্মাধ্যক্ষ, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

এজেন্সীর জন্য "কর্মাধ্যক্ষ, প্রচার বিভাগ"

"আর্থিক ভারত" এবং কর্মাধিষ্ঠান

বিল্ডিংস, ১৩, নেতাজী সুভাষ রোড,

কলিকাতা।

এই ঠিকানায় পত্রব্যবহার করিতে হইবে

পণ্যদ্রব্যের বাজার

বন্যায় ও ভূমিকম্পে খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি

সম্প্রতি খাদ্যমন্ত্রী এক বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, দেশের সংকটাবস্থা অবশ্যই কাটাইয়া ওঠা গিয়াছে এবং আশা করা যায় যে, সম্পূর্ণরূপ সাফল্য লাভ করা যাইবে। খাদ্যমন্ত্রীর এ বিবৃতি সময়োচিত বলিয়া সীকার করিলেও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের ধারণা এই যে, এইরূপ আশার কথা শোনাইলে সরকার আরো দুই বছর তাহাকে বিশেষ কষ্টে পড়িতে আমদানী করিতে হইবে। কথা আমদানির পরিমাণ কিছু কমিবে, কিন্তু একেবারে আমদানি বন্ধ করা যাইবে না। আসল পরিস্থিতির একটা সঠিকজ্ঞান বিশেষ এই যে, তাহাদের কেন্দ্রীয় সরকারই এই কথা সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময়ে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিশেষের অবস্থাটি যাহা খারাপ হইতে তাহার চাহিতে আরো করিতে পারে তাহার সম্পূর্ণ সংবাদটিও তাহারা দেশের লোকের নিকট পেশ করিয়াছেন। এখন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বন্যা প্লাবিত বিভিন্ন জেলা ও এলাকার বিভিন্ন জেলার তুলনায় (বাঙ্গালা) আমন ফসলের আমদানি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা আসাম বিভাগের অন্য অংশের পাওয়া গিয়াছে। তবে মোট পাওনার মধ্যে প্রায় ১ কোটি টাকা নাগ হইয়াছে বলা হয়। কিন্তু টাকার অঙ্কের দিকে, এই আসামের তুলনায় সরকারের ক্ষতি আসামেরই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আসাম তিনির অবস্থা বলা যাইতে পারে। বৃটিশ সরকারের খাদ্য-দপ্তর তাঁহাদের দেশে বিভিন্ন কিছুটা অংশ—প্রায় ৪০ লাখ টন—আমদানিকারকদিগকে ফিরে পাঠাইয়া হইয়াছেন। এই পাঠানির ফলে খাদ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি পুনরায় সফর হইবে; তিনি পূর্বে ও বেতনাদি অন্য তিনির ব্যবস্থা যাহাতে ফিরে করা যায়াছিলেন।

"তোমার দুই অনেক প্রতিশ্রুতির উত্তর তবে এবং ইহাকে সুর করিয়া করা কৃষকের ব্যাপারের আমরা হইয়া যাইবে—এইরূপ আশা ফিরে। কিন্তু ব্যাপার এখন যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, ততদিন প্রতিশ্রুতি আর যাহিবেন, এবং কৃষকে বিশ্বাস হইবে না। বাঙ্গালা পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালনে উপরে হয়ে সরকার বলিয়া মনে হইতেছে। এখনকার অবস্থায় ঠিক করিলে এবং অবিলম্বে ব্যবস্থা আরম্ভ করা অনেক সহজ হইবে এবং তাহা যদি হয়, তাহা হইলে পাট ও তুলা উৎপাদনে যাহাতে সরকার অধিক মনোযোগ দিতে পারিবেন। খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে সরকারের অনেক ব্যবস্থা অবলম্বনের ইচ্ছা আছে, বিভিন্ন নদী পরিকল্পনাই ইহার প্রমাণ। সরকার যদি বিশেষের উপর নির্ভর করিতে না হয় তাহা হইলেই এইসব ব্যবস্থা অল্প করিতে সরকারের অনেক সময় লয়।

আমাদের দুই এক বছরের মধ্যেই অবস্থাটি সঠিকভাবে বলা যাইবে। এক সময়ের জন্য যদি সরকার অবস্থা সঠিকই জানিতে পারিয়া যায় তাহা হইলে চলে মুনিকল-আসানের সরকারের হাত দিতে পারিবেন। এইসব পাওনাদারের চলে পাইতে বিলম্ব হইবে। এই ব্যাপারে ঠিক বর্ষাকালের একটি প্রয়োজন বিচারের তাহার আর একদিন ব্যাপারে অনুকূল করা সরকারের আবশ্যক। আসল কথা এই যে, বিলম্ব করিয়া সরকারের। চাপনা আবশ্যক। যে পরিমাণ জমি এবার আউশের অনুকূল করা অবস্থায় হইয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণ জমি উপযুক্তভাবে চাষ করা যায় তবে তাহার দ্বারাই দেশের বাহিরে অপেক্ষাই পূরণ করা যাইতে পারে। এইরূপে খাদ্যের বাহিরে পূরণ চলে পাট ও তুলা চাষে সরকারের উৎসাহের পরিচয় যাহাতে করিতে পারেন।

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক যে পরীক্ষা কার্য চালানো হইয়াছে তাহা হইতেই দেখা যায় যে, চাষ যদি উপযুক্ত ভাবে করা হয় তাহা হইলে আশ্চর্য উৎপাদন পরিমাণ করা যাইতে পারে। ইহার জন্য চাষ উন্নততর পদ্ধতি প্রয়োগের আবশ্যক হয়। কিন্তু এই ভয়ে নূতন পদ্ধতি প্রয়োগ করিলে যাহা হয় তাহা কিরূপ হয় তাহার কোনো হিসাব আজ পর্যন্ত হয় নাই। এ বিষয় যদি অনুসন্ধান হয়, এবং চাষীকে যদি উৎসাহদানের চাষের জন্য তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে আজ যে জমিতে যে ১০ মণ করিয়া উৎপাদন করিতেছে, সেই একই যে ১৫ মণ উৎপাদন করিতে পারিবে।

উহা প্রয়োগে খাদ্যদ্রব্যের বাজারে কোনো পরিবর্তন আসে নাই। বাঙ্গালা বাজারে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। কোনো বাজারে খাদ্যদ্রব্যের চালানি হয় নাই বলিয়াছে। সংবাদপত্রে বিশেষ হইতেছে না। চালের চালাচালি কোনো বিশেষ, এক বন্ধ আমদানীকারক চালের মূল উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়, অপেক্ষা বেশি।

ইহা সকলেই স্বীকার করে যে, আমেরিকা আমদানি সংবাদের কাজ আরম্ভ হইয়াছে না। ইহার পূর্বে সাধারণের কাজ যেরূপে করা হইয়াছে, তাহার চেয়ে অধিক উৎসাহের ও উদ্যোগের সহিত কাজের সংখ্যা করা হয় তাহার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। অধিক শস্য উৎপাদনে ও সংরক্ষণে কাজের অধিকতর উৎসাহ করা হয় তাহার জন্য জনসাধারণের সহযোগী কার্যকারী শ্রীযুক্তদল হাত বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে কর্মিরা যেরূপ ইহাদের দিয়া হইয়াছে। বিভিন্ন সংবাদের কাজ হইয়াছে সন্দেহের বস্তু। এই কারণে উন্নত বিবরণের সকল দৃষ্টিতে নিয়োগের প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি বন্যা ও ভূমিকম্পে ঠিক কতটা পরিমাণ শস্য নষ্ট হইয়াছে, তাহার হিসাব করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে সরকারী বিশেষ কাজ হইয়াছে। এখন মনে হয় যে, প্রথমে যেরূপ আশঙ্কা করা গিয়াছিল, ক্ষতির পরিমাণ তাহা হইতে অনেক বেশি হইয়াছে। কেন্দ্রীয় উদ্যোগেই প্রায় ১০ লক্ষ মণ মজুরের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা জানা যায়। আসামের ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর; এবং তাহার উৎপাদন ক্ষমতা বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে। এখন অবশ্য যে পরিমাণ আমদানি করিবে, এবং এই সকল স্থানের মোট চাহিদা বলিয়া, তাহার হিসাব করিয়া মোট ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

সম্প্রতি সরকারে যে বন্যা হইয়াছে, তাহাতে সরকারী আমদানি বহুল পরিমাণে প্রচুর করিতে হইয়াছে। এবং ইহার দ্বারা দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে বিশেষভাবে।

গুড়

বিভিন্ন জেলে গুড়ের বাজার স্থির রহিয়াছে। গুড়ের এই-আসা ফসলের খুব সমান। বর্ষার সম্ভাবনা করা যায়, এইরূপ অবস্থা গুড়ের চালানি বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে। কিন্তু উহার এলাকাগুলির এই অবস্থার জন্য বেশি পাওয়া যাইতেছে না। বোম্বাইয়ের অনেকটা যায় এলাকায় গুড়ের আমদানি নীরবতা পরিমাণে, কিন্তু ইহার পরিমাণের খুব বেশি নয়। আর কিছু সময়ের মধ্যেই নূতন গুড়ের পাওয়া আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়া ব্যবসায়ীরা মনে করেন। তাহাতে এখন চলিলে মূল্যের কোনো পরিবর্তন হইবে না, এই ধারণায় এখন ব্যবসায়ী গুড় উৎপাদনের জন্য আর তাড়াতাড়ি কিনে মন দিতেছে না।

আখের মধ্যে উহার প্রধানই হইতেছে গুড়ের জন্য গুড় ও চিনি উৎপাদন ক্ষেত্র। এই প্রদেশের পুরাতনে বন্যার ফলে গুড়ের প্রায় ১০ ভাগ আখের ক্ষতি হইয়াছে। ইহার ফলে গুড় ও চিনি উৎপাদন

কতটা কৃতিত্ব হইবে তাহা এখনি বলা যাইতেছে না। কেননা বাজারে এখন যে মূল্য বোধ চলিতেছে তাহাতে শুল্ক-বিবেচনার করিয়া অধিক লাভ করিবার সুযোগ চানীরা বিশেষ কিছু আশা করিতে পারে না। মূলত ইহাদের এই আশা করাই যে খুব বেশি আশা এই বলিবার, তাহার চেয়ে বেশি সাফল্যের উপযোগিতা ও কেহ পারে।

১৯৪ পৃষ্ঠার পর

বেচা-কেনা হইবে এবং উহা বোম্বাইয়ে টিকাটাল কমিশনে কে তাহার খাই সাধারণ [illegible]।

শ্রীযুক্ত ব্রজ—আপনারা বলছেন এইরূপ এক আশা করা হইয়াছে যে, উহাদের ছেলে অন্যত্র ৫।৬০ খানি অনুষ্ঠান যদি বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার অন্যরূপ এখন কলিকাতা ও মফঃস্বলে অনুসন্ধান করিলে যে পাই পাওয়া যাইবে, তাহার অধিক কিনিবার মধ্যে সরকারে যখন কাজ করিতেছেন, তাহারা প্রথম আশা না-ও ৮৩৯ টাকা অতিরিক্ত চাহিবার কাজে চালু রাখিতে পারিবে। বিশেষত এর পক্ষে খাটে মূলত অনেক পাওয়া যাইবে; প্রকৃতপক্ষে পাওয়ার ১৯৪৯ কোন পাই না পাওয়া গেলেও, ১৯৪১ সালের যে পাওয়া তাহা পাইবে কোনই অভাব হইতে পারে না। ইহার মধ্যেও যে অনেক ভালোর পাইবার সুযোগ হইয়াছে।

এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্য তুলা চালান

ফেডারেল কমিশনার এই মর্মে আদেশ জারী করিয়াছেন যে, তাহার নিকট হইতে অনুমতি না লইয়া এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে বা রাজ্য এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে তুলা চালান করা যাইবে না। কেননায় তেমন যদি উহা ক্রয় করিয়া থাকিলে এবং তাহা তেমন বিক্রয় অন্য রাজ্যে চালান করিয়া থাকিলে ইহার কারিগর হইতে পারিবে

১৯৩১ সালের তুলা নিয়ন্ত্রণ আইনের অনুসারে তুলা এক্ট মূলত আদেশ জারি করা হইয়াছে। ফেডারেল কার্যের ব্যবহার বিষয় করা হইয়াছে। ফেডারেল ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরের পূর্বে যে সকল তুলার মূল্য বীজ নিয়ন্ত্রণের আদেশ হয় না তাহারা উহা ইলাম করিয়া হয়, তাহাতে ফেডারেল কমিশনারের নিকট হইতে ফর্ম্ম ও ফরম ও মূল্যে বীজ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বীজ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিলে অন্যথায় কমিশনারের দেওয়া হইবে।

১৯৬ পৃষ্ঠার পর

পাট

আমদানি ইংরাজ ৩১২৲, অন্যান্য ৯৯৲, বাংলায় ৮৮৲, বিহার ৪৭৲, উড়িষ্যা ২১৪৲, আসামে ৩৯৲, কোচ ইন্ডিয়া ১০২৲ রাজস্ব ৩৪৫/০, পাঞ্জাব ৩৭৫৲, অন্যান্য ৪৮৲, বিভিন্ন ২১৪৲, নৈনাই ১৮০৲, কাশ্মীর ৩৭০, বর্মা ১৮০ মহারাষ্ট্র ১০৮/০ বোম্বে ২৫৬/০।

ইন্ডিজিরারি

ফ্রেঞ্চ ইং ৯৯/০, বার্ন এন্ড কোং ৩০৫৲, ইন্ডিয়ান স্যাসনাল ৪৬০, ইন্ডিয়ান আয়রন ৩৬৲ ইন্ডিয়ান স্টোরেজ ওয়াগন ৯১০, ফেলস ১৩৪/০, ব্যাবকক ৪/০, টেলকো ৫৯ বেঙ্গল নাগপুর ১০১০, ইস্ট কোস্টসেলস ২১৬/০।

চিনি

বিহার সিমেন্টিংস্ ১২৬০, অমল ১৯৫/০, বটলার্স ৬৬/০।

বিবিধ

অ্যাসোসিয়েটেড ব্রিকস ২৫৵০, বি, আই কর্পোরেশন ১৩৬/০, অ্যালকাটা থ্রেড ৫/০, অ্যালকাটা কেমিক্যাল ৭০, ইন্ডিয়ান অ্যালকালি এয়ার ওয়েজ ২৬/০, ইন্ডিয়ান টুল প্রোডাক্টস্ ৩৩৬০, আসাম কোল ৫১০, মার্টিন বার্ন ১৭৲, দ' ওয়ালস ৯৯৲, বোম্বাস ইন্ডাস্ট্রি ৩৫/০।

To-Let

সংবাদ সংকলন

পশমের রপ্তানি-বাণিজ্য

গতবৎসরের তুলনায় ভারতীয় পশম আর ৫৯ পার্সেন্ট রপ্তানি হয় নাই। রপ্তানি অতিরিক্ত ১৮৯৯ টন পাওয়ায় যেসব অঞ্চল পশম শিল্প করিয়া রহিয়াছে বলিয়া এই রপ্তানি বন্ধ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে রপ্তানির পরিমাণ ৮৩'৪৮ লক্ষ পাউণ্ড ছিল; ১৯৪৯-৫০ সালে তাহা ২,৭৩৩ লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছে। তাহাতে পশম আজ নিম্নশ্রেণীর বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে, তাহার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। এই সময় কার্পেট ও গালিচার রপ্তানিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের ৮৩'৩৪ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯৪৯-৫০ সালে ১,০১'২৪ লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছে। উঃ৷ পশম রপ্তানি তাহা অপেক্ষা বেশী হইতে পারে এবং রপ্তানি যে বিশেষ লাভজনক তাহা বলিয়া দিতে হইবে না।

পশম বাণিজ্যের ইহা আর এক দিক। রপ্তানি বেশী হইলে, আমদানীর পরিমাণও বিশেষ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৯-৫০ সালে উহা পশম আমিয়াছে ১,১৭৮৩ লক্ষ পাউণ্ড; উহা রপ্তানির অপেক্ষা পরিমাণে ১,৫৫৯০ লক্ষ পাউণ্ড কম। কিন্তু মূল্য হিসাবে দেখা যায়, ভারতীয় পশমের দাম ৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা, আর বিদেশী পশমের দাম ৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ আমদানীর অল্প দাম দিয়া অনেক টাকা আদায় করিয়াছে। পশমী সূতা বিদেশ করিয়া (১৯৪৯-৫০) বিদেশী আমদানীর দাম ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে; আমরা যে স্থলে পাইয়াছি ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা; বস্ত্রাদি কার্পেট ও গালিচা ৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ আমদানীর পশমী দ্রব্যের অল্প এক্ষেত্রেও উপেক্ষণীয়। মোট আমদানী ১ কোটি টাকার বেশী, আর রপ্তানি ধরিয়াছে ৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা।

উঃ৷ পশম রপ্তানি বন্ধ করার যাহারা এই বন্ধ বি বা পড়া পাইবেন ইংলণ্ডে তাহাদিগকে অর্থে-২,৪.৫ বিশেষ অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের পক্ষে ইহার মূলধন অন্য আয় করিয়া ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইবে। রপ্তানি একেবারে বন্ধ করার মূলে হয়ত পার্লামেণ্টের বিরোধী আছে; কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ কম করিয়া দিলেও অসুবিধা হয়। আজ অন্যান্য বাজার হইতে পশম আমদানীর প্রয়োজন, সে জন্য বাজার হইতে ক্রয় করিয়া এবং এখানে মূলধন খাটিয়া পশমী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দেশে আনা। মূলধন করিয়া ভারতীয় পশমকে বাজারজাত করিতে বেগ পাইতে হইবে।

ক্ষেত্রে অন্য বাজারের উপযুক্ত পশমের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, কেবল ক্ষেত্রের নিম্নস্তর পশম প্রয়োজন মিটানো যায় না বা আমরা বিদেশী পশমের আমদানী সংক্ষেপ করা যায় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

ভারত সরকারের বিরোধী পূর্বাভিজ্ঞতা করিয়া অল্প বিস্তর পরিমাণ পশম রপ্তানির অনুমতি দিয়াছেন।

উৎপাদনের পরিমাণ

ভারতবর্ষে ১৯৪৯-৫০ সালে উৎপাদিত পশমী সূতা ও বস্ত্রের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৮ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১ কোটি গজ; মূল্য ৫ কোটি ২৩ লক্ষ এবং ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। পূর্ব বৎসরে সূতার পরিমাণ ছিল ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র ৫ কোটি টাকা; পশমী বস্ত্র ছিল ১ কোটি গজ এবং মূল্য ৩ কোটি টাকা।

ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ ঘোষাল

শ্রীযুক্ত প্রমথ ঘোষাল ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (য়ু.এ.) হইতে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভের পর সম্প্রতি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালে তুলার স্থলে তিনি তুলসী বীজ লইয়া গবেষণা করেন এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার গবেষণার 'আর্থিক পদার্থ বিদ্যা' সম্পর্কে গবেষণা করেন। আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁহার গবেষণা সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ডঃ ঘোষাল ১৯৪৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি পরীক্ষায় পদার্থ বিদ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহারই জন্য তাঁহাকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। তাঁহার পিতা ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ ঘোষাল কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ।

আবর্জনা হইতে সার উৎপাদন

১৯৪৯-৫০ সালে পল্লী এলাকায় সারের উৎপাদনের ব্যাপারে পল্লির অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ১৭ হাজার টন অধিক সার উৎপাদিত হইয়াছে। মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১,১৭,০০০ টন। উহার মধ্যে অন্যান্য ১,০৪,০০০ টন বাজারজাত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সার প্রস্তুতের জন্য পুরস্কার হিসাবে ১৯৪৯ সন প্রত্যেকে ১০ টাকা, ১৯৪৮ সন প্রত্যেকে ৫ টাকা এবং ১৯৭ সন প্রত্যেকে বিশেষ পুরস্কার হিসাবে ৫০ টাকা করিয়া পাইবার ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন।

এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগটি আবর্জনাদি হইতে সার প্রস্তুত করিয়া উৎপাদন বাড়াইবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। এই বৎসর প্রত্যেক ইউনিয়নে মূলধন সর্বাপেক্ষা ভাল সার প্রস্তুত করিতে ১৫ টাকা ও ১০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া যে সকল মহিলা এক হাজার ঘন ফুট সার দিতে পারিবেন (৫০ টনের সমান) প্রস্তুত করিতে পারিবেন তাঁহাদের প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

মহকুমাশাসক ও অন্যান্য সকল বৈদেশ পরিদর্শন করিয়া ভাল সার প্রস্তুত করিতে উৎসাহ দানের জন্য সরকার আরও একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। এই সারের টন প্রতি বেড় টাকা এবং একশত টন অথবা তদোর্ধ্ব পরিমাণে জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বন্য হস্তী শিকার

বন্য হস্তীর উপদ্রব হইতে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে আসামী অক্টোবর মাস হইতে ১৯৫১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত হাজার পঞ্চাশটি বন্য হস্তীকে শিকার করা হইবে। এই বন্য হস্তী শিকারের ফলে পশু পশু একশ করিয়া পশু উপদ্রবের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

অনুমতিপত্র অনুযায়ী লাইসেন্স মেলা ও ঘোষাল সাহায্যে হাতী ধরা হইবে। বাজপেয়ালা হাতীপিছু ৭৫৲ টাকা, বাজেয়া হাতীপিছু ৬০৲ টাকা এবং বাকি হাতীপিছু ৭০০৲ টাকা করিয়া জমাদী সরকার পাইবেন।

তুলা ক্রয় সম্পর্কে নির্দেশ

তুলা ক্রয় সম্পর্কে সরকার যে পদ্ধতি স্থির করিবেন, তদনুসারে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা তাহাদের প্রয়োজনীয় তুলা ক্রয় করা, তুলার ও তুলিবার ব্যবস্থা সংরক্ষণ সাধনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার নিম্নে একটি উপদেষ্টা বোর্ড নিয়োগ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

এখান এখান হয় বার্ষিক সমিতি এবং তুলা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ হইতে প্রতিনিধি লইয়া এই

১৯৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

শেয়ার বাজার

বাজারের অবস্থা বিলক্ষন মন্দা

কলিকাতা, শনিবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর—এসপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজার বিশেষ অন্ধকারেই ছিল বলা যায়। কেনা-বেচার কারণ বিশেষরূপে হ্রাস পায়। এবং বিভিন্ন ক্রেতারা বাজার চাঙ্গিয়ার অভাবে কেনা বিক্রির খেলাতে যোগ দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে বাজারের মোটামুটি অবস্থা।

আলা বিভাগীয় শেয়ার এককথায় স্থির ছিল বলা চলে। কেনা-বেচা কলিকাতাতেই বেশ হ্রাস পায়, টাটা ৫৬৯০ আনায় নামিয়া আসে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৪৯৯০ আনায় পৌঁছায়। ১৯৯০ পরে হঠাৎ কেনাকাটার ক্রেতা পায়। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ৪৯৯০ আনায় স্থির হয়। কিন্তু ৪১৯০ আনায় ক্রেতাদের কাঁপাবার জন্য যথেষ্ট বিক্রয় হয়। এই অবস্থা ১৯৯০ আনায় বন্ধ হয়। শেষে ৪৯৯০ আনায় স্থির ছিল।

পাটের শেয়ার ছিল বিশেষরূপে দুর্বল। ৭৯৯ টাকাই অথবা আরো কমিয়া ৩১৯৯ টাকা দরে কেনা-বেচা হয় বলা যায়। ফাটকাবাজী করে এবং বন্ধকের ১৯৯৯ দরে লওয়া হয়। ৩৯/০ দরে খুচরা বাজারে বন্ধ বাধিয়া যায়, এবং ইহার শেষ বাজার পড়তার সময় ইহার দর ৩৫ ৩১৯০। মীরা ৮১৯ ও ৮৯০ আনায় বন্ধ হইলেও কিনিতে থাকে।

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল বিভাগীয় শেয়ারের ৭৯ চাহিদা আদৌ বলিয়া মনে হয়। ১৯৯০ দরে কেনার কেহ নাই বলিলেই হয়, ইহা ক্রেতাদেরই ১৯৯ দরে পাওয়া যায় বলে। বার এণ্ড কোং ৩০১৯ ও ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন ৪৯৯ দরে কেনা-বেচা হয়। ইন্ডিয়ান আয়রন বিশেষরূপে দর ছিল। ৩৯/০ আনা দরে সাপ্তাহিক এককাটে থাকিয়া দিনের শেষ দিকে ইহার দর কিছুটা হ্রাস পাইয়া ৩২৯/০ আনা হয়। ইহার বন্ধকেনাকেনার দর পুনরায় ৩২৯/০ আনা হয়।

বিবিধ বিভাগীয় শেয়ারের প্রতি ব্যবসায়ের বিশেষ দৃষ্টি ছিল না বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার বাজারে ইহার পরের দিনের বাজারের কোনো ইঙ্গিত আছে না। কেবল প্রথম দিনের দর অপেক্ষা বাড়িয়া যায়। প্রথম দিনে বাজারের যে মোলায়েম ভাব, দ্বিতীয় দিনের দিকে তাহা কিছুটা দূরত্ব ধরিয়া যায়। বাজার বন্ধ হইবার সময় মনে হয় যে বাজার যেন বন্ধ হইয়াছে, বাজারের অবস্থা এখন অবশ্যটা দ্বিতীয়ার দিকে যাইতেছে।

কলার শেয়ারে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনা। ১৪/ দরে ১৩৫ লাভবন্ধ হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার দর কিছুটা হ্রাস পাইয়া ৪১৯০ আনা হয়। মেটাল ইণ্ডিয়া ৫৲ টাকা দরে ৮ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ৪৯৯ আনা দরে স্থির থাকে। ইহার ৮টি মুটিয়ার কলার বাজারের অবস্থা এক রূপ। এই অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না। এবং আশার ইহার পরিবর্তন খুবের তাহাও মনে হয় না।

পাটের বাজারও একই ধারায় চলিয়া যায়। কেরোসিন তেল হইতে মিশর তেলো চাহিদা আসেনা এবং ইহার ফলে শেয়ারের দর বাড়িবার দিকেই তেমন দেখা যায় আগের ইণ্ডিয়া পূর্বদিন ৩০১৲ টাকা হয়, এবং ৩৫৩৯ হয় ৩৫৬৲। অবশ্যাত ১৫৯৲ টাকা হয় আর আসর পাড়া ১৯৯০। বাকরা ৩৫৯/ আনায় খুলিয়া ৩৫৯/ আনায় বন্ধ হয়।

ইন্ডিয়ানাইট শেয়ার আরও কিছুটা হ্রাস পায়। কেরোসিন দর আরও কিছুটা হ্রাস পাইয়া ১৮/০ আনা হয়।

সপ্তাহের শেষদিনটি বাজারে সামান্য একটু উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। কলার বাজারে অবশ্য কেনাবেচা উন্নতি দেখা যায় না। বন্ধকের ১৩/০ হয় হয়। কলাপাতাটি ৩৫৲ টাকায় কাছাকাছি হয় থাকে। ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল সামান্য লাভিয়া ৫৯০ হয়। পাটের বাজার একটু উন্নতি দেখা যায়। এই শেয়ারের দরের কিছুটা উন্নতি ফলিয়া ৮৫৯০ আনা হয়। আসরের দর হয় ৩১৯৲। ২১৯/০ আনা আসর দরে ডিলারের শেয়ারের কাজ-কারবার হয়। এবং ঘনিষ্ঠতা ২৮০৲ দরে কেনা-বেচা হয়।

ইন্ডিয়ানাইট শেয়ারের দর কোনোরূপে পরিবর্তন হয় না। জেসপ শেয়ার আসর দর বাজারে পরিষ্কার ছিল। বাকরা ৩৫০ আনা দরে খুলিয়া বন্ধ ৫/০ আনা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫৯/০ আনা হয়। বিবিধ বিভাগীয় শেয়ারে তেমন পরিবর্তন ঘটে না। বাহুলেশ ব্রাদার্স ২১০ ও বি আই ৩৯৯পয়েন্টস ১৯৯/০ আনা দর হয়।

বাজারের হালচাল

(বাজার বন্ধকালীন দর)

সরকারী কাগজপত্র

৩৲ সুদের ১৯৯/০, ৩৲ সুদের (১৯৫৭) ১৯৮০, ৩৲ সুদের (১৯৬৩) ৯৬৮০, ৩৲ সুদের (১৯৫৩-৫৪) ১০১৫/০, ৩৲ সুদের (১৯৫৭) ১০১৫/০, ৩৲ সুদের (১৯৬৩-৬৪) ১১৯০, ৩৲ সুদের (১৯৭০-৭৫) ৯১/০।

ব্যাঙ্ক

ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ৭৯/, ব্যাঙ্ক অব, ইম্পিরিয়াল ৮৲।

কাপড়ের কল

বাউরিয়া ১৫৫।০, বঙ্গশ্রী ৫৯০, মিহি ফিফ্‌টোরিয়া ৮/০।

কলা

ব্যাঙ্ক কোলিয়ারী ৯৯/০, বরাকর ১৫৫/০, কলাপাতাটি ৩৫৯/০, নিউসোল ৬৯/, সেন্ট্রাল ১৫৯ ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল ৫৬/০।

১৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৪৯, বিডন্‌ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত, মুদ্রিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর পক্ষে ৩৫৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিটস্থিত, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৪৯, বিডন্‌ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬ হইতে প্রকাশিত। ম্যানেজার :— শ্রীহরিসাধন মুখার্জি।

RBGD No. C 3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ২৫শ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ১৭ই আশ্বিন ১৮৫৭ : ৪ঠা অক্টোবর ১৯৫০ | মূল্য ১০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১৯৭
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি	
প্রাসঙ্গিক	১৯৯
কমিটিনিষ্ঠা ও নেতৃত্বে বাধ	
আমেরিকার পথ	
রাজসাহীর খবর	
মানুষের দুর্ভিক্ষ ও পরিসংখ্যান	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	২০১
চিনি	
গুড়	
চা	
সংবাদ সংকলন	
মূল্যহ্রাস হ্রাসে ভারতের বহির্বাণিজ্যের অনুকূল অবস্থা	
শেয়ার বাজার	
বাজারের অবস্থা এখনো মন্দা	

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি

এই সপ্তাহে কংগ্রেসের বর্তমান কর্ণধার শ্রী পুরুষোত্তম দাস টাণ্ডনজীর শুভ পদার্পণ পশ্চিমবঙ্গের নানা বিশিষ্টশ্রেণীর জনগণের মধ্যে একটা উৎসাহ সঞ্চার করেছে। বিহারী সভাপতি এই প্রদেশের এই দুঃসময়ে প্রপীড়িত জনগণের সান্ত্বনা দিবার জন্য একটিবার তাঁহার দীর্ঘ দেড় বৎসরকাল কার্যকালের মধ্যে আসিবার সময় হয় নাই উহাতে জনগণ হতাশ হইয়াছিল। বর্তমানে টাণ্ডনজীর প্রথম সফরই এই পশ্চিমবঙ্গেই আরম্ভ হওয়াই এই নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা কংগ্রেস কর্মীদের ও সাধারণের মধ্যে দেখা যাইতেছে তাহাকে যে বিপুলভাবে সংবর্ধনা করে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে তাহাই প্রমাণ লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা শ্রবণ করার উগ্রীব আগ্রহ লক্ষ্য করার বিষয়।

তিনি অবশ্য বৃদ্ধ হলেও তাঁহার কর্মক্ষমতাও দেখে প্রবীণ বাঙালী যুবকদের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা উচিত। তিনি বিভিন্ন সভায়, অবসরে বৈঠকে বক্তৃতা আলাপ আলোচনা করিয়া যাইতেছেন, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ যে দুইটী প্রধান সমস্যার দ্বারা প্রপীড়িত হয়ে পড়েছে তাহার জন্য যেন ছুটে এসেছেন। তিনি কংগ্রেস ও সরকারের অল্পশ্রমনীতিকে ভ্রান্ত বলিয়া ঘোষনা করিতেছেন, দেশ বিভাগ করিয়া যে মারাত্মক ভুল করিয়াছে তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষনা করিতেছেন। উদ্বাস্তু সমস্যা বাংলা তথা ভারতের অর্থনৈতিক ধমনিয়ার বসে আছে উপলব্ধি করেছেন। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন যথা শীঘ্র উদ্বাস্তুর পুনর্বসতি ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। যথা শীঘ্র উহার ব্যবস্থা হইবে ততই তাহাদের পক্ষে কল্যান। এই জন্য তিনি প্রস্তাব করেছেন যদি

গভর্ণমেণ্টের বর্তমান ক্ষমতায় অর্থবায়ের অবস্থা না থাকে তবে ছুতন কর আদায় করে হলেও ইহার সমাধান করা একান্ত দরকার অবশ্যই মনে করে ছুতন ছুতন কর প্রপীড়িত জনসাধারণ স্বাধীনতার আস্বাদ যেভাবে বিশ্বতার মধ্যে উপলব্ধি করিতেছে তাহাতে ছুতন সমস্যার উদ্ভব হবে, আমাদের প্রধান মন্ত্রি বলিতেছে বর্তমান অবস্থায় ছুতন কর বসান কখনও সম্ভব নহে। আমরা মনে করি যেভাবে হউক এই উদ্বাস্তু সমস্যা যত শীঘ্র ইহার একটা সুসমাধান হয় তাহাই সরকারের এবং জনসাধারণের মঙ্গল। জনসাধারণ ও সরকারের ঐকান্তিক সহযোগীতা ছাড়া এই বিরাট সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে, ছুতন ছুতন শিল্পের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে পারিলে বাস্তুহারাদের কর্মে নিয়োগ করে পুনর্বসতির কাজও হবে আর উৎপাদন বৃদ্ধিরও সহায়ক হবে।

বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীলরা টাণ্ডনজীর নির্বাচনে যেমন উৎসাহবোধ করেছিলেন তেমনি শাসক কংগ্রেসের অনাড়ম্বর সমাপ্তির জন্য জনগণ হতাশ হয়ে পড়েছিল। প্রতিক্রিয়াপন্থীদের নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র বা ব্যক্তির প্রগতি হয় না। টাণ্ডনজীর নিজস্ব একটা আদর্শ আছে তাহা ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারত যেমন সংঘর্ষকে চায়ে না তেমন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার মধ্যে কোন সত্যকে লাভ করে না। পাকিস্থানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অবিচারকে তিনি প্রতিবাদ করে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় মনে করেন না, তিনি ভারতের মুসলমানদের বলেছেন সংখ্যালঘু সমস্যা দেশ বিভাগের বিষময় ফল। তাই বলিয়া সংখ্যালঘুদের উপর ভারতে অধিকার করে নিজেদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহা যদি হয় হিন্দুদের পক্ষে কলঙ্কজনক হবে। পাকিস্থানে হিন্দুর প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে তাহা তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, মহাত্মা গান্ধি, সর্দারজী, পণ্ডীতজী প্রভৃতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ দেশ বিভাগের পূর্বে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মুসলমানেরা ভারতে সংস্কৃতির অক্ষতম বাহক হিসাবে থাকুন ইহাই কামনা করেন। টাণ্ডনজী কোন সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেন না তাহার বক্তৃতা অনুধাবন করিলে বেশ বুঝা যায়।

নাসিক কংগ্রেসের নীরব সমাপ্তির পর কংগ্রেসের আভ্যন্তরিণ ব্যাপারের টাণ্ডনজীর নির্বাচনে একটা অনৈক্যের গুজরণ শুনা গিয়াছিল তাহার সমাপ্তি ঘটেছে অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশ্য অধিবেশনের পর আজ পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম প্রকাশ না হওয়াই আবার নানা জল্পনার অবকাশ ঘটে। ফলে আমাদের প্রধান মন্ত্রী সাম্প্রতিক সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্নোত্তরে তাহার নিশ্চিত প্রকাশ দেখা যাইতেছে, তবু আমরা আশা করি আমাদের বর্তমান সভাপতির ব্যক্তিত্ব ও জাতির অন্যান্যময় আদর্শে আভ্যন্তরিক সামাজিক ব্যবধান ছুটে গিয়ে একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, ঐক্যই জাতির উন্নতির সহায়ক শত্রুর নেতাগণ উপলব্ধি করে প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎসাহকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়া দিবে আমাদের বিশ্বাস।

তাহার আগমনে পশ্চিমবঙ্গবাসী অন্ত দুর্ভিক্ষের মধ্যে থেকে একটা আনন্দ লাভ করিতেছে, তাহার চরিত্র ও প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করুন আমরা কামনা করি। তাহার দৃষ্টি আমাদের অর্থ নৈতিক ধনিয়াদ গড়ার প্রতি আকৃষ্ট হউক।

প্রাসঙ্গিক

কমিউনিষ্ট ও নেকড়ে বাঘ

[illegible] [illegible] [illegible] [

আরম্ভ। সেই ধোঁয়া ঘরের ভিতর হইতে বাহিরের ছাদে ভরিয়া যাইতে থাকে। ছাদের প্রান্তে লাট সমস্ত রাত্রিটাই বাতাসের প্রবেগবেগ এবং বারি বর্ষণের অপেক্ষায় থাকিয়া কাটাইয়াছে, এবং ঐ ধোঁয়াই বারি বেতারবার্তাটীর যাইবে পরিণত হইয়াছে। এই ধোঁয়া অবশ্যই ঘন মাঝে মাঝে হওয়া চাই বিশেষ প্রয়োজন। এখন অবশ্যই প্রয়োজনের অধিবাসীরা মাঝে মাঝে কিরোসিন ভরিয়া তাহার উপর বারি বর্ষণ করিতেছে, কেননা কেবল ধোঁয়া দেখিয়া ঠিক বেতারবার্তা ভরিয়া তাহারা অন্য রাজধানীসমূহের একটা ধারণা করিতেছে। এবং বেতারের সাহায্যে বায়ুস্তরে এমনের বাস করিতে হইবে, ইহা বিশেষ গৌরবের কথা নয়। এত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতেছে, এখন এমন একটা পন্থা উদ্ভাবন কি করা যায় না, যাহার দ্বারা এই বেতারে পাঠানো করা যাইতে পারে? কার্বনিক ঈথারের ধূমের জন্য জোরালো বেতার বুকানীনো হইয়াছে; এই বেতারের জন্য কারিগর জন্য বেতার বাহিনী থাকা আবশ্যক। দেখা যাক, এমন ধোঁয়ার জন্য বারি এই আবিষ্কার রোধ দিতেছে।

আমেরিকার কথা

পত্রিকা বেতার যুদ্ধেরই যখন সময় করিতে বিমানিলেন, তখন সেখান হইতে ১০ লক্ষ টন বরফ আমদানির চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সে চেষ্টা সফল হন নাই। অনেক বড় বড় বরফ খণ্ড বারি হইতে না পারায় তাহাদের বরফ আনয়ন সম্ভব হয় নাই। তখনই পর যুদ্ধাবসান হ্রাস করায় এই কল্পনাটা আরও বাড়িয়া যায়। তাঁহারা এখানে হইতে পত্র আমদানি ভারতের পক্ষে অধিক ঠিক বিষয় বুঝিতেন না। কিন্তু সংবাদে জানা গেল যে, বারিবর্ষণ পাকস্থলীর মেরোটারি যেখান হইতে বরফ আনয়ন করিবার জন্য ব্যবস্থা বিমানিলেন। আন্তর্জাতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া আমদানি আমদানির এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ১৯৪১ সালে ভারতের কলা রাখিবার বিষয়ে আবেদিত হইয়া এবং কলার উপযুক্ত ১৫৩ আকাশের দুরিদের জন্য হইতে কলা পাঠাবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। অনেক সময় সময়ে আমদানি মুক্তাকাশ হইতে ৩ লক্ষ টন বরফের জন্য লিখিয়াছে; তাহার এখানে হইতে জন্য করিতে যে [illegible] করা পরিবার কথা, সেই বাড়ার কথা অবশ্য পড়ে নাই। আমেরিকা পরিমাণটি কম হয় বলা আমদানে মনস্থ করিয়াছে। ইহাতে আমেরিকার অনেকগুলি বিশেষ বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

মুক্তাকাশের কার হইতে কলা পাঠাবার জন্য আমাদের বন্দরের জন্য চাউল কাঁকরের আবশ্যক হইয়াছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাউল বিদেশ হইতে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদের বন্দরের দুর মাসের অনুরূপ জন্য এই চাউল আমদে পৌঁছিবে না। আমদানির সঙ্গে পরিবহন যোগ হইয়া যাওয়া কোনো কথা নয়। মুক্তাকাশ সম্বন্ধে বারিবর্ষণ হয় করিয়া যেখানে হইবে পরিবহণ হয় আসে, ও আমদানি পরে যদি যেখানে চলাচল যায়, তাহাতেই বারিবর্ষণ হইবে। আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে করিয়া পরিবহণের ব্যবস্থা তাই আমরা যদি যোগ আমেরিকা আমদানির মালপত্র বুঝাতে আমাদিগের বিশেষ ঐক্য হইবে, বন্দরের আমেরিকা আমদানি নিয়ে না আমিদের পক্ষে-ও বলিয়া গ্রহণ করা হয় মূল করিতেছে না।

রাজধানীর কথা

একটী সংবাদ পাঠে করিয়া কিছুই বারি পাওয়া যেন। মুক্ত পাকিস্থানের রাজধানী কিনা আমিদেরই এই অর্থে বারি এক সার্কুলার বিবরণে যে, যদি কোনো কোনো প্রকার অপারিচয় কার্য এর দ্বারা হইবে পারিশ্রমিক মূল্যে বলিয়া হইবে এবং উপযুক্ত সময়ে পারিশ্রমিক পাইবারী করিবারা কার্য করা হইবে। ইতিমধ্যে বেতারের প্রেসিডেন্টের আমিদেরই সমর্থ করিয়া লিখিবেন। যদি কোনো সংখ্যাবদ্ধ কোনো প্রকারে বিমানিত হয়, তাহা হইলে সেই অঞ্চলের ইতিবৃত্ত বোধ প্রেসিডেন্ট বৎসর বারী হইবেন। এই বিশেষ ইতিহ বারি আমাদের হইয়াছে যে, কারাগার বাড়ী বা অন্য যদি কোনো হইয়া থাকে, তাহা হইলে অধিকারে তাহা যুক্ত করিয়া দিতে হইবে এবং সংখ্যালঘুর। বারাহত নিজেদের বিবাদ মনে করিতে পারে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হবে. অবশ্য ছোট হইতে পারে, কিন্তু হওয়া চাই। ইহার দ্বারা পাকিস্থানের অনেকের পরিবারের বিভিন্ন আসল পাওয়া যাইবে। বিশেষ পূর্বে পূর্বাঞ্চলের অবস্থা বারিবর্ষণ ছিল, ১৩ গজ ৯ ইঞ্চি অবশ্য যে, কিন্তু সাধারণ পূর্ববঙ্গের ঠিক ও সমান নয়। তাহার এইরূপ পরিস্থিতির দ্বারা প্রকারে যুক্তিযুক্ত করা। পূর্বাঞ্চলে বিশ্বের কিন্তু বারিবর্ষণের ভার পরিবারের, রাজধানী আমিদেরই ঠিক হয় আমার কোনো সমস্যার যদি এইরূপ কথা মনে করিতে হইবে। পূর্বাঞ্চলের সংখ্যালঘু অধিকার বিশেষ কোনো সময়ের আন্দোলন অধিকারের, এই বিশেষ কোনো সময়ের আন্দোলন অধিকারের, এই সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের বেতারের যদি কিন্তিরা যাইতে পারিলে তাহা এইরূপ অনেক সমস্যার সহজ সমাধান করিয়া হয়।

মাছের দুর্ভিক্ষ ও পরিসংখ্যান

আমাদের প্রায় সবই, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশ, ইলিশের মত পাকা মাছের প্রচুর পরিমাণে। মুক্তার মূল্য আমার কাছে খুব বেশি ছিল না। কিন্তু যখন কাগজে দেখিলাম যে, কলিকাতার প্রায় সর্বত্র মাছের টানাটানি দেখা দিয়াছে; এবং মাংসাহারে প্রায়শঃই মাছের দুর্ভিক্ষই দেখা দিয়াছে। মাছের এই অপ্রাচুর্য দূর, করিবার জন্য বাণিজ্যমন্ত্রী মহাশয় ও পরিসংখ্যান কর্তা আমরা করিয়া আনিয়াছি আমরা কি হইবে। এসেনশিয়ালিটি ও পরিসংখ্যান কথা করিয়া কেননা আমাদের মনে আশা জাগিয়াছে জন্য কেননা মনে হইয়াছে, এইবার মুক্তি মাছ পাওয়া যাইবে। পশ্চিমবাংলার প্রধানমন্ত্রী জিনিস ৯৯ ভাগ ইলিয়াস সমস্ত হইয়া কিনিয়া আনিয়া দেখেন আমার নিজেদের, তখনই মনে হইয়াছিল যাদুমন্ত্রের কথার জন্য যাইয়া যাইবে। কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা মাছের সাক্ষাৎ পাইলাম না। প্রতীক সময় যাই আমার জন্য যার জন্য ইলিয়াস করা হইয়াছে তাহাদিগকে, সে জন্য ঠাট্টায়। কারণ হইল কেন, ওরা আমাদের জাতিকে বলেনা বা। অথচ যদি কখন আমাদের সঙ্গে অধিক সংখ্যক শিলার যাবি যুক্ত আমরা পরিচালিত হইবে; যাহা সেও মাছের একটা অংশগ্রহণ গ্রহণ করা হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু যাহা কলার আমিকটা অনেক আমরা বারি হইতে পারিয়াছি।

১৯৪১ সালে ১৯৪২ সালের যার মাসের মধ্যে আমরা যাতে আমদানির হইতে পারিব। মাছের আমরা মাছের অধিক জোগান পাইবে। যারি ভারত এর আমাদের কারণ আমরা বারি প্রস্তুত করিতেছে। এখন ৮.৫ সংখ্যার পরিসংখ্যান বিভাগের টেলিফোনে আমরা একটী বিশেষই যারি সমস্যার করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে কথা বেতারের আমাদের সংখ্যার গণতি করিয়া যাইতেছে। পরিসংখ্যান বিভাগের তো ইহা বাঁধা বুলি। আমাদের কথা অনেকের মাছের একটী হিসাবই আমরা পাইব, এখনও না হয় পাইব। কিন্তু কথা হইতেছে সংখ্যা ও কথা আসা নয়। মাছের ব্যবসায়ী, আমরা চাই মাছ। আমার কারণ কি হইল, তাহাই আমাদের আমরা। অনেক কারণে জিনিসটি ইলিয়াস বাংলা-ভারত বারিবর্ষণ করা হইয়াছে। আলোচনা প্রসঙ্গে

২০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পণ্যদ্রব্যের বাজার

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মূল্যসূচক সংখ্যা হইতে জানা যায় যে উহাই ইহার অনেকটি পরিপূর্ণতির বিষয় আলোচনা করা বিধায়িত। বিশেষত আন্তর্জাতিক আমদানি রপ্তানির বিষয়ে এইরূপ আলোচনা করা যায়। এখন দেখা যাইতেছে যে আলোচ্য অনুকূল মন্দা এবং পরিবর্তিত অবস্থায় অবসান ঘটিয়াছে। এইরূপ আলোচ্য গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আলোচিত হইয়াছিল যে, স্টার্লিং অঞ্চলের বাহ্য উপনিবেশগুলি সেপ্টেম্বর মাসের বাহ্য হিসাবে পাওনাদার হওয়ায় তাহার মূল্য পরিশোধের দ্বারা দেনা লোপ, এইরূপ আশা করিবে। এবং ইহার ফলে বহু বহু আমদানী-কারক সেপ্টেম্বর পক্ষে বৈদেশিক আর্থিক মূলধন অনেক পরিমাণে বন্ধ হইবে।

এইরূপ আশা ছিল যে, অন্ত না আসিলেও আমদানীকারী সেপ্টেম্বরের এই অসুবিধার দিন অনেকটা উপশম করিতে পারিবেন। এবং বহুর ও দেশে বন্ধ করিয়া দেয়, যাইলে ইত্যাদি পাওয়া আর সহজ হইবে না। কিন্তু এখন এই আশা সুদূর পরাহত বলিয়া মনে হয়। এই পরিবর্তনের সংকটের পক্ষে মূলধনই এ অবস্থা হেতুর দিন ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। কেননা সম্প্রতি এইরূপ খবর পাওয়া গিয়াছে যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত বাহ্য রপ্তানির মূল্য অনেক হ্রাস পাইয়াছে; ইহার ফলে এইরূপ অঞ্চল হইতে এইরূপ আমদানি করিতে অতিরিক্ত অর্থ পরিবর্তন। অর্থাৎ মূল্যসূচক হ্রাস হওয়ায় তাহার বাহ্য বেশি অর্থ পাওয়া গেল, এইরূপ আশা হইয়াছে যে তাহার সেই বাড়তি অর্থ পরিবর্তন হইবে। বাড়তি অর্থ তো পরিবর্তন হইবে না, উপরন্তু দেনা দেনা দেওয়া অঞ্চল হইতে আমদানি করিলে যে মূলধন পাওয়া যাইবে। ইহার অর্থ এই যে, অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের প্রতিযোগিতার বাহ্য পরিবর্তনের ফলে যদি আমরা বাধ্য হই যে, মূলধন হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানি করা আরম্ভ করিয়া হইতে আমদানি করা হইতে অর্থ মূলধন হইবে। কেননা অর্থ নিয়া কেন, যত যে দেশের স্টার্লিং আছে তাহা হইতে আমদানি করা যাইতে পারিবে।

স্টার্লিং বা অন্তর্ভুক্ত যে আজ হইতেই আমদানি করা দোষ বা কেন, সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, অন্তর্ভুক্ত বিলাতী দেশ তাহার বিরুদ্ধে নিয়েছে। পশ্চিম পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহকে অন্তর্ভুক্ত ইতি স্টার্লিং এর মূলধনে বিলাতি হইতে বিদেশ আমদানী

গ্ল্যাডষ্টোন লায়েল এণ্ড কোং লিঃ

৪, ক্লেভারলী রো, কোং কলিকাতা

টেলিফোন। বড়বাজার ২৪৮১—২৪৮৪।

টেলিগ্রাম। বাণী।

ইন্সিওরেন্স এজেন্টস্

দি ইণ্ডিয়া সার্ভিস লিঃ

এম্প্লয়ার্স এণ্ড ওয়ার্কমেন এক্সিডেণ্ট কোং লিঃ

এম্ বার্নি লিঃ

ইম্পোর্টার্স ও ইণ্ডিয়েন্টস্

অন্যান্য বাবতীয় সওদার

নিরাপত্তার বন্দরের ব্রোকার্স

ও ফ্রি ফরোয়ার্ডার্স

গীলবুল-দাস

কি, কি, ই পোতাশ্রয়ের ঘাটসরকার

বন্দর (বাঙ্গ)

ম্যানেজিং এজেন্টস্

ফেজ এণ্ড ফেজ লিঃ

(চিনির ও রম প্রস্তুতকারক)

ইণ্ডিয়া ষ্টার্চ এণ্ড ফেজ লিঃ

ক্যালকাটা স্যাকিং এণ্ড বিলিং ফেজ লিঃ।

(পাটকল)

ইন্সিওরেন্স ও সলেক্ট এজেন্টস্

রেখা বাহিয়াছে। এই অংশটুকু বহন করিতে যাহা যায় যে, বিভিন্ন পূর্ণ উন্নত 'চলাচল রেলপথ বিভিন্ন পূর্ণ মূলধন হইতে যে আয়ানীর জন্য যে আদায় আদেশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহা এ পর্যন্ত কার্যকর হয় নাই—মূলধন যাহা সহিয়া কার্যকরী হইতে পারে এবং যে আয়ানীর ব্যবস্থা হইতে পারে। যাহাতে যাত্রীরা ভাড়াগাড়ির পরিচালনার বিষয় মূলধনী সাধারণের মনে ভাবের সংগঠনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া করেন, তাহা হইলে তাহার সংগঠনের মূলধনীরা বেশীরভাগ তাহা অনেকটা সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়।

চিনি

চিনি শুল্ক ও আবগারীর উপর নিয়ন্ত্রণ-নীতি বিষয়ে যে ব্যাপক সংগঠন সাধারণে প্রকাশিত করিয়াছেন। শুল্ক ও আবগারী উৎপাদের ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিনি উৎপাদনকারীদের যে যাহা আশঙ্কা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কার্যতঃই কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তদনুযায়ী তাহা আমাদের নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন। এখন সঠিকভাবে বলা সম্ভব যে, বর্তমানীতির ফলাফল প্রকৃত পরিমাণ আজ কিছু হইয়াছে। এখন এরূপ আশঙ্কা করা হইয়াছে যে, ইহার ফলে আগামী বৎসর উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে যাহার হইবে পড়ে।

আগামী বছরের পর চিনির মূল্য পাইবে? এরূপ প্রশ্ন অনেকবার করা হইয়াছে। এখন প্রশ্নের উত্তরের ভাবনা আছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার মন্ত্রণা সংগঠনের নিকট আগামী বৎসরে আখের ন্যূনতম মূল্যনির্ধারণের ভার দিয়াছেন। এই নির্দেশের পূর্ণ মর্ম যদিও জানা যায় না, তবুও ইহা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আখের যে মূল্য বলিয়া বাঁধিবার কথা আছে উৎপাদনকারীদের অর্থাৎ চাষীদের তাহা পূরণ করা যাবে। তাহাতে যাহাতে আখ চাষের লক্ষ লক্ষ লোক পারেন সে ভাবে যাহা যে মূল্য করের ধার্য করিতে হইবে। এখনও তাহা হয় যে চিনির কারখানা যাহাতে সহজে আখের যোগান পাইতে পারে তাহার জন্য আখ চাষীদের উৎসাহিত করা আবশ্যক। এই উৎসাহ দিতে হইলে আখের দাম বাড়াইতে হইবে।

মেজাজীর পূর্বে যে চিনি আমদানি করা হইত, তাহার জন্য চিনির শুল্ক কোনো অতিরিক্ত হইবে না। উহা প্রকাশের শুল্ক ও আবগারীর যে একটা অংশ আছে। ফলে কোনো উহা বিদেশ ও পরে [illegible]। বাজারে অধিক পরিমাণে চিনি উৎপাদিত হইতে পারে তাহার জন্য উহা প্রকাশের পরিকল্পনা একটা পরিকল্পনার ব্যবস্থা তৈরি করিয়াছেন। এখন আশা করিতে যে, উহা প্রকাশের পরিকল্পনা শুল্ক ও আবগারী উৎপাদন বিভিন্ন অধিকের দিয়ে করিয়াছেন। উহার ফলে এই যে, চিনির ব্যবসায় অধিক পরিমাণে আখের যোগান পাইবে। এছাড়া চিনির উৎপাদন অনেকটা বৃদ্ধি পাবে। শুল্ক আবগারীর যে বিভাগের পরিকল্পনার পরিকল্পনার আছে। এরূপ মনে করা হইয়াছে যে, শুল্ক ও আবগারী উৎপাদন বিভাগ যা চিনির চিনি ব্যবসায়ের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ আখের যোগান পাওয়া সম্ভব হইবে না।

তুলা

তুলা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে, তুলা চাষীরা তুলির পাওয়ার জন্য তুলার দাম যে পরিমাণ বাড়ানো দরকার তাহা নির্ধারণ করিয়াছেন। উৎপাদনের বিভিন্ন বাজারে তুলার বিশেষ আমদানি না করায় তুলার তুলার অতিরিক্ত দাম দেওয়া বিষয়ে। কিন্তু এই চাহিদা বিভিন্ন সম্প্রদায় হইবে না। বাজারে এখন যে তুলা আছে তাহা কিনা করার জন্য।

চা

চায়ের সম্বন্ধে আমি করার পর্যন্তকাল প্রায় ৩১,১৭০ পাউণ্ডের চা কলিকাতার নিলামের বাজারে বিক্রয় হয়। বাজারে চাহিদা যে প্রায় এক আনা করিয়া দুরে পায়।

চায়ের আবার সম্বন্ধে বলা যায় যে, গত ৩১ আগষ্ট তারিখে উহার আমদানি গত বৎসরের এই সময় অপেক্ষা প্রায় ৩৯ হাজার পাউণ্ড বেশি উৎপন্ন হইয়াছে। পাকিস্থানের চায়ের উৎপাদন ঠিক আছে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কুকুরের শ্রাদ্ধ

এখানে সম্প্রতি অভিনব ধরণের একটি শ্রাদ্ধ হইয়াছে। গ্রামখানার অধিবাসীদের খ্রীস্টানীয়ানের পাইকারীর একটি পোষা কুকুর ছিল, আগের বছর অসুখে কুকুরটি মারা যায়। খ্রীস্টানীয়ান সাহেবের এত কুকুরটির সৎকার করে এবং এত দান করিয়া ফেলিয়া করে। এখানেই সে আর হয় নাই। গরুকাল ধরিয়া আবহাওয়া সম্বন্ধে যে কুকুরটির শ্রাদ্ধ করে। গ্রামবাসীদের মধ্যে কেহই এখন কুকুরের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পাইতে বাকী হয় নাই। খ্রীস্টান খ্রীস্টানীয়ান কুকুরটিকে পছন্দ। শেষ পর্যন্ত ১৲ টাকা দিয়ে ব্রাহ্মণ বিদায় দেওয়া সে শ্রাদ্ধসভায় নিমন্ত্রণ করিতে রাজী হয়।

ত্রিপুরার উদ্বাস্তুদের সাহায্যে ভারত সরকার

পূর্ব পাকিস্থান হইতে যে সকল উদ্বাস্তু ত্রিপুরা, ত্রিপুরা ও লোকসংখ্যা জিলুয়ায় আসাম অধিবাসের কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্ববঙ্গের ত্রাণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির ব্যয় ও ব্যবসা-ব্যয় আসামের নিকট অধিবাসের। এজন্য পরিমাণ ৩৭৲ টাকা পর্যন্ত ব্যয় পাইতে পারিবে। ইহা হইতে ব্যয় বৎসরের মধ্যে এই ব্যয় পরিশোধ করিতে হইবে।

সাধারণ সংকলন

ছদ্মনামে সরকারী চাকরী

মুসলমান সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে পূর্বে যাঁহারা পাকিস্থানে যাইবার সময় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি পরে ৪৫-৫৫ আবার ভারত সরকারের অধীনে চাকরী করিয়াছেন বলিয়া ভারত সরকার সন্দেহ করিয়াছেন।

ভারত সরকার এই কারণে বিভিন্ন সরকার সরকারকে পত্র লিখিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, কোন হিন্দু বা মুসলমান চাকুরীর আবেদন করিলে নিয়োগের পূর্বে যেন তাঁহাদের সম্বন্ধে সর্বপ্রকার খোঁজ-খবর লওয়া হয়।

এইরূপ কোন আবেদন আসিলে মুসলমানের সম্বন্ধে তাহার 'কাঁথায়' তাঁহার প্রতি পক্ষের জানা দিবার এবং তাহার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলার উদ্দেশ্য তাঁহাকে জানাইবার কথা হইয়াছে।

আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে সমস্ত হইতেছে।

উদ্বাস্তুদের দাবী রেজেষ্ট্রী

এক সংবাদে বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকার উদ্বাস্তুদের দাবী রেজিষ্ট্রী করার এক মাস বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কাজেই ৩১শে অক্টোবর (১৯৪০) পর্যন্ত দাবী রেজেষ্ট্রী করা চলিবে। আমাদের আর মেয়াদ বাড়ানো হইবে না।

দাবী সম্পর্কিত যে ফরমের কিছু আংশিক পরিবর্তন মুসলমান লোকের অসুবিধার কথা তাহার সরকারকে জানানো হয়। সিদ্ধান্ত করা হয় যে, সমস্ত মুসলমান ডাঃ টিকিট বা রেজিষ্টার্ড টিকিট দিতে চলিবে। ঐ টিকিটের উপর দরখাস্তের ফরম থাকিবে। আরও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ভারত ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পরিবার পর্ব পাঠাইবার পরে এক বৎসরের মধ্যে যে সরকারের কাছে আবেদন দিতে পারে। ঠিকানা—মুখ্য প্রধান দাবী কমিশনার, ওল্ড সেক্রেটারিয়েট, দিল্লী।

মূল্যহ্রাসে ভারতের বহির্বাণিজ্যে অনুকূল অবস্থা

মূল্য হ্রাসের ফলে ১৯৪০ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৪০ সালের জুন পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্য বহুল ভারতের যে অর্থের বিনিময় এক পরিবর্তে সংকটের হইয়াছে বলিয়া স্বামীর যাহা তর্কপক্ষ মহল করিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত বলা হইয়াছে যে, সাধারণী বাজারে, বিশেষ করিয়া আমেরিকার বিভাগে ইহার জন্য দায়ী। ভারত এলাকা হইতে প্রধান পাকিস্তানী সম্পর্কে ন কারণে আমেরিকা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

প্রকাশ যে, ১৯৪০ সালের জুন ও সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারত হইতে ব্রিটেনের আমদানীর উদ্দেশ্যে কোনরূপ লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই। ইংলণ্ডের বিভিন্ন লাইসেন্সদানে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী করা হইয়াছে, তাহার মূল্য পাকিস্তান যে অর্থ ১৯৪০ সালের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। শুধু ইহা ও পূর্বোক্ত কারণেই উদ্দেশ্যে ভারত মূল বিনিময়ের যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে সাধারণ সরকার ভারতী বাণিজ্য বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেন। উক্ত সময়ের মধ্যে, ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরের পর হইতে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের যে অর্থের পরিবর্তন হইতে থাকে। এই বৎসরের প্রথম ৯ মাসের হিসাবে দাঁড়ায় যেখা বিয়াছিল কিন্তু বর্তমান হিসাবে ইহার মূল্য ৪১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ১৯৪০ সালে প্রথম তিন মাসে ২১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও প্রায় নিশ্চিত যে, ১৯৪০ সালের এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্যন্ত এই খাতে ভারতের ২০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

সমস্তরে আংশিক হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে ১৯৪৯ সালের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর যে ৩৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার ঘাটতি দেখা দেয়, পরবর্তী তিনমাসে উহা পূরণ হইয়া ২৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪০ সালের মার্চ পর্যন্ত বিগত এক বৎসরের তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি আংশিক অনুকূল হইয়াছে, কিন্তু মূল্যমূল্য হ্রাসের পরবর্তী কোনটি যে ইহার গতি পরিবর্তিত করে তাহা পূর্বেই ইহা তাহার অনুকূল যায়। ১৯৪৯ সালের জুলাই হইতে ১৯৪০ সালের জুন পর্যন্ত ১২ মাস মূল্যমানের পরিচয় বহির্বাণিজ্যে ভারতের আমদানী ও রপ্তানির সমস্যা তথা তথা সমস্যা হইয়াছে। মূল মূল হ্রাসের ফলে মূলত মূল্য এলাকাগুলির আমদানি হ্রাসের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক কোনরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই।

২০০ পৃষ্ঠার পর

ও পরিমাণের কথা তুলিয়া তুলিয়া সংসদে বিরক্ত করিয়া দিয়াছে; যদি বলিয়া কেন সেদিন ইহা গ্রাহ্য না ও কারিয়া নীতিবাদের ও সমস্ত জাল কেলিয়ার ব্যবস্থা করিলে হয়ত তাহাতে ছই শ্রেণীর ছই-একজন বড় পরিমাণে পরিতে পারে। কিন্তু সুখ্যাত জাল বিস্তার করিলে তাহাতে কোনো মাছের যে বড় পরার সম্ভাবনা থাকে, ইহা সকলেই জানার করিবেন, এমন কি অনেকজনও বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়াও আর একটি বিষয় এই যে, এই কমিটি মুসলিম কমিশনের যে, তথাপি সমস্যার জন্য যে সমস্ত পক্ষিমে তাহার জন্য মনোভাবের উপর জন্য ও গুরু ধার্য করা হোক। কিন্তু বিষয় বস্তুটি ভেবে দেখে এই কথা বলিতে হয়। এইজন্য যে ধার ও শুল্ক ধার হইতে তাহা আসলে ভিন্নতরেরই টাকা—অর্থাৎ যাহা পাওয়া যাইবে তাহাদেরই এই কর দিতে হইবে। অর্থাৎ ধারের দায় বাড়িবে। বাজারের সমস্যা যেমন আছে, তেমনি তাহার দূর করিবারও কম সুপারিশের অভাব নাই। সবই বিশদীত অবস্থা।

আসলে পরিসংখ্যান বিভাগীয় অনেকের বুদ্ধি এবং তাহা যেন আর্থিক সমস্যার ওপর এইরূপ প্রভাব করা হইবারে বলিয়া মনে সমস্ত ভারিয়াছে এসেছেন তাহে তথা সংগ্রহ করিয়া সরীক্ষণ মূলক তাহার ভিত্তিতে তথা অবেক্ষণী যেসে বাস্তবীকে পারিল। তবে তাহার তথ্যাভিত্তিক বৈজ্ঞানিকের মধ্যেকার ইহার বিষয় তত্ত্ব যেসেনাই; তবে বিষয় যাইবে ঠিক তথ্যই ধারণ হইতে পারে, তথা যেখা যায় এসব বৈজ্ঞানিক প্রকৃতপক্ষে উৎসাহী তাহা ভাবিতেছেন। যাহারা যেসে তাহাদের এই কর্মা যথার্থ প্রয়োজনে অনেক পরে ঐধান যেসে যেসের সঙ্গে তুলনা করিতেছেন। এই সুযোগে তাঁহারা যদি তাঁহাদের বিষয়ে আরিও ইতি করিয়া দিতে পারেন, তাহাই হবে তাঁহাদের অভিপ্রায়। কিন্তু বাজারে যদি মাছই না ওঠে,' বাঘ যদি আসে মৃগয়া ছাড়া সংসদে ও তাহাকে তবে তবে নিরাশায় বিষণ্ণ করিয়া যেখানে পারে, তাহা হইলে তাঁহারা কত পারিবেন তেমন ঠুকে :

আমাদের তথ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য নয়। আমাদের তথ্য হইতে বাস্তব বুদ্ধির বাস্তুকির আমাদের সেটা ভবিষ্য সোনার পিণ্ড। তাহার তথ্য আমরা যথা বুদ্ধি তাহা হইয়াছে এই যে, সর্বপ্রথম বাজারে বাহ তথ্য পড়ে আমার বাস্তবায় পরামর্শ যেসেনা উচিত ছিল সরার আসে। তবে তবে তাহাকে, তাহাদের যা তাহার বাজারে তেমন-না-তেমন তাহাকে অথবা বুদ্ধিতে পারিবারেন, তাঁহারা সকলেই যে তাহার বুদ্ধিমান এমন নির্দোষ মত আমরা যেসিনা। এই জন্যেই আমরা প্রথমে বাস্তু হইয়াছি যে এই ও ঘটি কিছু না। আসলে তত্ত্বগুলি তথ্য ও সংখ্যা তাহা তাহা তেমে তথ্য তাহিয়াছেন।

আমাদের তেমে পরিসংখ্যানের তাহাই এখনো বৈজ্ঞানিকতার। অনুসন্ধিৎসা এখিক তিনি অনেক অনুসন্ধান হইয়া তিনিয়াছে। আমাদের তেমের শিক্ষিত্রিশিক্ষিতা অনুসন্ধিৎসার তিনি যেসেই পারিয়াছেন, ইহার অথবা অনেক সময়ে তিনিয়া তিনিয়াছে। এমনিতর ব্যবহার অনেকেরও তথার তিনি মূলত তাহা নিজেরাই তত্ত্ব তাহিয়াছেন। —তাহারা এ সত্য তাহিয়াছেন, তাঁহারা এ তিনি অনেক আলোচনা তাহিতে পারিবেন।

অতএব আমার কথা তুলিয়া ও তিনিটি বাহির তাহিয়া সাধ্য কি? তাহার যেসে তথ্য তাহার বাস্তবায়ী তাহা কথা সত্য হয় তাহার পরামর্শ যেসেই তুলিয়াছেন। তাহার পর যাহাও বলিল, তাহাতাহাতে বলিল—পরিসংখ্যান বাবদ তাহার তত্ত্ব যাহা আমাদের কথা তথ্য যাহা তিনি তথা যাইবে।

খেরার বাজারে

বাজারের অবস্থা এখনো মন্দা

কলিকাতা, ৩০শে সেপ্টেম্বর, শনিবার—এখানে আজও কলিকাতা খেরার বাজারের অবস্থা ছিল পূর্বে মন্দা ছিল। ২ বাবইয়ের কোনো বিলাতের প্রতি কেতাদা বিক্রেতাদের বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। এমন কি তাঁহারা বাজারের কার্যকারিতার প্রতি আদৌই কোন মনোযোগ দিতে না বলিয়া মনে হয়। এমন সব খেরারের দরুণ বীমার ছিকে বাণিজ্যের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে।

কলা বিলাতীর খেরারের দর ছিল ছিল, আসান থাকেটে ৩৪৲ আনা হবে সাধারণ কোম্পানী ৪৫৲, খেরারের দর এবটি ঘুঁড় পাইয়া ১৪৯/৩ হয়, ব্যাঙ্কের ১৫৲ আনাতেই ছিল থাকে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ৩৮৲ আনা হয়।

পাটের বিভাগে প্রায় কারবারাদার হয় না বলিলেই চলে, কিন্তু বাজারে খেরারের সাধারণ ভাব আনাগোনা হয়। প্রথম বাজারে দর ছিল ৩৪৯/৩, কিন্তু শিবের শেষে এই দর ৩৫/৩ আনায় দাঁড়িয়া যায়।

ইহার পরিবর্তে বাজার কথাই দাঁড়িয়া যায় এবং উল্লেখযোগ্য কোন কিছুই বাজারে ঘটে না। বাজারের খেরারে এইদিন কিনের মুখী আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। ৩৫/৩ আনার কাছাকাছি ইহার দর ওঠা-নামা করে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিভাগে ইন্ডিয়ান আয়রন ৩২৸৩ হারে শুরু হয়, এবং এই হারের নীচে ও উপরে এক আনা করিয়া ওঠা নামা করিয়া ৩২৸/১০ হারে শেষ হয়।

সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় বাজারের অবস্থার একটু অবনতি লক্ষণ দেখা যায়। ইহার ফলে বিভাগ খেরারের দর কিছুটা নিম্নদিকে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু কারবারাদারের পরিমাণ ছিল অতি সামান্যই।

কলার বিভাগ ছির ছিল, ৩৫০/৩ খেরারের দরে ৩৫০ আনা পর্যন্ত হয়ে পাওয়া। শেষদিকে ৩৫ হয় ৩৫৲, ব্যাঙ্কের ১৫৲ টাকায় অন্তর্ভুক্তির হয়ে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ৩১৸৩ আনা পর্যন্ত ওঠে।

পাট বিভাগে সাধারণ একটু কর্মতৎপরতা দেখা যায়, কিন্তু হয় সাধারণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আগের দিনের ৫৯ ৩৩৲ টাকার বাঁধিয়া যায়, এই হারেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল দেখা মিলিয়া যায়। সোসিয়েটের দরে ২৫৩/৩ আনায় ধরিয়া আসে। ব্যাঙ্কের ৩৫/৩ আনায় শেষে, এবং ৩১৸/৩ আনায় ওঠে ও আর হয়ের সমর। ইন্সিওরেন্স ২৮/৩ আনা ৯/৩ আনা কারবার হয়। লিমিটেড ৫৫/৩ ও ২৯৸/ হারে শিল্প সংঘের দেখা পায়। এরিয়া ৩২৲ টাকায় একইভাবে বাঁধিয়া যায়।

ইউনিয়নাদি বিভাগীয় খেরারের দর ছির থাকে। কেবল ১৮/৩, মুনাফাখুরী ৩৮/৩, ছয় একইভাবে বাঁধিয়া যায়। ইন্ডিয়ান আয়রনের দর বাজার খোলার সময় ৩২ ছিল, ৩২/৩ পর্যন্ত হয়ে ইহা বাদ আসিতে পারে। কিন্তু পরে ইহার দর কিছুটা বাড়িয়া ৩২৸/৩ আনা হয়। ফিনিস ভাঙ্গাচোরার ২১৸৩ একইভাবে বাঁধিয়া যায়।

বিবিধ বিভাগীয় খেরারের প্রতিও বাজারের কোন কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। বি আই কোম্পানীর ৮৫৲/৩ ও আদির কোম্পানির ১৩৯৲ টাকা হয়। ইন্ডিয়ান খেরারের কিছুটা চাহিদা দেখা যায় এবং ২১/৩ আনা পর্যন্ত হয়ে ইহার কারবারাদার হয়। রোটাস ইন্ডাস্ট্রিজ ১৮৩ পর্যন্ত হয় ওঠে।

প্রথম ছিকে ছিলাম থাকা সত্ত্বেও বাজারের অবস্থা ইহার পরবর্তী ছির আনায় মন্দা হইয়া যায়। এই ছির বাজারে পাটের খেরারের প্রতি বহুটা আগ্রহ দেখা যায় তার অংশেকিকের মধ্যে কোনো দেখা যায় নাই। ইহার কারণ আছে। এখানার ও কেলিকি ডিপার্টমেন্ট কারবার করার কারণে এইরূপ হইয়াছে। কিন্তু বাজারের এই নিষ্ক্রিয় ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, ছয় কিছুক্ষণ পরেই আবার মন্দার ভাব দেখা দেয়।

কলার খেরারের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। কেবল ৫০৲ পর্যন্ত হয়ে কেনা-বেচা হয়, বীমা বীমার বাজারে কিছুটা সক্রিয় ছিল, ইহার হয় ১৭৯০ পর্যন্ত ওঠে।

পাটের বিভাগে আগের চাহিদা ৩০৯৲ পর্যন্ত হয়ে কেনা বেচা হয়, কিন্তু শেষ বেলা ইহার হয় হ্রাস পাইয়া ৩০৲ টাকা ও দাঁড়ায়। ২৯১৲ টাকা পর্যন্ত হয়ে কা'ভারার খেরার চাহিদাকে ৪৫ বেলা ২৯৯৫০ হয়ে একইভাবে থাকিয়া যায়। এখানার বিভাগের ইন্সিওরেন্স খেরার প্রথমাবধি চাহিদা হয় ২৬৩০ হইতে ৩৭৯/৩ আনায় উঠিয়া আসে। কেলিকির হয়ও এক সময়ে ৩২৩৲ টাকা ৩ উঠিয়া যায়।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিভাগের খেরার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ইন্ডিয়ান আয়রণ ৩১/৩ ও ৩২৸/৩ আনা এই আনা আনা করে। এবং বাজার বন্ধ হইবার সময় ইহার হয় হয় ৩২৸/৩।

সপ্তাহের শেষদিকে বাজারে ভাব কারবার খুব কম থাকে ও বিভিন্ন খেরারের দরও কমিয়া যায়।

বাজারের হালচাল

(আজার বন্ধকালীন দর)

সরকারী কাগজপত্র

৫৲ লুয়ের বাঁধন ১০৩/৩ ; ৫৲ লুয়ের (১৯৫৩) দর ১৭৸/৩ ৯৫।৩, ৫৲ লুয়ের (১৯৫৭) দর ১০১.৩ ৫৲ লুয়ের (১৯৫০ ৫৪) দর ১১৯৩, ৫৲ লুয়ের (১৯৫৪) দর ১১৸/৩ ১৭৸/৩।

ব্যাঙ্ক

ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার ১২৲-১২৸/৩। কেন্দ্রে কোম্পানী আয়রনালয়ের বাকী কেন ১৯৯৩।

কাগজের কল

সিটি ডিস্ট্রিবিউটার্স ৮/৩।

কয়লা

১৩৲-১২৯, তারত করিয়াসী ৬৸/৩, মুনাফ বরাবী ১৭৸/৩, বরাকর ১৪৷৩ ১৪৲-১৭৲/৩, ইস্ট-ইন্ডিয়ান ৫১৲, বিড় সীমন্তুর ১৯৸/৩ ১১৲, নাইব কয়াপুরা ২৫৷৩ ১৫৲, ওরেন্ট সেন্ট্রাল ৫৴৩ ।

লোহা ইস্পাত

এসো ইন্ডিয়া ৫৯৲ ৩৩৲ ৩৩৲, ঐ (প্রেফ) ১৩১৲, অন্যান্য ১৪৮৲, টাপারিয়া ৮৮৲ এন্যান্য ৭৭৩ ২৭৸/৩, গাডেন্স (প্রেফ) ৪৪৮৲ ব্রাডড়া ৩৯৸/৩ ৩৪৲ ৩৪/৩ ৩৪৩/৩ ৩৪৩, কাবাঝারি ৩০৲ ৩০৮৲, অন্যান্য ২৩৮৲, ন্যাশন্যালাইন ১৭৯৲, বেঙ্গল ১৪১৲, ব্রাডড়ার ২৩৯/৩, সর্বত্রুত ১৭৯৩, বিলায়েন্স ২ ৬/৩ ২৫/৩ ২৪৩ ২৪৸/৩।

পাইকল

এসোসিয়েটেড মাইনিং ২৯৸/৩ ৫৲ ৩/৩, বার্মা অয়েলপাত্রের ৭৲ ৩/৩, ব্রিটিশ্বের বাকরা ৮৮/৩, ভবনীয়ারের ১৫ ৯৸/৩, চাইনার এন্যান্য ২৯৸/৩, চাকের টিন ৬৸/৩, চাবাগান সিলেট ৩৲, ঐ (প্রেফ) ৭৭৲, সোনালালী সিমেন্ট ৬/৩ ৬৫/৩, আসাম ইনভেষ্ট্রিজ ১৩০৲, বেঙ্গল ইনভেষ্ট্রিজ ১৯৯৩, কটন ইনভেষ্ট্রিজ ১০৯/৩ ১০১৩, ধুনুরা ইনভেষ্ট্রিজ ৭৯৩ ৭৯৸/৩, পাটনা ইনভেষ্ট্রিজ ১৩৯৩, আসাম ধুবুরা ইনভেষ্ট্রিজ ১৭৩, রোখড়ো এন্ড ফেন্স ৯৫/৩, ইন্ডিয়ান আয়রন এন্ড ষ্টীল ৩২৲ ৩২৸/৩ ৩১/৩ ৩২/৩ ৩২৲, ফেন্স এন্ড ফেন্স ১৮৲, মুনাফাখুরী ইন্ডাস্ট্রিয়াল ৩৮/৩, ব্রিটিশ কয়লাপাত্রের ২১/৩ ২১৲ ২১৯/৩, এসোসিয়া প্রোডাক্ট ২৯৩, বাকরাকরী ৩৩৲, বি আই কয়লাপাত্রের ৮৯/৩ ৮৯/৩ ৮৯৩, ইন্ডিয়ান এসুমিনিয়াম ১৪৭৲ ১৫৮৲, বর্মার বীর্ণ বুলিং ১৯৫৫/৩ যৌথ কয়লাপাত্রের (প্রেফ), ইন্ডিয়ান ফেন্সার ২৯৮৩ ২৭৯/৩ ২৭৯৩, আসাম ল ৮৫/৩, ইন্ডিয়া ট্রান্সিট ১ ৯৫/৩, পার্কমুখুরা ফ্লাওয়ার ৬৫৩ ।

বাজারীয়ম ২০১৲, ফেন্সপুর ২৭৩ ।

৪৮-১ই সি সি: এস বাইচিত্র কর্তৃক ৪৯, বিডনস্ট্রীট হইতে শ্রীজগন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক ভারত লিঃ এর পক্ষে ওয়ে, কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস, ২৩৯ বেন্টাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকরাবর :— শ্রীঅবনীরঞ্জন মজিক।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ সাময়িকী সংখ্যা] [illegible] [illegible] [illegible

ক্রমোন্নতির পথে

নূতন কাজের পরিমাণ—

১৯৪৯—	৬,৫৫,৩৯,৪৬৩৲
১৯৪৮	—	৫,৩১,২২,১৯১৲
১৯৪৭	—	৪,১৯,৫৬,৫১৩৲

বোনাস প্রতি হাজারে বাৎসরিক—১০৲

দি

মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস কলিকাতা

ভারতের সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে লাইফ এস্যুরেন্স কোং লিঃ

বম্বে কমার্শিয়াল এণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

এজেণ্ট ও বীমাকারীগণের অভাবনীয় সুবিধা।

সেন এণ্ড কোং

চীফ এজেণ্টস্

১০নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ফোন : ৩১১৬ ক্যাল

গ্রাম : "ইন্সকোন্ড"।

আর্থিক ভারত

৩য় বর্ষ শারদীয়া সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৫শে আশ্বিন, ১৩৪৭ : ১১ই অক্টোবর, ১৯৪০ [মূল্য ।৵০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আগমনী	২০৭	ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও উদ্বাস্তু সমস্যা	২১৭
দুর্গের গান	২০৮	পারিবারিক চাষ-আবাদ	২১৮
শিল্প-কারবারের খবরাখবর	২০৯	ভারতের উপকূল-বাণিজ্য ও স্বদেশী জাহাজ	২২০
শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ও দেশের সামগ্রীক উন্নতি	২১০	চিনি, তুলা ও বস্ত্রাদির নূতন দর	২২১
ভারতের কুটির শিল্প	২১৩	দেশ ব্যাঙ্কিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	২২২
ভারতে মোটর গাড়ী ও ট্রাক নির্ম্মাণ ...	২১৫		

আগমনী

এক বৎসর পরে আবার শারদীয়া পূজার পুণ্যতিথি সমাগত। ইহা বাঙ্গালীর একান্তই নিজস্ব উৎসব। এই উপলক্ষে বাংলার গৃহে গৃহে উল্লাসের ঘটা ও উচ্ছ্বসিত আবেগের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ। প্রাত্যহিকতার দৈন্য ও কুণ্ঠিতা বিদূরিত হইয়া বাঙ্গালী মায়ের পূজার মধ্যে যেন জীবনের চরিতার্থতা খুঁজিয়া পায়। নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সকলেই যাঁর যেমন কল্পনার উপঢৌকন সংগ্রহ করে। প্রবাসী দীর্ঘদিন পর তাহার স্নিগ্ধজনের সহিত মিলিত হয় ও তাহার ক্ষুদ্র আবাসগৃহ হর্ষকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কর্ম্মব্যস্ততার বিরাম নাই। কিনারীগুলি ঘরে ঘরে পণ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ, ক্রেতাদের ভিড়ে কলরব মুখরিত। কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে সার্ব্বজনীন পূজার উদ্যোগ ও চতুর্দ্দিকে আসন্ন উৎসবের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি।

কিন্তু দুঃসহদুর্দ্দিনার নিষ্পেষণে আজ বাঙ্গালীর মন অবসন্ন ও ভারাক্রান্ত। নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী উত্তরোত্তর দুর্লভ ও দুর্মূল্য। জীবনধারণই যেন একটা বিড়ম্বনা। প্রাদেশিক রাজনীতি আত্যন্তরীণ কলহ ও বিবাদে পঙ্কিল। বন্যাবিধ্বস্তদের লক্ষ লক্ষ লোক নিরাশ্রয় ও নিরবলম্ব—তাহারা না পাইতেছে জীবিকা, না পাইতেছে মাথা গুঁজিবার ঠাঁই। এই উৎসবে তাহারা পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার জন্য অশ্রুসজল শূন্যে ব্যাকুল। আবালের আবাল্যকল্পিত সমগ্র ও অখণ্ড দেশমাতৃকার মূর্ত্তিটি আজ বিধ্বস্ত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রলয়-ঝটিকায় অধিকাংশ বাঙ্গালীর জীবনসূত্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। সেইগুলি জোড়াতাড়া দিয়া পুনরায় ঐক্যে গ্রথিত করিবার প্রয়াস করুণ ও মর্ম্মন্তুদ।

নিষ্ঠুর নিয়তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহার উপর জয়ী হওয়াই বাঙ্গালীর সাধনা। বাঙ্গালী চিত্তে একদিকে আছে কুসুমকোমলতা, অপরদিকে আছে বজ্রকঠোরতা। মুক্তিসমরে এই জাতি যখন নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছিল, তখন তাহারা কখনও হেয় পাওনার খতিয়ান করে নাই, করে নাই কোন লাভ-ক্ষতির সূক্ষ্ম হিসাব। ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার গুণে বাঙ্গালী নির্ম্মম ভাগ্যের ক্রূরতীক্ষ্ণ শরগুলি প্রতিহত করিয়া পুনরায় স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে ইহা নিঃসংশয়রূপে সত্য। সর্ব্বশক্তির উৎসরূপিনী মাতৃ শক্তি ও সাহসের বরদাত্রী। সেইজন্যই মাতৃ পূজায় বাঙ্গালীর আয়োজন ও উদ্যোগ সংগ্রহ। বন্দে মাতরম্।

দুধের গাছ

ডাঃ অতীন্দ্রনাথ সেন

—:০:—

১৮০০ খৃষ্টাব্দে হামবোল্ট সাহেব দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলায় উপস্থিত হন। সেখানের পর্যটকশ্রেষ্ঠ মহা ভ্রমণ করতে করতে একদিন তিনি একটি গাছ লক্ষ্য করেন। তিনি দেখেন, সেখানের লোকেরা প্রত্যহসন্ধ্যা এই গাছের অঠালো রস খেয়ে আসে, কখনো কখনো ঘরে খাবার জন্য সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়। এই আঠালো রস ঠিক দুধের মতো ঘন ও সুস্বাদু, সাধারণ গাছপালার রসের মতো বিস্বাদ নয়। এর গন্ধও বেশ মিষ্টি। তিনি এই গাছের নাম দেন 'পকপাছ'।

কোষ্টারিকা ও ভাটেমেলারও কেউ কেউ এই শ্রেণীর গাছ লক্ষ্য করেছেন। এই সকল গাছের রস যদি দুধের মতো খাওয়া চলে, তা'হলে এর কতকগুলি সুবিধা সকলেরই চোখে পড়বে। গাছের গুঁড়ি পেকে রসসংগ্রহ করা আর কেউ ভাববে না। জন্তুদের যেমন সকল রোগ হয় না। ঠিক গাভীদের মত খুব কম লোকেই ক'রে থাকে। রসসংগ্রহের জন্যেই জোগাড়ের জন্য মানুষকে বিশেষ ভাবতে হ'বে না। তার উপর গরুর বাচ্চা হবার সময় পেকে দুধ দেয় না—গাছ থেকে সকল সময়েই দুধ পাওয়া যাবে।

ভারতে 'দুধগাছ'-উৎপাদনের প্রচেষ্টা

খবরের কাগজে অনেকেই দেখে থাকবেন যে, বনমহোৎসব-উপলক্ষে কলকাতায় রাজকীয় বাগানের চত্বরে একটি দুধ গাছ লাগানো হয়েছে। এটি হ'ল আমাদের দেশে দুধগাছ জন্মাবার তৃতীয় চেষ্টা। দুবছর আগে বোম্বাই-এর একটি পত্রিকায় দুধগাছ নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর পরে জানা যায়, বোম্বাই প্রদেশের নানা স্থানে দুধগাছ জন্মাবার চেষ্টা করা হ'য়েছে।

দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা হ'ল এই সকল গাছের আবাসভূমি। জানা গেছে—এর রসের মধ্যে আঠার মতো লাটকো কোন জিনিস বা রবারের মতো দুর্গন্ধ ও অনিষ্টকারক কোন পদার্থ নাই।

১৮৭৯-৮০ খৃঃ অব্দে লর্ড ব্রেবর্নকে দুধগাছের কতকগুলি বীজ বোম্বাই-এর গবর্ণরকে সর্বপ্রথম পাঠিয়ে দেন। তিনি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এগুলি সংগ্রহ করেন। আশা করেছিলেন, ভারতবর্ষে এ গাছ লাগালে সকল হ'লে এ দেশের লোকের প্রচুর উপকার হবে।

এই বীজগুলি পুনাই, থানা, রত্নগিরি ও খান্দেশ জেলায় লাগানো হয়, কিন্তু দেখা যায়, সকল জায়গাতেই এর বীজগুলি অঙ্কুরোদ্গম হয়নি, যার যেটা অঙ্কুরোদ্গম হ'য়েছে তারাগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মারা গেছে।

প্রায় তিন বৎসর আগে বোম্বাই প্রদেশে আর একবার দুধগাছ জন্মাবার চেষ্টা করা হয়। বোম্বাই-এর কৃষিবিভাগ থেকেও কতকগুলি চারাগাছের বীজ লাগানো হয়েছিল, কিন্তু তাদের বর্তমান অবস্থার কথা—তা কতদূরে বেড়ে উঠেছে কি ভাবে বেড়ে—তার কোন খবর পাওয়া যায়নি।

বছর বছর আগে কতকগুলি বীজ সংগ্রহীত হয় এবং তাদের পাঠানো হয় লাহিন্দি, বিদর, কোয়েম্বতুর, দাহাবাদপুর, বাঙ্গালোর, মহীসুর, মাদ্রাজ, উটকিমণ্ড ও সিংহলে। কতকদিন পরে খবর পাওয়া যায় যে, বীজগুলি থেকে কোথাও চারা জন্মায়নি, কোথাও বা চারা বের হবার পরই সেগুলি মারা গেছে। কিন্তু এ বছরের আরও কয়েকটি গাছঘরে লাগানো বীজগুলি থেকে চারা বের হয় যে খানে; চারাগুলিও বেশ সুস্থভাবে বাড়ছে ব'লে জানা গেছে। বনমহোৎসবের সময় দুধগাছের যে চারা লাগানো হয়েছে, তা বোধ হয় এই সব চারা থেকেই সংগ্রহ করা। গত দুবার অকৃতকার্য হওয়ার পর, এবার কলকাতায় দুধগাছ লাগানোর ব্যবস্থা সবাই নিজের উপর হ'তে করা করবেন। সিঙ্গাপুরে ও জাভায় দুধগাছ লাগাবার চেষ্টা সফল হয়নি।

গরুর দুধ আর দুধগাছের রসের স্বাভাবিক পার্থক্য থেকে বোঝা যায় যে, দুধগাছের রস কিন্তু দুধের বদলে ব্যবহার করবার ঠিক উপযুক্ত নয়। গরুর দুধে শতকরা ৮৪ ভাগ জল, ৪ ভাগ শ্বেতজাতীয় পদার্থ ও ৪ থেকে ৫ ভাগ থাকে স্নেহজাতীয় দ্রব্য। দুধগাছের রসে থাকে প্রায় ৬০ ভাগ জল আর ৪০ ভাগ চর্বিজাতীয় পদার্থ। তাই কেউ কেউ মনে করেন, এই রস দুধের মত অল্প-স্বল্প খাওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু দুধের বদলে ব্যবহার করার জোর মত অত ভাবে পাওয়ানো ভালো।

চীন-জাপানের 'দুধগাছ'—'সপাকিন'

সপাকিন হলো পরিচিতদের দুধের গাছ। তার সঙ্গে আমাদের দেশের অনেকের পরিচয়ের আছে। সপাকিন থেকে যে দুধ পাওয়া যায়, তা ব্যবহার ক'রছে চীন ও জাপান দেশের লোকেরা দুধগাছের বহুদিনের আগে থেকে; ইউরোপে ও আমেরিকায় এই দুধ প্রচলনের একবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রচেষ্টা যেমন সাফল্য লাভ করেনি। তার কারণ হলো সকল দুধ ঠিক সেই রকম। আমাদের দেশে দুধের অভাব সবাই অনুভব করছেন। আমাদের গরীব দেশে যে অপেক্ষাকৃত সস্তায় দুধ সরবরাহ করা সম্ভব হবে, তাতে সন্দেহ নাই। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশের শিশুরা অনেক দুধ খেতে পায় না,—যে দুধ পাওয়া যায়, তাও বিশুদ্ধ নয়। গরুর দুধে বর্ষাকালে শিশুদের একরকম পেটের অসুখ হয়ে। পাশ্চাত্য দেশে এই সব অসুখ দূর ক'রবার জন্যে তাদের গরুর দুধ খেতে না দিয়ে, ফেলা হয় সরাসরি। তাই মনে হয়, আমাদের দেশে সপাকিনের দুধের প্রচলন হ'লে শিশু-পুষ্টিকারিতার একটা বিরাট সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।

চীন দেশের লোকেরা সপাকিনের দুধ এমনিই পান করে। জাপানীরা তা থেকে condensed milk বা জমানো ঘন দুধ তৈরী ক'রে ব্যবহার করে। তা ছাড়া সপাকিন থেকে ঘী, ঘি, জাম, পনীর—যাবতীয় দুগ্ধজাত জিনিষ তৈরী করা হয়। আমেরিকার অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে সপাকিন থেকে milk powder বা দুধের গুড়ো তৈরী ক'রে ব্যবহার করা হ'চ্ছে।

সপাকিনের দুধ-তৈরীর পদ্ধতি

সপাকিন থেকে দুধ তৈরী করার জন্য সাধারণতঃ বসন্ত অথবা শিশুর সদ্য বীজগুলি পছন্দ করা হয়। সেগুলি প্রথমে ভালো ক'রে জল দিয়ে ধুয়ে কয়েক ঘণ্টা পরিষ্কার জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর সেগুলি পাথরের জাঁতায় পিষে দেওয়া হয়ে থাকে। জাঁতাগুলি দোতলায়। নীচের জাঁতাটি স্থির থাকে, উপরের জাঁতাটিকে ঘোরানো হ'য়ে থাকে হাতল দিয়ে। উপরের জাঁতাটির উপরের একটি গর্ত দিয়ে সপাকিনের জলে ভেজা বীজগুলি ঢালা হয়। বীজ একটী বালতির মধ্যে জলীয় অংশটী পড়তে থাকে। পেষা সপাকিন থেকে একটী পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ছেঁকে নেওয়া হয় একবার পেষা সপাকিনের সঙ্গে তিনবার জল মিশিয়ে। এর পর ছাঁকা হলে পদার্থটিকে একবার ফুটিয়ে নিয়ে

আর একবার রস ঘরে ফেলে ফেলা হয়। এমন পাতলা করে গুঁড়ি করা হয়। বর্তমানে সয়াবিন থেকে তুধ নিষ্কাশনের জন্য কারখানায় উচ্চ ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়।

অনেক ধরণ সয়াবিনের তুধ তৈরী করা হয়—সয়াবিন থেকে তেল নিষ্কাশন ক'রে নেওয়ার পর যে ছিবড়ে পড়ে থাকে—তার থেকে। তুধ তৈরী করার প্রণালী একই। সয়াবিনকে সাধারণ জাঁতায় গুঁড়া করে যে ময়দা পাওয়া যায়, তার থেকে তুধ তৈরী খুব অল্প সময়ের মধ্যেই করা যাবে। ময়দা বা অন্য ছিবড়ে থেকে তুধ তৈরী করতে গেলে যতটা জলের তার বেশী দিতে হয়, তা হয় সাধারণতঃ একভাগ ময়দায় সমে প্রায় আট ভাগ জল।

সাধারণ তুধের যা বৈশিষ্ট্য, তার সবগুলি পাওয়া যায় সয়াবিনের তুধে; গরুর তুধে আর সয়া তুধে যে বিশেষ পার্থক্য নেই, তা বোঝা যাবে নীচে এদের বিশ্লেষণ পড়লে থেকে :—

গরুর তুধ ও সয়াতুধ

শতকরা যতটা আছে	গরুর তুধ	সয়াবিনের তুধ
জল	৮৬	৮২
প্রোটিন	৩	৩
ঘি	৩	৩
শর্করাজাতীয় পদার্থ	৪	৩
খনিজ পদার্থ	১	০·৫

চীনে ও জাপানে সয়াতুধ খাওয়ার পদ্ধতি

সয়াবিনের তুধে অবশ্য বেশ একটু গন্ধ থাকে, তা দূর করা হয় তার সঙ্গে সামান্য পরিমাণ জ্যাসিলিন মিশিয়ে। চীনারা কিন্তু সয়াতুধের গন্ধ অপছন্দ করে না—তারা সামান্য চিনি মিশিয়েই সয়াতুধ খায়। চীনের বড় শহরগুলিতে সয়াবিনের তুধের কারখানা আছে। তা থেকে তুধ তৈরী হয়ে বিমানযোগে চারিদিকে চালান যায়।

জাপানীরা এক পাউণ্ড সয়াতুধের সঙ্গে দেড় সের চিনি আর সামান্য ভাইপোটাসিয়ম কার্বোনেট মিশিয়ে তুধ জমানো তুধ তৈরী করে। সাধারণ Condensed milk-এর মতই সয়াবিনের জমানো তুধ পুষ্টিকর, আর বহুদিন ধরে ঠিক থাকে, নষ্ট হয় না। এই ঘন তুধ চা, কফি ও অন্যান্য পানীয়ের সঙ্গে ব্যবহার হয়। সয়াবিনের গুঁড়া তুধও পুষ্টিকর খাদ্য। তার মোটামুটি বিশ্লেষণের পরিচয় হলো ঃ জল ৪৪ ভাগ প্রোটিন, ১৮ ভাগ ঘি, ১১ ভাগ শর্করা—আর ৯ থেকে ৭ ভাগ খনিজ দ্রব্য।

সয়াবিন থেকে উৎপাদিত দ্রব্যাদি

সয়াবিন হলো বাকুচিয়া, মনোলিয়া, কোরিয়া ও জাপান দেশের একটি প্রধান শস্য। এখন আমেরিকাতেও এর প্রচুর প্রচলন হ'য়েছে। অন্য সয়াবিনের তুলনায় এতে প্রচুর তাজন নয়, প্রচুর তাজন হলো যে সয়াবিন অনেক শিল্পেই খোরাক জোগায়। একজন পণ্ডিত লেখেছেন, সয়াবিন থেকে প্রায় ৫১ রকমের জিনিষ তৈরী হয়। খাদ্যদ্রব্য জিনিষের মধ্যে কতকগুলি হলো.—বিস্কুট, টিনে ভরা মকাল নাস্, ফরিন্স মত পানীয়, তেল, মাখন, তুধ ও নানা মিষ্টান্ন। আমেরিকা যে সব জিনিষের বিশেষ ভক্ত, তা হলো সাবান, রং, প্লিসারিন ও বিস্ফোরক দ্রব্য। সয়াবিনের কাঁচা ডালপালা গবাদি পশুর খাদ্য।

১৯৩৮ খৃঃ অব্দে মাঞ্চুরিয়া সয়াবিন উৎপাদন করেছিল প্রায় ৪৭ লক্ষ টন। তার মধ্যে ৪১ লক্ষ টন সে রপ্তানি করেছিল বিদেশে। জার্মানি সয়াবিনের এক-চতুর্থাংশের বেশী নিয়েছিল জাপানী। জাপানীরে সয়াবিনের প্রোটিনের জন্য, রাবারের বদলে নানা খাদ্যের মধ্যে তার ব্যবহার করা হয় প্রচুর। সেইজন্য এর উৎপাদন নিয়ে খুব গবেষণা হয়। জানা গেছে, বিশ্রির চাষ হিসাবে আলুর সঙ্গে সয়াবিনের চাষ করা যেতে পারে। আলু জোগাবে শ্বেতসার, সয়াবিন প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থ। তাই নিয়ে গবেষণা থেকে পাওয়া গেল একটি পুষ্টিকর খাদ্য।

সয়াবিনের মধ্যে থাকে শতকরা ৪০ ভাগ প্রোটিন, যা মহুরপাতা বলে জানা গেছে, আর ২০ ভাগ স্নেহজাতীয় পদার্থ। শুধু তাই নয়, খনিজলবণ ও ভিটামিন এ ও বি এর মধ্যে উৎকৃষ্টমধ্যম পরিমাণে আছে।

সয়াবিন ঘর্মাক্তকলেবর গরু। খুব উঁচু জায়গা, যেখানে সাধারণ কোন ফসলই ভালো জন্মে না, সয়াবিন সেখানে জন্মাবে। যে সকল জমিতে জল দাঁড়ায়, সয়াবিন সেখানেও নষ্ট হয় না। ধানের সঙ্গে মধ্যবর্তী সয়াবিনের চাষ হতে পারে। ধানের সঙ্গে সয়াবিনের চাষ হলে আবাদের সব কিছু খাটুনিই ধান থেকে পাবে।

শিল্প-কারবারের খবরাখবর

—:০:—

গুঁড়া তুধ-শিল্প :

আসামে গুঁড়া তুধ-শিল্প সংরক্ষণ সুবিধা অথবা সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করায় সরকার ট্যারিফ-বোর্ডকে তদন্তের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। বোর্ড তদন্তের ভার করিবেন। এই সম্পর্কে উৎপাদক, আমদানীকারী ও তুধের ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বোর্ড তুধ শিল্পের উন্নতির বিস্তারিত প্রশ্নাবলিকা প্রেরিত হইয়াছে।

সরকারী যন্ত্রপাতি কারখানা :

ভারতীয় যন্ত্রপাতি (Machine Tools) শিল্পের প্রতিনিধিদিগের এক বৈঠকে সরকারী যন্ত্রপাতি কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবটী অনুমোদিত হইয়াছে। ভারতে সরকারী ব্যবহারের এই ধরণের একটি কারখানা তুলিবার জন্য সরকার গত বৎসর এপ্রিল মাসে সুইজারল্যাণ্ডের Oerlikon Machine Tool Works -এর সহিত একটী চুক্তি করিয়াছিলেন। কারখানায় ১৫ কোটী টাকা মূলধন আবশ্যক হইবে ও বার্ষিক ৮ কোটী টাকার যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হইবে। উক্ত প্রতিষ্ঠান মূলধনের ১০ পয়সা সরবরাহ করিবেন।

—:০:—

টাটার ইঞ্জিন কারখানা :

সিকুরে টাটার ইঞ্জিন কারখানায় সিমেণ্ট-এর সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিউলিকের Kruss —Mulford Limited নামক খাওনাবা ইঞ্জিন কারখানা ও টাটা সন্স লিঃ-এর মধ্যে পাঁচ বৎসরের জন্য একটী চুক্তি হইয়াছে। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানটী এদেশে উক্ত জার্মান প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বও করিবেন।

—:০:—

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং :

১৯৪৯, ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরে টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ-এর বার্ষিক পরিমাণে

১,৭১,৪০,৬৮৮ মিঃ মূল্যের হইয়াছে। (পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ১,৪০,১৩,৫৫৮ মিঃ মূল্যের হইয়াছিল।)

ডিরেক্টরদিগের রিপোর্টে বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায়—মোট উৎপাদন ও শ্রমিকের সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা বাড়িয়াছে। এবং মূল্য হ্রাস হেতু কোম্পানীর প্রাপ্য অংশ গত বৎসর যে স্থান হইতে টন প্রতি গড়ে প্রায় ১৯৲ চড়িয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধির হিসাবগুলি বিভিন্ন :—কোক ১১% বাড়িয়া। ১'৫৫ লক্ষ টন, লৌহপিণ্ড ১৪'৪ শতাংশ বাড়িয়া ১০'৩১ লক্ষ টন, ইস্পাতের গাত (Ingots) ১১'২ শতাংশ বাড়িয়া ১০'৭৪ লক্ষ টন এবং বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত ৮'৩ শতাংশ বাড়িয়া ৭'২৭ লক্ষ টন। শ্রমিকদিগের মাথাপিছু বিক্রয়যোগ্য (Saleable) ইস্পাত তৈয়ারীর পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তীবৎসরের অপেক্ষা ১'৩৩ টন বৃদ্ধি পাওয়ায় মজুরী খাতে মোট অতিরিক্ত ২'২১ টাকা [৬৬৲ পাই] অতিরিক্ত হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে কোম্পানীর মোট আয়ে বিভিন্ন পক্ষের অংশ নিম্নরূপ :—শ্রমিক ও কর্ম্মিদের ৫০'১% কর্ম্মচারীদের পূর্ব্ব বৎসরের ৮'১% হইতে বাড়িয়া ৮'৩% সরকারী কর ১'১৪% হইতে বাড়িয়া ১'১% কয়লার ও চুনের মালিক ৮'১% হইতে বাড়িয়া ১০'১%। অবশ্য ঋণদাতা ও ডিবেঞ্চার ধারক দলের হার কমিয়াছে।

গত বৎসর সরকার কোম্পানীর সরাসরি ৯ কে আর ৫ টাকা উৎপাদনকরের ১ লক্ষ টন বাড়াইবার চেষ্টা করায়ছিলেন। এই সম্পর্কে অতিরিক্ত লভ্যাংশের জন্য পাঁচ হইতে গত বৎসর ১৫ কোটি টাকা ধার্য্য করিতে হইয়াছিল। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, উহার অর্দ্ধেক অপেক্ষা কিছু বেশী পুনরায় অতিরিক্ত কাজের জন্য ধার্য্য হইবে এবং ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন অতিরিক্ত কাজের জন্য প্রতিবৎসর ভিন্নভিন্নভাবে এক কোটি টাকা আবশ্যক হইবে। সে সময়ে তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল যে, মূলধন তোলার বিধি করিয়া অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করিবেন। অংশীদারদিগের কোন কোন মহল আপত্তি করায় প্রস্তাবটী আপাতত চাপা পড়ে। এখন দীর্ঘমেয়াদী ঋণ লইয়া সংস্কারসাধনের কাজ নিষ্পন্ন করার জন্য ডিরেক্টরগণ পরামর্শ দিয়াছেন। "কয়লাখনির জন্য বার্ষিক মূলধন ও রিজার্ভ হইতে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাতে অত্যাধিক ক্ষয়ের ও স্বাভাবিক উৎকর্ষের প্রয়োজনীয় ব্যয় অনুযায়ী সংস্থান হইবে, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মূলধন সংগ্রহের পক্ষে উহা পর্য্যাপ্ত নহে।" মোকাম খাদে ১১ কোটি টাকা ব্যয় অনুমিত হইয়াছে। দীর্ঘ মেয়াদে সরকারের নিকট হইতে উহা ঋণ লওয়ার জন্য কোম্পানী আলোচনা করিতেছেন।

সংস্থান বৃদ্ধি :—ডিরেক্টরগণ ডেপ্রেসিয়েশন খাতে ৭১৮০ ও অক্ট্রয়ালী খাতে ১৯৲ সংস্থান বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় বৎসর যাবৎ বার্ষিক ডেপ্রেসিয়েশন ৬৮৬০ ও ১৯৲ হারে সংস্থানে ধরা হইয়াছিল। এই যাবৎ পূর্ব্ব বৎসরে ১'৩৯ কোটি টাকার স্থানে আলোচ্য বৎসরে ১'৪১ কোটি টাকা ধার্য্য হইবে। কর্ম্মীদিগের অবসর পূর্ব্ব বৎসর ৫৩৫০ লক্ষ টাকার স্থানে ৭৮ লক্ষ টাকা যোগান ধরার জন্য ডিরেক্টরগণ সুপারিশ করিয়াছেন। অংশীদারদিগের লভ্যাংশ বহাল রাখিলে সুদের ছুটির পূর্ব্ব কর্ম্মীরা প্রত্যেকে সপ্তাহে এই যাবৎ ২। হারে বেতনের সমান টাকা পাইবেন।

শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ও দেশের সামগ্রিক উন্নতি।

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষের এবং ইংলণ্ডের মতো আধুনিক যন্ত্র-শিল্প বিস্তারের ইতিহাসে আরো অনেক প্রভেদ। যে শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ড একদা পৃথিবীর সর্ব-শ্রেষ্ঠ দেশরূপে পরিণতির হইতে পারিয়াছিল, তাহার পরিচয়, প্রসার ও পরিণতির সহিত আমাদের শিল্পায়োজনের সাদৃশ্য খুঁজিয়া বাহির করা হয়ত কঠিন। কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে শিক্ষা লাভ করা উচিত ছিল। সেটা হইল অবিমিশ্রভাবে শিল্প বিস্তারের সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত নগরাবলী। বস্তুতঃ প্রাথমিক অবস্থায় শ্রম ও মূলধন অতিরিক্তভাবে কয়েকটি নগরে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ইংলণ্ডে যে সকল স্থানীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বহুকাল পর্যন্ত সে দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। যদিও নানারূপ আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা এই সকল সমস্যার সমাধান বহু পরিমাণে সাধিত হইয়াছে, তথাপি অবস্থার গুরুত্ব এতটা হইয়াছিল যে মাত্র ১৯৩১ সালের ইংলণ্ডে ২৩টি Royal Commission নিযুক্ত করিয়া এই সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিয়াছিল।

ভারতবর্ষের বর্তমান শিল্পের ক্রমোন্নতির সম্বন্ধে আমরা একটি প্রকার ভুল করিয়াছি। এই বিদ্যুৎশক্তি, তুলা-বিভাগ যেরূপ তাহার প্রয়োজন ও সম্ভাবনার তুলনায় শিল্পের প্রসার হইয়াছে এযাবৎ অসমঞ্জসরূপে। কলিকাতা, জামসেদপুর, কানপুর, আহমেদাবাদ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ— মাত্র এই কয়েকটি স্থানের মধ্যে আমাদের এই বিরাট উপমহাদেশের অধিকাংশ শিল্প-কলকারখানা ও শ্রম কেন্দ্রীভূত। শুধু বাংলার কথাই ধরা যাক্। ১৯৩৩ সালে অবিভক্ত বাংলার মধ্যে কারখানাগুলির মধ্যে শতকরা ৫১ ভাগ এবং মধ্যে কারখানাশ্রমিকের মধ্যে শতকরা ৮২ ভাগই ছিল মাত্র কলিকাতা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বর্তী অঞ্চলে। বাংলা বিভাগ হওয়ায় পরেও এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শিল্পাধিক্যের তুলনায় হিসাব করিলে দেখা যাইবে আয়তনিক হারে কি বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে এই শিল্পাঞ্চল এবং ইহার বহির্ভূত সমস্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে।

এই অবস্থা কোনরূপেই সামগ্রিক উন্নতির পরিচায়ক নহে। কয়েকটি পরিমিত অঞ্চলে প্রায় সর্ব প্রকার মূলধনসহ শিল্প স্থাপিত হওয়ায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন। যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আমাদের পল্লীজীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল কিছুটা বিদেশী পাদপের অনুপ্রবেশ, কিছুটা যন্ত্র-চলনায় অসুবিধা ও অন্যান্য কারণ এবং অনেকটা শিল্প প্রসারের একান্ত পক্ষপাতিত্বের ফলে তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। একদিকে সুদূর মফস্বলে মূলধন বিনিয়োজিত হইয়া লাভের আশায় কাঁচামালের ক্ষেত্রে, অন্যদিকে বিভিন্ন কারণে পল্লী-শিল্পগুলির বিলোপ বা মোটামুটি অবনতির ফলে পল্লীর অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা যেন ভাঙিয়া; প্রমিক হয় চাষীর সেই সুদূর, সম্পূর্ণ অপরিচিত সহরে কর্ম-সন্ধানের আশায়, নতুবা কৃষি-জীবনের উপর বিরাট চাপিয়া কৃষি-কার্যের ভারসাম্যেও বিঘ্নের সৃষ্টি করিল।

এইভাবে সমস্ত অন্তর্বর্তী অঞ্চলে সম্পদোৎপাদনের ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। ক্রমশঃ সেখানে সক্ষম ও কুশলী প্রমিকের অভাব দেখা দিল। এদিকে শিল্পকেন্দ্রগুলিতে দেখা দিল বিভিন্ন সমস্যা। বিভিন্ন শিল্পের একই অঞ্চলে কেন্দ্রীভবনের ফলে গৃহ সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইল। সৃষ্টি হইল বস্তীর— যে বস্তী-জীবনের কদর্যতা তাহাদের শিল্পকেন্দ্রগুলির চরম কলঙ্করূপে দেশ ও বিদেশে বিঘোষিত। এইরূপ অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাসের ফলে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নহে। যে সুস্থ, সবল নৈতিক জীবন শ্রমিকের কার্য-শক্তি (productive efficiency) বৃদ্ধির সহায়ক তাহা এই পরিবেশের মধ্যে সম্ভব নহে। অকাল-মৃত্যু, শিশু-মৃত্যু প্রভৃতির যে বিপুল সংখ্যা আমাদের দেশের জাতীয় জীবনযাত্রা-মানের শোচনীয় হৈয়ের মূলত দূষিত তাহাও যেন অনেকাংশে এইরূপ পরিস্থিতিরই পরিণতি, যেমনই হউক অন্যান্য সমস্যা, যথা— অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের কারখানায় মাথাপিছু কম উৎপাদন-হার, শ্রমিকের কম মজুরী ইত্যাদি। এইরূপ অবস্থা মজুত কর্মচারীর সৃষ্টি ও প্রসারের সম্ভাবনাও উজ্জ্বলতর করিয়াছে। ফলে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে সহযোগিতার সম্পর্ক থাকিলে উৎপাদন বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়, তাহাও ক্রমশঃ ব্যাহত হইয়াছে।

শিল্পাঞ্চলগুলি এইভাবে গড়িয়া উঠিবার ফলে কয়েকটি স্থানে সীমাবদ্ধ হওয়ায় অন্যত্র কয়েকগুলি অসুবিধা দেখা দিল— উদাহরণস্বরূপ, মূলধন শ্রমিক, মূলধন সংগ্রহের সুযোগ, বাজারের নিকটতা, যোগাযোগের সুবিধা প্রভৃতি। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ ধরণের শিল্প ব্যতীত অন্যান্য (বিশেষতঃ হাল্কা শ্রেণীভুক্ত) শিল্পের বর্তমান ঘুরে কেন্দ্রাভিমুখী হওয়ার পক্ষে এই সকল কারণ বিশেষ যুক্তিসঙ্গত নহে। পুরাতন কেন্দ্রসমূহ এবং নূতনভাবে বিভিন্ন উপায় সমূহ সুবিধাজনক না থাকায় সরবরাহ ও লোক চলাচলের যে অসুবিধা ছিল তাহারই ফলে অন্যান্য কারণগুলির অতিরিক্ত গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে এই অসুবিধা বহু পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। যান বাহনের ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দূরবর্তী স্থানে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থাও (finance) উন্নত হইবে, এবং এই বিষয়ে কিছুটা উন্নতি এখনও যে হয় নাই তাহা বলা যায় না। ইহা ছাড়াও কলিকাতা বা বোম্বাইয়ের ন্যায় শিল্পাঞ্চলে জমির মূল্য বা খাজনা (rent) যে ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে এই সকল অঞ্চলে আবার নূতন কারখানা স্থাপন অপেক্ষা দূরবর্তী স্থানে শিল্প প্রসার উৎপাদন ব্যয়ের দিক হইতেও বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু এইরূপ বিকেন্দ্রীকরণের কতকটা সুবিধা বর্তমানে আছে ইহা অপেক্ষা কতকটা সুবিধা ছুটিছাটার পরিবর্তনের সাহায্যে সৃষ্টি করা যায় তাহাই হইল বেশী বিবেচ্য। এখন দেখা যাক এই বিকেন্দ্রীকরণের ফলে কোন কতকটা সাধন হইবে: (১) দেশের শ্রম ও মূলধন কতকগুলি স্থানে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া ক্রমশঃ দেশের বিভিন্ন অন্তর্বর্তী অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। (২) কোনও একটি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক-মালিক বিরোধ বা অন্যান্য দূরবর্তী স্থানের শিল্পক্ষেত্রে বিস্তার হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে এবং সমস্ত শিল্পের উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কাও কম থাকিবে। (৩) দেশের অভ্যন্তর অঞ্চল হইতে কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি নগরের ন্যায় দূরে স্থানে যাইয়া কাজে নিযুক্ত হওয়ার শ্রমিকের পক্ষে যে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন গঠনের পথে বাধা হয় এবং যাহার ফলে সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়, ইহাতে সে অসুবিধাও বহুপরিমাণে দূরীভূত হইবে। ফলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইবে। (৪) আধুনিক পদ্ধতিতে চাষের উপযোগী উন্নত যন্ত্রের কৃষি-প্রধান বিভাগের শিল্প দেশের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে চাষীর এই সকল যন্ত্রাদির ব্যবহার সম্বন্ধে উৎসুকতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহাদের বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের সুবিধাও আয়ত্ত হইবে। (৫) কৃষিকার্যে বাড়তি শ্রমিক ক্রমশঃ এই সকল শিল্প নিযুক্ত হইতে পারিবে এবং জমির উপর অতিরিক্ত চাপের লাঘব হইবে। ফলে কৃষকের আয়ও বৃদ্ধি পাইবে। (৬) কোনও কোনও শিল্প গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার মূলীন শিল্পের পক্ষেও সুবিধা হইবে। যেমন—সুতা প্রস্তুতের বা তৈয়ারী শিল্পাদি বিস্তার হইলে তন্তুবায়ের পক্ষে সুতা বা তন্তুর সুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। (৭) অন্যান্য অঞ্চলগুলির আর্থিক সম্পদ এইভাবে বর্ধিত হইলে সেই সকল স্থানে সর্বপ্রকার উন্নতিমূলক কার্যের

সুবিধা হইবে এবং কোথায় উহাদের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সুযোগ আছে। যেমন—বাজারপ্রধান বিভাগের ও হালকা ধরণের কারখানা, পল্লীর কাছে কৃষিজাত দ্রব্য ও জমিজমার উপর ভিত্তি করিয়া যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে, সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিভিন্ন অঞ্চলের বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা দেশের সামগ্রিক উন্নতি আশা করা যায়। কিন্তু এই বিকেন্দ্রীকরণ সম্বন্ধে শিল্প-পতিদের বিশেষ আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইলে এই সকল অঞ্চলে কয়েকটি মূল অসুবিধা দূর করা আবশ্যক। যেমন প্রয়োজন—(১) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি—যথা, রেলপথে মাল প্রেরণের উন্নততর ব্যবস্থা, গ্রামাঞ্চলের সহিত মূলধনী স্থান সমূহের যে যোগসূত্র শ্রেণীর অধিকতর দ্রুত সংযোগের বিভিন্ন ব্যবস্থাদি, ও মোটর প্রভৃতি ছোট-খাটো যানের সাহায্যে মাল-চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি। (২) যথাযথ বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা। উহাদের গুরুত্ব সুবিদিত। এই সকল বিকেন্দ্রীকরণের সমস্ত বিষয়টি বিশেষ সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান ও আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। আশা করা যায় যে মনোনীত National Planning Commission এই বিষয়ে অবহিত হইবেন। তাহা ছাড়া দেশের পরিকল্পনাগুলিকে উন্নতির দিকে ইহার লক্ষ্য রাখিবেন। যেসব অঞ্চলের এই সুবিধাগুলি দেশের উপযুক্ত পরিমাণে শিল্পের প্রসার হয় নাই সুতরাং সুসংবদ্ধ শিল্প বিস্তারের কথা চিন্তা করিতে হইবে উপযুক্ত হইবে। সেই সঙ্গে এই অঞ্চলে প্রকৃত অভাবের কথা বিচার করিতে হবে সর্বাঙ্গীন অগ্রগতির সম্ভাবনা যেন এড়ানো না হয়। তখন বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন আমাদের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতিবিধায়ক নীতি পুরাতন কেন্দ্রাভিমুখী পথে চলা অপেক্ষা একটা নূতন দিকে ব্যাপকভাবে শিল্প গড়ার পথ গ্রহণ দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে অধিকতর সহায়ক কি না। সুখের বিষয় Fiscal Commission এর দৃষ্টি এই দিকে প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে।

এই কমিশনের মূল্যবান উপদেশ যাহাতে সঠিকভাবে অনুসৃত হইতে পারে তাহার জন্য একটী শক্তিশালী সরকারী Board গঠন করিয়া দুই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক—(ক) প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কি কি শিল্প স্থাপিত হইতে পারে এবং এবিষয়ে কি কি সুবিধা আছে, সে সম্বন্ধে সঠিক ভাবে অনুসন্ধান করিয়া ব্যবসায়িক সম্ভাব্যতা পুস্তিকাদি প্রকাশ ও প্রচার, গ্রামাঞ্চলে শিল্প স্থাপনে শিল্পে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সকল প্রকার উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করিতে হইবে। (খ) কৃষিজাত নিত্যপ্রয়োজনীয় বা ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যের কম ব্যয়সাধ্য নির্মাণ যন্ত্রাদি সম্বন্ধে গবেষণা করা। এই বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা এক দিকে যেমন নূতন নূতন অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে, অন্যদিকে তেমনই বর্তমান শিল্পকেন্দ্রগুলির চাহিদাকেও ইহার দ্বারা মিটিবে কৃষিকার্য্য লাভ হইয়া রাজস্বের আশা করা যাইতে পারিবে। সবশেষে balanced development. দেশের অভ্যন্তরে ভারসাম্যের সুষ্ঠু পুনর্গঠন, শিল্পাঞ্চলের সামাজিক নিরাপত্তাবিধান প্রভৃতি অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহের অন্তঃ কিছুটা সমাধানের ইঙ্গিত শিল্পের স্থানীয় বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে একটা সুচিন্তিত নীতি গ্রহণের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্য্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্ম্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পরেণ্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্য্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা-১।

ভারতের কুটির শিল্প

কুটিরশিল্প বা ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান বলিতে আমরা কোন্ ধরণের শিল্পকে বোঝাই, ইহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। ইহাদের সংজ্ঞা বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বিতর্কের অবতারণা করিয়া লাভ নাই। সাধারণ ভাবে এই দুই শিল্প বলিতে কি বোঝায় প্রথমে তাহাই বুঝিয়া লইতেছি। তাহা করিতে মজুর খাটানো বা না খাটানোর উপরই যেন এই দুই প্রকার শিল্পের পার্থক্য নির্ভর করিতেছে বলা যায়। পরিবারের লোকজন মিলিয়া অবসর সময়ে বা সারা সময়ে আপন আপন গৃহে বসিয়া যে শিল্প পরিচালিত হয়, তাহাই কুটিরশিল্প নামে অভিহিত হইয়া থাকে; এই শিল্পে বাহিরের কোনো মজুর নিয়োগ করা হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্প বলিতে অল্প-সংখ্যক মজুর নিয়োগ করিয়া ছোটখাট আকারের যে শিল্প পরিচালিত হয় তাহাকেই বোঝায়; এই মজুরের সংখ্যা সাধারণ ১০।১২ জন হইয়া থাকে। কুটির শিল্পে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। তাহা হইতেছে এই যে, ইহাতে কোনো যান্ত্রিক শক্তি নিয়োজিত হয় না, অর্থাৎ যন্ত্র চালিত করিবার জন্য ইঞ্জিনের ব্যবহার ইহাতে করা হয় না; হাতের শক্তি দ্বারাই ইহা পরিচালিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেখা গিয়াছে যে, কুটির-শিল্প বা পারিবারিক শিল্প অনেক সময় যৌথিক শক্তির উপর নির্ভর করে। যে সব গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ শক্তির প্রসার হইয়াছে, সেই সব এলাকায় কুটির শিল্পেরও প্রসার হইয়াছে, এইরূপ দেখা গিয়াছে। দুইটা কুটির শিল্প একত্রিত হইবার যে সম্পূর্ণ বিপরীত, এমন কথা মনে করা ভুল। একত্রিত হইবারও অনেক কুটির শিল্প দেখা যায়।

There dwelt a miller hale and bold
Beside the river Dee.

এই কবিতার পরে আমরা সকলেই সুপরিচিত। এই মিলার একলক্ষি দ্বারা চালিত একটি ক্ষুদ্র চাকায় উপরে নির্ভর করিয়াই তাহার গ্রামের কুটির বলিয়া শিল্প কারো বিরক্ত ছিল। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে যেখানে ঝরনার বা নদীর খর-স্রোতের সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব, সেখানে এইভাবে একটি চাকা ঘুরাইয়া লইয়া তাহার উৎপাদিত শক্তির সাহায্যে কুটির শিল্প প্রসার করা হইয়া থাকে।

কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে আসল পার্থক্য হইতেছে, প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্ম্মীদের মধ্যের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের মধ্যে যদি ঘরোয়া বা আত্মীয়তার ভাব দেখা যায় তাহা হইলেই ইহা কুটির শিল্পরূপে আখ্যায়িত হইতে পারে, যদি এই সম্পর্ক নেহাৎ মালিক ও কর্ম্মচারীর সম্পর্ক হয়, তাহা হইলেই ইহার পারিবারিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয় এবং ইহা আর কুটিরশিল্পরূপে গণ্য হয় না। আরও একটি পার্থক্যের কথা এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে। তাহা হইতেছে এই যে, কুটির শিল্প সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং এই শিল্প স্থানীয় কৃষি সম্প্রদায়ের কাজ সারিয়া পরিচালিত হয়; পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র শিল্প বলিতে যাহা বোঝায় তাহা সহরতলীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং এই প্রতিষ্ঠানে যাহারা কাজ করে তাহারা এই কাজকেই পূরা জীবিকা হিসাবে গণ্য করে। কলিকাতার উপকণ্ঠে এইরূপ বহু প্রতিষ্ঠান আছে—যেমন কাচ, কাঁচা বা রাবার তৈয়ারীর কারখানা।

বৃহদাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সুবিধা এই যে, তাহা বহু দ্রব্য উৎপাদনের যন্ত্র অনেক কম পড়ে। কিন্তু কুটির শিল্পকে এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যে যন্ত্রে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ, কুটির শিল্প সেই যন্ত্রে ও সেই সময়ে সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না। এই অসুবিধা কুটির শিল্পের আছে কটে, কিন্তু সেই সঙ্গে যেন সুবিধাও তাহার আছে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের তাহা নাই। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি যে পণ্য উৎপাদন করে তাহার বিক্রি ব্যবস্থার জন্য অনেক যন্ত্র আছে, বাজারের প্রয়োজন করিবার জন্য বহু বাহ্যাড়ম্বর সহকারে ইস্তাহার করিতে হয় ও বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন রুচির রীতি ও প্রয়োজন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিবার জন্য আনুষঙ্গিক যন্ত্র করা ইস্তাহার করিতে হয়। কিন্তু কুটির শিল্প এ সকল ঝঞ্ঝাট হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কুটির শিল্প যা ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানীয় বাজারের চাহিদার উপর নির্ভর করিয়াই পণ্য উৎপাদন করে; এই কারণে রুচির ও প্রয়োজনের অনুসরণ ইহাকে বেশী দূর ছুটাছুটি করিতে হয় না। এই কারণে বাড়তি কোনো যন্ত্র তাহার নাই। এই শিল্প যাহা উৎপাদন করে, তাহা তাহার নিজের এলাকার অধেই খরচ হইয়া যায়। ইহার দ্বারা উৎপাদিত পণ্য বাহিরে রপ্তানি হয় না বলিয়াই ইহাকে অনেক সময় ক্ষুদ্র শিল্পের সাথেও আখ্যায়িত করা হয়।

কুটির শিল্পের প্রসারের জন্য অনেকেই অনেক প্রকার আলোচনা করিয়াছেন এবং আন্দোলনও করিয়াছেন। ইহার আর একটি উদ্দেশ্য, কিংবা আর বলিয়াই ইহার প্রসার কাম্যনীয়। ইহার দ্বারা আত্মনির্ভরতার মানুষের মনে আশ্বাস আসে। প্রত্যেক গ্রামকে ইহার দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলা সম্ভব। গ্রামে গ্রামে কুটিরশিল্পের প্রসার হইলে তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার যে কিরূপ উন্নতি হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রেণী বিভাগ

ভারতে বিভিন্ন প্রকারের কুটিরশিল্প রহিয়াছে। এইগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। শ্রেণীগুলি হইতেছে এই—

(ক) বিভিন্ন কৃষিকার্য্যের পরিপূরক হিসাবে গ্রামে গ্রামে যেসব কুটির শিল্প রহিয়াছে: যথা—বয়ন-শিল্প, তেল-শিল্প, ঘুড়ি-তৈয়ারী, গরু-চালা, বিড়ি-তৈয়ারী;

(খ) এই শ্রেণীতে পরে বিভিন্ন গ্রাম শিল্প, যথা—কামারশালা, কুমারশালা, তাঁতের কাজ, গ্রাম্য ছাতারছাপ্পি, গরুর গাড়ী তৈয়ারী, নৌকা তৈয়ারী,—এই সব শিল্প গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত বিশেষ সম্পর্কে সম্পর্কিত; যে সব

শীতের দিনে—

সর্দ্দি ও কাশি হইতে সাবধান হউন।

আনুষঙ্গিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে অভিজ্ঞ ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্টদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত—

বাদামসু সিরাপ

ফ্যাসিকেল এণ্ড সার্জিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্।

১৮৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

গ্রামে তৈরী হয়, সেই সকল গ্রামে কারিগরদের কাছ থেকে নেওয়া হয়। যে সব গ্রামে মাল বিক্রয় করা হয়, সেই সব গ্রামে মোকাম প্রস্তুত হইয়া থাকে অধিক। স্থানীয় পরিস্থিতির উপরে এই সব কুটীরশিল্পের প্রসার নির্ভর করিয়া থাকে।

(খ) ও (গ) সহরাঞ্চলে যে সব কুটীরশিল্প দেখিতে পাওয়া যায়, সে সব শিল্পে নিযুক্ত মজুরদের এই শিল্প হইতে প্রাপ্ত মজুরীর উপর পুরা নির্ভর করে; এই কারণে এই শিল্পে তাহারা দিনের পুরা সময় কাজ করিয়া থাকে। এই সব শিল্পের মধ্যে এইগুলিকে ধরা যাইতে পারে—সোনা বা রূপার তার তৈরী, তাঁত বা আইভরি খোদাই, পুতুল তৈয়ারী, বোতামের তৈরী প্রভৃতি, কাপড় ছাপাই ও রঙ করা।

(ঘ) এই শ্রেণীতে পড়ে বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনের কাজ; ইহাতে মজুরদের নিজের নিজস্ব মাল এই কাজে লিপ্ত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ধরা যাইতে পারে—ইট পোড়ানো বা চিনামাটির আসবাব প্রস্তুত তৈয়ারি।

(ঙ) আর এক প্রকারের কুটীর শিল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার সহরাঞ্চলের শিল্প। ইহার মধ্যে পড়ে বা হোলা তৈরী, মাদুর তৈয়ারী, শিকা তৈয়ারী, ছাপাখানা ইত্যাদি শিল্প।

(চ) মজুরের সময় মত ও নিয়মের দাবী সময় বিশেষ করিতে পারে, এ ধরণের কোন শিল্প এখনও একটাও নাই। ইহা হইতেই বলিয়া দেওয়া চলে যে, এই সব কুদ্র শিল্পকে সুসংবদ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সব ক্ষেত্রে প্রথমে হাতা ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার শুরু করিয়া ক্রমশঃ ইহার উন্নতি করা যাইতে পারে। যেমন, বোতাম, চিরুনী, খেলার বা বাঁশের আসবাব প্রভৃতি, তাহার পর সরল পদ্ধতিতে প্রস্তুত করিবার উপযোগী সাধারণ যন্ত্রপাতি। তাহার পর ক্রমশঃ অধিক জটিল ও অটোমেটিক যন্ত্রপাতি নিয়োগ করা যাইতে পারে, এবং যে সব দ্রব্য উৎপাদনে অধিকতর শিল্পনৈপুণ্যের দরকার, সেই সব দ্রব্য উৎপাদন শুরু করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে এই সব ধরা যাইতে পারে—ছবি কাটার জন্য সরকারী যন্ত্রপাতি উৎপাদন, তার শিল্প প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, যন্ত্র, বৈদ্যুতিক সাজোপাঙ্গ বিক্রয় সরকারী বিভিন্নযন্ত্রাদি, ক্যামেরার ফুতা, জুতার ফুতা, সাইকেলের বিভিন্ন অংশ, ঘড়ির কলকব্জা ইত্যাদি।

বিভিন্নের সমস্যা

যে সব কথা এতক্ষণ বলা হইল তাহা হইতে বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে যে কুটীর শিল্প ও ছোট-খাট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে যে সব সমস্যা রহিয়াছে, তাহা হইতেছে এই—

প্রথমতঃ, বর্তমানে
যাহার উন্নতি বিধান

দ্বিতীয়তঃ, কুটিরশিল্প নিযুক্ত কুটীরশিল্পের অতিরিক্ত যোগানদারের উপায় করণ যে সব শিল্প বিভিন্ন গ্রামে রহিয়াছে, তাহাদের প্রসারের ব্যবস্থা।

তৃতীয়তঃ, বর্তমানের সহরাঞ্চলে অবস্থিত শিল্পগুলির উন্নতি করিবার প্রশ্ন;

চতুর্থতঃ, গ্রামে গ্রামে কুটিরশিল্প নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও যাহারা বেকার হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ পুরাপুরি যাহারা কুটিরশিল্প নিযুক্ত হইবার মত কাজ পায় নাই, তাহাদের নিয়োগ করিবার উপযুক্ত শিল্পের প্রসার;

পঞ্চমতঃ, সহরাঞ্চলে বর্তমানে যে সব কুটীর শিল্প রহিয়াছে, তাহাদের উন্নতি বিধান।

কারুশিল্প ও শ্রমশিল্প

বিভিন্ন স্থানে কারুশিল্পের উন্নতি ও বিস্তারের প্রশ্ন সম্বন্ধে সকলের মতামত একরকম। কিন্তু কিভাবে ইহার উন্নতি করা যাইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। যে উপযুক্ত উপায়ে ইহার ব্যবস্থা করা দরকার। এই জাতীয় শিল্পই গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনের খাঁটি ভাবে বলা চলে। এইসব শিল্পের সাধারণ বাজার খুঁজিবার বেশী দূর যাইতে হয় না। নিজ গ্রামে বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই এই শিল্পের পণ্য বিক্রয় হইয়া থাকে। সুতরাং বাজার বিস্তার করিবার জন্য অধিক পরিশ্রমের কোনো প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। ইহার বিস্তারের জন্য এই শিল্পে অধিকতর নৈপুণ্য যাহাতে অর্জন করা সম্ভব হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং ইহার জন্য যে সব কাঁচা মালের দরকার তাহা যথোপযুক্ত উপায়ে সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আধুনিক যোগান ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহও এই শিল্প প্রসারের জন্য বিশেষ ভাবে দরকার।

গ্রামে কারুশিল্পের প্রসার প্রসঙ্গে অতিরিক্ত কাঁচামালের সহিত নিবিড় সম্পর্ক লক্ষণীয়। যেমন বা, কৃষিজীবী মজুরদের কৃষি সমাপ্তির পরে এই জাতের শিল্পে নিযুক্ত হইয়া বাঁচিবার অবলম্বন সুযোগ পায়। কারুশিল্প প্রসারের জন্য যে যে ব্যবস্থা আবশ্যক, ইহার জন্য তাহাদের ব্যবস্থা প্রয়োজন ঘটে, কিন্তু কারুশিল্পের প্রয়োজনের সহিত ইহার প্রয়োজনের পার্থক্যও কিছু আছে। প্রথম প্রশ্ন এই যে, সাধারণতঃ যে সব যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, এই শিল্পের সেই সব যন্ত্রপাতি যোগান দিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই জাতের শিল্পকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। এই কারণে যে শিল্পের সহিত অন্যান্য শিল্পের তুলনা করিয়া উহার উৎকর্ষতা বেশী প্রমাণের ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু গ্রামে কারুশিল্পকার দ্বারাই যে সব উৎপাদন করা সম্ভব হয়, তাহাদের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়া থাকে।

গ্রামে বা সহরে অবস্থিত ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংগঠন সম্বন্ধে বিশেষ যে সব বিধি ব্যবস্থার আবশ্যক হইয়া থাকে, গ্রামের কারিগরি বা প্রতিষ্ঠানের সংগঠন তেমন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। ইহার প্রসারের জন্য গ্রামের তত্ত্বাবধানে সমবায় প্রথার প্রবর্তন বিশেষ ভাবে আবশ্যক। এই প্রথায় যদি বিভিন্ন গ্রামকে বেষ্টিত করিয়া কাজ চালানো যায় তাহা হইলে গ্রামের এই বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি অধিকের হইতে পারে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

শিল্প ও ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ

এবার আর একটি প্রশ্ন আসিয়া পড়া দেখা। কৃষিজীবীদের অতিরিক্ত আয়ের পথ করিয়া দিবার জন্য কেবলমাত্র এই, বাড়তি লোকের কর্ম সংস্থানের জন্য গ্রামাঞ্চলে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাহার স্থান নির্ণয়ের পরে কি ধরণের শিল্প কোন্ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক তাহা নির্ণয়। তাই যদি এই কাজে শিল্প-প্রসার করিতে চান তবে তাহা হইলে এই সব বিষয় তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা দরকার—

(দেখুন ২১৬ পৃষ্ঠায়)

ন্যাশনাল ল্যাম্পস
এণ্ড কোং লিমিটেড
8, ক্লেয়ারণী রোড্ কলিকাতা
টেলিফোন : বড়বাজার ২৫৬১—২৫৬৪।
টেলিগ্রাম : বাতী।
ইম্পোর্ট এজেন্টস্
ফি সিটী নাইন লিঃ
এলাবাষ্টাম এণ্ড ব্যক্সফল এণ্ড এল কোং লিঃ
হল্ মাইন লিঃ
ইম্পোর্টারস্ ও ইন্ডিটস্
কলের যাবতীয় সরঞ্জাম
বিলাতজাত কাগজের প্রস্তুতি
অগ্নি নির্বাপক
বীমানুমোদক
কি. কি. ই মোকা-মাকুর কারখানার
মন্ত্রিন (বাদু)
ম্যানেজিং এজেন্টস্
কেস এণ্ড কোং লিঃ
(চিনি ও মদ প্রস্তুতকারক)
ইষ্ট ইণ্ডিয়া মাইকিং কোং লিঃ
ভারতবর্ষে ম্যাঙ্গি এণ্ড সিমিং কোং লিঃ।
(মাইকাসের)
ইন্সিওরেন্স ও লয়েড এজেন্টস্

ভারতে মোটর গাড়ী ও ট্রাক নির্ম্মাণ।

ভারতের সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একটি স্বাধীন মোটরশিল্প অপরিহার্য। এই কথা এই শিল্পের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি উন্নত দেশগুলির সহিত তুলনা করিলে বলিতে হয় যে, ভারতের মোটরযান শিল্প এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে জেনারেল মোটরস্ লিমিটেড এবং ফোর্ড মোটর কোং লিমিটেড নামে এই দুইটি মোটরযানের কারখানা ছিল। বর্ত্তমানে এদেশে বারোটি প্রতিষ্ঠান মোটরযান নির্ম্মাণ ও সংযোজন কার্য্য করিতেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে বৎসরে প্রায় ৩০,০০০ মোটরগাড়ী ও মোটর ট্রাক এই দেশে তৈয়ারী হইত। বর্ত্তমানে ঐ সংখ্যা বাড়িয়া ৮০,০০০ হইয়াছে।

গত অনেক বৎসর এই শিল্প বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে। ১৯২৮ সনে কলিকাতায় প্রথম ভারতীয় মোটরযানের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নাম হিন্দুস্থান মোটরস্; মূলধন ১০ কোটি টাকা। ১৯৪৮ সালের মেরামতে এই কারখানায় কাজ সুরু হয়। বর্ত্তমানে এখানে ১৬,০০০টি বিভিন্ন প্রকারের মোটরযান প্রস্তুত হয়। ইহাদের অনেকগুলি প্রায়োজন অনুযায়ী যে এখানে তৈয়ারী হয় তাহা নহে। উদ্ধি বেকার, চ্যাম্পিয়ন, কমারোভার্ট ভিহিকেল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের গাড়ী ও ট্রাকের অপরিহার্য অংশগুলি বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া এখানে একত্র সংযোজিত করা হয়।

১৯৪৩ সালে প্রিমিয়ার অটোমোবিলস্ নামে আর একটি ভারতীয় মোটরযানের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার মূলধন ৫ কোটি টাকা। মোটরগাড়ীর অনেক বিদেশ এবং এদেশে তৈয়ারী এই কারখানার কার্য্যতালিকা অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় ভারতীয় কারখানাটি ১৯৪৮ সালে স্থাপিত হয়। ইহা মহারাজের অনেক মোটরস্। বিভিন্ন ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত অংশ বিশেষ ক্রয় করিয়া ভারতে অভিনব গাড়ী নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই কারখানার কাজ আরম্ভ হয়। এখানে বৎসরে ৬,০০০ গাড়ী ও ট্রাক নির্ম্মিত হইবার কথা।

জেনারেল মোটরস্ কোং (ইণ্ডিয়া) নামক আর একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। শেভরলে ও পন্টিয়াক উদ্দেশ্যে গাড়ী ও ট্রাকের বিভিন্ন অংশ সংযোজনা এবং ক্রমে ঐ সকল গাড়ী ও ট্রাক এই দেশে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে বুইকের ফর্ম্ম প্রভৃতি নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনীয় সরকারী অনুমোদন লাভ করিয়াছে। তাহারা বম্বাইতে একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছে এবং তাহাদের কার্য্য সুরু হইয়াছে। হিন্দুস্থান এবং প্রিমিয়ার গাড়ী এবং ফোর্ড ক্যালিয়ার এবং হিন্দুস্থান ট্রাকের বিভিন্ন অংশ সংযোজন করিয়া সম্পূর্ণ যান নির্ম্মাণই তাহাদের অভিপ্রায়।

ভারতে অন্যান্য কারখানাগুলির মধ্যে কলিকাতার টি সেনিবয়লস মোটর কর্পোরেশন লিমিটেড, বোম্বাই ষ্টীম এণ্ড ষ্টীল লিমিটেড এবং টেকসো স্যাক্সে এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্, মোহাম্মদের এণ্ড্রুজিল ট্রাক্টর এণ্ড ল্যাণ্ড মোবার্স; এবং ষ্টেক মোটরস্ কোম্পানী, এবং মাদ্রাজের অবিলম্বার এণ্ড ট্রাক্স এবং প্রাক্তিন এণ্ড কোং লিঃ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিসাব করা হইয়াছে যে, আগামী চার বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ৩০,০০০ মোটরযান ভারতের প্রয়োজন হইবে। ১৯৪৭ সাল হইতে বৎসরে ৫০ হইতে ৫০ হাজার মোটরযান ভারতের প্রয়োজন হইবে। হিন্দুস্থান মোটরস, প্রিমিয়ার অটোমবিলস, অশোক মোটরস্, ষ্টীভার্ড মোটরস্, এবং ফর্ড্ স্ প্রভৃতি—এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠান তাহাদের মোটরযান প্রস্তুতির কর্ম্মসূচী ভারত সরকারের নিকট পেশ করিয়াছেন। এই পাঁচটি সংস্থার মোট উৎপাদন অবশ্যির প্রয়োজনের সমান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতের বর্ত্তমান বিরাট রেলের সঙ্গে বৎসরে ৩০,০০০ গাড়ী ও ট্রাক কিছুই নয়। কিন্তু যানবাহন সংক্রান্ত রেলের ক্রয়-সামর্থ্যের দীনতার জন্য মূল নির্ণয়ের না হইলে মোটরযানের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

একটি মোটরযানে ৫,০০০টি অংশ থাকে। ভারতের কোনও কারখানাই উক্ত সকল অংশ প্রস্তুত হয় না। যদি উপরে উল্লিখিত ছয়টি কারখানার উৎপাদন একত্রিত করিয়া সমন্বয়ের উপায়ে কার্য্য পরিচালনা করিতে পারা যায়, তবে নিজেই মোটর যান-শিল্পে ভারত স্বাবলম্বী হইতে পারিবে।

সংরক্ষণ শুল্কের দাবী

যে সকল কোম্পানির প্রতিষ্ঠান মোটরযানের বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত করিবার উদ্যম লইয়া গঠিত হইয়াছে তাহাদের পক্ষ হইতে, বিশেষ: হিন্দুস্থান মোটরসের পক্ষ হইতে, ভারত সরকারকে জানান হইয়াছে যে, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হইলে তাহাদের পক্ষে মোটরযানের অংশ প্রস্তুত করা লাভজনক হইবে না। এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করিয়া যথোপযুক্ত সুপারিশ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ সচিব ১৯৪৯ সনে একটি কমিটি গঠন করেন। বিভিন্ন মোটরযান প্রতিষ্ঠান, পরিবহন সংস্থা, প্রতিরক্ষা সংস্থা, অর্থ সংস্থা এবং শিল্প ও সরবরাহ সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়। গত বৎসর জুলাই মাসে এই কমিটী তাহাদের রিপোর্ট পেশ করেন। কমিটি এই সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। মোটরযানের অংশসমূহের উৎপাদন আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানের প্রয়োজন নাই বলিয়া অধিকাংশ সদস্য অভিমত প্রকাশ করেন। হিন্দুস্থান মোটরসের প্রতিনিধি কিন্তু মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, প্রতিযোগিতা অপরিহার্য্য ও মূলধন অপসৃত হওয়ার ভয় এত বেশী যে, প্রস্তুতকার্য্য সম্পূর্ণ হইলে পরে সংরক্ষণ সুবিধা দেওয়া হইলে পরে এই অতিরিক্ত আমদানী উৎপাদকদল এই সকল অংশ উৎপাদন কার্য্য সুরু করিয়া চলিতে পারিবেন না।

কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিয়া ভারত সরকার আমদানী শুল্কের হার পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

উৎপাদকদল এবং মোটরযান শিল্পের প্রতিনিধি গণের নিকট ভারত সরকারের সংরক্ষণ শুল্ক পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইলে তাহারা উৎপাদন কার্য্যে অগ্রসর হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

ভারত সরকার অর্থ বিভাগ আলোচনার পর অর্থ সচিব এবং শিল্প ও সরবরাহ সচিব এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, ভারতে মোটরযান শিল্পে যে সকল অংশ প্রস্তুত হয় সেগুলির যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তাহারা একটি বিশেষজ্ঞ কমিটী নিয়োগ করিবেন। তাহারা বিভিন্ন অংশ প্রস্তুতের সম্ভাব্যতার কথাও এই বিশেষজ্ঞ কমিটী বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। উক্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভারত সরকার মোটরযান শিল্প সম্বন্ধে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। শিল্প, সংরক্ষণ ও বিদেশী বাণিজ্য বিভাগের কর্ম্মকর্তাদের লইয়া কমিটির গঠন করা হইয়াছে। এখন এখন মোটরযান নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ ও বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কর্ম্মিগণ প্রতিনিধিত্ব করিবার কথা।

আমদানী নীতি

কিছুদিন পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে, ১৯৪০ সালের জুন মাসের পর আমদানী নীতি পরিবর্তন করা হইবে। কিন্তু এপ্রিলের মোটরযুদ্ধ হইতে ভারত সরকারের নিরপেক্ষ থাকার ফলে স্থির হইয়াছে যে, বর্তমান নীতিই ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

গত কয়েক বৎসরে ভারতে যে সকল গাড়ী ও ট্রাক আমদানী করা হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

বৎসর	গাড়ী	ট্রাক	মোট
১৯৩৮—৩৯	১৩,৬৩৩	৮,৩৭৪	২২,০০৭
১৯৩৯—৪০	২১,১৮৯	১৪,৯৮৫	৩৬,৪৭৪
১৯৪০—৪১	১৭,৪৮৫	১৯,২৫৯	৩৬,৭৪১
১৯৪১—৪২	৫,৪৯৬	১৩,৬৪৯	১৯,১৪৫

(১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত)

যে সকল গাড়ী ও ট্রাকের আমদানী ফলিল এখন লাইসেন্স করা হইয়াছে তাহাদের হিসাব :—

বৎসর	গাড়ী	ট্রাক	মোট
১৯৪২	১৪,৪৪৪	১৫,৬৪১	২৯,১৮৩
১৯৪৩	৬,৬৭৯	১৪,১৩৭	২১,৮০৯
১৯৪৪	১,০০৭	১,১১৭	৪,৪৪৭

(জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্যন্ত)

বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে এখন অনেকক্ষেত্রেই আমদানী বন্ধ করিতে হইয়াছে।

বিনিময়-হার ও মূল্য

বর্তমানে মোটরযান বিক্রয় ও ব্যবহারে উপর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ করা আরোপিত নাই। কতকগুলি জিনিস, যথা—টায়ার, কেরোসিন ও রাবার এমনিই এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে বলিয়া ঐগুলির আমদানী নিজে করা হইয়াছে।

অবশ্যই ও নিকৃষ্ট তৈলের বিক্রিহারের ফলে মোটরদের মূল্যের হারবৃদ্ধি হয়। সাধারণ মূল্যের মূল্য সংকোচনের ফলে আমেরিকান গাড়ী ও ট্রাকের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুলনা আধিক বৎসর হইতে মোটরযানের আমদানি উপর যে পরিবর্তিত হারে আমদানী শুল্ক নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার ফলে গাড়ী ও ট্রাকের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়া নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

	পূর্বতন মূল্য	নূতন মূল্য	পার্থক্য
গাড়ী (আমেরিকান)	১১,১৯৮৲	১২,৩০৮৲	৭৯৮৲
গাড়ী (বৃটিশ)	১১,১৪৮৲	১২,৩০৫৲	৯৮৭৲
ট্রাক (আমেরিকান)	৯,৩১৪৲	১১,৮৪৪৲	১,৫২৯৲
ট্রাক (বৃটিশ)	১০,২৫৮৲	১০,৪৮৭৲	৩,২২২৲

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, পরিবর্তিত আমদানী শুল্কের ফলে গাড়ীর মূল্য সামান্য বৃদ্ধি পাইবে এবং ট্রাকের মূল্য অনেকটা বৃদ্ধি পাইবে। মোটর ব্যবসায়ীদের লাভের অংশ অবশ্যই লইলে মূল্য কিছু কম হইবে। মোটর ব্যবসায়ীদিগকে ইহাতে রাজী করাইবার জন্য সরকার চেষ্টা করিতেছেন এবং অনেকক্ষেত্রে সফলও হইয়াছেন।

তাড়ার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ—১৬ মিলিমিটার সবাক হিন্দি ও ইংরাজী ছবি।

আমাদের আয়োজন সর্বসাধারণের জন্য বাড়ীতে, স্কুল, ক্লাবগৃহ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, পার্টিসন প্রভৃতি স্থানে—

সর্বপ্রকারের প্রোগ্রামসহ অল্প পাওয়া যায়।

এই দেশের পূর্বাঞ্চলে একমাত্র ১৬ মিঃ মিঃ ফিল্ম ও প্রজেক্টর ব্যবসায়ের আমরাই একমাত্র পরিচালক—সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে আমাদের ব্যবস্থাপনা অভিনব।

— 16 MM ENTERPRISE —

81, LESLIE HOUSE, 18B, CHOWRINGHEE, CALCUTTA.

TELEPHONE : BANK 4444. TELEGRAM : JUSTMAN—CALCUTTA.

ভারতের কুটির শিল্প।

(পূর্বপৃষ্ঠার ১১৬ পৃষ্ঠার)

১। ঠিক কোন্ ধরণের দ্রব্য শিল্প নির্বাচন করিতে হইবে। কথা থাকুক, বিভিন্ন গ্রামের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর এই নির্বাচন নির্ভর করিবে।

২। ঠিক কোন্ অবস্থায় এইরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করা সমীচীন হইবে।

৩। এই সব প্রতিষ্ঠান ভারতের ভবিষ্য শিল্পের নিমিত্ত কি প্রকারের কর্মকুশলতা গঠন করা আবশ্যক হইবে।

৪। তত্ত্বাবধায়কের ও কর্মীদের (বদলী) উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

স্থান ও শিল্প নির্বাচন করিবার পরে আরও অনেকগুলি বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। মোটামুটী ভাবে তাহা হইতেছে এই—

(ক) কাঁচা মালের যোগান কিরূপ নিশ্চিত। বারো-মাসে পাওয়া যায় কি না।

(খ) শক্তি উৎপাদনকারী যোগান প্রাকৃতিক অবস্থা সুবিধা মিলিবে কি না।

(গ) স্থানীয় অধিবাসীর কথা হইতে কারিগর বা আরও কর্মী পাওয়া যাইবে কিনা।

(ঘ) স্থানীয় অধিবাসীর কথা স্বাভাবিক শিল্প তৈয়ারী করেন। তাহাদের আরও কলাকুশলতার যোগান শিক্ষা-সাধনা আছে কি না;

(ঙ) চলাচল ব্যবস্থা। নির্মাণের স্থানের পরিবহনের যোগাযোগের ব্যবস্থা ভাল কি না। অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্য বাজারে পৌঁছাইবার আরও যান-বাহন ইত্যাদির ব্যবস্থা কিরূপ।

পল্লীগ্রামে শিল্পকে কিরূপভাবে লইয়া আমাদের আলোচনা চলিতেছে। যেসব সর্বজনীন উন্নতি করিতে হইলে শিল্পকে এক একটী স্থানে কেন্দ্রীভূত করা দরকার হয়। সহরাঞ্চলে এই ধরণের করিবার জন্য যথেষ্ট যোগান ও নানা সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে পল্লীই হইল মূলীর নিকট প্রধান। অবশ্য ছোট গ্রামের কথা নয় বড় গ্রাম। বড় গ্রাম গ্রামকে যদি মূলীর নিজ মূলধন করিয়া যোগ হয়, তবে হইলে অধিকাংশ অবশ্য এক উন্নত ধরণে পরিণত হইবে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও উদ্বাস্তু সমস্যা।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয় তাহাই বিশেষ ভাবে সম্পূর্ণ ভারতীয় ভিত্তিতে নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী আন্দোলন প্রবর্তিত হয়। ভারতীয়-জাতীয়তাবাদের প্রথম যুগের স্বদেশপ্রেম বাঙ্গালীর, তাহার বিদ্যার বাণী বিশ্বনিন্দিত পাল, অধিনীকুমার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই ভিত্তির উপর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়িয়া উঠিল। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট শঙ্কিত ও ভীত হইলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত বিভিন্নভাবে Settled fact কে Unsettled করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরেজ গভর্নমেণ্টের পরিবর্ত্তে ভারতীয় জনসাধারণ বিশেষ এই প্রথম বার বল হইল।

এই পরাজয় ইংরাজ গভর্নমেণ্ট ভুলিতে পারেন নাই। ভারতীয় জাতীয়তার নব-অভ্যুদয়কে আঘাত দিবার জন্য তাঁহারা তৎপর হইয়া উঠিলেন এবং একটী সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করিলেন। ভারতীয় জনসাধারণ ভারতীয়-জাতীয়তাবাদ, নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে নামিয়া গেলেন। কংগ্রেসের শক্তি ও প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কংগ্রেসের এই অবস্থা এবং প্রতিপত্তি ইংরাজ গভর্নমেণ্টের অসহ্য হইয়া উঠিল। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের এই প্রতিপত্তি ও অবস্থানকে খর্ব্ব করিবার জন্য তৃতীয় নীতিকে সহায় করিতে লাগিলেন। তাহারা Communal Award বা সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কি হিন্দু ও মুসলীম দ্বন্দ্ব, দুই জাতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া পূর্ণ স্বরাজ লাভের জন্য আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট এই বিষয়ের পূর্ণ সুযোগ নিলেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং অরাজকতার মধ্যে ভারতবর্ষ ডুবে যাইতে লাগিল। তৃতীয় রেফারেণ্ডামে হিন্দু সমাজ ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখিবার জন্য আসিলেন কিন্তু হিন্দু সমাজ ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেল। ভারতের ব্যাপারে ভারতের প্রতিনিধিদের ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের নেতৃত্বে উপনিবেশের মত একটা শাসনতন্ত্র গঠিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা দিবার জন্য তাঁহারা ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করিলেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ইংরাজের এই কৌশলের জালে ধরা দিলেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট কংগ্রেস হস্তক্ষেপ করিল। আমরা স্বাধীন হইয়া স্বাধীনতা উপভোগ করিব।

কিন্তু এই উদ্দেশ্যে কোথায় গলদ রহিয়াছে কি? কোথায় ভারতীয়দের ভেদনীতির জন্য দায়ী? কংগ্রেস কি করিলে তাহা যে ভারতীয়দের স্বার্থের পরিপন্থী, অবিভাজ্য—তাহা বলিতে পারে? ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যে আন্দোলনের অঙ্গ, তাহা ভারতের কয়েকজন ব্যতীত কোন্ আন্দোলনের পরিণতি! ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কি কোনদিন ইংরাজ-বিদ্বেষ ছিল? ইংরাজ-বিদ্বেষ সেই আন্দোলনের পরিণতি! ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কি কোনদিন ইংরাজ-বিদ্বেষ ছিল? ইংরাজ-বিদ্বেষ সেই আন্দোলনের পরিণতি! আমাদের কি কোন আন্দোলন কখন পরিচালনা করিতে হইবে, তাহা ইংরাজ গভর্নমেণ্ট নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। পূর্ব্বাঞ্চলীয় ইতিহাসে পাকিস্থানআন্দোলন আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছি। মুসলীম লীগ কাউন্সিলের ইংরাজ বিরোধী সেই নীতি পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করিয়া ইংরাজ গভর্নমেণ্টকে ভারত ছাড়িতে বাধ্য করিব। কিন্তু ভারত ছাড়িয়া ইংরাজ গভর্নমেণ্ট কোথায় যাইবেন? তাহাদের কি কোন আন্দোলন করিতে হইবে? তাহাদের কি কোন আন্দোলন করিতে হইবে? তাহাদের কি কোন আন্দোলন করিতে হইবে

এই ভাবে একেবারে অনুকূল ভাষা আমি বলি না। ভারতীয়-ভারতীয়দের ইহা পরিচিতির ভাষা যে সকলে বিশ্বের ভাষাভাষী, তারা অবশ্য আমাদের দেশে সম্বন্ধীয় হয় নাই। কারণ বাস্তবিকের সব রাজনৈতিক ভিতর দিয়া ইংরেজির মহাজীবন ধারণ দেশে যে সকল বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাই মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত রাজির আন্দোলনের ভিতরে প্রকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর ভারতীয় ভাষাভাষীদের পরিপূরিপ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, পার্সী প্রভৃতি ধর্মাবলম্বিকদের মধ্যে রাখিতে পারেন নাই। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, প্রভৃতি ধর্মাবলম্বিগণ আজ ভীষণ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিলেন। সেই বিরোধের পূর্ণ সুযোগ নিলেন, ইংরেজ শাসকগণ। তাই মুসলমান সমাজকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতর তারা পেল না। তারারা ভারতীয় জাতি হইতে পৃথক হইয়া থাকিতে চাহিয়া রহিলেন।

এই ভাবিবাদের ভিত্তিতে যেন বিশ্বাসের হইল। মুসলমানগণ ইংরেজ শাসনাধিকারের অভাবের মধ্যে মধ্যে সরকার সাহায্য লাভিল এবং অন্যান্য ভারতীয় সৃষ্টি হইতে লাগিল। বিশেষ আলো-বাতাস লাভ্যাদিতে বিশ্বে বিশেষ পরিচয় হয়। ইংরাজের না দেখিয়া ভারত ও পাকিস্তানের প্রথম মহীয়ান পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও প্রথম বিশ্বাসের আলী জিন্নার মধ্যে সমান সম্বন্ধের কথা বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে। সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য—মুসলমানগণ যেন পুনরায় বিশ্বাসের কাছে ফিরিয়া আসে। কিন্তু সমস্যা মূলের মনে বিশ্বাস ও বিশ্বাসঘাতের ভাব ফিরিয়া আসিতেছে না। ইহার প্রধান কারণ সিদ্ধান্তের মুসলমানের কোন বিশ্বাস হয় নাই। দুই জাতির মধ্যে ইংরেজ ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তের হইয়াছে। সুতরাং মুসলমানগণ নিজ নিজ দেশে পরস্পরের উপর বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তাই উভয় সমস্যার এখনও সমাধান হইতেছে না। এই হল সমস্যার এক দিক। অন্য দিক আবার পূর্ববঙ্গের প্রতি উহাদের প্রাদেশিকতার উপরূপ দেখিতে পাই। আসাম, বিহার বা আজাদ প্রদেশ হইতে বাঙালী উদ্বাস্তুগণ আশ্রয়লাভ সহানুভূতি পাইতেছেন না। সেখান পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তুদের ঠাঁই এবং পশ্চিমবঙ্গ সেই চাপ সহ্য করিতে পারিতেছে না।

সুতরাং উহার সমস্যার মুসলমানের এবং অবশিষ্টদের দুর্বিষহই কর্তব্য ঠিক করিয়া ভারতীয় জাতীয়তা থাকতে পুনরায়ত্তে থাকিতে হইবে। আসাম বাঙালী হিন্দুকে আসাম, বিহার বা আজাদ প্রদেশে স্থান করিয়া আসাম বা বিহারী প্রভৃতি জাতির প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য লাভ হইবে না, তাহাদিগকে ভারতীয় হইয়া থাকিতে হইবে। বঙ্গ আসামী, বিহারী, বাঙালী প্রভৃতি প্রাদেশিক জাতীয় বোধ ভারতীয় জাতীয় ধারায় মিলাইয়া দিতে হইবে। তারা হইলেই তাহাতে এক জাতি, একপ্রাণ, একতা হইয়া ভারতের সমস্যা জাগিয়া উঠিবে। যদি আমরা ভারতীয় জাতীয় চেতনায় নিজেদের সত্তা মিলাইয়া না দিতে পারি এবং নিজেদের প্রাদেশিক জাতীয়বোধ ও ভাষা বজায় রাখিতে চাই, তবে প্রাদেশিকতার উগ্র বিষে ভারতীয় জাতি জর্জর হইবে। এবং ভবিষ্যতে ভারত পুনরায় "খণ্ড-বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত" হইয়া লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু সৃষ্টি করিবে।

মহাত্মা গান্ধী তারা পূর্ব হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি ভারতের সমস্ত দেশের আত্মনিয়োগ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মহাপ্রাণের সব ভারতের অন্তর্নিহিত হইয়া সকলের মনে স্থির হইয়া পড়িয়াছে। নব সমাজলাভ জাতির সমুখে বর্তমান পারে নাই। সেই আজ ঘোর বিভিন্নাত্মক। কে জাতির সমুখে সমস্যার 'দিশা হীন' তুলিয়া ধরিবেন। কোথায় আমিজীর মত 'dynamic personality' যিনি দুইশত কোটির জীবনে প্রাণ সঞ্চার করিয়া জাগিতে বিদ্যুৎ শক্তি দিতে পারিবেন? কোথায় রাজা রামমোহনের মনের মহত্ত্বশীলতা? কোথায় কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের মহামানবতা? কোথায় সে বিরাট পুরুষ, যিনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের ভিতর দিয়া আসামী, বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী ও মারাঠা প্রভৃতি জাতির সামাজিক সমন্বয় সাধন করিয়া নব ভারতীয় জাতি গড়িয়া সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারিবেন—যে জাতির বাস করে সমস্যাহীন সমস্যাতে, সমস্যার সমস্যাতে, প্রবেশে প্রবেশে বিরোধ নাই। আজিকার এই পরম বিরোধ, সমস্যার সমস্যা দাঁড়াইয়া তাহাদের আত্মা এই প্রার্থনা করিতেছে—

"মোদের আজ মুক্ত আজি, হে বীর পূর্ণ কর"

পারিবারিক চাষ-আবাদ।

পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তু আসিয়া পড়ায় এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এত লোকের জন্য কাজের ব্যবস্থা কি ভাবে করা যায়, ইহাই হইতেছে সেই সমস্যা। খোলা, বাসিয়া, ভাঙ্গার, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী ইত্যাদির জন্য দুই চারি হোগলাপের ব্যবস্থা করিলে কিছু টিক করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা যায়, তবে তার শতকরা অধিকাংশ হইতেছে অশিক্ষিত বা নিম্ন শিক্ষিত সমাজের লোকদের লইয়া। খোলা, বাসিয়া ইত্যাদি কাজও আছে, কিন্তু অশিক্ষিত শ্রেণীর অনেক লোকের তাহা নাই। সমাজ ইহাদের জন্য কোনো বিশেষ কৃষ্টি নির্দিষ্ট করিয়া দেয় নাই। পূর্ববঙ্গের যারা হইতে উদ্বাস্তু হইয়া এই শ্রেণীর লোকেরা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য বিশেষভাবে চিন্তার স্থির হইয়া সাহায্যের সরকারী টাকা ধার হইতেছে, ইহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইতেছে, কিন্তু বিশেষ কোনো বুদ্ধি ব্যবস্থা ইহাদের জন্য করা হয় নাই। এরূপ না হইবার কারণ এই যে, ইহারা ঠিক কোন বিশেষ ভাবের বোঝা তাহাই আসলে নির্দিষ্ট হয় নাই। বলিতে গেলে যাহা নাই যে, সমাজের যেই স্তরে যাহারা পরিচিত, তাঁহারা কায়িক শ্রমের পক্ষপাতী নয়। কায়িক শ্রমকে তাঁহারা অবজ্ঞাই করেন; এবং এজন্য তাঁহাদের অবজ্ঞাই আছে যে, তাঁহারা কায়িক শ্রম করিবার জন্য নহেন: অভাব শ্রমের দ্বারা যাহা অর্জিত হইবে, তাঁহারা তাঁহাদের সামাজিক অধিকারের বলে তাহারই বিভাগের দাবী করিবেন। এতদিন ধরিয়া এই ব্যবস্থা চলে আসিতেছে। কিন্তু এ অবস্থা যে চরিত্র ব্যবস্থা দ্বারা এবার ভেঙ্গিয়া দেওয়া দিয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে সাজুড় হইয়া সুতন দেশে ঘুরিয়া তাঁহারা পা রাখিয়া দাঁড়াইবার স্থান পাইতেছেন না। তাঁহারা এক অর্থের জীবন সমাধানের মধ্যে পড়িয়াছেন।

K. R. LYNCH & CO.

FOR

SCIENTIFIC BIRTH CONTROL APPLIANCES, RUBBER GOODS, MEDICAL SUNDRIES, SURGICAL INSTRUMENTS, ORTHOPAEDIC APPLIANCES AND HOSPITAL FURNITURE & GLASS WARE.

113, CHITTARANJAN AVENUE (SOUTH) CALCUTTA. 12.

APPLY FOR ILLUSTRATED PRICE LIST.

PHONE : B. B. 2153. TELE : LYNCHEAR.

[illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। [illegible] ব্যবসায়ের [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। [illegible] অতিরিক্ত [illegible] ব্যবসায়ের দ্বারা [illegible] বীজ হইবে।

ইংরেজ-মালিকের [illegible] জাহাজ নিয়োজিত রহিয়াছে, তাহার উপর আন্তর্জাতিক মালিকের উহাদের পরিমিতি কম নয়। ইহাদের মাল বহন অন্যূন আনুমানিক ১,২৫,০০০ টন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহা অতি সামান্য। সুতরাং এই দিকের ক্ষমতা জাহাজের প্রসার আবশ্যক। ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়িগণ এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহাদের ব্যবসায়ের বিস্তার অগ্রহ্য করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। বিভিন্ন জাহাজী কোম্পানী যদি এই কার্য সমবেতভাবে অগ্রসর হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইতে হয় না। তাঁহারা মালিকের, দেশের ও কোম্পানীর উন্নতি উহার দ্বারা অতি সহজে করিতে পারেন এবং পণ্যাদি বহনের জন্য কি ভাবে মালপত্র পাওয়া যাইবে তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। ভারতীয় জাহাজী জাহাজে কোম্পানীর এইভাবে কাজ করিবার সুবর্ণ সুযোগ আছে বলিয়া মনে হয়। বৃটিশ ভারতে এই সব জাহাজী কোম্পানী যে সব সুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, বীমার বীজে তাহা দূর হইয়াছে। তাহারা এখন যদি পুরা ভারতীয় আলাভাব লইয়া কাজে অগ্রসর হন, তাহা হইলে দেশের উন্নতির পথে তাঁহারা যে সহায়ক হইবেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায় পুনর্গঠন সম্পর্কে কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহার সরকার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইতেছে এই যে, ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী ভারতীয় মালিক কর্তৃক পরিচালিত হওয়া আবশ্যক; কোম্পানীর ৭৫ ভাগ শেয়ারের মালিক থাকা আবশ্যক, তাহা ছাড়া সমস্ত ডাইরেক্টর ও অফিসিয়াল লিকুইডেটর হইতে হইবে ভারতীয়। এইভাবে কাজ করিলে ভারতীয় মূলধন দ্বারা ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায় প্রভূত প্রসার লাভ করিবে।

জাহাজের আমদানি

বিভিন্ন জাহাজের বন্দর সমূহের এক তালিকা দেওয়া যাইতেছে—

পশ্চিম বাংলা—কলিকাতা।

উড়িষ্যা—গোপালপুর, পুরী, চাঁদবালী।

মাদ্রাজ—কোকনদ, কাকিনাড়া, বেজওয়াড়া, মছলিপত্তন, নেলোর, মাদ্রাজ, কুড্ডালোর, পোর্টনোভো, চিদম্বরম্‌পেট, নাগপট্টম, তাঞ্জোর, নেগাপট্টম, তুতুকুড়ি, আলিয়াবলাইম, কায়ালিস, আলপাইম, কোচি, পাম্বান, মণ্ডপোটি, তিলাকিরি, ত্রিবান্দ্রোম, কোচি, অড়ালাইম, কুলশেখরপট্টম, কোচি, পোন্নানি, কালিকট, মাহেমাহে, টেলিচেরী, কানানোর, মাঙ্গালোর, কারলি, কুড়াপুর।

বোম্বাই অধিকারে—বাহি, পরিচেরী।

জিয়াঙ্গুর—আলিবি।

সৌরাষ্ট্র—বেরি বন্দর, ভাবনগর, পোরবন্দর, কাকলা, মোক্তি, মাঙ্গারোলি।

এই অবহিত বন্দর ভারতীয় জাহাজের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে বলা চলে। ইহাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগসূত্র স্থাপনে ভারতীয় জাহাজ বিশেষ অগ্রণী হউক, ভারতবাসী ইহাই প্রত্যাশা করিবে।

প্রস্তাবিত সেবা সংস্থাটি

	লক্ষ টাকা
পাটজাত দ্রব্য	১২৬.৯৮
কার্পাস দ্রব্য	৭৫.২৩
চা	৭৪.৭৩
শেষিত চর্ম (লেদার)	১৮.৫৩
পাট	১৪.৭৬
তুলা	১৩.৫৪
রবি তুলা	৮.১৫
তৈল বীজ	১৪.৭১
লাক্ষা	৮.৭৮
উদ্ভিজ্জ তৈল	৮.৭৫

চিনি, তুলা ও বস্ত্রাদির নূতন দর

—:০:—

বাজেট সরকার চিনির উপর কিভাবে শুল্ক বসাইবে সে সম্বন্ধে ও তুলার উপর উচ্চতর শুল্ক ধার্য্য করিবে সে সম্বন্ধে ইতিমধ্যে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। ইহার ফলে বাজারে চাঞ্চল্যের ভাব আছে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পৃথিবীর বিভিন্ন বাজারে মূল্যমূল্য হ্রাস করা হইয়াছে—ভারত সরকার উক্ত পণ্যাদি যে হারে নির্দ্ধারিত করিবেন, তাহা ঐ হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যমূল্যের উপর নির্ধার করিয়াই করা হইবে।৪ এবং পাকিস্তানের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যের যে অসম অবস্থা চলিতেছে তাহার সহায় সহিষ্ণুতা এইরূপ শুল্ক ধার্য্যের একটা যোগসূত্র থাকিবে। যেরূপ এখন বাজার পরিস্থিতি উপযোগী শুল্ক ধার্য্যের শক্তি ও সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা পরিপূর্ণভাবে কাজে নিয়োজিত করা আবশ্যক। বর্ত্তমানে পণ্যের অভাব হেতু বিদেশ হইতে যখন নানা দ্রব্য আমদানি করিতে হইতেছে তখন অভাব পূরণের জন্য যতদিন অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবসায় পুনরায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য অতিরিক্ত উৎপাদ দিতে হইবে। বিদেশি পণ্যাদির শুল্ক ধার্য্যের সময় একটা সুসঙ্গতি সৃষ্টি করিয়া তাহা দেখা আবশ্যক, এক দেশের দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য্য হইলে তদনুযায়ী অন্যান্য দ্রব্যের উপরও শুল্ক ধার্য্য করাই সঙ্গত। এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে চিনির ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য।

ডোমাডাঙ্গার সময়ে গভর্ণমেণ্ট সফল হন নাই, এরূপ সমালোচনা গভর্ণমেণ্টকে বিদ্ধ করিতেছে। এই কারণে পণ্যাদির শুল্ক ধার্য্যের সময় মূল বৃদ্ধি করা যে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব হইবে না, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহা বলা বাহুল্য যে, গভর্ণমেণ্ট যদি এবার বিভিন্ন পণ্যের শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়া ট্রিক আদায়ের অঙ্কে রাখিতে না পারেন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা অনেক ক্ষুণ্ণ হইবে। এইজন্যই মনে হয় এবার বিশেষ সতর্কতার সহিত গভর্ণমেণ্ট পণ্যাদি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিবেন।

কাপড় ও সুতাকাত দ্রব্যাদি লইয়া ডোমাডাঙ্গায় খুব চলিয়াছে। বোম্বাই ও বিহার সরকার ডোমাডাঙ্গায়ীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর অবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং অনেক অংশ ডাঙ্গায়ীকে গ্রেপ্তারও করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ বস্ত্রাদি উদ্ধার করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। এই ব্যবস্থায় অনেকে আকৃষ্ট হইয়াছেন বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে ভোলো কিছু করিতেছেন না এজন্য সকলের মধ্যে অসন্তোষও দেখা দিয়াছে। কলিকাতায় খোলা বাজারে নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা

যেই সব কাজে চালের কিছু বিক্রয় করা হইয়াছে। যাঁহারা ঐ সকলে বিক্রয় করিয়াছেন তাঁহারা কথা করিয়া যে, ব্যবসায়ের দুইটি সম্প্রদায় একত্রে যোগসাজস করিয়া কি করিয়াছে। এই অভিযোগ সম্বন্ধে বোম্বাই ও বিহার সরকারের কাছ হইতে যাবতীয় তথ্যসংবলিত বিবৃতি তলব করা হইয়াছে। তাহা হইলে এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারিবে।

পরিস্থানে বহুটি ব্যবসায়ি যে ঘুরা হইয়াছে তা, হাতে সাধারণের মনে বিশ্বাস সঞ্চারের ভার দেখা যায়। পরিস্থানে চালের মূল্য যে বেশী তা ছাড়াও একটা কৃত্রিম অসংলগ্নতা সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে সমর্থ হয় নাই। এখন যেহেতু পরিস্থানে মাল চালান বন্ধ হওয়ায় চালের সরবরাহের চাপ থাকা স্বাভাবিক।

[illegible] প্রস্তাব ভারতীয় [illegible] ইহা পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু আপনার উদ্যমে দুধ নূতন ভাবে বণ্টিত করা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে ইহা কিরূপ হয় তাহা এখনো বলা যাইতেছে না। এই সব কারণে ভারত সরকার এ সম্বন্ধে উদ্যোগের পরিচয় দিবেন কি না তাহা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা করিয়া যদি কাজ করেন তাহা হইলে ভালো হয়।

খাদ্যশস্য

ইতিমধ্যে রাজ্যের বাজারে খাদ্যশস্যের কোনো নূতন চালান আসিয়া পৌঁছে নাই। খাদ্যশস্যের সরবরাহ আগামীতে বন্ধ আছে। বাজারে অনেক আমদানি খুব কম হওয়ার ফলে অনিশ্চিত পরিস্থিতির জন্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। চালের কিছু টানাটানি দেখা যাইতেছে। বুটার দর চড়িতেছে। সাম্প্রতিক বন্যার মুক্তপ্রদেশে ফসলের প্রভূত ক্ষতি হওয়ায় তথায় বুটার দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন বন্দরীয়ভিত্তিক হইতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সরবরাহের জন্য উত্তর প্রদেশ সরকার বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন।

চিনি

বিশ্বের চিনির বাজার সম্বন্ধে এ সপ্তাহে নূতন কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। দেশোৎপাদী চিনির বাজারের বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না। কিন্তু এটুকু যে চিনি আমদানি করা হইতেছে, এ সম্বন্ধেই বাজারে কিছু প্রভাব বিস্তারিত হইতে দেখা যায় না। বিভিন্ন স্থানের চিনির দর ছিল এইরূপ—আজমীর ৩৭৸৹, দিল্লী ৩৸৹, মীরাট ও হাপুর ৩৬৸৹, কানপুর ৩১৸৹, কলিকাতা ৩৮৸৹, মাদ্রাজ ৩৮৸৹, বোম্বাই ৩৮৸৹।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পূজার ছুটি উপলক্ষে 'আর্থিক ভারত'এর প্রকাশ ৪র্থ সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। পরবর্তী সংখ্যা 'আর্থিক ভারত' ১৪ই কার্তিক, ১৩৭ সালের ১৯৪০ তারিখে প্রকাশিত হইবে

কার্যালয়
আর্থিক ভারত

এক জনা সিমেন্ট যে, বিদেশ হইতে ১০ হাজার টন চিনি আমদানির বিধি ব্যবস্থা ভারত সরকার ইতিমধ্যেই দেশ করিয়াছেন। ইহার আগে যে ১০ হাজার টন আমদানির চুক্তি হইয়া গিয়াছে এই ১০ হাজার টন তাহা হইতে পৃথক। অর্থাৎ ইহা আনা হইলে মোট ৪০ হাজার টন হইবে। ইহা ব্যতীত আরও ১৪ হাজার টন আমদানির জন্যও দরকারের প্রস্তাব হইয়াছে।

চা

গত সপ্তাহে কলিকাতার নীলাম বাজারে ১৪,৪০০ প্যাকেট চা বিক্রয় হয়, এই পরিমাণ বিক্রীত চা বিদেশে রপ্তানি করিবার অধিকার ভেজাকে দেওয়া হয়। আলমুরীন ব্যবহারের জন্য ১০ হাজার পেটি ভাঙ্গা চা ও,৫০০ পেটি অন্যান্য চা এই বাজারে বিক্রয় হয়। বাজার দমন খোলে তখন দর ছিল নীচের দিকে, কিন্তু শেষের দিকে পাইকার প্রতিনিধি ছুটি পড়ায় বৃদ্ধি পায়।

সেন র‍্যালে ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ

কোম্পানির ডাইরেক্টর, লিঃ-এর আর্থিক কার্য বিবরণীতে (Statutory Report) দেখা যায় কারখানা বৈস্তারীর ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। পরিচালকগণ আশা করেন যে, মূল পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪১ সালের শেষ দিকে উৎপাদনের প্রথম পর্যায় আরম্ভ হইবে। প্রথম পর্যায়ে যে সকল যন্ত্রপাতি ও অংশ বৈস্তারীর অভিপ্রায় অনুষ্ঠানপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, তদতিরিক্ত আরও কয়েকটি অংশ বৈস্তারীর জন্য ভারত সরকার অনুমোদন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে Chains, Spokes ও Nipples বৈস্তারীর সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান করা হইতেছে। এইগুলি ভারতবর্ষে কখনও বৈস্তারী করার অভিপ্রায় ছিল না।

কোম্পানীর নামে প্রায় ১২ বিঘা জমি হস্তান্তর সম্পূর্ণ হইয়াছে। সেখানে কারখানা গৃহের পরিচয় বার্ষিক আড়াই লক্ষ গজের সাইকেল বৈস্তারীর জন্য যেরূপ প্রয়োজন—তদনুসারে করা সম্ভব হইবে। ইতিমধ্যে ফ্রাঙ্ক ব্রু, অফিস ও কর্মচারিদের বাসগৃহ বৈস্তারীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং কারখানা বাড়ীর জন্য ইস্পাতের কাজের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। অনুষ্ঠানপত্র অনুসারে কানিংহী কোম্পানি বিক্রিবার জন্য কয়েকটি ভারতীয় যুবককে মটিজাবাদে কারখানায় পাঠানো হইবে। কোম্পানী নিজে তাহাদিগকে মাসোহারা দিবেন। কারখানার আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

কোম্পানী ৫০ লক্ষ টাকার মূলধন বিলি করার প্রস্তাব আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণই বিক্রীত হইয়াছে এবং ১৮ পয়সাগুলি কেনা ভারতীয় সাধারণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে।

সাইকেল উৎপাদনের পরিকল্পনা ভারতীয় এই কোম্পানী ভারত ও পাকিস্তানে ব্যাপক এজেন্টদের কাজ করিতেছেন এবং ব্যাপক আমদানী-মাল বিক্রয়ের উপরও নজর দিতে পারিবেন।

[illegible] ভারতের [illegible] ভারতের [illegible] [illegible] [illegible]

আনুমানিক ৪০ [illegible]
৩ টাকা হিসাবে বিক্রয় করিলে ১৪০
হইতে ১৮০ টাকা খরচ [illegible] ছোট মালের
পরিবর্তে লাভ ১১০

মূলধন ১৭৫ বিল ডুবি
৫ বার চলের খরচ
লাভ ও মোদাত খরচ
ক্ষেপানি খরচ ৩০৲
অন্যান্য খরচ ১৫৲
১৪৲

আনুমানিক ৪০০টি মূলধন লাভ হইতে পারে। প্রতি খরচ ৪০৲ হিসাবে ধরিলে ১০০৲ টাকা হইতে ১৪ টাকা বাদ দিলে মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৫৲।

অন্যান্য সকলের এইভাবে হিসাব করা যাইতে পারে। উপরে যে হিসাব দেওয়া হইল, তাহা এক বিঘা জমির। পূর্বেই বলা হইয়াছে, পরিবারের লোক [illegible] বিঘা জমিতে এই পরিমাণের চাষ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে আরও অন্ত বিঘার হাতে চাষের হিসাব লাগাইতে হইবে না। উপরের হিসাব খুব কম করিয়া ধরা হইয়াছে। তবুও যদি মনে করা যায় যে, আয় আরও কম হইবে, তবুও তাহারা এই আয়ের চেয়েও বেশী রোজগার করিতে পারিবে না।

এই আয় নিয়ত পরিবারের লোকজন দ্বারা একেবারে সম্ভবপর। জন-মজুর লাগাইয়া এ কাজ করাইতে গেলে খরচ অনেক বেশি পড়িয়া যাইবে। ধরা যাউক, এ কাজ প্রত্যেকটি খুব মজিল ও ব্যবস্থাপূর্ণ ভাবে হইতে পারে, কিন্তু একবার কাজ আরম্ভ করিতে পারিলে উহার পর এ কাজে লেগে থাকিয়া যায়। তখন এ কাজ আলস্যের ছুতো ও প্রলোভন বলে হইবে না। কারণসের মজুরের কাজ করার যে পরিশ্রম, উহাতে আয়া তো নাই-ই, উপরন্তু এ কাজ সম্পূর্ণ নিজের—এই অনুভূতিতে এ কাজে উৎসাহ অনেক বেশী পাওয়া যাইবে।

অবশ্যই সমস্যের কথা বলা হইল বটে, কিন্তু মজুরের যাহোকাহোকে একটা-না-একটা করিয়া হইবে—অনুসারী বাঁধনের অবস্থা করিয়া চাষ করিলে লাভ আরও অনেক বেশি হইবার কথা। সে যাই হোক, মোটের উপরে মজুর জানিয়া না বেরোইয়া একবার এ জাতীয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি!

ভারতের উপকূল-বাণিজ্য ও সদাগরী জাহাজ।

ভারতের একটি দিকে তাকাইলে দেখা, আর তিন সমুদ্র-বেষ্টিত। ভারতের এই সমুদ্রবেষ্টিত দৃশ্যের উপর আনুমানিক ৩ হাজার মাইল—করিকোরা হইতে খোজাই মাকোরা। উপকূলের এই বিশাল আয়তনে অনেক বন্দর রহিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন পণ্য এই বন্দরের দ্বারা পূর্ণ হইতেছে। সুতরাং ভারতের এক অঞ্চলের পণ্য অন্য অঞ্চলে যাতায়াত করে, ইহার দ্বারা ভারতের এক বিরাট উপকূল-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কেবল এই উপকূল-বাণিজ্য চালাইবার জন্য প্রচুর জাহাজ আনার প্রয়োজন। ইতিপূর্বে ইহা চালিত হইত বিদেশী জাহাজ দ্বারা। ৫ বৎসর পূর্ব হইতে ১৪ লাখ মাল্লিক চালানো হইতেছে ভারতীয় জাহাজের দ্বারাই। সম্প্রতি ভারত গভর্নমেন্ট এক প্রেস নোট জারী করিয়াছেন যে, আগামী বৎসরের ১৫ই আগষ্ট হইতে এক বৎসরের জন্য ভারতীয় জাহাজ ব্যতিরেকে অন্য কোনো জাহাজ এই কার্যে নিয়োজিত হইতে পারিবে না।

ভারতের বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে মাল যাতায়াতের জন্য ভারতীয় জাহাজ ব্যবহার করিবার দাবী অনেকদিন করিয়া আসিতেছে। বৃটিশ শাসনকালে বৃটিশ গভর্নমেন্ট ভারতীয়দের সে দাবী স্বীকার করিয়া লন নাই। তাঁহারা এইরূপ যুক্তি দেখান যে, এরূপ ব্যবস্থা করিলে একটি জাহাজের অন্তর্গত দুইটি দেশ, অর্থাৎ ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে, ইহার দ্বারা বৈদেশের সৃষ্টি হইবে এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইবে। ১৯৩৭-৩৯ সালে ইন্ডিয়ান মার্কেন্টাইল মেরিন কোম্পানী তুলনামূলক করিয়াছিলেন যে, কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাহাতে কেবল ভারতীয় জাহাজই ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে নিয়োজিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কিন্তু মেরিন কোম্পানীর সে দুরভিসন্ধি প্রকাশ হয় নাই, পূরীভূত হয় নাই। কিন্তু ভারত গভর্নমেন্টের প্রেস নোটে যাহা ঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, মার্কেন্টাইল মেরিন কোম্পানি ২৭ বৎসর পূর্বে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এবার তাহা কার্যকরী হইতে চলিয়াছে।

পর মহাযুদ্ধের পূর্বে এই উপকূল-বাণিজ্যে যে পরিমাণ মাল চলাচল করিত, ভারতীয় জাহাজ তাহার শতকরা ৩৩ ভাগ বহন করিত। ১৯৪৮ সালে উহা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৫৩ ভাগ হয়, ১৯৪৯ সালে হয় ৬৯ ভাগ। এই পর পাঁচ মাসের মধ্যে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৭৪ ভাগে পৌঁছিয়াছে। এইরূপ ক্রত বৃদ্ধির কারণ অবশ্য আছে। পর যুদ্ধ অনেক বিদেশী জাহাজ এই ব্যবসায়ে, তাহার মধ্যে জাহাজের টানাটানি পড়িয়াছে। যে কারণে আগে তাহারা দ্বারা নিজেদের মাল বহনে তত আগ্রহ দেখাইত জাহাজী মালবাহন প্রত্যাবর্তনের প্রচুর সুযোগ লাভ করিয়াছে। এত বেশ যখন এইরূপ প্রভাব লাভ করিয়াছে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী সমর্থ হইয়াছে, তখন অবশ্যই ১৫ লাখ মাল বহন করিতে তাহাদের যে বিশেষ অসুবিধা হইবে এমন মনে হয় না। কিন্তু এই সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাণিজ্য-ক্ষেত্রে বর্তমানে যেরূপ দেখা দেওয়ায় উপকূল-বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। অল্প পরিমাণ মাল বহন করিয়া জাহাজ চলাচলের যাবতীয় খরচ তুলিয়া উঠার অসুবিধা হইয়াছে। এই কারণে এই সব কোম্পানীকে সরকারী সাহায্যের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইতেছে। কিন্তু অচিরে ভারতের বাণিজ্যিক অবস্থা দূর হইলে, এবং ভারতের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে মাল বহনের কাজ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। তখন সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর তো করিতেই হইবে না, উপরন্তু ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায় আরও প্রসার লাভ করিতেও সক্ষম হইবে।

ভারতে বন্দরের সংখ্যা মোট ৭৩টি। সকলে ইহা অধিকার করে হইতে পারে। কিন্তু ভারতের মানচিত্র যাঁহারা একবার খুলিয়া দেখিবেন, তাঁহারা হইলে সহজেই ইহা তালিকা করিয়া করা যাইবে। ভারত একটি দেশ নয়, ইহা এক মহাদেশ। এই দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সহায়তা করিবার জন্য ভারতের বিরাট এক জাহাজী সৈন্য-বহর আবশ্যক। এই ৭৩টি বন্দরের মধ্যে আনাগোনা করিবার জন্য কি পরিমাণ জাহাজ দরকার, তাহারো জাহাজের ভারবাহী তাহারা সকলে তাহার হিসাব করিতে পারিবেন। তাহার উপর আছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র। নূতন এশিয়ার বীরে বীরে গড়িয়া উঠিতেছে। আমাদের প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, চীন, জাপান ইত্যাদি দেশের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক নূতন ভঙ্গিতে গড়িয়া উঠিতেছে, তেমনি বাণিজ্যিক সম্পর্কও বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সব দেশের মধ্যে পণ্য বহন আমাদের জাহাজ ভারতের নূতন এক যৌবনের আরম্ভক। ইহা দেখিয়া সহজেই বোঝা যায় যে, ভারতের সদাগরী জাহাজের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল।

উপকূল বাণিজ্য বর্তমানে যে সব জাহাজী নিযুক্ত আছে, তাহাদের গ্রোস ১,৫৭,১১০ টন মাল বহনের শক্তি আছে। কিন্তু উপকূল পথে যে

ডানলপ

আর-এইচ-এস

ট্রাক ও বাসের টায়ার

এই বড়ো, ভারি টায়ারের কেসিংএর সঙ্গে ডানলপের নিজস্ব প্রথায় প্রস্তুত রবারে ঢেকানো সুতো থাকার ফলে এটি আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বর্তমান টায়ার ইতিহাসে এর শক্তি ও মজবুতির এর অগ্রগতিই প্রমাণ করে।

বড়ো-ভারি-নিরাপদ
এবং লেটেক্সে ঢেকানো সুতো

DX 352

বেকার লিমিটেড

(BAKER LIMITED.)

পার্কষ্ট্রীট, ২৪ পরগণা।

বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্রান্সফরমার, স্পট ওয়েলডার এবং সর্ব্বপ্রকার ইলেক্‌ট্রোড সরবরাহকারক। অর্ডার দিলে আমরা ইলেক্‌ট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

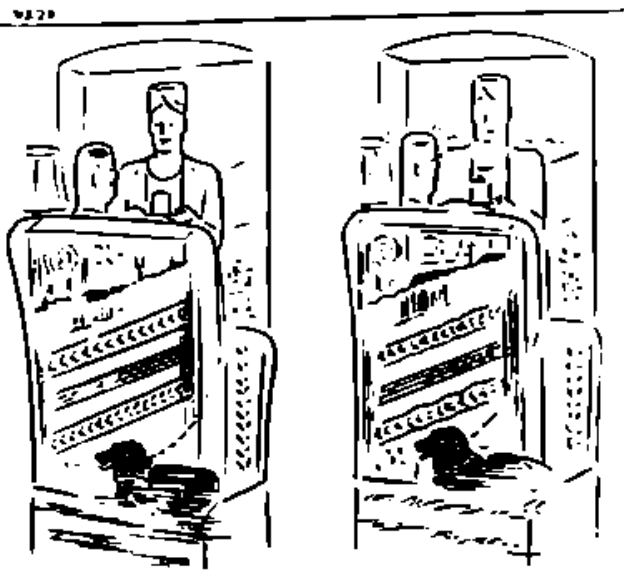

আপনিও শেষ পর্য্যন্ত বরলেন

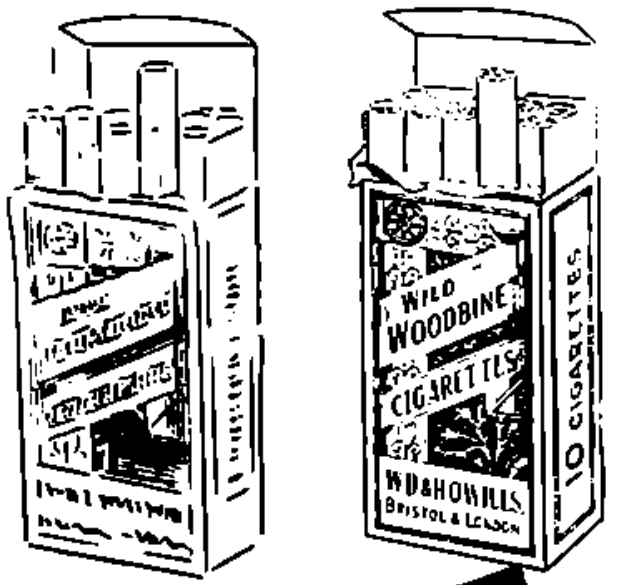

WILLS'S
WILD
WOODBINE

উইল্‌সের উইলবাইন

W. D. & H. O. WILLS
BRISTOL & LONDON

৫ ঈস্টার্ন্যাশনাল প্রেস, ৫১ নং ফড়েপুকুর ইষ্ট, কলিকাতা হইতে শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০ কপি। ১৩৪৩ সাল। ১৩৪৩ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত ৫০০ কপি। ১৩৪৩ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত ৫০০ কপি।

REGD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ২৭ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৫৭ ১০ই নভেম্বর, ১৯৫০ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়—	২১৪
পৃথিবীর দারিদ্র্য ও যুদ্ধব্যয়	
প্রাসঙ্গিক—	২১৭
আমদানি নিয়ন্ত্রণ	
লাভাংশের হার	
ব্যবসায়ীর চরকী	
শর্ত্তিকরণ ও পুঁজিবাজার	
পাকিস্তানে টাকার অবমূল্যায়ন	
৩। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক ট্রাইব্যুনাল—	২২৮
৪। বিবিধ ভারত শিল্পবাণিজ্য সঙ্ঘ—	২২৯
৫। মৌখিক—	২৩০
ষ্টীলস্ট্রপ সেলার্স লিমিটেড	
পরাজয়ের বাজার—	২৩১
বিভিন্ন বাজারে পরাজয়ের ইতিহাস	
খোলা বাজার—	
পুরাতন বাজার সব বাজার	
৮। সংবাদ সংকলন—	
পশ্চিমবাংলায় টাকার ক্রয় ক্ষমতা কমিয়াছে না	
ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড	
ব্যাঙ্ক সংগঠনের পরিকল্পনা	
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	
ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতি	
ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত আইন বাড়াইবার প্রস্তাব	
ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি	
ডোভ লেবার	
স্বর্ণের বাজারে আবহাওয়া	

পৃথিবীর দারিদ্র্য ও যুদ্ধব্যয়।

কয়েকদিন পূর্বে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সার্ বরদিং রাও নিউ ইয়র্কের টাউন হল ক্লাবে একটি অভিভাষণ দান কালে পৃথিবীর দারিদ্র্য ও যুদ্ধের ভয়াবহতা [illegible] বলিয়াছেন, তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। [illegible] এবং দারিদ্র্য দারিদ্র্য বলিয়াই আর কিছু নহে—এই ভাবে এই দুইটি মারাত্মক শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া রাখিলে চলে না। পৃথিবীর সভ্য জাতিসমূহ দারিদ্র্য দূর করিবার বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দিয়া থাকেন, কিন্তু সেই সঙ্গে যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুতি ত্রুটিমুক্ত হয় না। যুদ্ধোদ্যম না থাকিবার কারণ এই যে, নিকট প্রতিবেশীর নিকট হইতে ভয়। এবং 'কিন্তু' কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের ভয়। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, তাহাদের আক্রমণীতির প্রতি আশঙ্কাই পৃথিবীতে বর্তমানের এই অশান্তি আনয়ন করিয়াছে।

সার নরসিং রাও টাবার অভিভাষণে বলিয়াছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসিগণ কমিউনিষ্ট আক্রমণকেই হয়ত সবচেয়ে বড় বিপদ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ দারিদ্র্যকে ইহা অপেক্ষাও বড় বিপদ বলিয়া মনে করে। যদি জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা যায় এবং তাহাদের আয়ের চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে সেই বনিয়াদের উপরই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অন্য কোনো উপায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভারত ও এশিয়া দেখে না।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যদি কঠিন সংগ্রাম ঘোষণা করা যায় এবং মানুষের জীবনে নিরাপত্তার আশ্বাস যদি দেওয়া যায় তাহা হইলে তদ্দ্বারা অটল শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। অন্য কোনো উপায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করা যায় না। রাষ্ট্রপুঞ্জ পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কাজ তাহা হইলে হইতেছে, পৃথিবীর দারিদ্র্য দূর করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

সার্ নরসিং রাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে পরিমাণ ব্যয় হইয়াছিল তাহার হিসাব দিয়াছেন। টাকা অবশ্য পাই দিয়া হিসাব না দিলে মার্কিন জাতি হয়ত ঠিকমত তাহা বুঝিতে পারিবেন না—পৃথিবীতে মার্কিনীরা যেসব কাজ বাঁধিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই হাঙ্গামাই হয়ত চলার পথে হিসাব অধিক করিয়া শ্রীযুক্ত রাও টাকার অভিভাষণ দিয়াছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন জনসাধারণের ব্যয় হইয়াছে লক্ষ ৩০ হাজার কোটি ডলার— কেবল অঙ্ক লিখিলে তাহা ১,৩০,০০,০০,০০০,০০০ ডলার। এই অর্থের পরিমাণ এই, কিন্তু ইহার পরিমাণ ঠিক কত তাহা আন্দাজ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই যে ব্যয় হইয়াছে, ইহা কেবল অস্ত্রের ও মানুষের জীবন নাশের নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবনের জন্যই ব্যয় করা হইয়াছে। এ অর্থ ব্যয় দ্বারা পৃথিবীর লাভ কিছু হয় নাই, কাহারও সুখ বরঞ্চ লোকসানই হইয়াছে অনেক। এই অর্থের সহস্রাংশের একাংশও যদি সারা পৃথিবীর উন্নয়নকল্পে কয়েক বৎসর ধরিয়া ব্যয় করা হইত তাহা হইলে পৃথিবীর চেহারাই বদলাইয়া যাইত, এবং রোগের অশান্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইত। তাহা হইলে কোমিন্ফর্ম রাশিয়ার এই সব অপকার্য্য করিবার সুযোগও বড়-একটা ঘটিত না। কিন্তু তাহা তো হয় নাই, মোট অর্থ যুদ্ধে ব্যয়িত হইয়াছে এবং হিসাব করিতে গিয়া দেখা যাইতেছে, ইহার দ্বারা কোনো লাভই হয় নাই।

পৃথিবীর মানুষ এখন অন্নের, বস্ত্রের ও বাসস্থানের টানাটানির মধ্যে দিন কাটাইতেছে। তাহার জীবনে শান্তি নাই, সুখে শান্তি নাই, মনে শান্তি নাই। এই কারণে বেপরোয়া হইয়া সে শান্তির সন্ধান করিতেছে, এবং এই সন্ধানের সংঘর্ষে যত রকমের অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে। জনসাধারণের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্বাস করাই রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজ; কিন্তু দেখা যাইতেছে, আক্রমণ থামাইবার জন্য প্রতি আক্রমণ করিয়া কিসে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা চলিয়াছে।

বিশ্বের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভারতের মনোভাব কিরূপ তাহা একাধিকবার ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু ঘরির কর্ণে সব কথা প্রবেশ করে না। তাই বারবার একই কথা ঘাবড়াইয়া পেটার জন্য করিয়া বিশ্বের কর্ণে প্রবেশ করাইতে হইবে। গত ২৪শে অক্টোবর রাষ্ট্রপুঞ্জ দিবস উপলক্ষে পণ্ডিত নেহরু ও ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ এ বিষয় ভারতীয় মনোভাব নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বলা হইয়াছে, ভারত শান্তি চাহে, যুদ্ধ চাহে না। কোনো প্রকার আক্রমণাত্মক কার্য্যের নিন্দা অকপটে করা হয়। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে যুদ্ধ তাহার অর্থও ভারতের নিকট বোধগম্য নয়। পণ্ডিত নেহরু ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন "অদ্ভুত অসামঞ্জস্য"। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য চারিদিকে এখন রণদামামা বাজানো হইতেছে; সকলের ঘরেই যেন সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সকলের মনের আকাঙ্ক্ষাটা হইতেছে শান্তি প্রতিষ্ঠা। এই ইচ্ছা যদি অকৃত্রিম হয়, তাহা হইলে এই সমর সজ্জা ত্যাগ করিতে হইবে, মনের ভয় দূর করিতে হইবে।

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের ন্যায় বিরাট এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি চালু রাখিবার জন্য ব্যয় আছে এবং তাহা সংযত ব্যয়। কিন্তু অ্যাটম বোমার ন্যায় সর্বনাশকারী অস্ত্রের উৎপাদন ব্যয়ের নিকট রাষ্ট্রপুঞ্জপ্রতিষ্ঠান-পরিচালন ব্যয় অতি সামান্য। শ্রীযুক্ত রাও জানান যে, একটি অ্যাটম বোমা তৈয়ারী করিবার জন্য যে সব উপকরণাদির দরকার হয়, তাহার যে ব্যয় হয়— সেই অর্থের বার্ষিক সুদ ধরা— সেই অর্থে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি চলিতেছে।

একটি মাত্র অ্যাটম বোমা পৃথিবীর আটভাগের এক ভাগ ধ্বংস করিয়া দিতে পারে বলিয়া শোনা যায়। এইরূপ একটি বোমার মূলে একটি প্রতিষ্ঠান চলিতেছে। ইহা হইতেই সহজে অনুমান করা যায়— একটি আণবিক বোমা প্রস্তুতের খরচ কত। এই প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতেছে কেন? পৃথিবীতে যাহারা শান্তি কিনিয়া আনে। বোমার দ্বারা যদি শান্তি আনিতে হয় তাহা হইলে সে শান্তি নরক মহাশ্মশানের শান্তিরূপেই আসিবে।

পৃথিবীকে শ্মশানে পরিণত না করিয়া কি উপায়ে শান্তি আনয়ন করা যায় তাহার পথ এবার খুঁজিয়া বাহির করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। এই দিক দিয়া ভারত তাহার অসাধ্য চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। ভারতের এ চেষ্টা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবী তাহার উপকৃত হইবে। পৃথিবীর দারিদ্র্য ঘুচিলে পৃথিবী হয় স্বর্গের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হইবে। রাষ্ট্রপুঞ্জ [illegible] ন্যায় আতঙ্ককর বিলাসকে ঠেকাইবার জন্য [illegible] করা যায়।

প্রাসঙ্গিক

আমদানি নিয়ন্ত্রণ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পণ্যের চালাচালি পরিমাণ যাহাতে সমুচীন হইবার জন্য একটা ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক হইয়া পড়ে। যাহাতে অযথা প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করিয়া অল্প মূল্যে আবহমান বিত্ত না ঘটে তাহার জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে ১৯৩০ সালে আমদানি নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হয়। দেশের অত্যাবশ্যক দ্রব্য ছাড়া ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে যোগান দাতা দেশ বা দেশ যাহার জন্য আমদানিকৃত দ্রব্য প্রয়োজনীয় হুণ্ডি আমদানি নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের উপর আরোপিত হইয়াছে এবং হুণ্ডি ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের উপরও নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হইয়াছে। আমদানি করিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইয়া থাকে, বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা সেই অর্থ অর্জন করা আবশ্যক। এই জন্য অনেকে ভিন্ন করিয়াও আমদানির পরিমাণ ইত্যাদি নির্ধারিত হইয়াছে। পরে অবস্থানুযায়ী অনেক দেশেই অনেক পণ্যের আমদানি বন্ধ করিয়া আরও অধিক পরিমাণে দেওয়া দিয়াছে। বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া এই আমদানি পূর্বেও হইয়া গেছে, কিন্তু তাহাদের তাহাদের পক্ষে যাহা দেওয়া হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা অর্থাৎ আমদানীর পণ্য বিদেশে চালান দিয়া আমরা যে অর্থ অর্জন করে আমরা দ্বারা এই সব প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করা সম্ভব হইয়া থাকে না। যেমন বা. এই অর্থিত অর্থ দ্বারা আমাদের বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হইয়াছে থাকে আমদানি। কিন্তু যদি আমরা এত প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করিয়া আমদানি আমদানি যোগানের জন্য যদি অর্থ অনুমোদন না হয় তাহা হইলে আমাদের পরিমাণ হ্রাস হইবার কথা হয়। আমাদের প্রয়োজন বিভিন্ন আমদানি। এই আমদানি যা যোগান আমাদের [illegible] দ্বারাই যা উহাদের কাছে বিক্রয় দ্বারা দেওয়া বিক্রয় করা। এই সব কারণে একটা সুব্যবস্থা করিবার জন্য গত জুলাই মাসে ভারত সরকার আমদানি নিয়ন্ত্রণ কমিটি নামে এক পরামর্শ কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির সভাপতি হন শ্রীযুক্ত বিরাসী মেটা। মাত্র তিন মাসের মধ্যে এই কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে এই কমিটির কার্য-তৎপরতার প্রমাণ মিলিবে। এইরূপ এত তাড়াতাড়ি ও ভালো রিপোর্ট সচরাচর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া এত শীঘ্র তাঁহারা তাঁহাদের পরামর্শ দাখিল করার ব্যবসায়ী মহল বিশেষ আশান্বিত হইয়াছেন। আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিয়া অত্যাবশ্যক দ্রব্যের আমদানি বাড়াইয়া দেওয়া যে আশু ইহা সর্বাধিক-বিদিত। এই ব্যবস্থার এই কমিটির কার্য কর্তৃত্ব সম্পাদন একটু আসান সহজ করিয়াছে। কমিটির এই রিপোর্টকে ভারত সরকারের আমদানি-নীতির সমালোচনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই কমিটি আমদানি-যোগ্য পণ্যাদির শ্রেণীভেদ করিয়া দিয়াছেন। যে পণ্যের বা দ্রব্যের প্রয়োজন সর্বাধিক, তাহাই প্রথমে আমদানি করা হইবে, এবং প্রয়োজনের হিসাবে যে দ্রব্যের স্থান যেমন হইবে সেইরূপে তাহা আমদানি করা হইবে। এই কমিটি ভূমি ও শিল্পোন্নয়ন উৎপাদনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির স্থান নির্দেশ করিয়াছেন সর্বাগ্রে। এই কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে বৎসরে ৪০০ কোটি টাকার মাল বিদেশ হইতে আমদানি করা চলা হইয়াছে। তাহা দ্বারা এই বিষয়ে সরকারী মহলের কাজ যাহাতে সুচারুরূপে ও দ্রুতবেগে পরিচালিত হয় তাহার উপরও প্রচুর জোর দেওয়া হইয়াছে। কমিটি যেরূপ তৎপরতার সহিত তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, ভারত সরকার এখন সেইরূপ তৎপরতার সহিত যদি ইহা অবশ্য ও তদনুযায়ী কাজ আরম্ভ করেন, তবেই হইবে তাহার পরিমাণ ফল হইবে।

সামাজিক স্বাস্থ্য—

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজ জীবন ব্যাধি ও পাপ প্রভৃতি হইতে মুক্ত করিবার জন্য অনেক বৎসর পূর্বে "নৈতিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য আন্তর্জাতিক" নামে একটী আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সঙ্ঘ এই দীর্ঘকাল ধরিয়া কাজ করিয়া চলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের সমাজসংস্কারের বিশেষ কোনো উন্নতি কোথাও হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। তাহাদের এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয় ১৯০৩ সালে। ভারতীয় এই শাখার পরিচালনা ইত্যাদির ভার অর্পিত হয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের হাতে। তাহার ফল যাহা হয় তাহাই হইয়াছে। ইহা একটা পৌরুষি আন্দোলনের আকার পরিগ্রহ হইয়া থাকে। সম্প্রতি ইহা ভারতীয় পরিচালকের হাতে আসিয়াছে। আমাদের ধরন কোথায় এবং সামাজিক ক্ষত দূর করিতে হইলে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, ভারতীয় পরিচালক দ্বারা তাহা অবলম্বন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করা যায়। অবশ্যকিন্তু পূর্বে বিভিন্ন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যের নৈতিক ও সামাজিক ক্ষতা সম্বন্ধেও প্রশ্নাদি হয়। এখানে রাষ্ট্রপতি মহিলা রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও রাজকুমারী অমৃত কাউর অভিভাষণ দান করেন। রাজেন্দ্রবাবু বিদেশে সমাজসেবী বা প্রতীচ্য পরিচালন আদায় করিয়া নারী-পুরুষ অবাধ মিলনের বিষয়ে বলেন এবং উপসংহারে সকলকে সাবধান করিয়া দিয়া বলেন যে, উহার উচিত অর্থ যেন না হয়। রাজেন্দ্রবাবু আরও বলেন যে, দেশের সামাজিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে দেশের শিক্ষার আমূল সংস্কারসাধন করা আবশ্যক। তিনি বলেন যে উহার যদি কোনো বাধিত ব্যক্তি হইলে তিনি দেশের দুর্নীতিমূলক চলচ্চিত্র বন্ধ করিয়া দিতেন। তিনি রাষ্ট্রপতি হইয়াও যদি ইহা করিতে না পারেন তাহা হইলে এই কাজ করিবে কে—, জনসাধারণের মনে এ প্রশ্ন উদয় হওয়া স্বাভাবিক। দেশের শিক্ষা যে দেশের সামাজিক স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কিরূপভাবে দায়ী ইহা তো সর্বজনস্বীকার। এ সম্বন্ধে ইহার প্রতিকার হইতেছে না কেন? ইহাই আশ্চর্য। দেশের-ঘোর যা চলিয়াছে, তাহাতে যাহে অধিক অবস্থা দান করা আবশ্যক। এই ঘোরে চলিয়াছে ও অধিক অগ্রসরমান ব্যক্তিকে প্রথম করা দরকার। যাহারা ভারতীয় সংস্কৃতি ও চরিত্রে আস্থাবান, যাহারা বিদেশী চোখ দিয়া দেশের সমাজকে দেখেন না, এমনসব ব্যক্তি দ্বারা এই বোর্ড গঠন করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতির হাতে যে ক্ষমতা আছে বলিয়া তিনি আশ্বাস করিয়াছেন, সেই ক্ষমতা যাহাতে অন্যান্য এই বোর্ডের হাতে দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ভাবে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে সিনেমার অশ্লীল অভিনয়াদিরও বন্ধ হইবে না। চলচ্চিত্রের সাহায্যে দেশের ও সমাজের প্রচুর কল্যাণ সাধন করা যায়; অথচ এইরূপ একটী শক্তিশালী মাধ্যমের কি ভাবে অপব্যবহার হইতেছে তাহা যে কোনো দর্শকই দেখিয়া থাকেন। এই বিষয়ে বিভিন্ন দেশ—তাহাদের সমাজ সম্বন্ধে ধারণার জন্য অনেক বিভিন্ন ধারণা করিয়াছে। এ সম্বন্ধে তথায় সিনেমা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক শ্রেণীর চিত্র হইতেছে পূর্ণবয়স্কের জন্য, আর এক শ্রেণীর চিত্র সর্বসাধারণের জন্য। কিন্তু আমাদের এখানে একটী চিত্র আমোদপ্রমোদিনী সকলের সাধারণে দেখিয়াছেন। সমালোচনা তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছে। এইরূপে সমাজজীবনে যে বিষ সঞ্চারিত হইতেছে তাহার ফল বিষময়ই হইবে ইহাতে আর দ্বিমত নাই? দেশের পরিচালকবৃন্দ বিভিন্নের পূর্বে এই বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি, আশা করি সেই সঙ্গে এই আশ্বাস দেওয়া করি যে, রাজেন্দ্র বাবুর উক্তির পর এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে উদাসীন হইবেন।

বাঙ্গালীর দুর্দশা—

বিহার গভর্ণমেণ্ট ছোটনাগপুরীদের সুবিধা করার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এক ঢালার জোরে অনেক ছুটি-ছাটা বন্ধ পড়িয়াছে। সিভিলিয়ান দু জন মাননীয় বাঙ্গালী আসিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আন্দোলন করিয়াছেন। অথচ, অবাঙ্গালী ও অসিলেণ্টী বাঙ্গালীদের এই সামান্যসিদ্ধান্তী কাজে বাধা দানের জন্য চক্রান্তসূত্রের কঠিনের ব্যবস্থাটী হয়ে হয়, এবং গভর্ণমেণ্টকে উচিত শিক্ষাদানের জন্য সংবদ্ধ হয়। তাহারা স্থির করিয়া এইরূপ এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে- গভর্ণমেণ্ট ছোটনাগপুরের ইতিহাসিক বিষয়ে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা যদি সংশোধন না করেন, তাহা হইলে তাহা ও সব বাঙ্গালীরা তাহাদের ব্যবসায়ের ব্যাঙ্কের বা লাইসেন্স তিনিয়া নিয়ে যাবা হইবেন। বাঙ্গালীদের এইরূপ ধারণা হয়ত ছিল যে, তাহাদের এই ধমকিতে গভর্ণমেণ্ট ভিন্নিত হইয়া পড়িবেন এবং ছোটনাগপুরীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান বন্ধ করিয়া দিবেন। ইতিপূর্বে বাঙ্গালীদের অনেক সুবিধার দিন করা হইয়াছে, সেই আশাতে তাহারা এরূপ স্থির করে যে, এবারও তাহাদের এই অবস্থার ইঙ্গিত হইবে। কিন্তু বিহার গভর্ণমেণ্ট এইবার অন্য বাঙ্গালীদের আহ্বান দেন নাই। তাঁহারা অন্তর্ধারণ দেখাইয়াছেন। এই সব বাঙ্গালীদের নিশ্চিন্তভাবে কথা প্রার্থনা করাইয়া ছাড়িয়াছেন। অন্যথা উপায়ে বাঙ্গালার করিবে, এবং তাহাতে বাধা দিলে প্রতিবাদ জানাইবে, সমস্ত জগতের ইতিহাসে ইহা নূতন ও অভিনব ঘটনা। কিন্তু বিহার সরকারের এই দৃঢ়তার প্রয়োজন ছিল। গভর্ণমেণ্টের সিভিলিয়ান সমাজ বিদ্রোহীদের উসকানি দেয়। কিন্তু যদি এইরূপ দৃঢ়তা দেখানো যায় তাহা হইলে তাহার পরিণাম সুফল হইবে। অন্যান্য রাজ্য এইরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করিবেন—তাহাই প্রার্থনা।

পাকিস্থান ও পূর্ববঙ্গ—

পূর্ববঙ্গকে পাকিস্থানের একটী উপনিবেশরূপে পরিণত করিবার জন্য পাকিস্থানের উপরওয়ালা মহলে ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। এই ষড়যন্ত্র সফলের জন্য পূর্ববঙ্গে ইতিমধ্যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং ধরপাকড় শুরু হইয়াছে। অনেকে এমন ধারণাইয়াছে যে, মনে হয় দুরভিসন্ধি সাধনে অভিনবী সরকার নেতা বিরে। পূর্বপাকিস্থান দুরভিসন্ধি সাধনের সহকারি জোলানা আক্রাম খাঁ এই দুরভিসন্ধির ব্যবস্থার অন্যতম কর্মিটীর সভাপতি ছিলেন। পূর্ববঙ্গকে পাকিস্থানী সাম্রাজ্যের মধ্যে বিলয় করিয়া দিবার ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন হইতেছেন। পূর্ববঙ্গে দুরভিসন্ধি সাধনে যে সব প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, সেগুলি অপসারণ করিবার জন্য তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা হইতেছে- পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন একজন হইতে

নিখিল ভারত শিল্প-বাণিজ্য সঙ্ঘ

—:০:—

নিখিল ভারত শিল্প-বাণিজ্য সঙ্ঘের সপ্তদশ বার্ষিক সম্মেলন প্রেরিত এক বাণীতে ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্তেশ্বর মহোদয় এই আশা প্রকাশ করেন যে, শিল্প-বাণিজ্য সঙ্ঘ দেশের সমগ্র পরিস্থিতির বাস্তব রূপ গ্রহণ করিবেন এবং সমগ্র জাতির স্বার্থ বিবেচনা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। সরকার অবশ্যই তাঁহাদের প্রস্তাব বিবেচনা করিবেন। সমগ্র জাতির স্বার্থ রক্ষা করাই সরকারের কর্তব্য। তাই স্বার্থের কথা উপস্থিত হইলে সরকার অসঙ্কোচ অবলম্বনের চেষ্টা করিবেন। জাতির স্বার্থের কথা সরকার মালিক ও শ্রমিক উভয়ের উপরই নির্ভর করে।

ইতিমধ্যে চেয়ার অব কমার্স হলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন উদ্বোধন করার কথা ছিল শ্রীযুক্ত মহতাবের। বিশেষ কারণে তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। শ্রী এ সি জৈন এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

নিখিল ভারত শিল্প-বাণিজ্য সঙ্ঘের সপ্তদশ বার্ষিক সভায় সভাপতির আসনে উপবিষ্ট চেয়ার অব কমার্সের সভাপতি শ্রী এ সি জৈন বলেন, "সরবরাহের স্বল্পতা এবং উচ্চ মূল্যের সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়াই আজ দেশের সর্বপ্রধান ও মৌলিক সমস্যা। এর উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত এই সমস্যা সমাধানের আর কোন উপায় নাই।" তিনি ব্যবসায়ে ভারসাম্য রক্ষা করার এক প্রস্তাব করিয়া বলেন যে, বিদেশ হইতে সকল শিল্পদ্রব্যের উপর রক্ষা শুল্ক, অগ্রাধিকার এবং স্থায়িত্বের জন্য এই প্রথা অনুসরণ করিয়া থাকেন।

তিনি বলেন যে, ভারতেও এরূপ ব্যবস্থার প্রবর্তনে শ্রমিক হাঁটাই হইবে সত্য, কিন্তু উহার দ্বারা দেশের যে মঙ্গল হইবে তাহাতে এই প্রথা প্রবর্তন করা যুক্তিসঙ্গত হইবে। এই প্রথা প্রবর্তনের দ্বারা পরিস্থিতির অবিলম্বে এবং সমগ্র দেশ ও শ্রমিকরা যেন পরোক্ষ লাভবান হইবে।

শ্রীযুক্ত জৈন দেশের বিভিন্ন শিল্পে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক হাঁটাই করিবার দ্বারা উহার প্রতিবাদ করেন। শিল্প ব্যবসায়ে অতিরিক্ত শ্রমিকের স্থানে স্থানিক না পাওয়া দ্বারা বেকারত্ব অধিকার মালিকের ঘাড়ে চাপান উচিত নহে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি অবশ্যই দ্বারা সরকার দেশের বিভিন্নাংশে শিল্পে অভিনিবেশ করেন, তাহা হইলে হাঁটা শ্রম-বিভাগ বাঁধাধরার ব্যাপারে সমস্যা প্রতিরোধ ব্যাপারে বহুলাংশে প্রয়োজন পূরণ করিবে।

সমস্যা বহুবী বিশেষ উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত জৈন বলেন যে, শিল্প-বাণিজ্যের শ্রমিকদের ন্যায় আশা দিতে ইচ্ছুক এবং তাঁহারা আশা করেন যে, শ্রমিকরা তাহাদের সমস্যা বৃদ্ধি করিয়া শিল্পের উন্নতিসাধন করিবে। কিন্তু ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে ভারসাম্যরক্ষার পরিবর্তে অর্থ-নীতির উপর ভিত্তি করা দরকার। শ্রমিকদের জন্য বীমা এবং পূর্ণ নিয়োগ প্রভৃতি তুলিয়া লাভের প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি উহার ক্ষতির ও বিপদ্বিত্তির বিষয় বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার কথা বলেন। শ্রমিকেরা যেমনই যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত জৈন বলেন যে, উহার জন্য উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় ফলে যে মূল্য বৃদ্ধি হয় তজ্জনিত ক্ষতি উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি হইলে পূরণ হইতে পারে।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত জৈন সরকারের সহিত মালিক সঙ্ঘের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

নিখিল ভারত শিল্প মালিক সঙ্ঘের সপ্তদশ বার্ষিক সভার প্রেরিত এক বাণীতে ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্তেশ্বর মহোদয় অবশ্য আমরা যদি গত দুই তিন বৎসরের অবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা করি তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিব যে, সরকারের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্কের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মহতাব আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী দুই তিন বৎসরের মধ্যে আমাদের সমগ্র পরিস্থিতির রূপান্তর আসিবে। দেশের সমুদয় অধিক সমস্যা রহিয়াছে এবং আরও সমস্যা আসিবে। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, পরিস্থিতির মধ্যেই এমন কতকগুলি অসুবিধা আছে যাহাতে উহাদের সমাধান কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মহতাব সকলকে মনে রাখিতে বলেন যে, দেশ এক ক্রান্তিকাল অতিবাহনের কালের মধ্য দিয়া যাইতেছে। সুতরাং সমস্যা যাহাতে তাড়াতাড়ি যাহাতে সমাধান হইতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে। শিল্প ব্যবসায়ে বিভাগের ফলে অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়াছে এবং অবস্থাপরিবর্তনের দ্বারা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবার আশা খুব পাইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের সাহায্যের সহিত এই সমস্যার সমাধান হইবে। সমাধান করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত মহতাব আরও বলেন যে, মূলধন সংগ্রহ সমস্যা এবং শ্রমিক সমস্যাই হইল বর্তমান সময়ের বিশেষ বিবেচনার বস্তু। দেশের বর্তমান কাঠামোর মূলধনের ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন অনিবার্য থাকিবেই। অবশ্যম্ভাবে, তেমনই বহু শ্রমিক-সংগঠনও থাকিবে। অবস্থাবিপাকে কেহ আশা মুক্তি পাইবার এবং উহার ফলে কিছু কিছু সংগঠনের হইতে যাবে। এই সময়ে সকলকে সজাগ থাকিয়া ধীরতার করিয়া অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। তিনি আশা করেন যে, মালিক সঙ্ঘ সমগ্র পরিস্থিতির বাস্তব রূপ গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাদের স্বার্থের দিক দিয়া নহে, সমগ্র জাতির স্বার্থ বিবেচনা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। সরকার অবশ্যই তাঁহাদের প্রস্তাব বিবেচনা করিবেন। সমগ্র জাতির স্বার্থ রক্ষা করাই সরকারের কর্তব্য। তাই স্বার্থের কথা উপস্থিত হইলে সরকার যথা পথ অবলম্বনের চেষ্টা করিবেন। জাতির স্বার্থের উন্নতির জন্য সরকার মালিক ও শ্রমিক উভয়ের উপরই নির্ভর করেন।

নিখিল ভারত শিল্প-বাণিজ্য সঙ্ঘের সপ্তদশ বার্ষিক সভায় উদ্বোধন প্রসঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশে শিল্প বলেন যে, মালিক ও শ্রমিকদের উহাদের নিজেদের কথা বিবেচনা করিতে যাইয়া বিশ্ব সংগ্রাম পরিস্থিতির স্বার্থ যেন বিস্মৃত না হয়।

ডাঃ রায় বলেন যে, আজকাল 'অবকল্পাপকারী রাষ্ট্র' বলিয়া একটী কথা বিশেষ চালু হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই কথাটীর অর্থ যেন হয় অবকল্পের কল্যাণ। সুতরাং উৎপাদন যদি বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে দেশের কল্যাণ ব্যাহত হইবে এবং অবকল্পের অবনতি হইবে। তিনি আরও বলেন যে, উৎপাদনের ব্যাহত করাই রোগাক্রান্তার প্রকৃতি হইয়া থাকে। প্রয়োজনের অনুপাতে সরবরাহ যেন হইলে রোগাক্রান্তার হইতে পারে না। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি করাই সকল সমস্যা সমাধানের উপায়। তাঁহার মতে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ভাল সম্পর্ক স্থাপিত হইলে 'অবকল্পাপকারী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীযুক্ত সি জৈন পুনরায় সঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত হন।

যৌথিক—

টিটাগড় পেপার মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড

—:০:—

গত ৩১শে মার্চ সমাপ্ত যে আয়ব্যয় সমাপ্ত হইয়াছে তখন প্রকাশিত হিসাব হইতে দেখা যায় যে টীটাগড় পেপার মিলস্ এর এই সময়ে বহুগুলি বিভাগে অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৪ মাস অপেক্ষা আলোচ্য সময়ে উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে ১,১০০ টনের কাছাকাছি; তবুও বিক্রীর মালের পরিমাণ অবশ্যই বাড়িয়াছে, ফলে বিক্রয়মূল্য ৭.৭২ লক্ষটাকা হইতে বাড়িয়া ৮৭১ লক্ষটাকা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তবুও কোম্পানী পূর্ব্ববর্ত্তী বারো মাসের লোকসান এখানে কতকটা লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইয়াছে।

সমীক্ষ্য বর্ষ মিটাইবার নিমিত্ত আলোচ্য সময়ে পাইকারী ২৫ পাঃ মূল্যে আরিষ্ট ২০,০০০ গাইট ব্রাউন্স ওয়ার বন্ড (১৯৪৯—৫১) ইস্কারো বিক্রয় করা হয়। ইহার মূল্য যে ৫,১৭৫ টাকা লোকসান হয় তাহা লাভ-ক্ষতি হিসাবে খরচের দিকে দেখান হইয়াছে। ১৯৪৪ ও ১৯৪৬ সালের ডেফার্ড বোনাস ও বেঁচিমান এবং ট্রাইবুনালের রায় অনুযায়ী প্রদিত ও দেয়ানী বকেয়াটৌদিকে ১৯৪৭ সালের ধার্য্য আসীম বাহিরাবা মিটাইবে নিমিত্ত মোট ৪,৮৪,৭১৯ টাকা ব্যয় হইয়াছে, ইহার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যবসরের হিসাবে ৪,১০,০০০ টাকার সংস্থান রাখা হইয়াছিল; অবশিষ্ট ৬৫,৮৮৯ টাকা লাভ-ক্ষতি হিসাবে জমা করা হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের কাইজাস এ্যাক্টের ১৫৫ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে ১৬,৯০,৩১৭ টাকা সঞ্চিত রাখা হইয়াছিল তাহা মুলতুবী রাখিয়াছে; মুলতুবী এই ১,০৯,৭১৯ টাকা লাভ-ক্ষতি হিসাবে জমার দিকে দেখান হইয়াছে।

১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ সমাপ্ত অধ্যবর্ষে পরীক্ষিত হিসাব :—

* (অতিরিক্ত লাভ-কর বাবদ ১,০৯,৭১৯ টাকা যোগে)

অধ্যবর্ষ শেষ	৩১-৩-৫০	৩০-৩-৪৯	৩১-৩-৪৮
	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়	৮৭১,৩০,১৩৯	৭১৭,৭৬,১৪৪	১৬১,৯৮,২০০
মজুত মাল	১৩,০১,৯৭৫	১৩,১০,৫৮৮	১৯,১৪,৯৭১
মোট লাভ	২৮,৪৩,৩৪১*	৩৩,০৮,৭৭৮	২৫,৪১,১৮৪
কর	৭,৭৭,০০০	১১,৪০,০০০	৮,১৪,০০০
অবসর	৬,২০,৩০১	৪,৭৯,৮৭০	৩,৯১,২৭৪
সমর তহবিল	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০
অন্যান্য তহবিল	১৪,৪৬		
লভ্যাংশ, অতিঃ ও ডেফার্ড অতিঃ	৭,২১,১৭৫	৭,২১,১৭৫	৭,২১,১৭৫
লভ্যাংশ ডেফার্ড	১৯,৭৫০	১৯,৭৫০	১৯,৭৫০
ডেফার্ড অতিঃ জমা	৬,৬৫,৮৯৯	৩,৯১,১৯১	৩,১১,৯৯৯

মোটের লাভের ২৮,৪৩,৩৪১ টাকা হইতে কর খাতে ৭,৭৭,০০০৲ (১১,০০,০০০৲), অবসর খাতে ৬,২০,৩০১৲ (৪,৭৯,৮০৩৲), সমর তহবিল খাতে ৫,০০,০০০৲ (৫,০০,০০০৲), প্রতিকল্পে মূলধনিপাত ও দ্বিতলাবাসার্থে সঞ্চয় খাতে ৯৬,৪৬ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই সকল বিনিয়োগের পর উদ্বৃত্ত ৮,৩৮,৫৭১ টাকার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের ৩,১১,১৯৫৲ যোগ করিয়া মোট ১১,৯১,১৬৬ টাকা হইতে নিম্নলিখিতভাবে লভ্যাংশ বিতরণ করা হইয়াছে :—

কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রদত্ত আয়কর কোষের লভ্যাংশ হইতে বাদ দিয়া বার্ষিক লভ্যাংশ—

৮৲ হারে ১৫ ডেফঃ শেয়ারে	৪৯,০০০৲
৫৲ ,, ২৫ ,,	৩৩,৭৪০৲
১০৲ ,, ডেফঃ অতিঃ ,,	২১,৮৭৫৲
এক শেয়ার প্রতি ১৲ হারে 'এ' ও 'বি' অতিঃ শেয়ারে	৭,০০,৩০০৲
মোট	৮১১,৯৫৫৲ ;

অবশিষ্ট ৪,৮৯,৮৩৩ টাকা আগামী লাভের জের টানা হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ের প্রথম দিক হইতে ২৫ মিলে পুরাদমে এবং বেশির ভাগিয়া লাইনা নিয়া ঐখানে একটী নূতন মেশিন বসাইবে যে জন্য বহু খাটে, এখানকার তাহার অর্দ্ধেক উৎপাদন হ্রাস পায়। আবার ছুটী উৎপাদনোপযোগী কারণে উৎপাদন আরও কম; এখানে গত ১৯৪৯ সালের আগষ্টমাসে 'ফিনিস ব্রাদার্স'

এবং এই বছরের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে 'রিকিয়ারী প্রাপ্তে' উন্নিত হবে। দ্বিতীয়তঃ এ বছরের মার্চ মাসে উহার নিজ হইতে মূলধনের প্রতিফলের বিশ্লেষণ।

আলোচ্য সময়ে কোম্পানী ট্রাইসুপারের নিমাণ, কোম্পানী সম্পূর্ণরূপে সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে একটির পরে একটি বিভাগে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি আরোপের জন্য 'ধীরে চলো' নীতি প্রয়োগ করা হইয়াছে। ট্রাইসুপার কর্তৃক পারিশ্রমিক বৃদ্ধি প্রতিরোধের দাবী লইয়া আরও ধর্মঘটের উদ্ভব উৎপাদিত করিয়াছে মাত্র, ফলে উৎপাদন ব্যয় অথথা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে, নিম্ন শক্তি ক্ষমতা করিবার জন্য গঠিত এই সংস্থাগুলি আশানুরূপ কার্য হইতেছে না, সরকারের এ বিষয়ে পুনঃ আলোকপাত করা কর্তব্য। সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন হারের হ্রাস প্রাপ্ত হয়। উৎপাদন যোগান প্রচলন করিয়া কোম্পানী প্রতিকল্পিত উৎপাদন বাড়াইতে উৎসাহিত করিবার প্রচেষ্টা করিলেও যাই, কিন্তু ইহাদের আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে কি না তাহা ভবিষ্যতে জানা যাইবে।

এ পর্যন্ত যন্ত্র বিদে যন্ত্র মৈত্রীয় কারে বিলম্ব ঘটিতেছিল; সুপারভাইজার স্থানে বুলন এবং মেশিন পুনঃ সংস্থাপনার ফলে উৎপাদন হারে অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। 'কোটি' তরিবার সাজ-সরঞ্জাম নূতন মেশিনে সংযোজনার কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে; ইহাদের নিজ বাজারের চাহিদা অনুযায়ী 'কোটিং আই' কাজও ও মোট প্রস্তুত করিয়া মোট বিক্রয় পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে।

ব্যয়সংকোচনভাবে কোম্পানীর যন্ত্র সংস্থাপন ও নবীকরণ কার্য ক্রমোন্নতির দিকে পরিচালিত করিয়াছে। অবশিষ্টদের অত্র কার্যসূচি অবলম্বন করিতে হইবে; কারণ আধুনিক শিল্পায়ন যন্ত্রপাতির সহিত সমতা রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেই আশানুরূপ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করা যাইবে।

ব্যালেন্সিং প্রোপেলার্স এণ্ড কোং লিঃ। মূলধন অনুমোদিত, বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত—১০,১০,৫০০; শতকরা ৮ টাকার ১ম ক্রম অগ্রাধিকার প্রতিটি ১০০ টাকার শেয়ার ১১,৫০০টি, শতকরা ৫ টাকার ২য় ক্রম অগ্রাধিকার প্রতিটি ১০০৲ মূল্যের শেয়ার ১৫,০০০টি, প্রতিটি ১০৲ মূল্যের 'এ' অর্ডি: শেয়ার ৫৪০,০০০টি; প্রতিটি ১০৲ মূল্যের 'বি' অর্ডি: শেয়ার ৩৫০,০০০টি এবং প্রতিটি ১৫৲ আদায় মূল্যের অগ্রা: অর্ডি: শেয়ার ২৭৫,০০০টি; [illegible] শেয়ার সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত।

নিরীক্ষণের সারাংশ

বছর :—		৩১-৩-৮১	৩১-৩-৮২
	টাকা	টাকা	টাকা
মূলধন, আদায়ীকৃত			
(ক) অগ্রাধিকার		২৯,৫০,০০০	
(খ) অর্ডিনারী		১০,০৯,০০০	
(গ) অগ্রা: অর্ডিনারী	৬,৩৭,৫০০	৬,৩৭,৫০০	৬,৩৭,০০০
সঞ্চয় তহবিল	৮৭,২৭,৩৪৭	৮৭,২৭,৩৪৭	৯৭,২৮,৩৪৪
অন্যান্য তহবিল	১০১,১১,৬৩৭	১০১,২৭,৩৪৩	১০১,২১,৩৪৩
ঋণ	১০৭,৪৫,১৮৩	২৩৩,১৯,১৭৩	১৫৩,১০,৩৫০
লেন (অবশিষ্ট দায়)	৩,৬৪,৮৩৩	৩,১১,১৪৭	৩,১১,৮৩৭
মোট	৩৪৫,৪৯,৪১৯	৪৮৮,১৯,১৯১	৪৩৫,৭৪,৮৭৫
সম্পত্তি :—			
মোট বন্ধসম্পত্তি	৪৪৫,৩৪,৫৮১	৫৩৫,৭১,৭১৫	৫১৪,১৪,১৪১
অবচয়	২৭৪,৯৮,৩৪১	২৩৮,৫১,৫১৪	২৩৩,৮১,৮৭১
নীট বন্ধসম্পত্তি	১৭০,৯৬,১৪৭	১৯৭,৫৯,৯৭১	১৮১,১৪,০৪১
লগ্নীকৃত ও মজুত মাল		১১৯,৯৭,৮৪৪	
বাকী পাওনা	৫৩,৭৭,৬৯৬	৭১,৯৯,৪৭৪	
অন্য বিনিয়োগ	১১,৯৮,৩৩০	১৪,১১,৭৯৫	
'অতিরিক্ত শুল্কভার' জন্য		১৯,৯০,০৭৭	১৯,৯০,০৭৭
নগদ	৩,৬৬,৪১১	৪,৪৪,১১০	৩,১৪,৪৯১
মোট	৩৪৫,৪৯,৪১৯	৪৮৮,১৯,১৯১	৪৩৫,৭৪,৮৭৫
মূলধন সম্পত্তি	১১৯,৯৯,৪৭৩	২৩৩,৯১,১৯০	২১৩,১১,৫৪৪

আর্থিক জগতের পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়িগণকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

—ব্যবস্থাপক।

পণ্যদ্রব্যের বাজার—

বিভিন্নরাজ্যে খাদ্য শস্যের টানাটানি।

ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে খাদ্যশস্য সম্বন্ধে উদ্বেগজনক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বিহারে খাদ্যের পরিস্থিতি খারাপ। ইতোমধ্যে খাদ্যমন্ত্রী ডাঃ কে পূর্ণে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, যদি তিনি খাদ্যের অবস্থা আদৌ আশঙ্কাজনক বলিয়া না মনে করিতেন তাহা হইলে তিনি পদত্যাগ করিতেন। তাঁহার পদত্যাগের দ্বারা খাদ্যের কোনোরূপ সুরাহা হইবে বলিয়া কেহ মনে করে না; কিন্তু তাঁহার বিবৃতি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি এই সঙ্কটে বিচলিত বোধ করিতেছেন; এমন কি বিহারের কোনো কোনো অঞ্চল দুর্ভিক্ষপীড়িত অবস্থা বিরাজ করিতেছে বলিয়া ঘোষণা করিবার কথাও উঠে। বিহারের যে অবস্থা তাহা শুধু মাত্র বিহার প্রদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। বাস্তবিকের খাদ্যের টানাটানি দেখা দিয়াছে। তাহার ফলশ্রুতিতে উপবাস করিবার মত নয়। আমার বোম্বাই প্রদেশে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ হ্রাস করা হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। আমাদের অবশ্য আশঙ্কা সম্পূর্ণই অমূলক আশি—বৃষ্টিবিঘ্ন ও বন্যার ফলে তাহাদের ফসলহানি ঘটিয়াছে; উহার সঠিক সংবাদ আমরা পাই নাই। আসামও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য দাবী করিয়াছে। মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যাপ্রদেশের অবস্থাও অনুরূপ।

কয়েকটী প্রদেশের নাম করা হইল। ইহা দ্বারা অন্যান্য প্রদেশের অবস্থাও অনুমান করা যায়। ইহার কারণ উল্লেখ করিবার সময় তাহার বলিয়াছেন যে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। এটি আজ এই বছর, আগামী বছর আরেক প্রদেশ এইরূপ হইয়া ভারতবর্ষে দেখা দিতে থাকে। আমরা আশা করি আউস ফসল পাইব ও আগামী মাসে আমন ফসল উঠিবার পূর্ব্বে প্রদেশে খাদ্যসংকট অত্যন্ত ভয়াবহরূপে অনুভূত হইতে থাকে; এ বৎসর এই অবস্থার পরিবর্তন হইবার কোনো কারণ নাই। তাহা বৎসরে বৎসরে ধরিয়া থাকে প্রদেশেও তাহাই হইতেছে। তাহাদের মতে এই যে, দাক্ষিণাত্যের খাদ্যসংকট টানাটানি আসিয়া তাহার উপর যদি অবস্থার আরও কিছিৎ অবনতি ঘটে তাহা হইলে সেই অবস্থাটী উদ্বেগজনক বলিয়াই গণ্য।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অনুরূপ। এখানে আমের লক্ষ টাকার আমার খাদ্যের টানাটানি আছেই, তাহার উপর ধান চাষের অধিকে পাট চাষ করায় ৬১ হাজার টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইতে পারে নাই। এই পরিমাণ খাদ্যশস্য কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন বলিয়াছেন— "এই ঘাটতি যদি অবিলম্বে আসিয়া পৌঁছে এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ করা যায়তে যদি কোনো বিঘ্ন না ঘটে, তবে কোনো প্রকারে নবেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত চালাইয়া যাইতে পারা যাইবে।" চারিদিক হইতে যেরূপ উদ্বেগজনক খবর আসিতেছে, তাহাতে খাদ্যমন্ত্রীর এই বাণী আশ্বাসের বাণিজ্য মনে করা যাইতে পারে।

আসল কথা এই যে, এই বৎসরের প্রথম দিকে ভারত সরকার বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিয়া যে গতি প্রদান করিয়াছিলেন তাহার ফলে এখন অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। বিদেশ হইতে কম পরিমাণ খাদ্য আমদানি করা হইবে বিবৃতি করিয়া পূর্ব্ব বৎসর আশঙ্কা প্রকাশের অবসর কম থাকে আনা হইয়াছে। বাস্তবিক শেষে আসিয়া দেখা যাইতেছে যে, সেই খাদ্যে চাহিদা পূরা মিটিতেছে না। ইহার মূলেও অবশ্য কথা আছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বলা হইবে, অথবা আসাম সুকৌশলে বিদেশ হইতে পূর্ব্বাহ্নে এমন বিবৃতি করিয়া দেশে হয় নাই। এই সব প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মূলে যে পরিমাণ খাদ্যের ঘাটতি হইয়াছে, তাহার ফলে এই টানাটানি আরও বেশী করিয়া অনুভূত হইতেছে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে, সেই এক সপ্তাহে বিদেশ হইতে ভারতে মোট ৮১,৪০০ টন খাদ্যশস্য আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ১৬,১১,৭৪০ টন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আনা হইয়াছে। উহার মধ্যে ১১,৪৬,৫০০ টন গম, ৮১,১০০ টন আটা, ২,৩৭,৪০০ টন চাউল, ২,১১,৩০০ টন চিনি, ১০,৮০০ টন আটা ৪,৯০০ টন তুলি ও ২,৮০০ টন বার্লি।

মেসের অভ্যন্তরে মোট ৪০,৪০,৯০০ টন খাদ্যশস্য আমদানী হইয়াছে।

১৯৪৭ সালের মার্চ মাসের শেষ বিদেশ হইতে

খেলনা করা হয়েছে। তিনটির মুখে পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও ভারত পরিকল্পনা উক্ত স্তরিতের মধ্যে অনেকাংশে সাফল্য করিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন।

আলোচ্য সপ্তাহে ভারত সরকার বিভিন্ন খাদ্যশস্য আমদানি ১,৭১,০০০ টন মঞ্জুরের ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে গোধূম ৩৮,১৪০ টন, আতপ ৫১,৪০০ টন, পশ্চিম বঙ্গ ১০,১৫০ টন, বিহার ৮,৯৪০ টন এবং জিনাপুর জোটিন ৮,১০০ টন এবং অন্যান্য অঞ্চল ২৩,০৪০ টন পাইয়াছে।

বিভিন্ন স্থানে পণ্যাদির দর

২৮শে অক্টোবর তারিখে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পণ্যাদির দর ছিল এইরূপ—

কলিকাতা :- তৈল— সরিষা ২৫৲, নারিকেল জোড়ি ১২৲, পেনা ১৪৲, সিঙ্গাপুর ৯২৲, বালম (সিঙ্গাপুর) ৭৫৲, তিসি ৮৮৲, মহুয়া ৬৫৲, রেড়ি ৪৮৲, তিল ৮৮৲।

তৈলবীজ— সরিষা দাই ঘর ৩৭৷৹, ছোট ৩৪৷৹, তিসি ছোট ৩০৲, ঘাসের দানা ৩২৲, তিল সাদা ৩৮৲, কালা ৩৪৲, মহুয়া ২৩৷৹, রেড়ি আমলপুর ২৪৷৹, নিজাম ২৭৷৹।

তুলা— মটর দানা ১১৷৹, দৈনা ১৪৷৹, ফুল মধুর ১৮৷৹, বদুর বড় ২০৲৷১২৲, ছোট ১৭৲৷১৪৲, অমরা বিয়াং ১৪৷৹, তুলা ১৫৷৹, খেলারী বিহার ১৭৷৹, মালবী ১৮৷৹।

চাল— মুগ ২৫৲৷২৬৲, অড়হর ১৮৲ ১৯৲, মসুর বড় ২৪৷৹৷২৫৲, ছোট ২৩৲, মটর ১৯৷৹, ছোলা ২১৲৷২০৲, খেসারী ২৪৷৹

ছাতু ৮ গ্রাইন (দক্ষ) ৫৷৹, ঐ মোম ৩৫৷৹ মটর ১৮৲, ছোলা ১৭৲, বার্লি ১৩৲, ভুট্টা ১৪৷৹৷১৬৲, তুলাই— মুগ ১২৲, মসুর ১৭৲। গুড় ১৮৲, চিনি (বে আইনী বিক্রী) ৮৫৲, গুড় আমদানী ৩ হাজার মণ। তৈল ও তৈলবীজ— সরিষা ৩৩৷৹, চিনাবাদাম ২৪৲, তুলাবীজ ১৬৲, সরিষা তৈল ৮৭৲, তিসি তৈল ৮৬৲।

দিল্লী :-ছোলা মুগ ১১৲৷১২৲, মসুর অড়হর ১২৲, মটর ১৯৲। তিল— মুগ ২০৲৷২১৲, অড়হর ১১৲, মসুর ১১৷৹। তৈলবীজ — সরিষা ৩৩৲৷৩৮৲, তুলাবীজ ১৭৲, লালতিল ৩৮৲, চিনাবাদাম ১৫৲। তৈল— সরিষা ৭৩৲৷৮৫৲, চিনাবাদাম ৬৯৲, মহুয়া ৬৪৲, বাদিতেল ১২৲৷১৪৲, তিসি ৬২৲, রেড়ি ৬২৷৹। তৈল— সরিষা ১৩৪৲, তুলাবীজ ৮৷৹, তিল ১৭৲। ঘনতা— সরা ৪০৲৷৪০৲, মোষাই রহিয়া ৫৯৲, মোলায়েম ৩০০৲৷৩১৫৲, তুলারী রহিয়া ৩০০৲৷৩১৫৲, তুলারী ঘনিয়া ৪০৲৷৪৫৲, তুলনা আলু ১১৲।

কানপুর :- তৈল— সরিষা ৮৯৲, রেড়ি ৫১৷৹, চিনাবাদাম ৭৪৲, তিসি ৬২৲। তৈলবীজ— সরিষা ৩৪৷৹, তিসি ৩০৲, চিনাবাদাম ৫১৲, রেড়ি ১৫৲, মহুয়া ১৩৲। তাদ— অড়হর ১৬৲, মুগ ১৮৲, মটর ১৮৲, মসুর ১০৲।

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন চালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পরেন্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত চালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গমলন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা-১।

শেয়ার বাজার—

পূজার বন্ধের পর বাজার তেজী

—:০:—

কলিকাতা, শনিবার, ১৮ই অক্টোবর—পূজার বন্ধের পর আজকার কলিকাতার শেয়ার বাজার খুলিয়াছে। বাজারে বিভিন্ন শেয়ারের দর হ্রাস পাইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সব বাজারে পুনরায় তেজী হইয়াছিল এবং শেয়ারের দরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সব ইণ্ডিয়ান আয়রণ আণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর ৩১/১০ পর্যন্ত উঠিয়া পরে ৩১/০ আনায় নামিয়া আসে। কিন্তু বাজার বন্ধের সময় এই সব শেয়ার ৫০ আনা বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৫০ আনায় হয়। এই সব আয়রণ-কোম্পানীর শেয়ার অবশ্য খুব কম হয়।

[illegible] বিভাগে ষ্টীল শেয়ার বেশী হয় নাই বলিলে বিভাগে। ইহার মধ্যে বিভিন্নভাবে ইণ্ডিয়ান আয়রণের শেয়ার ষ্টীল ৮৫ ৫৯০ টাকা পর্যন্ত দর হয়। আসানসোলের শেয়ারের দরও ১৫ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩৷০ আনায় পৌঁছায়। বিহার টেলিফোন ও সিমলুর বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৪১৷০ ও ৪২৷০ হয়, বাঘাজুরীর শেয়ার ১৪৷০ দরে কেনা-বেচা হয়।

পাইরিটেস চার্লিস বিভাগের লক্ষ্য করা যায়, অবশ্যই সাধারণ-ভাবে শেয়ারের পরিবর্তে দেখা যায় নিম্নে। এক এইরূপ পরিবর্তন পরে এই সব শেয়ার পরিবর্তে জন্য আজকে প্রকাশ করে। ইণ্ডিয়া শেয়ার ১৪২৲ টাকা পর্যন্ত দরে কেনা-বেচা হয়—এই সব বৃদ্ধি পাইয়া ১০৲ হয়ন হয়। পাত্রোল ৩৫৲ টাকায় ছাড়ে, কামারহাটী ছাড়ে ৩০৲ টাকায়, এবং বেঙ্গল ও নৈহাটীর আজকে ১৪৲ ও ১২১৲ আনায় উঠে। ছাপরা ও ছিলিকে ২১৯/০ ও ২৪৯/০ হয়। সর্বশেষ ১২৯/০ আনা পরে কেনা-বেচা হয়। রাজবার বন্ধ বাজার খোলার সময় হয় ৩৬৫/০, তাহার পর ৩৬৫/০ ও ৩৬৲ টাকায় বন্ধে ঐ-সময়ে কলিকাতা বন্ধের পর ইহার সমস্ত টাকার দর পাওয়া ৩৬৫০ আনায়।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ স্থির থাকে। ৩১/০ ও ৩১৴ আনায় বন্ধে একটু ঐ-ভাবে যায় অবশ্য। ষ্টীল কর্পোরেশন ২১৯/০ পর্যন্ত হয় হয়। জেসপ-এর ধার ও লারসন ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি শেয়ারের দর ও তালিকায় চাপে বৃদ্ধি পায়। ৬৯৲০ দরে মার্শাল কেনা-বেচা হয়। আর্যার ষ্টীলের ১২৲ দরে কাজ-কারবার অবশ্য।

বিভিন্ন বিভাগে ট্রাম ও ব্যাঙ্কগুলি ইনভেষ্ট্রেণ্ট বৃদ্ধি পায়। কলিকাতার ২১১০ ও ২১৯০ আনা হয়। বি আই কর্পোরেশনের ৮৯৲০ দরে সামান্য বৃদ্ধি পায়। ক্যালিকো [illegible] টাকা হয়। ব্যাঙ্ক-গুলির মধ্যে ইউনাইটেড কমার্শের ২১৯০ পর্যন্ত দরে পরিবর্তন পায়।

চায়ের শেয়ার স্থির থাকে। দেনোই বিভাগ শেয়ার [illegible] টাকা দরে কিছু পরিমাণ কেনা-বেচা হয়।

[বাজার বন্ধকালীন দর]

পক্ষান্তরে টিকিটিটি—৩ নুতন আসল ১২১/০; ৩ নুতন (১৯৫৬) অল ১২৲; ২১০ নুতন (১৯৫৪) অল ১২৮০; ৩ নুতন (১৯৫১-৫৪) অল ১০৭৬/০; ৩ নুতন (১৯৫৩-৫৪) অল ১০১৫/০; ৩ নুতন (১৯৫৭) অল ১০১৬/০; ৩ নুতন (১৯৬৩-৬৪) অল ১০১/০; ৩ নুতন (১৯৫৪) অল ১১৯/০; ৩ নুতন (১৯৫১-৫২) অল ১১৲। বাঙ্ক এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ৪৭০৲; ব্যাঙ্ক অব ৬৲০; ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পুরা আনায়ী) ১৯৯৲। কাপড়ের কল বেঙ্গল কটন ৩৬৲০; বেঙ্গল নাগপুর ১৯৲; কানপুর টেক্সটাইল ১৮৲০; বম্বে টেক্সটাইল ৫৬৲০; মহালক্ষ্মী কটন ১৯৲০; মিটে মিল্টোরিয়া ২৲০; ঐ (প্রেফ) ৩৮০। কয়লাখনি—এসানসোলের ৩৩৮০; বেঙ্গল ৪৪০৲; ব্যাঙ্কড ১৯৲০; ঐ (প্রেফ) ১০৭৲; ইকুইটেবল ৫২৪০; সেকেন্দ্রাবাদ ২৫৲; সিমলুর ৪১৷০; সেন্ট্রা ১৯৯০; ওয়েষ্টার্ন বেঙ্গল ৬৲। পাইকল—এসোসেল (প্রেফ) ১০৯৲; বরেলা ইণ্ডিয়া ৩৭৭৲০; অকল্যাণ্ড ১৩৭৲ মেসিনিস্ট্রিয়ার (প্রেফ) ১৩৯৲; অকল্যাণ্ড ২৩৭৲; টিপলাদী ১৯৯৲; কার্লিউবিয়াম ২৪২৲; ডিকিন্সন ৪৭০৲; ডাইস ৩৪৲; ঐ (৯৲ প্রেফ) ১৭৲; ডালহৌসী ১৮৭৲; ফেন্টা ২৯৲; ঘাটাল ২৯৫৲; মৌরীপুর (প্রেফ) ১১৭৲; হুগলী (প্রেফ) ১৮৯/০; ইণ্ডিয়া ৩৯/০; ঐ (৯ প্রেফ) ১২৯৲; ইণ্ডিয়া ১৯৭৲; কামারহাটী ৩০০৲; মেসো ১৩৯৲; মৈরাটী ১৭৯০; জেসপস ২৭৯/০; মার্শ ৫৯৯ ১১৯/০; প্রিমিয়ার ২৩৯৲; সিলারেল ২৫৯/০; ঐ (প্রেফ) ১০০৲। বিবিধ কোম্পানী—ক্রাউন কর্পোরেশন ৩/০; ইণ্ডিয়ান কপার ২৯/০; ইণ্ডিয়া ষ্টীল ৮৯/০; কালবিহা সিমেন্ট (প্রেফ) ১৭৲; কোসালী ৯৫০; বেঙ্গল কেমিক্যাল, ১২ প্রেফ) ৯৪৲; বেঙ্গল ইলেকট্রী,ক ১৮৲; কালকাটা ইলেকট্রী,ক ১৭৯৲; পাটনা ইলেকট্রী,ক ১৯৯০; আগার ওয়ালা ইলেকট্রী,ক ১৭৯৲; আর্যার ষ্টীলস ১২৲; ডায়মণ্ড ইলেকট্রী,ক ষ্টীল ১২৲; প্রেষবরো এণ্ড কোং ১৮/০; বার্ণ এণ্ড কোং ৩৷৩ . ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৩১৷০; বেঙ্গল এণ্ড কোং ১২৯/০; কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৭৷০; মার্শালস সন ৮৯/০, ব্রাডফোর্ড আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৪৯/০; লারসন ইঞ্জিনিয়ারিং ২৯/০; ষ্টীল অর্পোরেশন ২১৯/০; ঐ(প্রেফ) ১১৯৲; রবি বেঙ্গলকে ইমপ্রিভমেন্ট ৮৷০; এক্সেলো ইণ্ডাষ্ট্রী ৩১৲; আসাম ব্যাঙ্ক ১৭৯০; ব্রাডফোর্ড এরাবহুডে ২৮/০; ব্রিটানিয়া বিস্কুট ২২৯/০; বি আই কর্পোরেশন ৮৯/০; ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ২২৷০; লাক্সিমি কোম্পানী ৪১৷০, ছাপরা ফুয়ার ৪৭৲; এক এণ্ড বি অফার ৪৬/০; ব্রেক বোর্নকার ১৫৲; ইণ্ডিয়ান ব্রাডফোর্ড এরাবহুডে ২৮/০; ইণ্ডিয়ান ষ্টীল প্রোডাক্টস ৩৯৲০; কার্লিন বেওয়ার্স ১৮৯৲; ঐ (প্রেফ) ১৯৲; কার্টিন বার্ণ ১৯৯/০; মিটে ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট ৪৯৲; মোটর ইণ্ডাষ্ট্রী ৫৮/০; ন ওয়েলেস ১৪৯০; ইণ্ডো বার্মা পেট্রোলিয়াম (প্রেফ) ১৪৯০; মার্শ ইণ্ডিয়া আয়রণ ৪৯০; প্রিমিয়ার সেলার ৪৬/০; টীমবর সেলার ২১৯০; বেবিলীপুর জমিদারী ৯৫৲; ইণ্ডিয়া ষ্টীল সীমেণ্ট ৭৮/০; বুলার ১৮৲; চা-বাগান—আসলাবাদ ১৯৯০; কুমসেলী (প্রেফ) ৩৯০; হাসিমারা ৩৯০; ঢেকিয়া ২৪৯০; সোনাই ভিয়ার ১৮৲।

সোনা ও রূপার দর

কলিকাতা ১৮ই অক্টোবর—পাকা সোনা (প্রতি তোলা) ১০৯৯০; বরাত দর (প্রতি তোলা) ১০২৷৵০; বিনি (প্রতিতোলা) ৭৫৯০; রূপা (প্রতি এক শত তোলা) ১৮০৷০; ঐ পুরুষ (প্রতি এক শত তোলা) ১৮০৷০।

বোম্বাইয়ের সোনা রূপার দর

বোম্বাই ১৮ই অক্টোবর—পাকা সোনা ১০৯৮/০; বিনি ৭৪৯/০; রূপা ১৮০৷৵০।

পাকিস্থানী টাকার মূল্য হ্রাস করা হইবে না

পাকিস্থানের টাকার মূল্য হ্রাস করা হইবে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, পাকিস্থানের স্থায়ী অর্থসচিব মিঃ মাহ্‌মুদ হোসেন তাহার প্রতিবাদ করেন। তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে পাকিস্থানী টাকার বর্তমান মূল্যের [illegible] পরিবর্তন করার কোন কারণ নাই।

ভারত ইন্দোনেশিয়া রেডিও টেলিফোন

প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণ প্রমুখ রাষ্ট্রপতি মণ্ডলীর পরিচালক হইতে জাকার্তায় ইন্দোনেশীয় সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ডাঃ সোকর্ণোর সহিত রেডিও টেলিফোনযোগে কথা বলিয়া ভারত-ইন্দোনেশীয় সরাসরি বেতার টেলিফোন সার্ভিসের উদ্বোধন করিয়াছেন। বর্তমানে একমাত্র বৃটেনের সঙ্গেই ভারতের সরাসরি রেডিওটেলিফোন যোগাযোগ আছে। ইউরোপের লেক্সেমবুর্গ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার সঙ্গে রেডিও-টেলিফোন যোগাযোগ শীঘ্রই স্থাপন করা হইবে।

ব্যাঙ্ক সংযোজনার পরিকল্পনা

বাঙ্গলার চারিটি মূলধনী ব্যাঙ্ক সংযোজনার পরিকল্পনাটি তিনটি পর্যায়ে সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম পর্যায়ে বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক নাম পরিবর্তন করিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নাম গ্রহণ করিবে। এই পর্যায়টি ১২ই অক্টোবর কার্যকরী হইয়াছে।

বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগের অতিরিক্ত সাধারণ সভায় অনুমোদনের পরে প্রস্তাবিত নাম গ্রহণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমতি চাওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা অনুমতি দেওয়ায় ১২ই অক্টোবর হইতে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নামে উক্ত ব্যাঙ্কের কাজ-কারবার পরিচালিত হইবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত অপর তিনটি ব্যাঙ্কের [হুগলি ব্যাঙ্কিং, হুগলি ইউনিয়ন ও হুগলী] অংশীদারদের অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে আগামী এই মাসের উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির অংশীদারদিগের অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহূত হইয়াছে।

তৃতীয় পর্যায়ে প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদিগের সভায় অনুমোদনের পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন আবশ্যক হইবে। ইহা অবশ্য সাধুনী ব্যাপার। কেন না, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের উৎসাহ পাইয়াই পরিকল্পনাটি উদ্ভাবিত ও আলোচিত হইয়াছে; এক ব্যাঙ্কি আইন সম্পর্কে খুঁটিনাটি কার্যারম্ভ সম্পাদিত হওয়ার পরে তাঁহারা অবশ্যই ইহা অনুমোদন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

পরিচালক সভা: ত্রিবিধিক বিশ্বি ব্যক্তিগণ ইহার পরিচালক সভায় যোগদানের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন: কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতপূর্ব অর্থসচিব শ্রীকৃষ্ণমাচারী, ব্যবসায়ী শিল্পপতি ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, আইনজীবী শ্রী এস্‌ চৌধুরী, মার্টিন কোম্পানীর ভূতপূর্ব অংশীদার শ্রী পি. এন্‌ ব্যানার্জি। শ্রীযুক্ত নিরোগী পরিচালক সভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন। ম্যানেজিং-এজেন্সী-পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি সহিত পূর্ব হইতে কর্মরত খাঁচনাদার ব্যাঙ্কারগণও পরিচালক সভায় সভ্য থাকিবেন।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

২৫শে অক্টোবর হইতে বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এই নামে কাজকর্ম সুরু করিয়াছে।

•

ফর্মার মিঃ বে. সি. লাহা বি. এল্‌. সি. (ইউ. এস্‌. এ) এবং, সি. এ ১৯১৮ সালে বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ স্থাপন করেন। সে সময় কলিকাতার বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের পক্ষে ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্কিংয়ের বিধিবিধি টাকা যোগাড় করা খুবই কঠিন ছিল। তখন সারা বাঙ্গলা একটি বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক ছিল। বেঙ্গল ব্যাঙ্কারস ব্যাঙ্ক লিঃ। তখন কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বলে অনেক বড় লোক-অফিস ছিল। তাহাদের টাকাও ছিল প্রচুর, কিন্তু মফঃস্বল ব্যবসায়ে টাকা লগ্নী করার সুযোগ সুবিধা যেমন না থাকায় তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই খুব কম সুদে অথবা বা বাড়ী সাময়িক রাখিয়া টাকা লগ্ন দিত। মিঃ লাহা উপলব্ধি করেন যে, এই টাকা কলিকাতায় ব্যবসায়ে লগ্নী করিতে পারিলে বাঙ্গালীদের ব্যবসায়ে প্রচুর সাহায্য করা হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। কিন্তু লোক-অফিসগুলির বিরুদ্ধ প্রতিপক্ষের সমর্থন না পাওয়ায় তিনি সমধিক বাঙ্গালী হিতৈষীর সহায় বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের সাহায্যের বাহুটী পড়িয়া তোলার চেষ্টায় ব্রতী হন।

মিঃ লাহা তিনিসিই এই অভিমত পোষণ করিতেন যে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক একত্রিত হইয়া কাজ করিলে বাঙ্গলার অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইবে। মিঃ লাহার এই স্বপ্ন আজ সার্থক হইতে চলিয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি তাহা দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ এই যুগে নামকরা প্রধান প্রধান বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলির প্রস্তাবিত মিলনেরই সূচনা করিয়াছে।

আমরা আশা করি যে নূতন নামেও বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ পূর্ববৎ অসাধারণের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতি

১৯৫০ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে পূর্বের হিসাবের তুলনায় পুনরায় হ্রাসের পর হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত

ভারত ব্যাঙ্কের মূলধন অতিরিক্ত প্রায় ১ কোটি টাকা বর্দ্ধন করিয়াছে। ১৯৪১ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৪০ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত ভারতের মোট ব্যাঙ্কি আমানতের পরিমাণ হইয়াছে ৪৫৮ কোটি টাকা। ১৯৩৮-৩৯ সালের ঐ সময়ে এই আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৮০ কোটি টাকা।

ব্যাঙ্কের মূলধন অন্তর্ভুক্ত কোম্পানীর সহিত যে আমানত রহিয়াছে, তাহার পরিমাণ হইয়াছে ১৫৭ কোটি টাকা, ১৯৩৮-৩৯ সালের ঐ সময়ে ব্যাঙ্কের মূলধন সহিত ৮৯ কোটি টাকার আমানত ছিল।

ব্যাঙ্কের মূলধন সহিত আমানতের পরিমাণ ৩৩১ কোটি টাকা। ১৯৩৮-৩৯ সালের ঐ সময়ে ব্যাঙ্কের মূলধন সহিত ২৭১ কোটি টাকার আমানত ছিল। মূলধনের হ্রাসের পর পরই আমানত ৭১ কোটি টাকায় আমানত বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের ঐ সময়ে ব্যাঙ্কের আমানত ৩৩ কোটি টাকায় আমানত ছিল।

কয়েকটী প্রদেশে আমানত পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অপর অনেকটী প্রদেশে মূলধন বৃদ্ধির ফলেই ব্যাঙ্কের আমানত বর্দ্ধিত হইয়াছে। কাশ্মীরব্যাঙ্ক ব্যতীত আমানত আমানত ৮০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যাঙ্কগুলির আমানত বর্দ্ধিত বৃদ্ধি পাইয়াছে—

বম্বে—১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা, বরোদা—৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা, অন্ধ্র—৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা, চাষড়া—১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, বাদাবনের বীজ—৩ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা, ভারত মূলা—৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, চা—৪১ লক্ষ টাকা, নাইকেল পত্তি—২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। টাকার দিক দিয়া মূলধন মূলা অন্তর্ভুক্ত সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ পঞ্চমস্থা ৩০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অন্যান্য মূলা অন্তর্ভুক্ত সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ পঞ্চমস্থা ২১ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মূলধনের হ্রাসের পূর্ব্বে মূলধন মূলা অন্তর্ভুক্ত সহিত বাণিজ্য করিয়া ভারত যে পরিমাণ মূলধন অর্জ্জন করিয়াছিল, মূলধনের হ্রাসের পর তাহার পরিমাণ হ্রাস পায় নাই। মূলধন মূলা অন্তর্ভুক্ত সহিত আমানত বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে ভারত অধিক লাভবান হইয়াছে। মূলধনের হ্রাসের ফলে অন্তর্ভুক্ত কয়েকটী ভারতীয় ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধির ব্যাপারে সাহায্য হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতের উপার্জ্জনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত রায়ে ব্যয় বহুলতা

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত যে কার্য্যকরী সমিতি হইলে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের ব্যয় সঙ্কোচ ৫০ লাখ বৃদ্ধি পাইবে। পরীক্ষা করে সম্পর্কিত অনুসন্ধান কমিটীর উদ্ধার বিষয়েও এই ধরণের ব্যাঙ্কসমূহের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

প্রত্যেক ব্যাঙ্ক পরিচিতি সম্পর্কিত এই ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি এই ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে আপীল করিবেন।

এইরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা হইল ১৩টী। তন্মধ্যে দুইটী ব্যাঙ্ক নিজের আওতায় পড়ে না।

ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদের বোনাস দান

মিঃ জাঃ এবিক-মালিক বিরোধ (আপীল) ট্রাইবুনালের রায় বাহাল করা হইবে না পারে, সেজন্য আসন্ন আইনী প্রার্থনা জানাইয়া বোম্বাই হাই-কোর্টে হাজি-আজাই আলি অপরিচালনের পক্ষ হইতে বোম্বাই হাইকোর্টে এক আবেদন পেশ করা হয়। এই আবেদন শুনিবার তারিখ হইবে না কেন আগামী ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে তাহারা কারণ দর্শাইবার নির্দ্দেশ দিয়া ডিভিসনাল মিঃ ওয়েলী আবেদনের নিষ্পত্তি সাপেক্ষে ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদের বাদিকের বিরুদ্ধে হইতে বোনাস দাবী না করার এক সাময়িকভাবে ইঞ্জাংশন জারী করিয়াছেন।

ব্যাঙ্কের বাদিকের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, এই ক্ষেত্রে ট্রাইবুনাল কমরায় পক্ষে অতিরিক্ত করিবার ক্ষমতা ট্রাইবুনালের নাই বেআইনী।

শোক সংবাদ

মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ৭ অক্টোবর মিনের এবং মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বাঙ্গালোর ব্রিকেটের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মাতৃদেবী—সত্যেন্দ্রিনী দেবী গত ১৯ই অক্টোবর, বুধবার রাত্রির ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিজ বাটী বরাহনগরস্থ 'লক্ষ্মী-নারায়ণ নিবাসে' পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ও সাধ্বীসতী মহিলা ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৭ (সাতচল্লিশ) বৎসর হইয়াছিল। তিনি চারি পুত্র, দুইটী বিবাহিতা কন্যা, দুই জামাতা, চারিটী পুত্রবধূ ও পৌত্র-পৌত্রী এবং বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

স্বর্গত রামেশ্বর আগরওয়ালা

মেসার্স বিরলি এণ্ড কোং লিঃ, জ্ঞানদান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ, ব্রিটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রন কোং লিঃ, ষ্টার্লিনয়ন কার্টরিজ কোং লিঃ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর স্বর্গত রামেশ্বর আগরওয়ালার আত্মার কল্যাণ কামনা ও শান্তি-পূজার জন্য গত ৮ই অক্টোবর ২০১, লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত ভবনে এক শোক-উপাসনা হইয়া গিয়াছে। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন। বিরলি তাঁহার সম্পর্কে আসিয়াছেন, তাঁহার অমায়িক জীবন-যাপন ও উদার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয় শিল্পের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

দি ইণ্ডিয়ান্যাশন্যাল প্রেস, ৩৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ পক্ষ হইতে ৩ নং কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস্, ২৩ নং বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলিকাতা—১, হইতে প্রকাশিত।

মুদ্রক-প্রকাশক :—শ্রীসুশীল চন্দ্র রায়, এম, এ।

REGD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ২৮ সংখ্যা] কলিকাতা, রবিবার ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৭ : ৮ই মার্চ, ১৯৫১ [মূল্য ।০

সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সম্পাদকীয়—	২৩৭
	চিত্রের	
২।	ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য-প্রসঙ্গ—	২৩৯
৩।	প্রাসঙ্গিক—	২৪০
	কলিকাতায় রাইনাটি	
	সাংবাদিকের ভুল	
	প্রথম ইউনি 'লেবেল'	
	বিহারে খাদ্যাভাব	
	ভারতে আর্থিক শিক্ষা—	২৪১
	বাঙ্গালোরের বিজ্ঞান গবেষণাগার	
	বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হোক	
	প্রাক্‌ত্যাতকদের শিক্ষার ব্যবিধা	
	ব্যবহারিক শিক্ষা	
	শিক্ষা-ব্যবস্থার যোগাযোগ ও শিক্ষার মান	

	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫।	বৈদেশিক—	
	বর্মা এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড	
৬।	পণ্যদ্রব্যের বাজার—	
	ইস্পাত ও অ্যালুমিনি ধাতুর দরদা	
৭।	শেয়ার বাজার—	
	শেয়ার বেচার কাজ চলিবেক	
	বাজারের ভাব ঠিক	
৮।	সংবাদ সংকলন—	
	ভারত ও পাকিস্তানের পরস্পর উৎপাদন	
	পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যাবস্থা	
	আগরতলায় বাস চলাচল শুরু	
	বহু-বিবাহ সম্পর্কে সভার প্রস্তাব	
	আমেরিকায় ডাকের দরদাম	
	শোক সংবাদ	

চিত্রে

[illegible] প্রতিনিধিরা যখন চীন সরকারের সহিত আলোচনার জন্য পিকিং অভিমুখে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় জানা গেল, চীন গভর্ণমেণ্ট তিব্বতে সামরিক অভিযান শুরু করিবার আদেশ দিয়াছেন। চীনকে পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্র যখন স্বীকার করিতে চাহে নাই, তখন ভারতবর্ষ নূতন চীন রাষ্ট্রকে মর্য্যাদা দান করিবার জন্য সবিশেষ বদ্ধপরিকর ছিল। ভারত সরকার তথা পণ্ডিত নেহরু চীন রাষ্ট্রকে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সমান আসনে বসাইবার জন্য এরূপ চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাহার ফলে অনেক কমিউনিষ্ট বিরোধী রাষ্ট্রও চীনকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইতিমধ্যে বৈদেশিক যে সকল পত্রিকা পণ্ডিত নেহরুকে এশিয়ার নেতা বলিয়া অভিহিত ও অভিনন্দিত করে, সেই সব পত্রিকা ভারতের এইরূপ উদ্যোগ ও আগ্রহ দেখিয়া নেহরুর উপর রুষ্ট হয় এবং তাঁহাকে Man of indecision বলিয়া অভিহিত পর্য্যন্ত করে। এক কথায় বলা যায় যে, চীনকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য ভারত বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর নৈতিক চাপ দিতে থাকে এবং তাহার ফলে পণ্ডিত নেহরুর আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা বহুল সাময়িকভাবে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়।

চীন রাষ্ট্রের জন্ম ভারতের এই অনুমান যখন দৃঢ় হয়, তখন প্রত্যাশা করা গিয়াছিল যে, চীনও ভারতের মনোভাব বুঝিবার জন্য যত্নবান হইবে। এটুকু সৌজন্য আশা করা কিছু অন্যায় হয় নাই। তাহার উপর ভারতবর্ষের পরামর্শ ও সদাশয়তার ফলেই চীন তিব্বতের সহিত আলোচনা করিয়া শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য সম্মত হয়। এইরূপ সম্মতি যখন দেওয়া হয় তখন আলোচনার পরিণাম কি হয় তাহার জন্য অপেক্ষা করাই সংগত ও শোভন ছিল। এটা অধীরতা ও ব্যস্ততা দ্বারা যে রাষ্ট্র চালিত হয়, সে রাষ্ট্রের চরিত্র সম্বন্ধে আশঙ্কা করার কারণ আছে। চীন এইরূপ যুক্তিহীন কাজ করিয়াছে কোরিয়ার ব্যাপারে রাশিয়ার চাপে। অতএব রেডিয়ো হইতে প্রত্যহ প্রচার করা হইয়া থাকে যে, তিব্বতে সাম্রাজ্যবাদীরা ঘাঁটি স্থাপন করিতেছে, সুতরাং সত্বর ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। সেই ব্যবস্থাই চীন অবলম্বন করিল। কিন্তু ইহাতে কতটা সুবিধা হয় তাহাই সকলে লক্ষ্য করিতেছে।

১৯১০ সালে চীন একবার তিব্বত অভিযান করে, কিন্তু ১৯ হইতে ২০ হাজার ফুট উঁচু তুষার পর্বত পার হইয়া দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া অভিযান পরিচালনা করা কতটা দুরূহ, তাহা হয়ত এই চল্লিশ বছরের মধ্যে চীন ভুলিয়া গিয়াছে। এবার পুনরায় তাহার সেই কথা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কোরিয়াতে কমিউনিস্টদের পরাজয়ে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের মনোবল ভাঙিয়াছে। তথাকার অধিবাসীরা আতঙ্ক ও ভীতি হইয়া পড়িয়াছে। বাহাতে নূতন অভিযানের বার্তা নিয়া তাহাদের মনোবলকে চাঙ্গা করা যায় তাহারই জন্য বোধ হয় চীন এই বিরাট ঝাঁপ দিয়াছে। ইহার পরিণতি সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান। চীন যে তিব্বতকে সামরিক শক্তি দ্বারা বশ করিতে পারিবে, এরূপ আমাদের মনে হয় না। তিব্বতীদের শক্তি অবশ্য সীমাবদ্ধ; কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপে চীনকে জড়াইয়া পড়িতে হইবে বলিয়া মনে হয়।

তিব্বতের প্রতিবেশী নেপাল দুর্ধর্ষ গুর্খা সেনার দেশ। নেপালের সহিত ভারতের যে মৈত্রী চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে ভারত নেপালে যাতায়াতের জন্য নিজ এলাকা ব্যবহারের অনুমতি দিতে স্বীকৃত হইয়া আছে। অতি সম্প্রতি নেপালের সহিত বৃটেনের চুক্তি হইল। এই সব চুক্তির কিন্তু তাৎপর্য অবশ্যই আছে। চীনের এই অযুত সৈন্যবাহী রাষ্ট্রসমূহ নীরবে উপেক্ষা করিবে, এরূপ মনে হয় না। ভারত স্বয়ং যদি যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সম্মত নাও হয়, তবুও ভারত এইরূপ আক্রমণ অনুমোদন করিবে না। উত্তর কোরিয়া যখন দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করে তখন ভারত আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রতিবাদ করে। এক্ষেত্রেও ভারত সেই পন্থাই গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না।

রাশিয়ার হাতের ক্রীড়নক হইয়া চীন কতদিন তাহার জাতিগত জীবন যাপন করিতে পারিবে, বলা যায় না। ইতিহাসকে ভারত উপেক্ষা করে না। উপেক্ষা করে না বলিয়াই চীনকে পীতার করিয়া রাখিবার পক্ষে ভারত এতদিন প্রচেষ্টা করিল। চীনেরও গণতন্ত্রবাদী হওয়া সম্ভব; দুই আলাপ আলোচনা দ্বারা বোঝা যাইবে যে, তিব্বত চীনের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আগ্রহী, তাহা হইলে সহজেই এবং নিরস্ত্রপ্রয়োগের উপায়ে তিব্বতকে চীনের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া চলিত। কিন্তু চীনও যে রাশিয়ার মত সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ আশা করা যায় নাই। কেন না, প্রায়ই এরূপ সংবাদ পাওয়া যাইত যে, মাও-সে-তুং নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া রাষ্ট্র পরিচালনা করিতেছেন; নামে কমিউনিষ্ট হইলেও রাশিয়ার নীতি হইতে চীনের নীতি নাকি পৃথক। কিন্তু এবারের এই ঘটনা হইতে সহজেই বুঝা গেল যে, চীন প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার পোষমের কাজ করিতেছে।

তিব্বতের সহিত চীনের যে সম্পর্ক, তাহা হইতে কম্বোডিয়ার সহিত সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ। আসলে কম্বোডিয়া চীনেরই একটি অংশ। সেই দিক চীন অভিযান না চালাইয়া তিব্বত গ্রাসের জন্য আগেই আসাইয়া আসিল কেন, এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে হয়। ইহার জবাব পাওয়া খুব কঠিনও অবশ্য নয়। কম্বোডিয়া অভিযানের জন্য যে রসদ, যে সেনাবল, যে নৌ-শক্তি প্রয়োজন চীনের তাহা নাই। নরম মাটিতে তাই সে আঘাত হানিবার জন্য আসাইয়া আসিয়াছে। যে তিব্বতের উপর একাধিপত্য লইয়া মতভেদ আছে, তাই চীনের প্রয়োজন হইল আগে; যে কম্বোডিয়া একান্তই তাহার নিজের তাহাতে হাত দিতে তাহার ভরসা নাই। উত্তর কোরিয়ার কম্যুনিষ্টগণ যে অভিপ্রায়ে দক্ষিণ কোরিয়ার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, চীনের তিব্বত অভিযানও সেই অভিপ্রায়ে পরিচালিত। রাষ্ট্রপুঞ্জ পুনঃ বিবাদে হস্তক্ষেপ করিবে না, ইহাই ছিল উত্তর কোরিয়ার আশা। কিন্তু সে আশা ভঙ্গ হইয়াছে। চীনও তিব্বতকে তাহার ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া দাবী করিতেছে, কিন্তু এখানেও যে পৃথিবীর অন্যান্য শক্তি হস্তক্ষেপ করিবে না—এ বিষয়ে নিশ্চয়তা কি। আমাদের বিশ্বাস, অন্যান্য রাষ্ট্র ইহার গতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছে। ভারতও লক্ষ্য করিতেছে। ভারত যে প্রতিবাদ-পত্র চীন সরকারের নিকট প্রেরণ করে, চীন সরকার তাহার উত্তর দিয়াছে। উত্তরে ভারত সরকার প্রীত হইতে পারেন নাই। চীন তিব্বতের এই ব্যাপারকে ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া দাবী করিয়াছে এবং এখানে অন্য কোনো রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ পছন্দ করিবে না বলিয়া জানাইয়াছে। কিন্তু পছন্দ না করিলে চলিবে কেন? চীন ভারতের প্রতি যে সৌজন্য ও ভদ্রতা প্রকাশ করিল তাহার প্রতিফলের জন্য চীনকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। চীন ৫৫ লক্ষ সেনার শিক্ষার ব্যবস্থা নাকি আরম্ভ করিয়াছে; ইহার দ্বারা সে সব শক্তি প্রতিরোধ হয়ত করিবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুগে কেবল সেনা-সংখ্যার উপর নির্ভর করিলেই চলে না। সে যাহাই হোক, সব-কিছু নির্ভর করিতেছে ভারতের মনোভাবের উপর। ভারত কোন্ পথ গ্রহণ করে, তাহাই লক্ষ্য করিয়া দেখিবার বিষয়।

ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য-প্রসঙ্গ

ভারতের অর্থসচিব শ্রীচিন্তামন দেশমুখ গত সপ্তাহে দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের অর্থনৈতিক নীতির আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ স্তরে দাম-নিয়ন্ত্রণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত-পাক বাণিজ্য, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বাসগৃহসমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। বাজেটে যাহাতে আয় ও ব্যয় সমান করা যায় তাহার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তিনি দৃঢ়তা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, দেশের সার্বজনীন উন্নতি, দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থসংস্থান ইত্যাদি যাহাতে করা যাইতে পারে তাহার জন্য ইহার প্রয়োজন সর্বাধিক। সর্বোপরি দেশের জনসাধারণের জীবনযাপনের প্রণালী সহজতর ও স্বচ্ছন্দতর করিবার জন্য দেশের আয় ও ব্যয় সমান করিতেই হইবে।

শ্রীযুত দেশমুখ অতঃপর ইণ্ডো-পাক বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া জানান যে, বিহারসরকার আগামী মাসে পাকিস্থানী টাকায় মূল্য নির্দ্ধারিত করিবে বলিয়া কথা আছে। পাকিস্থানী টাকার মূল্য পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাই কলিকাতা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু তাহা যদি না করে এবং কলিকাতার দ্বারা নির্দ্ধারিত মূল্য ভারতের পক্ষে যদি অসুবিধাজনক না হয় তাহা হইলে ভারত তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে না। অবশ্য ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ছোট রাষ্ট্রের কথা যাহাতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বাধার সৃষ্টি না করে তাহারই চেষ্টা করিবেন। ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে বাণিজ্যিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর পুরাতন অস্থায়ী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ইহার দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে সে বিষয় একাধিক বার আমরা উল্লেখ করিয়াছি। অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পাকিস্থানী কর্ত্তৃপক্ষ পাকিস্থানের টাকার একটা কৃত্রিম মূল্য বাহির দিয়া কতকটা নাকচাল হইয়াছেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারিবেন। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক সমাজে পর্য্যন্ত উভয়কে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। যাহা হিসাবের মধ্যে বিশ্লেষ করিয়া দেখা যায়, তাহাই বলা করিবার জন্য কলকাতাসহ বাজার হইতে হইয়াছে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত বিশ্ব যাহাদের যে হইতে হইয়াছে তাহা পাকিস্থান হয়ত বুঝিতেছে না।

আসলে পাকিস্থানী নীতিই হইতেছে এইরূপ। সে সরাসরি আদান-প্রদানের ও বাণিজ্যের পক্ষপাতী নয়। তৃতীয় একটী পক্ষ না থাকিলে কোনো কিছুই করিয়া সে খুঁজে পায় না। পাকিস্থান গাড়ীই কায়েম হইয়াছে এইরূপ একটী তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি দ্বারা। কাশ্মীর ব্যাপারেও পাকিস্থান তৃতীয় পক্ষ আনিয়া সরাই করিতেছে। আমার মুসলমানের ব্যাপারেও আমাকে তৃতীয় পক্ষের আশ্রয় লইতে দেখা যাইতেছে। বাহিরের কেহ যায় নিয়ে এসে সেই ভার তুলিয়াদেবার নিয়মবাধি করা হইবে—পাকিস্থান এই নীতি অনুসরণ করিয়া অনেক সময় নিজ অতিরিক্ত ক্ষতীর করিয়া তুলিয়াছে। এই কারণেই মনে হয়, ভারত যদি পাকিস্থানের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহাল করিবার বিশুদ্ধিনির্দ্দ আগ্রহ প্রকাশ না করে, এবং পাকিস্থানী টাকার মূল্য নির্দ্ধারিত হইল কি না হইল সে বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারে, তাহা হইলে হয়ত পাকিস্থানী নায়কদের চৈতন্য হইবে।

ভারতের বাণিজ্যসচিব শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশও করেকদিন পূর্ব্বে ভারত-পাক বাণিজ্যিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন, বর্ত্তমানের এই পরিস্থিতিতে ভারতের তাড়াহুড়ো করে একটা অর্থকরী দান না থাকিলে চলে না। কোনো পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার জন্য টাকার হিসাব দরকার। সেই টাকারই যদি কোনো মূল্য নির্দ্ধারিত না থাকে তাহা হইলে পণ্যের মূল্য স্থির হইবে কি উপায়ে? এই অসুবিধা দূরীভূত না হইলে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে পণ্যবিনিময় হয় হইতে পারে এবং হইয়াছেও তাহাই। এক, করা যাইতে পারে বিনিময় ব্যবস্থার দ্বারা। কিন্তু কোন্ কোন্ পণ্য কি কি হারে বিনিময় হইবে তাহা স্থির করাও তো বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বিষম সমস্যাজনক। এককের মাধ্যমে বিনিময় ব্যবস্থার সম্ভাবনা খুব কমই দেখা যাইতেছে।

আন্তর্জাতিক কলকাতার আগামী মাসে পাকিস্থানী টাকার মূল্য নির্দ্ধারিত করিবে বলা আছে। গত আগষ্ট মাসের এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্থান অধিবেশনে হইবে ঠিক হইল যে, ইহা আপাততঃ স্থগিত রাখা হইল। কেন যাহা স্থগিত রহিল, আগামী মাসেও যে তাহা স্থগিত রাখা হইবে না, তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে এইরূপ অচল অবস্থা বজায় রাখিয়া বিশের বাণিজ্যমুখ নিজেদের উপযুক্ত চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া সন্দেহ হয়। যাহা যদি না হইত তবে গত আগষ্ট মাসেই তাহারা ইহার একটা ফল করিয়া দিতে পারিতেন।

যে দুই দেশ একদিন একত্রিত ছিল, তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা একই কাঠামোর উপর গঠিত হইয়াছে। তাহাকে কাহারও দেখা যায় বিভক্ত করিয়া তাহার এই অবস্থাকে পৃথক করা যায় নাই। এখন মুহূর্তে কৃত্রিম মূল্য বাঁধিয়া দিয়া যে কৃত্রিম অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার বেশি দিন বহাল রাখা যাইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। পাকিস্থানের অভিজ্ঞতাও তাহাদের সাময়িকের জন্যও চিন্তিত করিবে। যে ব্যবসাবাণিজ্য তাহাদের সাময়িকের জন্য পূর্ব্বপাকিস্থানে গড়ে উঠিয়াছে তাহা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অভাবে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারিবে। তখনই কৃত্রিম বাধা ছিন্ন হইবে।

প্রাসঙ্গিক

কলিকাতার রাষ্ট্রপতি—

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তিন দিন কলিকাতায় অবস্থান করিয়া গেলেন। পরিষদমন্দিরে অভ্যর্থনা-অভিভাষণ, তাহার উত্তর-প্রত্যুত্তর ইত্যাদি এইদিন তিনি খুব কাছ হইতে শুনিয়া আসিয়াছেন। চাক্ষুষ তাহা তিনি এবার দেখিয়া যাইতে পারিলেন। তাহার পরিচয়পূর্ব উপলক্ষে রাজধানীরা অর্জন করিয়াছে বটে, কিন্তু এই অর্জনীয়তার মূল্য কিছু হইয়াছে কলিকাতার সব চেয়ে বেশী। সেজন্য গর্বিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বিচলিত হইয়া গিয়াছে। পূর্বাঞ্চলে যোগাযোগ এবং পরিবহনাঞ্চলে পাকিস্তান [illegible] ভারতের মধ্যে দুটী প্রদেশের অধিবাসী [illegible] সম্বন্ধে প্রশ্নের অবশ্যম্ভাবী বৃদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, —এই দুইটী প্রশ্নের মধ্যে বাস্তব ও পাকাপাকি [illegible] করিয়া এই বিষয় ও বুদ্ধিমান প্রশ্নের দুইটির দুইজনের মধ্যে আবাআবি করিয়া ভাগ করিয়া লইয়া হইল কেন, তাহা বোঝা যায় না। রাষ্ট্রপতির জীবনে কথা নয়, বুদ্ধিমানেরা ঠকে বেশি। প্রশ্নোত্তরের আপাতের আসরে কিনা, কে বলিতে পারে। যে যাহাই হউক, বাস্তবকে যে অল্প দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রপতি এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তুমুক্ত দুঃখের ভার যে উপযুক্ত অভ্যর্থনা ও নিরুপায় হইয়া আবার শিবিরে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন, রাষ্ট্রপতি তাহাদের মধ্যে গিয়া স্বচক্ষে তাঁহাদের দুঃখ দুর্দশা দেখিয়াছেন। তিনি আশ্বাস দিয়াছেন যে, তাঁহার সাধ্যের অল্প যতটা আছে, তিনি এই দুঃখ লাঘবের জন্য ততটা চেষ্টা করিবেন। তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের সরকার উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে উদাসীন নহেন, বরঞ্চ উদ্বাস্তুদের বিষয় তাঁহারা বিশেষভাবে চিন্তা করেন ও অবস্থার উন্নতিতে আছেন। উদ্বাস্তুদের কর্তৃক পরিত্যক্ত সম্পত্তির বেসরকার আবাসের জন্য পাকিস্তানের পরিত্যক্ত গৃহ ব্যবহার হইতেছে—ইহাও রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন। বাংলা দেশের সহিত যাহার প্রদেশের সম্পর্ক নিবিড়। ৩৪ বৎসর পূর্বে একটানা ১৪ বৎসর তিনি বাংলায় অধিবাসির করেন। বাংলার নিকট তিনি যে ঋণী, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। আজ যে তিনি রাষ্ট্রপতি হইয়াছেন, তাহার পরিবাম নিহিত রহিয়াছে এই বাংলারই মাটিতে। এখানে তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন। যখন বাংলার যেখা ছাড়া তাহা তিনি আরম্ভ করিয়াছেন, বাংলার ভাষা ছাড়া তাহা যখন তাঁহাকে বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। বাংলার প্রদেশের বাংলা পরিবেশে বাঙালীদের প্রতি রহিয়াছেন. উদ্বাস্তুরা তাঁহাদের দুঃখের কথা বাংলার বাণী শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। উদ্বাস্তুদের উদ্বাস্তু কবিতার ও উদ্বাস্তু কবিতা বুলিবার লোকের অভাব নাই। অন্যের দুঃখ লইয়া কারবার করিবার সময় যে এখন নয় এ কথা সকলের মনে রহিয়া থাকে না। বাংলা দুঃখ পরিহাসে, সেই দুঃখকে বিদ্রূপের করিয়া লাভ কি। এই অবস্থার প্রত্যাশে বাংলা কবি হইবে—আমরা সেই আশাই পোষণ করি।

সাংবাদিকের দুঃখ—

সাপ্তাহিক পত্রিকা 'শিল্প ও সম্পদ' এর সম্পাদক কয়েক দিন পূর্বে দুঃখের বাংলার শিল্প ও সম্পদের অতি হইয়া। পত্রিকা সম্পাদনার মারফত তিনি দেশের দুরবস্থার মধ্যে শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতির পথ করিয়াছেন। যাহারা শিল্পের দ্বারা বাংলার অনেক কিছু করিয়া জীবিকা অর্জনের পথ পাইয়াছেন। তাঁহাদের এই সাফল্যের পিছনে কলকাতার উৎসাহ ছিল অপরিসীম। পত্রিকা পরিচালনাদ্বারা যদি এইরূপ কাজের কাজ করিবার ও করাইবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে তাহাতেই সার্থক সাংবাদিকতা হবে। কথাটা বন্ধু এ দিক দিয়া সার্থকতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা বেদনা বোধ করিতেছি।

প্রথম ইণ্ডিয়ান 'ফেলবন্ধু'—

চিত্তরঞ্জনে যে রেলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাহাকে নামকরণ করিয়াছেন 'চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস'। এখানে ইঞ্জিনাদি তৈয়ারী হইতেছে। বিদেশ হইতে আনীত কলকব্জা ইত্যাদি একত্রিত করিয়া যে প্রথম ইঞ্জিনটী এখানে প্রস্তুত হইয়াছে তাহার নামকরণ হইয়াছে 'ফেলবন্ধু'। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ইঞ্জিনটীর এই নাম দিবার সময় বাংলার পুরাতন স্নেহের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, রাজেন্দ্রের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি সকলের পুরোভাগে ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি চিরকাল, অকল হইয়া রহিবে তাহা তাঁহার নাম এইভাবে [illegible] করিয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। এখানে আর একটী বিষয়ের সামান্য উল্লেখ প্রয়োজন। সাধারণতঃ সাধারণতঃ বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিরাই অল্প এখন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই কারখানার রাস্তায় অভিজ্ঞতা দেখিয়া আনন্দবোধ করিতেছি। উক্ত কারখানার ৬০ বৎসর বয়স এক বৃদ্ধ ভারতের এই উদ্যমের প্রথম ইইয়াছিল বলা চলে। এই বৃদ্ধ ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ইঞ্জিনটির নামকরণ করিবার জন্য অনুরোধ জানায়। তাহার অনুরোধেই রাষ্ট্রপতি ইঞ্জিনটির নাম দেন। প্রতিবেদনের প্রতি সমান প্রদর্শনের ইহা একটী উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

বিহারে খাদ্যাভাব—

বিহারে খাদ্যের পরিস্থিতি ক্রমশঃ উদ্বেগজনক হইয়া উঠিতেছে। খাদ্যদ্রব্যাদির দর ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ গত ২০ শে চাউলের বিক্রী হইয়াছে। এই প্রাকৃতিক দোলযোগের সময় খাদ্যের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয় জানানো হইয়াছে যে কেন্দ্রীয় সাহায্য না পাইলে বিহারের খাদ্যাভাব দূর করা যে সম্ভব নয়, এ বিষয় কোনো সন্দেহ নাই। এই রাজ্যের অসংখ্য ব্যবস্থাদি করা সেনাবাহিনী কতটা সাহায্য করিতে পারে, এ বিষয় তাহাদের সেনাপতি সচিবের সহিত আলাপ-আলোচনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু অসংখ্যের উন্নতি যদি অবশ্যই করা সম্ভব হয় তাহা হইলেই খাদ্যসমস্যার সমাধান পাওয়া যাইবে না। খাদ্যের এই সময়ে যে খাদ্যের প্রয়োজন তাহা কেন্দ্রীয় খাদ্যভাণ্ডার হইতে পাওয়া যাবেই বিশেষ হইতে আমদানি করা। বিদেশী খাদ্য ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্ন বন্দরে আসিয়া পৌঁছিতেছে; এই খাদ্য আহার হইতে খালাস করিয়া অভিবিলম্বে বিভিন্ন ঘাটতি এলাকায় প্রেরণের ব্যবস্থা করাই এখন জরুরি কাজ। এই কাজে যদি সেনাবাহিনীর সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করাই প্রথম দরকার।

ভারতে যান্ত্রিক শিক্ষা

—:০:—

ভারতের শিল্প, কৃষি, পরিবহন, ব্যবসা, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা করা হইয়াছে বেতারে ভাষণকালে ঘোষণা করিয়া লর্ড এরেশের বর্তমান যান্ত্রিক শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এদেশে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক জ্ঞানসম্পন্ন লোকজন কত আছে এবং কত প্রয়োজন এবং তাহাদের স্থান ও যোগ্যতাই বা কতখানি তাহা বৈজ্ঞানিক জনবল কমিটির তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে। এদেশে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার, যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক অনেক সময়ই সংখ্যায় প্রয়োজন থাকিলেও, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা বা সুযোগ নাই।

১৯৪৩ সালের প্রথমভাগে বৃদ্ধিতে পারা যায় যে, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইবে এবং সেজন্য উচ্চতর যান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা তখন হইতে করা দরকার হইবে। সরকার কমিটি যাহা পরিচিত কমিটী এই বিষয়টি বিবেচনার পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, ব্যাঙ্গালুরস্থিত ইন্ডাষ্ট্রীটিউট অব্ টেক্নলজির মত চারিটী উচ্চতর যান্ত্রিক শিক্ষার এদেশের চারিটী অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্থাপিত হওয়া উচিত। এবং তাঁহারা প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষামূলক ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ সরবরাহের দিকেই বেশি নজর দেন। সরকারের পূর্বাঞ্চলে একটী এবং পশ্চিমাঞ্চলে আর একটী উচ্চতর যান্ত্রিক শিক্ষালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। পরে তাঁহারা দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলে এক একটী করিয়া অনুরূপ উচ্চ যান্ত্রিক শিক্ষালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এক একটী শিক্ষালয়ে ছাত্র ছাত্রী, প্রাক্-স্নাতক ও এক হাজার স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, ও গবেষক ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্প বিজ্ঞান বিভিন্ন শাখায় শিক্ষালাভ করিতে পারিবে।

কলিকাতা হইতে ৭০ মাইল দূরে হিজলি নামক স্থানে পূর্বাঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট যান্ত্রিক বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইয়াছে। ব্যাঙ্গালোরের বিজ্ঞান গবেষণাগারের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর ডাঃ কে. সি. নেগ ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন নেগ বিভাগটি পূর্ণে সার সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সদস্যরূপে ডিরেক্টর-জেনারেল ছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য অনেকজন বিশেষজ্ঞকে বিলেত হইতে আনান করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে ছাত্রগণ বিশেষজ্ঞ এদেশে আসিয়া ঐ বিদ্যালয়ে নিজ নিজ বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সরকার-কমিটী স্থির করেন যে, ঐ বিদ্যালয় স্থাপনে অনুমানিক এক কোটী ৩ লক্ষ টাকা এবং পৌনঃপুনিক ১৪ লক্ষ টাকা বৎসরে ব্যয় হইবে। বিদ্যালয়ের সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র কারিগর উহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে কয়েক বৎসর লাগিয়া যাইবে। ছুটি বৎসরেই কয়েকজন স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীকে ঐ বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্যালয়টী বোম্বাইয়ের কাছাকাছি প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্গালোরের বিজ্ঞান-গবেষণাগার—

ব্যাঙ্গালোরের বিজ্ঞান-গবেষণাগারটী এদেশের বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার অগ্রদূত বলা চলে। ১৯০৯ সালে বিজ্ঞান-গবেষণার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটী স্থাপিত হয়। এখন এই গবেষণাগারে ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্প বিষয়ে বিভিন্ন শাখায় গবেষণা চালানোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই গবেষণাগারের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতিকল্পে যে একটী পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে আনুমানিক ৪২ লক্ষ ২১ হাজার টাকা একবারীন ব্যয় এবং ৪ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা পৌনঃপুনিক ব্যয় হইবে।

যারা দ্বারা ঐ গবেষণাগারে একটী বিশেষ ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ স্থাপন করা হইয়াছে। সেজন্য এযাবৎ ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ঐ সঙ্গে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটী ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষাগারও খোলা হইয়াছে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে সাহায্যদান—

ছুটি-কমিটী প্রভৃতি কয়েকটী বিশেষ বিশেষ বিষয়ে স্নাতকোত্তর জ্ঞান খোলার জন্য এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যে দেওয়ার জন্য ভারতের কয়েকটী বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪১—৪০ সনে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সাহায্য দিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাঁহারা প্রতি মাসে ২০০ টাকার ৫০টী এবং ১০০ টাকার ১৫০টী গবেষণা-বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রাক্-স্নাতকদের শিক্ষার সুবিধা—

সিভিল, যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক-ইঞ্জিনীয়ারিং-এর এই তিনটী মূল শাখায় প্রাক্-স্নাতকদের শিক্ষারও যথেষ্ট ব্যবস্থা হইয়াছে।

এদেশে ২৫টীরও অধিক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ আছে। সেগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উপাধি-কোর্স পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যাসায়নিক ইঞ্জিনীয়ারিং চারিটী কলেজে, বৈদ্যুতিক যোগাযোগ ইঞ্জিনীয়ারিং দুইটী কলেজে, খাদন ইঞ্জিনীয়ারিং একটী কলেজে এবং নগর ইঞ্জিনীয়ারিং একটী কলেজে আলোচনা করা হয়।

বিভিন্ন শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীর ও শিক্ষার্থিনীর একটী হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

শিক্ষার নাম	১৯৩৮-৩৯ সনে শিক্ষারম্ভ	১৯৩৯-৪০ সনে প্রবেশ
(ক) ইঞ্জিনীয়ারিং		
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী	১৩৭৫	
ডিপ্লোমা কোর্স	৯০১০	
(খ) শিল্প		
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী	৬১২	৬১৫
ডিপ্লোমা কোর্স	৪৫৭	৪৫৩

শিক্ষায়তনগুলিতে যন্ত্র সমস্যা দেখা দিয়াছে। কোন কোন শিক্ষালয়ে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করা হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা-কর্তৃপক্ষের শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় প্রসার করা সম্ভব হয় নাই। নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনগুলির পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে আবশ্যক যন্ত্রপাতী নির্মাণ, স্থান-সংস্থান করা ও শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হয় নাই। চালু প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নের জন্য গভর্নমেন্ট একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে এক কোটী কুড়ি লক্ষ টাকা এবং দ্বৈনন্দিন ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য বিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাও ঐ পরিকল্পনার করা হইয়াছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের এই পরিকল্পনার মধ্যে শেষ করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক কোটী সাতাশী লাখ ৪২,৪৮,০০০ টাকা, দ্বৈনন্দিন খরচ বাবদ ১৮,১৮,৮৭৪ টাকা এবং বিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার ১৮,৯৪,০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

...রিক শিক্ষা—

...রিক শিক্ষালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তের শিল্প ও অন্য ...ন প্রতিষ্ঠানে লাভজনক কাজে নিয়োগ করাই ...ক শিক্ষার প্রধান সমস্যা। এদেশে বিভিন্ন বিষয়ে ...সম্পর্কে সঠিক তথ্যসংগ্রহ ও প্রচারের ...। তথ্যসংগ্রহ ও প্রচারের ...ব্যবস্থা করিলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ...ছাত্র ভর্তি ...। ছাত্রাবাস, ...ক্ষক ও পুস্তিকার ...শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ...ব্যবস্থা ...।

বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি শিক্ষার ...গভর্নমেন্ট প্রতি মাসে ১৪০ টাকার ২৪০টি এবং ১০০ টাকার ২০০টি বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ...তাহাদের ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের সুবিধার ...কয়েকটী ...শিল্পসংস্থা বিশিষ্ট ...করিয়া ...।

...-ব্যবস্থার যোগাযোগ ও শিক্ষার মান

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও ...শিক্ষা ব্যবস্থার ...ন যোগাযোগ ছিল না এবং শিক্ষার মান ...র শিক্ষালয়ে বিভিন্ন প্রকার ছিল। এদেশে ...ীয়ারিং ও শিল্প জ্ঞানসম্পন্ন কত লোক দরকার তাহা লইয়াও কেহ আলোচনা করিত না। এদেশে বিভিন্ন শিক্ষালয়ের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কোন যোগাযোগ রাখা এবং পরিকল্পনানুযায়ী শিক্ষা উন্নয়নের ব্যবস্থা করা যে সরকার তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারত সরকার ১৯৪৪ সালে সর ...র নেতৃত্বে একটি ভারত ...কারিগরি শিক্ষা পরিষদ গঠন করেন। বিভিন্ন প্রদেশ, বিভিন্ন রাজ্য, বিভিন্ন শিল্প, শিক্ষা এবং ...প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ ঐ পরিষদের সভ্যপদে নিযুক্ত হন।

এদেশে কারিগরি শিক্ষার মান নির্ণয় এবং বর্তমান শিক্ষা উন্নয়নে এই পরিষদ ...সময়ে প্রথম অগ্রসর হইয়াছে। শিক্ষার মান নির্ণয়ের জন্য পরিষদ ছয়টি বোর্ড গঠন করিয়াছেন। ঐ ছয়টি বোর্ড সিভিল, যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনীয়ারিং, ধাতুবিদ্যা, ব্যবসায় পরিচালনা, ভূ-নির্মাণ, বস্ত্রশিল্প, কলিক ...ন, ...শিল্প ও রাসায়নিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর পাঠ্য-তালিকা তৈয়ার করিয়াছেন।

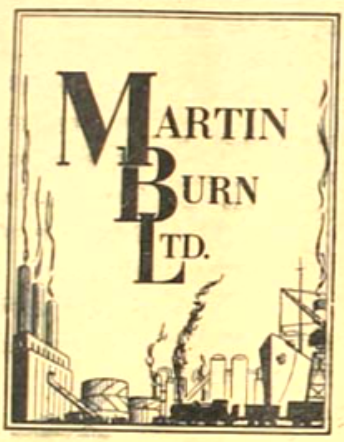

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্য্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্ম্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পয়েণ্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্য্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা-১।

বার্ণ এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড।

—:০:—

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে গত ৩০শে এপ্রিলে সমাপ্ত বৎসরেই বার্ণ এণ্ড কোম্পানী সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। আলোচ্য বৎসর মোট বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে লাভের পরিমাণও বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। অডিনারী শেয়ার পিছু পূর্ব্বাপেক্ষা ৪৯০ (১৫৲—১৯৷০) টাকা অধিক লভ্যাংশ বিতরণ করা হইয়াছে। উন্নত বৎসরের যন্ত্রপাতি ও লাভ লভ্যাংশের জন্য মূলধন খাতে প্রয়োজন মত অর্থনিয়োগ বৃদ্ধিই কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান কারণ।

১৯৪০ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে সমাপ্ত বৎসরের হিসাব :—

এপ্রিলে সমাপ্ত বৎসর	১৯৪০	১৯৩৯	
	টাকা	টাকা	
মীট লাভ	৩৯,৪৯,৮০৩	২৮,৯০,২১৯	
কর	১৮,০০,০০০	১২,৪০,০০০	
অবশিষ্ট	১০,৯৯,৪৫৯	৪,২১,৭৮৩	
অন্যান্য তহবিল	৮,৭৫,০০০	৫,০০,০০০	
লভ্যাংশ, অডিনারী শেয়ারে	৯,০০,০০০	৪,২৫,০০০	৪,২৫,০০০
প্রেফারেন্স ,,	১,৮১,০০০	১,৮১,০০০	১,৮১,০০০
মোট (অবশিষ্ট লাভ)	৮০,১৯৬	৮৭,৭৫৪	৮৭,৪১৮
শেয়ারে লভ্যাংশের শতকরা হার :—			
অডিনারী	১৫		১২৲
শতকরা ৭৲ প্রেফারেন্স	৭		৭
শতকরা ৬৲ প্রেফারেন্স	৬		৬

মীট লাভ হইতে কর খাতে ১৮,০০,০০০৲ (১২,৪০,০০০৲), অন্যান্য খাতে ৮,৭৫,০০০৲ (৫,০০,০০০৲) এবং অন্যান্য খাতের বিলি ব্যবস্থার পর অতিরিক্ত মূলধনের পরিবর্দ্ধনের জন্য ৫,০০,০০০৲ এবং লভ্যাংশ বৃদ্ধির জন্য ৩,৭৪,০০০৲ ধরাদ রাখিয়াও উদ্বৃত্ত ৮,০১,৩৯৩৲ টাকার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের ৮৭,৪১৪৲ যোগ করিয়া আলোচ্য বৎসরে উদ্বৃত্ত লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮,৯৯,১৯৬৲ টাকা। উহা হইতে প্রেফারেন্স শেয়ারে লভ্যাংশ খাতে ১,৮১,০০০৲ এবং ৪২,০০০৲ অডিনারী শেয়ারে শতকরা ১৫৲ হারে লভ্যাংশ খাতে ৬,৩০,০০০৲ ধরাদ করিয়া পরবর্ত্তী হিসাব অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ৮০,১৯৬৲ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরে অডিনারী শেয়ারে প্রদত্ত লভ্যাংশের হার ছিল বার্ষিক শতকরা ১২৲ আনা।

পরিচিতির এক বছরের মধ্যে ভারতবাসীর উদ্যম ও পরিবর্ত্তিত সরকার অনেকটা প্রায় বিদেশ কর্ত্তৃত্বের অবসান ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতে বার্ণস একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় কারখানা এবং তাহাদের আধুনিকতম শিল্প প্রতিষ্ঠান উলুবেড়িয়ায় অবস্থিত। কলিকাতা ও জলপাইগুড়ি অফিসে উন্নত ধরণের মাল সরবরাহ প্রভৃতিতে কোম্পানীর উৎপাদনের হার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

অন্যান্য কোম্পানীকে আরও প্রচুর পরিমাণে অর্থ ঋণ করিতে হইবে; কারণ, ব্যবসা প্রসারের জন্য বেশি লাভ ও ব্যবসা বিস্তার লভ্যাংশের পূর্ব্বপরিমাণ ভাব এখনও চলিতেছে।

ব্যালেন্স শীট—৩০শে এপ্রিল, ১৯৪০

দায় :—	১৯৪০	১৯৩৯	১৯৩৮
	টাকা	টাকা	টাকা
মূলধন, আদায়ীকৃত			
(ক) প্রেফারেন্স	২৮,০০,০০০	২৮,০০,০০০	২৮,০০,০০০
(খ) অডিনারী	৪২,০০,০০০	৪২,০০,০০০	৪২,০০,০০০
সঞ্চয় তহবিল	২৩,০০,০০০	২৩,০০,০০০	২৩,০০,০০০
অন্যান্য তহবিল	৩৩,১৫,৬৯৪	২৪,০০,০০০	১৯,৫১,৮৯৪
ঋণ	৫১৩,২১,৪৮৩	২১৭,৯৭,৩৬৯	২৪৫,৯০,৮৩৬
জের (অবশিষ্ট লাভ)	৮০,১৯৬	৮৭,৭৫৪	৮৭,৪১৮
মোট	৪৩৪,১৯,৩৭৪	৩৪৪,৫২,২১৩	৩৯৯,১৩,১৪৬

সম্পত্তি :—

মোট যন্ত্রপাতি	৩০০,১৫,৯১৯	২৮৫,৩১,৫১৫	২৪১,৮২,৪৭৩
অবচয়	১৩৯,২১,৮৭৭	১২৯,৪৭,৪৭৮	১১৪,৫৫,০১৯
মীট যন্ত্রপাতি	১১০,৯৩,১৪১	১০৫,৮৪,১২৭	৭৬,২৭,৪৫৪
লগ্নীকার	২৯,১৯,৩১১	২৮,৯৯,০১৩	২৫,১০,৯৮৩
মজুত মাল	১৭৪,৮২,৭৮০	১৪০,৮১,৩৯৮	১৩২,২২,৫৩২
বাকী পাওনা	১০৯,১৩,৮৬২	৯৫,৬৫,৩৬৭	৯৮,৭৭,৬৪১
ব্যাঙ্ক তিমিতোল	৯,৩১,৩৩০	৯,৪৮,৭৪৪	৯,৩০,১২৮
'অতিরিক্ত লাভকর' জমা	২,১০,৯৮৭	২,৯৫,৪৮৫	২,৯৫,৪৮৫
নগদ	১,১১,৭৪৮	৩৯১,১৮৩	১১,০৭,১৩৫
মোট	৪৩৪,১৯,৩৭৪	৩৪৪,৫২,২১৩	৩৯৯,১৩,১৪৬
মূল্য সূচীপত্র	৩১৩,১৩,৯১৩	১৮৮,৯৮,১০৬	১৭৪,৮৭,৪১২

পণ্যাদ্রব্যের বাজার—

রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের সমস্যা

—:০:—

কয়েকদিন আগে ভারতের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত ত্রিগুণসেন এলাহাবাদের বণিকদের যে কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের দ্রুতগতি ফিরিবার যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছে, বাণিজ্য-সচিব তাহার বক্তৃতায় তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। দ্রুতগতি ফিরিবার ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই আশাতে ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারে বিদেশি-পণ্যের মূল্যমান যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার দিকে গভর্নমেণ্টের সজাগ দৃষ্টি রাখিবার জন্য বাণিজ্য-সচিব একটি আশ্বাস দিয়াছেন। বিদেশে জোগান অত্যন্ত কম বলিয়া মূল্যমান হ্রাস করার ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সব ধরনের সকল ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের কথা চাওয়া উচিত হইয়াছে। এবং কতটা পরিমাণে বা কোন্ পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। অনেকে এরূপ অভিযোগও দিয়া থাকেন যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের স্থি করিয়া তাহার বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছে যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ বিক্রয়ের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া তাহার বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধি কি উপায়ে করা যাইতে পারে? কিন্তু ভারতের অর্থনীতিজ্ঞরা জানেন যে, পাকিস্তানে তাহার নূতন পরিবহন না করায় এই জটিলতা আরও বেশী দিন দেখা দিয়াছে।

আমদানি করা কাঁচা মালের দাম বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ছাড়াও উৎপাদন ক্ষেত্রে আর একটি সুবিধা দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া ছোট শিল্পের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা দেখা দিয়াছে বিশেষভাবে। চা পাট ও তুলার মধ্যেপুক্ত জোগানের অভাবে টাকা ও কাপড়ের কল পুরা উদ্যমে কাজ করিতে পারিতেছে না। এই সব পণ্য আত্মনির্ভরতা লাভের জন্য উদ্যোগ-আয়োজন চলিয়াছে বটে, কিন্তু যদি না স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা যায়, তবদিন অসুবিধা চলিবে বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কর্তৃপক্ষ এই সব অসুবিধা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন বলিয়া বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না; বিভিন্ন শিল্পপতিদের সঙ্গে টাকা ও এই সব বিষয় পরামর্শ ইত্যাদি করিয়াছেন তাহাও মনে হয় না। আমদানি ও রপ্তানির একটি সামঞ্জস্য আনয়ন করাই সব নয়; দেশের দুরবস্থাটি যেন তাহা দ্বারাই কেহ ভুলিয়া না যায়।

আশা করা যায় নূতন ভাবে প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দাতা যে সকল পত্রিকা হইয়াছে, যে সকল কর্তৃপক্ষকে মূল্যবান দিতে সময় হইবেন। এবং বর্তমানে রপ্তানি বাণিজ্যের এই বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করিতে কর্তৃপক্ষ সক্ষম হইবেন।

শুল্ক ও চিনি—

ভারতে সরকার উৎপাদন শুল্কের মূল নিয়ন্ত্রণ করিবার পর হইতে শুল্কের বাজারের অস্থিরতা ও চঞ্চলতা কিছু কমিয়াছে। বাজারে শুল্কের আমদানি অল্প কমে নাই। তাহা কিছুদিন যাবৎ উৎপাদকদের বেপারীরা বন্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বীরভূম, নবদ্বীপনগর ও সাসার আরও কয়েকটি অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ হার অপেক্ষা মণ প্রতি ৪৲ টাকা হইতে ৭৲ বেশী দরে শুল্ক বিক্রয় হইতেছে। বিভিন্ন ঘাটতি এলাকা হইতে শুল্কের চাহিদা আসিতেছে, যথা—কলকাতা, বাঙ্গা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই। ফলতঃ যান-বাহনের সুবিধা থাকায় ব্যবসায়িগণ এক স্থান হইতে শুল্ক অন্যত্রে প্রেরণ করিয়া মুনাফা করিবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

ভারতের সব কোলাপুরে শুল্কই সবচেয়ে ভালো। কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক শুল্কের মূল নিয়ন্ত্রিত

সহজে আর কম-খরচে

কাজ তুলুন

চাষিবাসী, খনি ও রেলের মজুর, পথনির্মাণ-কারী—এঁরা প্রত্যেকেই পছন্দ করেন টাটা-এগ্রিকো-র বেলচা। বিশেষ শ্রেণীর হাই কার্বন ইস্পাতের তৈরী এই বেলচা খুব টেকসই হয়, সেই জন্য শেষ পর্যন্ত সস্তা পড়ে! গড়নটি অত্যন্ত বেলচার চেয়ে কাজ করবার পক্ষে জুতসই, ফলে এই বেলচা দিয়ে কাজ করতে পরিশ্রম কম হয়, সময়ও বাঁচে!

টাটা-র এগ্রিকো যন্ত্রপাতি

শাখাসমূহ: বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, জলন্ধর, নাগপুর, বিজয়নগর ও হেদেরাবাদ

এগ্রিকো কিনে মিতব্যয়ী হ'ন!

সপ্তাহে সেখানকার বাজার বন্ধ হইয়া যায়। তবে এখনও প্রায় ৯ কোটি টাকা মূল্যের গুড় উৎপাদিত হইয়া থাকে।

বোম্বাইয়ে গুড়ের বাজার বন্ধ আছে। খোলাবাজারে গুড়ের কালাবাজারী ভারত সরকারের কাছে একটি মারফৎ প্রেরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। চাষীরা গুড় কিনিয়া তাহারা ইতিপূর্বে মজুত করিয়াছে তখন তাহারা মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ায় তাহাদের প্রভূত পরিমাণ টাকা লোকসান হইবে—তাহাই তাহাদের মারফতের কারণ। সরকারী শ্রেণীর গুড়ের মণ ৪০৲ টাকা হইতে ২১৫৲ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে।

অন্যত্র স্থান হইতে যে খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, গভর্নমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য গুড়ের দাম যে দর স্থানে নামিয়া যায় নাই বটে কিন্তু গুড়ের ও খেজুরের দর যাহা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা অনেকে নামিয়াছে।

চিনির বিষয় জানিতে এই যে, এ বছরের ১৫ই মার্চের পরে বিভিন্ন কারখানায় যে চিনি উৎপাদিত হইবে তাহার দর মণ প্রতি ২৮৲ আনা ধার্য্য করা হইবে।

চা—

গত সপ্তাহে চলানি করার অধিকার সহ প্রায় ৩১,০০০ পেটি চা কলিকাতার চা-নিলাম বাজারে বিক্রয় হয়। ইহাকে বেশ ভালো চাহিদা বলা চলে। বাজারে কিছুটা চঞ্চল ভাব ঘটে, কিন্তু গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে চায়ের দর প্রায়-নামা করিয়াছে মাত্র।

আন্তর্জাতীয় বাজারের জন্য ১৫,০০০ পেটি গুঁড়া চা ও প্রায় ৫,০০০ পেটি অন্যান্য চা বাজারে বিক্রয় হয়। নিলাম আরম্ভ হইবার সময় বাজার সামান্য চঞ্চল ছিল, এবং দরও ছিল কিছুটা কম। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বাজারে স্থিরতা ফিরিয়া আসে এবং বাজার বন্ধ হইবার সময় দর সম্পূর্ণ স্থির হইয়া যায় এবং কোনোরূপ প্রায়-নামাই আর হয় না।

মন্তব্য—

আলোচ্য সপ্তাহে উত্তর প্রদেশের বাজারে খাদ্যদ্রব্যের দর অনধিকৃতির বলিয়া যায়। জোয়ার-বাজারের ভাবগতিক বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং মজুত-কারেরা মজুত করার পরিমাণ সম্বন্ধে আকৃষ্টিত হইয়া উঠিয়াছে।

এ সপ্তাহে বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল হইতে অনেক খাদ্যদ্রব্যের সংবাদ আসিয়াছে। বিহারে ইতিমধ্যে পূর্বাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গত ছয়সপ্তাহ সপ্তাহ ধরিয়া একটানা অনাবৃষ্টির ফলে মোটের উপরে ধানের হানি হইয়াছে প্রায় ১০ লক্ষ টনের মত। মাত্র জেলা, বিহারে এখন খাদ্যাভাবের মোট পরিমাণ হইতেছে আনুমানিক ১৪ লক্ষ টন। উড়িষ্যার সম্বন্ধে এখন অনাবৃষ্টি চলিতেছে—গত দুই মাস যাবৎ বৃষ্টি না হইবার দরুণ এখানে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার টন চাউলের ঘাটতি হইয়াছে; অর্থাৎ যে পরিমাণে চাউল এখানে উদ্বৃত্ত ছিল তাহা এই অনাবৃষ্টির ফলে পরিপূর্ণ নষ্ট হইবে। এই কারণে উড়িষ্যা কেন্দ্রীয় খাদ্য-ভাণ্ডারে ১০ হাজার টন চাউলের বেশি দিতে পারিবে না। আন্ধ্রপ্রদেশ প্রায় ফেরের ফসল নষ্ট করিয়াছে।

গত ২৬শে অক্টোবর যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বিদেশ হইতে ৮১,৪০০ টন খাদ্যশস্য ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গত ১লা জানুয়ারী হইতে এ পর্যন্ত মোট ১৬,১১,৭৫০ টন খাদ্যশস্য ভারতে আসিল।

প্রকাশ জানা গিয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৫ লক্ষ টন গম অতিরিক্ত সাহায্য ভারত সরকার করিয়াছেন। অস্ট্রেলিয়া যেহেতু খুব ক্ষমতাবান নাই, প্রকাশ জানা গিয়াছে যে, ভারত যদি দুই বৎসরের চুক্তিতে গাঁচার করে তাহা হইলে অস্ট্রেলিয়া ভারতকে গম দিতে রাজী আছে।

বেঙ্গল বাজার—

কেনাবেচার কাজ সীমাবদ্ধ

—:০:—

কলিকাতা, ৪ঠা জানুয়ারি, শনিবার—এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রবল স্থির কাজ-কারবারের পরিমাণ খুব সামান্যই হইয়াছিল, কিন্তু বিভিন্ন শেয়ারের দর ইহার ফলে বিশেষ হ্রাস পায় নাই, বরং একরূপই ছিল। কাইকা-বাজারে কয়েকটি শেয়ারের দর অবশ্য কিছুটা হ্রাস পায়।

কয়লাবিভাগে কালসাপাহাড়ীর দর ১২৲ পর্যন্ত হয়, অর্থাৎ দর ৯৲ বৃদ্ধি পায়। বেঙ্গল কোয়ার ৪৪৪৲ টাকাতেই স্থির থাকে, কিন্তু নিউ বীরভূম শেয়ারের দর সামান্য হ্রাস পাইয়া ১২৮৲ হয়। পাট-বিভাগে কাজ-কারবার বড় সামান্য। ১২৯৲ ও ১২৮৲ টাকার মধ্যে ইণ্ডিয়া শেয়ারের দর ওঠা-নামা করে; ইউনাইটেড ৪২৲ দরে কাজ-কারবার করে, তাহার পর ৩৭৲ আনা হইতে ৩৮৲ আনার মধ্যে নামিয়া যায়, কিন্তু বাজার বন্ধ হইবার সময় ইহা ফের বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯৲ আনা হয়। ইন্ডিনিয়াল বিভাগের বিভিন্ন শেয়ারের দর হ্রাস পায়। বেঙ্গলফেই ১৯৸৹ হইতে ১৮৸৹ আনা হয়; মার্শালের দর হয় ৮৸৲৹। বাজার খুলিবার সময় ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর হয় ৩৭৸৹, কিন্তু শেষে দিকে এই দর কিছুটা হ্রাস পাইয়া ৩৬৸৹ আনা হয়। বিবিধ বিভাগে শেয়ার একটি ছাড়া স্থির ছিল। ক্যালকাটা ট্রাম ৪১৲ আনা হয়; অক্টরলনির দর সামান্য হ্রাস পায় ইহার দর হয় ১৭৬৲।

ইহার পরবর্তী দিনে শেয়ার-বাজারের বিভিন্ন শেয়ারের দর কিছুকিছু কমিয়া যায়। বাজারে উৎসাহের অভাব যেরূপ প্রকট হইয়াছিল।

কয়লাবিভাগে বরাকর মাইনস ১৯৲ টাকা হইতে বেঙ্গলের দরে হ্রাস পাইয়া ৫৪১৲ টাকা হয়, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৪৮৲ আনা দরে নামিয়া আসে। কিন্তু কালাপাহাড়ীর ক্ষেত্রে অনুরূপ অবস্থা দেখা যায়। বিভিন্ন শেয়ারের দর হ্রাস পায়, কিন্তু কালাপাহাড়ীর দর কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ৭১৸৹ আনা হয়।

পাটের বাজারে কোনরূপ কাজ-কারবারের উৎসাহ না থাকায় এবং কোনরূপ চাহিদা না থাকায় বিভিন্ন শেয়ারের দর হ্রাস পায়। ডালহৌসীর দর ১২৯৲ টাকা হয় এবং ইণ্ডিয়ার দর হয় ১৮২৲। নর্থব্রুক দর ৮১৸৹ আনা হয় এবং নৈহাটির দর হয় ১৭৫৲। হাওড়া ৩৬৸৹ দরে খোলে কিন্তু ইহার ৪৹ আনা হ্রাস পাইয়া ৩৬৸৹ আনা হইয়া যায়। কিন্তু দর একটা নামিবার পর বেঙ্গলের অবস্থা উন্নত হয়। ফলে ইহার দর কিছুটা বাড়িয়া গিয়া ৩৯৸৹ আনা হয়।

ইন্ডিনিয়াল বিভাগের অবস্থা খুব স্থির ছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৮৸৹ ও ৩৯৸৹ আনার মধ্যে ওঠা-নামা করে। বেঙ্গল ১৮৸৹ আনা পর্যন্ত দরে কেনা-বেচা হয়, বার্নপুর ৮৸৹ দরে কাজ কারবার করে। বিবিধ বিভাগে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

ইহার পরবর্তী দিনের বাজারের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কাজ কারবারের পরিমাণও খুব সামান্য হয়। কয়লা বিভাগে সামান্য কেনা-বেচার কাজ হয়। পাটের বাজারের দরের ভাবে বিশেষ ভাবে দেখা যায় এবং বিভিন্ন শেয়ারের দর হ্রাস পাইতে থাকে। ইন্ডিনিয়াল বিভাগে বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখা যায় না। কেবল বার্ন ইণ্ডিয়ান আয়রনের শেয়ার লইয়া কিছু কাটকা কারবার হয়। ইহার দর ৩৮৸৹ ও ৩৯৸৹ আনার মধ্যে ওঠা-নামা করে।

ইহার পরদিন বাজারের কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। বাজারে অবস্থা মোটামুটি এক রকমই ছিল। ইন্ডিনিয়াল আয়রন এণ্ড ষ্টিল ৩৮৸৹ এবং হাওড়া ৩৬৸৹ দরে কেনা-বেচা হয়।

আজকের হালচাল—

[বাজার বন্ধকালীন দর]

গভর্নমেণ্ট সিকিউরিটি—৩½ সুদের (১৯৮৩) ৯৯৸৹ ১৯৸৹ ১৯৸৹ ১৯৸৹; ২½ সুদের (১৯৫৫) ৬৯৸৹; ৩½ সুদের (১৯৪৭-৫৪) ৯৯ ১০৸৹; ৩½ সুদের (১৯৪৯-৭১) ৯৯৸৹; ৩½ সুদের (১৯৬৩-৬৫) ৯৯৸৹; ৩½ সুদের (১৯৭০-৭৫) ৯৯৸৹; ৪½ সুদের (১৯৪৮-৭০) ৯৯৸৹; ৩½ সুদের (১৯৬১-৬৬) ৯৯৸৹। ৩½ সুদের (১৯৬৩-৬৮) ইউ পি ৯৯৸৹। ব্যাঙ্ক—হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক ২১৸৹; পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ২৪৯৸৹; ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ৪৪৸৹, ৪৯৲। কাপড়ের কল—বাবরী ৬৸৹; কামরূপ টেক্সটাইলস ১৯৸৹; নিউ সিন্ট্রোলিয়া ৭৲; ঐ (প্রেফ) ৩৯৸৹। কয়লাখনি—বেঙ্গল ৪৪৹৲, ৪৩৭৲, ৪৩৪৸৹ ৪৩২৲; সরাকর ৮৯৸৹ ১৪৸৹; সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৫৸৹ ৫৮৸৹; ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান ৪৹৸৹; বর্ধ অয়েল (ভারত) ১৯৸৹; নিমপুর ৪৪৸৹ ৪৪৯৸৹; সেণ্ট্রা ১২৲ ১২৸৹ ১৯৸৹; প্রেসিডেন্সী বেঙ্গল ৬৸৹ ৬৸৹ ৬৸৹। পাটকল আলমপাড়া ১৯৯৸৹ ১৯৸৹; অকল্যাণ্ড ১৪৭৲; অমরা ২৩৯৲ ২৩০৲; কালিকিষণ ২১৪৲; কৌরীপুর (প্রেফ) ১২৸৹; হাওড়া ৩৬৸৹ ৩৯৸৹ ৩৬৸৹; হাজিনাকা ৮৭৸৹; কাঁকিনাড়া ২২৯৲ ২০৸৹ ২০১৲; ৫ (বি ডিবেঞ্চার) ১২১ কমলা (প্রেফ) ১৩১৸৹ ১৩৪৲; নৈহাটি ১৭৸৹ নর্থব্রুক ৮১৸৹ পলিমেট ১৩৸৹; রিলায়েন্স ১৯৸৹ শ্রীরাম ৮২১৸৹ ৮২৲; বেঙ্গল ১৯৯৲ ১৯৮৲। বিবিধ কোম্পানী—বার্মা কর্পোরেশন ৩৲; ক্যালকেমিক্যাল ডিঃ ১১৸৹ ১১৸৹; ইণ্ডিয়ান ফলার ১৬৸৹ ১৬৸৹; ফারাপুরা ডেভেলপমেণ্ট ১১৲; ফার্মিরা সিমেণ্ট ৪৮৸৹ ৪১৲; মোদক্কালী ৬৸৹; বেঙ্গল কেমিক্যাল (বি) ১১৮৲ ১১৭৸৹; ক্যালকাটা ইলেকট্রিক ১৬৮৸৹ ১৬৯৸৹ ১৬৪৸৹; প্রকাশপুর ইলেকট্রিক ১৩৪৸৹ ১৩৬৸৹; পাটনা ইলেকট্রিক ১৩৬৸৹; আর্যান বাটলার ১২৮৸৹; ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯৲; ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টিল ৩৮৸৹ ৩৯৸৹ ৩৮৸৹ ৩৬৸৹; ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এণ্ড আয়র প্রডাক্টস (প্রেফ) ৩১৸৹ ৩১৮৸৹; ইণ্ডিয়া কপোরেশন, ২১৬৸৹ ২১৮৸৹ ২১৮৸৹; ইউনাইটেড আয়রন ১৮৸৹। ইণ্ডিয়া ষ্টিল এণ্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ ১৯৲ ১৯৸৹; নিউ এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ ৪১৸৹; ওয়েস্টিনিয়ম কর্পোরেশন ৬৸৹; ওয়েলেলো ডেভলপ ২৯৸৹; বাজারী কোক ২৩১৸৹ ২৩৬৸৹; বি আই কর্পোরেশন ৮৬৸৹ ৯৲; ক্যালকাটা ইলেকট্রিক ২১৯৸৹; পাশ্চিমিনি রোলওয়ে ৪১৸৹; ইউনি ইন্ডাস্ট্রিজেন্ট ১৪১৲ ১৪৯৲; এম এণ্ড সি আলবার ৪১৸৹; ইণ্ডিয়ান ব্রাসমাল এলায়েন্স ২৬৸৹; ইণ্ডিয়ান ষ্টিল প্রডাক্টস ৩৯১৸৹ ৩৪১৸৹ ৩৪৮৸৹; জন্সিন হেণ্ডারসন (প্রেফ) ১৪১৸৹ ১১৲; মাটিন বার্ন ১৬১৸৹ ১৬৬৸৹ ১৬৯৸৹; মোরাবাদাদ ওয়াটার লাইট—৩৮৸৹; ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়েল কেমিক্যাল ১১৮৸৹ ১১৪৸৹; ন ওয়ালেস ১৪৸৹ ১৪৸৹; ঐ (প্রেফ) ১৪১৸৹; বি বি সেণ্ট্রাল ১৮৸৹ ১৯৸৹; ইণ্ডিয়া সেপার পাম ১৬১৲; ওরিয়েণ্ট সেপার (প্রেফ) ১৩৬৸৹; শ্রীরামপাল সেপার ১৪৯৸৹ ১২৲ ১৭১৸৹ ১৭৫৸৹; টীটাগড় সেপার ২৮৯৸৹ ২৮১৸৹ ২৮৮৸৹ ২৮৯৸৹; আলায় এণ্ড ৮৯৸৹; ইণ্ডিয়ান হোয়াইল মেডিক্যেল ৯৬৲ ২৪৯৸৹; ইণ্ডিয়া টোবাকো ৭৮৸৹ ৭৮৸৹; মোর্টি সিগি ১২৮৸৹ ১২৬৸৹; ফুলার ১৩৬৸৹ ১৩৯৸৹ ১৩৫৸৹; ইউ পি ফুলার ১১৮৸৹। চা-বাগান—সেণ্ট্রাল ডায়ার ২৯৲; কার্সিয়িং ঐ এণ্ড সিমলবা ১১১৸৹ ১২১৸৹; তুলসেরী ১৮৲; নবাচরণী ৮৬৸৹ ৮৮৸৹; নিউ ডুয়ার্স ১৩৬৸৹ ১৩৬৸৹; পাণ্ডাম ১১৯৸৹; পাঞ্জকোলা (প্রেফ) ১০৯৸৹; সিউম ৫৲। ডিবেঞ্চার—৪৸৹ সুদের (১৯৫৮-৭১) ক্যালকাটা ইলেকট্রিক ট্রাই ডিবেঞ্চার ১০৬৸৹।

সোনা ও রূপার দর

কলিকাতা, ৪ঠা জানুয়ারি—পাকা সোনা (প্রতি তোলা) ১০৬৸৹; হলমার্ক (প্রতি তোলা) ১০৭৸৹; গিনি (প্রতিখানা) ৭৯৸৹; রূপা (প্রতি এক শত তোলা) ১১৭৸৹; ঐ পুরুষ (প্রতি এক শত তোলা) ১১৭৸৹।

সংবাদ সংকলন

ভারত ও পাকিস্তানের শর্করা উৎপাদন

কলিকাতার ইন্ডিয়ান সুগার মিল্‌স্ এসোসিয়েশন, ১৯৪৯-৫০ সাল হইতে ভারত ও পাকিস্তানের চিনি কলগুলির যে সঞ্চিত তথ্যের হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে ভারতে শর্করা উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক প্রধান ঘটনা ঘটিলেও ভারত ইউনিয়নের চিনির কলগুলির মোট উৎপাদন ভারত সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ পরিমাণ অঙ্কে (প্রায় লক্ষ টন) পৌঁছে নাই এবং পূর্ব বৎসরের মোট উৎপাদন (৯৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টন) অপেক্ষা কম হইয়াছে।

১৯৪৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ মাসিদে ভারত সরকার কর্তৃক চিনির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের পর, আলোচ্য বৎসরই শর্করা উৎপাদনের প্রথম বৎসর। দ্বিতীয়তঃ উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা ভারত সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ অঙ্কে (প্রায় লক্ষ টন) উন্নীত হইবার উদ্দেশ্যে, সাধারণতঃ যে সময় উৎপাদন শুরু করা হয় তাহার পূর্বেই কাজ আরম্ভ করিয়া ভারত সরকার চিনি-শিল্পের শুল্ক বাবদ বিশেষ সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাহাদারে, চিনির কলগুলি মরশুমের অনেক পূর্বেই এবং কলগুলি চালু থাকিতেই আখ মাড়াই শুরু করে।

কলগুলির যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি ১৭২ (একশত বাহাত্তর) কারখানায় কাজ শুরু হইয়াছিল।

একথাও দেখা যায় যে, পূর্ব বৎসরের ১৩৯টি কারখানার স্থলে আলোচ্য বৎসরে মোট ১৩৯টি কারখানায় কাজ হইলেও মোট উৎপাদন, (যাহা লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টন) ভারত সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ অঙ্কে পৌঁছায় নাই, গত বৎসর অপেক্ষা ৩.৪ পরিমাণ কম হইয়াছে। ইহার ফলে এবং ভারত সরকার অতিরিক্ত উৎপাদনের উপর শুল্ক বাবদ সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতি ফিরাইয়া লওয়ায় চিনির কলগুলি প্রতিশ্রুত শুল্ক বাবদ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়।

উৎপাদন হ্রাসের কারণ :—অধিক অঙ্কের উৎপাদন হ্রাসের প্রধান কারণ। চিনির উপর নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসাবে আখ ও খাদ্যশস্যের দর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষীরা সিদ্ধান্ত করে কলগুলির নিকট আখ বিক্রয় করা অপেক্ষা, আখ হইতে গুড় ও খাদ্যশস্য উৎপাদন করিয়া লাভবান হইবে। ফলে, উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল বাতীত অন্যান্য প্রায় সকল এলাকায় গুড় উৎপাদনে অধিকতর আগ্রহ দেখা দেয় এবং মিলগুলিতে আখের সরবরাহ কমিয়া যায়। উত্তর প্রদেশের গুড় কর্তৃপক্ষ অনুমান করেন যে, একমাত্র উত্তরপ্রদেশেই চিনির কলগুলিতে পাঁচ কোটি মণ আখ কম সরবরাহ হইয়াছিল।

বিহারের কারখানাগুলিতে পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বৃষ্টি পর্যাপ্ত এবং উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের কারখানাগুলির চেয়ে পর্যাপ্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও অন্যান্য এলাকায় উৎপাদন হ্রাস পায়। বাম্বে রাজ্য ও মাদ্রা ইউনিয়নগুলিতে পূর্ব বৎসর অপেক্ষা সাঁইত্রিশ পর্যাপ্ত এবং উড়িষ্যায় চুয়াল্লিশ পর্যাপ্ত উৎপাদন কম হয়। বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় গত দুই বৎসরের তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল :—

এলাকা	১৯৪৯-৫০ (টনের হিঃ)	১৯৫০-৫১ (টনের হিঃ)	পর্যাপ্তে বৃদ্ধি+ হ্রাস−
উঃ প্রঃ	৫,৭৮,১৫৩	৫,৪৫,২৬৮	− ৬.৭৬
বিহার	২,২১,৩৫২	১,৮৭,১১৭	+ ১০.৩৯
টীন কবিঃ রাজ্য	৪,০১০	৪,৪১৯	− ৭.০০
বাম্বে প্রমুখ রাজ্য ও রাজ্য ইউঃ		৮৮,৪০১	− ৩৭.৩৩
পঃ বঙ্গ	৩,৩৪১	৪,৩৮৭	− ২৩.৭৫
বোম্বাই	১,১১,২১৫	১,১৩,০৭৫	− ১.৫
মাদ্রাজ	৪৮,৯১০	৫১,১৬৩	+ ১১.৮৫
পাঞ্জাব (ভাঃ)	১,২৭১	১৯৭৪	− ৪.৩১
উড়িষ্যা	১,১১৭	৩,৩১৮	− ৪৩.১১
মোট	১,৭৫,৩৬৪	১০,৭৫,১৩৩	− ৩.৪

চিনি নিষ্কাশন :—একমাত্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সি বাতীত অন্য সকল এলাকার কলগুলিতে (আখের রস হইতে) চিনি নিষ্কাশনের হার হ্রাস পাইয়াছে। বোম্বাইয়ে নিষ্কাশনের হার ১১.০২ পর্যাপ্তে হইতে ১১.৮৭ পর্যাপ্তে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যত্র ভারতে নিষ্কাশনের হার ৯.১১ পর্যাপ্তে হইতে হ্রাস পাইয়া ৯.৮৮ পর্যাপ্তে দাঁড়াইয়াছে।

আখ সরবরাহ :—আলোচ্য আরম্ভে ভারত ইউনিয়নের চিনির কলগুলিতে আখ সরবরাহ গত বৎসরের এক কোটি তিরাশিলক্ষ হাজার টনের স্থলে মাত্র আটানব্বই লক্ষ ছেষট্টি হাজার টন হইয়াছে। কলগুলির আখ মাড়াইয়ের কাজ পূর্ব বৎসরের ১০১ দিনের স্থলে আলোচ্য বর্ষে (১৯৪৯-৫০ সালে) মাত্র ৯১ দিন হইয়াছে।

অঞ্চল হিসাবে উৎপাদন :—মোট [illegible] (৯৯ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টন) বছর [illegible] পশ্চিমবঙ্গের [illegible] বিহার পঞ্চাব্দ পর্যাপ্ত, বোম্বাই প্রায় পর্যাপ্ত [illegible] সাহায্য ৯৯ পর্যাপ্ত উৎপাদন করে। (অর্থাৎ এই চারিটি রাজ্য একত্রে মোট বিক্রয়যোগ্য পর্যাপ্ত উৎপাদন করে)। অবশিষ্ট রাজ্যগুলি মাত্র আট পর্যাপ্ত উৎপাদন করে।

পাকিস্তান

আলোচ্য বছরে পাকিস্তানে গত বৎসরের সর্বাধিক সংখ্যক চিনির কলে কাজ হইলেও, মোট উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ (প্রায় পঞ্চাশ পর্যাপ্ত) হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব বৎসরের ৩১,৭৬৪ টনের স্থলে বর্তমান বৎসরে মাত্র ২০,৯৮৪ টন শর্করা উৎপন্ন হয়। আখ মাড়াইয়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় কলগুলির মোট লাভের টাকা হ্রাস পাইয়াছে। শর্করা নিষ্কাশনের হারও হ্রাস পাইয়াছে। নিম্নে হিসাব দেওয়া হইল :—

উৎপাদন	পূর্ববর্ষ	ইঃ পঃ পাকিস্তান প্রদেশ
১৯৪৮-৪৯	১৩,১৭০ টন	৮,৫৮৩ টন
১৯৪৯-৫০	১৪,৭৬৭ "	৭,৪৫১ "
পতনের হ্রাস	৩২.৩৯%	১৩.০০%

তুলনামূলক হিসাব

	ভারত	পাকিস্তান
চালু কলের সংখ্যা	১৩৯	৪
কাজের দিন	৯১	১৮
আখ মাড়াই (টন)	৯৮,৬৬,৭৯০	১,৯৩,৩৪৮

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সচিব শ্রীসুকুমার সেন সাংবাদিকদের নিকট বলেন, "আরও এক সপ্তাহ এই রাজ্যের খাদ্যের অবস্থা আশাজনক হইয়া থাকিবে। ঐ সময়ের পর ভারত সরকারের যে খাদ্যশস্য হাজার টন খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়াছেন তাহা পৌঁছিয়া আসিয়া পৌঁছিবে।"

শ্রীসুকুমার সেন বলেন, সরকারী খাদ্য হইতে চালের সরবরাহ করার সময়টি মোটামুটি চাউলের মূল্য স্থির করা যাইতেছে। সংবাদ পত্রগুলিতে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন কোন অঞ্চলে অবশ্যই সাময়িক এবং বাজারের অনুবিধাই উহার কারণ। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই অবস্থা সত্বরই দূর হওয়ায় অনুকূল পরিস্থিতি হইবে। আশা করা যায় যে, ২৪-পরগণা ও মেদিনীপুরে আমন ধান খুব ভাল হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে চাউলের মূল্য হ্রাস পাইতেছে। মেদিনীপুর, হাওড়া ও হাওড়া জেলায় চাউলের মূল্য সম্প্রতি ১৫ টাকা হইতে ১৪ টাকা। বহরমপুরে চাউলের মূল্য ৩৮ টাকা মণ হইতে কমিয়া ৩২ টাকা মণ হইয়াছে।

শিলিগুড়ি হইতে [illegible] ভারত সংবাদের [illegible] পশ্চিমবঙ্গের [illegible] চাউল সরবরাহ

এই প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিবেন বলিয়া মনে বিশ্বাস।

[illegible] সহ খাদ্য আমদানী

"আন্তর্জাতিক সংবাদে এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গত ডিসেম্বর মাসে ই, আই, রেলওয়ে [illegible] রায়চকপুর ষ্টেশনে মোট এক হাজার ছইশত আটান্ন গাড়ী গম, চাউল, ধান, ছোলা ও ছোলা আমদানী করিয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে কলিকাতার আমদানী করিয়াছে। ইহার পরিমাণ প্রায় ১৩,৪১২ টন হইবে।

অস্থায়ীকালীন খাদ্যগুদাম স্থাপন

ডোমিনিয়ন বিনা খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের [illegible] উদ্যোগ সম্পর্কে সম্প্রতি ১৮ জন সদস্যকে লইয়া গঠিত বিনা খাদ্য ও কৃষি [illegible] উদ্যোগী হৈমেক প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ মোরিস ডব সুবিধার ব্যবস্থান খাদ্য পরিস্থিতি আলোচনা করেন। বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি [illegible] হওয়ায় তিনি অস্থায়ীকালীন খাদ্যভাণ্ডার স্থাপন এবং বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন [illegible] পরিমাণ নির্ধারণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিয়া মিঃ ডব বলেন :

"যে সকল কৃষিজাত পণ্যের সম্প্রতি ঘাটতি দেখা যাইতেছে অথবা ভবিষ্যতে ঘাটতি দেখা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ [illegible] করে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক চাহিদা মিটাইবার সম্বন্ধে ইহা খুব কাজে লাগিবে। ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যসামগ্রি বিতরণ কালে তাহার পরিমাণ নির্ণয়ের দায়িত্ব একটি আন্তর্জাতিক কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ঐ কমিটি সর্বদা আসন্ন-কালীন চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলিতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইবার এবং বিতরণের উন্নততর ব্যবস্থা [illegible] বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।"

মিঃ মোরিস ডেপুটেশনে বলেন যে, আশু খাদ্যাদি [illegible] আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করিতে প্রচুর সময় এবং সকলের পরামর্শের প্রয়োজন হইবে; কিন্তু অবশ্যকরণীয় বিষয়ে এখনই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলা দরকার।

খাদ্যাদি মুজুতকরণ ও উহার পরবর্তী ব্যবস্থার বিষয়ে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই পরিকল্পনা কোন্ কোন্ দেশ গ্রহণ করিতে পারে—ইহা নির্ণয় করিতে বিনা খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত 'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমিতি' প্রচুর পরিশ্রম করিবেন বলিয়া মিঃ ডব উল্লেখ করেন।

যে সকল বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের প্রস্তাব মিঃ ডব, করিয়াছেন সেইগুলি হইল :—

১। বিনা খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কার্যিবলী সাধারণ পরিষদের অনুমোদন অনুযায়ী যে সকল রাষ্ট্র হইতে ঐ বিষয়ে অনুরোধ আসিয়াছে (মার্কিন রাষ্ট্র অবশ্যসাধ্য প্রতিষ্ঠানের সদস্যশ্রেণীভুক্ত) সেগুলি সম্বন্ধে :—

২। উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবার ও ঘাটতি অঞ্চলে বিতরণের সুবিধার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে :—

৩। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অনুরোধ অনুযায়ী কোরিয়ার সাহায্য ও পুনর্বসতিবিধানের বিনা খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে :—

৪। বাণিজ্য ও অন্যান্য ঔষধপত্রাদি হইতে উদ্ভিদাদির সংরক্ষণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ সংরক্ষণ নীতি সংস্থাপনের প্রস্তাব সম্পর্কে।

বিনা খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইবার জন্য যে সকল রাষ্ট্র প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন, সেগুলি এই বৈঠকে বিবেচিত হইবে বলিয়া মিঃ ডব জানান। তিনি আরও বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় দপ্তর ওয়াশিংটন হইতে আগামী বসন্ত রোম নগরীতে স্থানান্তরিত হইবে।

প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ মোরিস তাঁহার কার্যকাল বর্তমান বৎসরে উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার অনুবর্তী যে হইবেন তাহাও এই বৈঠকে নির্ধারিত করা হইবে।

লোকের অন্নসংস্থান

আমাদের বিজ্ঞানপরিষদ শ্রীযুক্তা নীলিমা সান্যাল অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনেন্দ্র সরকারের সহিত গত ৩রা ফাল্গুনের মাসিক কলিকাতার পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি একটী মাসিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাত্রী এবং সম্পাদিকা মাসিক বিজ্ঞান প্রভৃতি অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের কর্ম-পরিচালনে সহায়তা দিতেন। তিনি সুলেখিকা ছিলেন। তিনি ভাইসাস-ই-হিন্দ ও অন্যান্য পদক প্রাপ্ত হন। এই বিদুষী মহিলার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়বর্গের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

অন্ধ্র শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে অর্থসচিব পাটেলের

আন্ধ্রপ্রদেশ শিল্প-বাণিজ্য পরিষদ এক অভ্যর্থনা সভায় কর্তৃক মিলিতভাবে সর্দার পাটেলকে যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে, তাহার উত্তরদান প্রসঙ্গে সর্দার পাটেল বলেন যে, শিল্প-বাণিজ্যিক বিকাশ যদি কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস করে এবং যাহাতে বিশেষ মূল্যে ভাগদান বিঘ্নিত হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখে, তবে তিনি যে কোন বিকাশ ব্যবস্থা প্রচেষ্টাকে বিশেষ বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন।

আমেরিকার চালের আমদানি

বিদেশ হইতে চা আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি

১৯৪০ সালের জুলাই মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসর আমেরিকায় বিদেশ হইতে যত চা আমদানী হইয়াছে তত আর কোনও বার হয় নাই। মার্কিন কৃষি বিভাগ জানাইয়াছেন যে, ঐ সময়ে চা আমদানির পরিমাণ হইয়াছে ১০,৪৪,০০০০০ পাউণ্ড—ইহাতে চা তৈয়ারী হইবে অন্যূন ২০১০ কোটি ১০ লক্ষ কাপ। গত বৎসর আমদানির পরিমাণ ইহা অপেক্ষা শতকরা ১৭ ভাগ কম ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চা আমদানী ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯৪১ সালে আমেরিকার প্রতি লোক মাথাপিছু ৯৬৯৫ চা ব্যবহার করিবে এক পাউণ্ডের ৩ ভাগের ১ ভাগ, ১৯৪০ সালে মাথাপিছু চা ব্যবহারের হার দাঁড়াইয়াছে ৯৬৯৫ গ্রাম এক পাউণ্ডের ৩ ভাগের দুই ভাগ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ঐ মাথাপিছু চা ব্যবহারে পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

১৯৪০ সালের জুলাই মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে ঐ সময়ে আমেরিকা হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী করা হয়। সিংহল রপ্তানী করে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, ইন্দোনেশিয়া ১ কোটি পাউণ্ড, জাপান ৪৪ লক্ষ পাউণ্ড এবং চীন, তাইওয়ান ও অন্যান্য দেশ হইতে ৩,৪০০০০০ পাউণ্ড করিয়া।

১৮৯৯ সালে নিউইয়র্ক বিশ্বপ্রদর্শনীর প্রথম আসরে চা নিউইয়র্কে যে ভাবে চায়ের পাতা ব্যবহারের বহু প্রচলন করা হয় সেইভাবে প্রচার হইতে প্রতি বৎসর আমেরিকাবাসীরা মাথাপিছু হইয়া পড়ে। এখন আমেরিকার অধিকাংশ স্থলেই ঐরূপ চা ব্যবহার হইয়া থাকে।

বি ইষ্টার্ন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, ৪৬ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক অগ্রগতি লিঃ এর পক্ষে [illegible], কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্, ২৩ নং বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

মুদ্রণ-পরিচয় : ফ্রেন্ডস্ অব্, এঃ ৩

REGD. No. C1105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ২৯ সংখ্যা] • কলিকাতা, বুধবার ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪৭ : ১৪ই মার্চ, ১৯৪০ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়—	২৪৯
ভারতের গো-সম্পদ ও ভেজাল দুধ	
প্রাসঙ্গিক—	২৫১
পঞ্চশালা সম্মেলন	
বিহার ও পশ্চিম বাংলা	
ভারত-সিংহল বাণিজ্য	
বেসাল	
জাহাজী বাণিজ্যের সমস্যা—	২৫৩
নিশ্চলকুমার ঘোষ এম. এ বি-এল্.	
রৌপ্য—	২৫৫
ওরিয়েন্ট মেটাল মিলস্ লিমিটেড	
পণ্যদ্রব্যের বাজার— ...	২৫৭
বিভিন্ন ব্যবস্থা বহাল রাখার আরজি	
বিভিন্ন স্থানে সোনার দর	

বিষয়	পৃষ্ঠা
৬। সেয়ার বাজার—	২৫৮
তেজী-মন্দীর ভাবে উৎসাহের অভাব	
বাজারের চাল-চাল	
৭। সংবাদ সংকলন—	
বাঙ্গলায় চাষীর বিপদ্ ঋণ সংযোজনের নিবারণ	
কুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন-ব্যবস্থা	
ভারতীয় পাটশিল্পে উন্নতি	
ভারতে জনশিক্ষার বিস্তার	
ভারতের সমবায় আন্দোলনে অগ্রগতি	
অন্ধ্রদেশ দেশের কাপড়ের আয়	
শিল্পীদের বিশ্ব শক্তি সম্মেলন	

ভারতের গো-সম্পদ ও ভেজাল দুধ

অভ্যাসের যেমন গুণ আছে তেমনি দোষও আছে। অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া গেলে মানুষকে অনেক সময় অন্ধ বলিয়া আর ঠেকে না। একরূপ উদাসীনতা আসিয়া যায়। দুধে যে ভেজাল মিশানো হইতেছে, ভেজাল ছাড়া দুধ পাওয়া যে অসম্ভব এবং ভেজাল স্বাস্থ্যের পক্ষে যে অপকারী— এ সব জানা সত্ত্বেও আমরা দুধের ভেজালকে মানিয়া ও স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কোনোরূপ প্রতিবাদ আর করি না, কোনোরূপ প্রতিরোধের চেষ্টা পর্যন্ত যাই। এইরূপ শিথিলতার সুযোগ লইয়াই ভেজাল কারবারিগণ তাহাদের ব্যবসায় পরম নিশ্চিন্তে করিয়া চলিয়াছে এবং নিত্য নূতন ভেজাল-মিশ্রণের প্রণালী উদ্ভাবিত হইতেছে।

সম্প্রতি কৃষিজাত-পণ্য পরামর্শদাতা সমিতি ভারত সরকারের নিকট দুধের ভেজাল সম্বন্ধে যে বিবৃতি পেশ করিয়াছেন, তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও দুধে ভেজাল মেশানো হয় বটে, কিন্তু ভারত এ দিক দিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতে দুধে যেরূপ ভেজাল মেশানো হয়, এরূপ আর কুত্রাপি হয় না। অন্যান্য স্থানের দুগ্ধ-কারবারীদের নৈতিক মান ভারতের দুগ্ধ-কারবারীদের চেয়ে অনেক উন্নত। ভেজাল মিশাইয়া দুধের পরিমাণ বৃদ্ধির যত প্রকার হীন কৌশল আছে ভারতের দুগ্ধ-ব্যবসায়িগণ তাহার সব কয়টিই প্রয়োগ করিয়া থাকে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ব্যবসায়িগণ শুধু একটা গণ্ডির

মধ্যে রহিয়া এই ভেজাল নিবারণ করেন। তাঁহাদের দুধ বিষয়ে ইহাই উহাদের কি না সে বিচার এখনকার কার্যকারীরা আদৌ করে না। এজন্য দেশের আইনও নাকি অনেকটা দায়ী। দুধের গুণাগুণের যে বিভাগ আইনের দ্বারা রহিবার কথা, তাহার অধ্যক্ষ কাঁক রহিয়া গিয়াছে। দুধের বিশুদ্ধতা পরিমাপের যন্ত্র অর্থাৎ ল্যাক্টোমিটার দুধে নিমজ্জিত ভেজাল থাকিতে অক্ষম। দুধের যে পরিমাণ জল থাকা বাঞ্ছনীয় এই যন্ত্র তাহাই ধরা পড়ে। খাঁটি দুধে সুকৌশলে ভেজাল মিলাইয়া এই জল যদি আরও বাড়ান যায় তাহা হইলে যন্ত্রকে ফাঁকি দিয়া বিশেষ বেগ পাইতে হয় না; এবং যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আইনকেও ফাঁকি দেওয়া যায়। আইনের এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ব্যবসায়িগণ নির্ভয়ে দুধে পরিমাণমত অর্থাৎ যন্ত্রকে ফাঁকি দিবার উপযোগী ভেজাল মিলাইয়া থাকে পারে।

দেশের স্বাস্থ্য উন্নত করিতে হইবে, স্বাস্থ্যই জাতির সম্পদ, শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ—ইত্যাদি কথার দ্বারা দেশের জনসাধারণকে কেবল অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করিলেই শুধু চলিবে না। সেই স্বাস্থ্য কি উপায়ে অটুট থাকিতে পারে, দেশের শিশুরা কি ভাবে সাধারণ রোগ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তৎপ্রতি কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। অনেক সময় সরকারী বিভিন্ন ও উদাসীনতার ফলে দেশের এই সব কৃষ্ণাঙ্গ কার্যকারীরা প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। ফলে ভেজাল নিবারণের অর্থ হইতেছে দেশের জনসাধারণকে খাদ্যাভাব হইতে বঞ্চিত করা; ইহার পরিণাম হইতেছে দেশের জনসংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পড়া। জাতিকে যদি বাঁচাইতে হয় তাহা হইলে গভর্নমেন্টকে এ দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। ল্যাক্টোমিটার যন্ত্রের ফাঁদ পাতিয়া এই সব ব্যবসায়ীকে ধরা যাইবে না; ইহাদের ধরিবার জন্য সদাচারী ও সৎসাহসী কর্মীর আবশ্যক। কলিকাতার উপর গভর্নমেন্ট ভেজাল ধরিবার ভার দিয়াছেন, সেই সঙ্কল্প দুধ কি না তাহা পরখ করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। এই যন্ত্রে যদি না কোনো ভেজালের উপস্থিতি ধরা পড়ে, তাহা হইলেই যে উক্ত ভেজাল নিবারণকারী ধরা পড়িবে, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। এই কারণে দেশের জনসাধারণকে উৎসাহী ও উদ্যোগী হইতে হইবে। কে কোথায় ভেজাল মিলাইতেছে তাহার সংবাদ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা আবশ্যক। কর্তৃপক্ষ ইহার জন্য বিশেষ একটি দপ্তর খুলুন, সেই দপ্তরে যাবতীয় অভিযোগ ও অভিযোগ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করুন। এই দপ্তর নিয়মিতভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কার্য চালান— যাহার দ্বারা দেশবাসী এইরূপ সংবাদাদি দিবার উপায় পাইবে। এই দপ্তরের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত হইবে, যাহার দ্বারা অপরাধীকে কঠোর সাজা দেওয়া যাইতে পারে।

কলিকাতার দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা কম নয়। রাশিয়া বাদ দিয়া ইউরোপের যত দুগ্ধবতী গাভী আছে এক মাত্র কলিকাতায় তাহা অপেক্ষা ৩ কোটি ১৯ লক্ষটী বেশি গাভী রহিয়াছে। গাভীর সংখ্যা এত বেশি হওয়া সত্ত্বেও কলিকাতায় দুধের অভাব এ [illegible] কারণ এখন এমন হইয়াছে যে, এখানে গাভীর খাদ্যের কোনোরূপ বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় না; ইহাদের যত্ন করা হয় না। যাহারা গাভী পোষে তাহারা গোপালনের জন্যোচার লইয়া ইহা করে না, গাভীকে তাহারা পণ্য হিসাবে গণ্য করে; এবং ইহাকে পোষণ করিয়া কার্যোদ্ধারের জন্যই নিজেদের নিয়োগ করিয়া থাকে।

গভর্নমেন্ট বর্তমানে গোশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া এই অভাব দূরীকরণের চেষ্টায় রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এ চেষ্টা কতটা সফল হইবে তাহাই ভাবিবার কথা। কলিকাতার উপকণ্ঠে হরিণঘাটায় গোশালা বসিয়াছে। এই গোশালা হইতে কলিকাতার বিভিন্ন দুগ্ধ-কেন্দ্রে যাবতীয় দুগ্ধ বিলি ও বিক্রয় করা হইবে বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয় নাই। উপরন্তু শোনা যাইতেছে, হরিণঘাটার সরকারী গাড়ী কলিকাতার বিভিন্ন ঘাটালে ঘাটালে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কৃষ্ণাঙ্গ ব্যবসায়ী ও ভেজাল মিশ্রণকারীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতেছে এই সব ঘাটাল। এই সব ঘাটালেই হইতেছে দুধে ভেজাল মিশ্রণের এক-একটি অবৈধ কারখানা। এই সব ঘাটাল হইতে হরিণঘাটার সরকারী গাড়ী সেন্ট্রল পোড়াইয়া ভেজাল দুধ সংগ্রহ করিতেছে। সেইসব দুধ হরিণঘাটার ফার্মহাউসে গিয়া কি ভাবে প্রস্তুত হইতেছে তাহা আমরা চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ এ পর্যন্ত পাই নাই।

হয়তো বলা হইবে, হরিণঘাটার গাড়ী শুদ্ধ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দুধ সংগ্রহ করে; কিন্তু যন্ত্রের ত্রুটির কথা তো পূর্বেই বলা হইয়াছে; তাহা ছাড়া দুধ সংগ্রহের জন্য যাহাদের পাঠানো হয়, তাহাদের সততার কোনো সার্টিফিকেট গভর্নমেন্ট দিতে পারেন কি না তাহাও জিজ্ঞাস্য। আমাদের মনে হয়, সরকারী গাড়ী গিয়া ঘাটাল হইতে দুধ সংগ্রহ করার ঘাটালেরা আরও প্রশ্রয় পাইয়া যাইতেছে; দুধে ভেজাল মেশানোর সরকারী সমর্থন আছে—ইহার অর্থ অনেকে এরূপ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের তরফ হইতে কিছু বলিবার আছে কি না দেশবাসী তাহা জানিতে চায়।

গোরুর সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। আমরা ও-ঘাড় লইয়া মানুষের সঙ্গে গোরুর প্রতিযোগিতা চলিয়াছে বলা চলে। কিন্তু গাভীকে এরূপ উপায়ের কারণ করিয়া না রাখিয়া তাহাদের দিয়া যে দেশের উপকার করাইয়া লওয়া যাইতে পারে। গভর্নমেন্টের উপর ইহার সব ভার ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। ইহার জন্য দেশের জনসাধারণকেই উদ্যোগী হইতে হইবে। গবাদি পশু প্রতিপালনের দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি যেমন হয়, তেমনি ব্যক্তিগত বা পরিবারগত উন্নতিও করা যাইতে পারে। দেশবাসী গাভীর প্রতি উদাসীনতা পরিহার করিয়া যদি নিজে নিজে গোপালনের দিকে মন দেয় তাহা হইলে দেশের দারিদ্র্যের জটিলতা অনেকটা হ্রাস পায়।

প্রাসঙ্গিক

—:০:—

পঞ্চশালা-সম্মেলন—

বিভিন্ন শহরে সহিত সংগ্রাম করিয়া এখন রীতিমত করিবার মুখ পড়িয়াছে। প্রথমে বাড়িঘর ও এখন এরোপ্লেন পরিচয় করিতে হইতেছে; এবং তোপ্ দিয়া তোপ্ গোলা আসিয়া আক্রমণ করিয়া তবে তাহার প্রতি লক্ষ্য দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। যাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যখন সর্বাধুনিক প্রচেষ্টা করা হইয়াছে, ঠিক সেই সময় শত্রুর পক্ষ হইতে পঞ্চশালের হাত হইতে খাদ্যবাহি রোধ করিবার চেষ্টা হইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

গত সপ্তাহে এই উদ্দেশ্যের সূচনা হইয়াছে বিলাতে। সাধারণ শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য একটী যুক্ত সংগ্রাম-পরিষদ গঠনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার জন্যই বিলাতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদিগকে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। আফগানিস্থান, ইরাণ-বিশেষ সুলতান, বুটেন, মিশর, তুরস্ক, ইরাক, পাকিস্থান, গ্রীস, সৌদী আরব ইত্যাদি দেশ হইতে এই সকল প্রতিনিধি আসিয়াছেন। পঞ্চশালের আক্রমণের চাপে পড়িয়া বিভিন্ন দেশ এক তাবে হইয়াছে। ইহাকে বলা চলে, একটী ক্ষুদ্র সংস্করণের 'ইউনাইটেড নেশন্স্'। ইউ. এন. যেমন যুদ্ধের পর অনুষ্ঠিতের তখন হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছে, এই সব জাতিও তেমনি সাধারণ শত্রু এই পঞ্চশালের কবল হইতে বাহুদের রক্ষা মানবজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছে।

ভারতের পররাষ্ট্রসচিব শ্রীযুক্ত কে. এম. মুন্সি পঞ্চশাল সম্মেলনকে বিভিন্ন জাতির একত্রাবদ্ধতার উদাহরণ স্বরূপ মনে করেন। বিভিন্ন জাতিকে যখন একই শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয়, তখন তাহাদিগকে এইরূপ একত্রে দাঁড়াইয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। শ্রীযুক্ত মুন্সি এই সম্মেলনে বলেন যে, প্রত্যেক জাতির সাধারণ শত্রু এই পঞ্চশালকে বিনাশ করিবার জন্য আত্মরক্ষামূলক এইরূপ 'সিকিউরিটি' গঠন করিতে হয়।

ইতিপূর্বে পঞ্চশাল সম্মেলন একবার বসিয়াছিল। সেই সম্মেলনে বুদ্ধের প্রভাব ও পরবর্তী ভারত পঞ্চশালের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য যারা কিছু করণীয় তাহা করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য গভর্নমেন্টের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া এই কাজ করা হইয়াছে। বাস্তুহারা অঞ্চলে যে পঞ্চশালের উৎপত্তি তাহার বিনাশের জন্য ভারতবর্ষের অধিক শক্তির সম্পূর্ণ নিজেই গ্রহণ করেন; এবং এই বিরাট কার্যের জন্য পরিকল্পনা ইত্যাদি ব্যবস্থার জন্যও বহু শক্তি গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের পঞ্চশাল বিনাশের জন্য এরূপ উদ্যোগ ও উদ্যোগ দেখা যায়। তাহার কারণ অবশ্যই আছে। তাহার বর্তমানে যাহাতে যথা-সম্পূর্ণরূপ সমর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। সেই সকল পারে পঞ্চশালের ৫'১৩ আসিয়া ভারতের এই সর্বোচ্চম পরিকল্পনাকে বানচাল করিয়া দেয়, ইহাই হয়ত ভারতবাসীকে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ। পঞ্চশালের ৫'ইকের আক্রমণের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করিয়া আসিবার সম্ভাবনা দেখিয়া সম্প্রতি ভারত ইহার সহিত সংগ্রামে নিজ হইবার জন্য বিশেষ উদ্যোগে কাজ আরম্ভ করিয়াছে। পঞ্চশালের যারা নিজের জন্য ৩৪টী ঘাঁটী স্থাপন করা হইয়াছে, এই সব ঘাঁটী মোটরযান এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে পঞ্চশালের বলবৃদ্ধির খুব সুযোগ হইয়াছে—প্রায় ৫০ হাজার বর্গ মাইল স্থান ডুবিয়া এই সব পঞ্চশাল ভারতের আক্রমণ চালাইতে থাকে। কিন্তু ভারতের আক্রমণ রোধ করিতে পারা গিয়াছে। সাধারণ শত্রুর মুখোমুখী হইবার জন্য বিভিন্ন জাতির সম্মেলনটাই এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্যের বিষয়।

বিহার ও পশ্চিমবাংলা—

ঢোরা কারবারীদের পাকড়াও করিবার জন্য বিহারে যে ব্যাপক অভিযান আরম্ভ হইয়াছে তাহার ফলে এ পর্যন্ত সেখানে ৬ লক্ষ ৮১ হাজার মণ ভাসন ও ১ লক্ষ ৮ হাজারটী গাড়ী উদ্ধার করা গিয়াছে। ইহাই হয়ত শেষ নয়, অভিযান আরও একটু তীব্র ও আরও একটু ব্যাপক করিলে অবশ্যই আরও প্রচুর খানি হইয়া পড়িবে। সমাজবিরোধীদের উদ্ধারে পরিচালিত বিহার-সরকারের এই অভিযানে আমরা ইতিপূর্বে আমার প্রকাশ করিয়াছি। সেইজন্য এইরূপ আশ্বাসকপাত করিয়াছি যে, পশ্চিমবাংলা এ কাজে পিছাইয়া আছে কেন। যাহোক অবশেষে আমাদের বৈধিবার অন্যায়, এমন কথা বলি না। ভূমিক ও ভূমিকম্পের ফলে অনেক সড়কাদি বন্ধ হইয়াছে এবং এই কারণে সেখানে যাতায়াত দেখা দিয়াছে। এই অজুহাত দেখাইবার জন্য আমাদের কথা উদ্ধার মত-একটা পেশ করিয়াছি না। উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার দিকেও মন, মজুত খাদ্য বাহির করিয়া আনিবার দিকেও নয়—কোনো দিকেই বিশেষ কোনো সক্রিয়তা পাওয়া যাইতেছে না। এদিকে আন্তর্জাতিক অবস্থা ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে, যদি এই ঘোর মধ্যে আমরা কাজের ঘোরে [illegible] পথে, তাহা হইলে খাদ্য সমস্যা লইয়া ভারতকে বীভৎসতার দিকে পরিচয় হইবে। বিহারের এই সাফল্যে দেখিয়া সকলের সক্রিয় হইবার কাল বাকিদের প্রয়োজনেই উদ্ধারী হওয়া আবশ্যক। মজুত খাদ্য ও মজুত খাদ্য উদ্ধার করিবার জন্য সকলের লাগিয়া যাওয়া দরকার। বিহারে যুদ্ধ বিশেষরা হইবার সম্ভাবনা নাই; সেই বিষয়ে যাহারে ঠেকাইতে পারা যায়—তাহার প্রতিও বাকা আবশ্যক। বিহার গভর্নমেন্ট কয়েকটী ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ দেখাইয়াছেন, এবং তাহার অনেক ভালোই হইয়াছে বলা চলে। পশ্চিমবাংলার সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে তবে যাহাতে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহাই এখন বিচার্য। একমাত্র যাহা করা দরকার, যাহাতে এই সব ব্যক্তি কিছুটা আত্মরক্ষিত হয়।

ভারত-সিংহল বাণিজ্য—

ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার দেখা যাইতেছে। কিছুদিন পূর্বেও ভারতের বহির্বাণিজ্য তিন ভারতের প্রতিকূল (adverse), তাহা এখন অনুকূল (favourable) বাণিজ্যে পরিণত হইয়াছে। নূতন দিল্লী রাষ্ট্রসমূহের সহিত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য তাহার অবস্থা উন্নত হইয়াছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত ভারত বাণিজ্যিক কারবারের সৌহৃদ্য কিছুটা বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে। ভারত-সিংহল বাণিজ্যের যে হিসাব সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, ভারত সিংহল হইতে যে পরিমাণ পণ্যাদি আমদানি করিয়াছে, সিংহলে তাহার দ্বারা রপ্তানি করিয়াছে তাহার মূল্য সেই আমদানি হইতে ১০ কোটী টাকা বেশি। ইহা কেবল মাত্র গত জানুয়ারী মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত আট মাসের হিসাব। এই সময়ের মধ্যে সিংহল হইতে ভারত আমদানি করিয়াছে ৮৩ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যাদি; গত বৎসর এই সময় ভারত সিংহল হইতে আমদানি করিয়াছিল প্রায় দেড় কোটী টাকা মূল্যের পণ্য। এবং গত বৎসর এই সময় ভারত সিংহলে রপ্তানি করে ১ কোটী ২২ লক্ষ টাকার পণ্যাদি; এ বৎসর একই সময় রপ্তানি করিয়াছে ১১ কোটী ২১ লক্ষ টাকার পণ্য। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, সিংহল হইতে যে সব পণ্য ভারতকে আমদানি করিতে হইত, তাহা ভারত এখন নিজেই প্রস্তুত করিয়া পারিতেছে অথবা সে সব পণ্যের চাহিদা অনেক কমিয়া গিয়াছে। সিংহল হইতে এখনকে প্রধান আট মাসে ৮৩ লক্ষ টাকার পণ্য আসিয়াছে, এক বোম্বাই হইতে সেই সময় গিয়াছে ১১ কোটী ২১ লক্ষ টাকার পণ্য। তুলাজাত দ্রব্যাদি, সকল রকম, চায়ের ঘুঁড়ি, কাগজ, রাসায়ন, ঔষধ, ভারতের চায়ের ও চিনির, [illegible] সিংহলের জিনিস—এই সব পণ্য সিংহলে রপ্তানি করা

হয়। ভারতে ইংলণ্ডের শিল্পের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে যে দুটি পাইয়াছে তাহা ভারতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পক্ষেও সহায়ক হইতে পারে।

নেপাল—

ভারতের এবার রাজনৈতিক দূরদর্শন ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছে। ত্রিভুবন কমিটিমিটিদের অধিকাংশ লোক ভারতের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিয়াছে। তাহার পর হইতে নেপালে গোলযোগ শুরু হইল। নেপালের রাজা মহেন্দ্রকুমার অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। রাজপ্রাসাদ হইতে তাঁহার এই পলায়নের সুযোগ লইয়া নেপালের প্রধানমন্ত্রী (হিমালয়ান্তরাল খাস) রাজপ্রাসাদ তিন বৎসর যাবৎ ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষা অসৌজন্যমূলক হইয়াছে কি না তাহাই প্রশ্ন। নেপালের রাজা রাজপ্রাসাদে ত্যাগ করিবেন বটে, কিন্তু সিংহাসন তিনি ত্যাগ করেন নাই। রাজকর্তৃক অভিষ্ট সিংহাসনে বসিয়া রাজার প্রতিনিধি নেপালের অভিভাবক কি না, ইহাই এখন বিবেচ্য বিষয়। শোনা যাইতেছে, নেপালের জনসাধারণ শাসন-সংস্কারের প্রতি সকলে সহানুভূতি দেয়; কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ত্রিভুবন ইহার বিরোধী। যা পাওয়া রাজপ্রাসাদে ও প্রধানমন্ত্রীর ত্রিভুবন পরিচয় হয়। নেপালের পূর্ব ইতিহাসের পরিচয় যাহারা পরিচয় আছে, তাঁহারা মনে করেন যে, নূন সংস্কারের ভার রাজাকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রীর হাতেই সামরিকবাহিনীর অধিকার রহিয়াছে বটে, কিন্তু নেপালের সার্বভৌমত্ব নেপাল-রাজের অধিকারে। ইহা হইতে এই যে, রাজা যদি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে তাহার বিশ্বস্তাধিক ক্ষেত্রেই অধিকার রহিবে নেপাল-রাজের; জনপ্রিয় বিপ্লবিদের দ্বারা পরিচালিত হইবে যুবরাজ—সে ক্ষেত্রে রাজপ্রাসাদের হাতে বিশেষ-কোনো ক্ষমতা রহিবে না। ইহা সত্ত্বেও নেপালের প্রধানমন্ত্রী ভোলোরঞ্জন ভয়ের পক্ষপাতী নহেন। তাহা নেপালে যে ভয় সঞ্চার হয় তাহার অর্থেকটা নেপালের প্রধানমন্ত্রীর। রাজীর মতো তিনি একজন ধনী ব্যক্তি। এই ধনী কিন্তু নিজস্ব হইতে কোনো সাহায্য আশা করা যায় না। ইতিমধ্যে নেপালের জন-সাধারণও শুরু করিয়াছে, তাহার পলিসির কড়ুত্ব দিয়া পড়াইবে যা এখনই বলা যায় না। অনেকে মনে করেন, ত্রিভুবন নেপালের সামন্তির শুরু হইবে এবং তাহার সহ-সাধারণে ওলী-গালাই খেলা দিবে। নেপালের রাজনীতির আসরেই নেপালের বিরাট সেনাবাহিনী রহিয়াছে। এই সেনাবাহিনীর কথা হইতেছে ৩০ হাজার গুরুখা সৈন্য বাহিনী। এখনও শোনা যাইতেছে যে, এই সেনাবাহিনীর মধ্যে অভিজাত রাজার করিবে। কিন্তু ইহা সহজে হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেন না, নেপালের প্রধানমন্ত্রীর হাতেই প্রায় সব। তাঁহার দুই পুত্র দুইটি বড় পদ অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। একজন বৈদেশিক দপ্তরের মিনিস্টার আর একজন সেনাবাহিনীর সুপ্রীম কমিশনার। ইহাদের আশঙ্কা হইতে মুক্তিলাভ করা যে খুব সহজ এমন মনে করিবার কারণ নাই। নেপালের প্রধানমন্ত্রী ভোলোরঞ্জন সহিত রাজনিরোধনে একজন বিপক্ষে কথাইয়া 'বৈরাচারী শাসন' ব্যবস্থা পরিচালনার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এই চেষ্টা সফল হইবে না; কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থা কিছুদিন গোলমেলে হইয়া রহিবে। নেপালে আন্দোলন শুরু হইয়াছে; ভারতে অবস্থিত নেপালী দলও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতে উপর নেপাল হইতে সম্প্রতি আঘাত পরও নেপালের প্রধানমন্ত্রী বন্ধ করিয়াছেন। নেপালরাজ যাহাতে নেপাল আসিতে না পারেন, তাহার জন্য নেপালের সহিত ভারতবর্ষের একমাত্র যোগসূত্র ভারত-নেপাল বিমানপথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জনসাধারণ চাপে এই অস্বাভাবিক অবস্থা কতদিন টিকে তাহাই লক্ষ করিবার বিষয়। নেপাল-চীনের দিকটে জনসাধারণের সমর্থন রহিয়াছে।

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্থাপত্যসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লোহা, ইস্পাত, সিমেন্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্বরহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পয়েন্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা-১।

জাহাজী বাণিজ্যের সমস্যা

শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ, এম্, এ, বি, এল্

জাহাজের 'আধীনতা' প্রাপ্তির পর ওজনের হিসাবে দেখা যায়, সমুদ্রগামী ভারতীয় কোম্পানী সমূহের মোট জাহাজের পরিমাণ বিভিন্নধিক সাড়ে তিন লক্ষ টন। তিন হাজার টনের অধিকতর টনেজ-এর জাহাজ বহির্বাণিজ্যের পণ্য বহনে উপযোগী। এই হিসাবে ভারতীয় মোট টনেজের পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ টন। এই সকল বিদেশগামী জাহাজ দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা, ফ্রান্স ও অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ, ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশগুলি, পূর্ব-আফ্রিকা, এডেন ও পারস্য, সিঙ্গাপুর ও মালয়, অষ্ট্রেলিয়া, জাভা, চীন ও অন্যান্য সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলি এবং জাহাজের মধ্যে পণ্য বহন করিয়া থাকে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের আন্তর্জাতিক হিসাবে দেখা যায় যে, উপরোক্ত দেশগুলি ও ভারতের বিভিন্ন মোট পণ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় দেড় কোটি টন, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে উহা বাড়িয়া প্রায় দুই কোটি টনে দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীসমূহের বিবরণীতে জানা যায় যে, প্রতি জাহাজ গড়পড়তায় বৎসরে আট বারের বেশি যাতায়াত করিতে পারে না। অর্থাৎ ভারতীয় জাহাজসমূহ ভারতের বহির্বাণিজ্যের মোট দুই কোটি টনের মধ্যে মাত্র ২৭।২৪ লক্ষ টন মাল বহন করিয়াছিল, বাকী পৌনে দুই কোটি টন মাল বহন করিয়াছিল—অ-ভারতীয় প্রধানতঃ বৃটিশ জাহাজগুলি। প্রতি টনের মাসুল যদি গড়পড়তা ৫৲ টাকায় ধরা হয়, তাহা হইলে প্রায় একশত কোটি টাকা ভারতীয় জলযানাদি বৃটিশ ও অন্যান্য অ-ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীকে মাসুল বাবদ দিয়াছে।

এই একশত কোটি টাকার সবটাই আমরা ফিরিয়া পাই, তাহা নহে। কোনো দেশই তাহার সম্পূর্ণ বহির্বাণিজ্যের পণ্য নিজের জাহাজে বহন করে না, অন্যকে দেশের জাহাজগুলিকেও কাজ দিতে হয়। উপরোক্ত কোনো দেশই গড়পড়তা ৫০ ভাগের অধিক পরিমাণ পণ্য নিজের জাহাজে বহন করায় না। ভারতকেও অনুরূপ করিবার অধিকার আছে। যদি তাহা করিতে পারি, তাহা হইলে ভারতের বার্ষিক মোট আয় অন্তত পঞ্চাশ কোটি টাকা বাড়িতে পারে। যদি আমরা স্বাধীনভাবে জাহাজ চালাইতে পারি তাহা হইলে এই আয়ের পরিমাণ আরো বাড়িতে থাকে।

ভারতের জাহাজী ব্যবসায় এখনও অত্যন্ত নিম্ন অবস্থায় আছে। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী লিমিটেড, যাহা প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে মাত্র ৭।৮ খানি স্টীমার লইয়া কাজ করিত এখনও সিন্ধিয়া মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে গঠিত হইয়া কাজ করিতেছে, মাত্র ছয় কোটি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা অতিক্রম করিয়া আজ অন্যান্য ভারতীয় মোট টনেজ-এর অর্দ্ধেকের অধিক পরিমাণের মালিক; ইহাদের প্রায় ৫০ খানা জাহাজের মধ্যে ৩৫ খানি বহিঃসমুদ্রে পাড়ি দিবার উপযোগী। উপরন্তু বাণিজ্যেও ইহারা মোট ভারতীয় টনেজ-এর অর্দ্ধেকের অধিকারী। বিদেশ হইতে জাহাজ তৈরী করিবার প্রভূত অসুবিধা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ইহাদের কারখানায় প্রস্তুত জাহাজের দর যে অনেক বেশি পড়িয়াছিল। প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া এই কারখানা স্থাপিত হয়। জাহাজ-নির্ম্মাণের উপযোগী ভূপরিচিতির না থাকায় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্ণধারগণের বার্ষিক সভায় খুব অসন্তোষ প্রকাশ পায়। কোম্পানীর পরিচালকবর্গ অতঃপর কারখানাটি ভারত সরকারের নিকট বিক্রয় করিবার চেষ্টা করেন; অবশেষে একটী আপোষমূলক চুক্তি অনুসারে সরকার: ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে কারখানাটির আরো কিছুটা অংশ তৈরী হইয়াছে, এবং ঐ জাহাজগুলি সিন্ধিয়া কোম্পানীর মালিকানায় পণ্য বহন করিয়া নিযুক্ত আছে। সিন্ধিয়া কোম্পানীর পরেই উল্লেখযোগ্য ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর মধ্যে ইণ্ডিয়ান ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী। বোম্বাই ও ব্রহ্মদেশের মহাজনদের প্রভূত টাকা এই কোম্পানীতে খাটিতেছে। কলিকাতা-পূর্ব্ব লাইনে এবং ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা লাইনে এই কোম্পানী জাহাজ চালাইয়া থাকে; ইহাদের মোট জাহাজের সংখ্যা ১০ এবং টনেজ-এর পরিমাণ প্রায় ৬০ হাজার টন। ইহার পর টাটা-মেসার্স কোম্পানীর নাম করা যাইতে পারে; মোট জাহাজের সংখ্যা ১০ এবং টনেজ-এর পরিমাণ প্রায় ৪৫ হাজার টন। সিন্ধিয়া কোম্পানী পশ্চিম উপকূলের মাত্র কোচীন জাহাজী প্রতিষ্ঠানকে লইয়া একটী মোটী সঙ্ঘ গঠন করিয়াছে; যেমন টাটা মেসিনারী প্রভৃতি কোম্পানী এই মোটীর অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য, ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ীদের মধ্যে সিন্ধিয়া কোম্পানীর প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা। জাহাজের উপযুক্ত বাণিজ্যের ব্যবস্থার মালিকের ক্ষমতা অন্যান্য সমূহ ভারতীয় জাহাজী কোম্পানীর সংঘের সাহায্যের অধিক। প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সাহায্যের সুযোগ লইয়া ইহারা স্থানীয় ও প্রাদেশিক ব্যবসায়ীদের উপর নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। প্রাদেশিক জাহাজ-প্রেমীরা সিন্ধিয়া কোম্পানী সম্বন্ধে না হইয়া অনেক ক্ষেত্রে বিরোধিতা করিয়াছে, এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। প্রয়োজন বোধে অন্যান্য ভারতীয় প্রধান শিল্পপতিদের ন্যায় ইহারা অ-ভারতীয় জাহাজী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া-চুক্তি করিয়া থাকে।

জাহাজী ব্যবসায় যে কেবলমাত্র ও কেবল আর্থিক উন্নতির সহায়ক তাহা নহে, পরন্তু ইহা বর্ত্তমান যুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী ব্যবসায়ও বটে। পৃথিবীর বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুদ্ধের প্রারম্ভকাল হইতেই প্রত্যেকটী দেশ সমুদ্রে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছে। ইহা ইহার আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে ইয়োরোপীয় প্রত্যেকটী দেশের রাষ্ট্রই স্ব স্ব বাণিজ্য-সম্ভার বৃদ্ধি ও বাণিজ্য প্রসারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত, বিশেষ, পর্ত্তুগীজ, স্পেনীয়ার এবং ফিলিপাইন পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে স্ব স্ব প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে জলযুদ্ধ করিবার বহু আগ্রহ প্রকাশ পায়। এই প্রয়াসের ফলেই তাহারা বিশ্বে উপনিবেশিক সাম্রাজ্যসমূহের গঠন করিতে সমর্থ হয়। ইংরেজ সরকারও দেশরক্ষার আত্মিক প্রকাশ ও সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর প্রতিপত্তি বিস্তারের উদ্দেশ্যে জাহাজী নিজস্ব বাণিজ্যসম্ভার অক্ষুণ্ণ সাহায্য বাড়াইয়াছিল। মোট অর্থব্যয়ের মূল্যের পর ইং১৯ তাপানও এই আন্তর্জাতিক জাহাজী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধের তিন-চতুর্থ কাল সমুদ্র, সেই জন্য প্রত্যেক অক্ষের রাষ্ট্রই বুঝিয়াছে যে, সমুদ্রের প্রতিষ্ঠা না পাইলে চলে না। যুদ্ধ অবিরত কালে কি হইবে তাহা বলা চলে না, কিন্তু বর্ত্তমানের এত্রোয়োজন-মূলক জাহাজের মূল্য ও প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাহাজী টনেজ-এর পরিমাণের একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই তালিকাটী লীগ অব নেশন্সের অনুযায়ী ১৯৩৮

পৃষ্ঠাদের ৩০ জুন তারিখের হিসাব :—

দেশের নাম	মোট টনেজ-এর পরিমাণ	পৃথিবীর মোট টনেজ-এর শতকরা কত ভাগ
ব্রিটেন	১,৭৯৬৪,০০০	২৭.৪৪
যুক্তরাষ্ট্র	৮৯,০৬,০০০	১৩.৬৮
জাপান	৪৭,৭০,০০০	
জার্মানী	২২,৫৩,০০০	
ইতালী	৩১,৪৯,০০০	
ফ্রান্স	২৯৮১,০০০	
নরওয়ে	২৮,৪৯,০০০	
গ্রীস	১৮,৯১,০০০	
হল্যান্ড	১৭,৭৩,০০০	
বেলজিয়াম	১১,৩১,০০০	
অষ্ট্রেলিয়া	৪,৭৩,০০০	
চীন	৪,৭৩,০০০	
মিশর (ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক)	১,৪১,০০০	০.১৮
ভারতবর্ষ	১,৩৭,০০০	০.১৩

বিভিন্ন সাময়িকের মতে প্রত্যেকটি দেশের জাহাজ প্রায় নষ্ট হইয়াছিল; জাপান, জার্মানী ও ইতালীর জাহাজগুলি প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে, নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। যুদ্ধোত্তরকালে জাহাজের টনেজ-এর হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম স্থান গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর মোট টনেজ-এর শতকরা ৫১ ভাগ এখন যুক্তরাষ্ট্রের। ব্রিটেন ও ব্রিটিশ ডমিনিয়নগুলি, অর্থাৎ কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যান্ড,—এরা মিলিয়া বিশ্বের জাহাজের সংখ্যা ও টনেজ-এর পরিমাণ যতখানিতে পূর্ব বেশি করিয়া। অবশ্য তাহার টনেজ-এর পরিমাণ ততখানি বেশি করিয়াছে। এক দিক দিয়া এই নবতর জাহাজী পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষারই পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাহাজ বাড়িয়াছে। কোনো দেশের জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধিয়াছে বা বাড়িয়াছে তাহিলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ঐ দেশের বাণিজ্য-ব্যবসা আগে করিয়াছে বা বাড়িয়াছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যের ব্যাপকটি হইয়াছে জাহাজী সংখ্যা। যদি প্রত্যেক দেশের উপকূল বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে এক যদি বৈদেশিকের অর্ধেক পরিমাণ ঐ দেশের জাহাজে বহন করা হয়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের কোনো গোলযোগ হইবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো বিরোধ ও সংঘাত। আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে; কিন্তু কি লীগ্ অব্ নেশন্স্, কি ইউনাইটেড্ নেশন্স্—কোনো প্রতিষ্ঠানই আজপি কোন প্রকার সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। প্রতি দেশের নিজের কোম্পানির জোরেই নিজ নিজ বাণিজ্যের প্রসার ও অভিজাত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অন্যের জোরে আমিই কিনা স্বার্থে অন্য কোনো জাতির তুলিয়া তুলোপ দেব না, কিম্বদন্তি: সেই তুলিয়া নাম জাপান আগের পক্ষে অত্যন্তরী হইয়া ওঠে। পর যাহ অন্যের দরিয়া তাহাদের বাণিজ্য-বীজগুলি এবং রাষ্ট্রের অর্থসংস্থান তুলিয়া ও মার্কিনের ব্যবসায় বন্ধ দিয়া তাহা ও পুনরায় নব বিশ্বী জাহাজ পাইয়াছে। যতদিন যে পরিমাণ ইন্সোনার ও বাণিজ্যপোত তাহাদের থাকে, তাহা দেশরক্ষা ও দেশের বাণিজ্যের পক্ষে নিতান্ত যথেষ্ট বলিয়া কেবল অভিমিতমন্য। ইহা স্বাধীনভাবে পরিচালিত না থাকুক—কোনোটা হইতে পারে না।

ভারতের জাহাজী সমস্যা বিশ্লেষণ :—

প্রয়োজনের তুলনায় ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা অনেক কম।

২। দেশের ও দুরদেশের এবং কাছে ও দূরে ও টুলার শ্রেণীর জাহাজ প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের কম আছে।

৩। উপকূল বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ পর্যন্ত অ-ভারতীয়—বিশেষতঃ গ্রীক জাহাজ কোম্পানী বহন করে। বিদেশী ও অন্যান্য নীতির সহায়তায় ইহারা পণ্যবহনে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী সমূহের অতিযোগিতা করিতেছে। ইহাদের কোনো জাহাজ ভারতে রেজিস্ট্রি করা নয় বলিয়া ভারতের আয়কর বেশি।

৪। বহির্বাণিজ্যে কলম্বোতে, লাইনসমূহ ভারতীয় জাহাজকে কোনোরূপ অধিকার দাবে; বিদেশী দেশ দ্বারা অন্য কোথাও প্রাধান্যাধিকার দেয় নাই।

৫। ভারতের টনেজ-এর অধিকাংশই পশ্চিম উপকূলস্থিত ব্রিটিশ কোম্পানীর হস্তগত পূর্ব-উপকূলে ভারতী কোম্পানী প্রতিষ্ঠা বিস্তার ইহারা বিরোধিতা করিতে পারেন। ভারতের অন্যান্য উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে ভারতী প্রতিযোগিতা হয় তত্ত্ব প্রবেশের প্রতিষ্ঠান না থাকায় বিদেশী কোম্পানী কর্তৃক ভারতে যেকোন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আর্থিক ভারসাম্য ইহার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

৬। পূর্ব উপকূলের নৌকা ও সামরিক জলপথ বন্ধে থাকা সত্ত্বেও ভারতরাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষ পশ্চিম উপকূলের জন্য মূলধন খাটাইতেছেন। মাদ্রাজ, ইন্দিরা ও পশ্চিমবঙ্গকে তাঁহারা অবহেলা করিতেছেন। ইহার ফলে এই তিনটী প্রদেশে ভারসাম্য অত্যন্ত ব্যাহতিগ্রস্ত এবং তিনিরা কোম্পানীর প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার অহেতুক পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন এইরূপ অভিযোগ করিতেছে।

৭। বিদেশী বহুসংখ্যক কোম্পানী দ্বারা অত্যন্ত ভারতীয় জাহাজী প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত দুর্বলতায় আর মূলধন খাটা কাজ করে। ওজনের, ও আরাম এবং অভিজাত্যের বাহন এবং অন্য কর্মচারী ও বিদেশের রাখিয়ে অপারেশন হওয়ায় ফলে এই সব কোম্পানীর লাভ আশানুরূপ হয় না। লাভজনক ডিভিডেন্ড, বন্টন না করায় ফলে শেয়ার অর্থাভাব লোকেরা জাহাজী কোম্পানীতে টাকা খাটাইতে অনিচ্ছুক হইয়া উঠিতেছে।

৮। বে-সিডি, নাবিক বৃদ্ধি, নৌ-বাণিজ্য সম্পর্কিত উপযুক্ত শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা এদেশে বিশেষ নাই। কেন্দ্রীয় পরিচালনায় বোম্বাইয়ে যে নৌ-বৃদ্ধি শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার মতো অন্তঃ আরো তিন চারিটী প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। এঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য শ্রেণী অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়ার বাণিজ্যিক উপযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতি বন্দরে অন্তঃ একটী করিয়া স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। নাবিক ও অন্যান্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে আরো [illegible] অফিসার ও সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৯। আজকাল বিভিন্নে একাধিক উপকূল পণ্যবাহী জাহাজী কর্পোরেশন সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। এই সব কর্পোরেশনের এক-তৃতীয়াংশ মূলধন কেন্দ্রীয় সরকার, এক-তৃতীয়াংশ আন্তর্জাতিক সরকারসমূহ ও বাকী এক-তৃতীয়াংশ মূলধন যোগদানকারী জাহাজ কোম্পানীগুলি যোগাইবে। এইরূপ কর্পোরেশন গঠিত না হওয়ায় দেশের স্বার্থের প্রতিকূল হইতেছে।

উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের অবিলম্বে কিছু সমাধান হওয়া চাই। কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে অবহিত আছে; সেই অবহিত প্রয়োগের জন্য সামগ্রিকভাবে দরকার। দেশের স্বার্থকে যাহারা সর্বাপেক্ষা বড় করিয়া দেখিতে জানে তাহাদের পক্ষে দাবী করা

[পরের ৪৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মৌখিক—

ওরিয়েণ্ট পেপার মিলস্ লিমিটেড

—:০:—

গত ৩১শে মার্চ সমাপ্ত ছয় মাসের জন্য অডিটেড পেপার মিলস্-এর যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, কোম্পানী এবারে লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে প্রতিটি নিউজ মূল্য, এমন কি অপেক্ষা কমও যদি বিক্রয় করিয়া কোম্পানী যে লাভের অঙ্ক দাঁড়াইতে পারিয়াছে তাহা প্রকৃতই উৎসাহব্যঞ্জক। উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেক কাজ করিয়া নিয়োগের অনেক আগে অবসরটি লক্ষ হইয়াছে। অবশ্য, লাভ-লোকসান হিসাব হইতে ইহাই সূচিত হয় যে, মোট বিক্রয় হইতে অপরিবর্তিত থাকায় ব্যয় সংকোচের অন্যই লাভ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ববর্তী ছয় মাস অপেক্ষা আলোচ্য ছয় মাসে উৎপাদন ও বন্টনজনিত খাতে মোট ২'৫ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে, পক্ষান্তরে মাশিয়ানা ও মজুরী খাতে প্রায় হইয়াছে ৮৩,০০০৲ অধিক; মজুত-মালের পরিমাণ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে ১'২৫ লক্ষ টাকা; কর ও অন্যান্য খাতে ব্যয় বরাদ্দ রাখিবার পূর্বে, নীট লাভের অঙ্কের ৪,৬৮,১১২৲ টাকার অধিক পরিলক্ষিত হইয়াছে।

লাভের পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও লভ্যাংশ বিতরণের ব্যয় পূর্ববৎ রাখিয়া কর ও অন্যান্য খাতে ২'৫১ লক্ষ টাকা অধিক বরাদ্দ রাখায় কোম্পানীর লাভজনক নীতির পরিচয় পাওয়া যায়; ফলতঃ লভ্যাংশহীনতার উপায় হইয়াছে বলিয়া আশা করা যায়যে, কোম্পানী অনেক অধিকতর হারে লভ্যাংশ প্রদান করিতে সক্ষম হইবে।

১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ সমাপ্ত অর্ধ-বর্ষের পরীক্ষিত হিসাব :—

অর্ধ-বর্ষ সমাপ্ত	৩১-৩-৪০ টাকা	৩০-৯-৩৯ টাকা	৩১-৩-৩৯ টাকা
নীট লাভ	৪,৬৮,১১২৲	১৯,১১,১৩৯	১৭,৯৭,১৫৩
কর	১,৫০,০০০	৫,০০,০০০	৭,০০,০০০
অন্যান্য	৩,০০,০০০	৪,০০,০০০	৩,০০,০০০
অন্যান্য অতিরিক্ত	৮,০০,০০০	৯,০০,০০০	৫,০০,০০০
লভ্যাংশ :—			
অডিনারী	১,৪৭,৩১৩	১,৪৭,৩১৩	১,৪৭,৩১৩
প্রেফারেন্স	১,৭৮,৭৪০	১,৭৮,৭৪০	১,৭৮,৭৪০
শেয়ার (অডিটেড লাভ)	৩,৩৪,৪১০	৩,৩১,৪৫০	৩,৭৭,৬৮০
গড়পড়তা লভ্যাংশের হার :—			
অডিনারী			১৫
প্রেফারেন্স			২৫

নীট লাভ হইতে আলোচ্য এক্সচেঞ্জ-এর পারিপ্রমিক ও কমিশন বাবদ ডিবেঞ্চারের পারিপ্রমিক বাবদ টাকা সাধারণ লভ্য অডিটে পাওয়া যাইবে, কর ও অন্যান্য খাতে বরাদ্দ রাখার পর পূর্ববর্তী সমানের অডিটেড লভ্যাংশের মোট মোট করিয়া উহ্য অঙ্কটির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭,২০,৩৭২৲১০ পাই। ইহা হইতে প্রেফারেন্স শেয়ারে ১,৭৮,৭৪০৲ ও অডিনারী শেয়ারে ১,৪৭,৩১৩৲০ আনা লভ্যাংশ ঘটনের পর উহ্য অডিটেড লাভের শেষ টাকা হইয়াছে ৩,৯৪,৪১০৲১০ পাই।

মোট 'বন্ধকদারি' খাতে প্রতিটি কোম্পানীর প্রতি, মূল ও অন্যান্য বর্তমান মূল্য বিবেচনে, ২,০০,০৬,০৭৭৲ (১৩,৯১,৪৪৬৲) প্রচুর উদ্বৃত্ত দেখা যাওয়ায় আলোচ্য সময়ে ১ কোটি অধিক টাকা মূল লভ্য খাতে জমা রাখা হইয়াছে। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নীট মূল সম্পত্তি দাঁড়াইয়াছে ১,৫২,০৫,০৭৭৲ (৪০,৯০,৪৪৬৲), এবং সঞ্চয়ন ও মজুত খাতের পরিমাণ ৫৩,৬১,৬৮৭৲ (১৩,৭৭,০৪৬৲); পক্ষান্তরে বাকী পাওনা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে ৬৫,৬৮,৪৪৫৲ (৭৯,৫১,৯১৭৲) টাকায়। ঋণ বিনিয়োগের অধিকাংশই বিক্রয় শেয়ারে খাটান হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, আরও না হইলে ২৫,০০০৲ টাকার ঋণে বর্তমান অবস্থায় অধিক না হইলেও ২ লক্ষ টাকা সঞ্চালন আসার হইত।

অর্থ বিনিয়োগের পক্ষান্তরে ট্রেড কি নীতি গ্রহিয়াছে তাহা অবশ্য প্রকাশ নাই। ফের আলোচ্যসূত্রের মোট ৩১'৬৯ (৩১'৮৩) লক্ষ টাকার দেয়ার আছে উহার বিবিধ-পত্রে দেখা যায়। বিলুপ্তির পূর্বে ওরিয়েণ্ট পেপার মিলস্কে সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া পেপার মিলস্ যেন কিছু পেয়ারের অংশীদার বলিয়া আসা নিয়াছিল। বন্ধকদারি, সঞ্চয়ন ও মজুত খাতের পরিমাণ বৃদ্ধি লাভ করায় নগদ টাকা ১'০২ লক্ষ হইতে হ্রাস পাইয়া ১৭'৪১ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

গত ৫৪৫৲-মূল হইতে তারের লভ্যাংশ তাকার ও বোর্ডের মূল্য, বিক্রয় ও বিক্রয়ের সম্বন্ধীয় নিয়ম অপসারণ করিয়াছেন। তারমীয় কাগজ প্রস্তুতকারক সমিতির নিয়ম অনুযায়ী কোম্পানী বিনিময়-সময়ের তিন তারমাস্ত তার মূল্যের মাল বিক্রয় করিতে পারে নি করিয়াছে।

মাসেজিং এজেন্ট :—মেসার্স বিজয় ব্রাদার্স লিমিটেড।

মূলধন : অনুমোদিত— ৪,০০,০০,০০০৲, বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত— ১,০০,২১,৪০০৲, প্রেফারেন্সী ১০০৲ মূল্যের ধার্য সংখ্যা ৫১ লক্ষ টাকার ভলযুক্ত ডাম প্রেফা ৫০,৮০০ শেয়ার ও ঐরূপ ডুপ্রেফারেন্স ৬০,০০০ শেয়ারে এবং প্রেফারেন্সী ১০০৲ মূল্যের ২,০১,১৪০৲ অডিনারী শেয়ারে। প্রেফারেন্সী শেয়ারই সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত।

বিবিধপত্রের দা

	৩১-৩-৪০		৩১-৩-৪১
দায় :—			
অংশ-ধন সমাজ	টাকা	টাকা	টাকা
মূলধন, আদায়ীকৃত			
(ক) সোনারেল			
(খ) অগ্রিমারী			
মূল সঞ্চয়			
সঞ্চয় তহবিল	৪১,৪১,০০৭	৩৩,৪১,০০৭	৪৯,০৭,১১০
ঋণ	৩৩,২৭,৫৭৬	৪৭,৭৭,৭৩০	৩৩,৮০,১৪১
(ক্ষয় অর্থনীতির দায়)	০৮৪,৬১০	৩,৬১,৪৫০	৩,০৭,৬৬১
মোট	১৮১,৩১,৯১৩	১৮৬,৪৭,৪২৩	১১১,১৫,৮০০

মোট ব্যয়সম্পত্তি	১০০,০৬,০৭৭		৮১,১১,৭৯০
অব্যয়	৪৮,০১,০০০	৪৪,০১,০০০	৪৪,০১,০০০
নীট ব্যয়সম্পত্তি	১৫১,০৫,০৭৭	৪০,৮০,৪৪৯	৩৮,৮০,৭৯০
লগ্নাংশ	৪০,১৫,৮৯০	১১,৪৪,৭৭২	১৪,১১,৪৪৫
মজুত মাল	৩,৬৫,৯১২	২,১১,২৮২	৪ ১৩,০৯১
অন্যান্য পাওনা	৭৪,৩৮,৪৪৫	২১,৪১,১১৭	৭৬,১৪,৮০০
মূল বিনিয়োগ	৪১,১৩,২১৭	৪২,১৩২১৯	৪৪,৪৪,৭১০
নগদ	৪,০৯,৭২০	১৭,৪৪,৮০৭	৬৮০,২৭৫
মোট	১,৮৯,৩০,৯৩৩	১,৮৬,৪৭,৪১০	১,১৫,১৫,৪০০
মূল সম্পত্তি	১,৩৪,৭৫,৪৪৬	১,৪২,৭৬,৮৭১	১,৩৯,৩৫,৩১৩

জাহাজী বাণিজ্যের সমস্যা

শ্রীনিশীথ কুমার ঘোষ এম. এ বি. এল্

[২৪৭ পৃষ্ঠার পরোপর

সম্ভবপর। বাণিজ্যের বা প্রতিযোগিতার স্বার্থে অথবা বৈদেশিক কর্তৃপক্ষের ও তাহাদের স্বার্থান্বিতের প্রতি ভয় বা ত্রাসের দ্বারাদের সাহায্য করিবার তাহাদের পক্ষে উপযোগ বিষয়ে সাহসী হওয়া সম্ভবপর নয়।

টন, ইয়োরোপীয়, প্রাচ্য, চীন, ভারত ও নিম্নদেশের লোক সংখ্যা লইয়া পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার শতকরা চল্লিশ ভাগ; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উহাদের লইয়াই শতকরা ১৪ ভাগ; এবং জাহাজী টনেজ-এর আড়াই ভাগ ও ভাগ। পৃথিবীর মোট ভূভাগের এক-পঞ্চমাংশ এশিয়ার; আন্তর্জাতিক সম্পদ তাহার প্রায় অর্ধেক। ইহার সঙ্গে ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার তুলনা করিলে আমরা ভূমির পার্থক্যের শক্তির মূল উৎস কোথায়। ইয়োরোপের ভূখণ্ড পৃথিবীর ৪ শতাংশ, লোকসংখ্যা ২১, বাণিজ্য ৫১ শতাংশ, টনেজ-এর পরিমাণ প্রায় ৭০। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপের বাণিজ্য ও টনেজ ভূভাগই পরিবর্তন ঘটিয়াছে, পশ্চিমাভিমুখী হইয়া তারা এখন আমেরিকার দেশিয়াছে। সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত স্বর্ণ সঞ্চয়, বাণিজ্য এবং জাহাজী টনেজ্ এখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পক্ষে এই অবস্থা বিপজ্জনক। পৃথিবীর জাহাজী বাণিজ্যপথের কেন্দ্রস্থলে ভারতবর্ষ, পশ্চিমে ও পূর্বদিকের যোগসেতু। একদিকে এশিয়ার অবস্থিত পৃথিবীর অধিকাংশের অনাহার, শিক্ষার, স্বাস্থ্যের, বাণিজ্যের, শিল্পের অভাবের; অন্যদিকে পাশ্চাত্যের অল্প জনসংখ্যা অথচ অজস্র বিত্তের সঞ্চিত অর্জনের এবং সামর্থ্য ও অনাহার পূর্তির প্রয়োজন অনুভব করে। ভারতের অবস্থান ও ভাগ্যবিপর্যয়ের পরিচয় তাই অতীতের ও নিতান্ত ভবিষ্যতকালে অত্যন্তপূর্ণ। ভারত শক্তিসম্পন্ন না হইলে পৃথিবীর রাজনৈতিক ও আর্থিক ভারসাম্য প্রত্যুপলব্ধ হইবে। আর, এই শক্তির বাহক হইতেছে প্রোনবন্ধ: জাহাজী-বাণিজ্য।

গ্র্যাভস্টোন লাক্সেল

এণ্ড কোং লিমিটেড

৪, ক্লেয়ারলী রো, কলিকাতা

টেলিফোন : বাউ ২৪৯১—২৪৯৪।

টেলিগ্রাম : বাউ।

ইম্পোর্ট এজেন্টস্

দি সিটী ব্যাঙ্ক লিঃ

এলায়েন্স এণ্ড লণ্ডন এণ্ড এক্স

চল্ ব্যাঙ্ক লিঃ

ইন্সুরেন্স এণ্ড ব্রোকার্স

ফায়ার ম্যারীন মটর

লিবার্টি বয়লার ইন্সুরেন্স

অডিট বিশেষজ্ঞ

বীজাণুনাশক

ডি. ডি. টি সোপ-পাউডার ব্যবহারক

বম্বি (বাবু)

ম্যানেজিং এজেন্টস্

ফেজ এণ্ড কোং লিঃ

(চিনি ও রম প্রস্তুতকারক)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্লাইউড্ কোং লিঃ

অ্যাংলো ন্যাশনাল এণ্ড বিলি কোং লিঃ।

(লাইটারেজ্)

ইন্সুরেন্স ও লয়েড্ এজেন্টস্

পণ্যদ্রব্যের বাজার—

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল রাখায় অসুবিধা

—:০:—

ভারতসরকারের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা লইয়া নানারূপ জল্পনা চলিতেছে। এবং এই অবস্থায় কোনরূপ অদল-বদল বা সংশোধন করা যায় কি না, সে বিষয়ও আলোচনা চলিতেছে। কর্তৃপক্ষ যে একটা সুব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করা খুব সহজসাধ্য নয়; সেখানে এই ব্যবস্থার তড়াতড়ি করা হইয়াছে, সেই কারণে আজ যে ব্যবস্থা অনুসরণে চলিতে হইতেছে, এমন কথা বলা সত্য বা শোভন নয় ইহার কাজ আরে। ভাল হইতেছে এই যে, ভারতের অভ্যন্তরে পণ্যাদি উৎপাদন দ্রুত পাইয়াছে। উৎপাদন হ্রাসের ফলে দেশে পণ্যের টানাটানি কিছুটা আছেই। এইভাবে মালের উপযুক্ত যোগান না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ধানচাল হইয়া যাইতেছে।

চিনি—

গত সপ্তাহে গভর্নমেণ্টের চিনি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা লইয়া বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার চিনির এ আধের মূল্য হন্দরে ২৮৷৷০ ও ১৯৷৵০ আনায় বাঁধিয়া দেওয়ায় চিনিকল-মালিকেরা বিশেষ খুশি হইতে পারেন নাই। এই কারণেই সম্ভবতঃ এ সপ্তাহে হয় যে, চিনি উৎপাদন এ বৎসর বৃদ্ধি না-ও পাইতে পারে। কারণ এবৎসর যে পরিমাণ চিনি জমে রহিয়া ছিল, তাহা হইতে এই মূল্যে ক্রয় বিক্রয় করিয়া কারখানাগুলি বিশেষ লাভ করিতে পারেন নাই। এইরূপ পরিস্থিতি হইবার সম্ভব মনে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার বিহার ও উত্তর প্রদেশের গভর্নমেণ্টদ্বয়কে ইক্ষুর আবের উপর বাড়তি কর হ্রাস করিবার নির্দেশ দিলে দিতেও পারেন। কিন্তু রাজ্য-গভর্নমেণ্টের আর্থিক টানাটানির জন্য উক্ত প্রদেশের গভর্নমেণ্ট ইক্ষুর কর হ্রাস করিতে রাজী হইবে না। কিন্তু চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে চেষ্টা করিতেছেন, রাজ্য-সরকারের তাহার সহিত সহযোগিতা করা কর্তব্য।

১৯৪৯-৫০ সালে সারা ভারতে প্রায় সোয়া লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হয়; ইহার মধ্যে একমাত্র উত্তরপ্রদেশ ও বিহারেই উৎপাদিত হয় ৭৪ লক্ষ টন। ইহার পর ছিল বোম্বাই এবং তাহার পর মাদ্রাজ। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, বিভিন্ন রাজ্যে আখের মোট উৎপাদনে কিরূপ-কিরূপ অদল বদল করিয়াছে।

এ সম্বন্ধে চিনি আমদানি বিষয়ে আর কিছু শোনা যাইতেছে না। মোদ্দা হইতে কেবলমাত্র এইটুকু জানা যায় যে, বিদেশ হইতে যে সকল জাহাজ যে চিনি বহিয়া আনিতেছে, সে চিনি আগামী জানুয়ারি আসিয়া পৌঁছিবে।

চিনির নিয়ন্ত্রণ মূল্যের কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। অবশ্য ও গুড়ের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় চিনির গোপনবাজার মূল্যও সামান্য হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে পাকাপোক্তভাবে জানা এখনো সম্ভব হয় নাই। বেআইনী দর বাঁধিয়াছে, এইরূপ গভর্নমেণ্টী অভিযোগের সর্বোচ্চ দণ্ড বাঁধিয়া দিবেন। আমরা পরে এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে জানা যাইবে।

গুড়—

গত সপ্তাহে সারা ভারতে গুড়ের বাজার বিশেষ অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট থাকে। ক্রেতাকারবারী ও সাধারণের বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্টের অভিযানের ফলে প্রায় সব জায়গায় গুড়ের দাম হ্রাস পায়। সর্বোচ্চ যে দর নির্ধারিত হইয়াছে তাহার চেয়ে বেশি দরে গুড় যাহাতে বিক্রয় করা না হয়, তাহার প্রতি গভর্নমেণ্ট কড়া দৃষ্টি রাখিয়াছেন। এই কারণে বাজারে বিক্রেতাদের আনা আমদানির অবশ্য দেখা যাইতেছে। গুড়ের বিক্রেতারা যদি এই সর্বোচ্চ দরে মাল ছাড়িতে থাকে, তাহা হইলে তাহারা বিক্রেতার মত কতটা করিতে পারিবেন তাহাই এখন বিবেচ্য বিষয়। এই ব্যাপারে একটি পরিষ্কার নীতি ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া কারবারিগণ মনে করেন।

চা—

গত সপ্তাহে কলিকাতা কফিবাজারে প্রায় ৩৯,৫০০ পেটি চা কফিবাজার চা-নিলাম মারফতে বিক্রীত হয়। উক্তিখিত যে দরে চা বিক্রয় হইয়াছে, ঐ দরেই যদি তাহা হইতে লাভজনক মনে করা যায়, তাহা হইলে প্রায় ১৮,১০০ পেটি গুঁড়া চা ও ৪,০০০ পেটি অন্যান্য চা আগামীকল্য অবধারিত ঐ বাজারে বিক্রীত হইয়া যাইবে। গুঁড়া চায়ের চাহিদা অধিক দেখা যায় এবং ইহার দরও পাইকিরি এক আনা হইতে চার আনা পর্যন্ত হয় থাকে।

বিভিন্ন স্থানে পণ্যের দর—

১১ই নভেম্বর তারিখে বিভিন্ন স্থানে পণ্যাদির দর ছিল এইরূপ—

কলিকাতা—

তৈল—সরিষা ২৪৲, নারিকেল (কোচিন) ১৭৲, সেসাম ২৯৲, সিঙ্গাপুর ২৪৲, বাদাম (পিনাঙ্গ) ৭২৲, চিনি ৮৯৲, অড়হর ৬৬৲, রেড়ি ৫৮৲ কিলো ৮৯৲।

তৈলবীজ—সরিষা (তোরী বর্ষ) ৩৯৲, ছোট ৩০৲, তিসি বড় ৩০৶—৩০৲, ছোট ৩০৲, বাদাম দানা ৩৫৲—৩৬৲, খোসাসহ ১৮৲—২৪৲, তিল সাদা ৩১৲—৩২৲, কালো ৩০৲, অড়হর ৪২৯৲, রেড়ি ডাকলপুর ২৬৯৲, নিজাম ২৭৲।

তরল—নারিকেল তেল ১৯৲, সৈসাম ১৮৲, খুদ তেল ১৭৯৲, নিজাম তেল ১৯৲, মহুয়া বড় ২০৪৲—২১৲, ছোট ১৯৲—১৭৲, আমুর বিহার ১৪৲, কালো ১৪৲, খোসাসী বিহার ১৭৯৲, কালো ১৬৲।

ঘাস—খুদ ২৭৩৲—২৪৩৲, অড়হর ১মঃ ২৩৲, মধ্যম বড় ২৫৲, ছোট ২৪৯৲, মটর ১৩৭৲—১৩৮৲, ছোলা ৯১৲—২২৲, খেসারী ২১৲—২১৲।

রাজপুর—

ধানচাল—ধান ১৭৲, ছোলা ১৬৲, মুগ ১৪১৲।

তরল—নারিকেল (লোকাল) ১৫৲, ঐ (লাক্ষা) ১৯৲, অড়হর ১০১৲, খুদ ১৪—১৮৲, মহুয়া ১৮৲।

গুড়—১৮৲, চিনি (বেআইনী বিক্রী) ৫৮৲ বেআইনী ৪৩৲—৪৭৲।

তৈল ও তৈলবীজ—সরিষা, ৩০৲, তিসিবাদাম ৪০৲, কুলবীজ ১৪১৲, সরিষা তৈল ৮১৲, তিসি তৈল ৩৫৲।

———

খোঁজ বাজার—

কেনাবেচার কাজে উৎসাহের অভাব

—:০:—

কলিকাতা, ১২ই মার্চ, শনিবার—এ সপ্তাহের প্রথম কলিকাতার খোলা বাজারে বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। বাজারের অবস্থা পূর্বের ন্যায় নিরীহ ও নরম থাকে।

কলা বিভাগে সেরা ১৮৫০ আনা দরে কেনা-বেচা হয়, সেই দরে ইতিপূর্বে যে কমিয়া পড়িয়াছিল তাহা ১৮৫০ আনায় দরে দাঁড়ায়। পাটের বিভাগেও কোনোরূপ অগ্রগতির ভাব দেখা যায় না। ফিলাডেল্ফিয়ার একটা মোটা অর্ডার ২৫৫০ আনা দরে ফসকে যায়। আগেকার ইতিপূর্বে দরও কমিয়া ৫০৲ টাকা হয়, কিন্তু ব্যাপারীর ক্ষেত্রে কিছুটা তাড়াতাড়ি দেখা যায়। ইহার দর ৩৪৫০ আনা হইতে ৩৮৫০ আনায় উঠিয়া আসে এবং শেষের দিকে বাজারে দরের সমর্থন ঐ দর হয় ৩৯৲ টাকা। ইতিমধ্যে শেয়ারের ক্ষেত্রে বেশ ও মাঝারি শ্রীরামপুর পরিমাণ কাজ কারবার করে; দর হয় ব্যালেন্সে ১৮৫৲ ও ৮৫০। ইণ্ডিয়ান আয়রনের সাধারণ ইউনি হয় দরে চলে—ইহার দর বৃদ্ধি পাইয়া ৩০৲ টাকায় দাঁড়ায়। বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ার অপরিবর্তিত থাকে। যে সব শেয়ারের চাহিদা সব সময়ই কিছু-না-কিছু থাকে, সেই সব বাছাই করা অবশ্যই শেয়ারের সাধারণী কেনা-বেচার কাজ হয়। বি আই করপোরেশন ৮৬৫০ আনা দরে কাজ আরম্ভ করে; কালকাটা ট্রাম ২১৫০ আনায় তাড়াতাড়ি খানিকা সাধারণী খাঁ-খাঁয়া করে। মেটাল করপোরেশন ৫৲০ দর অবধি পড়িয়া যায়।

কোডিয়ম ও টিনের যে সব যোগসাজস দেখা গিয়াছে এবং যেরূপ তাহা পাকা চলিয়াছে বাজারে তাহার পরিবর্তে অবশ্য পূর্বোক্ত এবং কমিয়ার জন্য অবশ্য উৎসাহ দেখা যায়। তাহা কারবারের পরিমাণে সামান্য বৃদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু এই বৃদ্ধির বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। সাধারণতঃ যেরূপ কাজ কারবার হইয়া থাকে, তাহার তুলনায় ইহা অতিরিক্তই বলা যাইতে পারে।

তামাবিভাগে চাহিদা কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। এই চাহিদার ফলে টাকারদের দর সামান্য বৃদ্ধি পায়। দর বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৲০ আনায় ওঠে। মিটি ঐশ্বর্যমেন্টালের দর ১৮৯৲০। ব্যাঙ্কস ১৬৲ টাকায় এক্সচেঞ্জে খানিকা যাহা সেরা ৪৯৲ টাকা দরে কিছুটা কারবার করে। পাটের বিভাগ একরকমই থাকিয়া যায়; ১৮৭৲ টাকা দরে ইণ্ডিয়া সেয়ারের কেনা-বেচা হয়। এল কমীয়া ৮৭৲ টাকা অবধি দর তাহারা করে।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে মেসার্স ও ব্রেথওয়েট কিছু খুচিয়ার পায় এবং ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩০৲ ও ৩৯৲০ আনা দরের মধ্যে সামান্য ওঠা-নামা করে। টিন তদনুরূপভাবে ২১৲০ হয়।

বিবিধবিভাগে মিলস কোনো ব্রেকের ওঠে না। বি আই করপোরেশন ১৲০ আনা দরে কিছু কেনা-বেচা হয়। লাক্সি ব্রেকারের ১০৯৲ টাকা পর্যন্ত দর হয়।

অবশেষে পাইকার বড় হইয়া বাইবার সময়ের সপ্তাহ শেষে বাজারে মিলস কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। বাজারে চাহিদার অভাব বাজার ভাব কারবারের পরিমাণ হ্রাস করে, এবং বিভিন্ন শেয়ারের অবনতির দিকে সামান্য ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু বাজার বন্ধ হইবার সময় পাটের দর সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ব্যাঙ্কার শেয়ারের দর বাজার খোলার সময় ৩৪৲০ আনা হয়, কিন্তু কিছু পরে ঐ দর ৮০ আনা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫৲০ আনা হয়। বার্মা ২১৯৲ টাকায় থাকিয়া যায়—ইহার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু ব্যাঙ্কারস্টার দর কিছুটা কমে; কমিয়া ঐ দর হয় ৩৫৯৲। কেমপ্লেক্স একই ভাবে থাকিয়া যায়।

কলাবিভাগে কোনো উন্নতি দেখা যায় না। আগের দিনের মত ঐ দিনের বাজারও একই রূপ থাকে।

কালীপূজা ও দেওয়ালী উপলক্ষে বন্ধ ১৯ ও ২০ই অক্টোবর বাজার বন্ধ থাকে।

সরকারের সিকিউরিটি—৩৲ সুদের তমসুক ১৪১৲০; ৩৲ সুদের (১৯৫৩) ঋণ ১৪১৲০ ১৯৲ ১৪৩৲০; ২৲০ সুদের (১৯৪৫) ঋণ ১১৯৲০; ৩৲ সুদের (১৯৫৩-৫৪) ঋণ ১০৩৲১০; ৩৲ সুদের (১৯৪৮-৫৪) ঋণ ১১৲১১৲০; ৩৲ সুদের (১৯৫৮-৬৮) ঋণ ১১৯৲০; ৩৲ সুদের (১৯৭০-৭৫) ঋণ ১০৫৲০ ১০৪৲০; ৩৲ সুদের (১৯৭৫-৮৫) ঋণ ১০৩৲০। বাণ্ড—ভারত বাণ্ড ২১০; ঐ (প্রেম) ৯৮৲; কালকাটা কর্পোরেশন বাণ্ড ৯৲ ৭১০ ৮৲; বিদ্যুৎশক্তি বার্ডেস্টারিস বাণ্ড ২১৲। কাপড়ের কল—কাবনপুর টেক্সটাইলস ১৯০ ১৯৲০ ১৯৲০। এমিলি মিলস—১৪৯৲০। ওয়াগনাদি—প্রোপরাইটরি টেড ৩১৲ ৩১৲০ ৩১৲০; ফেডরেশন ৫৩১৲ ৫১৯০; ভারত কন্সিয়ারী ৭১০; ব্যাঙ্কার ১৩৯৲০ ১৩৯৲০; মিটি ঐশ্বর্যমেন্ট ১৮৲০; সেন্ট্রাল ১৮৯০ ১৯৲; রামগড় কলিয়ারী ৬০ ৭১৲; ট্রাভার্স ৯৩৯৲; প্রভিডেন্ট ফেলস ৬৮৲০। পাইকার—বার্মা ৯১২৲ ৯১৩৲ ৯১৪৲; টিরাডাঙ্গা ১৯৬০; ফোর্ট স্প্রিং (২য় প্রেফ) ১০৩৲; মোকলপাড়া ১০৩৩৲; ব্যাঙ্কার ৩৫৯০ ৩৫৬৲০ ৩৪৲০ ৩৪৮৲ ৩৪৬৲০ ৩৪২৲০ ৩৪৯৲০ ৩৪৬৲০; ইন্দ্রপ্রস্থ (প্রেফ) ১২৭৲; ইণ্ডিয়া ১৮১৲; কামারহাটী ৩২৯৲ ৩৯৩৲ ৩২৯৲; কাঁকিনাড়া (বি) ১৯৫৲ ১৯৩৲; কেমপ্লেক্স ৩১৫৲; কলস ১২৯৲; কেমো ১৭০৲; কাপবাস ২৬৯৲০ ২৬৲০ ২১৲ ২৬৯৲০ ২৬৯০; মর্ডান্ট (প্রেফ) ১০৩৲; মহীয়া ৮৯৲ ৮৩৫ ৮৭৲ ৮১৫০ ৮২৫০; ওরিয়েন্ট ২১৩৲ ২১৯৲ ২৭৯৲ ২০৩৲; রিলায়েন্স ২৪১০ ২৪১৲০ ২৪৯৲০; রয়েলটি ৬৲০। বিবিধ কোম্পানী—বাঙ্গা কর্পোরেশন ২৬৲০ ২৬৲০; কলিন্সিডেটেড মিল ১৬৲০; ইণ্ডিয়ান কপার ২৬৲০; ইণ্ডিয়া সিমেন্ট ১৯৲; ইণ্ডিয়া মিল ৯০; সেন্ট্রাল সিমেন্ট ৬৯৲০ ৬৮৲০; ভারতকাটা ইলেকট্রিক ১৬০ ১৬৮৲০; পাঞ্জা ইলেকট্রিক ১৩৯৲০; বার্ন এণ্ড কোং ২১৩৲; ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল ২৯৬৲০ ২৯৮৲০ ৩১।০ ২৯৮৲০ ৩০৲; কুমারদুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৭৲০; মার্শাল্স লন্স ৮৬৲০ ৮৬৲০ ৮৭৲০; ষ্টীল কর্পোরেশন ২১৲ ২১৯৲০ ২১৯৲০; ঐ (প্রেফ) ১১৭৲ ১১৯৩০; মিটি এক্সিয়ারীজ ইনভিসটমেন্ট ৫৮০; রুবি জেনারেল ইনভিসটমেন্ট ৭৮৲০; ভারতীয়া কোং ১৮৲; বি আই অলোকেশন ২৲ ৮৯৩৲০; ঐ (প্রেফ) ১৬৯৲ ১৬৯৩০; কালকাটা ট্রামওয়েজ ২১৩০ ২১৯৲০; ইণ্ডিয়ান কেবলস ৫৯৩৲০ ৫৯৯৲০; ইণ্ডিয়ান ষ্টাপলস এয়ারওয়েজ ২৯০ ২৯০ ২৯৲০; আইজম্ব কোম্প ৫৲; বার্মিয়া প্রোপারটিজ ১৩৭৲; ব্যাঙ্কস্টারের এণ্ড কোং (প্রেফ) ১৮৲০; মেটাল কর্পোরেশন ৫৯০ ৫৮০ ৫৮৲০; বি বি সেন্ট্রালিয়ার ১৯৲০; মার্শাল ইণ্ডিয়া অয়েল ৮৮৲০; ষ্টার সেপারেটর ৫৲; মিলিনস সেপার ২৭৯৲০ ২৭৯৲০; মেদিনীপুর জমিদারী ৬০৲; আসাম ল' ৮৲০; ইণ্ডিয়া ষ্টার পীস ৭৮৲০ ৭৲০ ৮৮৲০; বাঙ্গা—মৌতাতরা ৭৲; ভাকলাদহ ৩৫৲০ ৩৫৮০। ৫০৲ মূল্য বীজ ১৫৯০, সরিষা তৈল ৬৯৲, রিফি তৈল ৬৯৲।

আজাদাহের হুগলীবাজার

সোনা ও রূপার দর

কলিকাতা, ৮ই মার্চ—পাকা সোনা (প্রতি তোলা) ১০৮৲০; খাঙ্গারদর (প্রতি তোলা) ১০৮৲; গিনি (প্রতিখানা) ৭৫; রূপা (প্রতি এক শত তোলা) ১১৬৩০; ঐ খুচরা (প্রতি এক শত তোলা) ১১৭৩০।

বোম্বাইয়ের সোনা ও রূপার দর

বোম্বাই, ৮ই মার্চ—পাকা সোনা ১০৬৮৲০, গিনি ৭৯৲০; রূপা ৭৭৩৮৲০।

সংবাদ সংকলন

আংলো-ব্যাঙ্ক চাহিদাই মিলিটারি ব্যাঙ্ক পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত

বাংলার চাহিদা মুখ্যতার ব্যাঙ্ক [মুর্শিদা ব্যাঙ্কিং, মুর্শিদা ইউনিয়ন, ফোন সেন্ট্রাল ও হুগলী] একত্র করিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া নামে একটী শক্তিশালী, সমিতির প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে চিঠিপত্রে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছিল। [আর্থিক জগৎ, ১লা নভেম্বর।] প্রস্তাবটী তিনটী পর্যায়ে কার্যকর করার কথা। প্রথম পর্যায়ে ফোন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও ১২ই অক্টোবর ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া নাম গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের, গত রবিবার এই সংঘের চাহিদা ব্যাঙ্কের অংশীদারগণ বিশেষভাবে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় সমিতির হইয়া সংঘোজনার পরিকল্পনাটী অনুমোদন করিয়াছেন। অতঃপর ব্রিটার ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়াও অনুমোদন পাইলেই ইহা কার্যকরী হইবে। বলা বাহুল্য ব্রিটার ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ প্রথম হইতেই এই প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। ফোন পীরাই ইহাদের অনুমোদন আশা করা যায়।

সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংগঠিত শক্তিশালী মূলধন ও রিজার্ভ সহ সমিতির তৃতীয় এবং মোট কার্যকরী তহবিলের দৃষ্টিতে পঞ্চম স্থান অধিকার করিবে।

গত ৩১শে ডিসেম্বরের হিসাব অনুযায়ী ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন পরিমাণ নিম্নরূপ :—

ব্যাঙ্ক : আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ সহ ৫,৪১,০০০৲ ; আমানত ও অন্য দায়ের বিভাগ ৩৩,১৬,০০৲ ; অন্যান্য ৩,৩৯,২১,০০০৲ ; মোট দায় ৩৯,৩৯,৩৯,০০৲।

দিক : নগদ তহবিল ও ব্যাঙ্কে জমা ৩,২১,০০০৲ ; মোদ্দতীয় ঋণের ইত্যাদি ১,৪৮,০০০৲ ; অন্যান্য ১৬,৩৬,২১,০০০৲ ; বাড়ী ও আসবাব প্রভৃতি ৪৪,২১,০০০৲ ; অন্যান্য পাওনা ১,২১৯৫,০০০৲ ; মোট দিক ৩৯,৩৯,৩৯,০০৲ টাকা।

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কে মোট অফিসের সংখ্যা হইবে ১৩৮টী। অফিসগুলির অফিসের সংখ্যা নিম্নরূপ :—কলিকাতা সহর—২৮, পশ্চিম বাংলার অন্যান্য স্থানে—৩৫, আসামে—১৪, বিহারে—২৯, যুক্তপ্রদেশে—৭, মধ্যপ্রদেশে—২, উড়িষ্যায়—১, দিল্লীতে—১, বোম্বাইয়ে—১, মাদ্রাজে—১, ত্রিবাঙ্কুরে—১, কোচিনে—১, মহীশূরে—১, হায়দ্রাবাদে—১, বরোদায়—১, কাথিয়াবাড়ে—১, কচ্ছে—১, রাজপুতানায়—১, পাঞ্জাবে—১, সিন্ধুতে—১, উত্তর প্রদেশে—১, পূর্ব পাকিস্তানে—১, ব্রহ্মদেশে—১, সিঙ্গাপুরে—১, কেনিয়ায়—১, উগাণ্ডায়—১, তাঙ্গানিকায়—১, জাঞ্জিবারে—১, জিবুতিতে—১, আদেনে—১, ইথিওপিয়ায়—১, সুদানে—১, মিশরে—১, ইংলণ্ডে—১, ফ্রান্সে—১, বেলজিয়ামে—১, হল্যাণ্ডে—১, জার্মানীতে—১, সুইজারল্যাণ্ডে—১, ইতালীতে—১, গ্রীসে—১, তুরস্কে—১, ইরাকে—১, ইরানে—১, আফগানিস্তানে—১, সৌদি আরবে—১, ইয়েমেনে—১, আবিসিনিয়ায়—১, সোমালিল্যাণ্ডে

ভারতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকারের হিসাব অনুযায়ী ১৯৪১ সালে ভারতে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৮ জন বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর হিসাবের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ সময় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শতকরা সংখ্যার কোন পরিবর্তন হয় নাই। ১৯৪১ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতে মোট পুরুষের শতকরা ২৯.৩ জন, মোট নারীর শতকরা ৬ জন এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৮.৬ জন বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী ছিল।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে খ্রিষ্টানের হার খ্রিষ্টানেরই সর্বাধিক। খ্রিষ্টান খ্রিষ্টানের হার হইল শতকরা ৩১.৬। তাহার পরই স্থান হইল মুসলমান। এখানকার হার হইল শতকরা ৩৮.৪। শতকরা হার হিসাবে প্রথম হইল বিহার। এখানকার হিন্দুর হার শতকরা ১১। তাহার একটু নীচে হইল উহা প্রদেশের স্থান। এখানকার হিন্দুর হার শতকরা ১১.২। অন্যান্য প্রদেশে হিন্দুদের হার প্রদেশ :—আসাম :—শতকরা ১৮.১ ভাগ; পশ্চিমবঙ্গ :—শতকরা ১১.৪ ভাগ; বোম্বাই :—শতকরা ১১.৫ ভাগ; মাদ্রাজ :—শতকরা ১৪.৭ ভাগ; মধ্যপ্রদেশ :—শতকরা ১৪.৭ ভাগ; উড়িষ্যা :—শতকরা ১৪.১ ভাগ; পাঞ্জাব :—শতকরা ১৭.৩ ভাগ এবং আজমীর মারবাড়া :—শতকরা ২৩.৪ ভাগ।

১৯৪১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী নিম্নোক্ত প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যসমূহে খ্রিষ্টানের হার এইরূপ ছিল :—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যসমূহ :—৪.৮ ভাগ; কোচিন :—৪১.৭ ভাগ, মণিপুর :—১৯.১ ভাগ। ঐ রাজ্যসমূহের ১৯৪১ সালের কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই।

ভারতের সমস্যার আলোচনায় ব্রহ্মদেশ

ডিফেন্স পাবলিসিটি ব্যুরো ইণ্ডিয়ার ছবি এক বিজ্ঞপ্তি হইতে প্রকাশিত হিসাবে প্রকাশ যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের সরকার আইনসভায় বিদেশ ঘোষণা দিয়াছে।

উহার প্রস্তাবে সরকার পরিষদের সংখ্যা বর্তমানের অধিক হইবে সংখ্যা ও কার্যকরী মূলধনের ক্ষেত্রে সরকার ঘোষণা করিয়াছিল। উক্ত বৎসরে উহার প্রস্তাবের সরকার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৫,১১৮ ছিল এবং সরকার সরিতি সভ্য সংখ্যা ও কার্যকরী মূলধন যথাক্রমে ১৯৭১,০০০ ও ৭০.৩০ কোটি টাকা ছিল। ঐ বৎসর ভারতে মোট ১,৬০,৮৭৪টি সমবায় সমিতি ছিল এবং পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। উক্ত বৎসরে সমিতির সভ্য সংখ্যা ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ১১,৭০০,০০০-এ দাঁড়াইয়াছিল এবং উহার কার্যকরী মূলধন ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ২১০.৪১ কোটি টাকায় পৌঁছায়।

সমবায় আন্দোলনের এই উন্নতির মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির দায়ী; কারণ ইহাদের অন্তর্নিহিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭-৪৮ সালে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২২,৯২০ ছিল কিন্তু ১৯৪৮-৪৯ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৭,৯২২-এ দাঁড়ায়। উহাদের কার্যকরী মূলধন ও সভ্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৮৭.৭৩ কোটি টাকা ও ৪৪.৫ লক্ষ দাঁড়ায়।

অসমঞ্জসের দেশের জাতীয় আয়

গত ৩১ মার্চের মাঝামাঝি বৈধানিক কমিটিতে পূর্বীয় এক প্রস্তাব অনুসারে ছির হইয়াছে, অসমঞ্জস দেশগুলি কি ভাবে ভারতের জাতীয় আয় ভাগে লাগাইবেন্দে সে সম্বন্ধে মাঝামাঝি পরিষদ কথা সরকার করিবেন। বৈদেশিক ঋণ প্রভৃতি পরিশোধের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইবেন্দে, সে বিষয়ে বিশেষভাবে খোঁজ-খবর লওয়া হইবে। এই বিষয়ে মাঝামাঝি পরবর্তী অধিবেশনে যাহাতে সমাজ ও অর্থনীতি পরিষদ রিপোর্ট পেশ করা সম্ভব হয়, সে জন্য সেক্রেটারী জেনারেলকে আবশ্যক তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া ৩০—০ ভোটে কমিটিতে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আমেরিকা মাঝামাঝি কোন পক্ষে ভোট দেয় নাই।

সরকারী ও বেসরকারী বৈদেশিক ঋণ ও লগ্নী পরিশোধের ব্যয় এবং সরকারী কর্মচারীদের বেতন প্রভৃতির জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইবেন্দে প্রস্তাবে সে সম্বন্ধে কথা সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে।

কৃষ্ণা প্রতিনিধি মিঃ ভাসিলের মতে যে, তাঁহার মতে অসমঞ্জস অসম বলিয়া মোট ঋণ পরিশোধের টাকাকে মাঝামাঝির মূলধন। তিনি আশা করেন, মাঝামাঝি, মূলধনিরা ও ভারতবিরা বৈদেশিক ইউনিয়নের সহযোগিতায় সরকার যেসব ঋণ মাঝামাঝি চালাইতেছেন, সেগুলি সম্বন্ধেও ইহা মূলধনি করা হইবে।

দিল্লীতে শিল্প-শক্তি সম্মেলন

আগামী জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে শিল্প শক্তি সম্মেলনের যে বিরাট সভার আয়োজন হইবে তাহাতে ৫০ জনের অধিক কৃষ্ণ প্রতিনিধি যোগদান করিবেন। ঐ সভায় দিল্লীতে দূরে যাঁর সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক কমিশনের সম্মেলন হইবে সেজন্যও আজ অনেকেই ভারতে যোগদান করিবেন।

কৃষ্ণ প্রতিনিধিদের মধ্যে স্যার ভিন্সেন্ট সি মেয়ার্স, স্যর লিট্টন, স্যার আর্থার ফ্রেমিং, মিঃ ফে ব্রিটিশ সরকারের এক ডাঃ ই, সি, মেয়ারহেড, আসিবেন।

শিল্প শক্তি সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হয় এবং এই ২৭ বৎসরের মধ্যে ইহা একটি মূলধনে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ছবি সাথে শিল্পের সমস্যা, প্রভৃতি এই বিষয়ে আলোচনা এই সম্মেলনে হইবে।

পৃথিবীর মধ্যে যাতায়াত সম্মেলনের ব্যবস্থা ভারতবর্ষেই হইয়াছে। সম্মেলনে যারা ভারতবর্ষে যাতায়াত পরিষদ সভা বসানো হয় আগে ইংলণ্ড, ফ্রান্সে, জাপান, ইতালি এবং ইতালীয় এখন ভারতে যাতায়াত হইতেছে। এই মাঝামাঝি প্রতিনিধিদের এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। এজন্যই এশিয়ার অন্যান্য মাঝামাঝির বেসরকারী প্রতিনিধি যোগ দিবে।

এই সম্মেলন উপলক্ষে ভারতের ডাকটিকিট একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছে। সম্মেলন ১৩ই জানুয়ারী হইতে ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত স্থায়ী হইবে। প্রদর্শনী এক মাস খোলা থাকিবে।

বি ইণ্ডিয়া প্রেসে, ৬৬ নং আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৩০ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ ; ২৩শে নভেম্বর, ১৯৫০ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়—	২৬১
নেপাল	
প্রাসঙ্গিক—	২৬৩
"চলব বিলুর এলা পাটি"	
চলতি হালচাল	
কলিকাতার বাজার	
কুটীরে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প জাতীয়করণ—	২৬৫
বৈদেশিক—	২৬৭
ডেরা-ডাকুর রোলওয়ে কোম্পানী লিমিটেড	
পণ্যদ্রব্যের বাজার— ...	২৬৮
বাতরি ১৪ লক্ষ টন বাজেয়ত আবশ্যক	
পাইকারী বাজার দর	

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। শেয়ার বাজার—	২৬৯
আজ সপ্তাহে 'কিছু' টাকা	
বাজারের হালচাল	
চটকলগুলিতে কাঁচা পাট সরবরাহ—	
৮। উষায় কুয়াশা ও গৃহস্থের ছবি বর্ণন—	
৯। সংবাদ সংকলন—	
ডলার-আমদানি নিয়ন্ত্রণ	
অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টন চাউল আমদানি	

নেপাল

ভারত সুরক্ষিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। ইহার তিন দিক কৌন করিয়া রহিয়াছে মহাসমুদ্র এবং একদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে হিমালয়ের প্রাচীর। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, ভারতের এই প্রাকৃতিক রক্ষা-ব্যবস্থা যথেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমে পাকিস্থান নামে একটি অবাঞ্ছিত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হওয়ায় ভারতের অসুবিধার কারণ হইয়া উঠিয়াছে; সম্প্রতি ইহার উত্তর দিকেও অসুবিধা দেখা দিয়াছে। হিমালয়ের প্রাচীরে দুইটি ছোট ফাটল—নেপাল ও তিব্বত—চীনের এই অসুবিধা বৃদ্ধি করিতেছে। তিব্বতের বিষয় আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এখন নেপাল।

হিমালয়ের প্রাচীরেও ফাটল ধরিয়াছে বলা চলে। সুতরাং ভারতের নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর সচেতন হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যদি কোনোরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতেই হয়, তাহা হইলে ভারতবাসী যে তাহার জন্য প্রস্তুত এবং সে বিপদের মুখোমুখী দাঁড়াইবার সাহস যে প্রত্যেক ভারতবাসীর আছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তিব্বতের সংবাদ সঠিক জানা যাইতেছে না। কোরোনিল সংবাদ আসিতেছে যে, লাসার ৩৫০ মাইল দূরে লুংজেতে চীনাবাহিনী উপস্থিত হইয়াছে, কোরোনিল আরও বলিতেছে যে, চীনাবাহিনী [illegible]

প্রেস বিবরণ এই যে, চীনা গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তিব্বতের কি কি কথা হইয়া গিয়াছে; তাহার কি কি দাবিদাওয়া আছে। কোন্ কথার সত্য এবং কোন্‌টা মিথ্যা নয়, তাহা এখন নিশ্চয় করিয়া বলা বা জানা সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু সংবাদ যাহাই হোক, ভারতবাসীর সব সময় ভারত সম্বন্ধে সতর্ক থাকা দরকার। তিব্বত শান্তিপ্রিয় দেশ, আধুনিক যুদ্ধে সজ্জিত বিদেশী সেনাবাহিনীকে বাধা দিবার মত সেনাশক্তি তাহার নাই। ভারতও শান্তিপ্রিয় জাতি; কিন্তু আধুনিক কালমতে শান্তিপ্রিয় দেশ হইবার শান্তি ও স্বাধীনতার মূল্য যোগাইতে ভারতও যে শক্তি প্রয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে এবং সে ক্ষমতাও তাহার রহিয়াছে—ইহা সকলের জানা আবশ্যক। নেপাল রাজের সহিত নেপাল প্রধানমন্ত্রীর দ্বন্দ্বেই হইবার ফলে নেপালের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।—নেপালে রাণাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অসাধারণ, রাজা সেখানে নামে মাত্র রাজা—তাঁহার হাতে কোনো ক্ষমতাই নাই। এরূপ ক্ষেত্রে রাজার যদি কোনোরূপ শাসন-সংস্কার করার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলেই তিনি অপরাধী। ১৯৪৭ সালে শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ নেপালে প্রেরিত হন। সে সময় তিনি শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য কিছু কিছু প্রস্তাব পেশ করেন। সেই প্রস্তাবে নেপালরাজের সম্মতি ও সমর্থন ছিল; কিন্তু নেপালের প্রধান-মন্ত্রীর ছিল তাহাতে আপত্তি। তাঁহার কারণ ছিল যে নেপালে যদি শাসন-সংস্কার হয়, লোক-নির্বাচিত ব্যবস্থাপরিষদ গঠিত হয় এবং জনপ্রিয় নেতাদের দ্বারা যদি গভর্নমেণ্ট গঠিত হয়, তাহা হইলে নির্বাচিত নেতাদের দলা হইতেই একজন প্রধানমন্ত্রী হইবেন। রাজা এখনও যেমন, তখনও তেমন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হইয়া রহিবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কোন্ আসন থাকিবে? তাহার কোনো স্থিরতা বা নিশ্চয়তা না থাকায় প্রধানমন্ত্রী নিজেকে অসহায় ও অরক্ষিত বলিয়া বোধ করেন। তাই তিনি স্বৈরাচার-নীতি বজায় রাখিয়া রহিবার জন্য জেদ করিয়া থাকেন।

নেপালের জাতীয় আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়। নেপালের জেল-খানা হাজার হাজার কর্মীতে পূর্ণ হইয়া ওঠে। দেশের সর্বত্র বিক্ষোভ বাড়িয়া উঠিতে থাকে। এই জাতীয় আন্দোলনের প্রতি নেপালের রাজার সহানুভূতি ছিল। তিনি দেশের শাসন ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন কামনা করিতেছিলেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহার এইরূপ মনোভাবের জন্য রাজপ্রাসাদে তিনি প্রধানমন্ত্রীর নজরবন্দী হইয়া রহিতে বাধ্য হন। [illegible]

আসিয়া আশ্রয় লইলেন নেপালে অবস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ভবনে।

বিরূপ পরিস্থিতিতে দেশের রাজাকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ভারত সরকারের চেষ্টায়ই নাবালক রাজা অভিজন করিয়া নেপালরাজ ভারতে আসিয়া পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা একটা বড় রকমের ঐতিহাসিক ঘটনা। আমরা এই ঘটনা অতি নিকট হইতে দেখিতেছি বলিয়া ইহার গুরুত্ব ততটা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না বলিয়া; ভবিষ্যৎকালের ঐতিহাসিকেরা ইহাকে কি চোখে দেখিবেন, একটু চিন্তা করিলেই বেশ বোঝা যায়। ইহার সহিত আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। নেপালরাজের রাজা-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আন্দোলন গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। রাণাদের নাগপাশ হইতে নেপালের অধিবাসীদের মুক্তি করিবার জন্য তথায় সশস্ত্র অভিযান শুরু হইয়াছে। গুরুখা হইতে অভিযাত্রীরা নেপালে প্রবেশ করিয়া কয়েকটি স্থান দখল করিয়াছে।

ভারতের ভূমি হইতে এইরূপ অভিযান চালনা ভারত গভর্নমেণ্ট অনুমোদন করেন না; তাই এদিকে ভারতসরকার কড়া দৃষ্টি রাখিতেছেন। নেপালরাজকে মুক্ত করিয়া আনিয়াছে ভারতসরকার। নেপালবাসীদিগকেও ভারতসরকার রাণাদের কবল হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার পন্থা ভিন্ন। সশস্ত্র অভিযান দ্বারা ইহা করা ভারত সরকারের অভিপ্রেত নহে। নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারত সরকারের সহিত আলোচনার জন্য দিল্লীতে আসিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। যে কাজ আলাপ-আলোচনার দ্বারা করা যাইতে পারে, তাহা তাড়াহুড়া করিয়া সশস্ত্র অভিযানের দ্বারা করিতে যাওয়া সঙ্গত নহে।

নেপালবাসীদের প্রতি প্রত্যেক ভারতবাসীর সহানুভূতি রহিয়াছে; রাণাদের স্বৈরাচারী শাসনের কবল হইতে নেপালবাসী মুক্ত হোক—ইহা সকলেরই অভিপ্রেত। কিন্তু সশস্ত্র অভিযান করিয়া নেপালী কংগ্রেস ভুল করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি। যদি দলে দলে নেপালে প্রবেশ করিয়া আন্দোলন আসানীয় তুলিতেই হয়, তাহা হইলে তাহা কেবল নিরস্ত্র অভিযান দ্বারাই বেশি কার্যকর করা সম্ভব। তাহাতে দেশবাসীর সহানুভূতি ও সমর্থন [illegible] বিশেষ ক্ষেত্র হয় না। অবস্থাও তাহাতে তেমন জটিল হইয়া [illegible] না।

যাহাই হোক, নেপালের সমস্যা [illegible] আসুক, রাণাদের [illegible] নেপালবাসী মুক্ত হোক, [illegible]

প্রাসঙ্গিক

—:০:—

"কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি"—

নূতন একটী রাজনৈতিক দল "কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি" নামে গঠিত হইল। নূতন দলের সভ্যের বা উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজনও মুসলমান নাই, মজদুর নাই, প্রজা বা চাষীও নাই; সকলেই শহুরে ভদ্রলোক, কেহ কেহ জমীদার বা জমীদার ঘরের ছেলে। বাংলার বিভিন্ন পূর্ব্ব অঞ্চলের কর্ম্মকর্ত্তাদের নূতন নির্ব্বাচন হওয়ার ফলে অনেক অঞ্চলেরই বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হন। এই নূতন দলটী সেই বিক্ষোভ ও অসন্তোষের বিস্ফোরণ মাত্র। ইহার আশু ফলাফল পরিষ্কারভাবে জানা না থাকলেও অনুমান করা যায় যে, আগামী বিধানের মাল পয়লা এই দলটী টিকিবে। বিধানের মালে সাধারণ নির্ব্বাচন। কৃষক, মজদুর ও প্রজাদের নাম করিয়া দল গঠনিবার কাল আছে। এই দল অল্প ও অবশিষ্ট রাজিদের মনে ধোঁকা দেওয়া। ঘাট-বজায়, কল-কারখানা ইত্যাদিতে যাহারা সাম্প্রতি পরিচয় করে, রাজনীতির চক্রান্ত হইতে তাহারা অনেক তফাতেই থাকিয়া যায়। এই দল তাহাদের কৃষক সাজিয়া তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইতে পারেন। প্রায় ১০০ জন প্রবীণ কংগ্রেসসেবীর উদ্যোগে এই দল গঠিত হইল। ইহাদের যদি সেবা-ধর্ম্মের প্রতি এত বিশ্বাস ও সেবাকার্য্যের জন্য এত আগ্রহ, তাহা হইলে নূতন দল গঠনের উদ্যোগ-আয়োজনে নিজেদের কর্ম্মশক্তি ব্যয় না করিয়া গঠনতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে থাকিয়াই তো দেশসেবা বা জনসেবা করিতে পারিতেন। নূতন দল গঠনের আয়োজন দেখিয়া সন্দেহ হয়, ইহাদের অন্য কোনো অভিসন্ধি আছে কি না। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের অন্যায় [illegible] করিয়া যাহারা নানারূপ উপদ্রব ও উৎপাত করিয়াছেন, তাহাদের কেহ কেহ এই দলের [illegible] করিয়া দলটীর সর্ব্বনাশ করিবার পরই তাঁহাদের নূতন দল গঠনের আয়োজন হয়। আমাদের [illegible]

ও জোট সম্প্রতি কলাই এই দল গঠনের মূলে উদ্যোগ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তাঁহারা মুখে এই দলে ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাই হইল সব চেয়ে বড় বিপদের দিন। তিনি যৌবনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, দায়িত্বও তাঁহার একদা ঘোষের সম্পদ হইবে, এ কথা জানা যায় নাই। তবে শোনা যাইতেছে, পূর্ব্বে যাঁহারা পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী হইয়াছিলেন কিন্তু এখন আর মন্ত্রী নাই—তাঁহারাও এই দলে আছেন। তাঁহারা মন্ত্রী হইতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহারা কংগ্রেস ছাড়িলেন। ইহার অর্থ হয় এই দাঁড়াইতেছে যে, কংগ্রেসে থাকা নিজের জন্য সুবিধা পাওয়া না-পাওয়ার উপর। যতদিন সুবিধা হইবে, ততদিনই কংগ্রেসের সেবা করা যাইবে। এই নূতন দলকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ। কংগ্রেসের বাহিরে নূতন দল হইলে তাঁহার উপস্থিত হইবারই কথা। শ্রীঅরবিন্দ ১৯১৮ সালে তাঁহার দল লোকমান্য পার্টি লইয়া কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসেন; বাহিরে আসিয়া তাঁহার দল নিজ নিজ যৌবন হইবার এবং দল গঠনের জন্য বেপরোয়া হইয়া সম্প্রতি বোম্বাই কাপড় কলে ধর্ম্মঘটের আগুন জ্বালাইয়া শ্রমিক মজদুরের আর্থিক অভিযানে ও দেশবাসীকে অন্নের অনটনে ফেলিয়াছেন। ইহাতে শ্রমিকেরা শ্রীঅরবিন্দের দলের প্রতি বিমুখ হইয়াছে। তাঁহাদের দলে যেটুকু শক্তি ছিল, তাহাও প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। এই পর নূতন দল গঠিত হওয়ায় শ্রীঅরবিন্দ উৎসাহিত হইয়াছেন। সম্প্রতিকার আশ্রম প্রকাশ করিয়াছেন। আসল কথা এই—যদি দেশের প্রকৃত হিতার্থে কোনো কাজ করা যায় বা দল গঠন করা যায়, তাহা হইলে যে দল ধীরে ধীরে শক্তিমান হইবে; কিন্তু যদি উদ্দেশ্য হয় কোনোরূপ [illegible] হইলে প্রথম প্রথম হয়তো কিছু [illegible]

দেশ ডাকঘর—

রবিবার ডাকঘর পূর্ণ হয় করিয়া [illegible] আমরা লক্ষ্য করি নাই। এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আমরা আমাদের মন্তব্যও জানাইয়াছি। বিদেশী কবিরা স্বদেশবাসীদের কথাই তখন আগাগোড়া বলিয়াছিলেন। ডাকঘরের যাহারা নৈমিত্তিক সভ্যশ্রেণীর পাঠক, তাঁহারা রবিবার দিন সংবাদপত্রহীন হইয়া রহিতে বাধ্য হইতেছেন। এ পর্য্যন্ত সেই দল স্বদেশবাসীর বিষয়ে পরামর্শেই কোনো ব্যবস্থা করিয়াছেন কি না জানি না। সম্প্রতি ডাকঘরের নূতন উদ্যোগের খবর পাওয়া যাইতেছে। বোম্বাই হইতে প্রেরিত এক সংবাদে জানা যায় যে, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা—ইত্যাদি কয়েকটী বড় বড় সহরে খেলা চলার ডাকঘর দেখা যাইবে। ইহার জন্য বিশেষভাবে মাল প্রস্তুত হইবে, এবং যখন মালের ডাকঘর বন্ধ হইয়া যাইবে তখন এই চলন্ত ডাক সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া রাজিযোগে ডাকের ডাকঘর [illegible] ডাকে চিঠিপত্র তুলিয়া দিয়া আসিবে। বাসস্থুর ইহার পরীক্ষামূলক কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে এবং তাহাতে অনেকটা সাফল্য দেখা দিয়াছে। রবিবার ছুটি থাকায় করিয়া তাহার কোনোরূপ বাধা এই নূতন উদ্যোগ করা হইয়াছে কি না জানি না। কিন্তু পরবর্ত্তী উদ্যোগ কেন্দ্রস্থলে সম্বন্ধে কেন্দ্র করিবার রহিয়াছে কেন, ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। তাহাতে গ্রামের সংখ্যা লাখ লক্ষ। এই অগণিত গ্রামের কয়েকটিতে অন্ততঃ এই প্রকারের বা ভিন্ন প্রকারের কোনো ঐতিহ্যিক উদ্যোগ করিলে আমরা অল্পসময়ে সহজভাবে সহযোগী উদ্যোগের প্রেরণা করিতে পারিতাম। দেশের সহরের উন্নতি ও সহরের সুখসুবিধার ব্যবস্থা করিতে গ্রামবাসীরা চিরকালের মত বেপরোয়া হইয়া যাইবে। তাহাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা হোক—ইহাই আমরা চাই।

কলিকাতার বসন্ত—

কলিকাতায় বসন্তের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৪ঠা সপ্তাহ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বসন্তরোগে ৩৩ জনের মৃত্যু ঘটে। এই বসন্ত পরম হইবার পূর্ব্বেই কলিকাতার জন্য [illegible]

যাহির হইতে পারে। পূর্ব পূর্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎসর কলেরার প্রকোপ কিছুটা আগে হইয়াই গিয়াছে। সহরের স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক। টীকা লইবার বিধি বেশ ভালো হইয়াছে এবং প্রত্যহ টীকা দিবার ব্যবস্থা হইতে পারে; কিন্তু তাহাই যেন যথেষ্ট না হয়। লোকে কেন টীকাদি সম্বন্ধে এরূপ নিশ্চিন্ত ও উদাসীন, একটু ভাই খাঁটাইয়া কলিকা টীকাগ্রহণ কেন্দ্রে যাইবার দোষ পর্যন্ত তাহাদের নাই। তাহাদের সকলের কাছে—"আমার কিছু হইবে না।" এরূপ মনোভাব নিরাপদ। টীকা দেওয়ার জন্য যাহারা ঘরে ঘরে যাইবে তাহাদের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা সকলেরই কর্তব্য। কিন্তু জনসাধারণের দায়িত্বজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া সহরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কর্পোরেশনের উদাসীন হওয়া ঠিক হইবে না। ঘরে ঘরে গিয়া টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সেজন্য কিছু অবশ্য কর্পোরেশনের টীকাদার ঘরে গিয়া টীকা দিয়া আসেন। কিন্তু কর্পোরেশনকে আমরা আরও একটু বেশি উদ্যোগী হইতে বলিয়াছি। প্রত্যেক পাড়ার ডাক্তারেরা পল্লী ভাগ করিয়া প্রতি পল্লীর প্রতি ঘরে গিয়া যদি টীকা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে ভালো হয়। তাহাদের আহ্বানের প্রতীক্ষায় না থাকিয়া ডাক্তারের যদি পাঠানো যায়— তাহা হইলে, হয়ত কিছুদিনের মধ্যে অধিবাসীরা এই প্রতিষেধক গ্রহণ করিতে পারে। তাহারা টীকাদারকে ডাকিয়া বা ফেরত দিয়া টীকা দিয়া আসিবে, এমন তো মনে হয় না। এই অনোভাব অবশ্য দূর করিতে সকলেই বাধ্য হয়।

The Imperial Tobacco Company of India Limited. Successors to W. D. & H. O. Wills, Bristol & London. Cigarettes made in India.

বৃটেনে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প জাতীয়করণ

—:০:—

গভর্নমেণ্ট লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় যেটা রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্তমান ঐ উত্তেজনা কিছিৎ প্রশমিত হইয়াছে তথাপি এই সম্পর্কে কতকগুলি বাস্তব সমস্যার সমাধান এখনও করা বাকি রহিয়াছে। বিরোধী দলের অনাস্থা প্রস্তাব নাকচ হইয়া যাওয়ায় ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে, আইনে যে বিধান আছে তাহা কার্যকরী করা হইবে। ২রা অক্টোবর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশনের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ১৯৫১ সালের প্রথম ভাগে যে কোনও একদিন ১৭টি লিমি প্রতিষ্ঠানের মালিকানা গ্রহণ করা হইবে।

অনুমান করিয়া রাজনৈতিক বিতর্ক শেষ হইয়াছে যে, আয়রণ এণ্ড ষ্টীল একটু কার্যকরী হইলে উৎপাদন ক্ষেত্রে অতি সহজেই হইবে। সত্যই যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে ইহা অতি সাংঘাতিক হইবে, বিশেষ করিয়া জাতির সম্মুখে যে সময় পূর্ণ অস্ত্রসজ্জীকরণের কার্যসূচী রহিয়া গিয়াছে।

এই বিরোধমূলক আইন প্রবর্তিত হইলে পর্যন্ত কি ফল দাঁড়াইবে তাহা এত শীঘ্র বলা যায় না। এই আইন চিরস্থায়ী হইতে যাইতেছে কি না তাহাও সঠিক করিয়া এখন বলা চলে না; কারণ মিঃ চার্চিল এবং রক্ষণশীল দল বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে যদি তাঁহারা কখনও ক্ষমতা পান তাহা হইলে এই আইন বাতিল করিয়া দিবেন।

গত পার্লামেণ্টে অন্যান্য শিল্প জাতীয়করণের যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা হইতে এই আয়রণ এণ্ড ষ্টীল একটু পৃথক। এই আইন দ্বারা শিল্পের যে মোট প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহা তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। কয়লা বোর্ড এবং বিদ্যুৎ শিল্প কর্তৃপক্ষ মোট প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিয়া ইহার ডিরেক্টরদের বাতিল করিয়া দিয়াছে। ইহার পরিবর্তে কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক ভিত্তিতে নূতন কাঠামোর গঠন করিয়াছে। ইহা সত্য যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুরাতন ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ নায়কদল মোটামুটিভাবে রাখা হইয়াছে; তবে পরিচালন ব্যবস্থা নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে।

আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশন ১২টি কোম্পানীর সমস্ত শেয়ারের অল্প ক্রয় করিয়া লইবে, কিন্তু পরিচালন ব্যবস্থা এবং ডিরেক্টর বোর্ডের উপর কোনও হস্তক্ষেপ করা হইবে না। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই ইহার নিজ নিজ ব্যাঙ্কে হিসাব চালাইতে থাকিবে—

বর্তমান পর্যন্ত নূতন কর্পোরেশন প্রয়োজনের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে।

বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় যেটি শিল্প যে অবস্থায় পরিচালিত হইত, ঐই পরিচালনায় সেই শিল্প সেই অবস্থা অবলম্বন করিয়াও সমভাবে উন্নতিলাভ করিতে পারে। প্রতিষ্ঠানগুলির বোর্ড, উৎপাদন, মূল্য নির্ধারণ এবং বাণিজ্য-নীতি সম্পর্কে কর্পোরেশনের নির্দেশ মানিয়া চলিবে। ডিরেক্টর নিয়োগের ক্ষমতা কর্পোরেশনের হাতে থাকিবে। কোম্পানীগুলিকে

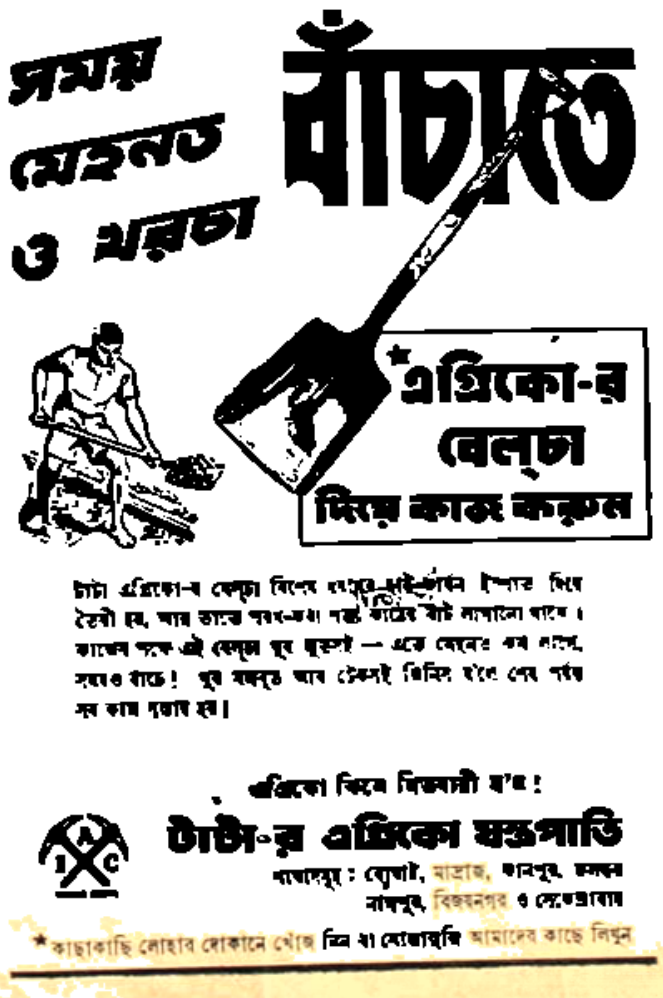

[illegible] হবে। এই ব্যবস্থা করিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। ইহা ছাড়া শিল্পের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের প্রশ্নও রহিয়াছে। ঐতিহাসিক পরিকল্পনা বলিতে বর্তমান পরিকল্পনা বুঝানো হইতেছে না। ইহা দ্বারা ১৯৮০ সালের প্রয়োজন বিবেচনার জন্য যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহা কার্যকরী করা সম্ভবে বলা হইতেছে।

এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত ব্যবস্থাই ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইয়া চলিবে এবং কর্পোরেশন কেবল তার বন্টনের ক্ষেত্রেই কর্তৃত্ব রাখিতে পারিবে। সুতরাং এই শিল্প নিজে কাঁচামাল [illegible] কার্য করিতেছেন, ভবিষ্যতেও সেইভাবে কার্য করিবেন। যেখানে অভাব সেখানে যেরূপ পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রেও তাহাই করা হইবে। ইহা একটি পরিবর্তন মাত্র, আকস্মিক বিপ্লব নহে। (জন সিমলে)

•

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত **মার্টিন** বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্বতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পয়েণ্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও মরলা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্য্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা-১।

মৌথিক—

চেরা-ছাতক রোপওয়ে কোম্পানী লিমিটেড

—:০:—

গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত যে বৎসর সমাপ্ত হইয়াছে তৎসম্পর্কে প্রদত্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, চেরাঙ্গাছক রোপওয়ে কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণ গত '৪৮ ও '৪৯ সাল অপেক্ষা যথাক্রমে ১,৭১,৩৯০৲ ও ১,৩৪,৭১৮৲ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। তবুও কোম্পানীর কার্য্য সন্তোষজনক বলিয়াই পরিচালক বলিতে হইবে; কারণ, আলোচ্য বৎসরে উদ্বৃত্তির দুই বৎসর অপেক্ষা যথাক্রমে ৩,৭১১ ও ৪,১৭৪ হাজার টন অধিক কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছে। মোট বাহিত মালের পরিমাণেও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু আলোচ্য বছরের শেষ দিকে পাকিস্থানে এবং উহার ভিতর দিয়া কয়লা প্রেরণে বাধা-নিষেধ আরোপিত হওয়ায় প্রেরিত মালের মোট পরিমাণ অত্যধিক হ্রাস পাইয়াছে। তথাপি কোম্পানী পূর্ব্ববর্ত্তী বছরের লভ্যাংশ বিতরণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ্চে সমাপ্ত বছরের পরীক্ষিত হিসাব :—

যাহা অন্তে বছর	১৯৫০	১৯৪৯
	টাকা	টাকা
নীট লাভ	১,৩৭,৭১১	৩,৩৮,৪১১
অন্য	১৬,১২৪	১,১৪,৭৭৭
সমস্ত	৯৩,০৪৯	৪১,৫৭৭
অগ্রদায় অধিকার		৮৪,০০০
লভ্যাংশ অতিরিক্ত		৪১,৫৮৫
জের (অগ্রদায় লাভ)		১৮,৪১৮
লভ্যাংশের দান :—		
অগ্রদায়		

নীট লাভের ১৩৬,৭১১৲ টাকা হইতে অবশ্যার ১৬,১২৪৲ (১৮,৫৭২৲) ও অগ্রদায় খাতে ৬৩,০৪৯৲ (৫১,৬৭৭৲) বাদ যাইয়া অবশিষ্ট ৩০,৫৩৮৲ টাকার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অগ্রদায় লভ্যের জের ১৬,৯৮৭৲ যোগ করিয়া মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭১,৫০৫৲ টাকা। এই টাকা কোম্পানী নিম্নলিখিতভাবে বিলির প্রস্তাব করিয়াছে :—

কোম্পানী কর্ত্তৃক মেয়াদী ঋণের লভ্যাংশ হইতে বাদ না দিয়া বার্ষিক শতকরা ৮৲ টাকা হারে (অর্থাৎ শেয়ার প্রতি ৮/০ আনা হিসাবে) লভ্যাংশ ৫১,৫৬২৲ এবং উদ্বৃত্ত ৩৯,৯৪৩৲ টাকা অগ্রদায় খাতের জের।

পাকিস্থানে এবং উহার ভিতর দিয়া কয়লা প্রেরণ অসুবিধা হওয়ায় পরিচালকমণ্ডল লভ্যাংশের হার বৃদ্ধি না করিয়া পূর্ব্বানুরূপ রাখাই উচিত মনে করিয়াছেন।

আলোচ্য সময়ের শেষ দিকে কয়লা প্রেরণে বাধা-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও কোম্পানীর গত পাঁচ বছরের প্রেরণ কার্য্য নিম্নরূপ :—

বর্ষ-শেষ	বাহিত মাল	মোট আয়
	মণ	টাকা
৩১শে মার্চ্চ ১৯৫০	৬,১৩,৮০৩	২,১৬,৮৩৩
৩১শে মার্চ্চ ১৯৪৯	৪,৯০,৫৪১	১,৯১,৫১১
৩১শে মার্চ্চ ১৯৪৮	৬,০৩,১৪১	১,৯৮,৩৯০

এই কয় বৎসর কয়লা উত্তোলন ও প্রেরণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে :

বর্ষ-শেষ	উত্তোলন	প্রেরণ
৩১শে মার্চ্চ ১৯৫০	১৩,০৪২ টন	১১,১১৯ টন
৩১শে মার্চ্চ ১৯৪৯	১৮,৯৭৮ ,,	৪১,৭৪১ ,,
৩১শে মার্চ্চ ১৯৪৮	১১,৪৪১ ,,	১৫,০৩১ ,,

কৌশলায় পাথরের বেকাবিন্যাস যন্ত্রের সম্প্রসারণ সম্পন্ন হইয়াছে এবং কাজ আশানুরূপ হইতেছে।

ম্যানেজিং এজেন্ট্স্— মেসার্স বিলেশ্বর আন্দুলকর এণ্ড কোং লিঃ।

মূলধন :—অনুমোদিত ১০,০০,০০০৲, বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত ৪,১৫,০০০৲, প্রেফারেন্স ৫৲ হিসাবে ১৫,০০০টি অংশীদারী শেয়ারে।

বিবিধ পক্ষের দায়াংশ—

দায় :—	৩১-৩-৫০
	টাকা
মূলধন, অগ্রদায়ীকৃত	৪,১৫,০০০
অগ্রদায় অধিকার	৪,১০,০০০
ঋণ	১,২৪,৪৮৭
জের, অগ্রদায় লাভ	৫৫,৯৪০
মোট	১০,৪৬,৪২৯
সম্পত্তি :—	
মোট স্থায় সম্পত্তি	১০,২৫,২৪৯
অবলুপ্ত	৯,১১,৮১১
নীট স্থায় সম্পত্তি	৪,৮১,৩৮০
লগ্নকার	১৯,৭২১
বন্ধুক দান	১,৫১,২৪৮
বাকী পাওনা	৮৯,৮১৪
নগদ বিনিয়োগ	১,১৪,৮৭৪
অতিরিক্ত-লাভ-কর জন্য	১৪,৩১২
নগদ	১৩,০২০
মোট	১০,৪৬,৪২৯
ন্যস্ত সম্পত্তি	৯,১৪,০৭১

সপ্তাহের বাজার—

বাড়তি ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি

—:০:—

গত সপ্তাহে পার্লামেন্টে খাদ্য সম্পর্কিত আলোচনাকালে খাদ্যসচিব শ্রীযুক্ত বৃষ্টি জানান যে, এ বৎসরের মধ্যে বিদেশ হইতে আরও ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হইবে। ইহার পূর্বে ঠিক ছিল যে, ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ৫ বৎসরে বিদেশ হইতে আনা হইবে; কিন্তু জাহাজের খাদ্যাবস্থা বিবেচনা করিয়া এই পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। এই জন্যে পূর্বপরিকল্পনা পরিবর্তন করা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত বৃষ্টি জাহাজ সচিব জানান যে, এইরূপে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইল বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা [illegible] ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে জাহাজের খাদ্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে লাভ সম্ভব নয়। অর্থাৎ পূর্ব নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জাহাজ খাদ্যে পরিপূর্ণ হইতে পারিবে; কিন্তু এই সামান্য বিলম্ব করিতেছে দুটি বিষয়ের উপরে। প্রথম হইতেছে, উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ বিদেশে প্রেরণ করার শক্তি কে বিটেন রহিতেছে, দ্বিতীয়তে জাহাজের চাপ আসিয়া না পড়া। কিন্তু কি ভাবে এই দুইটি বিষয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে শ্রীযুক্ত বৃষ্টি কোনরূপ ইঙ্গিত করেন নাই বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এই বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত করা হয়তো সম্ভবও নয়। গত ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে অনিশ্চিত জাহাজের আসিয়া ভারতে পৌঁছে। তাহার কম প্রমাণ ছিল না। সুতরাং এইরূপ অভাবনীয় চাপ আসিয়া পড়ুক, ইহা আমরা চাহি না। কিন্তু যদি এরূপ আসিয়া পড়ে তাহা রোধ করাই বা যাইবে কি উপায়ে? তাহার উপর যুদ্ধ ও যুদ্ধবিরতি তো সরকারী উদ্যোগের দ্বারা রোধ করা যায় না। অতিরিক্ত যা আমদানী করা সম্ভব সরকারী প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভব হয়। এই কারণেই দুইটি বাধিকে লইয়া চলিতে হইবে। এবং দুইটির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

চিনি—

খাদ্যসচিবিতি সম্পর্কে আলোচনাকালে তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুক্ত বক্সী অনেক যে, বিদেশ হইতে চিনি আমদানি করিতে গভর্নমেন্ট অনেক বেশি ব্যয় নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহার ৮৫৫ মোট ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা বাকি মোকসান হইয়াছে। এবারে আন্তর্জাতিক চিনি কনফারেন্স বিশেষ হইবার চিনি আমদানি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া উচ্চ দরের উক্তি হইতে জানা যায়। তিনি বলেন, সেই কারণেরই আমদানি করিবার ব্যবস্থা না দেওয়ায় অনে উচ্চ পরিমাণ অর্থ লোকসান হইয়াছে। উক্ত আমদানী বাকি অনেক কম দরে চিনি সংগ্রহ করিতে পারিত।

যদি করিতেও দেওয়া যায় যে, এই অভিযোগ সত্য, তাহা হইলেও অন্নদাতাদের পক্ষ হইতে অনেক কথা বলিবার আছে। কোন কারবারীকে গভর্নমেন্ট অনুমতি দিলে না কেন, তাহার বিচার আবশ্যক। কারবারিগণ বিদেশের আচরণের দ্বারা নিজেরা নেহাৎই অধিকারী হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যদি অনুমতি দেওয়া হইত, এবং তদ্দরে সেই কারবারী বিদেশ হইতে চিনি সংগ্রহ করিতে পারিত, তাহা হইলেও অন্নদাতাদের তাহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইত বলিয়া মনে হয় না। আমদানি করা চিনি যে তাহাদের বাজারে হাজির হইবেই তাহার নিশ্চয়তা কি। এবং যদি বা হাজির হইত তাহা হইলেও তাহা দেশবাসী কি ভাবে পাইত, তাহাও বিবেচ্য। টাকা লোকসান দিয়াও যদি দেশে চিনি বিতরণ ও বণ্টন করা সম্ভব হইয়া থাকে অথবা হইলে উহা লইয়া অবশ্য আলোচনার কোনো কারণ দেখা যায় না।

পাট ও তুলা—

খাদ্যশস্যের সঙ্গে সঙ্গে পাট ও তুলার যথেষ্ট পরিমাণে অর্জনের একান্তপক্ষে চেষ্টার ফলে খাদ্য উৎপাদন যে কিছুটা বিঘ্নিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের ভিন্ন ধারাইয়া তাহা এবং খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্যের কোনরূপ দেওয়া গভর্নমেন্টের নাহিক। এই কারণেই গভর্নমেন্টকে এক কোটি এই ভিন্নিক পণ্য উৎপাদনে অনুমোদন করিতে হইয়াছে।

পাইকারী বাজার দর

কলিকাতা

চৈত্র—মসিনা ১৫৲, নারিকেল (কোচিন) ১৫৲, সেসাম ১৮৲, রাসন (শিপমেন্ট) ১৬৲, চিনি ৬৬৲, অহরা ৬৬৲, বেড়ি ৬৩৲, জিঙ্ক ৮৮৲।

বৈশাখ—মসিনা (বোম্বাই মত) ৩৬।০, ৩৬৷৵০, ছোট ৩২৲—৩৩৲, চিনি মত ৩৷৵০—৩৷৵০, ছোট ৩০৲, বাদাম বাদা ৩১৷০—৩৪৷০, খোসাসহ ১৮৲—২৪৲, জিঙ্ক বাদা ৩২৲—৩৩৲, কলাই ৩২৲—৩৩৲, মহুয়া ২৷৵০, বেড়ি আমদানী ২৷১৷০, নিমবীজ ১৮৲।

কলাই—ঘটর দালে ১৯৲—১৯৷০, সৌদা ১৫৲, মুগ সাদা ২৮৷০, নিজামসাদা ১৯—১৯৷, মসুর বড় ২৷১৫০ ২৷১৬০, ছোট ১৮৲—১৯৲, অড়হর বিহার ১৫৲, বালো ১৪৷০, দেশোয়ালী বিহার ১৮৲—১৮৷০, বালো ১৬৷৵০—১৭৲।

ধান—মুগ ২৷১৷০—২৷৪৷০, অড়হর ১৪৷০ ২৩৲, মসুর বড় ১৪৷৵০—১৬৲, ছোট ২৪৷০, মটর ১৯৷০ —১৯৷০, ছোট ৯২৲—২২৲; দেশোয়ালী ২৪৷০।

কানপুর

চৈত্র—মসিনা ১৪৲, বেড়ি ৫৪৲, চিনি ৬৪৲, চিনাবাদাম ১৯৲।

বীজ—মসিনা (বলদে) ৩৬৷০, মসিনা (কালো) ৩৩৲, চিনি (বড়) ৩০৲, চিনি (ছোট) ২৭৲, বেড়ি ২৩৲, মহুয়া ২১৲, চিনাবাদাম ১৮৲—২৬৲।

ধান—অড়হর ১৪৷০, মুগ ১৭৷৵০, মসুর ১৮৲, মটর ১৭৲।

বোম্বাই

খাদ্যশস্য—গম ১৮৷০, জোয়ার ১৬৲, বাজরা ১৩৲, যুয়ার ১৪৷০।

কলাই—মটর (সাদাদানা) ১৪৷০, মটর (লাল) ১৮৲, অড়হর ১৪৲, মুগ ১৮৲, মসুর ১৮৲।

গুড়—১৮৲, চিনি (ক্রেশিং) ৩৬৷০, চিনি (বেলাইনী বাজার) ৪৬৲, অসংশোধী ৪৬৲।

তৈল ও তৈলবীজ—মসিনা ৩০৲, চিনাবাদাম (দেশী) ১৬৲, কুসুমবীজ ১৪৪৷০, মসিনা তৈল ৮৪৲, চিনি তৈল ৭৪৲।

পেয়ার বাজার—

মাঝ সপ্তাহে কিছুটা উন্নতি

—:—

কলিকাতা, ১৮ই নভেম্বর, শনিবার—এ সপ্তাহে আরম্ভে কলিকাতায় পেয়ার বাজার বিশেষ ঢিলা ভাবেই শুরু হয়। কাইলার বাজারে কিছুটা লভ্য-ত্যাগ করে। কেনা-বেচার কাজ যা-একটা হয় তা এত যৎসামান্য যে তাহার পরিমাণও খুব সামান্যই ছিল।

মূল্যবিভাগে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। নয়ন ১৪৲ হইতে ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ৪০৲ হইতে কিছুটা কেনা-বেচা হয়। পাটবিভাগে এর প্রায় একেবারেই থাকে। হাজরার দর ৩৭৸/০ হইতে ৩৮৸/০ আনায় উঠিয়া আসে। কোট গ্রীণার ৫৩৲ পর্যন্ত দরে কিছুটা পরিমাণ লাভ করে। কামারহাটির দর হয় ৩০৲ পর্যন্ত। বেঙ্গল ১৬৲ টাকায় স্থির থাকে।

ইন্ডিনিয়ারিং বিভাগীয় শেয়ার প্রায় অবিচলিত থাকে। ইন্ডিয়াম আয়রন বাজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই চাহিদার প্রভাবে দর ২৯৸০ হইতে ৩০৸০ আনায় উঠিয়া আসে। জেসপ ১২৲ টাকায় ও মার্টিন ৮৫/০ আনায় স্থির থাকে। বিবিধ বিভাগে সামান্যই আগ্রহ দেখা যায়।

সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে বাজারে কাজ-কারবার পরিষ্কার ভাবেই হইয়া থাকে, তবুও মোটামুটি দর বৃদ্ধি পাইবার লক্ষণ এখানে সেখানে কিছুটা উন্নতি দেখা যায়। এই দিন অবশ্যবিভাগ বিশেষ কিছু চাহিদা থাকে আলোচনাসাপেক্ষে কিছুটা উন্নতি ঘটে, উহার দর বৃদ্ধি পাইয়া ৩০৸০ আনা হয়। জেসপের ১৩৸০ আনা পর্যন্ত উঠে। ইন্ডিয়াম-কারবার বন্ধ।

পাটের চাহিদা সামান্য আসিয়া যায়। কিন্তু মোটামুটি ভাবে দর একই রূপ ছিল বলা চলে। হাজরা ৮৲ টাকা ও কোম্পানি ১৬৲ টাকা দর হয়। বালী ২৬৲ টাকা দরে কাজ-কারবার করে। ইন্ডিনিয়ারিং শেয়ারের মধ্যে ইন্ডিয়াম আয়রন ছাড়া একই রূপ ছিল; ৩৭/০ ও ৩৮/০ আনা ভাবে দরে সামান্য ওঠা-নামা করে।

বিবিধ বিভাগীয় শেয়ারের প্রতি বাজারে তেমন কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। বি আই করপোরেশন ১৬৸০ ও ইন্ডিয়ান কেব্‌ল্‌ ৫১৸০ আনা দরে কেনা-বেচা হয়। আসিয়া হোটেলস ১৬৸০ আনা দরে কাজ-কারবার করে।

ইহার পরের দিন বাজারে ঘাটতিতে সামান্য উন্নতি দেখা যায়। ইহার কারণ বোম্বাই হইতে এইরূপ সংবাদ আসিয়া পৌঁছায় যে, পাকিস্থানী টাকার দর হ্রাস করা হইবে। বোম্বাইতে অনুরূপ ঘটিয়া চলিবার আগ্রহের ফলে কলিকাতার শেয়ার-বাজারেও উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে বিভিন্ন শেয়ারের দর কিছু বৃদ্ধি পায়। হাট্টা কড়ুই পাটের বাজার নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং পাট কেনা-বেচার কাজ সরকারের কড়ুক পরিচালিত হইবে এইরূপ সংবাদ প্রচার হওয়ার ফলেও পাটের বাজারে ইহার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। কেনা-বেচার কাজও তেমন হয় না। এবং কাজ-কারবারে মোট পরিমাণও বহু-কিছু বাকিয়া যায়। ফলতঃ বিভাগের কোনো পরিবর্তন ঘটে না. হাজরা ১৩৸/০, ১৩৸/০ আনায় মধ্যে ওঠা-নামা করিতে থাকে। ইন্ডিনিয়ারিং শেয়ারের মধ্যে ইন্ডিয়াম আয়রনের দর বৃদ্ধি পাইয়া ৩০৸০ আনা হয়। জেসপ ও মেসার্সের পরিমাণ পূর্বদিনের ১৮৸০, ১৭০ আনা পর্যায়ে স্থির ছিল।

সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে কলিকাতা শেয়ার বাজারে পাকিস্থানী ৫৲ ঋণের (১৯৮৮) সরকারী কাগজের দর চার আনা হ্রাস পাইয়া ১৫৸০ আনা হয়। এইরূপ হ্রাস পাওয়ার মূল বোম্বাই, বাড়ী বলা চলে। বোম্বাই হইতে এইরূপ দর হ্রাসের সংবাদ আসায় স্থানীয় এখানে দর হ্রাস পায়।

বোম্বাইয়ী উপনিবেশে অবকাশ উপলক্ষে শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল।

আজকালের হালচাল

কোম্পানীর কাগজ—৫৲ ঋণের (১৯৫৮) দর ৯৫৲ ৯১৸০ ৯৯৸০ ৯৯৸০; ২৷৷০ ঋণের (১৯৫৫) দর ১০৯৸০; ২৷৷০ ঋণের (১৯৬১) দর ৯৯৸০; ২৸০ ঋণের (১৯৭৫) দর ৯৫৸০; ৫৲ ঋণের (১৯৪৭-৫৪) দর ১০১৸০; ৫৲ ঋণের (১৯৫৭) দর ১০৯৸০ ৫৲ ঋণের (১৯৫৮-৫৪) দর ১০৯৸০; ৫৲ ঋণের (১৯৫৯-৬০) দর ১০১৲; ৫৲ ঋণের (১৯৬০-৬৪) দর ৯৯৸০; ৪৲ ঋণের (১৯৬০-৭০) দর ১০৮৸০। ব্যাঙ্ক—ন্যাশনাল ১৮০; ইন্ডিয়ান (পূর্ব্ব আফ্রিকা) ১৯৯৲। কাগজের কল জগদ্দল ৯৫/০ ৯৬/০। কয়লা—বেঙ্গল ৫৩৬; রাজমহল ১৫৯০ ১৬৯/০; সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া ৪৯৸০; সিঙ্গি পীরমুদ ১৮৸/০; সেণ্ট্রাল ১৯৲; জামদেদ ২৪০; ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৬৯০। পাট—এ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়া ৩০৲; বেলেঘাটিয়া ৩০৲, ৩০৫; ফিংরাপাড়া ৭৯, ৭৮৫; রাজকুমার ৩৫৸০ ৩৫০; ঔকিনারা ২৩০, ২৩৲; বালী ২২৲; বর্ধমান ১৮৬/০; প্রেসিডেন্সি ৭৬৸০; বিশ্বনাথ ২৫৲; ইউনিয়ন ২৫০৲। বিবিধ—আর্যা কর্পোরেশন ৩, ১৬/০; বেঙ্গলিয়ান মাইকা ৮৸০; ইন্ডিয়ান ওপার ৩৲; টাকার ঈজি ৬/০; আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ৭৮/০ ৮০৸০; বোম্বে আলী ৬৮/০; আসানকাটা ইলেক্ট্রিক ১৬৸০; জয়ন্তীয়া ইলেক্ট্রিক ঈজি ২০৲ ২১৸০; ইন্ডিয়ান আয়রন ৩০৮/০ ৩০৸০; জেসপ এণ্ড কোং ১৯৬/০; ঈজি কর্পোরেশন ২১৸০ ঈেস্টার্ণ ইলেক্ট্রিয়াল ৬৸০; এক্সেল ব্রাদার্স ৩০৸/০; বি আই কর্পোরেশন ১৮০ ৪৮৸০; আসানকাটা টিম্বর ২১৸০ ২১৲; ইন্ডিয়ান কেব্‌ল্‌ ৫১৸০; জার্ডিন হেণ্ডারসন ১৬৩৲; মার্টিন বার্ণ ১৬৸০ ১৬৮/০; মেসার্স কর্পোরেশন ৫৮০ ৫৬৸০; রোটাস ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ৪৸০; বি বি পেপার ১৬/০; অর্ণব ইন্ডিয়া অয়েল ৮৸০; অভিনেট পেপার ৪১৸০; ইউনাইটেড ২৮৲ ইউনাইটেড (২য় প্রেফ) ১০৮৸০; আসাম লাইট ৮৸/০; ইন্ডিয়া ইলেক্ট্রিক ৭৸০। চা—বাগড়াকিয়া ৩০৲; বেঙ্গলস ৩৫৸০; ডিব্রুগড় ৯৫/০; হলদাবাড় ৩২৸০; ঈষ্ট ইন্ডিয়া ২০৸০ ১৯৸০; বাগিরায় ৩৭৲; জেরপুর ২৫৸০; টাকভার্ড ৭৬/০।

সোনা ও রূপার দর

কলিকাতা, ১৮ই নভেম্বর—খাঁটি সোনা (প্রতি তোলা) ১০৮৸/০; বড়বাজার (প্রতি তোলা) ১০৮৸/; মিনি (প্রতিভরি) ৭৫৸/; রূপা (প্রতি এক শত তোলা) ১৭১৲০; ঐ গুলা (প্রতি এক শত তোলা) ১৭৯৲০।

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক এণ্ড ব্রাদার্স, ২৮ শেয়ার মেন।

বোম্বাইয়ে সোনা ও রূপার দর

বোম্বাই, ১৮ই নভেম্বর—সোনা প্রতি ভরি ১০৯৸৹, মিনি প্রতি ভরি ৭৫৲; রূপা প্রতি ১০০ শত ভরি ১৮৯৲০।

চটকলগুলিতে কাঁচা পাট সরবরাহ

—:—

সম্প্রতিকালে দুধানেই বিশেষজ্ঞ দল প্রেরণ করিয়া ভারতীয় চট শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে যে তদন্ত করা হইয়াছে তাহার ফলে ভারত গভর্নমেণ্ট চটকলগুলিতে কাঁচা পাট সরবরাহ ব্যাপারে উন্নততর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় কিনা তাহা বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটির সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের অভিমতসমূহ যাহাতে সরকারের নিকট পেশ করিতে পারে তজ্জন্য পাট বিক্রয় সমিতি সমিতি সকল মহলের সহযোগিতার আবেদন জানাইয়াছেন। ইহাতে তিনি বিশেষ আনন্দিত।

দুঃখের বিষয় এই যে, কাঁচা পাটের অভাব বর্তমান যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণটি চটকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি আশা করেন যে, অতঃপর কাঁচা পাট ক্রয় ও সরবরাহের ঐ নূতন ব্যবস্থার ফলে উৎপাদক অনুবিধা দূর হইবে এবং চটকলগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা পাট পৌঁছিবে।

পাটশিল্প ও চটকল শিল্প ভারতের যুদ্ধোদ্যমের ও অর্থনীতির বিশেষ অঙ্গ ও অপরিহার্য বলিয়া ভারত সরকার যে, চটকলগুলির উৎপাদন অব্যাহত রাখিতে বদ্ধপরিকর তাহা এই ব্যবস্থা দ্বারা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কাঁচা পাট সরবরাহের ব্যাপারে নীতি যে অনুসরণ করা হইতেছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে করি। কেন্দ্রীয় ঐ পাট ক্রয় বোর্ড পাটের মূল্য নির্ধারণ করিবেন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ক্রয়কারী সমিতিগুলির প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিবেন। এই কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া কেন্দ্রীয় ক্রয়কারী সমিতি বিভিন্ন পাট ব্যবসায়ী সমিতিগুলির সহিত পাট বিক্রয় সম্বন্ধে যে সব চুক্তি করিয়াছিলেন, সেগুলি বাতিল করিয়া দিতে হইবে। তবে ঐ সব চুক্তি ঐতিহাসিক দলিলরূপে কিছু চুক্তি পূরণ করিবার নিমিত্ত কিছুদিন সময় অবশ্য দেওয়া হইবে।

ঐ নূতন পাট ক্রয় বোর্ড যাহাতে সরবরাহের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে তজ্জন্য পাট বিক্রয় সমিতি সমিতি সকল মহলের সহযোগিতার আবেদন জানাইয়াছেন। ইহাতে তিনি বিশেষ আনন্দিত।

দুঃখের বিষয় এই যে, কাঁচা পাটের অভাব বর্তমান যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণটি চটকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি আশা করেন যে, অতঃপর কাঁচা পাট ক্রয় ও সরবরাহের ঐ নূতন ব্যবস্থার ফলে উৎপাদক অনুবিধা দূর হইবে এবং চটকলগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা পাট পৌঁছিবে।

পাটশিল্প ও চটকল শিল্প ভারতের যুদ্ধোদ্যমের ও অর্থনীতির বিশেষ অঙ্গ ও অপরিহার্য বলিয়া ভারত সরকার যে, চটকলগুলির উৎপাদন অব্যাহত রাখিতে বদ্ধপরিকর তাহা এই ব্যবস্থা দ্বারা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কাঁচা পাট সরবরাহের ব্যাপারে নীতি যে অনুসরণ করা হইতেছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে করি। কেন্দ্রীয় ঐ পাট ক্রয় বোর্ড পাটের মূল্য নির্ধারণ করিবেন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ক্রয়কারী সমিতিগুলির প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিবেন। এই কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া কেন্দ্রীয় ক্রয়কারী সমিতি বিভিন্ন পাট ব্যবসায়ী সমিতিগুলির সহিত পাট বিক্রয় সম্বন্ধে যে সব চুক্তি করিয়াছিলেন, সেগুলি বাতিল করিয়া দিতে হইবে। তবে ঐ সব চুক্তি ঐতিহাসিক দলিলরূপে কিছু চুক্তি পূরণ করিবার নিমিত্ত কিছুদিন সময় অবশ্য দেওয়া হইবে।

নিয়মাবলী

"আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

- মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।
- ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।
- ষাণ্মাসিক মূল্য তিন টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য

'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'

"আর্থিক ভারত" এবং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা,

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

উদ্বাস্তু কৃষক ও গৃহস্থদের জমি বণ্টন

—:০:—

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্প্রতি কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এরাজ্যে আগত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থাগুলির বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, প্রতিবছর গড়পড়তা ৩ লাখ সরকারী পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে মোট ১৭০০ টি জমি উদ্বাস্তু কৃষি পরিবারগুলির মধ্যে এবং ১৪,০০০ টি জমি অকৃষি উদ্বাস্তু পরিবারগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আরও ৫১৩৩ টি জমি উদ্বাস্তু কৃষকদের এবং ৪২,৯৩০ টি জমি অকৃষি উদ্বাস্তুদের এর বণ্টনের বিভিন্ন স্তরে অনুমোদন করিয়াছেন।

ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন উদ্বাস্তু ক্যাম্পের লোকজনকে পল্লীঅঞ্চলসমূহে স্থায়ীভাবে অধিবাসীদের ভিতর পুনর্বাসিত করিবার উদ্যোগ আয়োজনের বিস্তৃত পরিচয় দেন। তিনি বলেন যে, এই পরিকল্পনানুযায়ী গড়পড়তা বৎসরে ১২০০০ উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বসতি করাইতে চাহেন। তন্মধ্যে ৩ বছরে ৪৪০০টি উদ্বাস্তু পরিবারকে এলাকা: মৌজুদ ও বাদুড়ার গ্রামাঞ্চলে পুনর্বসতি করানো হইয়াছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, মরীচঝাঁপি আই আসামাজার অঞ্চলসমূহে পুনর্বাসনের ২০০০ উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বসতি করাইবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং মরীচঝাঁপি গড়পড়তা ঐ সব উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির উপযোগী মাটী অনুকূল নির্ধারণ করিয়াছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, বর্তমানে হইতে উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন সরকারী বিভিন্ন কর্মচারীর উদ্বাস্তুদের পুনর্বিবাসন করার অভিজ্ঞতা আছে। তাহা বিভিন্ন ক্যাম্পগুলির যে সকল উদ্বাস্তু ইতিমধ্যেই বসিয়া পরিবারের অন্যত্র একত্রে পুনর্বাসিত হইয়াছেন, সেই সকল উদ্বাস্তু শ্রেণীবিভাগও সমাধা হইয়া আসিয়াছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ রায় জানান যে, আমরা গড়পড়তা হিসাব এই যে, বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরের জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে এই শিবিরগুলি ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসের শেষ হইতে উদ্বাস্তুদের পরিবার এই সব শিবির হইতে উদ্বাস্তুদের পরিবার এই সব শিবির হইতে উদ্বাস্তুদের পরিবার এই সব শিবির

হইতেছে এমন কি ৫৩। ইহার মধ্যে ১৪ জনের অধিকাংশ মহীপুরে আছেন। মহীপুরের স্থায়ী বাঙালী অধিবাসীদের মধ্যেও অনেকে এই কাজে সাহায্য করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে ঐ সম্পর্কে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই।

মহীপুরে ঐ উপনিবেশের রাজধানী সম্পর্কে ডাঃ রায় বলেন যে, প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট উপনিবেশের পত্তনের ৫-১০ বছর উহার প্রতি পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন এবং তখন তাঁহার হাতে ক্ষমতা দেওয়া হইবে। তখন তাঁহারা ঐ রাজধানীর পরিকল্পনা করিবেন। তাহাদের মত ও ইচ্ছা অনুযায়ী উহা গড়িয়া তোলা হইবে।

মহীপুরে শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক নূতন নূতন শহর গড়িয়া উঠিতে পারে। মহীপুরের প্রায় সমস্ত শিল্পগুলি ভেদ্রাবতী অঞ্চলে; তথায় কয়লার খনি, বিজলী কারখানা, লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রভৃতি আছে। এই ভদ্রাবতীর নিকটেই একটি স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে। সেখানে উপনিবেশের বিভিন্ন ব্যক্তি আবাস করিতে পারিবেন না, তাঁহারা নিজেরা নানা কারখানার কাজ বা দোকানপাট প্রভৃতি করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতে পারিবেন।

নূতন ধরণের কুটির নির্মাণ

ডাক্তার রায় বলেন যে, তাঁহারা মহীপুর ভ্রমণের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, কি ভাবে তথায় সস্তা খরচে বাসোপযোগী নিম্ন কুটির নির্মাণ করা যায় এবং উপনিবেশ নিয়া যাহা করা যায় কি না তাহা অনুসন্ধান করা। এই ব্যাপারে মহীপুর তাঁহারা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন এবং পার্লামেন্টের বেশ কয়েকজন সদস্যও এই কার্যে চলিয়াছেন। ডাঃ রায় বলেন যে, তিনি পশ্চিমবঙ্গ হইতে তাঁহাদের চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে আনাইবার চিন্তা করেন কি ভাবে কুটিরগুলি নিম্ন বাসোপযোগী ও সস্তা হয় তাহা দেখিয়া কুটিরগুলি তৈয়ারী করা যায়। বাসোপযোগী ও সস্তা কুটীর এই পরিকল্পনা বেশ আকর্ষণীয়ক ও প্রয়োজনীয়। চীফ ইঞ্জিনীয়ার এই ব্যাপারে সহযোগিতা করিতে রাজী হইয়াছেন। তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গেও এই ধরণের কুটির তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করিতে চাহেন।

হায়দ্রাবাদে পুনর্বাসনের প্রশ্ন

হায়দ্রাবাদে উপনিবেশ পুনর্বসতির প্রস্তাব সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন যে, হায়দ্রাবাদে উপনিবেশের পুনর্বসতি করাইবার জন্য তিনি তথাকার কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই। কারণ হায়দ্রাবাদের অবস্থাপন্না উপনিবেশের পক্ষে উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। তবে ভবিষ্যতে এরূপ অবস্থা হওয়া বা উহার পুনর্বাসনের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে।

সংবাদ সংকলন

ভারতীয় আয়কর সিদ্ধান্তবাজ্ঞা

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের প্রেসিডেন্ট মিঃ গুটি, মন্ট্রিয়েল, নিউইয়র্ক ও সিডনি সফরের পর বলিয়াছেন যে, বর্তমানে এই সকল দেশ ভলার সম্পর্কিত বিনিময়ের অসুবিধা হ্রাস করিবার ব্যবস্থায় পৌঁছিয়াছে। এই সকল দেশের সংরক্ষিত তহবিল বিস্তার করা যায় বলিয়া মনে করা হইতেছে এবং অধিকন্তু তাহাদের নতুন তহবিল হাতের কোন সম্ভাবনা নাই।

রোমে (ইতালি) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের আহ্বান অনুযায়ী ভারত এই হিসাবে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল বোর্ডের কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করিয়াছেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ও সংরক্ষিত তহবিলের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করিয়া এই তহবিলের পক্ষ হইতে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ভারত, পাকিস্তান, সিংহল ডোমেনিকা এবং তিনি বর্তমানে মুদ্রা সম্পর্কে তাহাদের যে সকল বিধি নিষেধ আছে তাহা তুলিয়া দিয়া তাহাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইবে। তাহা সিদ্ধান্ত যে, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ইরাণী, স্টার্লিং আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য ও মুদ্রা প্রচারের রাষ্ট্রসমূহ এই হিসাবে সমর্থন করিয়াছে। ইহার ফলে মুদ্রার পর্যাপ্ত পরিমাণে ভলার আদায়ের সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণের বিধি করিতে সুবিধা হইতে পারে। এই বিষয় এই তহবিলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে। এই [illegible] করা হইয়াছে যে, ভলার সংরক্ষণের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাদির ও মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের পর সমস্ত মুদ্রার যে বিনিময় হার নির্ধারিত হইয়াছে সমর্থন করা হইয়াছে। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির হার ও মুদ্রা-সোনা এবং ভলার-আয় যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তদনুযায়ী মুদ্রামানের পক্ষে অবশ্যই বাণিজ্যিক বিধি করা যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার ভলার সম্পর্কিত বাণিজ্য-বিধিরের কথা আলোচনা করিয়া করা হইয়াছে যে, ইহাদি এলাকার সহিত আমেরিকার উপনিবেশ এই বিধান গৃহীত হইয়াছিল, আজ তাহা উপযোগী নহে।

ভারত ও পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ ঋণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের অবস্থা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে নহে।

অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টন আইসোনা আমদানি

বর্তমানে খাদ্য সচিব শ্রী কে. এম. মুন্সী আমেরিকা হইতে আরও অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টন গাইসোনা আমদানির চেষ্টা করিতেছেন না, তাহার জন্য সরকারের চার কোটি টাকা খরচাইবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সঠিক খবরে প্রকাশ যে, সম্প্রতি ওয়াশিংটনে গাইসোনা আমদানি আলোচনাকালে আমেরিকা সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিল—যাহার ফলে ভারত প্রায় চার কোটি টাকা লাভ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত মুন্সী পুনরায় সেইরূপ অর্থ বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি তিন লক্ষ টন গম আমদানির জন্য যে চুক্তি হইয়া গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত এই পাঁচ লক্ষ টন গাইসোনা আমদানি লইয়া আলোচনা চলিতেছে। সরকার যে আরও তিন লক্ষ টন গম আমদানির সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে বর্তমান খাদ্য-সচিব শ্রীযুক্ত মুন্সীর সহিত তাহার অতিরিক্ত আরও পাঁচ লক্ষ টন গাইসোনা আমদানির জন্য খাদ্য-সচিব চেষ্টা করিতেছেন।

ইন্ডিয়ান-আমেরিকান প্রেস-এর জন্য ৪৭ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীকালাচাঁদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ভারত কি বহির্দেশ হইতে ৩ মাস সমাপিমাল বিভিন্নে, ২০ শে ফেব্রুয়ারী মুদ্রণ হোক, কলিকাতা—৫ হইতে প্রকাশিত।

ফোন : [illegible]

REG. No. C165.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৩১ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ [মূল্য ।৩

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়—	২৭৩
চাউলের দাম	
প্রাসঙ্গিক—	২৭৫
রপ্তানি বাণিজ্য	
প্রোভিন্সের আকের	
প্রদেশন আমদানির পরিমাণ	
আয়কর ফাঁকি	
কুটেরে মনকষ্টনে সমতা বিধান	২৭৭
মৌলিক—	২৭৮
ব্যাঙ্কিং এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড	
৫। পণ্যদ্রব্যের বাজার— ...	২৮০
বস্ত্র আমদানির মূল্য উদ্ধার	
পণ্যদ্রব্যের দর	

বিষয়	পৃষ্ঠা
৬। শেয়ার বাজার—	২৮১
পাকিস্তানী টাকার মূল্য হ্রাসের গুজব	
বাজারের অবস্থা	
৭। সাময়িক প্রসঙ্গ—	
প্রতিরক্ষা বিভাগের ক্রয়ের নীতি	
পাট মুল্যমূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা	
সরকারী পাটকল প্রতিষ্ঠানের অবাধে পাটকল ও বন্টনের ব্যবস্থা	
অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশের প্রেরণা	
পশ্চিমবঙ্গে তুলা উৎপত্তি	
জাপান হইতে পণ্য রপ্তানি	
পাকিস্তানে প্রথম ইউনিট	
অমরা ধরিদ্রুতি অর্থন	
মন্ত্রণ ব্যবিল মুক্তের ব্যবস্থাপনা	
সরকারী কারখানায় পরিচালনা ব্যবস্থা	

চাউলের দাম

সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে, বন্যায়, অনাবৃষ্টিতে, অতিবৃষ্টিতে ও [illegible], ভারতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্যের ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ হইতেছে ১০ লক্ষ টন। ভারতে বছরে মোট যতটা খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, টন হইতেছে তাহার শতকরা ১৪ ভাগ। অন্যভাবে বলা যায় এই যে, ভারতের মোট উৎপাদনের সাত ভাগের এক ভাগ খাদ্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নষ্ট হইয়াছে। সারা ভারতে যে পরিমাণ ঘাটতি, তাহা শতকরা সাত দশ ভাগ। এই দশ ভাগ পূরণ করিবার জন্য ভারতকে বিশেষভাবে উদ্যোগী হইতে হইয়াছে এবং এত উদ্যোগ সত্ত্বেও পূরণ করা সম্ভবপর হইতেছে না। এইরূপ বহু অবস্থা মোট সমস্ত ভারতের সাত ভাগের এক ভাগ বিপর্যয়ের জোড়ে ভাসিয়া গেল।

যে পরিমাণ খাদ্যশস্য নষ্ট হইল, তাহার দ্বারা কোন্নগরের বয়স্কের হিসাব অনুসারে ৭ কোটি ১০ লক্ষ লোকের এক বৎসর আহারের সংকুলান হইত। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে ভারতের একটি প্রদেশের বাৎসরিক খাদ্যশস্য [illegible] বিনষ্ট হইয়াছে। ইহা

চাষীদের পক্ষে সম্ভব নয়। একটি প্রবাদের অধিবাসী যে পরিমাণ ধান বাহির করিয়া আনিতে পারিতেছে সেখানে ধান কাটার চাহিদাটা উল্টা পড়িয়াছে বেশী। এই কারণেই এখন চারিদিকে এমন হাহাকার পড়িয়াছে। বিদেশ হইতে কম পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানির নীতি অবলম্বন করিয়া সম্প্রতি নূতন করিয়া বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে শুরু করা হইয়াছে। কিন্তু যত শীঘ্র আসা প্রয়োজন, তত তাড়াতাড়ি তাহা এখনও আসিয়া পৌঁছিতেছে না। অন্তর্বর্তীকালীন অনটন তাই দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে। উপরন্তু এলাকা ভিত্তিক যে সব অঞ্চল পরিচিত হইয়াছিল, এই বিপর্যয়ে সে সব অঞ্চল ঘাটতি-এলাকায় পরিণত হইয়াছে। এবং এইরূপ অনটনের সুযোগ লইয়া বিভিন্ন স্থানে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কারবারীদের এইরূপ অযৌক্তিক মনোভাব নিন্দনীয়, সে বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু [illegible] সতর্কতা অবলম্বনও সমভাবে প্রয়োজন। দেশের লোকের দুর্বিপাকের সুযোগ লইয়া [illegible] প্রবৃত্তি কবে দূর হইবে ইহাই চিন্তার বিষয়।

ইহার উপর আর একটি ক্ষুদ্র আকারের বিপর্যয়ও ঘটিল। বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য লইয়া কলিকাতা অভিমুখে আসিবার সময় পুরীর নিকটে একটি মালবাহী জাহাজ দু' টুকরা হইয়া চড়ায় আটকাইয়াছে। প্রায় ৭ হাজার টন খাদ্যশস্য উক্ত জাহাজে আছে। এই পরিমাণ খাদ্যশস্য যদি সমুদ্রের জলে ডুবিয়া নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে সেও কম দুর্ভাগ্যের কথা নয়।

আসল কথা এই যে, বিভিন্ন স্থানে চাউলের দাম বাড়িতেছে। এই বৃদ্ধি রোধ করার উপায় কি, তাহাই এখন সর্বাপেক্ষা জরুরী কথা। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও স্বল্পবিত্ত শ্রেণী বর্তমানে অত্যন্ত অধিক অনটনের মধ্যে কাটাইতেছেন, তাহার উপর চাউলের দাম যদি উত্তরোত্তর চড়িতে থাকে তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে জীবন ধারণ একটি দুরূহ হইয়া উঠিবে। চাউলের দর লাগাতার চড়িতে না পারে তাহার জন্য যদি চাউল-কল মালিকেরা উদ্যোগী হন, তাহা হইলে অনেকটা সুরাহা হইতে পারে। তাঁহারা যদি নিজেদের মধ্যে সংঘ গঠন করিয়া একটি মূল্য-নীতি নির্ধারণ করিয়া লইতে পারেন তবেই একটা সুফল পাওয়া যাইবে। দেশের এই দুর্দিনের সময় তাঁহারা যদি কিছুটা উৎসাহ ও উদ্যোগ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাহার ফল ভালো না হইয়া যায় না।

গত সপ্তাহে দেশের খাদ্যসচিব দেখার পর, কলিকাতে হলে দেশের রাইস মিলস্ অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা হয়। এই সভায় পশ্চিম বাংলার খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন চাউল-কল মালিকদের প্রতি একটি আবেদন জানান। সরকারী পদাধিকারী ব্যক্তির আবেদনকে প্রায়শই আদেশ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এমন শিথিলতায় পরিচয় দেই যে, তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা উপর কাহারো বড়-একটা আস্থা থাকে না। এরূপ দুর্দশার সময়ে অর্ডিনেন্সের মর্যাদা দেশে নাই বলিলে হয়, সমাজ বিরোধী [illegible] তেমনি [illegible] দিয়া [illegible] চেষ্টা করে। কিন্তু চাউলের দাম বৃদ্ধির প্রশ্নটা যখন মজুতদারদের প্রশ্ন, তখন সরকারী ট্রাক ব্যবহার উঠিয়াছে মিলাইয়া [illegible] সে দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

পশ্চিম বাংলার চাউল-কলের সংখ্যা হইতেছে ২৪১। এই মিল-গুলিকে চালু রাখিতে হইলে প্রায় ১২ লক্ষ টন ধানের আবশ্যক। কিন্তু গত বৎসর সারা পশ্চিম বঙ্গে মোট যে ধান সংগ্রহ করা হয়, তাহার পরিমাণ হইতেছে মাত্র সাড়ে ছয় লক্ষ টন। অর্থাৎ ২৪১টি মিলের জন্যে মাত্র ১৪০টি মিল ইহার দ্বারা চালু থাকিতে পারে।

খাদ্যমন্ত্রী চাউল-কল মালিকদের বলেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের মিলে ধান ভানার কাজ কিছুটা বন্ধ রাখেন। এই কাজ বন্ধ না রাখিলে ধানের চোরা কারবার রোধ করা দুঃসাধ্য হইবে। ২৪১টি কলের মধ্যে মাত্র ৬০০টি কল যখন চালু হইবার জন্য ধান পাইতে পারে, তখন বাকি কলগুলিও চালু হইবার জন্য চেষ্টা করিবে। এই প্রতিযোগিতার ফলে ধানের চাহিদা বাড়িবে এবং চড়া দামেও ধান কিনিয়া তাহা ভানা হইবে। তাহাতে যে চাউল উৎপাদিত হইবে তাহাও অবশ্য চড়া দামেই বাজারে ছাড়া হইবে।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, বর্তমানে ধানের অভাব যেমন একটা সমস্যা হইয়াছে, কলের সংখ্যাধিক্যও তেমনি একটা সমস্যা। কলের চাহিদা মিটাইবার জন্য চড়া দামে চোরাকারবারীর ধান কলে পৌঁছিবে। কিন্তু সরকারী বাঁধা দরে ধান জোগাড় করা যাইবে না। নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল সরবরাহ তাহা হইলেই কঠিন হইয়া পড়িবে। এ ক্ষেত্রে মিল অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু হঠাৎ সে রকম আঘাত না হানিয়া মিল-মালিকদের উপরেই তাহার বিবেচনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ইহার ফল দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

মিল-মালিক অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি এই সভায় যে বিকল্প প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও অবশ্য বিবেচনাসাপেক্ষ। তিনি মিল-মালিকদের মধ্যে একটি সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরামর্শ দেন। মোট যে পরিমাণ ধান তাহা দ্বারা সংগৃহীত হইতে পারে, সেই ধান ২৪১টি কলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া। এই পরামর্শ সৎ পরামর্শ। এই অনুযায়ী কাজ হইলে মিল বন্ধ করিয়া দিবার প্রশ্ন ওঠে না, এবং ধান সংগ্রহে সরকারকেও যেরূপ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে তাহাও দূর হইতে পারে। মিল-মালিকগণ যদি এই ভাবে সংঘবদ্ধ হন এবং সমবায়ী মনোভাব অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বর্তমানের এই দুর্দিনে অনেকটা সাহায্য করিতে পারেন।

আমরা সরকারী উদ্যোগ ও মিল-মালিকদের উদ্যোগ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিব। এই অবস্থায় যে পক্ষ অগ্রসর হইতে পারিবে সেই পক্ষই দেশবাসীর বিশ্বাসের পাত্রে পরিণত হইবে।

প্রাসঙ্গিক

—:০:—

রপ্তানি বাণিজ্য—

ভারতের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের পথ ধরিয়া এ পর্যন্ত—অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত—আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের যে প্রাথমিক হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, এই এক বছরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষ ৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার পণ্যাদি আমদানি অপেক্ষা অধিক রপ্তানি করিয়াছে। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, এক বছরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের ইহা হইয়াছে আয়। ঠিক ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে ভারতের আমদানি-রপ্তানির অঙ্ক দাঁড়াইয়াছিল ২১০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। মাত্র এক বৎসরের মধ্যে বাণিজ্যের এই পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে শুভ লক্ষণ। ইহা বলা বাহুল্য যে, রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমদানির পরিমাণ হ্রাসের দ্বারা। নিম্নে পাশাপাশি দুই বছরের হিসাব দেওয়া গেল—

	কোটি টাকা	
	আমদানি	রপ্তানি
১৯৪৮-৪৯ —	৬১১·৬	৪০৩·৮
১৯৪৯-৫০ —	৫০৩·২	৪১২·৪

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, ভারতের রপ্তানি এক বছরে ১০৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আমদানি হ্রাস পাইয়াছে ১১০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের পরিণাম হিসাবেই অবশ্য এই বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়াছে। ইহার দ্বারা ভারতের সর্বপ্রথম এই এক বৎসর বাণিজ্যিক উৎসাহ আশাতীত বলিয়া দেখা যায়। তাহার ফলেও ইহা আশাতীত লক্ষ হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের পর হইতেই রপ্তানি বাণিজ্য উৎসাহ লাভ করে এবং সেই সময় হইতেই রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে; তাহার পর হইতে ক্রমশঃ এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া গত মার্চ মাসে ইহা সর্বোচ্চ স্তরে উঠে। সেই এক মাসে মোট রপ্তানি হয় ৫৫ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার পণ্য। ইহার আগের বছর এই সময় মোট রপ্তানি হইয়াছিল ৩৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের এই উন্নতির ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও যে উৎসাহ পাইবে, ইহাই স্বাভাবিক বলা যায়। ভারত বিভাগ হইবার সময় তাহার যে ইন্ডাস্ট্রি উদ্বৃত্ত ছিল, তাহা আমদানির দ্বারা ঘাটতি হইয়া যাওয়ায় ইন্ডাস্ট্রির অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। সে দুশ্চিন্তার যে অবসান ঘটিয়াছে, ইহাই আমাদের কথা। এখন ভারত যাহা আমদানি করিতেছে, তাহার একটি বৃহৎ অংশ হইতেছে যন্ত্রপাতি। এই অনুকূল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ভারতের আরও অনুকূলে আসিতে পারিত, যদি ভারতকে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও ডিজি আমদানি করিতে না হইত। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসের পর যন্ত্রপাতি আর আমদানি করা হইবে না। এখন পর্যন্ত ইহাই সান্ত্বনা আছে। যদি ইতোমধ্যে নূতন করিয়া আবার কোনো দুর্যোগ দেখা না দেয়, যদি বর্তমান বৎসরের ন্যায় আন্তর্জাতিক বিপর্যয় আবার না ঘটে, তাহা হইলে ঠিক সময়ের মধ্যে যাহাতে যন্ত্রপাতি-পূর্তির কাজে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে। তখন ভারতের বাণিজ্যিক শক্তি যে আরও বিস্তার লাভ করিবে, এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। বাকি মুদ্রাস্ফীতি আন্তর্জাতিক বাজার খুঁজিতেছে। ভারতের বাণিজ্যের অবস্থা দেখিয়া বোঝা যায় যে, ভারতীয় পণ্যের বাজার বিদেশে আছে। এই সব বাজারে চাহিদা মিটাইতে পারিলে দেখা যে বাণিজ্যই বাড়িবে তাহা নয়—দেশের শিল্পও প্রসারিত হইবে।

প্রসাধনের আবেদন—

দেশে যখন যানবাহন ব্যবস্থার টানাটানি যাইতেছে বলিয়া যায়, খাদ্য ও মুদ্রাস্ফীতি অবস্থায় কথা সকলকে ভাবা যাইতেছে, তখন অনেকের ভালকথা লিখিতে ও আলোচনা করা বহিনা এক প্রকার আমার আমাইয়া দেশের লোককে হাসাইয়া ছাড়িবেন। ঐতিহ্য ছাড়া দেশ অনেকের মহিলা সহ কিছুদিন পূর্বে বাণিজ্য-পরিষদের সভায় গিয়া হাজির হন। তাঁহাদের অনেকের বাড়ি আছার বলিয়া। তাঁহারা প্রসাধনের সামগ্রী চাহেন। বিদেশ হইতে প্রসাধনের দ্রব্যাদি কম আনা হইতেছে, ইহাতে তাঁহারা বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছেন। তাঁহাদের এই নিদারুণ অভাবের পিছনে অন্য কোনো অভিসন্ধি আছে কি না, সন্দেহ হয়। কেন না, এইরূপ অন্তত অভাবের দাবির কোনো অন্য মহিলার মন সমর্থন করিতে পারেন, এমন বিশ্বাস হয় না। হয়তো বা মন্ত্রীরা কিংবা রাজনীতিকগণ যদি এমন আর্জি করিতেন, তাহা হইলেও তাহার মানে বুঝিতাম। যে দেশে পণ্য হিসাবে বিকাইবে হয়, সেই দেশের তাঁহারা সর্বস্বান্ত ও অসহায়ী মহিলা তুলিবার এত প্রয়াসী হন। কিন্তু হায়া দেশ আমাদের মহিলারা যে এ পর্যায়ের মহিলা নন, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তবু তাঁহাদের মেহনতের এত প্রসার কেন, ইহাই জিজ্ঞাস্য। যে দেশের লোক পেটের ও পিঠের জন্য জন্মিয়া খুন হইতেছে, সেই দেশের নারী যে গায়ের চামড়া ও কলিমার জন্য এতটা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবেন, এমন ভাবিতে অসুবিধা হয়। আমাদের দেশের নারীজাতির কর্তব্য এই যে, অসংখ্য মহিলা এইরূপ মনের আবেগ করিয়া দেশের অন্য মহিলাদের মুখে যে দুঃখগাথা শোনাইতেছেন তাহার মোকাবিলা করা। খুব খুশিয়া এই সব অভাবের সহ করিলে এই সব শিক্ষিকার দল বাহিরের অভাবগ্রস্ত করিয়া তুলিবেন।

প্রসাধন আমদানির পরিমাণ—

এ বছরের এপ্রিল মাস হইতে এপর্যন্ত ভারত সরকার ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার প্রসাধন-সামগ্রী আমদানি করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অবশ্য স্নো ও ক্রীমের হিসাব ধরা হয় নাই। গত বৎসর এই সময়ে আমদানি করা হইয়াছিল ৮৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার। ১৯৪৮-৪৯ সালে মোট ১ কোটি ১৩ লক্ষ

টাকার প্রসাধন সামগ্রী বিদেশ হইতে আনা হয়; ১৯৪৮-৪৯ সালে আনা হয় ৪২ লক্ষ টাকার, ১৯৪৯-৫০ সালে আনা হইয়াছিল ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার। তিন বৎসরের মধ্যে আমদানির পরিমাণ প্রায় তিন কোটি টাকা হইতে কমাইয়া আড়াইলক্ষ ৩ লক্ষ টাকায় ধার করানো হইয়াছে। ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ঐতিহ্যমান বজায় রাখিতে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি হ্রাস করা হয়—প্রসাধন সামগ্রী তাহার মধ্যে একটি। ইহার ফলে দেশে প্রসাধন দ্রব্যের চাহিদা অবশ্য কমে নাই। দেশে নানাবিধ প্রসাধন দ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে। কিন্তু তাহাতে বাহির আমদানির দেশের যথাযথির শিক্ষিতা ও রুচিবতি মহিলাদের মন উঠিতেছে না। তাহাদের মুখের চাহনা যা কি হেয়ে করা যে, দেশীয় মতে তাঁহাদের মুখ রক্ষিত হইতেছে না। চারিদিক হইতে নিন্দার ও ধিক্কার আওয়াজ শোনা যাইতেছে, তাহাতে ইঁহাদের মুখ রক্ষিত হইয়া থাকে কি না, তাহাই বিবেচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সকল কারণে বিদেশ হইতে প্রসাধন দ্রব্য বাহির আমদানি দেশের অর্থবায় হ্রাস করিবার জন্য বন্ধ করিয়াছেন, সেই সকল মুখের ক্রীম ও স্নোর্টের বিলাতি আমদানি ভারতীয় মহিলাদের ফেরানো যায় না। এই মহিলা প্রতিনিধি দলের নেতা হইয়া যাঁহারা বিদেশে যাইতেছেন তাঁহারা দলে আর যে যে ছিলেন তাঁহাদের নাম জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল হইতেছে।

আরকর ফাঁকি—

আরকর ফাঁকি দিয়া কতকগুলি লোক একটি কলিকাতা গঠনের দলে আমরা সকলকে লাভী করিলেন। মোটা আয় করিয়াও তাঁহাদের মনের আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই, মোটা আয় যাহাতে গভর্নমেন্টকে যে কর আইনত দিতে হইবে, তাহা কি ভাবে ফাঁকি দেওয়া যায়, তাহার পথ বাহির করিয়া তাঁহারা মোটা টাকা গভর্নমেন্টকে দেন না। সুতরাং তাঁহাদের পুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য কমিশন গঠন করিতে হয়। এই কমিশনের সভাপতি জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। এই হইতে জানা যায় যে, এই কমিশন ৩৮টি ফাঁকির মামলা নিষ্পত্তি করিয়াছেন। এবং এখনো কমিশনের হাতে রহিয়াছে ১৩০টি মামলা। যে ৩৮টি মামলা নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহাতে ৪ কোটিরও অধিক টাকার আয়কর ফাঁকি যা কি ধরা পড়িয়াছে। যে গুটি এখন হাতে আছে, তাহাতে আরও কত কোটি টাকা ধরা পড়িবে তাহার একটা আনুমানিক হিসাব অবশ্য করা যায়। কমিশনের সভাপতির বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের ফাঁসের সময় সাধারণ ১৫ হইতে আনাদী আয়কর অফিসার করুন করে। শিল্পাঞ্চলেই আয়কর ফাঁকির হিড়িক বেশি। কলিকাতা, বোম্বাই, আমেদাবাদ, কানপুর ইত্যাদি স্থানেই না কি ইহাদের উপদ্রব বেশি দেখা দিয়াছে। তাহার মধ্যে আবার কাপড় কলের মালিকেরাই না কি সবচেয়ে বেশি ফাঁকি দিয়াছেন। এই কমিশনের হাতে গভর্নমেন্ট অনেক ক্ষমতা দিয়াছেন। এইরূপ ক্ষমতা দিন বলিয়াই এই কমিশনের হাতে এতগুলি কেস করা পড়িয়াছে। যে টাকা ইহারা ফাঁকি দিয়াছিল, তাহা সরকারী তোষাখানে জমা হইয়া গেছে, কিন্তু সে টাকার মালিক প্রকৃতপক্ষে দেশের অধিবাসিগণ। দেশবাসীদের বঞ্চিত করিয়া এই ভাবে বিদেশে ঐশ্বর্যশালিনী করার প্রবৃত্তি কবে দূর হইবে, তাহাই প্রশ্ন।

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পয়েন্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও মরলা নিকাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, বিশপ রো, কলিকাতা-১।

বৃটেনে প্রসবশুশ্রূষায় সমস্যা বিধান

—:০:—

বৃটেনবাসীর যোট জন্ম হিসাবও হেমন্তিই পর ১০০ বৎসরের জন্য আদায় সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে সেখানে আয়কর আদায়ের পরিমাণ হইয়াছিল ৪৪,০০,০০০ পাউণ্ড, ১৯৪৮-৪৯ সালে সেই পরিমাণ হইয়াছে ১৪৬,০০,০০০ পাউণ্ড।

একশত বৎসর পূর্বে এক পাউণ্ডের ক্রয়ক্ষমতা বর্তমানের তুলনায় প্রায় তিনগুণ অধিক ছিল। সেই অনুপাতে হিসাব করিলেও দেখা যায় যে, বর্তমানে আদায়ীকৃত আয়করের পরিমাণ ১০০ বৎসর পূর্বেকার পরিমাণ অপেক্ষা প্রায় ১০ গুণ অধিক হইয়াছে।

১৮৪০ হইতে ১৯৫০ সাল, এই ৫০ বৎসরে মোট রাজস্বের মধ্যে আয়করের পরিমাণ এক-পঞ্চমাংশ হইতে এক-চতুর্থাংশে দাঁড়ায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে সময়ের মধ্যেও এই অনুপাতে দেখা যায় যে, আয়করের পরিমাণ হইয়াছে মোট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ। ১৯৪৮-৪৯ সালের রাজস্বমানে ইহা রাজস্বের শতকরা ৪০ ভাগে দাঁড়াইয়াছে।

গত ১০০ বৎসরে আয়কর আদায়ের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনি করদাতাদের সংখ্যাও সেইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৪০ সালে বাৎসরিক ন্যূনতম রাজস্বমূলক ছিল পূর্বে এই পরিমাণ ১০,০০,০০,০০০ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। যুদ্ধের পর ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৯০,০০,০০,০০০ পাউণ্ড হয়। ছই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এই পরিমাণ ৭০,০০,০০,০০০ পাউণ্ড এবং ৮৫,০০,০০,০০০ পাউণ্ডের মধ্যেই থাকে কিন্তু বিটীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই তুলনায় ইহা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

বিটীয় মহাযুদ্ধের শেষে তুলনামূলক কম হইলেও বাৎসরিক ৩০০,০০,০০,০০০ পাউণ্ডেরও অধিক আদায় হয়। মুদ্রাস্ফীতির কারণে ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ১৯৪৯-৫০ সালে ইহা দাঁড়ায় মোট ৩৬৮,৮০,০০,০০০ পাউণ্ড আদায় হয়। এই পরিমাণ মোট আয়ীয় আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ইহার অধিকাংশ আয়ের উপর প্রত্যক্ষ কর হয়। যুদ্ধের পর রাজস্বের শতকরা ৪৪'৭ ভাগ আসিয়া হইয়াছে আয়, মুনাফা ও মূলধনের হইতে এবং অবশিষ্ট ৪৪'৩ ভাগ আদায় হইয়াছে পরোক্ষ কর বাবদ— যেমন বাণিজ্য ও আবগারী শুল্ক, ক্রয় কর, ষ্ট্যাম্প কর ইত্যাদি।

বৃটেনের যোট জন হিসাবও হেমন্তিই ৪৮,০০০ কর্মচারীর সাহায্যে আয়ীয় আয়ের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই কার্যের জন্য ১৯৪৮-৪৯ সালে ১০০,০০,০০,০০০ পাউণ্ডেরও অধিক আয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে এবং আয়কর ধার্য করিবার জন্য ১,০০,০০,০০০ লোকের আয় সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে ও হিসাব করিতে হইয়াছে। এই কারণে বলে বৃটেনে এই কর্মচারীর অবস্থা সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগৃহীত হইয়াছে।

বৃটেনে আয়কর ধার্যের এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে অল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কোন কর দিতে হয় না এবং অধিক আয় বিশিষ্ট অর্থাৎ বাৎসরিক ২,০০০ পাউণ্ডের অধিক আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়কর দ্বারাও ক্রমবর্ধমান হারে অতিরিক্ত কর দিতে হয়। বাৎসরিক ২০,০০০ পাউণ্ডের অধিক আয়ের উপর শতকরা ৯৫ ভাগ হারে কর ধার্য করা হয়। যেসব ব্যক্তি যদি বৎসরে ১,০০,০০০ পাউণ্ড উপার্জন করে তাহা হইলে আয়কর কর বাবদ ৯০,৬৮৫ পাউণ্ড দিতে হইবে।

অতিরিক্ত দেখা যায় যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে বাৎসরিক ১৬৪ পাউণ্ডেরও (কর ধার্য করিবার নিম্নতম পরিমাণ) অধিক আয়বিশিষ্ট ৩০,০০,০০০ ব্যক্তি বিবাহ, সন্তান সংখ্যা, অসমর্থ প্রভৃতি নানাবিধ কারণে আয়কর হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। যে ব্যক্তি বিবাহিত এবং ছই সন্তানের পিতা—তাহার বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ৭ পাউণ্ড হইতে ৮ পাউণ্ড না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে কোন আয়কর দিতে হয় না এবং আয় বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে যে কর দিতে হয় তাহার হারও কম।

মৃতব্যক্তি আয়কর প্রদানের ঢাল পরিত্যক্ত উপায় না পাইয়া করদাতা উপায় পরিত্যক্ত। এতদ্ভিন্ন যেমন ৭০,০০,০০০ ব্যক্তি আয়করের হার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, অতদ্ভিন্ন ১৯৪৮-৪৯ সালে মাত্র ৮৬ ব্যক্তিকে দেখা যায় যাহাদের আয় আয়কর দিবার পর বাৎসরিক ৬,০০০ পাউণ্ডের অধিক থাকে। কর বৎসর পূর্বে, ১৯৩৯-৪০ সালে, এরূপ ৬,৫০০ ব্যক্তি ছিল যাহাদের আয় আয়কর দিবার পরও ৩০০০ পাউণ্ডের অধিক ছিল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে পাউণ্ডের মূল্যও ইতিমধ্যে অর্ধেকে দাঁড়াইয়াছে।

অধিক আয়ের উপর করের হার এমনভাবে বৃদ্ধি করার ফলে গত দশ বৎসরের মধ্যে ৪,০০০ পাউণ্ড হইতে ৫,০০০ পাউণ্ড আয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় অর্ধেক হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু ১,০০০ পাউণ্ড হইতে ৪,০০০ পাউণ্ড আয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে অল্প ও মাঝামাঝি আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, বৃটেনে ৮১,৪১,০০০ ব্যক্তি আছে যারা কিছু দিবার পরও যাহাদের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ৫ পাউণ্ড হইতে ১০ পাউণ্ড।

বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া বৃদ্ধের সম্পত্তির উপর কর ধার্য করিবার ফলেও অনেক পুরুষানীন সম্ভব হইয়াছে। এই পুরুষানীনের ফল দেখাই কর-নীতির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। বর্তমানে বৃটেনে ২,০০,০০,০০০ ব্যক্তি আছে যাহারা সম্পত্তির ২০ পাউণ্ড পর্যন্ত উপার্জন করে এবং যাহাদের আয় কর প্রদানের উপযুক্ত মোট আয়ের তিন-চতুর্থাংশ। ইহাদের মধ্যে তিনে মাত্র ৭,৮৫,০০০ ব্যক্তি থাকে কর দিবার পূর্বে যাহাদের বাৎসরিক আয় ১,০০০ পাউণ্ডের অধিক এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে কর দিবার পর যাহাদের মোট আয়ের পরিমাণ হইয়াছিল ১,০১,৪০,০০,০০০ পাউণ্ড।

মৃতব্যক্তি যেমন ধার্য করের উপর অনেক ব্যক্তি চালাইয়া আর দিবেন কিছু মৃত্যুর হইবে না। বর্তমানে অল্প ও মাঝামাঝি আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতেই আয়ীয় আয়ের অধিকাংশ জমা হইয়াছে। রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে হইলে ইহাদের উপর প্রত্যক্ষ কর চালান অথবা বাড়ান, রাজস্ব, প্রভৃতি নানাদ্রব্যের উপর উচ্চ হারে পরোক্ষ কর চালান—তোমু উপায়ই অবলম্বনের দিন দিন প্রত্যেক গভর্নমেন্টকে আরও অবলম্বনে চিন্তা করিতে দেখিতে হইবে। (কর বিশেষ)

যৌথিক—

ম্যাকলিয়ড এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড

—:০:—

বিগত অনেক বৎসরের তুলনায় গত ৩১শে ডিসেম্বর অন্তে বর্ষে ম্যাকলিয়ড কোম্পানীর লাভ অল্পই পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য সালের অধিকাংশ সময়েই পাট-শিল্প যথেষ্ট অটিলতা বর্ত্তমান থাকায় কোম্পানীর উপার্জ্জনের পথে তীব্র প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ম্যানেজিং এজেন্সিস্ ট্রাষ্টীগণের এই বৎসর কোম্পানীর সচিব কেরাণী ও বিক্রয়ের কর্ম্মচারীদের বিরোধ মিটাইয়া দেয়। এই মীমাংসার ফলে তদানীন্তন কর্ম্মচারীদিগকে বিশেষ প্রয়োজনে উপযুক্ত পরিমাণে যে একতরফা পারিতোষিক প্রদান করিবার ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য মোট অর্থ আলোচ্য হিসাবে ধরচ রাখা হইয়াছে।

চা-বিভাগ হইতে অবশ্য সন্তোষজনক আয় হইয়াছে; কয় অপরিহার্য্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় মীট লাভের পরিমাণে অবনতি ঘটিয়াছে।

এঞ্জেন্সী বিভাগে ১৯৩০ সাল অপেক্ষা এই বৎসর অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছে বলাবাহুল্য হইবে না; ইহাদের কলিয়ারিগুলির প্রধান এঞ্জেন্সী অল্প হওয়ায় এবং অন্যান্য শাখায় চাহিদা কমীভূত হইয়াছে বলিয়া।

পশ্চিম বাঙ্গলায় ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বর মাসে সমিতিভুক্ত মেসার্স জে, এফ, লো এণ্ড কোং লিঃ-এর ম্যানেজিং এজেন্সী বিযুক্ত হইয়াছে ম্যাকলিয়ড কোম্পানী; ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ১৯৩০ সাল অপেক্ষা অধিক পরিমাণ অর্থাগম সত্ত্বেও কোম্পানী লাভ হইয়াছে।

* গত বৎসরের কার্য্যারম্ভে ডাক্তারের অর্থ হইতে যে ১,১৫,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়া গিয়াছে উহা আলোচ্য বৎসরের লাভ-অংশে হিসাবে মীট লাভের সহিত যোগ করিয়া দেখান হইয়াছে।

† ডিভিডেণ্ড ইকুয়ালাইজেশন এ্যাক্টের ৯ম ধারানুযায়ী বিশেষ প্রয়োজনে পেশোয়ার স্থায়ীভাবে অবসর গ্রহণে ৪৮,৫৩৮৲ টাকা বর্ত্তমানে প্রদান করিবার ব্যবস্থা হওয়ায় এই বৎসরে গ্রহণান্তের সহিত যোগ করিয়া দেখান হইয়াছে।

১৯৩১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত অর্দ্ধ-বর্ষে পরীক্ষিত হিসাব :—

ডিসেম্বরে অর্দ্ধ-বর্ষে	১৯৩১	১৯৩০	১৯২৯
	টাকা	টাকা	টাকা
মীট লাভ	১৭,১০,৪৪১*	৯,৭১,১৯,২১৩	১৬,৩৬,৮১২
কর	৭,০০,০০০	১১,৭৫,০০০	৯,০০,০০০
অন্তর	১,৬৮,০৩১	৪৪,৯৩৮	৮৮,২৪১
লভ্য উদ্বৃত্ত	২,০০,০০০	৯,৪৪,৩৬৯	৮,০৬,১৮০
লভ্যাংশ, অর্দ্ধি	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	৩,৭৫,০০০
লভ্যাংশ, প্রেফঃ	১,৪১,৩৮৮†	১,৩৩,৯১২	১,৪০,০০০
লভ্যাংশ, ডেফঃ	১৪,০০০	৩৭,৪০০	৩৭,৪০০
প্রেফ, অবলীয় লাভ	১,৯৮,৪১০	১,৩১,৪৩১	১,৫১,৭৯৯

লভ্যাংশের হার, শতকরা :—

অর্দ্ধি:

৯ম প্রেফঃ (বার্ষিক)

৫ম প্রেফঃ

ডেফঃ অর্দ্ধি:

আলোচ্য সালে লাভের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে ১৬,৩৩,৯৮১৲ টাকা। ইহা হইতে ডাক্তারীর কর্ম্মচারীদের পারিতোষিক খাতে ১,৯৯,৯৭৯৲ কর খাতে ৭,০০,০০০৲ (১১,৭৫,০০০৲), ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট্ রিজার্ভেশনের অতিরিক্ত অর্থ ৯৮,১০০৲ এবং ফার-ব্যাক-আই এবম ডোন-কর খাতে ৪,৯১৬৲ বাদে হ্রাসিবার পর অবশিষ্ট ৬,৯১,৪১২৲ টাকার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে বৎসরান্তে স্থানান্তর উদ্বৃত্ত ১,৭৪,০০০৲ এবং অন্তর্বর্তীকালীন লাভের যোগ ১,৩১,৪৩১৲ মোট ধরিয়া মোট ১০,২৪,৯০৮৲ টাকা হইতে লভ্যাংশ বাবদ খাতে ২,০০,০০০৲ বিশি ধরিয়ার পর অবশিষ্ট ৮,২৪,৯০৮৲ টাকা হইতে নিম্নলিখিতরূপে বন্টনাদি বিতরণ করা হয় :—

৩০শে জুন, ১৯৩১-এ অন্তে অর্দ্ধ-বর্ষের জন্য, শতকরা ৫৲ টাকায়—

১০,০০০	কিউমুঃ ৯ম প্রেফঃ শেয়ারে জন্য যুক্ত (মোট)	২২,০০০৲
৪৯,৩১০	৫ম " জন্য যুক্ত	২৪,৬৫০৲

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩১-এ অন্তে অর্দ্ধ-বর্ষের জন্য, শতকরা ৫৲ টাকায়—

১০,০০০	কিউমুঃ ৯ম প্রেফঃ শেয়ারে জন্য যুক্ত (মোট)	২২,০০০৲
৪৯,৩২০	৫ম " জন্য যুক্ত	২৪,৬৫০৲

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫১-এ অন্ত অর্থবর্ষ হয়, যথা—

পরবর্তী ১০ বছর ৪০,০০০ অতিরিক্ত সেয়ারে

৫ ,, ৫০,০০০ ডেফার্ড ,,

দ্বিতীয় ডেবেঞ্চারের সেয়ারের মূল্যেরও অংশের বন্টনঃ—

৩০-৬-৫৮-এ অন্ত অর্ধবর্ষে	৪,০০০ সেয়ারে	১১,৪৫০৲
৩১-১২-৫৮-এ ,,	৮,৪১৫ ,,	২১,০৩৭৲
৩০-৬-৫৯-এ ,,	৪,৪০০ ,,	১১,৪৫০৲
৩১-১২-৫৯-এ ,,	১,০০০	৪,০০০৲
	মোট বন্টিত লভ্যাংশ	৬,১৬,৩৭৮৲

উদ্বৃত্ত ১,৪৮,৪১৭৲ টাকা অবন্টিত মুনাফা রূপে ধরা হইয়াছে।

১৯৫৭-এর ৮ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত অসাধারণ সভার প্রস্তাব অনুযায়ী ৪০০টি দ্বিতীয় ডেবেঞ্চারের সেয়ার আসলের সমান বিনিময় ও আদায়ীকৃত হইয়াছে।

বিলিবন্টনের পরিকল্পনায় এই দ্বিতীয় ডেবেঞ্চারের সেয়ারগুলি ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে বার্ষিক শতকরা ৫৲ টাকার পর্যায়ে পড়ে; কিন্তু পাবলিক কোম্পানীজ (রিষ্ট্রিক্সন অন ডিভিডেন্ড) এক্ট, ১৯৪৯ বলবৎ থাকায় ইহার ১৫ ধারা অনুযায়ী অডিটারদিগকে ডেফার্ড মোট মূল্যের বিনিময় করা ভিন্ন যাহা সেয়ার ধার্য করার পর যোষিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে ১৯৫৮-এর ৩১শে মার্চে অন্ত আর্থিক বৎসরের জন্য বার্ষিক শতকরা ৫৲ টাকার অধিক হইতে পারিবে না; বিলিবন্টনের পরিকল্পনায় অডিটারদের প্রাপ্য উদ্বৃত্ত লভ্যাংশ উক্ত খাতে অন্য বিভাগ করা যত্ন রাখা কর্তব্য।

১৯৫৮ সালের ২৩শে অক্টোবর হইতে পাবলিক কোম্পানীজ (রিষ্ট্রিক্সন অন ডিভিডেন্ড) অর্ডিনেন্স,—১৯৫৮ বলবৎ হয়; ফলতঃ ইহার পর বিলিকৃত ৩,৯১৫টি দ্বিতীয় ডেবেঞ্চারের সেয়ারে ১৯৫৮-এর ৩১শে ডিসেম্বর অন্ত অর্ধবর্ষের লভ্যাংশ পরিশোধ করা, অনুরূপ অবস্থায় বন্ধ রাখিতে হয়।

১৯৪৯-এর পাবলিক কোম্পানীজ (রিষ্ট্রিক্সন অন ডিভিডেন্ড) আইনের বন্ধ ৩১শে মার্চে পর্যন্তি ইতিপূর্বে পরিচালকবর্গকে উপরোক্ত সময় অন্তরে লভ্যাংশ সাময়িক লাভের লাভ হইতে প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন।

বন্ধ ১৯৫৭-এর ৮ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত অসাধারণ সভার গৃহীত প্রস্তাব বন্ধ ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে আরও ৬,১৮০টি দ্বিতীয় ডেবেঞ্চারের সেয়ার বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত হওয়ায় উক্ত অধিকল্পনা অনুযোদিত মূলধনের আরও কম করা হইয়াছে।

সেক্রেটারী—দি আর. এন. চার্টার্জি।

মূলধন: অনুমোদিত ১,১৫,০০,০০০৲, বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত—৮৮,৯১,০০০৲; শতকরা ৫৲ টাকার অনুযোগ ১ম প্রেফ প্রতিটি ১০০৲ মূল্যের সেয়ার ১০,০০০টি, শতকরা ৫৲ টাকার ২য় প্রেফ: প্রতিটি ১০০৲ মূল্যের সেয়ার ৩৩,৮০টি, প্রতিটি ১০০৲ মূল্যের অর্ডি: সেয়ার ৪০,০০০টি, প্রতিটি ১০৲ টাকা মূল্যের ডেফ: অর্ডি: সেয়ার ৫০,০০০টি; প্রত্যেক সেয়ার সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত।

বিনিপাত্রের সারাংশ—

(হিসাবের অন্ত বর্ষ)

দায়ঃ—	১৯৫৯ টাকা	১৯৫৮ টাকা	১৯৫৭ টাকা
মূলধন, আদায়ীকৃত :			
প্রেফারেন্স	৪৩,১৭,০০০	৩৩,৩২,০০০	৩০,০০,০০০
অর্ডিনারী	৪০,০০,০০০	৪০,০০,০০০	৩০,০০,০০০
ডেফার্ড অর্ডিনারী	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০
পরিবর্তনীয় নোট	৪৪,০০,০০০	৪৪,০০,০০০	৭৪,৭৫,০০০
সঞ্চয় তহবিল	২৭,০০,০০০	২৫,০০,০০০	১৮,৪৪,৬৪৪
অন্যান্য তহবিল	৯,১৬,৪৮৭	৫,৪১,৭৭৫	১১,১৩,৪১৫
ঋণ	১,৭৫,০৪,৯১৫	১,১৮,১১,৫৩৩	১,৯৮,৯০,৩১৯
দেনা (অবন্টিত লাভ)	১,৪৮,৪১০	১,৩১,৪৯১	১,৪৭,৭৯৯
মোট	৩,৪১,১১,১১২	৩,৪০,৩৯,৭৪৮	৩,২৬,৭৫,১৭৪
সম্পত্তি :—			
মোট স্থায়ী সম্পত্তি	৪১,৫০,৪১১	৩৭,০১,৪৪৪	২২,১৪,১০০
অবচয়	২,৮১,৪১৯	১,৩৪,০৮৪	৪৫,৪১২
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	৩৮,৪৯,০৯১	৩৫,৩৭,১৩৩	২১,৬৮,৭৪৪
বন্ধকী ঋণ	১৮,৪৪,৪৭৯	৮,৫৮,৮০২	১,৭৯,৭৪৪
বাকী পাওনা	১৪,৮০,১৩৪	৩১,৮৭,০৫৮	৪১,১১,১৪০
ঋণ বিনিয়োগ	২,০৭,৬১,৪৮৮	২,১৮,৪১,৩৪৭	২,৪১,৭২,১৮২
অডিট-পরচ-বন্ধ ঋণ	৫,৪১,৩০৪	৫,০৮,৪০১	৫,০৮,৪০১
নগদ	২,৭০,১৮৪	৪,৭২,২১১	২৩,৩০৪
মোট	৩,৪১,১৪,১২৭	৩,৪০,৩৯,৭৪৮	৩,২৬,৭৫,১৭৪
ঋণ সম্পত্তি	৩,০৩,১১,৮০৭	৩,০৪,৭৭,৩০৭	৩,০১,৪৯,৪০৭

পণ্যদ্রব্যের বাজার—

দর কমাইবার নূতন উদ্যোগ

—:০:—

বিভিন্ন পণ্যের দর যাহাতে আরো নিম্নে নামিয়া যাইতে পারে তাহার জন্য ভারতসরকারকে নূতন করিয়া নীতি গ্রহণ করিতে হইল। দেশের বাজারে সাধারণ কিছু চড়া দামে বিক্রয় করিবার জন্য দেশের পণ্য বিদেশে রপ্তানি হইয়া যাইতেছিল। ইহাতে দেশের পণ্য অল্প চলিয়া যাইবার ফলে দেশে তাহার ঘাটতি পড়ে এবং অর্থনীতির দুর্বলতার সুযোগে চাহিদার অনুপাতে জোগান না হইবার ফলে দেশে পণ্যের দাম উঠিতে থাকে। ইহা নিতান্তই অবাঞ্ছিত অবস্থা। বিদেশের বাজারে চড়া দামে মাল বিক্রয়ের উপর জোরো বিধিনিষেধ আরোপ না করিয়া এবং রপ্তানি বিভিন্ন করিয়া না দিয়া যাহা করা যায়, তাহার সরকারকে সেইরূপ ব্যবস্থাই করিতে হইল। রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্কের পরিমাণ তাহার সরকার বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। এই শুল্ক দিবার ফলে বিদেশে ভারতীয় পণ্য বিক্রয়ের আগ্রহ অনেকটা হ্রাস পাইবে। ইহাতে দেশের পণ্য দেশের অভ্যন্তরেই বিক্রয় করিতে হইবে। এবং রপ্তানি হ্রাস পাইবার ফলে দেশে পণ্যের জোগান বৃদ্ধি পাইবে। জোগান বৃদ্ধি পাইলে দর স্বভাবতই কম হইবে। এইভাবে ভারতসরকার দেশের অভ্যন্তরে পণ্যদ্রব্যের দর হ্রাস করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।

পৃথিবীর বাজারে এখন মুদ্রাস্ফীতির ফলে পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়িতেছে। এমন ক্ষেত্রে রপ্তানির অভ্যন্তরে দর হ্রাস করা যে মূর্খতা হইবে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অভাব দেখে যখন পণ্যদ্রব্যের দাম চড়া, তখন সেই সব জায়গার বাজারে যদি ভারতীয় রপ্তানিকারী ব্যবসায়ীরা পণ্য বিক্রয় করিতে পারেন, তবে তাহাতে সুবিধা বেশি হইবে। অধিক মূল্যের লোভে এই আগ্রহ যেন কমা সম্ভব হয়। প্রকারান্তরে তাহা হইলে রপ্তানি শুল্ক বাড়াইয়া দেওয়াই হয়।

তাহা ছাড়া বাড়িত মূলধনের এখন অনুপযুক্ত বণ্টনের ফলে উৎপাদন-আয়োজন ভুল করিয়াছে। ইহাতে শিল্পবিশেষ ও দ্রব্যবিশেষ প্রয়োজনের উৎপাদন বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। বাড়িত মূলধন হইতে শিল্প ও দ্রব্যবিশেষ প্রয়োজনের উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি নূতন করিয়া আমদানির জন্য অনুমতি দেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। বাড়িত মূলধনের যাহাতে সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য তাহা প্রতিরোধ হইল। এমন ক্ষেত্রে এই সব ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিঘ্ন দেখা দিয়াছে। ভারতের এখন অনেক দিক উন্নতি করিবার আছে এবং বিদেশের যন্ত্রপাতির উপর তাহাকে নির্ভরও করিতে হইতেছে। পৃথিবীর আমদানি মূল্যস্ফীতির পূর্ণ হওয়ার ফলে তাহার কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া ভারতেও দেখা দিতে বাধ্য।

ইহা সত্ত্বেও ভারতে পণ্যদ্রব্যের দাম কমাইবার জন্য এই মুদ্রাস্ফীতির যোগ করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। দেশের পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বিদেশে বেশি পণ্য চালান কমাইবার জন্য ভারতসরকারকে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইতেছে।

বাজারে দর নেমে যাইবার ভয়ে ব্যবসায়ীরা মাল বিক্রয় করিতে চাহিতেছেন না। ফলে বাজারে মালের জোগান কমিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় নূতন করিয়া সরকারী ঘোষণা জারি করিতে হইয়াছে। আপাতত ইহার ফলে কী অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন। কিন্তু মূল্য-পূর্ব কালীন অবস্থায় এখনো আমরা সকলকে ফিরিয়া যাই নাই। অতিরিক্ত যদি বিশেষ জরুরী অবস্থার আশা ভারতসরকারকে পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে আর কিছুদিনের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিবে বলিয়া মনে হয়।

চিনি ও চিনি—

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে গুড় ও চিনির বাজারের অবস্থা অনেকটা বিভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকটা অকস্মাৎ অবস্থা কালোবাজারী কারবার এমনো চলিয়াছে; ইহার মূলে বিশেষ উদ্যোক্তারা হইতেছেন কলিকাতা। এখানে গুড়ের সর্বোচ্চ নির্ধারিত দরের অনেক বেশি দরে তাহা বিক্রয় হইতেছে। যেসব জায়গায় গুড়ের উৎপাদকদের নিকট হইতে যে দরে কেনা হইতেছে তাহার দাম দিতে হইতেছে এই সর্বোচ্চ দরটাই। সুতরাং এই গুড় বাজারে বিক্রয় করিবার সময় আরো কিছুটা দর বাড়িবেই। কালোবাজারে যে সব লেনদেন হইতেছে তাহা না কি এই আনুষঙ্গিক খরচ-খরচা বাবদই।

চিনির বাজারে বিশেষ কোনো পরিবর্তনের খবর বিশেষ নাই। এখন পর্যন্ত চিনির দর একই রূপ আছে। কালোবাজারের কারবার বিশেষভাবে বন্ধ যাইতেছে। উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে অবশ্য মাড়াইয়ের কাজ শুরু হইয়াছে; দক্ষিণাঞ্চলের দুটি কারখানাতেও মাড়াইয়ের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ফলিতাঞ্চলে মিলে ৪ লক্ষ বস্তা চিনি যা কি এখন উদ্বৃত্ত আছে। হিসেবে মাল পর্যন্ত ৮ লক্ষ বস্তা চিনির দরকার। তাহা হইলেই বোঝা যাইতেছে যে, ৪ লক্ষ বস্তা চিনি উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও এখনো ৫ লক্ষ বস্তার ৪ লক্ষ বস্তা ঘাটতি আছে।

চা—

গত সপ্তাহে কলিকাতার নীলাম-বাজারে প্রায় ২৯,৫০০ পেটি চা রপ্তানির অধিকার লইয়া বিক্রয় হয়। গত কয়েক সপ্তাহের তুলনায় বাজারে চাহিদা এই সপ্তাহে কিছু বেশি দেখা যায়।

পণ্যদ্রব্যের দর—

গত ১৮শে মার্চের কলিকাতায় বিভিন্ন পণ্যের পাইকারী দর যেরূপ ছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—

তৈল—সরিষা ১৪৲—১৫৲, বাদাম দেশোয়ালী ২৯৲, বাদাম (শিপমেন্ট) ৭৫৲, তিসি ৩৩৲, আমা ৩৩৲, রেড়ি ১০৲, তিল ৭৮৲।

তৈলবীজ—সরিষা (রাই বস্তা) ৩৬০০, ছোট ৩৩৲, তিসি বড় ৩৩০০, ছোট ২৯৫০—৩০৲, বাদাম দামী ৩৫৲—৩৪০০, খোলামুখ ১৮৲—১৯৲, তিল দামী ৩০৲—৩১৲, কালো ৩০৲, আমা ২৩০০, রেড়ি তামলুক ২৭৫০, বিহার ২৮৫০।

তন্তুবীজ—শণের দামী ১৯।০, সৈদা ১৫৲, সুন বড় ১৭৫০—১৮, বিহার দেশী ১৯৫, বস্তা বড় ২১৮০ ২২।০, ছোট ১৭৲—১৮৲, আইবর বিহার ১১৫০, বালা ১৪৲, বোম্বাই বিহার ১৮০০, বালা ১৬৫০—১৭৲।

ডাল—মুগ ২১১০—২৩, অড়হর ১ম ২২৲—২৩৲, বড় বড় ২৪৬০—২৬৲, ছোট ২৫।০, মটর ১৯৫০ ছোট ২০৲—২১৲, খেসারী ১৮৲—২১৫০।

শেয়ার বাজার—

পাকিস্থানি টাকার মূল্য হ্রাসের গুজব

—:০:—

কলিকাতা, শনিবার, ২৫শে নভেম্বর—গত সপ্তাহের শেষে বাজারের অবস্থার যে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়, এ সপ্তাহে তাহাতে সেই উন্নতি অব্যাহত থাকে। বোম্বাই হইতে উৎসাহ জনক সিদ্ধান্ত আসিতে থাকে, এবং তাহার প্রতিক্রিয়া কলিকাতার শেয়ার বাজারে দেখা যায়। কাজ-কারবারের পরিমাণ কিছুটা বেশী পরিদৃষ্ট হয়।

পাটকল প্রবর্ত্তিত অন্যান্য শুল্ক টন প্রতি ৭৫৲ টাকা হইতে ১৫০০৲ টাকা হওয়ায় প্রথমটা রাজরা শেয়ারের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া পড়ে। রাজরার দর ৩৬৲ হইতে কমিয়া ৩৪৬/০ হয়। দিবের শেষে অবশ্য এই দর বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯৲ টাকা হয়। বাই কোম্পানীর পাটের শেয়ারের প্রতি বাজারে বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। কেন না এই সব শেয়ারে ডিভিডেণ্ড বেশী হইবে বাজারে এইরূপ আশার ভাব বিরাজ করে। ১৩৯৲ টাকা দরে অকল্যাণ্ড কোম্পানীর কাজ করে; ফোর্ট গ্লষ্টারের দর ১৫৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৪৫৲ টাকা হয়। নুরুল ২৩৯৲ ও লাক্সটাইল ২০২৲ টাকা দরে কিছুটা কাজ-কারবার করে।

কলা বিভাগীয় শেয়ারের মধ্যে আলিবিহির ছিল। দাউদ কলসমূহ ২৪৯/০ ও ওরিয়েণ্টাল দাদাই কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ১৩৮০ আনা হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রনের শেয়ারে বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা দেখা যায়। ৩৭৯/০ আনা ও ৩১৲ টাকার মধ্যে ইহার দর দাদাই ওঠা-নামা করিতে থাকে। টিন ফরমোরেসনের দর ২১৯/০ ও ২২৯/০ আনার মধ্যে ওঠা-নামা করে।

বিবিধ বিভাগে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে না। বালকাটা ট্রামের দর ২৩/০ ও ইণ্ডিয়ান কেব্‌ল্‌ ৫৯৲ থাকিয়া যায়। আন্ধ্রের প্রথম ৩০৯/০ ও বি আই করপোরেশন ৮৴০ হয় হয়। টিটাগড় পেপার ২৮৷০ আনা হয়ে কিছু পরিমাণ লাভ করে।

ইহার পর দিবস শেয়ার বাজারে কর্ম্মতৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন শেয়ারের মধ্যে বাজার উন্নতির দিকে ঝোঁক দেখা যায়। পাকিস্থানী টাকার মূল্য হ্রাস হইবে বাজারে এইরূপ গুজব রটা হওয়ায় ও তাহাকেন্দ্রিক পাটের কারবার চালাইবার তীব্র দৃষ্টিভঙ্গি হওয়ার বাজারের অবস্থার অনেকটা উন্নতি ঘটে।

এই দিন সকল বিভাগে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ পরিলক্ষিত হয়। পাটের বাজারে ফোর্ট গ্লষ্টার ৪৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত ওঠে। বালকাটিয়ার দর হয় ২০০৲।

ইহার পরবর্ত্তী দিন বাজারের অবস্থা পূর্ব্বদিনের ন্যায়ই থাকে। কিন্তু বাজারের আকর্ষণ বেশি দেখা যায় কাটনা কারবারের প্রতি। বাই কোম্পানীর শেয়ারে ডিভিডেণ্ড ঘোষণা হওয়ায় এই শেয়ারের দর কিছু বৃদ্ধি পায়। পার্লামেণ্টে জাতের অর্থসচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্থানী টাকার দর অতিরিক্ত কমের ফলে কিছু হওয়া স্থগিত থাকিতে পারে; এই ঘোষণার ফলে অনেক শেয়ারের দর হ্রাস পাইয়া যায়।

পরবর্ত্তী দিন বাজারে কিছুটা অস্থিরতার ও অবনতির ভাব দেখা যায়। পাকিস্থানী টাকার মূল্য হ্রাসের হইবার ঘোরো বিষয়ে সব না জানিতে পারায় বাজারের অবস্থা এরূপ দাঁড়ায়। আজ প্রত্যেক শেয়ারের দরই নামিয়া আসে; কিন্তু শেয়ার বিক্রয়ের কোনো আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয় না।

আজকের হালচাল

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি—৫ সুদের (১৯৪৭) ঋণ ১১৫৲ ১১৬/০ ১১৫/০ ১১৫/০; ২½৲ সুদের (১৯৫৫) ঋণ ৯৮/০; ৫ সুদের (১৯৫৮-৬৮) ঋণ ৫ সুদের (১৯৪৭) ঋণ ১০০৬/০; ১৮৬/০, ৩ সুদের (১৯৬৩) ১১/১০; ৩ সুদের (১৯৭০-৭৫ ঋণ ১৭৯০। ব্যাঙ্ক—বঙ্গলী ব্যাঙ্ক ৭৬০ ৭৬/০; ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (আপিস) ৪৭৯৲। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ৮৷৴০। ব্যাঙ্কের অব—সুইস বিজন ২১০৲। নিউ ডিরেক্টরিজ ২/০; ব্যাঙ্কের ডাক (প্রেফ) ১০১৲। ইন্সিওরেন্স—এ্যাসোসিয়েটেড ৩১৯ ৩১৬/০ ৩৫/০ ৩৯০; হেলথ ৫৩৯, ৫০৫৲; হিন্দুস্থান ১৩৯৲ ১৩৬/০ ১৩৬/০ ১৩৬/০ ১৯৲; লেট্‌স ইণ্ডিয়া ৫৲; ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৪০৬/০ ৪১৯/০; মৌরাকলী ১৯/০; নিউ ইণ্ডিয়া ১৮৷৴০ ১৮৷৬০ ১৮৷০; সেন্ট্রাল ১২৲; মিলস—বি ৪৷৴০ অর্ডিনারী প্রেফ ৭৯০; অর্ডিনারী ডিফার্ড ১৲। পাটকল—আগ্রেস ৩১৫৲; হাজরা ৩৪৯০ ৩৪৬০ ৩৫৯০ ৩৪৯০ ৩৪৮/০; কাঁকিনাড়া ২৩৯৲; ফিনিক্স ২৫০৲ লাক্সটাইল ২১৪৲ ২১৮৲ ২১৯৯০; নুরুল ২৪৯৲ ২৪৯৲; ছাপরাল ২৩৬৷৴০ ২১৲ বিবিধ কোম্পানী—কলদিয়েটেড টিন ১৮/০ ১৬/০; ইণ্ডিয়ান কপার ২৬৷০ ৩৲; টাকার টিন ৬৷৴০; আসাম ফ্রেজ সিমেণ্ট (প্রেফ) ২৬/০ ২৯০; ডালমিয়া সিমেণ্ট ৩৲; সোনভালি সিমেণ্ট ৬৮/০; আসাম ইলেক্‌ট্রিক ১৪২৲; বেঙ্গল ইলেক্‌ট্রিক ২০৲ ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক ১৬৯০; মজঃফরপুর ইলেক্‌ট্রিক ১৩৬/০ ১৩৯০ ১৩৯/০ ১৩৬/০; ; পাটনা ইলেক্‌ট্রিক ১৩৯০; আগ্রা আজমের ইলেক্‌ট্রিক ১৪৬/০; ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল ৩১/০ ৩১৯০ ৩১৮/০ ৩১/০ ৩১/০ ৩১৯০ ৩১৬, ৩১৲ ৩৩৫/০; জেসপ এণ্ড কোং ১৮৫/০ মার্টিন বার্ণ ৮৯/০; টীন কর্পোরেশন ৭১৮/০; টেলিগ্রাফ ইলেসিনারী ৬৯০; ওয়েষ্ট আয় ইণ্ডিয়া ১৭৬/০; নিউ ইণ্ডিয়া ইনভিজলেন্স ১৯৯/০; নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স ৫১০; ইণ্ডিয়া জেনারেল ইনসিওরেন্স ৯৫/০ ৯৯০ ৯৬৬/০; এসুমিথিয়ার অর্ডিনারেন্স ৭৮/০; ঐ (নূতন প্রেফ) ৭৮, এক্সেলো ব্রাসস ৩১৬০ ৩১৲; বি আই অর্ডিনারেন্স ৮৬৷৴০; ঐ (প্রেফ) ১৮৩৲ ১৮৪৲; ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ২৩৯০ ২৩৬/০ ২৩৬/০ ২৩৬০; মার্টিন বার্ণ ১৬৬/০ ১৭৲; ছাপরাল ইলেকট্রিক কেমল ১২/০ ১২৬/০; ছাপরাল ট্রামওয়ে ১৮৬০ ১৮৬/০; ঐ (প্রেফ) ৯৩৲; ঐ (২য় প্রেফ) ৭৩৲; লোটাস ইণ্ডাষ্ট্রি ৫৲ ৫/০; বি বি পেট্রোলিয়াম ১৪/০ ইণ্ডোআমেরিকা পেট্রোলিয়াম (প্রেফ) ১৩৯০; ওরিয়েণ্ট পেপার ৪৮৲; টীটাগড় পেপার ২৮৷০ ২৮৬/০; ইণ্ডিয়া ইনকোম ৭৷০ ৭৷০; কালস্থ ফ্রন্থার (প্রেফ) ১৩৯৲; ইষ্ট ব্রুয়ারী ৪৷০; চা-বাগান—গৌরজেরা ৮৯০; ডাওবন্দ ৩২৬/০ ৩২৯০; আকাডুরা ৯৯০; চন্দীপুর ১৯৲; বীর ২৩৫৲; পাসকোরা ১৩৯৲। ডিবেঞ্চর—৫৲ ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ডিবেঞ্চর ১১৩৷০।

সোনা ও রূপার দর

কলিকাতা, ২৩শে নভেম্বর—খাঁটি সোনা (প্রতি তোলা) ১০৮৷০; খাঁটকলার (প্রতি তোলা) ১০৮৷০; বিরি (প্রতিশতানি) ৭৪৷৴০; রূপা (প্রতি ১০০ তোলা) ১১৯৷০; ঐ মুদ্রা ১৮০৲।

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের এক্স ব্রাসস, ২৮ তোলার দর।

বোম্বাইয়ের সোনা ও রূপার দর

বোম্বাই, ২৩শে নভেম্বর—খাঁটি সোনা ১০৯৷০, মিনি ১৮৭৷০; রূপা ৮৮০৲।

উইল্‌সের উডবাইন : ৫, ১০ আনায় ১০টি—জাতীয় ব্যয়ের নিবন্ধকারী

The Imperial Tobacco Company of India Limited, Successors to W. D. & H. O. Wills, Bristol & London. Cigarettes made in India.

সংবাদ সংকলন

শ্রমিকদের জিলাখুলো এক্স-রে ছবি

ভারতের জিল লক্ষাধিক শ্রমিকের স্বাস্থ্যরোগের ব্যবস্থা করার হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৪০ সাল হইতে ভারতীয় চিকিৎসা সংকলন পরিষদ এই দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। স্বাস্থ্যরোগ নিরূপণের যে "রেডিওগ্রাফিক ইকুইপ" ক্রয় করিবার জন্য তাঁহারা ভারত সরকারের নিকট অনুরোধ জানান। আমেরিকা হইতে একটি আধুনিক যন্ত্র এখন দিল্লীতে আনা হয় এবং সেখানে তাহার পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। ঐ যন্ত্রটি ক্রয় করিয়া কলিকাতায় "অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথ"-এর হাতে অর্পণ করা হইয়াছে।

ভাল বিদ্যুতের রেডিওগ্রাফিক ইকুইপটি একটি ভ্যানের উপর স্থাপিত। যন্ত্রসম্পূর্ণ একটি পেট্রল জেনারেটরও ঐ সঙ্গে থাকে। এই ভ্যান যেখানে খুসী লইয়া যাওয়া যায় এবং যে অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নাই সেখানেও সহজেই এক্স-রে ছবি তোলা যাইবে। যন্ত্রটি পরিচালনার কাজও খুব সহজ। রোগের কক্ষের এক্স-রে ছবি লওয়া প্রয়োজন তাহাকে যন্ত্রটির সম্মুখে এক বিশিষ্টভাবে দাঁড় করাইয়া দাগিলেই হইল; কয়েক ছবি আপনা আপনিই তুলিত হইবে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছবি হইতে চিকিৎসক এক্স-রে ছবি লওয়া সকল। এক্স-রে পরীক্ষার ফলাফল গোপন রাখা হয় এবং তাহা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদেরই জানাইয়া দেওয়া হয়।

অনেক শ্রমিকেরা নানারকম রোগে ভুগিয়া থাকে। প্রথমতঃ কারখানা বা খনির দূষিতবায়ু যাহাতে তাহাদের ফুসফুস রোগাক্রান্ত করিয়া দিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যক্ষ্মা। মোট শ্রমিকের শতকরা ১৪ জন অর্থাৎ দশ লক্ষ শ্রমিক সুস্থাবস্থায় এক তিন লক্ষ জনই যক্ষ্মায় শ্রমিক খনির কাজে নিযুক্ত। পাটকলেও তিন লক্ষ তিন হাজারের কিছু বেশী শ্রমিক কাজ করে। খনির নানারকম ভাঙ্গা ধূলাবালি অথবা তুলা ও পাটের সূক্ষ্ম তন্তু বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফলে তাহারা সহজেই রোগাক্রান্ত হইতে পারে। এই প্রক্রিয়ান হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, পাটকলে নিযুক্ত প্রতি ২১ জন শ্রমিকের মধ্যে একজন রোগাক্রান্ত। এই রোগ যদি ঠিক সময়ে ধরা পড়ে এবং তাহার

যদি যথাযথ চিকিৎসা করা যায়, তবে তাহাদের অধিকাংশকেই রোগমুক্ত করা সম্ভব।

বেডিওগ্রাফির ইউনিট স্থাপিত হওয়ায় তাহারা দুনিয়ার যে কোন শ্রেষ্ঠ ডাক্তারখানার বিশারদের এক্সরে দুনিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পাক মুদ্রামূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা

বোম্বাইয়ের স্বীকারী শ্রীযুক্তদাস মেহতা বলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানী টাকার মূল্য হ্রাস করা হইবে। অপর পক্ষে ষ্টার্লিং-এর মূল্য সংশোধনের ফলে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

গ্রীণ হোটেলে বোম্বাই রোটারিয়ানদের বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তদাস মেহতা বলেন, ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে, মূল্যের পরস্পরীকরণের তুলনায় ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থা অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক। উৎপাদন ব্যয় বর্দ্ধিত না হইলে এবং প্রত্যাশিত মূল্যমান বর্তমান স্তরে অটল থাকিলে, মূল্যমূল্য হ্রাসের সুফল স্থায়ী হইবে।

শ্রীযুক্তদাস মন্তব্য করেন যে, পাকিস্তান কর্তৃক মুদ্রামূল্য হ্রাস না করায় সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের পক্ষে অধিকতর হইয়াছে। পাকিস্তানের প্রায় পাঁচ কোটি টাকা রপ্তানি বাণিজ্যের হ্রাস পাওয়ায়, বাণিজ্য বাণিজ্যে সামঞ্জস্যকল্পে তিন কোটি টাকা উদ্বৃত্ত, ১৯৪৯-৫০ সালে মোট কোটি টাকা ঘাটতির সম্মুখীন হইয়াছে। ঘাটতি মূল্যমানের সঙ্গে বাণিজ্যে গত বৎসর প্রায় পাকিস্তানী মোট টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, ১৯৪৯-৫০ সালে পাঁচ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে।

উপসংহারে শ্রীমেহতা বলেন যে, তাহাদের এক আশঙ্কা বর্তমানে প্রায় পাঁচ সেন্টের সমান। বস্তুতঃ, উৎপাদন ব্যয় এবং পণ্যমূল্য বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহা প্রতিরোধ করা না হইলে, তাহাদের এক আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

সরকারী 'পাট ক্রয় প্রতিষ্ঠান' আখাসে পাট ক্রয় ও মজুতের ব্যবস্থা

কলিকাতা, ১৩ই নভেম্বর—যাঁহারা পাট ক্রয় করিয়া উহা সরাসরি চটকলগুলির মধ্যে বণ্টন করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে একটি 'পাট-ক্রয় প্রতিষ্ঠান' গঠিত হইয়াছে। কোন চটকলকেই স্বতন্ত্রভাবে পাট ক্রয় করিতে দেওয়া হইবে না এবং এই প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্ত পাকিটি মাত্র কেন্দ্রীয় পাট সংগ্রহ করিতে পারিবে।

কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রি কর্তৃক ভারতীয় চটকল সমিতির নিকট লিখিত পত্রে জানা যায় যে, বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় ও আয়কর ফাঁকে তাহাদের লোকসান বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সম্প্রতি ১৯৪১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে চাঁদাদীনে পাটজাত দ্রব্যের রেল-ভাড়া কমিবার ঘোষণা করিয়াছেন। খাদ্য-মন্ত্রি চটকল-গুলিকে এই মর্মে লিখি এক নির্দেশ দিয়াছেন যে, চলতি বৎসর শেষ হইবার পর তাহারা যেন আর কোনরূপ পাটজাত দ্রব্যের রেল-ভাড়া বৃদ্ধি না করেন; কারণ ঐ সময় হইতেই সকল প্রকার রেল-ভাড়া "বাড়তি" বলিয়া গণ্য করা হইবে। ইহাতে যে সমস্ত চটকলের বাণিজ্য মেয়াদ মার্চের বিনিময়ে তাহাদেরকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছিলেন, তাঁহারা সঙ্কটে হইয়া পড়িয়াছেন। পাট ব্যবসায়ীদের মহলের নিয়ন্ত্রণাধীন হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত চটকল কর্তৃপক্ষগণ অধিবার আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন। প্রকাশ ৪০ × ১০ আউন্সের প্রতিটি গাঁট চটের উপর ২০৲ টাকা হিসাবে শুল্ক ধার্য্য করিয়া তিনি তিন উৎপন্ন বাবদীয় চটের উপর উৎপন্ন শুল্ক ধার্য করিবে এবং পাটজাত দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিবে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

অগ্রিম উৎপাদন-শুল্ক প্রেরণা

ডিসেম্বর মাসাবধি হইতে এক মাসের মধ্যে তাহাদের বিভিন্ন অঞ্চলে মাল সম্পূর্ণ পরিচালনা হয়। [illegible] পরিবর্তে তিনি পাওয়া যায় না, অথচ প্রতি মণ তিনি তৈয়ারীর জন্য কিছু বেশী মাল দরকার, তাহাকে পড়তা খরচ পড়ে। আগামী মরসুমে তিনি উৎপাদন বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ডিসেম্বরের মধ্যে এক লক্ষ টন তিনি তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা উদ্যোগ নিয়েছিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আলোচনাদিতে অতিরিক্ত মজুরদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অধিক [illegible] টন তিনি মণ করা ২৮/০ বেশী ধরে দিবিতে সম্মতি দেন। বাকী থাকে একমাত্র বিষয় হইবে—যে সব বিদেশ মূল্য চড়াইয়া বর্ধিত খরচ উসুল করিয়া পড়ে নাই। উহার প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ও পাঞ্জাবে যে সকল কারখানা ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে এবং উহার প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে ও বিহারে যে সকল কারখানা ২২শে নভেম্বরের মধ্যে কাজ আরম্ভ করিবে—তাহা যে সকল কারখানায় পরবর্তী এক মাস পর্যন্ত তৈয়ারী তিনি এক উৎপাদক হারে চড়া দর পাওয়া যাইবে। তবে কোন কারখানার গড় বৎসর এবং তৈয়ারী তুলনায় উৎপাদন করিলে উৎপাদক সুবিধা দেওয়া হইবে না। এক লক্ষ উৎপাদন বৃদ্ধির যোগ্য দেওয়া এবং তদনুযায়ী অতিরিক্ত মজুরদের ব্যবস্থা এই ক্ষেত্রে সরকারের উদ্দেশ্য।

পশ্চিমবঙ্গে তুলা ঘাটতি

কলিকাতা চেম্বার অব কমার্সের কার্যকরী সমিতির গত অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রী ই. পি. রামাস্বামী মুদালিয়ার বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে তুলার ঘাটতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ১৯৪৭-৪৮ সালের তুলনায় এই বৎসর ফলনের অনে শতকরা ৭০ ভাগ বেশী তুলা আমদানি হইয়াছে। বক্তৃতা আরও বলেন যে, পূর্ব আফ্রিকার আবশ্যক তুলা পাঠাইবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হউক। বস্ত্র কমিশনার উহা এড়াইয়া গিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, অবশ্যই উহাতে অদূর ভবিষ্যতে বেশী তুলার ব্যবস্থা আরও ৫ বা ১০ পারসেন্ট বাড়াইয়া দিবেন। চলতি বৎসর ফলন উহাতে সন্তোষজনক নয়। অতএব ১৯৪৭-৪৮ সালের তুলনায় শতকরা ৩০ ভাগ কম কাঁচা মাল পাওয়া যাইবে। এই অবস্থায় উৎপাদন বাড়ে কি করিয়া—তাহাই সমস্যা।

ভারত হইতে পশম রপ্তানি

যুদ্ধ হাসের পরে গত এক বৎসরের মধ্যে পশমের দর অত্যধিক চড়িয়াছে। ইহাই পশম সম্পর্কে ভারতবর্ষ প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী। এখানে প্রয়োজনের তুলনায় মধ্যম পরিমাণে মাঝারি ও মোটা পশম হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা শীতার্ত ও অর্দ্ধবিবস্ত্রদিগের লজ্জা আংশিক ভাবিয়া পূরণ হইত। আজকালকার দিনের দেশীয় কারখানাগুলির এত পরিমাণের উপযোগ সরবরাহ গত জুলাই মাসে পশম রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তুরাজার পশমের একটা মস্ত আড়ত্ত ও কলিকাতার পশম বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। কিন্তুর সরকারের অনুরোধে ইহা রপ্তানির নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা করিয়া রাখা হয়। সম্প্রতি সরকার ১৫ কোটী পাউণ্ড পর্য্যন্ত কাপড়ের পশম রপ্তানির এক লাইসেন্স বিতরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার উপর মূল্যের ৩০% হারে রপ্তানি শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে। ১৯৪৯-৫০ সনে মোট ২৭ কোটী পাউণ্ড ও পরবর্ত্তী তিন মাসে মোট ৮০ লক্ষ পাউণ্ড পশম রপ্তানি হইয়াছিল [দ্বিতীয়টী পশম নহে]। কর্ত্তৃপক্ষ সন্দিগ্ধ করিয়াছেন যে, ইহার ফলে আমদানীর দর চড়িবে না। পরে তথাকথিত অবশ্য সরল করাইয়াছেন যে, গত বৎসর মোটা হাসের পরে উপরোক্ত ৫০% আদায় দিয়াছিলেন।

পাকিস্তানে প্রথম চটকল

পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের হইতে প্রায় ৩ কোটি টাকা মূল্যে নিজেদের জন্য উহার মূলধন একটী শিল্পসংস্থার নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। পাকিস্তানে প্রথমটির নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইবার পরে প্রথমটী তথায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রথমটি—আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্ব্বে চালানি আসিয়া পৌঁছিবে এবং মূল জুলাই মাসের উৎপাদন আরম্ভ হইবে। প্রথমে তিন শত তাঁত বসাইবার কথা আছে। পরে ইহা বাড়াইয়া এক হাজার তোলা হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন যে, আগামী ফাল্গুনের শেষে ও ১৯৫২ সালের প্রথমদিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিও চালু হইবে। এই সকল মিলে বার্ষিক আট লক্ষ থাকিবে পাই (পাকিস্তানে উৎপাদনের এক-অষ্টমাংশ) আহরণ হইবে।

ক্ষমতা বর্দ্ধিষ্ণু আইন

মূলের সময় আক্রান্ত কাজে শ্রমিক নিয়োগের পথ বহু কঠিন অধিক লাভের ক্ষেত্র-বহুল সময়ের অন্যান্য উদ্দেশ্যে প্রয়োজন সরকার মূলের পর বিভিন্ন বৈদেশীয় কারখানা চালানো বিভিন্ন করিয়াছিলেন। মূলধন পরিমাণ ঐ আইনটী প্রয়োজন করেন। নিয়ন্ত্রণ দেখা হইয়াছিল যে, অত্র প্রদেশ হইতে বহুত আবিষ্কার কারখানা চালানো যাইবে না, উহা এদেশান্তরে বন্ধ রাখিতে হইবে। পাশের জেলার একটী বিড়ি কারখানার মালিক ও একজন কর্ম্মচারী উহার বিরুদ্ধে মুদ্রিত কোর্টে মামলা করিয়াছিলেন। বিচারপতি মিঃ মহাজন উহা সাব্যস্তকরেন ১৯ (১) (ছ) ধারাপ্রসারে নির্দ্দিষ্ট মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলিয়া ঐ আইনটী বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

বহুত অধিক মূলধনে প্রশাসনিক

বোম্বাই-এ সাম্প্রতিক বহুশিল্প মালিনী ট্রাইবিউনাল মূলধনের উপর ৬ পয়সাল ও বহুত অন্যান্য অধিকের উপর ২ পয়সাল মুনাফা আইনের অংশে অবশ্যপ্রদেয় ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার ফলে সমধিকসংখ্যক মূলাজিদির কলকব্জির বহুত অধিক মূলধনে পরিবর্ত্তন করিয়া অনীতিদের অংশে বিনামূল্যে দেয়ার বিধির আওতায় আসিয়াছে। কেন না, সাধারণের "বহুত অধিক" আখ্যা পরিবর্ত্তন করিয়া "মূলধন" আখ্যা দিলেই ইহার উপর ২ পয়সালের স্থানে ৬ পয়সাল মুনাফা আদায় করা যাইবে। পক্ষান্তরে এই সকল কারখানে, যদি তাহা নামক কাপড়ের কলের (পরিচালক : মফতলালী ভাগিনা এন্ড সন্স ; চেকো। ১৮৫,১৬৪ : টাকা ৯৯৭০) ডিরেক্টরগণ নিজেই বহুত ৫.৫১ কোটী টাকার মধ্যে ১,২৩,৪১,০০০৲ মূলধনে প্রশাসনিক করিয়া প্রয়োজনী দেয়ার পর বিনামূল্যে এমনই করিয়া দেয়ার বিধির প্রস্তাব করিয়াছেন। ১৯৪৭ সালের (তখন আমানী মূলধন ছিল ৯১,১৪,০০০৲) ইহারা প্রয়োজনী অতিরিক্তী দেয়ারের জন্য একটী করিয়া যোগদান দেয়ার বিধি করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ইহার মূল অংশীদারদের বিধিবিত্ত মূলধনের উপর ১৯৪৭ সালে পূর্ণীয় সমপরিমাণ যোগান দেয়ার পাইয়াছেন এবং বর্ত্তমান প্রয়োজনী অংশীদারদিগের অনুরূপভাবে লাভ করিলে আরও মূল পরীক্ষ বিনা যোগদান দেয়ার পাইবেন। প্রয়োজনী প্রস্তাবের প্রস্তাবে ২৪০৲ মূলের দেয়ারের বাজার দর ছিল ১৬৬৲ টাকা।

সরকারী কারখানার পরিচালনা ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈদেশিক অধিকাংশ মালিক সরকারী কারখানাগুলি বেসরকারী কোম্পানীর হাতে পরিচালনা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য প্রস্তাবিত করিয়াছেন। বিস্তারিত প্রস্তাবটী এখনও রচিত হয় নাই। তবে সরকার প্রয়োজনী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞ বোর্ড গঠনের ইচ্ছায় এবং এজন্য পরে সরকারী কর্ম্মচারী বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হইবেন। সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে কাজের উৎকর্ষ অনুযায়ী সম্পূর্ণ সাধারণভাবে অবাধবিধি করিবে হয় না এবং প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ফেলাই হউক না কেন—তাহাদের মধ্যবর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পায়। বেসরকারী অংশের পরিচালিত হইলে তাহা ঘটিবে না। যোগ্যতার নির্দ্দিষ্ট দিলে উন্নতি হইবে এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার উপর কর্ত্তৃপক্ষ পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা নির্ণয় করিবে। এই দিক দিয়া প্রয়োজনী অংশের ও অংশের বিনাশের এক যোগ্যতা সৃষ্টি সহায়ক। তবে এখনে বেসরকারী ক্ষেত্রের মত সমস্ত যোগ্যতার পুরস্কার দিবে না। প্রথম ও নিম্নে অতিরিক্ত ছয়টী সরকারী কারখানা চালু আছে অথবা চালু হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তথা—বাঙ্গালোরের বিদ্যুৎচালিত বিমান কারখানা, সিন্দ্রীর রাসায়নিক কারখানা, নেপানিগিরি ও মূল রপ্তানির কারখানা (এখন বৈদেশী প্রস্তাবের), নদীয় অবস্থানযোগ্যী তারের (Cables) কারখানা এবং বিহারের বৈদ্যুতী-চালিত কারখানা।

মি ইন্টারন্যাশনাল ব্রোস, ৪৬ নং অরবিন্দ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীকালাচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মুদ্রিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর পক্ষ হইতে ৩ নং রমানাথ বিশ্বাস লেন, ২৩ নং বেনেটোলা স্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মুদ্রণালয়ের। শ্রীহরিপদ প্রেস, ৩৯ নং

REGD. No. C105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৩২ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ : ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৪০ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়—	২৮৩
জাতীয় ধাতু গবেষণাগার	
প্রাসঙ্গিক—	২৮৭
উইলের কথা	
ট্রাম ও বাস	
সুদের কারবার	
পণ্যদ্রব্যের বাজার— ...	২৮৯
বস্ত্র সম্পূর্ণরূপ পাট সম্বন্ধে মন্তব্য	
বিভিন্ন স্থানে পাটচাষী পত্র	
শেয়ার বাজার—	২৯১
সপ্তাহান্তের সংক্ষিপ্ত টীকা	
বাজারের ভাবভাব	
৫। নৌবিজ্ঞান, লোহ ও লোহাস্ত্রের নির্মাণ	২৯৩
৬। সংবাদ সংকলন—	২৯৪
আসামে আলুর ক্ষেতির পরিমাণ বৃদ্ধি	
সরকারী পরিদর্শনের ফলাফল প্রকাশ	
পশ্চিম বঙ্গে ১৯৩৯ সনে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস	
পাট চাষের ক্রমবর্ধমান সমস্যা	
পাকিস্তানের দাবিদাওয়া	
খাদ্য সরবরাহের অবস্থা	
রাজস্বে ট্রাষ্টের আয়কর	
ভারত পাকিস্তান যুক্ত সম্পাদনের কমিটি	
প্রধান মন্ত্রীর আবেদন সম্বন্ধে মন্তব্য	
ক্রোমাটোমাইসিনের ব্যবহার	
বিদেশে উদ্ভিদ-অনুসন্ধানের ফল	
বিহার-বিহারের নতুন কাজের সময় অতি	
বিদেশে ভেষজের চাহিদা	

জাতীয় ধাতু গবেষণাগার

ইতিপূর্বে ভারতে কয়েকটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কয়েকদিন পূর্বে জামসেদপুরে ধাতু গবেষণাগার খোলা হইল। প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই গবেষণাগারের উদ্বোধন করিলেন।

খনিজ দ্রব্যের অভাব ভারতের নাই বলা চলে। কিন্তু সেই খনিজ ধাতুর ব্যবহারের উপযোগী ব্যবস্থা সকলপ্রকারেরই আছে, এমন কথা বলা যায় না। প্রাচীন ভারত বিজ্ঞানের দিক দিয়া যে উন্নত ছিল তাহার নিদর্শন আছে। যে অশোক চক্র আজ স্বাধীন ভারতের প্রতীক হইয়াছে, মহারাজ সেই অশোক আজ হইতে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভারতের সম্রাট ছিলেন। তাঁহার আদেশে যে স্তম্ভ নির্মিত হয়, এবং যাহা অশোক স্তম্ভ নামে পরিচিত ও প্রচারিত, সেই স্তম্ভ লৌহ নির্মিত। ইহা হইতেই সহজে অনুমান করা যায় যে, সাড়ে তিনহাজার বৎসর পূর্বেও ভারতে ধাতুর ব্যবহার জানিত এবং ধাতু ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক কুশলতা তাহার কম ছিল না। কিন্তু তাহার পর নানারূপ ঐতিহাসিক কারণবশে ভারতের সেই অগ্রগতির পথে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকিবে। ফলের ফলে আজ আমরা ভারতকে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পশ্চাৎপদ দেখিতেছি।

বর্তমানে ভারতে জাতীয় গবেষণাগার একে একে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইহার পূর্বে কলিকাতা, পুনা, বাঙ্গালোর ইত্যাদি জায়গায় জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভাবে একে একে জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য্য হইতেছে, নূতন ভারতের শক্তি ও সংগঠন সাধনার কেন্দ্র স্থাপনা। ইহারই ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ ভারত তাহার সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইবে। এতকাল ঐতিহাসিক ঘটনার চক্রে ভারতের যে শক্তি ও সম্পদ মাটি-চাপা পড়িয়া আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্যই এইভাবে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ভারতের ভবিষ্যৎকে লৌহ-কঠিন ও কাঁচ-শুভ্র করিবার সাধনার জন্যই এইভাবে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অতীত ভারতের যে সব আবদান লইয়া আমরা আজ গর্ব্ব করিয়া থাকি তাহা বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, শিল্পকলায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল। ইহার প্রমাণ পৃথিবীর কোথাও অজ্ঞাত নয়। এই কারণেই স্বাধীন ভারতের অগ্রগতির দিকে সারা পৃথিবী সাগ্রহে, কেহ কেহ বা আতঙ্কে, চাহিয়া রহিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ঝাঁকড়াইয়া, তাহার মধ্যে ডুবিয়া নিশ্চেষ্ট-নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকা নূতন ভারতের নীতি নয়। প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় স্থাপনাই ভারতের লক্ষ্য। বৈজ্ঞানিক দিক হইতে পৃথিবীর অনেক দেশ অনেক আগাইয়া গিয়াছে। তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতার জন্য চলিতে হইবে এরূপ উৎকট আগ্রহ অবশ্য ভারতের নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উন্নতি উপযোগ্যে অন্ততঃ কতকটা তাহার সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন ভারতকে করিতে হইবে।

জামসেদপুর লৌহ ও ইস্পাতের একটি বৃহৎ উৎপাদন কেন্দ্র। ইহারই নিকটে এই ধাতু-গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। স্থান-নির্ব্বাচন যে উপযুক্ত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। জামসেদপুর শিল্প কারখানার কাজের জন্য ছোটখাট ধরণের গবেষণার কাজ ইতঃপূর্ব্বে হইয়াই করিতেছে; কিন্তু সেই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে বরাবর গবেষণা করিলে তাহার ফল ভালো হইবার কথা নয়। জামসেদপুর কারখানার প্রতিবেশীরূপে এই জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উভয়েরই কাজের অনেক সুবিধা বাড়িবে। বিভিন্ন ধনিজ পদার্থের নূতন নূতন ব্যবহারের পথ অনুসন্ধান ও তাহার আবিষ্কার অপ্রতিহত-ভাবে চলিতে থাকিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

কোনরূপ বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইলে, কোনো নূতন আবিষ্কার আবশ্যক হইলে ভারতকে এখন তাকিয়া থাকিতে হয় বিদেশের মুখের দিকে। পরনির্ভরতা ত্যাগ করিতে না পারিলে ব্যক্তিগত জীবনে যেমন উন্নতির সম্ভাবনা কম, তেমনি জাতীয় জীবনেও তেমনি পরমুখাপেক্ষিতা অগ্রগতির বিঘ্ন। ব্যক্তিগত জীবনের সমষ্টি লইয়াই যে জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠে, ইহা তো জানা কথা।

কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে ভারত আত্মনির্ভরতা লাভের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এই আবশ্যক পূরণের জন্য যে সব কৃষি যন্ত্রপাতি দরকার তাহার জন্য ভারতকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতেছে। এইরূপ হীন অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের সাধনার জন্য ভারত এখন বদ্ধপরিকর হইয়াছে। জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা এইরূপ সাধনার এক একটি সিদ্ধির সোপান হিসাবে ধরা যাইতে পারে। দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি যদি করিতে হয়, তাহা হইলে মোটা হইতে তাহার সূত্রপাত করা যে আবশ্যক তাহা তো জানা কথা।

একদিকে শিল্প প্রসারিত হইবে, অন্যদিকে বিজ্ঞান গবেষণা করিয়া চলিবে এরূপ হয় না। শিল্প ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় ও সংযোগ সাধন করিতে হইবে। ভারতের বৃহত্তম শিল্প-কেন্দ্র জামসেদপুরে বিজ্ঞানের এই নূতন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা সেই কারণে বিশেষ আশাপ্রদ। ভারতের পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম লৌহের খাদের আকর আছে। সম্প্রতি ভারতের দুইটি স্থানে ইউরেনিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতের ভূতত্ত্ববিভাগ অনুসন্ধান করিয়া এই সব ধাতুর সন্ধান পাইতেছেন, এবার সেই সব ধাতুর উদ্ধারের পথ আবিষ্কার এবং সেই সব ধাতুকে শিল্পজাত করিবার পন্থা উদ্ভাবন হইতেছে ভারতের বৈজ্ঞানিকদের কাজ। নূতন নূতন ধাতুর আকরের সন্ধান লাভের পর তাহার ব্যবহারের পথ নির্দ্দেশ করিবেন এই ধাতু গবেষণাগার।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অনেকে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন; কেহ কেহ হতাশও প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গেই ফসল পাওয়া যায় না; এবংও ভুলিলে চলিবে না যে, সহস্র বৎসরের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য দুই চার বৎসরে দূর করা যাইবে না।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই উপলক্ষে বলিয়াছেন, ভারত প্রাচীন দেশ। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সমস্যাই ভারতের প্রধান সমস্যা। অতীতের ঐতিহ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন না হইয়া পরিবর্ত্তন সাধনের কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। অতীতের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

এই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার অর্থই অগ্রগতি নহে। ইহা ভবিষ্যৎ অগ্রগতির সূচনা মাত্র। কিন্তু এখানে যে উদ্যম লইয়া কাজ শুরু করা হইল, সেই উদ্যম যাহাতে সফল হয়, ভারতবাসী মাত্রেই মনে প্রাণে তাহা কামনা করিবে। দেশের শক্তির উৎস ভারতের মাটির নীচে রহিয়াছে বলা যায়। সেই মাটি খুঁড়িয়া খাদ্যদ্রব্যাদি ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি বাহির করিলে ভারতের আর্থিক উন্নতির পথে কেহই বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

প্রাসঙ্গিক

—:০:—

উন্নয়নের কথা—

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উন্নয়নের কথা গত সেপ্টেম্বর মাসে কলম্বোতে যে সম্মেলন হয় তাহার বিভিন্ন অধিবেশনে অর্থসচিব শ্রীযুত চিন্তামন দেশমুখ গত সপ্তাহে ভারতীয় পার্লামেন্টকে পেশ করেন। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর এই অঞ্চলের জন্য উন্নয়নের যে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, ভারত তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এবং এ বিষয়ে সহযোগিতা ও সাহায্য করিবার জন্য তাহার আগ্রহশীল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ভারতই একটি দেশ। এই বিস্তৃত এলাকার উন্নতির জন্য যে প্লান রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতও পড়িয়াছে। এই উন্নয়নের সাহায্য ও সহযোগিতার অর্থ হইতেছে এই যে, ভারতকে তাহার নিজ এলাকার অন্তর্ভুক্ত দেশের বিকাশ উন্নয়নের কাজ করিয়া যাইতে হইবে। তাহাতে যে সব পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে এবং উন্নয়নের জন্য তাহাকে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা পরিপূরণের কার্যকরী করিতে হইবে।

কলম্বো অধিবেশনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ভারতের উন্নয়নের জন্য যে ৫ বার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে কৃষি, উৎপাদন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আমদানি ও শক্তি উৎপাদন, সামাজিক উন্নয়ন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসভবন ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছে। এই সব মিলাইয়া এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য যে ব্যয় ধার্য হইয়াছে তাহার পরিমাণ হইয়াছে ১৯৫০ কোটি টাকা। এই বৎসরের এই টাকা ব্যয় করিতে হইলে বার্ষিক ৩০০ কোটি টাকা আমাদের খরচ করা আবশ্যক। ইহার মধ্যে কৃষি ও যানবাহন পরিবহনকেই প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। কৃষি খাতে খরচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে মোট ৪০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সেচ, বীজসংগ্রহ, জমি উদ্ধার পরিকল্পনা সবই অন্তর্ভুক্ত।

এই পরিকল্পনা যদি কার্যকরী করা যায় তাহা হইলে এই বৎসরের মধ্যে ভারতের এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারও উন্নতি হইবে। কিন্তু এই সব কার্যকরী করার প্রধান অন্তরায় হইতেছে অর্থ। অবশ্য দিন পূর্বে কলম্বো পার্লামেন্টারী সম্মেলনের এক সভায় বক্তৃতাদান কালে শ্রীযুত দেশমুখ বলেন যে, কৃষি উন্নয়নের জন্য অধিবেশনে যে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা হইয়াছে তাহা এখন ভারতের হাতে নাই। এই টাকা অবশ্য সহজেই সংগ্রহ করা যায়—অতিরিক্ত কর বসাইয়া। সম্প্রতি পার্লামেন্টে সরকারী কর্মনীতি সমালোচনা কালে অনেক সদস্য অনুরূপ উক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীযুত দেশমুখ বলেন, সরকারী নীতির সমালোচনা কালে চাহিদার বিবেচনা করিয়া সদস্যদের সদয় উক্তি করা আবশ্যক। তাহাদের যে অর্থের টানাটানি আছে তাহা সরকারের জানিয়া করিতে হইবে। তিনি অতিরিক্ত টাকা বসাইয়া অধিবেশনে এই টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু নির্বাচন আসন্ন; সদস্যদিগকে অতিরিক্ত ভোটাতাগের সম্মুখে হাজির হইতে হইবে। অতিরিক্ত করভার চাপানোর পরে তাঁহারা যদি বিপুল ভোটাতাগের বিশ্বাস হারাইয়া বসেন তাহা হইলে শ্রীযুত দেশমুখ অতিরিক্ত কর আদায়ের ব্যবস্থা করিতে সাহস পাইবেন। নূতন নোট ছাপাইয়া ৪০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা যায়; কিন্তু তাহাতে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে। তাহাতে কাহারো ভোগ্য বৃদ্ধি হইবে না। সুতরাং এই ৪০০ কোটি টাকা কোথা হইতে এবং কি ভাবে আদায় করা যাইবে তাহা নির্ধারিত হইয়াছে।

অবশ্যম্ভাবী এখন আর্থিক অধিবেশনের অপেক্ষা দিন গণিতেছে। এই অধিবেশন যুদ্ধ অবিলম্বে কর ভোগের বোঝাকে আরও অসহনীয় করিবে না। তাঁর অধিকে বিবেচনা করিয়া কাজ করাই বাঞ্ছনীয়। যে সকল করিলে কেবল সাময়িক সুবিধা হইবে না, স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা হইবে—এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হোক, ইহাই সর্বসাধারণের ইচ্ছা।

ট্রাম ও বাস—

কলিকাতার লোকসংখ্যা যুদ্ধপূর্বকাল হইতে দ্বিগুণ হইতে চলে কম বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সেই তুলনায় সহরের যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। ইহাতে সহরবাসীদিগকে যারপর অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। বিদ্যুৎ পূর্ব হইতে রাত্রার সরকারী কল চলিতে সুরু করায় যানবাহনের সংখ্যা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা খুব বেশী হয় নাই। ট্রামের মূলন কোনো প্রসার ইতিমধ্যে ঘটিয়া ওঠে নাই, ট্রামের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয় নাই। কিন্তু ট্রামের ভাড়া বাড়িলে লইয়াছে এবং ইতিপূর্বে ট্রামভাড়া ৫ পাই, ৪ পাই, ৩ পাই ছিল তাহা বৃদ্ধি করিয়া ৬ পাই, ৪ পাই, ৩ পাই করা হইয়াছে। সহরে যানবাহনের অভাবের জন্যই ট্রাম কোম্পানীর এইরূপ ভাড়া বৃদ্ধি ও যাত্রী সংখ্যাবৃদ্ধির সুবিধা হাতে সুযোগ মিলিয়াছে। এখন সহরে ২০০টি সরকারী বাস চলাচল করিতেছে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে আরও ১০টি বাস না কি সহরের যাতায়াত করিবে। তাহার মধ্যে ৩০টি হইবে দোতালা বাস এবং বাকিগুলি হইবে সাধারণ বাস। ট্রামের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাসের এই ৩০টি বাস

না কি সরবে বাহির হইবে। ভবিষ্যতে ট্রাম কোম্পানীর সম্প্রসারণ ব্যবস্থার কথাও ভাবিতে হইতেছে। যদি এই ভাবে যাত্রী বাড়িতে থাকে এক ট্রামের জায়গা সঙ্কুলানের হয় তাহা হইলে যাত্রীদের অসুবিধা অনেক পরিমাণে কমিবে। এবং মনে হয় তখন আর ও ট্রাম উঠানো ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। ট্রামের ট্রাফিক ডিউটি ও টিপ বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা পুনরায় চালু হইবে বলিয়া মনে হয়। এই সম্ভাবনা দেখিয়া আমাদের উল্লাস করার কারণ নাই। এই মাসের মধ্যে যে ৩০টি ডবোলা ট্রাম চলিতে শুরু করার কথা, আপাততঃ তাহাই চিন্তিত ভাবনা বলিয়া ঠেকিতেছে। মানুষের বাড়ন্ত ক্ষুধা সে হিসাবের ধার ধারে।

ঘুষের কারবার—

ঠিকাদারদের কারসাজি নিশ্চয়ই। তাহারা নিজে কাজের ভাগ ও ঠিকাদারীর পদ্ধতি বিষয়ে যে, তাহারা জানিত আর ঠিকাদারীর ভিতর না। অথবা ইহা আদৌ কথা না তাহাদের বলা শক্ত। কেন না, তাহারা দেখানোর করিয়া হাত পাকাইয়াছে তাহাদের করিয়া বিচার করা যায় না। ইহার মধ্যে গা ঘষাঘষি ও ঘুষাঘুষি করিয়া ঠোলা হাত করে তাহারা তো আছেই দুনিয়া। নিবিদিন ও ঠেলাঠেলাঠেলি করিয়াও কতক নাম ঠিকাদারীতে কারবার শুরু করে; এইরূপ কি ঘুষ দিয়া এইরূপ কাজ করা যোগের যে কাজ সম্ভব নাই। ইহার ফলে বাজার এই ঘুষ অদৃশ্য হইয়া যায়। ঠিকাদারীতে অনেকটি দেখিয়া যোগ্য দরকার এই ঘুষের দানি ও বিক্রয়কার মধ্যে এবং অনেক পড়িয়া গড়ে ওঠে বিক্রয় করিতে থাকেন। জানা যাইতেছে যে, এইরূপ ঘুষ বিক্রয় করেও গত ছয় হইতে নভেম্বর পর্যন্ত ছয় এই মাসে তাহাদের লাভ হইয়াছে ছেড়ে লক্ষ ।। বোম্বাই গভর্নমেন্ট এখন না কি স্থির করিয়াছেন যে, সরকারী ও অসরকারী সংবাদপত্রে বাজেটোত্তর আলোচনা করিবার জন্য তাহারা কিছুদিন এই ঘুষ বিক্রয়ের সুযোগ পাওয়া দিবেন। সরকারী উদ্যোগ যদি এরূপ কার্যকরী হয় তাহা হইলে অনেকভাবে কলিকাতাকে দেখা যায় যাইতে পারে।

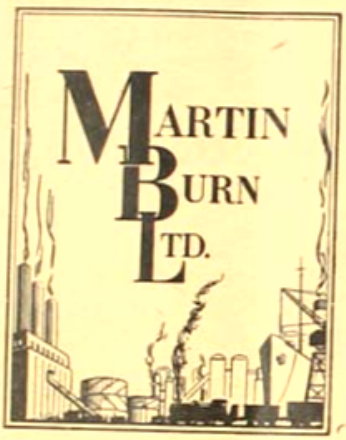

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্থপতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পয়েণ্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা–১।

পণ্যাচরের বাজার—

স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ

—:০:—

১৯৪১ সালের ১৮শে জুন তারিখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত বেনেট আবির উদ্দেশে এক "বেতার ভাষণ" দিয়া জানান যে, "ভারত সরকার এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে ১৯৪১ সালের মধ্যে ভারতের সকল অধিবাসীর উপযোগী খাদ্যশস্য ভারতেই উৎপন্ন করিতে হইবে, ঐ সময়ের পর ভারত বিদেশ হইতে আর খাদ্যশস্য আমদানি করিতে চাহে না।" প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর তের বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন হিসাব করিয়া দেখার সময় আসিয়াছে যে, ভারত খাদ্যের দিক দিয়া উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী কতটা সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কিন্তু কি পূর্বে পার্লামেন্টে খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনাকালে সরকারপক্ষের মুখপাত্রের মতে বিশেষভাবে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়া থাকে। বিভিন্ন তারিখের মধ্যে ভারত যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে, এরূপ অনেকেই বিশ্বাস করেন। এবং যুদ্ধ প্রচারিত এই উদ্দেশ্য কিছি হইবার উপযোগী উৎপাদন যে বৃদ্ধি পায় নাই, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। সরকারি মহল খাদ্য-পরিষদ স্বীকার করিতেছেন যে, বর্তমান বৎসরে ভারতের খাদ্যে ঘাটতি আছে ৮০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য এবং আগামী ফসলের বছর (১৯৪১) ভারতকে খাদ্যশস্যে বর্তমান থাকিবে।

এই সূত্র হইতে বলা যাইতে পারে যে, কিছুদিন পূর্বে যেসব সরকারের খাদ্যবিভাগীয় সরকারী কর্মচারীদের বৈঠকে খাদ্যশস্য একটি আই-সা পরিকল্পনা পেশ করিয়া খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের ঘোষণা বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য আমদানি সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ববর্তী বৎসরে অতিরিক্ত ১৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইয়াছে। এ বৎসর অতিরিক্ত আরো ১১ লক্ষ টন উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কিন্তু অত্যন্তাশিত ভাবে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়াছে তাহার ফলে লোকসান হইয়াছে ৬০ লক্ষ টন। খাদ্য করিয়া অতিরিক্ত আরো ২১ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইবে—যদি উৎপাদনের ঐ হারাটি বজায় রাখা সম্ভব হয় এবং তার হারায় এখন করিয়ে অর্থাৎ করার অবস্থা করা যায়; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিম্নের পূর্ববর্তী ইত্যাদি পরিবার ইত্যাদির করা সম্ভব হয়।

চিনি ও গুড়—

উৎপাদনের পরিমাণকল্পে ভারতের খাদ্যশস্যের ২য়ই স্থান নির্দেশ করে। আখ ও খেজুরের মূল নির্দেশ আখের জাতীয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই দুইটির জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ-সংখ্যক নির্দেশ হয় নাকিয়া ৩ নির্দিষ্ট। কিন্তু এখন আবার তা ফিরিয়া দিয়াছে। এবং খেজুরের ক্ষেত্রে খাদ্যোপযোগী করার আবার শুরু হইয়া গিয়াছে। কেবল যে অত্যাবশ্যক নয়ই সব বাজারে খেজুর হইয়াছে, এমন নয়; প্রয়োজনীয় উচ্চ মূল্যে তার বহিরের জন্য সরাসরি কারখানায় আমদানির জন্য হাজির হইতে শুরু করিয়াছে। ইহার ভাল হইয়াছে এই যে, পশ্চিম যুদ্ধ, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, আর মৈসুর হইতে অনেক অতিরিক্ত চাহিদা আসিয়াছে। গাইতি অঞ্চলে চোরাকারবার বেশ জাঁকিয়া চলিতেছে। এবং কর্তৃপক্ষীয়রা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। উত্তর প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলের কর্তৃপক্ষীয়রা এইরূপ দাবী করিতেছেন যে, নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যের পরিবর্তে অতিরিক্ত মূল্য দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক।

উৎপাদন-ক্ষেত্রসমূহে গুড় বিভিন্ন আকারে পৌঁছিতেছে এবং চাহিদার অনেকটা মিটাইতেছে। কানপুরের বন্ধুর বাজারে পরিমাণ উৎসাহজনক নয়। অনেকদিন বন্ধুর পরিমাণের দীর্ঘ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছে। ইহার ফলে অনেকদিন পর্যন্ত মূল্যস্তর বাড়িতেছে। ইহার চাহিদা বাড়িতেছে বটে, কিন্তু আগামী এক বছরের মধ্যে উৎপাদন যে বৃদ্ধি পাইবে, এমন মনে হয় না।

বিভিন্ন স্থানে পাইকারী দর

গত ২রা ডিসেম্বর তারিখে বিভিন্ন শহরে পাইকারী দর বিভিন্ন স্থানে এইরূপ ছিল—

কলিকাতা—

চাউল—প্রতি ১৫০ মাউন্ডের দেরা ১১৲, বালাম বিশেষ ১৪৲, চিনি ৯৪৲, মোটা ১০৲ মেটে ১১৲, চিনি ১৭৲।

হৈরবীক—চলিত চাই বড় ৩৯৲—৩৯৷৹, ছোট ৩২৲—৩৩৲, চিপি বড় ৩২৲—৩৪৲, মাঝে ৩০৲, মহুয়া ২৩৲, হেটি ছাতলপুর ২৯৲, ঝোয়াম ৩০৲।

কলাই—মটর দানা ১৯৷৹—১৯৲, মৈসা ও মটর মহুয়া বড় ২৪৲—২৯৷৹, ছোট ১৮৲—২০৷৹, অড়হর বিয়ার ১৪৷৹, বাদলা ৪৷৹, ফেরারী বিয়ার ১৮৷৹, বাদলা ১৬৷৹।

ছোলা—চুন্না ২২৲—২৪৷৹, অড়হর চলা ২২৲, বে বড় ২৩৷৹, ছোট ১৯৲, মটর ১৯৷৹ দেশী ২১৲—২২৲, ফেরারী ২৩৷৹।

রাজপুর—

হৈর ও হৈরবীক—চলিত হৈর ৮৫৲—৮৯৲, চি ৮৪৲, হেটি ৮২৲, চিনাবাদাম ৭০৲।

ওয়ার্ধা—অড়হর মটর ৷৹—১৯৷৹, মহুয়া ২৹৲,

বাপুর—

বাদলগড়—মহ ছোলা চুন্না ১৯৲।

জলাই—মটর (দামরাজ) ১৪৷৹, (লাল) ১৮৲, অড়হর ১৪৲, চুন্না ১৯৷৹—১৯৲, মহুয়া ১৮৷৹৲।

হৈর ও হৈরবীক—চিনা বাদাম ১৭৲—২০৲, কুলবীজ চলিত হৈর ৮৭৲, চিপি হৈর ৭৯৲।

দিল্লী—

ঘাসগড়—ছোলা ১৩৷৹, চুন্না মহুয়া অড়হর ১৪৲, মটর ২০৲।

ভাল—চুন্না ২০৲, অড়হর ২০৲, মহুয়া ২৪৷৹।

হৈরবীক—চলিত ৩৪৲, কুলবীজ ১৪৷৹, ঐ ১৮৷৹, লাল তিল ৩৭৲, চিনা বাদাম

গ্র্যাডস্টোন লাক্সেল
এণ্ড কোং লিমিটেড
৪, ক্লেয়ারলী প্লেস্, কলিকাতা
টেলিফোন : বাজ ২৪৯১—২৪৯৩।
টেলিগ্রাম : বাট।
টায়ার এজেন্টস্
ডি চিট্টি লাইন লিঃ
এলায়েন্স এণ্ড ব্রাডফোর্ড এণ্ড এম কোং লিঃ
হুপ্ লাইন লিঃ
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল্স্ ও ইঞ্জিনিয়ার্স্
অয়েল বার্নারের সরঞ্জাম
স্টিম ক্রাফ্ট ব্যবহারের দ্রব্যাদি
অগ্নি নির্ব্বাপক
বীজাণুনাশক
ডি, ডি, টি স্প্রেয়ার-মাডগার্ড ব্যাটারীজ
বলিন (ব্রাসু)
ম্যানেজিং এজেন্টস্
ফেক এণ্ড কোং লিঃ
(চিনি ও রম প্রস্তুতকারক)
দি ইণ্ডিয়া স্লাইটস্ কোং লিঃ
ক্যালকাটা ম্যাচিং এণ্ড শিপিং কোং লিঃ।
(লাইটারেজ্)
ইণ্ডাস্ট্রিয়েলস ও লবণের এজেন্টস্

শেয়ার বাজার—

সপ্তাহ শেষে সামগ্রিক উন্নতি

—:০:—

কলিকাতা, শনিবার, ২রা ডিসেম্বর—এ সপ্তাহের শুরু হয় অত্যন্ত মন্দা ও নিরেস আবহাওয়ায়। কয়েকটী ষ্টেকস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এইরূপ আভাষের ফলে পাটের শেয়ার গুলিয়া ঘুরাফেরা প্রথম শুরু হয়। কাজ কারবারের পরিমাণও ছিল খুব কম। তিনির উপর হইতে বিক্রয় তুলিয়া লওয়া হইবে—এইরূপ আশায় তিনির বাজারে কিছুটা চাহিদা দেখা যায়। কলিকার শেয়ার গত সপ্তাহ অপেক্ষা কিছু বেশি বিক্রয় হয়, কিন্তু দর কমবেশি প্রায় একই রকম ছিল বলা চলে। ৩১৬/০ দরে আসানসোলেষ্টক কোম্পানীর ১৫, এবং ইণ্ডাষ্টিয়াল ৫৬৬/০ দরে ৫ টাকা কমিয়া যায়। ব্যাঙ্কের ১৩৫০ ও বেঙ্গল ৫০৩/০ আনা হয়। ইন্সিওরান্সে দর অপরিবর্ত্তিত ছিল, কেবল ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩১৬/০ ও ৩১৫/০ আনার মধ্যে ওঠা-নামা করে। টিন কোম্পানীদের আনার ২১৫/০ আনায় নামিয়া আসে।

বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের প্রতি বাজারের বিশেষ ঝোঁক ছিল না। বিশেষ পরিচিত ও অধিক লেনদেনযুক্তই বাজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বি আই কর্পোরেশন ৯/০ এবং বার্ণিয় কোম্পানীর ১৩৯৲ টাকা দরে ক্রয় বিক্রয় হয়। বার্ণিয় বার্ণের শেয়ারের কিছুটা চাহিদা ছিল, ইহার ফলে সাধারণ প্রেফারেন্স ১৮/০ আনা হইতে ১৯/০ আনা এবং প্রেফারেন্স ৬৮০ আনা হয়। ইণ্ডিয়ান স্টেলের ২৮৫/০ দর পর্য্যন্ত বাজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। টিনির শেয়ারের মধ্যে স্প্যান্স ২২৪/০ আনা পর্য্যন্ত বাজারের সহযোগিতা পায়।

ষ্টেকসমূহে পাট ঝোলানোর অসুবিধায়, সপ্তাহ শুরু হওয়ার ফলে, শেয়ার বাজার ইহার পরবর্ত্তী দিন বিশেষভাবে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কাজ কারবার একেবারে হয়ই না। ক্রেতাদের অর্থ শেয়ার খরিদের দিকেও ছিল না, ইহার ফলে বিভিন্ন শেয়ারের দর পড়িয়া যায়। বাজারে মোট ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ অতি সামান্যই হইয়াছিল।

কলিকার বাজারের প্রতি কারবারেই কোনো মনোযোগ দেখা যায় না। আসানসোলেষ্টকের ৩১৮০ এবং ক্রেডো ১৮৬/০ আনা হয়। পাটের বাজারে তীব্র প্রেফারেন্স শেয়ারের দরই সব চেয়ে বেশি হ্রাস পায়। যেটুকু কেনা-বেচা হয়, তাহা এইরূপ হ্রাসপ্রাপ্ত দরেই হইয়া থাকে। ধানবাদের দর কমিয়া ২৩৭৲ হয়, এবং আলো ইণ্ডিয়ার দর হয় ২১৫৲। ইণ্ডিয়া ১১৬৲ ও কাশীপুরী ৩১৭৲ হয়।

ইন্সিওরান্সি বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩১৮০ আনা হইতে কমিয়া ৩১৬/০ আনা হয়, ইম্পিরিয়াল ১৮৮০ এবং হিন্দ কর্পোরেশন ২১৬/০ হয়। বিভিন্ন বিভাগে বাজারের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কেবল বার্ণ কর্পোরেশন ডেফার্ড শেয়ারের প্রতি। ইহাদের শেয়ার ৭৮৲ টাকা দরে এবং বি আই কর্পোরেশন ৯৲ টাকা দরে ছিল থাকে।

ইহার পর দিন প্রথম দিকে বাজারের অবস্থা শান্তই ছিল বলা যায়। ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান-মন্ত্রীদ্বয়ের সাক্ষাতের সংবাদ প্রচারিত হইবার ফলে বাজারে কিছুটা আশার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই অবস্থা স্থায়ীভাবে স্থায়ী হইয়াছিল। বাজারে ক্রেতার অভাবের ফলে এই সাময়িক উন্নতি আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিতে থাকে।

তৃতীয় শেয়ারের দর হ্রাস পায়। বেঙ্গলের দর পূর্ব্বদিন বাদিয়া ৪৫৲ টাকা হয়; ব্যাঙ্কের ১৩৫০ আনার উপরে আর উঠে না। সিঙ্কি বীরভূম ১৭৬/০ এবং ঢেকো কোং ১৬৫০ আনার বেশি দর হয় না। পাটের অবস্থাও ষ্টেডদর বলা চলে। কেবল বঙ্গ ইণ্ডিয়া শেয়ার ১৮৲ টাকা দরে কিনিবার জন্য বাজারে কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ পায়।

সপ্তাহের শেষ দিন বাজারে কাজ-কারবারে উৎসাহ দেখা যায়। খরিদারগণ শেয়ার ক্রয়ের জন্য আগ্রহ দেখাইতে থাকেন। ইহার ফলে বিভিন্ন শেয়ারের দর বৃদ্ধি পায় এবং কাজ-কারবারও কিছু হয়।

ব্যাঙ্কারদের হালচাল

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি—২½ সুদের (১৯৫৭) ঋণ ১০৩/০ ১০৩৷০ ১০৪/০ ১০/০; ৩½ সুদের (১৯৬—৪৭) ঋণ ১১৮/০ ১১৯০; ৩½ সুদের (১৯৪৮—৫০) ঋণ ১০৮।০। ব্যাঙ্ক—ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ৭৫০ ৮৲ ৮৴০। কাগজের কল—এসিয়া পিল্‌স্ ১৭৬/০ ধরাশায়ী হইয়া ১৫/০ নিম্নে ফিরোজিয়া ৭৲ ৮/০ লাইসেন্স কটন ৪৲। কয়লাখনি—এসানসোলেষ্টক ৩১৮০ ৩১৬/০; বেঙ্গল ৫২৲ ৫৭৲ ৫৫৲; জায়ের ফলিয়ারী ৬৬/০ ধরাশায়ী ১৩৫০ ১৩৫/০; চুনারিয়া ৪৫০; সিঙ্কি বীরভূম ১৭৬/০ ১৭৬০ ১৭৬/০ ১৭৬/০; বর্ধমান ২৬/০; সিঙ্কি রাণীগঞ্জ ৩৬/০ ৩৬/০ ৩৮০; সেক জালী ১৫৬/০; সেন্ট্রা ১৮৬/০; ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৬৬/০ ৬৬/০ ৬৬/০। পাটকল—আলেকজেন্দ্রা ২১৭৲; ব্যালমর ২৪৯৲; বজবজ ৫১০৲; ভাদেশ্বরী ১৭৫৲ ১৭৬৲ ১৭৮৲; ফোর্ট গ্লষ্টার ৪৪৮৲ ৪৪৯৲; ব্যাঙ্কা-

৩৪৲ ; ইণ্ডিয়া ১৮২৲ ১৮৩৲ ; লাক্ষাটাইল ২১২৲ ; নর্থব্রুক ১৮৮/০ ; ষ্টীলবার্ড (প্রেফ) ১১৪৲ । বিবিধ কোম্পানী—বার্মা কর্পোরেশন ২৬৸০ ; ইম্পিরিয়েল টীন ১৫/০ ১৬/০ ১৬/০ ; ইণ্ডিয়ান কপার ২৬৸০ ২৬৸০ ৩৲ ; আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট ৮৫০ ৮৮০ ; ঐ (প্রেফ) ২৩/০ ; মোক্ষদালী সিমেণ্ট ৬৮/০ ৬৯/০ ৭০৲ ৭৬৲ ; ক্যালকাটা ইলেকট্রিক ১৫৯/০ ১৫৬৲ ১৫৫/০ ১৫৮৲ ১৫৮/০ ; ইষ্ট বি ইলেকট্রিক ১৫৩৲ ১৫৩৲ ; ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টী ৩১/০ ৩১৸০ ৩১৮/০ ; বার্ণপুর লগ ৮৸০ ; ঐ ডিবেঞ্চার ২২৸০ ; কলি জেনারেল নর্দিপ্রেফ ৬৬/০ ৬৬/০ ; ট্রাইটন ইনসিওরেন্স ৮৩৲ ; প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক ৩১৷০ ৩০৸৲/০ ৩১৲ ১/০ ৩১৷০ ; ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ১২৮/০ ১২৷০ ৮/০ ১২৷০ ; লার্সেন টি ইণ্ডিয়ান টুবিনিয়ান ১৩৮৲ ; আইভান কোল ৫/০ ; জার্ডিন স্কাইনে ১৮০৲ ; ঐ (প্রেফ) ১৮৲ ; জামনাদ মেকো ১৮৭০ ; জামনাদ ইনডাস্ট্রোটেড কেবল ১১৬০ ১১৬৸০ ; বি বি সেণ্ট্রালিয়া ১৮/০ ব্রহ্মদেশ সেলার ৪৭০ ৪১ ৪১/০ ; ইণ্ডিয়া ইমপীপ ৭৮/০ ; বেঙ্গল কপার ৪৩৲ ; নিউ সেরাল ৬৸০ ; হাওলর ১৫৲ । চা বাগান—ব্রহ্মকিন্ড ২৬৸০ ৩৲ ; ব্রহ্মভূমি ১৪।০ ১২৮০ ১২।০ ; নর্থলখী ১৯/০ ;

সোনা ও রূপার দর

কলিকাতা, ১লা ডিসেম্বর—পাকা সোনা (প্রতি) তোলা ১০৯৸০ ; বড়াল বার (প্রতি তোলা) ১০৯৷৵০ ; গিনি (প্রতিখানি) ৭৫৷০ ; রূপা (প্রতি ১০০ তোলা) ১৮৸৵ ; ঐ খুচরা (প্রতি ১০০ তোলা)

বোম্বাইয়ে সোনা ও রূপার দর

বোম্বাই, ১লা ডিসেম্বর—পাকা সোনা ১০৯৷৵০ ; গিনি ৭৫৷০ ; রূপা ১৮৸৵০ ।

সহজে আর কম-খরচে

কাজ তুলুন

কৃষিজীবী, খনি ও রেলের মজুর, পথনির্মাণ-কারী — এঁরা প্রত্যেকেই পছন্দ করেন টাটা-এগ্রিকো-র বেল্‌চা। বিশেষ শ্রেণীর হাই কার্বন ইস্পাতের তৈরী এই বেল্‌চা খুব টেকসই হয়, সেই জন্য শেষ পর্যন্ত সস্তা পড়ে! গড়নটি অন্যান্য বেল্‌চার চেয়ে কাজ করার পক্ষে জুতসই, ফলে এই বেল্‌চা দিয়ে কাজ করতে পরিশ্রম কম হয়, সময়ও বাঁচে!

টাটা-র এগ্রিকো যন্ত্রপাতি

গাত্রাসমূহ : বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, কলকাতা
নাগপুর, বিজয়বাড়া ও সেকেন্দ্রাবাদ

এগ্রিকো কিনে মিতব্যয়ী হ'ন!

আর্থিক ভারতের নিয়মাবলী

"আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবারে প্রকাশিত হয়।

বার্ষিক চাঁদা সডাক ১০৲ এবং ষাণ্মাসিক সডাক ৬৲ টাকা। ছয় মাসের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায়।

ছাত্রগণকে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কাগজ সরবরাহ করা হইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য চার আনা।

আর্থিক ভারতে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ইত্যাদি সম্পাদক, আর্থিক ভারত—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত অন্য সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র "ম্যানেজার, আর্থিক ভারত এই নামে প্রেরণ করিতে হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের জন্য চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ করা হইবে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের অন্ততঃ সোমবারের মধ্যে আর্থিক ভারতের অফিসে পৌঁছান চাই।

টাকাকড়ি, মনিঅর্ডার, পোষ্টাল অর্ডার, চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ করা চলে। তবে কলিকাতার বাহিরের ব্যাঙ্কের উপর চেক দিলে চেকের টাকা সংগ্রহের খরচা সহ চেক দিতে হইবে।

"আর্থিক ভারতে"র বিজ্ঞাপনের হার চিঠি লিখিলে জানান হয়। যে সপ্তাহের বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হইবে তাহার পূর্ব্ব সপ্তাহে অন্ততঃ বুধবারের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি আর্থিক ভারতের অফিসে পৌঁছান চাই।

বিনীত—**ম্যানেজার,**
আর্থিক ভারত অফিস
৩ নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
২৩ নং নেতাজী সুভাষ রোড,
পোঃ বক্স নং ৪৩৪
কলিকাতা—১

নৌবিদ্যা, পোত ও পোতাশ্রয় নির্ম্মাণ

ভিজাগাপটমে যে ভারতীয় ডাক-শিক্ষা সদন (ভারতীয় টেকনিকাল ইন্সটিটিউট) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহার উদ্যোগে আগামী জুলাই মাস হইতে দুই বৎসর ব্যাপিয়া নৌবিদ্যা সম্পর্কীয় ইঞ্জিনীয়ারিং ও পোতনির্ম্মাণ বিদ্যা এবং পোতাশ্রয় সম্বন্ধীয় ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে শিক্ষাদান আরম্ভ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

এই দুইটি বিষয় শিক্ষার জন্য কয়েকটি কলিজ ডাক এখন করা হইবে এবং কলিকাতা অথবা বাঙ্গালুরের মধ্যে কোন স্থানে ঐ দুইটি শিক্ষাদান কার্য্যের জন্য উপযোগী সুযোগসুবিধা পাওয়া যাইবে, তৎসম্বন্ধে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি এখনে বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

ভারতীয় ডাক-শিক্ষা সদনের গভর্ণর বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ১৫ জন সদস্য লইয়া ঐ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হইয়াছে। উক্ত ডাক-শিক্ষা সদনের দ্বিতীয় ডাক অনুসন্ধান বোর্ড হাড়া কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্স, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং সোসাইটী (শিবপুর) বেঙ্গল ডকিং ও ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী, সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং, আই জি এম কোং, মার্কেন্টাইল মেরিন বিভাগ, ডাক গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন সার্থ ও প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিবর্গ ঐ বিশেষজ্ঞ কমিটিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের সেক্রেটারিয়েট ভবনে ঐ বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রথম বৈঠক হয়।

এই অধিবেশনে স্থির হয় যে, উপরোক্ত দুইটি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতা ও খড়গপুরে কতদূর ও কিরূপ সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাইবে, কমিটী স্বয়ংসম্পূর্ণ সে সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিবেন। তাহা ছাড়া ঐ দুইটী বিষয়ে যাবতীয় ব্যয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কলিকাতায় করা সুবিধা হইবে অথবা খড়গপুরে সুবিধা হইবে, অথবা উভয় স্থানেই আনুমানিক কতটা ব্যয় করিলে ঐ শিক্ষাদান করা হইবে কি না তাহাও কমিটী স্থির করিবেন।

বিশেষজ্ঞ কমিটী তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে দুইটী সাব-কমিটীও এই দিন গঠন করেন। একটী সাব-কমিটী হবে নৌবিদ্যা সম্পর্কে ইঞ্জিনীয়ারিং ও পোতনির্ম্মাণ বিদ্যা সম্বন্ধে এবং অপরটী হবে পোতাশ্রয় সম্বন্ধীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে। উভয় কমিটীকে ঐ দুইটী বিষয়ে পুঁথিগত বিদ্যা ও বাস্তব শিক্ষাদানের পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করিবার ভারার্পণ করা হয়। উভয় কমিটীকে তের মাসের মধ্যে তাহাদের রিপোর্ট মূল কমিটীর নিকট উপস্থিত করিতে অনুরোধ করা হয়।

ঐ সাব-কমিটী দুইটীর সদস্যরা নিজ নিজ সম্বন্ধে সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া উপরোক্ত শিক্ষার শিক্ষাপ্রার্থী লোকদের নিযুক্ত করিতে পারিবেন, তাহাও অবশ্য হইবার পরামর্শ দেওয়া হয়। কারণ মূল কমিটী তাহাদের প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সকল ছাত্র শিক্ষালাভ করিবেন, তাহারা যাহাতে ভবিষ্যতে বেকার না থাকেন তৎপ্রতি সতিশেষ দৃষ্টি রাখা পক্ষপাতী বলিয়া প্রকাশ।

কমিটির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ডাঃ রায়

এই বিশেষজ্ঞ কমিটীর বৈঠকে সভাপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সভ্যমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে কমিটীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, যত শীঘ্রানুকূল পর ভিজাগাপটমে ডাক-শিক্ষা সদনের সভাপতিত্বে ডাকের গভর্ণমেণ্ট যে বেসরকারী কমিটী গঠন করেন সেই কমিটী অভিপ্রায়ানুযায়ী ভারতে নৌবিদ্যা সম্বন্ধীয় ইঞ্জিনীয়ারিং ও পোত নির্ম্মাণ বিদ্যা শিক্ষালাভের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবার সুপারিশ করেন। উক্ত কমিটীর অনুরূপ এক সুপারিশ অনুযায়ী খড়গপুরে বিলাতের ভারতীয় ডাক-শিক্ষা সদন প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা হয়। ব্যয় হইল, উক্ত ডাক-শিক্ষা সদনের গভর্ণর বোর্ড এখন সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উপরোক্ত বিষয় দোটী প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে উহার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তৎসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সেজন্যই শিক্ষাসচিব ও গভর্ণমেণ্ট উভয় সভা হইতেই প্রতিনিধিস্থানীয় লইয়া উপরোক্ত বর্ত্তমান বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠিত হইয়াছে।

ডাঃ রায় স্বাধীন ভারতে নৌশিল্প ও পোত সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, নৌশিল্প সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে কি পরিমাণ নৌবিদ্যাবিদ ইঞ্জিনীয়ারের প্রয়োজন তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। এবং সম্পর্কে কমিটীকে যে পরিসংখ্যান দাখিল করিতে হইবে বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা নিম্নে কমিটীকে ৮০ জন নৌবিদ্যার ইঞ্জিনীয়ার এবং ৩০ জন পোত নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ইঞ্জিনীয়ারের প্রয়োজন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে এক হিসাব করা হইয়াছিল। এখনে উক্ত সংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার প্রয়োজন অথবা উহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার প্রয়োজন, তাহা এই বিশেষজ্ঞ কমিটীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা ছাড়া ঐ ইঞ্জিনীয়ারদিগকে কি ভাবে গঠিত তুলিতে হইবে তাহাও এই কমিটীকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন রাজ্যে কত সংখ্যক পোতাশ্রয় সম্বন্ধীয় ইঞ্জিনীয়ার আবশ্যক এবং মার্কেন্টাইল মেরিন বিভাগ ও নৌবিভাগের জন্য ঐ শ্রেণীর কত সংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার আবশ্যক তাহাও এই কমিটীকে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সর্ব্বশেষে বিবেচনা করিয়া ডাক-শিক্ষা সদনে ঐ সকল শ্রেণীর ইঞ্জিনীয়ারি শিক্ষাদান আবশ্যক প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন আবশ্যক উচিত কি না তৎসম্বন্ধে কমিটীকে সুপারিশ করিতে হইবে।

সংবাদ সংকলন

আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি

মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর যে এক বৎসর (১৯৪১ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর) অতিবাহিত হইয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে ১১০ কোটি ৮ লক্ষ টাকার প্রতিকূল বাণিজ্যের স্থলে আলোচ্য বৎসরে ৮ কোটি ৩ লক্ষ টাকার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হইয়াছে।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর এক বৎসরে (অক্টোবর ১৯৪১—সেপ্টেম্বর) ভারতের আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণ ৫৭১ কোটি ২ লক্ষ টাকা এবং রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ৫৭৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা।

পূর্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতের আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণ ৬১৭ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ৫০৩ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ছিল।

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর এক বৎসরে ভারতের রপ্তানি ১৩৮ কোটি ৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে ও আমদানি ১৩৩ কোটি ৪ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর প্রত্যেক মাসেই রপ্তানি বৃদ্ধি পাইলেও মার্চ মাসেই রপ্তানির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি হয়। এই মাসে রপ্তানির পরিমাণ ৫৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই সংখ্যা ছিল ৩৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর হইতে প্রতি মাসে রপ্তানি বাণিজ্যের গড় মূল্য ৪৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরে ইহা ৩৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ছিল।

মুদ্রামূল্য হ্রাস ও অন্যান্যদের মধ্যে অধিকাংশ বাণিজ্যেরই রপ্তানি বৃদ্ধির এবং আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও পাকাপাকি আমদানির পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস করাই আমদানি বাণিজ্য হ্রাসের কারণ বলিয়া বলা হইয়াছে।

সেপ্টেম্বর মাসে স্থলপথে ভারতের বাণিজ্য

বাণিজ্যিক তথ্য ও পরিসংখ্যানের প্রধান অফিসের কর্তা হইতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে :

পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরানের সহিত স্থলপথে গত সেপ্টেম্বর (১৯৪০) মাসে ভারতের যে বাণিজ্য হইয়াছে তাহার মোট মূল্যের পরিমাণ ৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। এই মাসে ৩ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার পণ্য রপ্তানি ও ৪ কোটি ৩ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানি হইয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের পরিমাণ অতিরিক্তের।

অক্টোবর মাসে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

গত অক্টোবর মাসে স্থল ও বিমানপথে সরকারী ও বে-সরকারী সূত্রে বিদেশের সহিত ভারতের যে বাণিজ্য হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

এই সময়ে ৫১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার পণ্য রপ্তানি হয়, ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার পণ্য পুনর্রপ্তানি হয় এবং ৩৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানি হয়। আমদানি-রপ্তানির মোট পরিমাণ ৯০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ভারতের সীমান্তবর্তী দেশসমূহের সহিত ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকার পণ্য পুনর্রপ্তানি এবং ৪ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানি হইয়াছে।

এই সময়ে ভারত হইতে সোনা, রূপা প্রভৃতি অনুরূপ কিছু রপ্তানি হয় নাই। তবে ৫০ হাজার টাকার সোনা এবং ৫০ হাজার টাকার রূপা আমদানি করা হয়। ৩ লক্ষ টাকার কারেন্সী নোট রপ্তানি এবং ৫ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার কারেন্সী নোট আমদানি হয়।

এই সময়ে আমদানি অপেক্ষা ২১ কোটি ১১ লক্ষ টাকার বেশি পণ্য রপ্তানি হইয়াছে। কারেন্সী নোট ও সরকারের উদ্যোগে আমদানি করা শিল্প পরিত্রাণ খাতের হিসাব—এই হিসাবে ধরা হয় নাই।

লাভজনকভাবে পরিচালনার পাটের ব্যবসায়

আমদানির বাণিজ্য-দপ্তরের এক প্রেসনোট প্রকাশ, সরকারী পরিচালনায় ঊনিয়া পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবসায় প্রবর্তনের পরিকল্পনা আপাততঃ আমল সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

উক্ত প্রেসনোটে আরও বলা হইয়াছে যে, সরকারী পরিচালনায় ব্যবসায় প্রবর্তনের ফলে যদি পাট ব্যবসায় ক্ষতিকারক বলিয়া মনে হয়, তবে সরকারের উহা প্রবর্তন করিতে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নাই।

প্রেসনোটে বলা হইয়াছে :—"সরকারের বিভিন্নকাল ধরিয়া পাট পরিস্থিতির সর্বদিক বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। উনিয়া পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি—বিশেষ করিয়া চটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উহাদি বিষয় অনেক সময়ে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে নিয়ন্ত্রণ মূল্য এবং বিদেশের বাজার দরের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য দেখা দিয়াছে তাহা দূর করার উদ্দেশ্যে সরকারী পরিচালনায় ব্যবসায় প্রবর্তনের প্রস্তাব আলোচনা করা হইয়াছে।

এই আলোচনার ফলে আমল সরকারের চটের ও থলির রপ্তানি শুল্ক তাহাদের টন প্রতি ১৫০৲ টাকা ও ১৪০৲ টাকা করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে পার্লামেন্টে বাণিজ্য সচিব একটি বিল আনিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গে চাউলের মূল্য স্বাভাবিক হ্রাস

পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নূতন ধান কিছু কিছু উঠিতে আরম্ভ করায় সঙ্গে সঙ্গে চাউলের দরও সামান্য পরিমাণে নিম্নমুখী হইয়া সরকারী মহলে আশার সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু উক্ত আশান্বিতভাবে গত এক সপ্তাহে সমস্ত পশ্চিম বঙ্গে চাউলের গড়পড়তা মূল্য মণ প্রতি এক টাকা অধিকের বাজারে, মুর্শিদাবাদ জেলায়, মুরারবন্দর, মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে ও রাণাঘাট অঞ্চলে মণ প্রতি দুই টাকারও উর্ধ্বমুখী হইয়াছে। গত সপ্তাহে মুর্শিদাবাদের মুরারবন্দরে চাউলের মণ মণ প্রতি ৪৫৲ টাকায় উঠিয়াছে এবং অধিকাংশ সর্বাপেক্ষা খারাপভাবে পীড়িত জেলা নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে চাউলের মণ মণ প্রতি যথাক্রমে ১২ আনা ও ৩ টাকা ১০ আনা অধিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে মেদিনীপুরেই (কাঁথি উহুর) এখন চাউলের মণ সর্বাপেক্ষা কম এবং তাহা মণ প্রতি ১৫৲ টাকা। কিছু কিছু নূতন ধান উঠা ও সরকারী সাহায্যের চাউল ছেড়ার পরও পশ্চিম বঙ্গের ৪টী জেলায় এখনও চাউলের মণ মণ প্রতি ৩০৲ টাকার উর্দ্ধে রহিয়াছে বলিয়া সরকারী মহল হইতে জানা যায়।

পাক উপনিবেশ মূল্যায়ণ সম্মেলন

সম্প্রতি ভারতীয় সংসদে অর্থসচিব শ্রীচিন্তামন দেশমুখ স্যার আর্চ. এল. সিমসের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, পাকিস্তানে সম্পত্তি অর্জনের আন্তর্জাতিক অর্থ-আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পাকিস্তানী টাকার মূল্যমান নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নাই। তবে এখনও কোন এক সময়ে ঐ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হইবে বলিয়া পূর্বে আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু পরে ঐ সম্পর্কে আলোচনা আদৌ বিবেচনার বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

স্যার কুমার শি—পাকিস্তানী টাকার বিনিময় হার সম্পর্কে কোনও বীমাদাতা বা ব্যবসায় সংস্থার ও পাকিস্তানের জন্য টাকার সেমেনে কি ভাবে করা হইতেছে?

অর্থসচিব বলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পাদিত কোন বিশেষ চুক্তি অনুসারে সেমেনে মজীত উক্ত সরকারের জন্য অন্য কোন প্রকার টাকা সেমেনে করা হয় নাই।

সর্দারজীর অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব জানান যে, বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানে বিদ্যুৎ ও খালের জল সরবরাহের বদল টাকা আদায় করা হইতেছে না।

আর এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব বলেন যে, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের মুদ্রাস্ফীতি না জানা পর্যন্ত পাকিস্তানী টাকার হার নির্ধারণ সম্পর্কিত আলোচনায় সরকার কি মনোভাব অবলম্বন করিবেন, তাহা বলা শক্ত।

পাক-ভারত বাণিজ্য

ভারতের বাণিজ্যসচিব শ্রীপ্রকাশ প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধিকে বলেন যে, পাকিস্তান ভারতের মুদ্রামান হ্রাস না করা পর্যন্ত পাক-ভারত বাণিজ্যিক সেমেনে স্বাভাবিক অবস্থা চালু করা সম্ভব হইবে না।

আন্তর্জাতিক তহবিলের কর্তৃক পাকিস্তানী মুদ্রার বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হইবার পর এই হুই দেশের মধ্যে মুদ্রামূল্য হ্রাসের পূর্ববর্তী স্তরে বাণিজ্যিক সেমেনে পুনরায় ফিরিয়া সম্ভব হইবে কি না, সে সম্পর্কে বলিয়া পরিষদে প্রশ্ন করা হয়।

খাদ্য সরবরাহের অবস্থা

আসানি ১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত এক সপ্তাহে ১৮,১০০ টন বিদেশজাত খাদ্য বন্দরে পৌঁছিয়াছে।

১লা জানুয়ারী হইতে মোট আমদানির পরিমাণ :—

গম	১১,১০,৩০০ টন
চাউল	৩৪,৭৪০ "
আটা	২,৭৪,৪০০ "
সাইলো	২,৪১,৬০০ "
বিস্কুট	১১,৮০০ "
ফেরোলিয়া	৪,৯০০ "
অন্য	৪,৩০০ "

আমদানীকৃত সরবরাহ : দেশের ভিতরে এযাবৎ মোট ৮০,৯৫,১৪০ টন খাদ্য সংগৃহীত হইয়াছে।

ভারতে ট্রাক্টর আমদানি

"জলদীপি" জাহাজযোগে ঐক পঞ্চ ফুর্গুসন কার্ডন ট্রাক্টর বন্দর হইতে বোঝাই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সাম্প্রতিক 'খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি' আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর, এযাবৎ অধিক সংখ্যক ট্রাক্টর ভারতে একসঙ্গে আমদানি করা হয় নাই। কার্ডনের ভারতীয় পরিবেশকদের পরিচালনায় বাজারে পাঁচটী একটী ট্রাক্টর নির্মাণের কারখানা খোলা হইবে। আশা করা যায় যে, কারখানা চালু হইলে ভারতে বর্ষে সংখ্যক ট্রাক্টর নির্মিত হইবে। বাজারের কারখানায় ছই তিন রকমের কৃষি-ট্রাক্টর নির্মাণেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঋণের সাহায্যে কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে সরকারী নীতি বাজারে কারখানা স্থাপনের ফলে ত্বরান্বিত হইবে।

ভারত-পাকিস্তান যুক্ত অর্থ-আদালত

ভারত-পাকিস্তান যুক্ত সম্পত্তির তদারকী কমিটির সেক্রেটারী শ্রীনরসিংহ রাও এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, বর্তমান সপ্তাহেই ভারতী পাকিস্তানের মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের নিয়া একটী যুক্ত-কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে।

সম্প্রতি করিমগঞ্জ ব্যবসায়ি-সমিতির যুক্ত সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। ইনি ব্যবসায়ি-সমিতির পূর্বে যথাক্রমে সম্পাদক :—অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এবং যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। পূর্ব-পাকিস্তানের সম্পাদক :—ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক জনাব এ. কে. নাজমুদ্দিন, মর্নিং নিউজের সম্পাদক জনাব মহম্মদ আলি এবং পাকিস্তান পত্রিকার সম্পাদক জনাব মোসলেম আহমেদ।

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ এবং জনাব এ. কে. নাজমুদ্দিন যৌথভাবে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তানের আন্তর্রাজ্যিক ব্যবসায়ি-সমিতির কাজ করিবেন।

প্রধান মন্ত্রীর আসামে সাহায্য ভাণ্ডার

আসামের বন্যা-দুর্গতদের সাহায্য করিবার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, সেই-বিদেশ হইতে তাহাতে অনেক টাকা পাঠানো হইয়াছে। গত ১৩ই হইতে ১৯শে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৬ দিনে সেই-বিদেশের মোট ১১৫ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আসামের দুর্গতদের সাহায্যার্থে ১১,৮৭৬৮৩ পাই প্রধানমন্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে। ইহা ছাড়া গত ১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর আসাম সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ১৩,৩১,৭০৬৯ পাই সংগৃহীত হইয়াছে।

৫ই পটোমাইসিনের ব্যবহার

ব্রিটিশ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর সম্প্রতি পরামর্শদাতা ডাক্তারদের জানাইয়া দিয়াছেন যে, যাহাদের হার্ট ডাকাতের এই ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া দিয়াছেন যে, ট্রেপ্টোমাইসিন প্রয়োগে যেন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, অন্যথা মৃত্যুর বিশেষ ঘটিতে পারে। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, ট্রেপ্টোমাইসিন ও প্যারি-সিলোসিন (ইংরেজিতে পাস) বিষক্রিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অবস্থায় ব্যক্তির অবস্থাতে প্রাণ লাভ করা যায়।

শিল্পের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দান

"শিল্পোন্নয়নে অগ্রাধিকার" সম্পর্কে শিল্পী মূল অর্থ, উৎপাদিত বন্টনালয় প্রসঙ্গে 'পরিকল্পনা কমিশনের' সদস্য শ্রী বি. এন. মেহতা বলেন যে, দেশের স্বার্থে যে সকল শিল্প বিস্তারের অধিকতর প্রয়োজন দেখা দিবে, কেবলমাত্র তাহাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সাহায্য বিধান করিতে হইবে।

তিনি বলেন, "যেখে মূলধন দুষ্প্রাপ্য, তখন এমন সকল শিল্পের উন্নতি বিধানে অগ্রাধিকার দিতে হইবে, যাহার আশুই প্রয়োজন অধীকার করিবার কোন উপায় নাই"।

শ্রীযুক্ত মেহতা আরও বলেন যে, বর্তমানে ভারতে লাভ-সরকার, মূলধন ও দক্ষ ব্যক্তিদের অভাব থাকিলেও শিল্পবিস্তারের প্রয়োজন এত অধিক যে, শিল্পোন্নয়নে "অগ্রাধিকারের" প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। তাঁহারা শিল্পবিস্তারের জন্য যে মূলধন, লাভ-সরকার ও কারিগর পাওয়া যাইবে, তাহা যাহাতে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা যায়, তজ্জন্য 'পরিকল্পনা' প্রস্তুতের বিশেষ প্রয়োজন। দেশে যে সমস্ত ব্যবহার্য-সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন এবং যাহা আমদানির পক্ষে বহুল ব্যয় করা সম্ভব, কেবলমাত্র সেই সমস্ত শ্রেণীর দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত মেহতা বলেন যে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। কারণ উভয়েই দেশের স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

শিল্প-বিরোধের সংখ্যা

কাজের সময়ের ক্ষতি

গত সেপ্টেম্বর মাসে শিল্প-বিরোধ—বিশেষ করিয়া বোম্বাইয়ের সুতিবস্ত্র সংক্রান্ত ধর্মঘট চলিবার ফলে মোট কাজের সময় নষ্ট হইয়াছে এবং ইহা শিল্প-বিরোধের ইতিহাসে একটি অত্যন্তপুর্ণ রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে।

বিদেশে প্রেরিতব্য চিঠিপত্র

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে বিদেশগামী কোন চিঠির প্রেরণীর ডাকের মাশুল পরিবর্তিত হইবে। ডাকের মূলধন হ্রাসের ফলে আমাদের বর্তমান মাশুল আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মূল্যমানে মাশুলের কম হইয়া যাওয়ায় এই পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আন্তর্জাতিক ডাক বিনিময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের জন্যই বিদেশী ডাকের মাশুলসমূহ হারে বাড়ান হইতেছে।

পরিবর্তিত হার হইবে নিম্নরূপ :—

এক আউন্স পর্যন্ত ওজনের চিঠির মাশুল ৪ আনা; অতিরিক্ত প্রতি আউন্স বা তদংশের জন্য মাশুলের হার দশ পয়সা। সিলন ও বিদেশী পোষ্ট কার্ডের মূল্য হইবে যথাক্রমে দশ পয়সা ও ৫ আনা। ব্যবসায়ের কাগজপত্রের জন্য ১০ আউন্স পর্যন্ত মাশুল হইবে ৪ আনা; অতিরিক্ত প্রতি ২ আউন্স বা তদংশের জন্য ১ পাই হিসাবে মাশুল ধার্য হইবে। মুদ্রিত কাগজ, নমুনাপত্র, মনুষ্য প্রকৃতির মাশুল অপরিবর্তিত থাকিবে। এডেন, সিংহল, নেপাল, পাকিস্তান এবং ব্রহ্মদেশ পর্যতীত অন্যান্য দেশে প্রেরিতব্য ডাকের জন্য আন্তর্জাতীয় ডাকের মাশুল দিতে হইবে। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে উপরোক্ত পরিবর্তিত হার প্রযোজ্য হইবে।

পর্যতীত্ত্ব অঞ্চলে পার্শেলের ইন্সিওরেন্স মাশুল প্রতি ৫০০ টাকা বা তার পাউন্ডের জন্য বারো আনা ধার্য দিতে হইবে। এডেন, সিংহল এবং পাকিস্তান ব্যতীত অন্যান্য যে সকল দেশের সঙ্গে এই পার্শেল যোগে ব্যবসা চালু আছে তাহাদের সেবায়ও এই হার পাইবে। ডাক মাশুল ও রেজিস্ট্রেশন মাশুল ছাড়াও উক্ত মাশুল দিতে হইবে। ইন্সিওর করা যাবে উর্ধ্ব ১০ আউন্সের জন্য ১ টাকা এবং অতিরিক্ত প্রতি ১ আউন্সের জন্য বা তাহার এক ভগ্নাংশের জন্য তিন আনা তিন পাউন্ডিসাবে মাশুল দিতে হইবে।

বিদেশ হইতে প্রাপ্ত চিঠিপত্রাদির উপর আর মাশুল নেওয়া না থাকিলে মুদ্রিত মোট ওজনের হ্রাস ১২ পাই হইতে বাড়াইয়া ১৪ করা হইবে।

বি ইস্টার্ন অ্যাসোসিয়েটেড, ৩৬ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীহরিপদ ঘোষ পাকড়াশী, বি.এ. কর্তৃক প্রকাশিত ও [illegible] হইতে তাহা কর্তৃক মুদ্রিত।

Regd. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK · BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৩০ সংখ্যা] রবিবার, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫০ [মূল্য ।০ ৫

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। সম্পাদকীয়—	২৯৭
সরকারী পাট-নীতি	
২। প্রাসঙ্গিক—	
ঐক্যবদ্ধ	
ছয় কোটি টাকা	
ডিমোবিলিটের দাবী	
ঐব মেজাজ	
পুলিস ইনস্পেক্টর জেনারেল	
৩। মহাযুদ্ধ ও দেশ বিভাগের ফলে ভারতের আর্থিক বিপর্য্যয়	৩০১
৪। মৌচাক	৩০৩
বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানী লিমিটেড	
৫। পশ্চাদ্ভূমির বাজার—	৩০৪
অর্থের মূল্য হ্রাসের ফলিয়া অসুবিধা	
বিভিন্ন স্থানে পণ্যের মূল্য	
লেবার বাজার—	
ইঞ্জিনিয়ার শেয়ারের উল্লেখযোগ্য উন্নতি	
ধাতুমূল্য হ্রাসের	
বাণিজ্যের বিজ্ঞানের চর্চা	৩০৭
সংবাদ সংকলন—	৩০৮
নিম্নে মূল্য ঘটিতি	

সরকারী পাট-নীতি

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পণ্য চলাচল বন্ধ যে বাণিজ্য অবস্থায় চলিত তাহার অনুমানিক পরিমাণ হইতেছে কোটি টাকা। দুই দেশের মুদ্রাস্ফীতির অসমতা যে দিন হইতে [illegible], সেই দিন হইতে এই মোটা টাকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক [illegible] ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, বিপর্য্যস্ত হইয়াছে বলা চলে। এই [illegible] জন্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে পাট।

পাকিস্তান মুদ্রাস্ফীতি হাত এড়াইয়া তাহার টাকার [illegible] করিয়া পাকিস্তানী পাট [illegible] আনা [illegible] হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ভারতের চটকল কাঁচা মালের অভাবে অসুবিধায় পড়িয়াছিল এবং অনেক চটকল বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে সে অসুবিধা কিছুটা দূর হইয়াছে। ভারতে পাট উৎপাদনও শুরু করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার উল্টা দিকও আছে। পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান পাটের দেশ। পাটই এখনকার সবচেয়ে বড় ধরের অর্থকরী পণ্য। ভারতের বাজারে পাট না আসায় পাকিস্তানের পাটের [illegible] নাই। ইহা [illegible] যে, পাকিস্তান [illegible] করা [illegible] ভারত [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

প্রাসঙ্গিক

—

—

বিমান—

ভারতবিমানের লোকাস্তরে পরিচালকদের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। গত রবিবার বম্বের ডিগি আসন্ন আন্তর্জাতিক অভিযানের জন্য। বাস্তবের দলার ছুইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরালে সরাইয়া নিয়া তিনি এক মহতের সৃষ্টি করেন। তাঁহার এই অসামান্য যোগ্যতার জন্যই তিনি লোকের মনে বিস্ময় না হইলেও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। যৌবনের [illegible] আর তিনি উপলব্ধি করেন। এ ভার যোগ্যতার তাঁহার বিকট হস্তান্তর। তিনি তাঁহার [illegible] জন্য যোগ্যতার বিকট [illegible] সাধনার মূর্ত প্রতীকরূপে গণ্য হন। তাঁহাদের এই সাধনাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। অনেকে তাঁহাকে ভাগ্যবিধাতা বলিয়াছেন। কিন্তু [illegible] যে ভাগ্যে সাড়া দিতে পারেন নাই। [illegible] প্রতিভা ও আত্মবিশ্বাস তাঁহাকে [illegible] পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থা এমন [illegible]। এই দুর্যোগপূর্ণ সময় তিনি [illegible] হইলেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয়। [illegible] যা অবশ্য তাহারই ছিল তাঁহার জীবনের [illegible] তিনি মৃদু কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, তাহার [illegible] হইতে পারে না; কিন্তু যখন ঘটিল তখন তিনি মৃদু কণ্ঠেই ঘোষণা করিলেন, তিনি [illegible] গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আমরা বিস্ময় [illegible] গেল, এবং তিনি লোকান্তরিত হইলেন— [illegible] অনেকে ব্যথিত হইয়াছেন। কেহ কেহ [illegible] বিস্মিতও হইয়াছেন। কিন্তু এই ঘোষণার [illegible] যৌক্তিকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহাপুরুষের জীবনের [illegible] তাঁহাদের জীবনও শেষ হয় না, এ কথা [illegible] করিতে হইবে। রাষ্ট্রনায়কের বিশ্রামের পর [illegible] অনুপম ঘোষণা, অধিনায়কের লোকান্তরের [illegible] ঘোষণা, নিশ্চয় যে পরিপূর্ণ অনুপম [illegible] তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? পরিচালনী [illegible] অধিনায়কের বিশ্রামের ইহা হয় [illegible] তাঁহার জন্য [illegible] [illegible] [illegible]

কর্তৃপক্ষের উপরও যে জিনিষটা লক্ষ্য করিয়াছে, ইহা তাহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। নিজেদের বেতন বৃদ্ধির দাবী জানাইয়াই তাঁহারা ক্ষেত্র ক্ষান্ত না হোন, ক্রেতার লোকসান যাহাতে বন্ধ হয় তৎপ্রতি তাঁহারা যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

দুধে ভেজাল—

দুধে ভেজাল লইয়া ইতঃপূর্বে অনেক লেখালেখি হইয়াছে। আমরাও এ বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছি। কিন্তু কোনো দিক দিয়াই কোনোরূপ নৈতিক লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। দুধ সম্বন্ধে দেশের মনোভাব যে নীরব ও নিস্পৃহ হইয়া গিয়াছে, তাহা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাইতেছে। দুধে ভেজাল হইলে যে রক্ষা হইবে না এবং হইবার নয়—ইহা সকলে ধরিয়া লইয়াছে। কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয়তা আশ্চর্যজনক বলিয়া মনে হয়। দুধে ভেজাল মেশানো বন্ধ করিবার জন্য যাহা করণীয় তাহার কিছুই করা হইতেছে না; কেবল পিটী ও কার্টলিস আনানো হইতেছে, ইহা অনেক দিন হইতে লক্ষ্য করা যাইতেছে। এই সব কার্টলিস ও পিটী নীরবে বলিয়া আসে। তাহারা দুধের কাল দূরন্ত সম্বন্ধে সাধারণকে শিক্ষিতকরণ প্রথা করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক একটি কার্টলিস, যাহা কার্টলিস অথবা প্রক্রিয়াসঞ্চালক ডিপো মাত্রে ফিরিয়া, সম্প্রতি ঐরূপ ঘোষণা করিতেছেন যে, তিনি তাহার পরিদর্শনের যাবতীয় দুধের দান নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহার জন্য এই কার্টলিস দুধ বিক্রয় করিবার একটি পরিকল্পনা না করিতেছেন। এই সব দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, ভেজালদারদের ভেজাল ধরিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইবে, এবং ভেজাল ধরা হইবার পর শাস্তিও করিয়া দেওয়া হইবে। পরিমাণ ভেজাল দেওয়া হইলে। যে কার্টলিস ধরা পড়িয়াছে, তাহার কাজই যেন এই। কিন্তু ভেজাল দুধ কারবারীরা যাহাতে বন্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। এ জন্য কড়া আইন প্রণয়ন করিতে হইবে; এবং ভেজাল বিক্রেতাদিগের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এবং কমিটি গঠন করিয়া বা যাহা-তাহাকে দিয়া ভেজাল দেখানো যাইবে না। দুধ যাহারা প্রতি কর্তৃপক্ষের যদি একটুও ভেজাল থাকে তাহা হইলে সেই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রক্রিয়াসঞ্চালক কার্টলিস যা করিতেছেন, তাহার উদ্দেশ্য ভালো হইতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্য ও ফলোদয়ের সমতা কথা। সেই উদ্দেশ্য সফলের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

পুলিস-ইন্সপেক্টর জেনারেল

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পুলিস-ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রীবসুমার গুহ সম্প্রতি পদত্যাগ করিয়াছেন। চাকুরীকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫২ বৎসর। সুতরাং এই চাকুরীর অবসান চাকুরী বলা চলে। চাকুরী ছিল তিনি অধিকার যান এবং প্রত্যাবর্তী ডাক্তার কিনে বয়সের দরিদ্র অবশ্যই অনুযোগের কোন নেই। বিদায়ের ইচ্ছে তিনি অবসর নেবে ভবিষ্য ভুলে যান এবং কোনোরূপ প্রকাশ্য রাজনীতি সম্পর্কে দূরেই থাকা যান। পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেন্ট তাঁহার চাকুরীর সুখ কামনাই এক প্রেস মোট প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা লাভ ও বঙ্গ বিভাগ হওয়ার পরে পশ্চিম বঙ্গের পুলিস-বাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়, সেই সময় হইতে শ্রীগুহ গুপ্ত পুলিসবাহিনীকে পুনর্গঠন করিবার কাজে এবং এই বাহিনীকে সুশৃঙ্খলা আনয়ন করিবার জন্য অশেষ পরিশ্রম করেন। তিনি একজন অফিসার ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পশ্চিম বঙ্গ পুলিশের এবং সেই সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেন্টের বিশেষ ক্ষতি হইল।

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্য্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্ম্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পয়েণ্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিকাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্য্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা–১।

মহাযুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে ভারতের আর্থিক বিপর্য্যয়

গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সপ্তম অস্থায়ী অর্থসচিবের পদগ্রহণ করিবার পরই তিনি ভারত সম্পর্কিত যে ঐতিহাসিক পরিকল্পনা তৈয়ার করা হয় আমরা তাহার কৃষিবিষয়, পরিবহন ও যোগাযোগ, আবাসিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তি, শিল্প ও খনি এবং সমাজসেবা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য নির্মাণ, আয়) বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছিল। ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে দশ বৎসরে ১৩১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড (অর্থাৎ ১৭৫১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা) ব্যয় হইবে। ইহার মধ্যে ৭১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড দেশের ভিতর হইতে এবং বাকি ৩০ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ভারতের বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। "কৃষিজ ও শিল্প-পূর্ণ প্রদেশের সমস্যার আর্থিক উন্নয়ন সম্পর্কে কলম্বো পরিকল্পনা" বিষয়ক রিপোর্টে ঐ পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার উপর চাপ

বিগত মহাযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী দেশ বিভাগের ফলে ভারতকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল সেগুলি ঐ রিপোর্টে বিস্তৃতভাবে পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় ভারত ছিল ব্রিটেনের পূর্ব্বাঞ্চলের ঘাঁটি। সে সময় ভারতের আর্থিক কাঠামোর উপর অসহ্য চাপের ফল পরিলক্ষিত হয়। সেই সময় মূল্যোপযোগী পণ্যদ্রব্য ও কর্মশক্তির মূল্য বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। এই সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে ছয় শত কোটি টাকা ব্যাঙ্কের ঋণ করার ফলে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। বিক্রয় যোগ্য প্রব্যের মূল্য সূচকের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের ১০০ হইতে ১৯৪৭ সালে ৪০০-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং জীবনযাত্রার মূল্যমান ৩৮০ হইয়াছে।

যুদ্ধের পরে বৈদেশিক ব্যাপারে ভারতের প্রেয় টাকার বিপুল বাড়তি দেখা দেয়। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্তী বৎসরগুলিতে এদেশের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রব্য আমদানি করা যায় নাই বলিলেই চলে। যুদ্ধের পরে দেশের আভ্যন্তরীণ ঘাটতি বিটেনের জন্য বিশেষ করিয়া অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য মূলধনী মালে আমদানি অধিক হইয়াছে। ফলে প্রচুর টাকার-স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। আমদানি চাহিদা মিটাইবার জন্য পাওনা টাকার এই অবস্থানের মধ্যে যদিও মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে, তবুও ইহাতেও এখনও উহা আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বড় অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে।

ঐ রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা হ্রাসের জন্য বিভাগপূর্বে যুদ্ধ পূর্ব সময়ে দেখা গিয়াছে। কার্পাস, পাট ও খাদ্যশস্য পূর্বে আন্তর্জাতীয় বাণিজ্যের পণ্য ছিল, উহার এখানে সেই বিভাগের ফলে ঘাটতিপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহাদের পূর্ব্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে বৎসরে প্রায় ৩০ কোটি টাকা এবং পাট সরবরাহের ফলে আরও প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয় করার ফলে) সবই। বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইতেছে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, সমাজ-সেবার অবস্থা করা এবং মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের এক অন্যতম পরিবহণ মূলধনী ও বিদ্যা প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহ করা। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব করা হইয়াছে :—

(১) কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কতকগুলি মৌলিক কার্যক্রিকরণ আবশ্যক (যেমন সেচ ও প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ) অবশ্য করা; (২) আবাদী জমির উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক সার, কৃষি-কার্যোপযোগী যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য নিবারণের উপকরণ দ্বারা যুদ্ধে অধিক পরিমাণে সরবরাহ করা (৩) যানবাহনের ব্যবস্থা করা এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা, (৪) গ্রামাঞ্চলে এমনে যেসকল শিল্পসম্ভার ও যে পরিমাণ শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন অবশ্য প্রয়োজন সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা এবং লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। (৫) গ্রামাঞ্চলের সম্পূর্ণ ও অর্থনৈতিক জেলাসমূহে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ঐ সব অঞ্চলে শিল্প-প্রসার করা।

ঐ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, উৎপাদনের উন্নয়ন সম্পর্কে আবশ্যক অতিরিক্ত ক্ষেত্রে আরও কতকগুলি প্রস্তাব করা হইয়াছে। আর্থিক সমস্যার দিকটা, অর্থাৎ কি ভাবে আয় করা হইবে,

পরিকল্পনাগুলির বিষয় বিভাগ নিম্নে দেখান হোল :—

বিষয়	ব্যয়ের পরিমাণ	শতকরা হিসাবে
কৃষি	৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড (৬০৮ কোটি টাকা)	৩৪
যানবাহন ও যোগাযোগ	৪২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড (৫৭২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা)	৩৮
আবাসিক ও বিজ্ঞান	৪ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড (৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা)	
শিল্প ও খনি	১৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড (১৮০ কোটি টাকা)	
সমাজসেবা	৪১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড (৫৪১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা)	১৯
	১৩১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড (১৭৫১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা)	

পরিকল্পনার বিষয় বিবরণ

কৃষি পরিকল্পনার অধ্যে তিনটী অনুযায়ী পরিকল্পনা আছে এবং উহাদিগে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। ঐ পরিকল্পনাগুলি হইতেছে—বাঁধসমূহ উপকরণ পরিকল্পনা (৫০ কোটি টাকা), বীজাণু পরিকল্পনা (৩০ কোটি টাকা) এবং জমি-আবাদ পরিকল্পনা (৭৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা)। কৃষি-উন্নয়ন সম্পর্কে আর একটী বড় পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হইয়াছে,—তাহা হইতেছে ভারত সরকারের সমষ্টিগত পরিকল্পনা পরিকল্পনা। অন্যান্য পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করার ফলে ১৯৪৮-৪৭ সালে অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ১৯৯,০০০ টন কার্পাস, ৩১৫,০০০ টন পাট ও ১৫ লক্ষ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হইবে।

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা রাস্তা, সেতু ও মেরামতীর নির্মাণ ও পুনর্গঠন করা হইয়াছে। রেলওয়ে-ইঞ্জিন তৈয়ারের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাটী কার্যকরী করা হইয়াছে। বন্দরে

৫ লক্ষ টন ইস্পাত তৈয়ারের জন্য চলতি কারখানার সম্প্রসারণ ও নূতন কারখানা স্থাপন করা হইবে।

প্রত্যাশিত ফল

উহাদের পরিকল্পনা যদি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করা হয়, তবে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে। বর্তমান মাথা-পিছু ১০ গজের পরিবর্তে ১৪ গজ কাপড় এবং সহরাঞ্চলে ১২ আউন্সের পরিবর্তে ১৬ আউন্স চাল পাওয়া যাইবে। সে সময় খাদ্য সরবরাহ বর্তমানের বৈদেশিক বিনিময় ব্যয় হ্রাস পাইবে এবং ইহার ফলে বৈদেশীক প্রকৃতির উপাদান এবং ইস্পাত, লোহা, যন্ত্র প্রভৃতি সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও আরও বেশী পরিমাণে আমদানি বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ব্যতীত পরে প্রত্যাশিত বার্ষিক একটি বৃদ্ধিসহ লক্ষিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারত সরকারের অভিমত

উহাদের পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করিবার জন্য ৯ প্রয়োজনীয় অর্থ কোথায় হইতে সংগৃহীত হইবে তাহা বলা যায় না, তবে আমরা বিশ্বাস করি যে পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে ভারত সরকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—সেরূপ ক্ষেত্রে ভারত সরকারকে মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ ও বিদেশের সাথে লেনদেনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা হিসাবে হইতে আমদানির পরিমাণ অনেক বাড়াইতে পারিবে এবং সরকার কোন কোন উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য পরিমাণ করিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, আমদানির ব্যয় হ্রাস করিয়া বিভিন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বৃদ্ধি ও সংযোজন করিতে হইবে।

দেশের অতিরিক্ত ব্যবহার ক্ষমতা অনুমান করা হইয়াছে, দেশে বেকার সমস্যা বাড়িতে পারে, কর্মসংস্থান বাড়িয়া হ্রাস পাইতে পারে, অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই প্রকার উন্নয়ন লক্ষিত হইবে না। ফলে ইহা আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষতঃ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে একটা অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়া অবশ্যই দেখা দিবে।

বোম্বিত—

বেঙ্গল পেপার মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড

(ম্যানেজিং এজেন্টস্ : বাঘার নন্দী এণ্ড কোং লিঃ)

—:০:—

গত ৩০শে জুন তারিখে যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার জন্য বেঙ্গল পেপার মিলস্ কোম্পানীর যে হিসাব বিগত ১৫।১২।৫০ তারিখের সভায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে কোম্পানী আলোচ্য বছরে মোট ১৫১,৪০১ টাকা লাভ করিয়াছে। তদুপরি পূর্ব, অন্যান্য এবং কারখানার জন্য নির্ধারিত করিয়া কোম্পানীর হাতে বন্টনযোগ্য অঙ্কের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,২৭,১৩৩ টাকা ১১ পাই। উহার সহিত পূর্ববর্তী হিসাবের অবণ্টিত লভ্যাংশ ১,৮৭,৩৩৯/১০ পাই যোগ করিয়া কোম্পানী মোট ৯,১৪,৪৭৯ টাকা ৩ পাই লভ্যাংশ হিসাবে বিতরণ করে।

পূর্ববর্তী বৎসরের উক্ত সময় কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মোট ১৩,৭৩,৯০৩ টাকা। সেই হিসাবে কোম্পানীর আলোচ্য লভ্যাংশ লাভের পরিমাণ বিচার সৈয়দজনক সন্দেহ নাই। তবে কমিবার বিষয় কোম্পানীর এই বৎসরে অর্থোৎপাদন সময়ের কাজ উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের প্রথম ছয়মাসের তুলনায় প্রায় ৩০০ টন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের বিশেষভাবে আয়াসের কারখানায় উৎপাদন ব্যয় পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে, সেই জন্য যদি এই প্রতিকূলতা অতিরিক্ত মজুরী বৃদ্ধির ফলে কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং কোম্পানীর শ্রমিকদের মজুরীর পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা লাভের পরিমাণ দ্বারা বিচার করিলে ভুল হইবে।

১৯৫০ সালের ৩০শে জুনে শেষ অঙ্ক বাজারমূল্য হিসাব :—

	[illegible]	[illegible]	৩০-৬-৫০
	টাকা	টাকা	টাকা
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মজুত মাল	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট লাভ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঋণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
তহবিল	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মজুত অবচিতি		[illegible]	[illegible]

(ঙ) আজমাবী লভ্যাংশ	১,২৫,০০০	১,২৫,০০০	১,২৫,০০০
(চ-বি) " "	৮১,০০০	৮১,০০০	৮১,০০০
অবণ্টিত লাভের জের	৩,০৩,৯৭৯	১,৮৭,৩৩৯	১,২৬,৭৭৯

বিবিধ পত্রের সারাংশ

ঋণ :—

অগ্রগীতির মূলধন

আজমাবী

লভ্যাংশ

তহবিল

মজুত অবচিতি

অন্যান্য অবচিতি ৪০,০০০

ঋণ ৪৪,০৯,৪৫৩

অবণ্টিত লভ্যাংশের জের ৩,০৩,৯৭৯

মোট ১৩৩,৪৯,৭৩২

সম্পত্তি :—

মোট স্থায়ী সম্পত্তি ১৮০,০৭,১১৪

অন্যান্য ১১১,০৬,৯১৭

মোট চল সম্পত্তি ৩৮,৩৫,১৪৭

লভ্যাংশ ৩৯,১১,৯১০

মজুত মাল ৯,৫৫,৩৩৩

অন্যান্য পাওনা ২৩,৯৩,০৭১

নূন বিনিয়োগ ৩,০৮,১০০

অতিরিক্ত লাভকর বাবদ ২৩,৪৯৯

নগদ টাকা ৩,৪১,২৭৯

মোট ১৩৩,৪৯,৭৩২

মূল সম্পত্তি ৭৩,৪৪,৪৭৩

পণ্যদ্রব্যের বাজার—

আখের দর বৃদ্ধিতে সুবিধা-অসুবিধা

—:০:—

পার্লামেন্টে বাজেটের দর বৃদ্ধির ফলে চিনির দর উঠিবে অনুমান ১৮৷০ টাকা হইতে ২১৷০, গুড় ১৷৷ হইতে ১৷৷, এবং গুড়ের দর উঠিবে প্রতিমণ ১৷৷ হইতে ১৷৷ এবং খাঁটি প্রতিমণ ২৷৷ হইতে ২৷৷ ধার্য্য করিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে আখের দর ১৷৷৷০ হইতে ১৷৷ করিবার যে সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই বিভিন্ন-ভিন্নি আছে। গত অক্টোবর মাসে গভর্ণমেন্ট যখন গুড় ও চিনি নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি করিলেন তখন মনে হইয়াছিল গভর্ণমেন্ট বোধ হয় চিনির উপর হইতে গুড় ও চিনির দর বৃদ্ধি না করিবার পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। চিনির দাম আখের দর ১৷৷৷০ আনায় বাঁধিয়া আখের পরামর্শ দিয়াছিল। চিনির বোর্ডের মনে হইয়াছিল আখের দর ১৷৷৷০ আনা হওয়াই সঙ্গত। সে যাহাই হোক, আখচাষীদের প্রতি সহানুভূতি ও সহৃদয়তা প্রদর্শনের জন্যই গভর্ণমেন্ট দর ও আখের দর, গুড়ের উপর চিনির বোর্ডের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। গভর্ণমেন্ট এইরূপ আশা করেন যে, যদি আখের দর দুই বৎসর ধরা হয় তাহা হইলে আখচাষীরা অধিকতর লাভের আশায় গুড় আর চাষ না করিয়া তাহাদের জমিতে আখ বেশী করিয়া উৎপাদন করিবে।

দর বৃদ্ধি, দুই আনা বাড়াইয়া দিয়া আখচাষীদের চাষে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। আখ হইতে চিনিই হোক, বা খাঁটি খেজুরী গুড় হোক—আখচাষীদের উৎসাহ যে দেওয়া হইল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। আখচাষের দ্বারা অর্থ সমাগমের ফলে আখচাষীরা তাহাদের জমিতে আখ ছাড়া অন্য কোনো ফসলও এখন উৎপাদন করিবে না। তাহারা এখন আখ ছাড়া অন্য কোনো ফসল উৎপাদন করিবে।

এই বৃদ্ধি, দুই আনা বাড়াইয়া দিয়া আখচাষীদের চাষে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। আখ হইতে চিনিই হোক, বা খাঁটি খেজুরী গুড় হোক—আখচাষীদের উৎসাহ যে দেওয়া হইল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। আখচাষের দ্বারা অর্থ সমাগমের ফলে আখচাষীরা তাহাদের জমিতে আখ ছাড়া অন্য কোনো ফসলও এখন উৎপাদন করিবে না। তাহারা এখন আখ ছাড়া অন্য কোনো ফসল উৎপাদন করিবে।

এখন প্রশ্ন, চিনির দর বৃদ্ধির ফলে আখচাষীরা কি পরিমাণ অধিক আখ উৎপাদন করিবে? সেই অতিরিক্ত পরিমাণ চিনি তাহারা কোথায় বিক্রয় করিতে পারিবে। ইহার দ্বারাও চিনি উৎপাদনে কিছুটা উৎসাহই দেওয়া হইবে যে উৎপাদন দিয়া আখ-উৎপাদনও বাড়াইবেন। কিন্তু বাস্তবে উৎপাদনকারীদের কথা এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে। বাস্তবক্ষেত্রে দর কোনোরূপ বৃদ্ধি করা হয় নাই। ইহাতে বাস্তবক্ষেত্রে চাষীরা নিরুৎসাহিত হইয়া এবং অধিকতর অর্থাগমের আশায় তাহারা চিনি উৎপাদন আকাঙ্ক্ষিতরূপ বৃদ্ধিও যে পারে, আখের দর বৃদ্ধিতে তাহার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

গভর্ণমেন্ট প্রকাশ আশা করেন যে, গুড়ের কারখানা হইতে চিনির কারখানার দিকে আখচাষীরা আখ বিক্রয়ের ঝোঁক, এই দর বৃদ্ধির ফলে তাহারই উৎসাহ দেওয়া হইল। গভর্ণমেন্ট এইরূপ মনে করেন না যে, বাস্তবক্ষেত্রে গুড় উৎপাদন জমিতে বাস্তবক্ষেত্রে উৎপাদন না করিয়া এই দর বৃদ্ধির ফলে আখ উৎপাদিত হইবে। কেন না, গভর্ণমেন্টের এইরূপ ধারণা যে, আখের জমি যে পরিমাণ জমি বাস্তবক্ষেত্রে হইয়া আসিতেছে তাহার কোনো পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

খাদ্য সচিব ভারতীয় চিনিশিল্প সমিতিকে ইতিপূর্বে বলিয়াছেন যে, চিনির দর আর বৃদ্ধি করা সঙ্গত নয়, এবং আশা করেন যে, গুড় উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যবস্থা বজায় রক্ষিত এবং চিনি উৎপাদনে উৎসাহ দান করিলে ভারতের চিনিশিল্প আগামী বৎসরে ১১ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন করিতে পারিবে। চিনি রেশন করা বাদে ১৩ লক্ষ টন চিনি দরকার, ভারতের চিনিশিল্প ইহার চেয়ে অধিক পরিমাণ চিনি উৎপাদনে উৎসাহ লাভ করিবেন।

১৯৪১-৪২ সালে যে পরিমাণ চিনি ভারতে উৎপাদিত হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৭ লাখ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের উৎসাহ চিনিকলসমূহ যে পাইবে এই মূল্য ব্যবস্থায় তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। গত বৎসরে মোট উৎপাদিত চিনির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন। এবার ইহার উপর হিসাব করিলে পরিমাণ দাঁড়ায় ৭ লাখ বৃদ্ধির অর্থ হইবার সাড়ে চার লক্ষ টন চিনি উৎপাদন। তাহা হইলে অতিরিক্ত যে চিনি উৎপাদিত হইবে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থার পরিমাণ কিছুটা অভাব হইবে।

বিভিন্ন স্থানে পাথরের দর

দর ১৫ টিনের মাথিব বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের দর বিভিন্ন স্থানে প্রতিমণ ছিল।—

কলিকাতা—

চৈতন—লম্বিয়া ১৪৷৷, ১৫৷৷, মাঝিকেল দেশী ১০৷৷, কলম্বো ১০৷৷, বাবার সিলোন ১৭৷৷, চিনি ৯৷৷০, আম্বা ৭৷৷, বেড়ি ৭৷৷, চিন ৭৷৷।

চৈতনীয়—বড়িয়া ছাই বড় ৩৫৲-৩৬৲, ছোট ৩৫৲-৩৪৲, চিনি ৩০৲, বালম বালা ৩৪৲০, খোলাসব ২১৲০, চিন বালা ৩৫৲-৩৬৲, ভালো ৩২৲-৩৪৲, আম্বা ২৪৲০, বেড়ি ৩০৲।

আম্বা—মটর বাবা ১৭৲-১৯৲০, চৈতন ১৫৲, মুগ মটর ১৮৲০, মটর বড় ২২৲০-২৫৲, ছোট ১৯৲০-২১৲, আম্বার বিয়ার ১৪৲০, বালম ১৪৲০, খোলাসী বিয়ার ১৭৲০, বালম ১৬৲-১৭৲।

ডাল—মুগ ২২৲-২৭৲, অড়হর ৮নং ২৩৲, অড়হর বড় ২৪৲০, ছোট ১৫৲, মটর ১৯৲০-২০৲০, ঘোসারী ২২৲০।

দিল্লী—

বাজরা—ঢোলা ১৪৲, মুগ ১৮৲-২১৲, বড়ই ২০৲, অড়হর ১৫৲, মটর ১৯৲।

ডাল—মুগ ৯০৲-৯৪৲, অড়হর ৫০৲, মিশ্রিত ৫৫৲।

চৈতনীয়—লম্বিয়া ৩৫৲, মুসাবীর (বড়ই) ১৯৲, ঐ (ছোট) ১৪৲০, বালা [illegible] চিনা বালাম ২২৲।

চৈতন—লম্বিয়া ৮০৲-৮৫৲, চিনা বালাম ৭০৲, বালা ৬৫৲০, মাঝিকেল ১০৫৲, চিনি ৬৫৲, বেড়ি ৭২৲।

চৈতন—লম্বিয়া ১৫৲, মুসাবীর ১৫০ চিন ১৪৲।

ডাল—পাকেসো ৫০৲, অড়হরী ৪২৲-৪৯৲।

বম্বাই—মুগ ৫০৲-৬০৲, ঘোসারী বম্বিয়া ৪৯৲, ঘোসবম্বি ৪৮০৲, মুগারি ৯০৲, বম্বিয়া ১৪০৲, চিনা ৫০৲-৬০, মুসুরা আম্বা ২৫৲।

শেয়ার বাজার—

চটকল শেয়ারের উল্লেখযোগ্য উন্নতি

—:০:—

কলিকাতা, শনিবার ১৯শে ডিসেম্বর—এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজার আরও কিছু অতিরিক্ত কর্ম্মচঞ্চল অবস্থায় ছিল। বাজারের অবস্থা গত সপ্তাহের তুলনায় বেশ ভিন্ন, যাহা হইতে বিশেষ কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ও মার্কিন প্রেসিডেন্টের মধ্যে যে আলোচনা শুরু হইয়াছে, তাহার ফলাফল বিষয় এবং ব্যাপারে উৎসুকভাবে লক্ষ্য করা হয়। এই কারণে শেয়ার ক্রয়ের সকলেরই মধ্যে কিছু ভাব দেখা যায়।

কলা বিভাগে কাজ-কারবার কিছুটা হয়। বেঙ্গল ৫১৭৲ টাকা দরে এবং বেঙ্গল কেমে ১৬৬/০ আনা দরে কাজ-কারবার করে। ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৬৮০ আনা দরে হাত বদল হয়।

পাট-বিভাগে কোনরূপ কাজ-কারবার করা কঠিন হইয়া পড়ে। কেন না কোনো পরিমাণে অথবা শেয়ার কিনিবার কোন প্রকার আগ্রহ দেখা যায় না। হাওড়ার মধ্যে ৩৪৮/০ আনায় মার্কিন যায়। কামারহাটী ও ঔরিয়েন্টালের কাজ হইয়াছে। এই দুই শেয়ারের আগ্রহের পরিচয়ে।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বেঙ্গলের কাজ-কারবার হয় না। ইণ্ডিয়ান [illegible] কাজ-কারবার করিয়াছে। বেঙ্গল ইহাতে অংশ হয়। ৩১/০ আনায় অগ্রাধিকারটি ইহার মধ্যে খরিদ হয়। ইহা

ফাইবার ১৯৩ ফাইন পাওয়ার ৩১৲ ; স্টেট্‌স ইণ্ডিয়া জোন ৪০ ৫৩৲ ৪১৲ ; স্টাইলন—প্রেমা ইণ্ডিয়া ২১৯৲ ২১৯৲ ২১৫৲ ; অরবাস্ত্র ৭৭ ১৯০৲ ১৫৯৲ ১৯০৲ ; বম্বে ১৫৫৲ ১৩৯৲ ডিস্ট্রি ২৪৯৲ ; চাঁদমারী জোট প্রাইভ ৪৲ বাওয়া ৩৪৲ ৩৫৲ ৩৪৲ ৫৮৲ ৩৫৯৲ ৩৫৯৲ ৩৯৲ ৩৯৲ ; ইণ্ডিয়া ৬৲ ১৮৮৲ লোহিয়ান ২১৮৲ ; রসীদা ২৯ রামনাথ ২১৩৲ ২১৯৲ , অর্থ ফুড ১১৮৲ ১৲ ; প্রেসিডেন্সী ৬৯৲ হাসেম ৯৫৲ ৯৮৲ , পাইল ১৫৲ ১৫৯৲ ১৫৯৲ ; পয়েন্টি ৬৲ ৯৲ ডিজি কাশবী—ধর্মা কর্পোরেশন ৬ অলসিটেটর ডি ইণ্ডিয়ান ব্রা'ণ্ড ২৯৲ কলকল ডেভেলপমেন্ট অসম কেম ডিস্ট্রি ৫৫ ডিস্ট্রি ডিজে ৫৫৲ ; সোনালী ৫ ৮০ ৮ ৯৮৲ ৯৮৲ কেমন ৫৫ ১৯ ; চাঙ্গ ডন এনার্জি ডিস্ট্রি ১১৮৲ ১১৮৲ ; ইণ্ডিয়ান ডি ৫৩ অয়ার প্রডাক্ট ৫৪৮৲ , ই (১৯৯) ৩১৮৲ ; ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড টীল ৩১১৲ ৩১৫৲ ৩১৮৲ ৩১৬৲ ; জেসপ এণ্ড জোন ১৮৬৲ ১৮৬৲ ১৮৬৲ ; বাগানের সল ৮১৫৲ ৮৩৲ ৮৮৲ ; টীন কর্পোরেশন ই (প্রেফ) ১১৩৫ ; মৈত্রীটীন মেসিয়াটো ৯৮৲ ৯৯৲ ; ইণ্ডিয়া ট্রেড এণ্ড জেনারেল ইনভিস্টমেন্ট ১৯৮৲ , মিট এশিয়াটিক ইনভিস্টমেন্ট ৫৯৲ ৫১৲ , এক্সেলা ট্রেডার্স ৩১৯ ৩১৮৲ ৩১৮৲ ; প্রোটো জোক ২০৲ ১০৬৲ ২০৲ ; ব্রিটিশ সিমেন্ট কর্পোরেশন ৮১ ; আসলাটা টাইলস্‌ ১৯৫ ; এম এণ্ড টি ফলার ৪১৫৲ ; কাপো লিঃ ৮৮ ; ইণ্ডিয়ান টুল প্রডাক্ট ৩৯৲ ৩৯৯৲ ৩৯৮৲ ; ইণ্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন অব বেঙ্গল ১১৮৲ ইণ্ডিয়ান ফ্লাক্সার প্রোডাক্টস ২৯৮৲ ২৯৮৲ ; ইণ্ডিয়ান ফ্লেক্স ৮৭৲ ৮১৮৲ ৮১৮৲ ৮৭৲ ; জেসপ ব্রাদার্স ৩৮৲ ৩৫৲ ৩৮৲ ; ইণ্ডিয়ান ইস্পাত ৫৯৲ ; ই ব্রেক ১৮৲ ; ইণ্ডিয়ান ইস্পাত ৫৮৲ ; ই ব্রেক ফোসের ব্রাদ অ্যান্ড ২৯৲ ২৯৮৲ ; ন'ওয়ালের ১৪৮৲ ১৪৮৲ ; ওয়ালকোর ইনকোমাট ১৯৮৲ ২৲ ; বি বি'সেন্ট্রোলিয়াম ১৮৲ ১৮৲ ১৮৲ ; ইণ্ডো আর্মা সেন্ট্রোলিক্স ৯২৲ ; ই (প্রেফ. ১৫৲ ; ইণ্ডিয়েট সেলার ৪১৮৲ ৪১৯৲ ; ইণ্ডোলার সেলার ১১৯৮৲ ; ইণ্ডাস্ট্রি সেলার ১৮৲ ; অ্যাসিয়ন প্রপার্টি ৯৮৲ ; ইণ্ডিয়া জেনারেল মেডিসিনস ১১১৲ ১১৲ ১১৲ ১৯৮৲ ; অ্যালকাটা ব্যাঙ্কি এণ্ড সিমি ১৪৲ ১৪৮৲ ; ইণ্ডিয়া ইস্ট লীজ ১৬৮৲ ৭১৲ ৭৮৲ ; মুলার ১৫৮৲ ; বাহাদুর ১৭৯৲ ১৯৮৲ ১১১৲ , চলচ্চল ২৩৯৮৲ ২৪৲ ২৪৮৲ ২৯৮৲ ২৪১৲ ; মোহিনী মুলার ৪১৲ ; চাহাম ১৯৮৲ টি রাজা ১৩৲ ১৩৮৲ ১৩৮৲ ; ইষ্ট পি মুলার ১২৯৮৲ ১৩৲ ১৩৮৲ ; চা বাগান—ডাবস (প্রেফ) ৯৲ ; বিজয় ৪৭১৲ ; মাডিলি ই এণ্ড সিমেন্ট ১২৮৲ ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৯৮৲ ১৯৪৲ ; মোসুর ৩৫৲ ৩৪৮৲ ; ধনসিরাটী ২৫৲ ; ঘটীবাড়ী ১০৮৲ ১৫৮৲ ; বাহাদুরী ১৭৮৲ ১৮৲ ; মহম্মদী ১৮৮৲ ; বাজার ৪৭৮৲ ; টাকডার ৮৲ ৮৮৲ ৮৮৲ ।

ডানলপ

আর-এইচ-এস ট্রাক ও বাসের টায়ার

আরও বেশি লাইফ চাই!

আমরা চাই আর. এইচ. এস. টায়ার যাঁরা ব্যবহার করছেন বা যাঁরা ভবিষ্যতে এই টায়ার ব্যবহার করবেন, তাঁদের মিলই হবে আমাদের প্রেরণা-স্বরূপ। এই সংকল্পই আমরা সবসময়ে মনে রাখব। এই পুস্তিকা আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা ও টায়ার সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ দেবে।

আমাদের আরও কয়েক ধরনের বাসের টায়ারের কথা জানতে চান।

বড়ো-ভারি-নিরাপদ

এবং লেটেস্ট ডেভালপমেন্ট

DX 354

রাশিয়ায় বিজ্ঞানের চর্চা

সোভিয়েত দেশে বিজ্ঞানীদের স্বাধীনতার ভার [illegible] কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। ঊনিশ থেকে একে কোনো [illegible] পার্থিবতা প্রমের ক্ষেত্রের ব্যাপারে কাজ করে [illegible] নয়। কি কাজ আমাদের করতে হবে, কোন [illegible] কি ভাবে সমাধান করতে হবে তা তাদের [illegible] দেওয়া নেই। বিজ্ঞানের চর্চা করতে গিয়ে তাদের [illegible] কোনো বাধা-নিষেধ থাকে বাইরে থেকে পায়ে [illegible] অভিজ্ঞতা বিষয়। মূলত কোন ভিত্তি তাদের [illegible] তা যদি তারা প্রকাশ করেন, তবে [illegible] তাদের বৈজ্ঞানিক দিতে হতে পারে।

বিজ্ঞানের অনেক বিষয় তারা নিজেদের আলোচ্য [illegible] নিয়েছেন। এমনও অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারে কোন একটি বিষয় ভ্রান্ত কি অবৈজ্ঞানিক বলে বাতিল করা হয়েছে, তা কারো কোনটিকে ভ্রান্ত আর কোনটিকে অবৈজ্ঞানিক বলে মনে নিতে হবে তা কখন থেকে মনে করা হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'জেনেটিক্স' অর্থাৎ সোভিয়েত দেশের বাইরে যে জিনিসটিকে প্রজননবিদ্যা বলে সবাই জানে—তার নাম এবং [illegible] জেনেটিকা (মিচুরিন আখিভ ও প্রজননবিদ্যা) [illegible] আন্দোলন বিষয় এই যে, রাশিয়ার [illegible] বৈজ্ঞানিক মিচুরিনের ভাষে বিশ্বা[illegible] রাশিয়ার থেকে আর জেনেটিক্স প্রজনন [illegible] সম্পর্কে আলোচনা করতে দেওয়া হয় না। [illegible] বিজ্ঞানী ঐ মতের পোষক ছিলেন তাঁদের [illegible] হয় কাজ থেকে ছাঁটাই দেওয়া হয়েছে। আর রাশিয়ার [illegible] পড়ান হয়।

আধুনিক [illegible] কোন থেকে কোন একটি বিশেষ বিজ্ঞান বিষয়ের গবেষণায় কম কর্তাদের পায়ে হয় যদি যেন তার [illegible] বা কোন একটা মতি [illegible] যাহোক শেষকালে সর্বসম্মতি [illegible] হয়, ও আলোচনাসভার অনুশীলনে এসব সমাধান করা হয়।

কখনো কখনো তারা বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে [illegible] হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে। কখনো বিজ্ঞানীরাও এ ব্যাপারে সোচ্চার হন। অবশ্যই সঙ্গে বিরুদ্ধ করতে তাদের ভুল পাওয়া কঠিন।

যেমন সোভিয়েট প্রাক্তন সভাপতি তার মেন্ডেল [illegible] ও মেন্ডেল প্রতিষ্ঠা পাওয়া ভবিষ্যতে [illegible] বিজ্ঞানে বিজ্ঞানী এইচ, জে, মুলার সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের সভায় গমন ইচ্ছা দিলে, আজ তো মুলের কথা যায় পরিষদের পক্ষ হয়ে তাঁদের 'প্রতি-[illegible]শিনদের হাতের ক্রীড়নক' ও বিদেশী ভাবাদির [illegible] ধারক ও বাহক' বলে অভিহিত করা হয়।

কখনো কখনো এমন হাস্যকর উক্তিও করা হয়ে যে কি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আর কি আবিষ্কার—সব কিছুই সামাজিক ও রৈখিক আবেষ্টনীর উপর নির্ভরশীল। বিখ্যাত ভূতীন অভিযোগ বিজ্ঞানী অধ্যাপক মার্শাল সোভিয়েট ভূমি পরিদর্শন করে এসে বলেছিলেন যে, সেখানে প্রজাতীর সমস্যাকে চর্চা করতে দেওয়া হয় না। তারা বলে যে, কুর্জোয়া সমাজের আধাআধির ঐ সমস্যা উঠে, কারণে সমাজবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এর কোন স্থান নেই অর্থাৎ ভূমির নিয়ম মেনে সমাধান।

এর চাইতে বিস্ময়কর কথা হলো এই যে, কখনো তারা বিজ্ঞানের মূলসূত্র ঐক্য ও সর্বজনীনতা অস্বীকার করেছে, ফলে বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক রূপ ও প্রকৃতি নষ্ট হয়েছে এবং বিশ্বে [illegible] বিচ্ছিন্নতার বৈজ্ঞানিক ভূমিকাতে উঠেছে। [illegible] ভবিষ্যতে 'প্রতিবেশন' [illegible] বিজ্ঞান এবং [illegible] বিশিষ্ট কবীর চৌধুরি অধ্যাপক [illegible] বার্ষিক বিজ্ঞানপত্রিকা 'নেচার' সম্পাদিত এক [illegible] লিখেছেন—"সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতাকে [illegible] স্বার্থে ধ্বংস করা বিজ্ঞান প্রসার [illegible] হয়ে পারে না। অবশ্য তার মানেও নিশ্চয় [illegible] চায় প্রতিযোগিতাকে ফলে প্রসার, যাতে [illegible] অবস্থার খোল বদলার দোকেরা না; [illegible] সোভিয়েট বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা মানব [illegible] মন সহিতের অভাব বিজ্ঞান। তোর [illegible] স্বার্থে পরিপন্থী এর উদ্দেশ্য নয়, এটা এ নিরপেক্ষভাবে সমাজতন্ত্রের আদর্শ এবং সর্বজন ও প্রকৃতির পরিচালনের বিষয় আলিঙ্গনে লক্ষ্য। অর্থাৎ পশ্চিমের বিজ্ঞানের গতির ফল বিজ্ঞানের ফলাফল কোথায় তার আসল মানে এবার স্পষ্ট বোঝা যেন।

কখনোর কাছে পশ্চিমের বিজ্ঞান দুর্বোধ্যপন্থী মনে এই বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ আক্রমণ করা হয়।

এ অভিযোগের জের টানতে গিয়ে [illegible] প্রচার করতে শুরু করে যে কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার [illegible] ছাড়িয়ে ছাড়েনি। এর ফলে কখনো বিজ্ঞানীরা [illegible] আলাদা মনের দীন হয়ে পড়ে। [illegible] আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে [illegible] এবং তাদের কার্যকলাপের কথা বড় [illegible] প্রচার করে না।

কখন বিজ্ঞানীরা এই যে একটা [illegible] অভিযোগ করেছে, তা তাদের [illegible] তাদের ভুলই করেছে। [illegible] বাইরে [illegible] বহুবাণী [illegible] ভিত্তি [illegible] ঐ বক্তব্যে বিজ্ঞানীদের [illegible] ভিত্তিহীন।

[illegible] বিজ্ঞানের উপর [illegible] আলোচনা করা [illegible] এবং [illegible] তা করছে। [illegible] বিজ্ঞানে [illegible] বিজ্ঞানের একমাত্র [illegible]

আধুনিক বস্তুবাদের মতে চিন্তা বা ভাবনারই নিজস্ব কোন স্বতন্ত্রতা নেই। তা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আচরণের প্রতিধ্বনি। এই মতবাদে যারা বিশ্বাসী, তাদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অন্ত নিরপেক্ষ স্বতন্ত্রতা অস্বীকার করে বিচার করা।

এ ছিসাবে আমাদের দেশের ছাত্রদের জন্য কোন্ বিষয় কতটা প্রয়োজন, তা নির্ধারিত হয় মূলতঃ বৈষয়িক ও সামাজিক আবেষ্টনীর ফলে। অর্থ, চাহিদা, বিজ্ঞান, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি এক সময়ে সংস্কৃতি বলতে যা বোঝা হতো তাকে অনেকখানি দখল করে বসেছে।

ফলশ্রুতি এক বোঝার ওপর চাপানো হয়েছে আমাদের ছাত্রদের মূল ভিত্তি হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, আর তার শেষ। বিজ্ঞানের স্থান কি এর চাইতে বেশী হীনতর হয়। এ কথা ছাড়া এ সত্য আর এই যে, সমাজের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় বিজ্ঞানকে দেশ কারীর দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে। বস্তুতান্ত্রিক দেশে ছাত্র বিশ্বাসী হওয়ার পক্ষে বিজ্ঞানকে এই দৃষ্টিতে দেখা স্বাভাবিক। এর কারণ কিন্তু রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় নি, কারণ ছাত্রেরা জানে যে বিজ্ঞানকে আজ মতবাদের সেবকরূপে কাজে লাগানো হচ্ছে, আসল তত্ত্বগুলো জানা চাই।

যারা আমাদের দায়িত্বের বিশ্বাসী তাদের মধ্যে রাজনীতি ও অর্থবিজ্ঞানের উপর অত্যধিক ঝোঁক দেখা দিয়েছে। ফলে তারা চিন্তাজগতের উপর নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা বস্তুবাদের ছাপ লাগিয়ে নিচ্ছে। ফলের পর প্রতিক্রিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘাত, ইতিহাস, কলহ, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় হয়েছে বিশ্ব মতবাদীদের বিষয় আয়ত্তে। তাদের সর্বনাশী রাজনৈতিক বলিষ্ঠতা সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে মানবজীবনের সমস্ত তত্ত্বকে একটা বাঁধনের ঐক্যের মধ্যে চালিয়ে সরলরেখায় নিয়ে যাবার প্রয়াস এসেছে।

মানবজীবনের বিচিত্রতাকে এই ভাবে সরল করে নেওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে অনেকখানি সংকীর্ণতা এসে পড়েছে। ফলে, তারা মানুষের মধ্যে ভাবপ্রবণতার মূলোচ্ছেদ করে একটা অতি সোজা অবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। মানুষের যে অবস্থার মধ্যে যেমন ভিন্ন ভাবনা ও আচরণের সম্ভাবনা আছে তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বিজ্ঞানের বিশ্বাস এই, মানুষ প্রকৃতির দাস উপাদান। কিন্তু মানবীয় আত্মবিজ্ঞানকে তাদের রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করছে।

এ অবস্থায় আমাদের অর্থাৎ স্বাধীনভাবে বিজ্ঞানানুশীলনে যারা বিশ্বাসী তাদের কর্তব্য কি? আমি মনে করি আমাদের কর্তব্য হচ্ছে—বিজ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে কোনরূপে রাজনীতি ও ইতিহাসের আধিপত্য না করা এবং বিশ্বাসের বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন ও অব্যাহতভাবে অগ্রসর চলিতে দেওয়া। এ বিষয়ে আমাদের আরও বলার যে, মানুষের সর্বপ্রথম আবিষ্কার হচ্ছে আত্মবিশ্বাস বিজ্ঞান।

সংবাদ সংকলন

বিদ্যুৎ তদন্ত কমিটি

সম্প্রতি কলকারখানায় গত এপ্রিল মাসে পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গবকে সভাপতি মনোনীত করিয়া বিদ্যুৎশক্তির তদন্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কমিটি এই মর্মের সুপারিশ করিয়া বিবেচনা করিবেন যে, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিতে অধিকতর বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পক্ষে অধিকতর জলবিদ্যুতের ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে অভিমত জানাইয়াছেন। কমিটি এই মর্মেও সুপারিশ করিয়া বিবেচনা করিবেন যে, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিতে অধিকতর বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদ

REG. No. C1915.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৩৪ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৯ই পৌষ, ১৩৪৭ ; ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ [মূল্য ।৵

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়—	৩৭১
সর্দার প্যাটেল	
প্রসঙ্গিক—	৩৭১
বাজেটের পূর্ব-বিচারে	
অর্থনৈতিক অবস্থা	
সর্বরোগহর ঔষধ	
পাকিস্থানী টাকা ও ঢাকা পাট	
৩। গ্রামাঞ্চলে রেলমিং—	৩৭৩
৪। বীজ সংরক্ষণ	৩৭৪
৫। হিন্দুস্থান চেম্বার্স অব কমার্স—	৩৭৫
৬। পণ্যদ্রব্যের বাজার— ...	৩৭৬
৭। সোনার বাজার—	৩৭৭
বাজার দরের ওঠতি	
গুজরাটের ব্যাঙ্কার	

বিষয়	পৃষ্ঠা
৮। সাময়িক প্রসঙ্গ—	৩৭৮
অতিরিক্ত খাদ্যে হরতনের বাড় বাড়বে	
বর্তমানে বৈদেশিকের জন্য ব্যবসায়ী	
উইল্কো প্রভৃতি ওয়া	
পাঞ্জাব ও বোম্বাইয়ে তুলা বন্টন নিয়ন্ত্রণ	
বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস	
তুলাবৃদ্ধি হ্রাস সম্বন্ধে পাকিস্থানের দৃঢ়তা	
ভাং ভাঙ্গার লক্ষ্যকৃত ভাঙ্গিয়া ফেলাদি	
কলি হ্রাস সত্ত্বেও পাট উৎপাদন বৃদ্ধি	
পাট অভিযোগ করবে বলিয়া ঘোষণা	
সিন্ধির বাজারী মূল্য সম্পর্কে শিল্প প্রতিষ্ঠানের আপত্তি	
ভারতে ঔষধ প্রস্তুত করতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের দাবায়	
ডাঃ এ, কে, দাশগুপ্ত	
মিঃ এ, কে, সেন	
কৈলার উৎপাদন বাড়ানো দরকার	
শক্তির বল পুলিসের ফিল্ডগান ভেবারেন	

সর্দার প্যাটেল

গত শুক্রবারে বোম্বাইয়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ভারতের ভাগ্যাকাশে ধ্রুবতারার ন্যায় ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ভারতের এই স্বাধীনতা লাভ ভারতের আকাশ যখন নানারূপ দুর্যোগের ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন সর্দার প্যাটেল তখন সেইজন্যকারের মধ্যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন। দুর্যোগে তিনি ছিলেন অটল, দুর্দিনে তিনি ছিলেন বন্ধু। সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দুর্দশা ইতিহাসের একটি অধ্যায় শেষ হইল।

লৌহ-কাঠিন্যের জন্যই তাঁহার খ্যাতি ছিল। এই খ্যাতির কারণ হইতেছে লৌহের ন্যায় তাঁহার সংকল্পের দৃঢ়তা। এই দৃঢ়তা তাঁহার ছিল বলিয়াই তিনি সবার বিরুদ্ধ মতামত ভ্রুক্ষেপ করিতে সমর্থ হইতে পারেন নাই। অনমনীয় দৃঢ়তা যে নানারূপ সামাজিকের মধ্যে দেখা যায়, সর্দার প্যাটেল সে-শ্রেণীর নেতা ছিলেন না। ১৯৩১ সালে করাচিতে যে কংগ্রেস-অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনের ভাষণে সর্দার প্যাটেল ঘোষণা করেন, যে রক্তিত ও লাঞ্ছিতদের সাহায্য করাই তাঁহার কাজ।

তিনি আজীবন এই কাজ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে তাঁহার কাজের রীতির সহিত সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হইতে না পারায় তাঁহাকে বুঝিতে পারে নাই, বা ভুল বুঝিয়াছে। এইরূপ ভুল বোঝার ফলে তিনি অনেকের নিকট আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াছেন।

সমাজ, রাষ্ট্র বা দেশের বিরোধী যাহারা, তাহাদের প্রতি সর্দার প্যাটেল ছিলেন কঠিন ও অনমনীয়। তাহাদের সেই সব সমাজবিরোধী কাজ বন্ধ করিবার জন্য তিনি প্রথমে আবেদন জানাইয়াছেন; সে আবেদনে কাজ না হইলে তিনি বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সে কাজ বন্ধ করাইয়াছেন। আজ সর্দারজীর লোকান্তরে সারা দেশে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে; এই বিষাদের মধ্যে যদি কেহ উৎফুল্ল হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমাজবিরোধীরাই হইয়াছে। কারণ সর্দার প্যাটেল ছিলেন তাহাদের একমাত্র প্রহরী। প্রহরীর অন্তর্ধানে তস্করদের আনন্দ হইবারই কথা। তাঁহার স্থান অপূরণীয় হইলেও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সর্দারজীর স্থলে যিনি অভিষিক্ত হইবেন, তিনি সর্দারজীর রচিত কর্মসূচী অনুসরণ করিয়া চলিবেন, এবং তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কারণে মনে রাখা কর্তব্য যে, প্রহরী গিয়াছেন, কিন্তু নূতন প্রহরীর অভাব হয় নাই।

কিন্তু শাসন ব্যাপারের বাহিরেও সর্দারজীর যে প্রভাব, যে প্রতিপত্তি ছিল, তাহা পূরণ হইবার নয়। জাতির এক পরম সঙ্কট সময়ে তিনি লোকান্তরিত হইলেন। দেশের সীমানার বাহিরে এবং সীমানার অভ্যন্তরে যখন নানাপ্রকার ষোলযোগের ছায়াপাত হইয়াছে, সেই সময় সর্দারজীর ন্যায় একজনকোটি অপূর্ণ হইয়া গেল। অন্ধকারে পথের ইঙ্গিত দিবার মত তেমন শক্তি আর ক'জনের আছে?

ভারতের ইতিহাসে যাহা কোনোদিন হয় নাই, সর্দার প্যাটেল তাহাই করিয়াছেন। তিনি সারা-ভারতকে একত্রিত করিয়াছেন। বৃটীশ রাজত্বকালে কতকগুলি অঙ্গ ছিলেন যাহা ভারতের সর্বাঙ্গ ছিল অসম্পূর্ণ ও অসুন্দর। সর্দার প্যাটেল সেই অঙ্গচ্ছেদ লোপ করিয়া সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণত্বের এক অখণ্ডভারত সংগঠিত করিয়া গিয়াছেন। ভারত তাঁহাকে চিরদিন স্মরণে রাখিবে। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরদিনের জন্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। আওরাঙ্গজীবের বিরোধী একদিন ভারতকে এইভাবে একত্রিত করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল—

এক ধর্ম-রাজ্যশাসনে খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত ভারত •

বেঁধে দেব আমি—

কিন্তু শিবাজীর সে স্বপ্ন সফল হইতে পারে নাই। আওরাঙ্গজীবের সেই স্বপ্নসাধ পূরণ করিয়া গেলেন সর্দার প্যাটেল। ইতিহাসকে দূর হইতে না দেখিলে ইতিহাসের মর্যাদা বাড়ে না। ভারতের মাটির উপর যে ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহার পরিপূর্ণ গুরুত্ব বুঝিতে আমাদের হয়ত কিছু অসুবিধা হইতেছে। এই কারণেই হয়ত সর্দার প্যাটেলের এই বিরাট সাফল্য আর আমরা তেমন বিরাটরূপে চিন্তা করিতে পারিতেছি না।

মনে পড়ে, গত বৎসর তিনি জাতির নিকট পাঁচটি বছর সময় চাহিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, পাঁচটি বছর সময় যদি তাঁহারা দেন তাহা হইলে তিনি এক নূতন ভারত গড়িয়া যাইবেন। জাতি সে সময় তাঁহাকে দিয়াছিল, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা হয়ত অন্যরূপ ছিল, তাই তিনি এক বছর পূর্ণ না হইতেই বিদায় লইলেন।

কিন্তু আজ আক্ষেপ বা অনুশোচনার সময় নয়। আজ অধিকতর বলিষ্ঠ মনোভাবের প্রয়োজন। জাতিকে আজ কঠিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া যে জাতির কর্মসূচী রচনায় তিনি সাহায্য করিয়াছেন, অপরিসীম কর্মনিষ্ঠার সহিত যিনি নিজের অসুস্থ শরীর লইয়াও কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরলোক-গমনে হতবল হইলে চলিবে না। যাঁহাদের হাতে তিনি সমস্ত দায়িত্বভার রাখিয়া গেলেন, জাতির অকৃপণ সহযোগিতার দ্বারা তাঁহাদের শক্তি আজ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

তাঁহার কর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া মহাত্মাজী তাঁহাকে 'সর্দার' আখ্যায় ভূষিত করেন, সেই মহাত্মাজী সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন—"আমি তাঁহার অপরিসীম বীরত্বের কথা জানি। তিনি যে স্নেহ দিয়া আমাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমার মায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।" লৌহ মানব প্যাটেলের প্রাণের পরিচয় ইহাই। তিনি ছিলেন কঠিন ও কঠোর, কিন্তু নির্দয় ও নিষ্ঠুর ছিলেন না। তাঁহার এই মানবিকতার জন্যই তিনি দেশের প্রচণ্ড শত্রুতা সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন। মানুষের প্রতি যাহার কোনরূপ মমতা নাই, সে দেশকে ভালবাসিতে পারে না। সর্দারজীর স্বদেশপ্রীতির মূলে ছিল মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ।

সর্দারজীর মৃত্যু-দিবসে বোম্বাই রওনা হইবার প্রাক্কালে পার্লামেন্টে পণ্ডিত নেহরু সর্দারজী সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহাই হইল সার কথা—"তিনি নবীন ভারতের রূপকার ও সংহতি বিধায়ক ছিলেন। তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের নায়ক; তিনি ছিলেন আমাদের এমন একজন সুহৃদ্ ও সহকর্মী—যাঁহার উপর যে কোনো অবস্থায় নির্ভর করা চলিত। তিনি শক্তির আধার ছিলেন, সর্বদা আমরা তাঁহার উপদেশ প্রত্যাশী ছিলাম।"—সর্দারজীর জীবনের কাজ পূর্ণ হোক'—এই কামনাই করি। তাঁহার স্মরণে বলিয়ান্ হউক।

প্রাসঙ্গিক

—:০:—

যাদবপুর পূর্ত-বিদ্যায়তন—

গত সপ্তাহে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের (পূর্ত বিদ্যায়তন) দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন ছাত্রদলও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ইহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভারতীয় শিল্প পরিচালন প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্টরূপে ডাক্তার বিশ্বেশ্বর রায় এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি পরিষ্কার ভাষে একটি পূর্ত-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বিলাতের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ কর্তৃপক্ষেরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত। যদি পূর্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এই যাদবপুর পূর্ত-বিদ্যায়তন আসিতে পারে। তাহা দ্বারা যাদবপুরের মাইনিং স্কুল ও ফেডারী স্কোলারশিপ ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলসমূহও এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হইতে পারিবে। দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের পক্ষে এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন আবশ্যক, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পৃথক পৃথকভাবে পরিচালিত হইতেছে। যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল যদি একই পরিচালনার অধীনে থাকে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা স্কুল সমূহের উন্নতি যেরূপ সহজ ও সাধ্যসিদ্ধ হইতে পারে, ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ এলাহাবাদ যেমনি স্বাধীনভাবে হইবার সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় ইতঃপূর্ব্বে ডাক্তার পি, সি, রায় এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া দেশের যুবকদলকে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার্জ্জনে উৎসাহিত করেন। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের বিলাতের দেশে যেরূপ আদর এবং সম্মান করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে যে ভাবে পৃথিবীর সমস্ত উপনিবেশে পরিচালিত হইতেছে, তাহার মূল আদর্শ বিজ্ঞান সম্মত। আজ আমাদের অবস্থা এইরূপ যে, কোনো স্বাধীনতা প্রয়োজন হইলে আমরা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে যাই। আমরা সেই যুগ হারাবার জন্য বিদেশের মুখের দিকে বিশেষভাবে চাহিয়া থাকিতে হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এরূপ উদাহরণ বড় বেশি দেখা যায় না। এই পরাধীনতা দূর করিবার জন্য ডাক্তার পি, সি, রায় দেশের যুবকদলকে উৎসাহ দান করেন এবং বিজ্ঞানে সাধনা ও ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণার আকাঙ্ক্ষায় করিবার পরামর্শ দেন। আশা করা যায়, দেশের সমস্যের জন্য সকলে ইহাতে অধিক মনোযোগী হইবেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা—

ভারতের অর্থনীতির বিষয়ে বিশ্লেষণ করিবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতায় আলোচনিয়েশনের যেরূপ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আশার ও আশ্বাসের কথা। রাজনীতির দ্বারা ভারতের অর্থনৈতিক নীতি যে পরিচালিত হইতেছে না, ইহাই সম্প্রতি বেশি উল্লেখযোগ্য সংবাদ; ইহা দ্বারাও তিনি বলিয়াছেন যে, তাহার বর্ত্তমানে তাহার গবেষণা সফল চৌরাস্তায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখান হইতে যে যে ঠিক ভাবে করিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে, এ বিষয় তিনি নিশ্চিন্ত। অর্থনৈতিক অবস্থাটি ভোগ করিয়া এখন তাহার বিচারবার আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এইখান হইতেই তাহার উন্নতির যে ভার—এ বিষয়ও তাহা বিজ্ঞানের মূলসূত্র অধিক উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি রাজনীতি বিশারদ নন, অর্থনীতিবিদ্। অর্থনীতিবিদ্গণের উপরই উন্নতির সেই ভারটি ন্যস্ত আছে। ভারতের অধিকাংশ আশিয়া অনেকে আতঙ্কিত হইয়াছেন; ভারতের ধনবন্ধুরা দেখিয়া অনেকে আশঙ্কিত হইয়াছেন। তাহা বিজ্ঞানের উক্তি তাঁহারা ভুলবেন কারণ—ইহাই আমরা আশা করিব। বিনা পরিশ্রমে দ্বারাই ধনী হইতে চান, তাঁহাদের প্রেম করিয়া ধনবান ভারতের অধিক চাহেন—তাঁহাদেরই অধিক ভারতবিরোধী দেখা যায়। তাঁহারা ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বাধীনতা করিবার জন্য বেশি উৎসাহী; ভারত গভর্ণমেণ্টের কোনো কাজের সুখ্যাতি করিলে তাঁহাদেরই বিশেষ ভালো লাগে না। নানু চিদম্বরম বলিয়াছেন—বর্ত্তমানে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা যেরূপে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এখন তাহার উন্নতির ভার যে অবস্থাকে "চাকা ঘোরার ও ঘণ্টা বাজার" মত করিয়া নষ্টের হইবে। অবশ্য গভর্ণমেণ্টের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে কথা সম্ভবতঃ এই বাহির করা যাইতেছে তাহা, আমরা সে সম্বন্ধে জানী নই। আমরা ভারতের উন্নতি চাই, এবং সেই কারণে বিদেশী পরিচালন করিবার উদ্যম। সকলকেই আজ আমরা পরিশ্রম করিতে বলি।

"যে দেবা আকাশের বীর্য্য না বলে ধরে,
পরশের পায়ে সে কোথায় ?"—

এই কথা যদি সার কথা হয়, তাহা হইলে বীর্য বলে না করিয়া সকল প্রকারে আমরা যেন না করি।

সরকারী সাহায্যের ভাষ্য—

আমরা, ভারতবাসীরা, অত্যন্তিকরার অধিক বিরাগী। দানু-কবিতের প্রতি তাই আমাদের টান সহজেই এত প্রবল দেখা যায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দিলেও তাহা করিয়া ভারতবিদ্যার হইয়া উঠিল; ইতিহাস অবলম্বনই প্রায় সেখে সোনালা হইয়া গেল। একটি বিষয়ের সর্বাঙ্গীণভাবে অবলম্বন প্রতি বিরাগী হইয়া উঠিলে আমাদের বিদ্যুমাত্র বিলম্ব হইল না। অন্ন বিদ্যালের পরিণতি পাবা হয় অবশ্যই হইবারে। পারা ভারত আজ অবলম্বনাইরে অধিকার পরিচালিত। এই বিষয় লইয়া কলিকাতার ট্রেনিকাল কুল অব্ মেডিসিনে পরীক্ষা করা হইয়াছে। এই পরীক্ষার প্রাথমিক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ইহার সর্বাঙ্গীণভাবে অবলম্বন কোনো পরিচয় ইহাতে নেতৃ

নাই। সব প্রকার শিল্পেরই কিছু-না-কিছু ক্রেতা-ক্ষতি থাকে, ইহারও তাহা আছে—এই মাত্র। বাজারের ভিড়িতে এইরূপ আর এক রূপ খেলার বাবার বাড়ি আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা পূর্বেই ইহাকে বাজারাতি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম; এই কারণে এতদিন কোনোরূপ মন্তব্য করি নাই। সম্প্রতি বিজনেস্ নাই সি. কি. গ্রেন এ বিষয়ে মুল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ইহা স্থায়ক উন্নতরূপ অস্বাভাবিক প্রসার ছাড়া কিছুই নয়। একটী সাধারণ বালকের চরিত্রে ভারতবর্ষের এরূপ উন্নতরূপ ছড়াইয়া পড়িবে—এরূপ চিন্তা করা যায় না। কোনো সংকারো খোঁজ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মেরুদণ্ড উন্নতির জন্য তাহাদের এক কণা অতিরিক্ত পরিশ্রম করানো যায় না, অথচ মোম নির্মাণের ভাঁওতা দিয়া সকলকে ভাঁওতাইয়া আয় বাড়াইয়া নেওয়া যায়। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করিয়া এতদিন এরূপ কোনো উন্নত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাহাদের আজুর্বেদ শাস্ত্র এমন কোনো উষধের সন্ধান দিতে পারে নাই। অথচ কোন্ এক অধ্যায় সন্ন্যাসী আসিয়া তাহার বালকের হাতে পরম বাঞ্ছিতটী দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যাহারা এই ভক্তাতের পাওা, তাহাদের মাথার প্রশংসা করিতে হয়। তাহারা ভারতবাসীর মানসিক দুর্বলতার সবটুকু সুযোগই গ্রহণ করিল।

পাকিস্থানী টাকা ও কাঁচা পাই—

আন্তর্জাতিক বেচাকেনার পাকিস্থানী টাকার দাম মূল নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে এক হাজার পর ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে ব্যবসা চালানো সহজ হইবে—এইরূপ আশা ছিল; কিন্তু ক্রমশঃ সে আশা দুরীভূত হইয়াছে। গত ৩১শে অক্টোবর তারিখের ভারতের অর্থসচিব শ্রীযুত চিন্তামন দেশমুখ এই বিষয়ের একটী ঘোষণা দিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সুর ভিন্ন। তিনি বলিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বেচাকেনা কি করে না করে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বসিয়া থাকা চলে না। পাকিস্থান অধিবেশনেই এই দর নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে এইরূপ মনে করা গিয়াছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। আন্তর্জাতিক বেচাকেনার ইহা কারণে পাকিনি অথবা কোনোরূপ রাজনৈতিক চাল—তা বলা শক্ত। কিন্তু তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয়, কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে তাহার আরও অনেক বিলম্ব হইতে পারে। এই বেচাকেনার দরে হাজারখানের মধ্যে অধিকাংশের টাকার দর নির্দ্ধারিত হয় ১৯৪৬ সালে। বাকি ৮টী রাষ্ট্রের মুদ্রার দর নির্দ্ধারিত হয় তিন বছর পরে ১৯৪৯ সালে। ৮টী রাষ্ট্রের মুদ্রার দর বাঁধিবার বেচাকেনার তিন বৎসর ধরিয়া অপেক্ষা করিল। পাকিস্থানের টাকার দাম কি হইবে, তাহা বিচার করিতে এই বেচাকেনার এইরূপ অনেকটী সময় ধরিয়া যে অপেক্ষা করিবেন না—সে বিষয়ে নিশ্চয়তা কি! এই কারণে মূলন দর উদ্ধারণের বিষয় যে চিন্তা করা হইতেছে, শ্রীযুত চিন্তামনের উক্তি হইতে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। পাকিস্থানের কাঁচা পাই তাহার আলোচনার পথে বিঘ্ন হইতেছে মুদ্রার দর। বিভিন্ন ব্যবস্থার দ্বারা এই ভাঙ্গাচোরা চালাইবার কথা ইতঃপূর্বে শোনা গিয়াছিল। এখন সে ব্যবস্থা পরিবর্তন করা হইয়াছে। এ দিকে মুদ্রার দরও স্থির হইল না। ভারত ও পাকিস্থানকে লইয়া আন্তর্জাতিক মুদ্রাবোর্ড পরিষদ ইতঃপূর্বে পাওয়া গিয়াছে। মূলন কোনো দর উদ্ধারণ যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে সেই দর গ্রহণ করাই সমীচীন, আন্তর্জাতিক বাজার বজায় রাখাই এই দুই রাষ্ট্রের মঙ্গলের উপায়।

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্য্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্থতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্ম্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ব্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পয়েণ্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্য্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, বিশপ রো, কলিকাতা-১।

গ্রামাঞ্চলে রেশনিং

—:০:—

বোম্বাইয়ে সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন সহরের খাদ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন হইয়া গেল। সারা ভারতে যাহাতে একই খাদ্য-নীতি চালু হয়, এই সম্মেলনের মূলে উদ্দেশ্য ছিল তাহাই। এই প্রসঙ্গে অর্থসচিব স্যার্ জিঙ্ম্যান্ কেন্দ্রগুলের উক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি দেখা দিয়াছে; কিন্তু খাদ্যসম্ভার দিক দিয়া কিছুটা অসুবিধা আছে, কিন্তু সে অসুবিধা খুব মারাত্মক নয়—তাহাতে আতঙ্কিত হইবারও কিছু নাই।—সাবাস "দাদা ঠাণ্ডা" ভঙ্গিতে এই অবস্থার সদ্ব্যবহার হইলেই ভারত হয়ত ধীরে ধীরে ত্রাণ পাইবে। তাহা হইলে এখন খাদ্যদ্রব্য "দাদা ঠাণ্ডা" ভঙ্গিতে কিনিবার কথা। বোম্বাইয়ের সম্মেলন তাহা হইলে ঠিক পরিষদে সব কিছু বিবেচনা করিবার জন্যই আহ্বান করা হয়।

সারা ভারতে এক নীতি—খাদ্যমন্ত্রী তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই কথা সম্মেলনে স্মরণ করাইয়া দেন। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্য হইতে আগত খাদ্যমন্ত্রিগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছেন দেখা গেল। কেহ কেহ চান, গ্রামাঞ্চলে রেশনিং যথাসম্ভব বজায় থাকু, কেহ আবার চান ইহা যতদিন হোক। বোম্বাইয়ের খাদ্যমন্ত্রী গ্রামাঞ্চলে রেশনিং বজায় রাখার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীগণ বোম্বাইয়ের সহিত একমত হন; এ দিকে মাদ্রাজ ও উত্তর-ভারতের মন্ত্রীসমূহ গ্রামাঞ্চলে রেশনিং তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী।

উভয় পক্ষেরই হয়ত নিজ নিজ অভিমতের পক্ষে যুক্তি আছে। কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলন অর্থসূচনার আসর নয়—সারা ভারতে এক নীতি গ্রহণ করার পর আবিষ্কারের একটি চৈষ্টক। এই আসরে দাক্ষিণাত্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবার ফলে আই এন এস দাস নামে একটি কমিটী গঠন করা হইয়াছে; ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কে, এম, মুন্সী এই কমিটীর চেয়ারম্যান। কি করা উচিত এবং কি করিতে হইবে—তাহা এই কমিটী নিজ অভিমত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে।

এই কমিটীতে আছেন—বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজের, সৌরাষ্ট্র ও পশ্চিম ভারত খাদ্যমন্ত্রিগণ। গ্রামাঞ্চলে রেশনিংএর পক্ষে ও বিপক্ষে উভয় দলই যুক্তি দেখাইয়াছেন। খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলন দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় যেসব কমিটী গঠন করিতে হইবে, এই কমিটীও যদি সেইরূপ দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় আর একটী কমিটী গড়া করা হইবে কি না, তাহা এখনি বলা যাইতেছে না। কিন্তু সম্মেলনে উদ্দেশ্য যে এক, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সে উদ্দেশ্য হইতেছে—সারা ভারতে এক খাদ্য-নীতি।

গ্রামাঞ্চলের রেশনিং প্রথা বহাল রাখা হইবে, কি হইবে না—ইহাই এখন প্রধান সমস্যার দাঁড়াইয়াছে। আমাদের মত যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে আমরা বলিব—রাখা দরকার। সহরে যাহারা বাস করে তাহারা যদি রেশনিং-এর বাহু যাইয়া জীবন যাপন করিতে পারে, তাহা হইলে গ্রামবাসীরা পারিবে না কেন? দেশের খাদ্যের অবস্থা যখন ভালো নয়, প্রতি কণা তণ্ডুলের যখন হিসাব লওয়া আবশ্যক, এক কণা খাদ্যদ্রব্য অপচয় করা যখন নীতি-বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন রেশনিং প্রথা সর্বত্র চালু রাখাই সমীচীন। সারা ভারত যখন খাদ্যসঙ্কটের টানাটানিতে পড়িয়াছে, তখন সারা ভারতবাসীকেই এই দুর্যোগ সমানভাবে ভোগ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। এক অঞ্চলের অধিবাসী সমান খাদ্য পাইবে, আর অঞ্চলের অধিবাসীরা অন্ন অভাবের অবস্থা থাকিবে না, ইহা কোনো নীতি বা বিধান হইতে পারে না।

গ্রামে যাহারা বাস করে তাহারা সহরবাসীদের চেয়ে বিলাস-ব্যসনের দিক হইতে কিছুটা বঞ্চিত বটে, কিন্তু খাদ্যের দিক দিয়া তাহারা অনেকটা সুবিধা লাভ করে। গ্রামের জমি-জমাওয়ালী, গরু-গাড়ী বিশিষ্ট গ্রামবাসীরা উদ্বৃত্তই হইতে পারে। রেশনিং চালু রাখার ফলে খাদ্যদ্রব্য যেটুকু কম তাহারা পাইবে বা পাইতেছে, এইরূপ অতিরিক্তভাবে খাদ্যদ্রব্য তাহারা কিছু সুলভ হইতে পারে। কিন্তু সহরবাসীরা এই সব সুবিধা লাভ করিতে পারে না। এই দিক দিয়া সহরবাসীদেরই খাদ্যদ্রব্যের কমতির জন্য অসুবিধা ভুগিতে হয় বেশি। সেই অসুবিধার মধ্যেও সহরে খাদ্যদ্রব্য যারা পরিবেশন করিতেছে, তাহাদের যে পাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

আমার ইচ্ছা যাহাই থাকুক না কেন, সারা ভারতে এক নীতি গ্রহণই যদি সাব্যস্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে সহর ও গ্রাম পৃথক করা ঠিক নয়। সর্বত্র একই অবস্থা আনয়ন করা উচিত। যদি গ্রাম হইতে রেশনিং তুলিয়া দিতে হয় তাহা হইলে সহর হইতেও তুলিয়া দিতে হইবে। যদি সহরে রেশনিং রাখা সমীচীন হয়, তাহা হইলে গ্রামেও রাখিতে হইবে।

ভারতের সাত লাখ গ্রাম অনাহার অবস্থায় দিন যাপন—আমাদের জানিয়ে রাখা আবশ্যক যে, ভারত গভর্ণমেণ্টের টানাটানির হইয়াছে। যে সব প্রদেশের খাদ্যমন্ত্রী গ্রামাঞ্চলে রেশনিং তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী তাঁহাদের যুক্তি কি, সে বিষয় আমরা কিছু জানিতে পারি নাই। এই সঙ্গে যদি তাঁহাদের যুক্তিও জানা যাইত তাহা হইলে সমস্যা প্রকাশের কিছু সুবিধা হয়ত পাওয়া যাইতে পারিত।

কিন্তু তাঁহাদের যুক্তি যাহাই হোক, সারা ভারতে এক নীতি—এই মূল সত্যটীর প্রতি তাঁহারা যে আদৌ দৃষ্টি দেন নাই, ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কেন না, তাঁহারা সহরের কথার উল্লেখ না করিয়া কেবল গ্রামাঞ্চলের রেশনিং তুলিবার পরামর্শই দিয়াছেন।

খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনের আর একটী আলোচ্য বিষয় এই যে, ১৯৪১ সালের মার্চের পর আর খাদ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করা হইবে না। খাদ্যমন্ত্রী এই কথার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের বর্তমান এই খাদ্যপরিস্থিতির মধ্যেও যদি এই বিধান বহাল থাকিয়া যায়, তাহা হইলে স্যার্ জিঙ্ম্যানের ভাষায় বলা যায়, এই ব্যাপারটা খাদ্যাভাব হইলেও তাহা dangerous নয়।

ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স
এণ্ড কোং লিমিটেড
B. কেরানী রোড্ কলিকাতা
টেলিফোন : বড়বাজার ২৩৬১—২৩৬৪।
টেলিগ্রাম : বীমা।
ফায়ার এজেন্সীস্
দি 5B লাইন লিঃ
এলায়েন্স এণ্ড বাঙ্গালক্ষ্মী ফায়ার ইন্সিওরেন্স লিঃ
ইণ্ডিয়া লাইন লিঃ
ইন্সপেক্টরস্ ও ইকিউজার্স্
অগ্নির যাবতীয় নক্সাদার
সিকিউরিটী ইন্সিওরেন্স ব্রোকার্স
অগ্নি নির্বাপক
যন্ত্রপাতিসহ
ডি, ডি, ই সোডা-বাফার এক্সটিংগুইসার
বক্সিং (বাক্স)
ম্যানেজিং এজেন্টস্
ফেজ এণ্ড কোং লিঃ
(টিবি ও অন প্রাইভেটলি)
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোং লিঃ
ক্যালকাটা ক্লাকিং এণ্ড শিপিং কোং লিঃ।
(লাইসেন্সড্)
ইন্সিওরেন্স ও লসের এজেন্টস্

বীজ সংরক্ষণ

ভাল শস্য পাইতে হইলে বীজ ভাল হওয়া চাই; এবং যে মাটিতে বপন করা হইবে বীজ সে মাটির উপযুক্ত হওয়া চাই। ইহা ছাড়াও বীজ বাজারে পোকামাকড় এবং রোগজীবাণুমুক্ত হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সাধারণ বীজ পরিষ্কার করিয়া রোগজীবাণুমুক্ত করিলে তাহা উচ্চ শ্রেণীর বীজে পরিণত হয়।

পচন এবং রোগজীবাণুর পোকামাকড়ের কবল হইতে বীজকে প্রচুর ক্ষতি হইয়া থাকে। রোগজীবাণুমুক্ত করিবার অনেক রকম পন্থা আছে—প্রায় একশত প্রকার জানা। কাজেই সুবিধামত একটি পন্থা নির্বাচন করা দরকার। অনেক দিন যা রাখিবার জন্য বীজ নিলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা, রোগযুক্ত বীজ এবং অন্যান্য অনিষ্টকারী দ্রব্য সহজেই দূর করা যায়। তাহা ছাড়া এই প্রক্রিয়ার আরও একটা প্রয়োজন এই যে, পরিষ্কার বীজে রোগজীবাণুনাশক দ্রব্য ঠিকমত মাখিয়া দিলে তাহা অধিক কার্যকরী হয়।

বীজশোধন প্রক্রিয়া বলিতে সাধারণতঃ রোগজীবাণুনাশক দ্রব্য প্রয়োগ বুঝাইয়া থাকে। রোগজীবাণুনাশক দ্রব্য গুঁড়া, তরল পদার্থ বা গ্যাসের রূপ ধরিয়া থাকে। রাসায়নিক দ্রব্য ছাড়াও ইহার মধ্যে বহির গুঁড়ার মত আরও পদার্থ আছে। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যে প্রায় একটা অপরিমিতা দ্রব্য। কাজেই ইহার ব্যবহারকালে রাসায়নিকদের বিশেষ সতর্কতার সহিত চলা উচিত।

বীজের অনেক রকম রোগ আছে যে গুলি ভিতর হইতেই জন্মিয়া থাকে। গরম জলে বীজ ভিজাইয়া রাখিয়া এই সব রোগ দূর করা সম্ভব। গম ও যবের পক্ষে এই ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী। প্রথমতঃ উনুনে জলে (৮০ °ফে) বীজ চার ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিতে হয়; তারপর উষ্ণজলে (১২৫ °ফে) দুই মিনিটকাল ভিজাইয়া তাহার পরে ঠাণ্ডা জলে দশ মিনিটকাল ডুবাইতে হয়। ইহার পর অল্প কিছুক্ষণ গরম জলে রাখিয়া রৌদ্রে কিংবা শুকাইয়া লইতে হয়। বেশিক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে বা বেশি উষ্ণ জল ব্যবহার করিলে বীজের ক্ষতি হইতে পারে। আবার অতি অল্পক্ষণ ভিজাইলে বা জল ঠিকমত গরম না হইলে রোগ নিরোধ করা সম্ভব হয় না। বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি না থাকায় গ্রামাঞ্চলে এই ব্যবস্থাগুলির বীজ শোধন করা কোনমতেই সম্ভব নয়। তাহার বীজ শোধনের বেলায় পূর্বোক্ত অনেক কাজে লাগানো হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বড় বড় গামে বীজ রাখিয়া জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। বীজের উপরের ছাই ঢাকি পরিমাণ পর্যন্ত জল [illegible] বীজগুলি ভেসে উঠে সেগুলি ফেলিয়া দেওয়া হয়। পাঁচ ঘণ্টাকাল ভিজে রাখিবার পর জল ঝরাইয়া ফেলিয়া বীজ ভেজা ভেজাইতে দেওয়া হয়। শ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে বেশ কয়েকদিন শুকাইয়া লইলে বীজগুলি ঝরঝরে হইয়া যায়।

বীজ ভাল হইতে বীজানুনাশক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ অনেক সহজ হইয়া যায়। একটা মাটির পাত্রে অল্পকটা বীজ নিয়া ওজন করিয়া লইতে হয়। তারপর প্রয়োজনমত রাসায়নিক দ্রব্য নিয়া পাত্রের মুখটা ঢাকিয়া দিতে হইবে। ইহার পর মিনিট দুই ভাল করিয়া পাত্রটি ভাল করিয়া ঝাঁকাইতে হইবে। বীজের পরিমাণ বেশি হইলে বোতলটি ঘুরাবার ব্যবস্থা করা যায়। ইহা কিনিতে পাওয়া যায় এবং প্রয়োজনমত বানাইয়া লওয়াও চলে। ইহা দেখিতে লাল্চে ধোঁয়ার মত, গন্ধও দিয়া থাকে। মারাত্মক বিষ একটা বেশ্যার মত, গন্ধিয়া দিয়াছে। উহার দুই পাশে ছোট দোয়ার বা কাঠের খাপের উপর অবস্থিত; ফলে ঘুরানো সহজেই যোগানো চলে। ঘুরানো বীজে অল্পক্ষণ পূর্ণ করিয়া রাসায়নিক দ্রব্য সহজেই ঘুরাইলে বীজগুলি উপরে উঠিয়া সব অংশকে প্রলিপ্ত করিয়া দেয়। কি পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয় তাহা প্রস্তুতকারক বীজের উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণতঃ দশ সের বীজে ১½ হইতে ২½ ছটাক ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

এই সকল রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। কারণ এগুলি সবই বিষাক্ত। ইহা যাহাতে মানুষ কিংবা গরু ছাগলের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তাই কাজের সময় নাক মুখ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া লইতে হয়। এই দ্রব্য যাহাতে ভাঙা বা ফাটলের মধ্য দিয়া সে সম্বন্ধে খুব সতর্ক হইতে হইবে। কাজের পর হাত খুব ভালো করিয়া সাবান দিয়া ধুইয়া লইতে হইবে। যে ধরনের মেশিনে বীজ মাখা হয় সেগুলিও খুব সাবধানতার সহিত ধুইতে হইবে। ইহাদের অবাধি পশুর খাদ্য রূপে করিতে হইলে পূর্বে ভাল করিয়া ধুইয়া লওয়া দরকার।

বীজ বপনের তিন চার মাস পূর্বে রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং ইহাতে বীজের কোনরকম ক্ষতি হয় না। কিন্তু যেন যাহারা চলাচল করে এইরূপ শুষ্ক স্থানে বীজ রাখিয়া দিতে হয়।

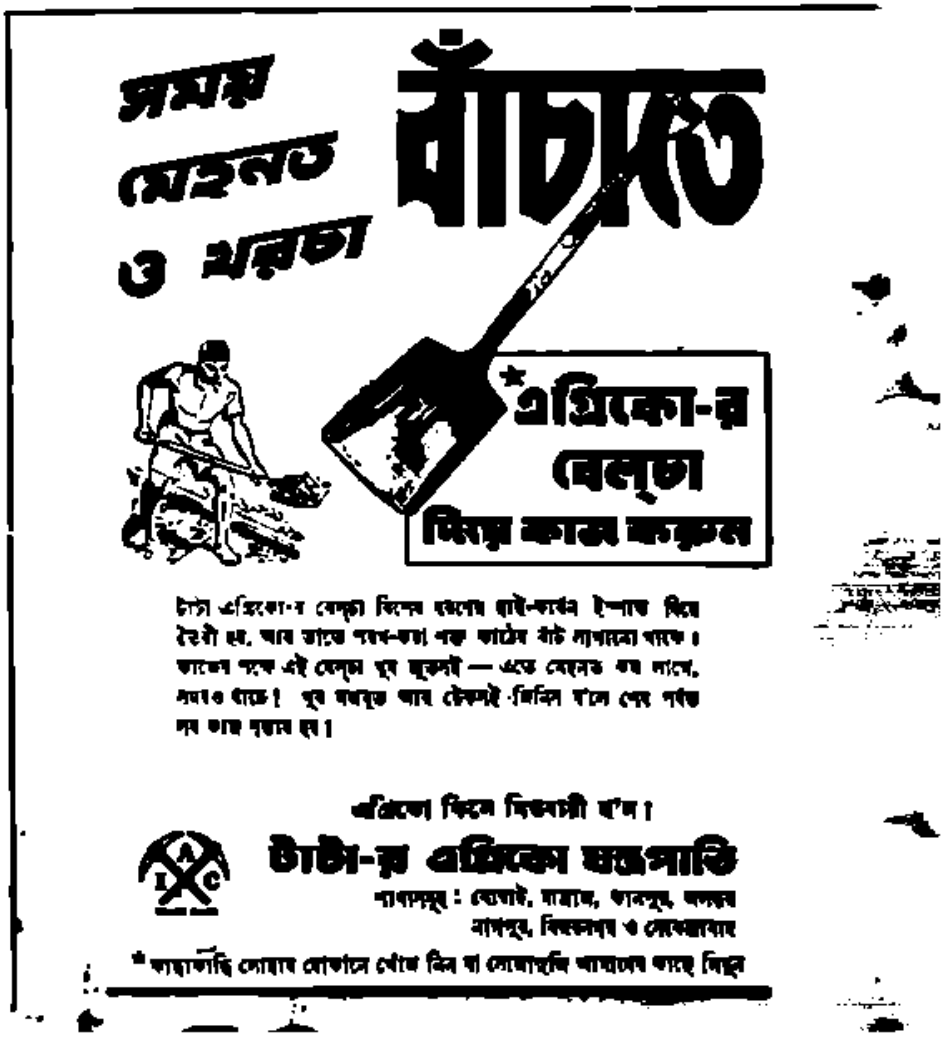

হিন্দুস্থান চেম্বার অব কমার্স

হিন্দুস্থান চেম্বার অব কমার্সের ৯ম বার্ষিক অধিবেশন রবিবার কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণী সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার লিখিত ভাষণ অধিবেশনে পাঠ করা হয়। তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস সভার কার্য পরিচালনা করেন।

বৃদ্ধার পরিচয় প্রদানকল্পে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসনে ব্যবসায়ী সমাজকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সমগ্র দেশের কল্যাণের প্রশ্ন জড়িত। ব্যক্তিগত বা শ্রেণীবিশেষের লাভ-লোকসানের প্রতি শুধু দৃষ্টি না রাখিয়া জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ দৃষ্টি রাখিয়া প্রতি ব্যবসায়ী সমাজকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দরিদ্র মানুষের মানসিকতার উন্নতি সব চাইতে বড়।

শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন যে, আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা বিচিত্রমুখী। জনসাধারণের অবস্থাও খারাপ। ব্যবসায়ীরা সরকারের প্রতি অভিযোগ জানায়, আর অনুসন্ধান করিলে ব্যবসায়ী সমাজের উপর দোষারোপ করিতেছেন। ইহার অর্থ এই নয় যে, ব্যবসায়ীরাই সব কিছুর জন্য দোষী। প্রত্যেক দেশেই অসাধু ব্যবসায়ী ও সুসাধু ব্যবসায়ী সম্পর্কে বিভিন্ন আছে। প্রত্যেকেরই স্বার্থের কল্যাণে কর্তব্য আছে।

তিনি আরও বলেন যে, অর্থের সরবরাহ যাহা হইতে যেখানে পাইবার জন্য অনেক সময় ব্যবসায়ী দৃষ্টি হয়। ব্যবসায়ীর আর্থিক অসুবিধার মূলে ব্যবসায়ের অসাধুতা থাকে। ব্যবসায়ে অসততা ও অসাধু উপায়ের অপব্যয়ী অর্থাৎ বিনষ্টির পুঁজিপাটের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। আজিকার এই সমস্যাসঙ্কুল অবস্থা সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে ব্যবসায়ীর অসাধুতা ও স্বার্থপরতা। বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ী সমাজের মধ্যে যে সহযোগিতার অভাব দেখা দিয়াছে তাহাও এই অবস্থার জন্য অনেকখানি দায়ী।

বিভিন্ন অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বলেন যে, বিভিন্ন ব্যবসা সম্পর্কে নানা অভিযোগ আছে। গান্ধীজীর এই ব্যবসার পক্ষপাতী ছিলেন না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন ব্যবসা তুলিয়া লইলে দুর্নীতি দেখা দেয় এবং অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়ে। কাউন্সিল প্রথা যদি সঠিক পথে চালিত হয় এবং সকলেই উহার প্রতি দৃষ্টি রাখে তাহা হইলে অনেক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতির দেখা দিতে পারে।

ব্যবসায়ী সমাজের বর্তমান অসুবিধার দূর করিয়া তিনি বলেন যে, অনেক দূরে ভারতীয় বণিক সমাজ বহুটা ফেডারেশনের পক্ষিতে বিভিন্ন, আজ স্বাধীন ভারতে তাহাদের কাছ হইতে যে অনেক প্রেরণা পাওয়া যায় না।

অনুকারখানা ও ফ্যাক্টরি আজ সরকার সাহায্য এবং দুঃখ শিল্প ও কুটির শিল্পের অবস্থা সাধারণ বিশেষের প্রতি ব্যবসায়ী সমাজকে তাঁহার বক্তৃতায় আহ্বান জানাইয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বলেন যে, কুটির চতুরতা ও কৌশলের সঙ্গে ব্যবহারে পরিচয় হইতে দূরে অবস্থানে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। আজিকার যুগে শুধু ফ্যাক্টরি উৎপন্ন মনের দিকে এই মুখের সঙ্গে তাল মিলিয়া চলা সম্ভব হইতে পারে না। কুটির সঙ্গে ফ্যাক্টরিগুলির সমন্বয় [illegible]। কুটির শিল্প গড়ে উঠে, বিভিন্ন সমস্যার [illegible] দূরে অতিক্রান্ত হইবে। এই সমন্বয় সাধন করিতে পারিলে জীবনে আর্থিক [illegible] দূরীভূত পারে।

এর পর এত অসন্তোষ এত বেশি যে, যন্ত্র শিল্পের উন্নতি করিয়া দেশের কল্যাণ করা অসম্ভব। এই জন্য ইসলাম পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক প্রসার সাধনে পরিকল্পিত অর্থনীতি দ্বারা আর্থিক সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন যে, বিভীষণ মহাযুদ্ধের সময় দেশে যে আকর্ষণ সৃষ্টি হইয়াছে, সেই আকর্ষণ দেশের কোন পথে লইয়া যাইবে তাহা বলা কঠিন। সেই আকর্ষণ হইতে দেশকে পাইবার জন্য অনুসন্ধান, সরকার ও অন্যান্য সমাজে কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কর্তব্য পালন আবশ্যক।

তিনি হিন্দুস্থান চেম্বার অব কমার্সের সদস্যদিগকে সাধারণ আয়ের বৃদ্ধি পায় তাহাই কামনা করেন এবং বলেন যে, তাহাদের অসুবিধা ও অভিযোগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সরকার দৃষ্টি দিবেন।

শ্রীসদাকান্ত ভট্টাচার্য তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ব্যবসায়ী, জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ়তর হইলেই দেশের আর্থিক সমস্যা সমাধানের পথ করা যাইতে পারে। তখন দেশে অসন্তোষ ও পরিস্থিতির যেসব দেশ তখনই সরকার তাহার নিরাকরণে সচেষ্ট হন। দেশে যে ইতিমধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকলকেই সচেষ্ট হইতে হইবে।

বিভিন্ন ব্যবসার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য বলেন, বিভিন্ন ব্যবসা ভাল নয় এ কথা সত্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে বিভিন্ন ব্যবসা তুলিয়া দেওয়ার পর বিনিময়ের [illegible] হইয়া যায়। অতএব ভাই আমার বিনিময় যে টাকার মাধ্যমে বিভিন্ন হয় সে দিকে সরকারকে [illegible]

...বাণী প্রদানে ব্যবসায়ী সমাজের ... [illegible] ...করবার জন্য তিনি বলেন যে, ব্যবসায়ী সমাজের দেশের অন্যান্য বিভাগ কর্মীদের ন্যায়, তাহাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও কৃষ্টিগত ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া চলে। ব্যবসায়ীরা বিশ্বের ও তিনির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন।

বিশ্বভারতী বোর্ডের অর্থ ও কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া মহারাজা শ্রীশ্রীযুক্ত নন্দী বলেন যে, স্বাধীনতা লাভের চারি বৎসর পরেও ভারত সরকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পাকিস্তানের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রভৃতির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়।

তিনি এই আশা ব্যক্ত করেন যে, ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে, তাহাদের আর্থিক বণ্টনের ও আর্থিকাভিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হইবে।

বিশ্বভারতী বোর্ডের অর্থ ও কার্যকরী সভা সভাপতি শ্রী সি. কি. ... বলেন যে, আমিকার এই সভা [illegible] ...

...[illegible] ... বাঙ্গালী সমাজ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জাতি গঠনমূলক কাজ করিয়া থাকেন। তাহাদের ঐতিহ্য সমাজ ক্ষেত্রেও যথেষ্ট এই কাজ করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালী-বাঙ্গালীর ব্যাপার-বিশেষে দুই ভাগে এক হয় ভারতের শ্রেষ্ঠ উপায় নির্ধারণে সমস্যার অতীত হইতে হইবে।

এই বার্ষিক সভায় সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরীন্দ্র মিত্র, যুগ্মসম্পাদক শ্রী, অমলীকুমার ঘোষ, আর্থিক সম্পাদক প্রভৃতি বিভিন্ন সভ্যরা সকলে বক্তৃতা দেন।

নূতন কার্যনির্বাহক কমিটি গঠন।

এই অধিবেশনে ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য বিশ্বভারতীর সংবিধান অনুযায়ী নূতন কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হইয়াছে। সভাপতি—মহারাজা শ্রীশ্রীযুক্ত নন্দী এম-এস্ সি, সহ-সভাপতি—শ্রী পি. বি. সি ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস, সম্পাদক শ্রীহরীন্দ্রনাথ মিত্র; যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু; কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুধীরকুমার দে কার্যনির্বাহক কমিটিতে ১৫জন সদস্য আছেন।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদ পাইকারী বাজার দর :—

চিনি—দানা ৮৮৲-৯০৲, বাদামের দানা ৯৫৲, ভোজনি ১০৫৲, বাদামের দানা ৯৭৲, দিল্লি ৯৪৲-৯৬৲, মহুয়ার ৭৫৲, বেঙ্গি ৭১৲-৭৪৲।

চিনি—দানা চাই বড় ৩৬৲-৩৭৲, ছোট ৩৫৲, বাদাম লম্বা ৩৫৲-৩৬৲, ভোজনি ১৬৲-১৯৲ চিন লম্বা ৩৫৲, ভাঙ্গা ৩৬৲-৩৭৲, মহুয়া ১৫৲, বেঙ্গি ১৮৲-৩০৲।

জলাই—ঘটা লম্বা ১৯৬৲-১৯৯৲, চৈতা ১৫৲, মুগ চড়ক ১১৲-১১৲, চড়ক বড় ২৩৬৲-২৪৲, ছোট ১৮৲-২০৲ অড়হর বিহার ১৪৮৲, বাংলা ১৪৮৲, ভোজনি বিহার ১৪৮৲, বাংলা ১৪৮৲-১৯৲।

ঘাস—কুশ ১৩৬৲-১৭৲, অড়হর ওয়ার ৪২৲, ৪৯৲, মহুয়া বড় ১৮৬৲-২৯৲, ছোট ২৪৮৲, ঘটা ২৭৲-২৮৲, ঘোল ১৩ ভোজনি ২১১৲-২২৬৲।

আপনিও শেষ পর্য্যন্ত ধরলেন উইল্‌সের ওয়াইল্ড উডবাইন

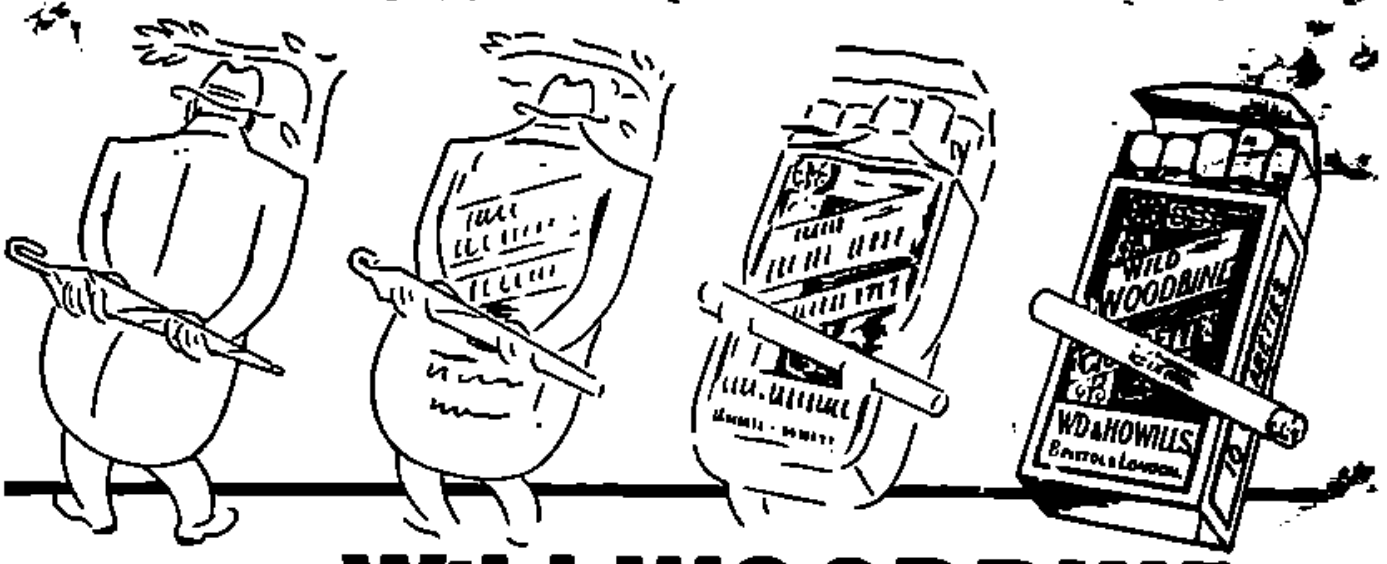

WILLS'S Wild WOODBINE

...স্থানীয় করের নিয়মাধীন

The Imperial Tobacco Company of India Limited, successors to W. D. & H. O. Wills, Bristol & London. Cigarettes made in India.

বাজার তেজী ঃ দরের উন্নতি

—:০:—

কলিকাতা, শনিবার, ১৬ই ডিসেম্বর—বাজারের [illegible] এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্কের অর্থ কমার্শে করেছিল পূর্ণ করেন যে, পাকিস্থানের রহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। অর্থসচিবের এই ঘোষণায় ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়। এবং ইহার প্রভাব কলিকাতার শেয়ার বাজারেও পরিলক্ষিত হয়।

[illegible] সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে সেই ধারার বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। বিভিন্ন শেয়ার দরের জন্য বাজারে আগ্রহ প্রকাশ পায়। ফলে বিভাগে বিশেষ কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। [illegible] কর্পোরেশনের দরুণ লেট্রাল ইণ্ডিয়া শেয়ারের দর [illegible] আনায় উঠিয়া আসে। ফেডারেল দর ৫৩৭৲ [illegible] হইতে ওঠে। স্যুইচ কর্পোরেশন ২৬৲ টাকা [illegible] হয়। পাটের বাজারে কারবারের পরিমাণও [illegible] কিন্তু দরে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে [illegible] ৮৯৲ টাকা দরে লেট ট্রাস্টের কারবার হয়। ভাদাবরাটি ৩১৫৲ টাকা দরে কারবারের [illegible] আসানো-ইণ্ডিয়া ৩০০৲ টাকা দরে এবং রিলায়েন্স ২৪৮৲ আনায় কেনা বেচা হয়। ব্যাঙ্কিং [illegible] দর কিছুটা হ্রাস পাইয়া ৩৪৮৲ আনা হয়। ইন্সিওরেন্স দর হয় ১৮৩৲ টাকা।

ইন্ডিয়ান বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩১৮৲ আনা দরে খুলিয়া, অল্পক্ষণ পর হইবার সময় ৩১৮৲ আনা হয়। টিন কারখানার দর হয় ৪১৲ টাকা, বার্মাশেল ও ফেলস ৮৮৲ টাকা ও ১৮৩৲ আনায় স্থির ছিল। বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারের মধ্যে [illegible] ব্যাঙ্কিংয়ের দর ৩১৮৲ আনা পর্যন্ত [illegible]

সপ্তাহের শেষে দিকে কলা ও পাটের শেয়ারের খরিদ্দার কারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বাজারের দর চড়িবার পর মুনাফা গ্রহণের বিক্রি পড়িয়া যায়। ফলতঃ শেয়ার পড়িয়া যায় ; ইহার ফলে এসোসিয়েটেডের ৩৯৮৲ আনায় উঠিয়া আসে। এবং ফুটবিয়া ৩১৮৲ আনায় উঠিয়া আসে। ফেডারেল ৫৪৭৲ টাকা হয়। ফেডারেল ১৮৮৲ আনা দরে কেনা বেচা হয়। বজবজ ১৪৮৲ আনায় খোলে কিন্তু পরে ১৫৮৲ আনায় নামিয়া আসে। লিটি বীরভূম ১৯৮৲ আনা হয়। লেক্সা ২৫৲ ও ২৪৮৲ আনায় ফের খরা আসা করে। লেট্রাল ইণ্ডিয়া ও ওয়েষ্টার্ন ফেলস ৮৮৲ ও ১৯৮৲ আনায় মধ্যে পাওয়া যায়।

পাটের শেয়ারের চাহিদা দেখা যায়। বিশেষ করিয়া ইণ্ডিয়া শেয়ারের চাহিদা বেশি হইয়াছিল। আসানো-ইণ্ডিয়া ২৯০৲ টাকা দরে কেনা বেচা হয়। এবং ৩৮০৲ টাকা দরে খাগড়ের শেয়ারের কিছু কাজ কারবার হয়। রিলায়েন্সের দর কিছুটা নামিয়া ২৪৮৲ আনা হয় কিন্তু কিনিবার দর বৃদ্ধি পাইয়া ২২৮৲ টাকায় দাঁড়ায়। হাওড়া ৩৪৮৲ আনায় খুলিয়া পরে ৩৫৮৲ আনায় নামিয়া আসে। এবং বাজার মন্দার দরুণ ইহার দর হয় ৩৩৮৲।

ডালমিয়ার শেয়ার বাজারের কোনো কাজ হয় না। সর্বার পাটশেয়ার মুনাফার বাজার বন্ধ ছিল।

আন্তর্জাতিক হালচাল

গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি—৩৲ সুদের (১৯৬৩) দর ১২৮৲ ১৩৲ ; ২১৲ সুদের (১৯৫৪) দর ১১৯৲ ১১৯/১৩ ; ২৯৲ সুদের (১৯৫৫) দর ১১৮৲ ; ৩৲ সুদের (১৯৫৭) দর ১০৩৲ ১০৩/৮ ; ৩৲ সুদের (১৯৫৮-৬১) দর ১১৬৲ ; ৩৲ সুদের (১৯৬০-৬৮) দর ১১৬৲ ; ৩৲ সুদের (১৯৭০-৭৫) দর ১১৬/৮ ১১৮/৮ ; ৪৲ সুদের (১৯৮০-৭৬) দর ১০৪৲ । আড—ডাবর প্যারে ২৬৲ ; ঐ (প্রেফ) ৪৭৲ ; ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ প্যারে ১১৯৲ ১২৲ ; ইউনাইটেড প্যারে অব ইণ্ডিয়া ৮৲ ৮৲ । কেমিক্যেলী ফোসফেট প্যারে ৫৲ । ফাক্সলে মুর—এসোসিয়েটেড [illegible] ১৬৲ ; ঐ (প্রেফ) ৩৫৲ ; ঐ [illegible] ৩৩৲ ; ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩১৮৲ ; ইণ্ডিয়া [illegible] ৩৩৲ ; ইণ্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ ৩৮৲ ; ইণ্ডিয়া [illegible] ৩৩৲ ; ইণ্ডিয়া [illegible] ৩৩৲ ; ইণ্ডিয়া [illegible] ৩৩

২২৯৷০ ২২৪৷০ ২২৯/৩ ৯৯৫/০ ; ঐ ডেফার্ড ফেব্রুয়ারী ৯৮/০ ; ইষ্ট জেনারেল ৪৯/০ ; এসোসিয়েটেড কর্ণফুলী ৭।০ ; এসোসে ব্রাদার্স ৩১৷০ ৩২।০ ; ইলেকট্রিসিটি (প্রেফ) ১০৯/০ ; বাজার সভী ৩৩৭৷০ ; বার্মোরী জোক ২৩৷০ ১৩৯/০ ; বি, আই কর্পোরেশন ১১৷০ ১১৷০ , ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ১৯৯/০ ১১৷০ ; চন্দননগর ইলেক ৪৫৯/০ ৪৫৷ ৪৫/০ ইণ্ডিয়া কেবলস ৯৯৷০ ৯৯/০ ; ইণ্ডিয়া ফাস্টনার ওয়ার্কস ২৯৷০ ২৯৷০ ০৲ ; ইণ্ডিয়া ষ্টীল প্রোডাক্টস ৩৯৯/০ ; ইণ্ডিয়ান কর্পোরেশন অব প্রেস ১১৯/০ ১৩৲ ; ইণ্ডিয়ান মার্স ১৯৯/০ ; মাকেন্টাইলস এণ্ড জেনা (প্রেফ) ১৯৷০ ; ন্যাশনাল কর্পোরেশন ৯৯/০ ; প্রাসাদাস ট্রাকো ১৯৯৷০ ১৯১৷০ ১৯৯/০ ; ষ্টোটার্স ইণ্ডিয়া ৪১৷০ ৪১৷০ ৫১/০ ; ঐ (বি প্রেফ) ৪৯৲ ; পঁজারোল ১৪১৷০ পুরানকার্ড ট্রান্সপোর্ট ১৲ ১৲/০ ; বি, বি, পেট্রোলিয়াম ১২৲ ১৯৯/০ ; ইষ্টার্ণ-বর্মা পেট্রোলিয়াম ১৲ ; ঐ (প্রেফ) ১৯৲ ১৲৲ ; বর্মা ইণ্ডিয়া অয়েল ৮।০ ; ইণ্ডিয়া সেপার পাম ১৯৯৲ ১৭৲৲ ; বর্মিলেট সেপার ৫২৷০ ৫১৷০/০ ; ইণ্ডিয়াল সেপার ২৯৷০ ২৯৯/০ , আলয় ৮ ৮৷০ ৮১/০ ; ক্যালকাটা লাক্সি এণ্ড সিপি ১৪১৷০ ; ইণ্ডিয়া টিবলীপ ৭৮/০ ৭৯/০ ৭৯৷০ ; গোই সিপি ১৩৯৷০ ; বলরামপুর ৬৯৷০ ৬৯/০ ৬৯/০ ; কেশোরাম ৬৯/০ ৬৯৷০ ৬৯/০ ; কেক এণ্ড কোং ১১৷০ ১৮/০ ; মোহিনী মিলস ২৯৷০ ; নিউ ইণ্ডিয়া ১৯৷০ ; রামকৃষ্ণ ১৪৯/ ১৪৯/০ ১৪৲ ; রাজা ১৪৮/ ১৪৮৲ ১৪৯৷০ ; ইষ্ট পি, মিলস ১৩৯৷০ ১৩৯৷০ ১৩৮/০ ।

প্রাথমান—বাজারী ২১৯/ ; বাজারহাট ৩৯৲ ; ক্রমন্ড ১২৯/০ ১২৯/০ ১২৯৷০ ; ক্রমন্ড ১২৯৲ হলিডারী ২৪১৲ ; নবকলী ১১৲ ; ভারত ১১১৲ ১২১৲ ; সরকার ২১১৲ সিটন ৪১৲ ৫১৷০ ।

সংবাদ সংকলন

———:০:———

অসামরিক খাতে সরকারের ব্যয় বাহুল্য

ভারত সরকারের ব্যয়-সঙ্কোচ অভিযানে লোক ষ্টাটার্স-এর প্রথম উদ্যম তাহা নিম্নে তারত হইতে প্রকাশিত "দি ইকনমিক উইকলি"-এর সর্ব্বশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত মূল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে—"আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, সরকারের এডিসিন্যাল, অফেন্ট, ডেপুটী ও আণ্ডার সেক্রেটারীদের সংখ্যা ও তাঁহাদের বেতনের হার যুদ্ধের হ্রাস করা হইলে মিত ব্যয়বহুল কর্মচারীরা লোক ষ্টাটার্স বাহিনী গঠনে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।"

প্রবন্ধটিতে আরো বলা হইয়াছে—"ইহা স্পষ্ট যে, লোক ষ্টাটার্স এর বেতন ও ভাতা হ্রাস করিলে তাহা হইলে যথেষ্ট ব্যয় সঙ্কোচ করা যাইতে পারে। কর্মচারীরা অবশ্য লোক ষ্টাটার্সের প্রস্তাবে খুসী হইবে না। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত লোক রহিয়াছে। যেমন বৈদেশিক মুদ্রাদপ্তরের মূলধন কলাপের দিক বিস্তৃত কিন্তু ষ্টাটার্স কুলাইতেছে। তবে ষ্টাটার্স কমা কর্মচারীদের মধ্যেই বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনায় (কতকগুলি পরিকল্পনা সহকারে) কাজ করা যাইতে পারে। সুখের বিষয় যে, রাজস্ব কমিশন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, লোক ষ্টাটার্সের ফলে যাহাতে দুর্দশা যথাসম্ভব কম হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উহা করা হইবে।

"বেতন, যান ও ভাতা পুনর্গঠনের ব্যাপারে ব্যয়-সঙ্কোচের পরিমাণ ছাড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা আর্থিক বছরের শেষে সর্ব্বসাকুল্যে ৪০ হইতে ৫০ কোটি টাকা বাঁচতি পড়িবে। বেসামরিক ব্যয়ের সমস্ত খাতে যাহা হ্রাস করিতে পারা যেতেই কেন ব্যয়-সঙ্কোচ অভিযান সুফলপ্রসূ হইবে।"

অবশ্যমান বেসামরিক খাতের প্রসঙ্গে প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—"বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারত বিভাগের পর হইতে বেসামরিক ব্যয় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে বেসামরিক ব্যয় ছিল ৮৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, ১৯৪৩-৪৪ সালে উহা বাড়িয়া হইয়া ২৫ কোটি টাকা; ১৯৪৭-৪৮ সালে উহা আরো বাড়িয়া ৩৫ কোটি টাকা হইবে বলিয়া বাজেট বৎসরে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি টাকা। আর ১৯৪৮-৪৯ সালে উহা আরো ৫ কোটি বাড়িয়া ৪০ কোটিতে উঠিয়াছে। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ব্যয়ও প্রায় একই অনুপাতে বাড়িয়াছে। যাহা যে বাড়িবেই তাহা বীমার করিলেও একথা উল্লেখ করিতেই হইবে যে, সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা দ্বিগুণের বাড়িয়াছে কিন্তু কাজের পরিমাণ সেই অনুপাতে বাড়ে নাই।

"১৯৩৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারী ছিলেন ১ জন, বর্তমানে আছেন ৭১ জন। ইহা ছাড়া আরো অতিরিক্ত এডিসিন্যাল সেক্রেটারী, ডেপুটী ও আণ্ডার সেক্রেটারী তো রহিয়াছেনই।

এডমিনিষ্ট্রেটিভ ট্রেনানী ও তাহা বাবদ যে অর্থ ব্যয় হইতেছে। ঐ অর্থ বাচান চলে।

"সরকারী কর্মচারীদের যে বেতন দেওয়া হয়, তাহার সহিত জীবনযাত্রার ব্যয়ের একটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত। এই বিষয় লইয়া বেতন বিশ্লেষণী কমিশনের সৃষ্টি। সেদিক হইতে বিচার করা হইলে না হয়, দেখা যাইবে যে উচ্চতম সরকারী কর্মচারীদিগকে অবশ্যই অধিক বেতন দেওয়া হয়।"

বর্তমানে উদ্বাস্তুদের জন্য অতিরিক্ত

জানা গিয়াছে, বর্তমান সালের উদ্বাস্তু উদ্বাস্তুদের জন্য অতিরিক্ত একটী পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই নব পরিকল্পনা সরকারী সাহায্যে গড়িয়া উঠিবে। বর্তমানে উদ্বাস্তুরা এই নব স্কীমে পুনর্বাসনের জন্য পরিবার প্রতি ৩০০ টাকা করিয়া অতিরিক্ত পাইবেন। ঐ সকল স্কীমের অধীন জমী দেওয়া হইয়াছে। বোরো জমি, উন্নয়ন ও বিবিধ ব্যবস্থা হইবে। যেসব বিভিন্ন অফিসার উদ্বাস্তুদের জন্যান্য এই পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিশেষ ভার পাইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা প্রীতি গুপ্তা

বহরমপুর গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীযুক্তা প্রীতি গুপ্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বহরমপুরের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্তা হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ইনিই প্রথম মহিলা অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিতা হইলেন। শ্রীযুক্তা সেন ও তাহার স্বামী ডাক্তার সুরেন সেনও অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পাঞ্জাব ও বোম্বাইয়ে তুলা বন্টন নিয়ন্ত্রণ

পাঞ্জাবের ফিরোজপুর ও বোম্বাইয়ের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে তুলার মূল্য ও বন্টন ব্যবস্থার তদারক উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার কর্তৃক যথাক্রমে আমেদাবাদ ও করাচিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারত সরকার ৮ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহাদের এক বিশেষ সংখ্যায় উপরোক্ত অধ্যাদেশটি সম্পর্কে কয়েকটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ইস্তাহারে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, বোম্বাইয়ের অনুকূলী গ্রামাঞ্চল ও পাঞ্জাব কটন কোং লিঃ ব্যতীত কোন ব্যক্তি ফিরোজপুর জেলায় উৎপন্ন তুলা ক্রয়ের জন্য কোনরূপ চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবে না। অনুরূপভাবে একমাত্র ব্যক্তি (ব্যবসায়ী এবং তুলা পেঁজাই ও গাঁইট বাঁধাই কারখানায়) উপরোক্ত সরকারী মনোনীত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট কোনো তুলা ডেলিভারী দিতে পারিবে না। এইরূপ করিতে হইলে টেক্সটাইল কমিশনারের বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হইবে।

অন্য একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, টেক্সটাইল কমিশনারের নিকট হইতে লাইসেন্স সম্বলিত বিশেষ ছাড়পত্র সংগ্রহ না করা পর্যন্ত ফিরোজপুর জেলার বাহিরে কার্পাস ও তুলা উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার চলাচল (রেল, স্থল ও জলপথে) নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

আর একটি ইস্তাহারে আমেদাবাদের সরকারী তুলা পেঁজাই ও গাঁইট বাঁধাই কারখানাগুলিকে এই মর্মে এক নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ৮ই ডিসেম্বর তারিখের নিকট (নিজের অথবা অন্যের মারফৎ) যে পরিমাণ ও যে শ্রেণীর পেঁজা এবং গাঁইট বাঁধাই তুলা মজুত রহিয়াছে, তাহার হিসাব তাঁহারা অবিলম্বে দাখিল করেন।

টেক্সটাইল কন্ট্রোলারের বিশেষ অনুমতি ছাড়া বোম্বাইয়ের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের জেলাসমূহের বাহিরে কার্পাস ও তুলার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার চলাচল (রেল, স্থল ও জলপথে) অনুরূপভাবে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

যন্ত্রের উৎপাদন হ্রাস

গত ৩০শে নভেম্বর বম্বাই মিল ওনার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতির অভিভাষণে শ্রী এ. কে. বিন বলেন যে, সমগ্র ভারতে বিগত এপ্রিল মাসে পরিমাণ ৩৭০ কোটী গজের অধিক হইবে বলিয়া মনে হয় না; এবং বিগত ১০ বৎসরের ইতিহাসে ইহাই সর্বনিম্নের নূতনতম উৎপাদন। এত বড় উৎপাদন হ্রাসের কারণ কি এসম্বন্ধে তিনি বলেন যে, বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা—বিশেষতঃ বিদেশের তুলার বিশেষ প্রয়োজনীয় তুলা সরবরাহে সরকারী অসমর্থতা উহার জন্য দায়ী। এতদ্ভিন্ন, সরকারের বিক্রয়-নীতির ফলে পরিবর্তন এবং বোম্বাইয়ের শ্রমসংকট সাময়িক ভাবেও ১৯৪০ সালে বস্ত্র উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ বলা যাইতে পারে।

মূল্যমূল্য হ্রাস সম্পর্কে পাকিস্তানের মুক্তব্য

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মালিক খিজির হায়াত খান নূন বোম্বাই অভিযোগ করিয়াছেন যে, পাকিস্তান তাহাদের তুলা মূল্য হ্রাস করিবে না এবং কেন তাহাদের তুলা মূল্য হ্রাস করাইবার চেষ্টা করিলে, তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। পূর্ব অঞ্চল গভর্ণর খিজির হায়াত নূন ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ বণিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উপরিউক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বণিক সমিতির উদ্যোক্তা বলেন, আপনারা যদি শ্রমিকদের সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন, তাহা হইলে দেশে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

পাকিস্তানের যোগাযোগ সচিব সর্দার বাহাদুর খান এবং অর্থসচিব ও রাজস্ব কমিশনার মুহম্মদীয় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ভাঃ তারাক সম্পর্কিত জাতব্য তথ্যাদি

কেন্দ্রীয় তারাক তদন্তের বৈঠকে এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, তারাকের তারাক সম্পর্কে একখানি "সাময়িক পত্রিকা" ১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে প্রকাশ করা হইবে এবং ইহাতে তারাক চাষী ও তারাক সম্পর্কে যে কোনরূপ তথ্যাদি স্থান পাইবে। তা'ছাড়া তারাকশিল্প সংরক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সুবিধার্থে তারাকের বাজার সংক্রান্ত সাময়িক তথ্য ও পরিসংখ্যানসমূহও আর একখানি মাসিক পুস্তিকা প্রকাশ করা হইবে বলিয়া উক্ত কমিটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারত সরকারের কৃষি সচিবের অতিরিক্ত সেক্রেটারী সর্দার মায়ার সিং উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বিদেশে বাজারে তারাকের চাহিদা বাড়াইতে হইবে। তামাক কমিটী তৎসম্বন্ধে অন্যান্য দেশে তারাকের নমুনা পাঠাইয়াছেন। এদেশে "ইন্ডিয়া হাউসের" এজেন্সীর মত বিভিন্ন প্রকার তামাকের নমুনাও পাঠান হইয়াছে। সর্দার সাহেব বলেন যে, বর্তমানে ভারতীয় তামাকের যে সুনাম আছে তাহা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

জমি হ্রাস সত্ত্বেও পাট উৎপাদন বৃদ্ধি

পূর্ব বঙ্গের পাট তুলা ডিপার্টমেন্টের রেকর্ড মতে ১৯৩৮-৩৯ সালে পাট চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস করা সত্ত্বেও পাটের উৎপাদন গত বৎসরাপেক্ষা বেশ কিছু পাট বৃদ্ধি পাইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, ১ লক্ষ ১০ হাজার ৪০০ একর জমিতে পাট চাষের জন্য লাইসেন্স দেওয়া সত্ত্বেও ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৪ একর জমিতে পাট চাষ করা হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৭ শত ৮৩ একর জমিতে চাষ করা হয় এবং ৩৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮ শত ৫৫ গাঁট পাট পাওয়া যায় কিন্তু এই বৎসর ৪৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ১ শত ৪০ গাঁট পাট পাওয়া গিয়াছে।

পাট অভিজ্ঞাস বলবৎ করিয়া ঘোষণা

নিম্নশ্রেণীর সরু ছোট আঁড়া পাট বিক্রয় বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এবং টেক্সটাইলগুলির উপযোগী পাট সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভারত সরকার ১৯৪০ সালের আঁড়া পাট (কেন্দ্রীয় পাট বোর্ড এবং বিভিন্ন ব্যবসা) অভিজ্ঞাস প্রবর্তন করিয়াছেন। এই অভিজ্ঞাস চুক্তিপত্রের ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪০ হইতে কার্যকরী হইয়াছে।

এই অভিজ্ঞাস অনুযায়ী ভারতীয় টেক্সটাইল সমিতি, কলিকাতা জেন্ট্স জুট এক্সচেঞ্জ, কলিঃ জুট মেশার্স এসোসিয়েশন, কলিঃ পাট ব্যবসায়ী সমিতি এবং বঙ্গীয় পাট ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিদের লইয়া কেন্দ্রীয় পাট বোর্ড গঠিত হইয়াছে। মিঃ জাই বি কাবোজি এই বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ কাবোজির সদর আপিস বম্বাইয়ে কলিকাতায় শাখা এজেন্সি স্থাপিত হইবে।

সরকারী ঘোষণাতে বলা হইয়াছে যে, এই অভিজ্ঞাস অনুসারে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিজ্ঞাপনক্রমে, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৪০ তারিখ পর্যন্ত টেক্সটাইলগুলির সঙ্গে সম্পাদিত পূর্বেকার চুক্তি অনুযায়ে সম্পূর্ণ পাট সরবরাহ করিতে দেওয়া হইবে। অতঃপর টেক্সটাইলগুলির সঙ্গে পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী পাটের মজী আদে বাহির বলিয়া গণ্য হইবে এবং অতিরিক্তে কোন টেক্সটাইল, কেন্দ্রীয় পাট বোর্ডের অনুমতি ব্যতীত কোন বিক্রেতা অথবা ব্যবসায়ী অথবা পাট-বাঁধাইকারের নিকট হইতে সরাসরি আঁড়া পাটের সরবরাহ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

উপরোক্ত বিক্রিতার অন্তত ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে প্রত্যেক বিক্রেতাকে ফ্রেমসহিত কাঁচা পাট বিক্রয়ের সময় প্রত্যেক গাঁইয়ের জন্য কেন্দ্রীয় পাট বোর্ডের ফিতা লাগিয়া করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় পাট বোর্ড বিক্রেতাকে, নিয়ন্ত্রিত দরে পাট বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স করিয়া বিশেষ বিশেষ দরে যোগাযোগ রাখিবার ভারও গ্রহণ করিবেন। কেন্দ্রীয় পাট বোর্ডের ব্যবস্থা বিক্রেতা এবং ক্রেতাদের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হইবে তাহাদের কোন আদেশ কোন ব্যক্তি লঙ্ঘন করিলে, তাহার দুই মাস কারাদণ্ড অথবা এক হাজার অথবা উভয় দণ্ড দেওয়া যাইবে।

ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় পাট বোর্ড পাট সম্বন্ধে যাবতীয় অনুসন্ধান পরিচালনা করিবেন এবং তাহার পরিচালনার নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করিবেন।

এই অর্ডিন্যান্স, কাঁচা পাটের মূল্যহ্রাস নিবারণ এবং কাঁচা পাট রপ্তানিকারকদের লাইসেন্স করাইয়া, অধিকার দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজনবোধে এই ক্ষমতার ব্যবহার করা হইবে।

উল্লেখ্য উপরোক্ত যে, অর্ডিন্যান্স অনুসারে কাঁচা পাট বিক্রেতা এবং চাষীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন নিষিদ্ধ হইলেও ব্যবসায়ের অন্যান্য বিভাগে যথা ব্যবসায়ী এবং কেন্দ্রদের (গাঁইট বাঁধাইকারী) মধ্যে আমদানি রেপ্তানিতে কোন বাধা নেই।

শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক সম্পর্কে শিল্প প্রতিষ্ঠানের আপত্তি ?

কলিকাতার একজনকে এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মারফৎ আই-এ অথবা আই-এস-সি পাশ করা বহু যুবক সম্প্রতি কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীতে চাকরীর পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ট্রাম কোম্পানী এই পরীক্ষায় বসা অল্প ইংরাজী ও বাংলা জানা এবং স্বাস্থ্যবান যুবকদের বেছে করিবার জন্য এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ উপরোক্ত শিক্ষিত যুবকদের ইন্টারভিউ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এই সম্পর্কে জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে, বাঙ্গালী ছেলেদের পশ্চিম বাংলার বেকার সমস্যার একটি দিক আছে। বেশির শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের প্রতিটি আবেদনের অতিরিক্ত আরও সম্পর্কে বাণিজ্যের আপত্তির প্রতীক।

তিনি বলেন যে, কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী বিদেশভাবী হিসাবে অত্যন্ত আধুনিক প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে সময়ে বিভাগের যোগাযোগ প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়া থাকেন। কিন্তু এখানকার প্রতিটি আবেদনের কোম্পানীকে যাচাই করিতে প্রায় ছয় মাস এইভাবেই বিশেষভাবে করা হইয়াছে যে, সত্যসত্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হিসাবে বিভাগ পরে কোম্পানী লিখিত সুবকদের নিয়োগে আর কোন আপত্তি হইবে পারিবেন না এবং আজ ইংরাজী ও বাংলা জানা এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কর্তৃক প্রেরিত চারিজন যুবককে নিয়োগ করিয়াছেন।

ভারতে তৈল প্রস্তুত কার্যে জার্মান প্রতিষ্ঠানের সাহায্য

জানা গিয়াছে যে, এদেশে তৈল প্রস্তুতের কার্যে ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে একটি বিখ্যাত জার্মান প্রতিষ্ঠান অগ্রণী হইয়াছেন। ভারত জানা গিয়াছে যে, এতদসম্পর্কে উক্ত জার্মান প্রতিষ্ঠানটি ফ্রিডিখসাই কলিকাতার জনৈক ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।

নূতন ইস্পো-জার্মান প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা ডাঃ অশোক বসু বলেন যে, তৈল প্রস্তুত সম্পর্কে জার্মান প্রণালীগুলি কি ভাবে এই দেশে কার্যকরী করা যায়, তাহা পরীক্ষা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। তৈল প্রস্তুত করা যাহাতে সহজ সুলভ করা যায়, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জার্মানী হইতে অনেকজন ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ডাঃ এ, কে, দাশগুপ্ত

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অন্যতম ডাঃ এ, কে, দাশগুপ্ত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রধান সেনসুসের পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাঃ দাশগুপ্তকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন।

মিঃ এ, কে সেন

ব্যাঙ্গালোর মিঃ এ, কে সেনকে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর প্রাক্তিক সহায়ক নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং তিনি শুক্র সোমবার হইতে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ইস্পাত উৎপাদন বাড়ানো দরকার :

ডাঃ বীরেন মুখার্জি (টাটা কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড বার্ষিক সভায় সভাপতির ভাষণে) বলেন, অনুমিত হইয়াছে যে, ভারতে আগামীর চাহিদার তুলনায় বার্ষিক প্রায় দশ লক্ষ টন অধিক ইস্পাত উৎপন্ন হইয়া থাকে ; বিদেশ হইতে ইস্পাত আমদানি দ্বারা এই ঘাটতি কতকটা পূরণ করা হইলেও তাহাতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে এবং আমদানি ইস্পাতের পড়তা অত্যধিক বেশি বলিয়া দেশের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়াছে। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার পক্ষে ইস্পাত শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; এবং যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা হউক না কেন, উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইয়া চাহিদার সমান করা দরকার। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে মধ্যবর্তী পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হইলে আমাদের মাসুলিয়া কারখানার উৎপাদন বার্ষিক ১০০,০০০ টনের মত বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ প্রদত্ত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল

পশ্চিমবঙ্গের আই বি, সি-আই-ডি ও পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার, আই-পি, পশ্চিম বঙ্গের ইন্সপেক্টার জেনারেল অব পুলিশ নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীসুধাময় গুহের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন। শ্রীসুধাময় গুহের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

তৃতীয় হাত শ্রীযুক্ত সরকার ১৯২৮ সালে পুলিশে যোগদান করেন এবং অনেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করার পর ১৯৫০ সালে পোলেন্দা বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টারের পদে যোগদান করেন। ভারতীয়দের মধ্যে এই পদে তিনিই ছিলেন প্রথম। তাঁহার এই পদের কার্যকালে তিনি বিভাগটিকে সাংগঠনিক দিক হইতে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করেন। কলিকাতা বন্দরে সমর তাঁহার চেষ্টায় বহু ক্ষতি বন্ধ করা সম্ভব এবং প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের শুল্কের সম্পত্তি উদ্ধার পায়। তিনি ফরেন্সিক ইয়ার্ড বিভাগ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান নির্ণয় বিভাগ বিভাগে বহু প্রেরিত হন এবং প্রত্যাবর্তনের পর ডি-আই-জি পদে নিযুক্ত হন। তিনি ফিল্ম ব্যুরো ও পুলিশ ট্রেনিংয়েরও অধিকারী।

পঃ বঙ্গের অতিরিক্ত ডেপুটি ডি-আই-জি শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী বর্তমানে আই-বি-ও সি-আই-ডি'র ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল নিযুক্ত আছেন।

দি ইণ্ডিয়ানস্ট্যান্ডার্ড প্রেস, ৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীকালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত, প্রকাশিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর পক্ষ হইতে ৩ নং কর্ণওয়ালিস্ প্লেস, কলিকাতা— ১ হইতে প্রকাশিত।
মুদ্রণ-সম্পাদক : শ্রীঅমিয়কুমার সরকার, এম, এ, বি-এল

REGD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৩৩ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৩ই পৌষ, ১৩৫০ ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪৩ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়—	৩২১
কোম্পানী আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা	৩২১
প্রাসঙ্গিক—	৩২৩
ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্	
ভারত গভর্ণমেণ্ট অ্যাক্টস্	
টিনি ও ষ্টার্লিং	
ভারতের মার্কিন ঋণ	
ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে উন্নতি	৩২৪
যৌথিক	৩২৫
লিলাওয়ার্ড আরমুথনট এণ্ড কোং লিমিটেড	
পাটজাতের বাজার	৩২৬
টিনির উপর সরকারী ডিলারক ধার্য	
খাদ্যের দর	
বিভিন্ন স্থানের পাইকারী দর	
৭। ভারতের জন্য চারটি বৃটিশ ব্লেড ইঞ্জিন	
৮। শেয়ার বাজার—	৩২৭
মূলধন সম্প্রসারণ বাজার শ্রেণী	

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাজারের আলোচনা	
অংশীদারদের ডেবেঞ্চারের তুলিয়ন	৩২৮
৯। ভারতীয় ইস্যুতে কাপ্তেনী বিলের প্রচলন	৩২৯
১১। বৃটেনের নিকট হইতে ভারতের পাওনা ইণ্ডিয়া আকাউন্টের ব্যালেন্স	
ইণ্ডিয়া আকাউন্টের ব্যালেন্স	
১২। সাপ্তাহিক সংকলন—	
বাজারে ব্যাঙ্কের ১৫ই ডিসেম্বর	
সাড়ে ৩ লক্ষ টাকার কোম্পানী লোক	
ঐ কে. পি. গোয়েঙ্কা	
নিম্ন শ্রেণীর মূলধন নিয়োগ	
পাটজাতকে কেন্দ্রীভূত করা	
চালানের নূতন ব্যবস্থা	
বিলাতের বাজারে বস্ত্রের দাম	
বৃটেনের ইণ্ডিয়া পরিশোধের অঙ্ক	
চোটা ও মার্কিণ বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা	
বৃদ্ধি ভারত আকাউন্ট সিরিজ সম্পর্কে ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি	
মূলধন বাজারে এক লক্ষ টাকা দান	

আবার খাদ্যসংকট

১৯৪৩ সনের কথা বাংলা এখনো ভোলে নাই। চারিদিকে তখন ক্ষুধার তাণ্ডব, এবং সেই সময় বাংলায় নিরুপম দুর্ভিক্ষ। ৩৫ লক্ষ লোক সেই সময় জীবন হারাইয়াছে। দুঃখ আবার আসিতেছে। কোরিয়াকে কেন্দ্র করিয়া আবার বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হইতেছে। ইহা মার্কিণ জলসৈন্যের প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেছে; লৌহযবনিকার অন্তরালে রাশিয়াও সজ্জিত হইতেছে গোপনে। এমন সময় শোনা যাইতেছে, আগামী বছর বাংলার বাকি খাদ্যসংকট দেখা দিবে। এ সংবাদ আতঙ্কের। আতঙ্কে স্থির হইয়া সকলে আসন্ন হইয়া বসিয়া থাকুক, এ পরামর্শ আমরা দিব না। এই সংকট দূর করিবার জন্য সরকারকে সচেষ্ট ও সচেতন হইতে বলিব।

পশ্চিম বঙ্গের কৃষি ও খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কলিকাতায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, আগামী বছর পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য অবস্থা শোচনীয় হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা আছে। এই আশঙ্কা দূর

করিবার জন্য এই রাজ্যের প্রত্যেক অধিবাসীকে তিনি যাহাতে পান বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইবার পরামর্শ দেন। খাদ্যমন্ত্রী জানান যে এই রাজ্যের কারাগারে গোলার খাদ্য মজুত করা নাই, গভর্নমেণ্টের বিভাগীয় ভাণ্ডারেও খাদ্য নাই। সুতরাং পূর্ণ ভাণ্ডার লইয়া আমামী বছরে রেশনিং চালাইতে হইবে। আসাম হইতে যে চালের অবাধ আমদানী হইত তাহা বন্ধ হইয়াছে। তাহা ছাড়া সেখান হইতে খাদ্য-সরবরাহ হইলেও তাহা সেখানে আমদানী করা নাকি যাইবে না, অন্যান্য রেশনের দোকানের অংশ কমাইতে হইবে।

খাদ্যমন্ত্রীর যে চিত্র খাদ্য-সচিব দিয়াছেন তাহা হইতেছে এই যে, সরকারীভাবে যে আনুমানিক হিসাব করা হইয়াছে, তাহাতে ১৯৪৬ সালে পশ্চিম বঙ্গে ৩৩ লক্ষ ১২ হাজার টন খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হইবার কথা। উহার মধ্যে বর্ত্তমান পদ্ধতি বা অন্যান্যভাবে আত্মসাৎ ও বীজধান বাদ দিলে মোট পাওয়া যাইবে ৩০ লক্ষ ২১ হাজার টন। পল্লীঅঞ্চলের চাহিদা বাদ দিয়াও শুধু সরকারী রেশনিং-এর লাগি পাইবার জন্য গভর্নমেণ্টের আগামী বৎসর ১ লক্ষ ৫৩ হাজার টন খাদ্য-শস্যের দরকার। তাহার সহিত পশ্চিম বঙ্গ ৪ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করা যাইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। এই হিসাব হইতে বলা যায় যে, আমামী বছর ঘাটতির পরিমাণ হইতেছে ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টন।

পশ্চিম বঙ্গের মোট জনসংখ্যা হইতেছে ২ কোটি ৮১ লক্ষ। ১৯৪১ ও ১৯৫০ সালে উদ্বাস্তুদের আগমন হেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩৫ লক্ষ। ১৯৫০ সালে মোট ৩১ লক্ষ ১ হাজার টন খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া হিসাব করা গিয়াছিল। উহা হইতে বর্ত্তমান পড়তি বাদ দিয়া মোট ৩৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টন খাদ্য-শস্য ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায়। রেশনিং বাবদ সরকারকে ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার টন খাদ্য-শস্যের দরকার বলিয়া হিসাবে ধরা হয়। উহার মধ্যে পশ্চিম বাংলার সংগৃহীত হয় ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টন এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য ভাণ্ডার হইতে আসে অবশিষ্ট ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টন।

ইহা গেল বাংলার মোটামুটি অবস্থা। আমামী বছর ভারত সরকার বিদেশ হইতে ৬০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য আমদানি করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই খাদ্য-শস্য যদি ভারতে আসিয়া পৌঁছায় তাহা হইলে হয়ত বাংলা তাহা হইতে কিছুকাল পাইবে এবং তাহাতে বাংলার অন্তর্চিন্তা কিছুটা দূর হইবে। কিন্তু বিদেশ হইতে এই পরিমাণ খাদ্য-শস্য আনাইবার মত জাহাজ ভারতে নাই। ইতিমধ্যে যুদ্ধ যদি বাধিয়া যায় তাহা হইলে তো সোনায় সোহাগা। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানির সম্ভাবনা তাহা হইলে দূর হইবে।

বাংলার কথাই ধরা যাক। মোটামুটিভাবে দেখা যাইতেছে যে, এখানে প্রায় ৫ লক্ষ টন ঘাটতি টন পড়িবে। পল্লী অঞ্চলে যাঁহারা কাজ করেন তাঁহাদের দায়িত্বই এ বিষয়ে বেশি। এই ঘাটতির মধ্যে কতকটা অংশ পূরণ করার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহাই প্রশ্নের বিষয়। বাড়ির বিঘে দশেক জমি-জায়গা থাকিলেও তখন সেই উদ্বৃত্তের মধ্যে নিজেকে যদি হারাইয়া ফেলা যায় তাহা হইলে জাতীয় দুর্দিনে পাওয়া যায় না। জমিকে বাঁচাইতে না জানিলে খাদ্য ফসলের জমিকে ঠিকমত নিযুক্ত করিয়া কাজ করানো যায় না। এ সময় দেশের অধিবাসীদিগকে সর্বদিক দিয়াই সচেতন হইতে হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের আমামী জমিতে যাহাতে পুরাপুরিভাবে চাষবাস হয় তাহা দেখিবার জন্য গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি রাখা বিশেষ দরকার। ইহাছাড়া আমামী ২, পতিত জমি উদ্ধারের কাজেও পল্লী-বাসীকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। আন্তর্জাতিক অবস্থা কতটা জটিল হইয়াছে পল্লীবাসিগণ হয়ত তাহা পুরাপুরি জানেন না। তাঁহাদের কাছে সব খবর গিয়াও হয়ত পৌঁছে না। তাহারা পল্লী অঞ্চলে কাজ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কর্তব্যের কথা এই জাতীয় সংকটকালে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। আবার ১৯৪১ সালে যেন ১৯৪৩ সালের পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তাহার জন্য সকলকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

কোম্পানী আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

কিছু এটর্নি সম্প্রতি কোম্পানী আইন বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রারম্ভেই সভাপতি স্যার পাারেলাল সভাপতিত্বভার গ্রহণের পর যখন সভা শুরু হইল, তখন উদ্বোধন করেন এবং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সভাগৃহ ১৫ মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান হয়।

অতঃপর সভাপতি বলিয়া লইবার জন্য প্রস্তাবগুলির একটী খসড়া পাঠ করেন। এই খসড়ায় বলিয়া লইবার পর এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন।

ভারতীয় কোম্পানী আইনের পুনরালোচনার প্রয়োজনীয়তা তাহার সরকার উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন প্রকাশ করেন। তিনি এই কমিটির প্রধান করেন যে, বিশেষ ইহাদের সমস্ত আইনটীর এই প্রকারে পুনরালোচনা করা দরকার।

সভাপতির বক্তৃতার পর কমিটির আলোচনা শুরু হয়। কমিটি স্থির করেন যে, কোনও প্রশ্নমালা প্রচার করা হইবে না; তবে তাহারা বাম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং মোম্বাই পরিদর্শন করিয়া স্থানীয় সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

১৯৪৮ সাল হইতেই ভারত সরকার কোম্পানী আইন সংশোধনের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। এই সম্পর্কে যে সকল প্রস্তাব তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখা এবং ১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনের (১৯৩৬ সালের সংশোধনীসহ) কিরূপ পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন তাহা নির্দেশ করাই এই বিশেষজ্ঞ কমিটির কাজ।

সাময়িক

—:০:—

ইউনাইটেড ব্যাঙ—

বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ভূমিজা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, ভূমিজা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, ভবানী ব্যাঙ্ক—বাংলার এই চারিটী ব্যাঙ্ক একত্রিত হইয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক নামে কাজকারবার শুরু করিয়াছে। এই একীকরণের পর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই নবগঠিত ব্যাঙ্ককে পুরাপুরি তফসিলভুক্ত করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। চারিটী ব্যাঙ্ক পৃথক পৃথকভাবে থাকিয়া ইহার কিছুটা সিডিউল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; বর্তমানে চারিটী ব্যাঙ্কের মূল পুঁজি একত্রিত করিয়া এই নূতন বৃহত্তর ব্যাঙ্কের উদ্ভব হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কথায় বলে United we stand। এই ব্যাঙ্ক চারিটী united হইয়া যে আমাদের অভিপ্রায়টী stand করিতে পারে তাহা হইলে বাঙ্গালার ব্যাঙ্কিং বাণিজ্য অনেকটা নিরাপদ হইবে বলিয়া মনে হয়। দুই-এক বছরের মধ্যে অনেকগুলি ব্যাঙ্ক বন্ধ পড়িয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালার ব্যাঙ্কের উপর প্রথা ও বিশ্বাস হ্রাস পাইয়াছে, সমবায়ের মর্যাদানির ব্যাঙ্কার ক্ষুণ্ণ। অনেক ব্যক্তির পক্ষেই তাহাদের সমস্ত টাকা এক ব্যাঙ্কে রাখা বাঞ্ছনীয় নয়, বিভিন্ন থাকিতে পারিলেই ভাল। ইহাতে অনেক অসুবিধাই তিরোহিত হইয়াছে। ঠিক কোন ব্যাঙ্কে কতখানি টাকা নিরাপদ বিবেচনা করা যায়, ইহাই ছিল একমাত্র সমস্যা। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই সমস্যার সমাধান করিল। আমরা এই ব্যাঙ্কের উন্নতি ও বিকাশ কামনা করি। বিকাশ কামনা করিবার কারণ এই যে, বর্তমানে একখানি ব্যাঙ্ক বেশ হইবার ফলে অনেকের চাকুরি খোয়া গিয়াছে। [illegible] ব্যাঙ্ক যদি শাখা-অফিসে বিভাজিত [illegible] তাহা হইলে অন্তত সেই সব ব্যক্তি পুরাতন ব্যাঙ্কের কাজে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। ব্যাঙ্কের অন্তত সমস্ত দু-একটি অফিসে স্থানীয় জীবনযাত্রার ছন্দ সুন্দর পথের সন্ধানে ফিরিতে হইতেছে। যে কাজে উহাদের অভিজ্ঞতা আছে, সেই কাজে যদি তাহারা পুরনো রোখ নিয়ে পাঁচের ধারা হইতে থাকেরও সমাধান অনেক সুবিধা হইবে।

ভারত-পাকিস্থানে আলোচনা—

অনেকটী আর্থিক বিষয় আলোচনার জন্য নয়া দিল্লীতে ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। এই আলোচনার ফল কি হইবে তাহা বলা যায় না। আলাপ-আলোচনার দ্বারা একটী মীমাংসায় উপনীত হওয়ার বিরোধ আমরা বিরোধী। কিন্তু বিশেষভাবে পাকিস্থানের পক্ষে এই বিষয় প্রয়োজন বলিয়াই আমাদের মনে বাসনা জন্মিয়াছে। তিন বছর বসিয়া পাকিস্থানের সহিত মাত্র কিছু লইয়াই তো আলোচনা চলিতেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো একটা পাকা মীমাংসায় উপনীত হওয়া গেল না। এবার যে আলোচনা চলিতেছে তাহার বিষয় হইতেছে দেশবিভাগের ফলে যে ১৭০০ কোটী টাকার ঋণভার হইয়াছে, তাহাদের প্রশ্ন লইয়ে। ইহাদের দেনদার ও প্রতিনিধির মধ্যের টাকা কি ভাবে দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়াই এবারকার আলোচনার মুখ্য বিষয়। ইহা ছাড়া আরও একটী বিষয় হইতেছে এই যে, কৃষিজ পণ্যদ্রব্যের ভারত আমদানি করিবার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে পরিমাণ লাভজনক মুনাফা ধরিয়া যান, ভারত সরকার তাহার মূল্য কমাইয়া দিবার পর কিরূপ দিলে ঠিক হইবে। এই লাভজনক মুনাফার একটা অংশ পাকিস্থানে ফিরিয়া যায়। অধিকন্তু ভারতের অনেক [illegible] বস্তুর দাম পাকিস্থান বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু পাকিস্থানে যে অংশ রহিল তাহারি দাম পাকিস্থানী দিবে—এইরূপ আশা করা যায়। [illegible] সালে এই ব্যাপার লইয়া কলিকাতায় পাকিস্থানের অন্য এক চুক্তির বিলোপ হয়। ভারত সরকার এই পরিমাণ করিয়াছে। পাকিস্থানের হেড অফিস হইতেছে ১৬ কোটী টাকা। এই টাকাটা [illegible] দেওয়া হয় নাই। কিন্তু এই টাকা দান [illegible] ভারতের দাবীর। এখনকার আলোচনায় [illegible] সম্বন্ধেও কথাবার্তা হইয়াছে। কিন্তু [illegible] তাহারা ভারতীয় আক্রমণের সময় করিবে। পাকিস্থান ভারতকে নানাভাবে বিব্রত করিতেছে, পশ্চিমবঙ্গের [illegible] ভারতের ভারে বাড়াইয়া হইতেছে, [illegible] উপর পাকিস্থানের [illegible] আক্রমণের [illegible] করিয়াছে। ইহার একটী বিশেষ আবশ্যক।

চিনি ও বস্ত্রশিল্প—

উহার প্রকাশ ও বিভাগের ডিরেক্টর [illegible] কেন্দ্রীয়ের আমদানী ১৯শে জানুয়ারী মুলতুবি [illegible] করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই কেন্দ্রীয়ের দাবী করেন যে, তাহাদের অধীনে ১০টী মিল ও ৭০ হাজার মণের [illegible] আছে। এই কেন্দ্রীয়ের [illegible] দাবী জানাইয়াছেন যে, প্রতি [illegible] মাসিক ৫০, টাকা হইতে [illegible] ১৯৫১ সালে পরাজিত যে সব মিল [illegible] এখন যা পরেই বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার প্রতি পাউণ্ডের জন্য মাসে দশ পয়সা করিয়া [illegible] জমা দিতে হইবে। ইহা ছাড়াও উৎপাদন [illegible] দাবী করা আছে; কিন্তু সে [illegible] আলোচনা করিতেছি না। প্রতিকল্পের যা কেন্দ্রীয়ের আর্থিক দাবীর বিরোধিতা এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়। প্রতিকল্পের বীমাকারীদের [illegible] তাহারা যে দাবী জানাইয়াছেন তাহা জানা যাইতে পারে, কিন্তু দাবী জানাইবার [illegible] এবং সমস্ত বিষয়ের [illegible] নির্ধারণ করিয়াছেন তাহার জানা [illegible] বর্তমানে যে আর্থিক অসুবিধা [illegible] তাহাদের প্রতিকল্পের [illegible] বেশি পীড়িত করিয়াছে বলিয়া [illegible] পরাজিত উৎপাদন, মুনাফাহীনি, বেকার

চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমবায়ভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। এমন সময় চিনি-শ্রমিকগণ যদি উৎপাদনের বিষয়টি উপেক্ষা করিয়া নিজেদের আর বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেন তাহা হইলে তাহারা আরও বাড়িবে না, উৎপাদনও হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে চিনিকল মজদুর ফেডারেশনকে আমরা সমস্ত বৈধ উপায়ের পরামর্শ দিব।

চীনে মার্কিণ দখল—

বহুর শ্রীজওহরলাল নেহরু আমেরিকা গেলে সেবারে গিয়াছিলেন সেই সময় তিনি ১০ লক্ষ টন মার্কিণ ন পরিমাণ ভারতে প্রত্যাবর্তন করার অনুরোধ জানান। কিন্তু তাহার কোনো ফল ফলে নাই। বিশেষ করে এই ন পরিমাণ করার কথা বলা হয়। কিন্তু তাহাতে মার্কিণীরা রাজি হন নাই। ১০ লক্ষ টন গম কেনার ডলার দিবে, ভারতের তাহা বহুত করিয়া ভাঙ্গাইয়া রাজস্বের সব অনাদায়ী। কিন্তু ভারত সরকারের পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নাই। এখন গমের রাজনীতায় সকলে মাতিয়া উঠিয়াছে। ভারত এখনো বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতেছে। যদি বাস্তবিকই খাদ্য তাহা হইলে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি বন্ধ হইবে এবং ভারতের পক্ষে তাহা বড়ের কথা। এখন শোনা যাইতেছে, প্রীক্ষা নিরীক্ষা পণ্ডিত মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব জন ডালেস চিকিৎসের সঙ্গে নাকি গমের বিষয় বৃদ্ধকালে আলাপ করিয়াছেন। কিন্তু এবার ১০ লক্ষ টন ন, লক্ষ টন। জন ডালেস নাকি গম দিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। ভারতে লার ঘাটতি আছে। সুতরাং ইহার দাম দিবার াপারেও মার্কিণ রাষ্ট্র নাকি বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন। দি একটা কিছু ব্যবস্থা হয় তাহা হইলেই ভালো। বুঝা যাইবে যে, মুখের াপে মনও আছে।

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে উন্নতি

চলতি বিনিময় বর্ষের জুলাই হইতে প্রথম চারি মাসে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সাম্প্রতিক উন্নতি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

এই চারি মাসের মূল্যমানের রপ্তানি পরিমাণ গত বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের ১৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসর (১৯৫২) এই খাতে ভারতের ১৮ কোটি লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছিল।

১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে ভারত হইতে ৫৮ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করা হইয়াছে যে কোন এক মাসের তুলনায় সর্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানি। গত জুলাই মাসের রপ্তানি ৩৭ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া আগষ্টে ৪৭ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ও সেপ্টেম্বরে ৪৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় অক্টোবর মাসের রপ্তানি প্রায় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মাসের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ পূর্বে এমন ভাবে আর কখনও বৃদ্ধি পায় নাই।

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্য্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্ম্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গিয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পয়েণ্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্য্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা-১।

যৌথিক—

[illegible] এণ্ড কোং লিমিটেড

গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বিলাতের আলফ্রেড কোম্পানীর যে বাৎসরিক হিসাব বিলাত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, কোম্পানী আলোচ্য বছরে বিশেষ সন্তোষজনক ফল দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। কোম্পানী উক্ত বছরে মোট ২১,৭৯,৪৮০৲৬ পাই লাভ করিয়াছে এবং উহার সহিত পূর্ববর্তী বছরের অবশিষ্ট লভ্যাংশের জের ১৯৭,৫৪৯৶০ যোগ করিয়া মোট অর্থ হইতে কর্তব্যের ৮,৭৬,৫৩৩৶০ বাদ করিয়া কোম্পানীর হাতে কর্তৃত্বযোগ্য অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩,০০,১৪৫৲৬ পাই। উক্ত অর্থ হইতে ১,২৫,০০০৲ টাকা আলফ্রেড সেবকের লভ্যাংশ বিতরণ করিয়া কোম্পানী প্রতি ১০০৲ টাকার সাধারণ শেয়ারে শতকরা ৭½ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ বিতরণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

কোম্পানী গত ১লা অক্টোবর হইতে পাকিস্তানে স্বতন্ত্রভাবে বিলাতের আলফ্রেড এণ্ড কোং (পাকিস্তান) নাম দিয়া ব্যবসা করিতে শুরু করে এবং উক্ত সময় পাকিস্তানের ব্যবসা হইতে যে লাভ হয় তাহা তাহাদের ব্যবসার লাভ হইতে বাদ করিয়া রেখে। উক্ত পাকিস্তানের কোম্পানী গতবৎসর যাবৎ ভারতীয় কোম্পানীকে একলক্ষ টাকা ধার এবং পাকিস্তানের একলক্ষ টাকার শেয়ার ভারতীয় কোম্পানী ক্রয় করে। কোম্পানীর হেডলিজ শাখা গত বৎসরের তুলনায় ভাল ফল দেখাইতে না পারিলেও বর্তমান অবস্থায় তাহা সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। পাকিস্তানের কোম্পানীও আলোচ্য বছরের ছয় মাসে মোট ৪,১১,৯৭৯৲৬ পাই লাভ করিয়াছে এবং উক্ত অর্থ হইতে পাকিস্তান সরকারের কাছারে বাবদ ১,৩৯,৩৫৯৲ টাকা খরচ দিয়া কোম্পানীর হাতে কর্তৃত্বযোগ্য অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৯১,৩০৪৲৬ পাই কিন্তু পাকিস্তানের কোম্পানীর অধিক সম্পত্তি সৃষ্টি করার জন্য আলোচ্য বছরে কোন লভ্যাংশ বিতরণ করা হয় নাই।

১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চের শেষ বাৎসরিক হিসাব—

	১৯৫০	১৯৪৯
মীট সম্পত্তি	[illegible]	[illegible]
মজুত মাল	[illegible]	[illegible]
দেনা	[illegible]	[illegible]
মজুত তহবিল	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য তহবিল	[illegible]	
আলফ্রেড লভ্যাংশ	[illegible]	[illegible]

লাভের লভ্যাংশ

লভ্যাংশের জের

পড়তা লাভ (সাধারণ শেয়ার)

(আলফ্রেড)

বিবিধপত্রের সারাংশ—

লাভ :—

আলফ্রেডের মূলধন

আলফ্রেড

সাধারণ

মজুত তহবিল

অন্যান্য তহবিল

জের [illegible]

অবশিষ্ট লভ্যাংশের জের [illegible]

[illegible]

সম্পত্তি :—

মোট স্থির সম্পত্তি [illegible]

অন্যান্য [illegible]

[illegible]

মীট স্থির সম্পত্তি—

সরঞ্জাম

মজুত মাল [illegible]

দেনা পাওনা [illegible]

নগদ বিনিয়োগ [illegible]

নগদ টাকা

[illegible]

মোট সম্পত্তি [illegible]

পশ্চাদ্বের বাজার—

চিনির উপর সরকারী তদারক-ব্যবস্থা

এখন স্থির হইয়াছে যে, চিনির উপর যাহাতে কোনরূপ অবৈধ মুনাফা থাকিতে না পারে, তাহার জন্য খোলা ও বাজারে উহা বিক্রয় না করিয়া কেবলমাত্র রেশনের দোকান মারফতেই বিক্রয় করা হইবে—কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি সচিব এইরূপ বিবৃতি দিয়াছেন। ইহার ফলে বাজারে রেশনের সঙ্গেও চিনির উপর কোনো বিনিময়ের আর থাকিবে না।

চিনি ও গুড়ের সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণ করিবার জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি বিশেষী মুখ্যমন্ত্রীদের নিকট করেন। তাহার করিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যেখানে কিলো ধরিয়া চিনি কালোবাজারে করা যখন সম্ভব নয়, তখন চিনির উপর হইতে সরকারী হাত একেবারে তুলিয়া লওয়া হইবে না। কেন না এইরূপ করিলে চিনি মজুতদারী ও মুনাফাশিকারী ব্যবসায় খুব বেশি দেখা দিবে। এই কারণে চিনির উপর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বাতিল করিয়া নিয়ন্ত্রণ বা বরাদ্দনীতি তুলিয়া দেওয়া হইল।

খাদ্য দপ্তরের মূল ১৮৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকায় নামানো হইয়াছে। দর প্রতি এই [illegible] নির্ধারিত হইয়াছে। এই দর অবশ্য উচ্চ [illegible] করা হইয়াছে; খাঁটি অবস্থায় তাহা ২১৲ টাকা হইতে বাড়াইয়া ২৩৲ টাকা করা হইয়াছে। বাজার পর্যবেক্ষণের এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, গুড়ের বিক্রয়ের সর্বোচ্চ [illegible] যাহাতে চিনির [illegible] না যাইতে পারে।

অন্যের কথা

[illegible] এই বৃদ্ধির [illegible] করা অন্যের [illegible] [illegible] এবং [illegible] প্রতি [illegible] বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। [illegible] এখন [illegible] ১৮৲ আনা উহার [illegible] করিবে। অন্যান্য চিনিরও ঠিক এই অনুপাতেই দর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অর্থাৎ এইরূপ দর বৃদ্ধির ফলে চিনির দর ২৮৲০ হইতে ২৯৲০ আনা করা হইয়াছে। চিনি উৎপাদনের আনুমানিক ৭৫-৭৬ লাখ টন বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্তভাবে মুক্ত করা হইয়াছে।

চিনির এই পরিবর্তিত দর ১১৪৩-৪৪ সালে উৎপাদিত সব চিনির জন্য পাওয়া যাইবে। এবং আগামী মরশুমের শুরু হইতে এই দর কার্যকরী হইবে। পর্যবেক্ষণ কার্যালয়ের নিকট হইতে মোট ১০ লক্ষ টন চিনি সংগ্রহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রতি কারখানা পর্যবেক্ষণের নির্ধারিত পরিমাণ চিনির পর উদ্বৃত্ত চিনি এবং ভারতে মোট উৎপাদনের শতকরা দশ ভাগ খোলা বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে। এখন চিনির দরের উপর কোনো বাধানিষেধ বা কড়াকড়ি থাকিবে না ঠিক হইয়াছে।

বিভিন্ন স্থানের প্রাইস-কারী দর

গত ২১শে ডিসেম্বর ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত বিভিন্ন রেশন দর ছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

কলিকাতা

চৌল—গরিব ১৮৲-২১৲, মাঝারি কোচিন ২৮৲, পেনাং ১০৲, জাভা ১০৲, বালাম, পিনাঙ্গ ২৭৷৷০ ডিসি ৩৪৷০-৩৯৲ বস্তা ৭১৷০-৭২৲ রেঙ্গি ৭১৲-৭৩৲ ডিল ৭৭৲ টাকা।

তৈলবীজ—গরিব রাই বড় ৫১৷০, ছোট ৩৩৲ তিসি ২৯৲-৩০৲ বালাম সিলা ৩৫৲-৩৬৷০, তেলাকুচ ২১৷০-২৩৲, তিল লাল ৩৫৲, কালো ৩২৲-৩৩৲, বস্তা ২৪৷০-২৫৲, রেঙ্গি, ৩৩৲।

তেলাই—খাঁটি লাল ১৭৷০, সৈরা ১৫৲, মূল ১১৪৷০-৪০৲, বস্তা বড় ২৪৷০, ছোট ১২৲, অড়হর বালো ১৪৷০, তেলাকি বালো ১৭৷০।

ডাল—মুগ ২৪৲-২৫৷০, অড়হর ১ম ২২৲, বস্তা বড় ২৯৷৷ ছোট ১৮৲, খেসারি ১০৲, ছোলা ২১৷৷০ ১৩৲, তেলাকী ২৯৷০।

বোম্বাই

চিনা বালাম বড় ৪৮৲-৯ (আধেক) ৪৭৲, তিসি ৪৩৲, তিলবালাম ২৪৷৷

মাদ্রাজ

তিলবালাম তৈল—৪৩৲, তিলবালাম খাদ্য ২১২৲, রেঙ্গি তৈল ৪০৲।

কানপুর

তৈল—তিসি ৮২৲-৮৪৲, তিসি ৬৩৲, রেঙ্গি ৬৪৲, তিলবালাম ৬২৲।

তৈলবীজ—তিসি (হলদে) ৩৭৷০, তিসি ২৮৷০-৩০৷৵০, রেঙ্গি ২৪৷০।

ডাল—অড়হর ১৪৷০, মুগ ১৮৷০, মসুর ২০৲, খেসারি ১৭৷০।

দিল্লী

খাদ্যশস্য—ছোলা ১৩৷০, মুগ ১৮৲-১০৲, মসুর ২১৲, অড়হর ১৮৲।

ডাল—মুগ ২১৲-২৪৲, অড়হর ২১৲, মসুর ২৩৷০।

তৈলবীজ—তিসি ৩৫৲, তুলাবীজ (দেশী) ১৬৲, ঐ (ভালো) ১৮৷০, লাল তিল ৩৬৲, তিলবালাম ২২৲।

তৈল—তিসি ৮০৲-৮৩৲, তিলবালাম ৭০৲, মহুয়া ৬১৲, বাদামের ১০৩৲, তিসি ৬৪৲, রেঙ্গি ৭০৲।

গুড়—পাকমরা ২০৲, অন্যান্য ৫০৲।

ভারতের জন্য চারিটি বৃটিশ রেল ইঞ্জিন

গ্লাসগোর নর বৃটিশ লোকোমোটিভ কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত চারিটি রেল ইঞ্জিন ও ইঞ্জিনের টেন্ডার সিটি অব গ্লেসগো নামক মালবাহী জাহাজে করিয়া ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। ইঞ্জিনগুলি [illegible] পৌঁছিবে এবং এগুলিকে ভারতের [illegible] ব্যবহার করা হইবে।

প্রত্যেকটি ইঞ্জিনের ওজন ১০ টন এবং টেন্ডার সহিত ওজন ৩০ টন।

শেয়ার বাজার—

যুদ্ধের সম্ভাবনায় বাজার তেজী

—:o:—

কলিকাতা, শনিবার, ২৩শে ডিসেম্বর—মূল প্রাচ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সপ্তাহ ভোরালো হইয়া উঠিয়াছে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে। কারবার আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেয়ার কেনা পড়িয়াছে। এ সপ্তাহের শুরুতে এই ব্যাপারে বেশ লক্ষ্যযোগ্য কাজ-কারবার হয়।

কয়লাবিভাগে অ্যাসানসোলেই অনেকটা উঠিয়া যায়। উঠিয়া দিয়া ইহার পর ইহার ৩৪৮০ আনায়। কেরোসে সপ্তাহে ১০৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৪৫৲ টাকা হয়। বার্মাইরিয়া ১১০ টাকা বাড়ে। বাগড়াকপুরের মূল্য ১৪৸০ ও ১৪৸০ আনার মধ্যে ওঠা-নামা করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৪৩৸০ আনা মূল্যে কাজ-কারবার করে। অর্ডিনারী শেয়ার ৭ সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৯৸০ ও ৯৲ টাকায় খোঁজাখুজি থাকে।

পাটের শেয়ারের প্রায় প্রত্যেকটিরই বেশ চাহিদা ছিল। ইণ্ডিয়া ২০৮৲ টাকা দরে কেনা-বেচা হয় এবং গ্যাঙ্গেস ১০৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭০৲ টাকা হয়। বেঙ্গল ১৭৫৲ টাকায় ও ভাগলপুর ২৪৸০ আনায় উঠিয়া যায়। ভাদুরীয়া ও নর্থব্রুক ২০২৲ ও ৮২৲ টাকায় স্থির থাকে। টাপদানীর মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৲ টাকা হয়। হাওড়া ৩৪৸০ ও ৩৪৸০ আনার মধ্যে ওঠা-নামা করে; এবং বাজার বন্ধের সময় ইহার দর হয় ৩৪৸০।

ইন্ডিয়াস্টার্চ বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রন বেশ কাজ-কারবার করে এবং ইহার পরিমাণও হয় বেশী। দর ছিল ৩২৸০ আনায় কাছাকাছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কিছু বৃদ্ধি পাইয়া ২৫৸০ আনা হয়; মুরারকুরী শেয়ারের মূল্য চাহিদা ছিল অপর্যাপ্ত. দর হয় ৭৸০; বেঙ্গল ১৯৸০ আনা হয়।

বিবিধ বিভাগে অ্যাসোসিয়েটেড আরো দর বৃদ্ধি পায়। ইহার দর হয় ৩২৸০। বি আই করপোরেশন ১৮৸০ আনা হয়। ইণ্ডিয়ান স্টীমার ২১৸০ আনা ও ইণ্ডিয়ান হুগলী ৩০ পর্য্যন্ত হয়। এসিয়াটিক কিন্তু ১৬৸০ আনা দরে কেনা-বেচা হয়। ডানলপ শেয়ারের চাহিদাও বেশ ছিল।

সপ্তাহের শেষের দিকে কাজ-কারবারের পরিমাণ যদিও কিছুটা কম হয় কিন্তু দর ইহাতেও তেজী ছিল।

পাটের বাজারে চাহিদা ছিল পর্য্যাপ্ত। ৩৪৫৲ টাকা দর পর্য্যন্ত খোঁজাখুজি পাওয়া যায়। রাজস্থান স্পট কিছু বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩।০ আনা হয়। ইণ্ডিয়া ২০৯৲ টাকায় আগাগোড়া দরে স্থির থাকে। মেসার্স দর হয় ১৭১৲। নবীনের দর সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ৮২।০ আনা হয়।

তুলা বিভাগে এ সময় বিশেষ তৎপরতা ছিল না। কেবলের দর এই সময় হয় ৪৪১৲ টাকা এবং এই দরে কেনা বেচার কাজও কিছু হয়।

শুক্রবার বাজার বন্ধ ছিল।

আজকালের হালচাল

পরশুদিনই সিকিউরিটি—৩½ সুদের (১৯৫৯) ঋণ ১২৸০ ১৩৲ ১২।৹ ১৩ ১৭৲ সুদের (১৯৬১) ঋণ ১৭৸০ ১৭৸০ ১৭৸০; ৩½ সুদের (১৯৪১-৪৪) ঋণ ১০১৲; ৩½ সুদের (১৯৪৭) ঋণ ১০০।০; ৩½ সুদের (১৯৪৮-৫৪) ঋণ ১০৪৸০; ৩½ সুদের (১৯৪৮-৫৪) ঋণ ১০১৸০ ৩½ সুদের (১৯৫৬-৫৮) ঋণ ১০৬৸০। ব্যাঙ্ক—ক্যালকাটী ব্যাঙ্কসের ব্যাঙ্ক ১৪।০ ১৪৸০ ১৪।০; ইন্দিরিয়াল ব্যাঙ্ক (আগাম) ৪৭৮০। কাগজের কল—বেঙ্গল পেপার ৪৲; এলবার্ট মিলস ১৭৸০ ১৮৲; বেঙ্গল ম্যাগনুয়ার ১৯৸০ ১৯৸০ ১৯৸০ ১৯৮৸০; বালী পেপারমিল ৭৲; বেঙ্গোবার ৪১৸০ ৪১৸০ ৪১৸০ ২৪৲; বেঙ্গোবার (প্রেফ) ১০৯৸০; নিউ সিংহাবিরা (প্রেফ) ৪৲ ৪৸০। কয়লাখনি—এসানসোলেটস ৩৮৸০ ৩৯।০ ৩৯৸০; ভালুকাড়া ৮৸০; বেঙ্গল ৪৪২৲ ৪৪৭৲ ৪৪২৲ ৪৪২৲ ৪৪৪৲; বার্মাইরিয়া ৪৭।৹০; বরাকর ১৪।০; ঐ (প্রেফ) ১৪০।০ ১৪১৲; ডুমরিয়া ৫৸০; ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৪৪৲; ফুকিক এণ্ড বলরিয়া ২১।০; জামাডোবিয়া ৪৸০; নিউ লীবেরা ১৯৸০; নিউ ডুমরিয়া ২৲ ২৸০ ২।০। ইণ্ডিয়ান ২১৸০ ১৫৲; লাইট অলেপুর ২৭৸০ ২৬৸০; অক্সিজেন বেঙ্গল ৯৸০ ৯৸০; ডানলপ ১৫৲ ১৫৲ ১৮৸০। পাইকল—আলমোড়া ১১।০ ১১৸০; এবিসন (প্রেফ) ৯৯২৲; এসোসে ইণ্ডিয়া ২১২৲; ঐ (প্রেফ) ১০৯৲; অকল্যাণ ১৩২৲ ১৩২৲; অর্ণী (প্রেফ) ১০৭৲ ১০৩৲; অরবিন্দ ৪৪১৲; কেটিভিয়ার (প্রেফ) ১৩৮৲; বিড়লা (প্রেফ) ১১৭৲ ১১২।০; বম্বে ১৪৬৲ ১৪৩৲; ব্রাডলাউলী ১১৮৲ ১৪৯৲ ১৭০৲; ব্রেডী ১৯৭৲ ১৯৬৲; ব্রেডলার (প্রেফ) ১৩৭।০; ব্রেডী ষ্টীল ৪৯৲ ৪৪৪৲ ৪৪৪৲ ৪৪৩৲; ব্রাডলে ৩৮৲ ৩৮৲ ৩৮৲ ৩৮৲; ব্রেডীল (প্রেফ) ১১৯৲; ব্রাডলা ৩৪৸০ ৩৮৸০ ৩৬৸০ ৩৬৸০; ইণ্ডিয়া ২০৬৲ ২০৭।০ ২১৭ ২০২৲; ক্যালিয়াড়া ২৩৭৲ ২৩৩৲; ঐ (অর্ধ ভাড়ি) ১২৯৲; কিনিসন ২৩৪৲ ঐ (প্রেফ) ১৩৪৸০ ১৩৫৲; কমেল ২৪৮ লোহিয়ান (প্রেফ) ১১৭৲; মেসার্স ৩১২৲; ক্রাম্পাস ১৮৭৲; কর্ণীয়া ৮১৸০ ৮২৲; ক্রেসিয়েন্সী ৯৮৲; ক্রিসেন্ট ২৪৸০ ২৪।০ ২৪৸০ ২৪৸০; ঐ (প্রেফ) ১১৭৲; ইষ্টার্নিয়ান ১৩৬৲; বিবি কোম্পানী মর্ণী অর্গানেসন ২৸০; ক্রিস্টিয়ান ব্রাইডা ২।০ ২৸০; ডেকোরেটেড ক্লিথ ১৪৸০ ১৭৸০; ইণ্ডিয়ান কপার ০।০ ০৸০ ০।০. ডালহিয়া সিমেন্ট ৪৯৸০ মোবলাণী সিমেন্ট ৭৸০ ৭৸০ ৭।০; ডেকোরেটর এণ্ড কেমিক্যাল ১৩৲; ডালমিয়া ইয়েস্টার্ন ১৪৭৲. ডিস্টিলিয়া ইন্ডিয়ানারি ১৩৸০. ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল ৩২।০ ৩২৸০ ৩২৸০ ৩২৸০ ৩১৸০ ৩১৸০ ৩০৲ ৩৩।০, ইণ্ডিয়ান ষ্টাকার্চ আয়রন ১৪৲. মার্সিডিজ-বেঞ্জ ৮৭৩ ৪৪।০. ইষ্ট কাপারেজ ১৩৸০ ১৩৸০ ১৩৪৸০ ১৩৸০ ১৩৭৲. ইন্ডিয়ান ইন্ডাষ্ট্রীজ ৭৭৸০ ৭৭৸০. ইন্ডিয়ান আয়রন ১১।০; ইন্দুকাস্ট আয়রন ইণ্ডিয়া ষ্টিলিফেরস ১০৸০ ১০।০. ক্রাম্পাস ইন্ডিয়ানেস ২৯০৲ ২৯১৲; নিউ এসিয়াটিক ইন্ডিয়ানেস ৫৭৸০ ৫৸০ ৪।০; ওরিয়েন্ট গ্রামর্স ০১৸০ ০১৸০ ০২৸০ ০২৸০; কাঞ্চনীকোক ১৪. ১৪৸০ ১৪।০; কাস্ট ইন্ডিয়ানেস ১৮.; কাষ্ট এণ্ড-ওয়েল ৩৲ ৩৸০ ৩৸০; বি আই করপোরেসন ২৯৸০ ২৯৲ ২৯৸০; মহালক্ষ্মী-ট্রেডিং ৯৯৸০ ১০০৲; ইণ্ডিয়ান ক্রাম্পাস এণ্ড-ওয়েল ৩৲ ৩৸০ ৩৸০; মার্টিন বেঙ্গল ম্যাগনুয়ার (প্রেফ) ১৮ ; মার্টিনবার্ণ ১৯৸০ ১৯৸০; মার্টিন বার্ণ ১৩৮৸০ ১৩৯৸০; ক্রাম্পাস ইনডুলেটেড ফেজ ১১৮৸০; ক্রাম্পাস ট্রিমারো ১৯৸০ ১৯।০; মোটর ইণ্ডাষ্ট্রী ৪।০; ন্যাশনাল

(প্রেফ) ৯৭৲ ; বৃন্দাবনের ট্রাপশোট ৭৲ ২৲০ ; বি বি সেন্ট্রোলিয়ম ১৮৲০ ১৯৲০ ; ইণ্ডিয়ান স্পেশার ১২৷৹ ; ষ্টার স্পেশার ৫৲ ৫৲০ ; মেলিনীপুর জমিদারী ৯৩৲ ; ঐ (প্রেফ) ১০২৷৹ ; আসাম ল' ৮৷৹ ৮৲৹ ৮৯৲০ ৮৯৲০ আলকাটা লাক্তি এণ্ড সিগিং ১৪৷৲০ ; ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন ৯২৲ ; ইণ্ডিয়া ষ্টিমশীপ ৭৷৹ ৭৷৹ ৭৲৹ ; বঙ্গলক্ষ্মী ৭৲ ৭৲০ ৭৲৹ ; বেঙ্গল্য ৬৬৲০ ৬৬৷৹ ৲৲ ; কুলাণ্ড ১২৷৹ ; কেপ এণ্ড হোর্ণ ৯৷৹ ৯৯৲০ ৪৲০ ৯৯৲০ ৯৯৷৹ ৯৯৷৹ ১০৲ ; কানপুর ৯৲ ২৯৲০ ; চন্দ্রপুর ২৪৷৹ ২৪৯৲০ ; ডালমিয়া ১২৯৲০ ১২৯৲০ ; মোহিনী ৩৯৲০ ; রামকৃষ্ণ ৫৯৲০ ; ইষ্ট পি ফ্রন্সার ১৩৷৹ ; চা বাগান—ইষ্ট ডিয়া ২২৲ ২২৯৲০ ; রাণীগঞ্জ ১৯৪৷৹ ; হলদিয়াড়ী ৯৹ ; ঝরিয়াড়ী ১৪৲ ; দ্য ডিউ ১০৯৲০ ; মুকুলারী (প্রেফার্ড অর্ডি) ৩০৲০ ৩০৷৹ ৩০৷৹ ; নাগাইডুরী ১২৯৲০ ; নবমণী ৯৹ ৯৲০ ; ডিউ চারটা ৩১৯৲০ ৯২৲ ৩২৷৹ ; রামপুর ১৩৲০ ১৩৷৹ । ডিবেঞ্চার—৫৲ আলকাটা ইলেক্ট্রিক লাপ্লাই ডিবেঞ্চার ১০২৲ ১০২৷৹ ।

সোনা ও রূপার দর

কলিকাতা ১১শে ডিসেম্বর—পাকা সোনা (প্রতি তোলা) ১৮৯৷৹ ; বম্বাই বার (প্রতি তোলা) ১৮৯৷৹ ; বিলি (প্রতিআনা) ৭৪৷৹ ; রূপা (প্রতি এক শত তোলা) ১৮৪৷৹ ; ঐ খুচরা (প্রতি এক শত তোলা) ১৮৪৷৹ ।

প্রেসিডেন্সি বম্বাই এণ্ড ব্রাদার্স, ১৮ সোরাবজী লেন।

বোম্বাই, ১১শে ডিসেম্বর—পাকা সোনা ১১৭৷৹; বিলি ৭৪৷৹, রূপা ১৮৪৷৹ ।

অপেশালার বেরারিঙ্গের কৃতিত্ব

কলিকাতার অপেশালার বেয়ারিংস্ হাই-কোর্টের কৌঁসিলীর শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু এক সপ্তাহ আগে তাঁহার পরীক্ষামূলক বেয়ারিংক্ষেত্রের যাবতীয় এই বছরেই একটি বেয়ারিংক্ষেত্রসহ অষ্ট্রেলিয়ার ডুবিয়াকোর অবস্থিত অপেশালার বেয়ারিঙ্গ্ কিং ডুক সি লায়াটের সহিত আলাপে সমর্থ হইয়াছেন। ডারউইনের নিকট বিশ্ব যুদ্ধে প্রেরিত বেয়ারিংক্ষের সাহায্যে লুবুলারের স্পেশ সহিত টেলিফোন সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ প্রথম বলিয়া শ্রীযুক্ত বসু দাবী করিয়াছেন। ৫'৩ ওয়াট ১৮—০ ভোল্ট ভিয়ার শক্তিতে ২০ মিলে এশিয়ার পাঞ্জাবির ঐ যন্ত্রটি ২১ পাউণ্ডের একটি বিদ্যুতের টিনের সাহায্য নিয়া বহুক্ষণ থাকিয়া যাইতে পারে।

The Imperial Tobacco Company of India Limited, Successors to W. D. & H. O. Wills, Bristol & London. Cigarettes made in India.

জাতীয় জীবনে কারিগরী বিদ্যার প্রভাব

—:০:—

বাঙ্গলার গৌরবোজ্জ্বল অতীত যুগে ছুতারদী সেনাগ্রাম নারায়ণের মূলকেন্দ্রস্থলে এবং অন্যান্য স্থানে বহু শ্রীসম্পন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম একটি "জাতীয় শিক্ষা পরিষদের" যে কারিগরী শিক্ষা বিভাগের অনুমতি হইয়াছিল, তাহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া স্বাধীন বাঙ্গলার বাসন্তুর অধিবেশনে তাহা বিশ্বের সমগ্র পৃথিবীর সমক্ষে দৃষ্টির আদর্শ-রূপে ধরিয়া উঠিয়াছে।

মুখ্য এক বিরাট প্রচেষ্টাকে সফল করার বিরোধকারী বহুবিধ বর্তমান বিঘ্নের অন্তরায় সত্ত্বেও পরাধীন ভারত প্রচেষ্টার যেটুকু ফল বাসন্তুর পূর্ব বিভাগকে প্রদান করিয়াছে, তাহাকে সম্বাবহার করিয়া নিজ শিক্ষা প্রচারকে সুফলপ্রসূ করিবার জন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যে আগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি।

এই বিশ্ববিদ্যার বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান চর্চার বাসনা লেখে ২৫ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই লেখের মুখবন্ধনের মধ্যে যে বিভিন্নতা তাহার চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে সেটি ইহাদের অবাধ্যতা। ইহারা পুথিগত বিদ্যার মধ্যে যাহা কিছু মূল্যবান তাহাই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক তার যখন তাহার জন্মের লেখক বিদ্যালয়কর্তৃকে পুনঃ পুনঃ মূল বিজ্ঞানের প্রতি প্রেম আকর্ষিত হইতে বলেন এবং এই কথা সদা জানাইয়া দেন যে, মৌলিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই মূলা-ধারণার বিজ্ঞান লেখে। সকল কিছুই ঐ বিজ্ঞান হইতে আসুক।

বর্তমান বৎসরে এই বিদ্যালয় হইতে মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও মেকানিক্যাল বিদ্যা বিভাগে ২০৪ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং প্রতি বিভাগে যথাক্রমে শ্রীযুক্তিকেন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরি এবং শ্রীযুক্তানন্দমুরারি ভট্টাচার্য প্রথম হইয়া পদকলাভ করেন। সকল বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়া এই "বিদ্যা সরস্বতীর পদক" লাভ শ্রীযুক্তানন্দ মুরারি ভট্টাচার্য।

অন্যান্য বৎসরের অভিজ্ঞতার মত এবারও বর্ষে ১৯০৮ সাল হইতে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রদলের যে যোগ্যতাসম্পন্ন বক্তৃতামালার সমুদয়ের পরিচয় করিয়া যায়, তাহা ইহা সকল বর্তমান ছাত্র স্পষ্ট করে এবং পুরোভাগে কবীরাম ছাত্রদলের উপলব্ধি করিয়া এক লক্ষ্যাব-কারিগরী তাহাদের পরিচয়ে উদ্ভাসিত হয়। বিশ্বে তার তাহাও তাহাদের বিষয়কে 'বিষয়ক' বলিয়া উল্লেখ করেন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রেসিডেন্ট ডাঃ শ্রীবিমান চন্দ্র রায় বিদেশাগত ছাত্রদলকে অভিনন্দন ও পরক উপহার দিয়া বাসন্তুর বিদ্যালয়ের কর্মপদ্ধতি কর্মশালায় উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীর উদ্দেশে বলেন যে, তাঁহারা যাহাতে দেশে একটি কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীও তাহার যৌক্তিকতা বেশ তারিয়া দেখেন।

পশ্চিমবঙ্গের বাসন্তুর ডাঃ বৈদ্যনাথ কাইন্ অতঃপর বক্তৃতা হইয়া পড়ায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হওয়ায় তার দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক বাণী প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি বলেন, বাসন্তুর পূর্ব বিভাগকে আজ তাহাদের সমগ্র জাতীয় জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। যে নিঃস্বার্থ সেবাব্রতের আদর্শ হইতে এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের তাহা আশ্বাস যে, তাহা এখানকার শিক্ষাবিদদের উপর নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করিবে।

এখনে কারিগরী শিক্ষার সহিত অন্যান্য দেশের তুলনা করিয়া ডাঃ রায় বলেন, অন্যান্য দেশে শিল্প শিক্ষার্থিদের শিল্পে কোন একটি কারখানার কাজ করে এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করে; ফলে তাহারা একই সঙ্গে পাঠাগারে ও কর্মক্ষেত্রে কর্মরত থাকিতে পারে। কিন্তু এখানে অবস্থানের ব্যবস্থা-কালের সহিত শিক্ষার্থীর পাঠাগারের সময় নির্দেশের সামঞ্জস্য বিধান কঠিন। অনেক শিল্প পরিচালকেরা শিক্ষার্থিদিগকে ছিন্ন কোন বিষয় বিশেষজ্ঞ হইবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। ডাঃ রায় অবশ্য মনে করেন যে, এই সমস্যা সমাধান করা সহজ নহে।

ডাঃ রায় বলেন, বর্তমানে এই বাসন্তুর পূর্ব বিভাগের ছাত্রসংখ্যা ১২০০ এবং শিক্ষক সংখ্যা ১১৫ জন। তিনি বলেন, সরকারের অনুরোধে এই বিভাগকে 'ওভারসিয়ার' শিক্ষা প্রবর্তন করা হইয়াছে।

ডাঃ রায় অতঃপর নিজে এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়া বলেন, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের পূর্ণ বিকাশের আছে; বাসন্তুর পূর্ব বিভাগের, উহার কারিগরী শিক্ষাদানে ও আরও কেন্দ্রকারী প্রতিষ্ঠানেও আছে। তিনি প্রশ্ন করেন, অত অল্পে একটি কারিগরী শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কি সময় হয় নাই? ডাঃ রায় বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পের পূর্ণ বিকাশকে অনুমোদন করিয়াছেন; কিন্তু পূর্ণ শিক্ষা প্রসারই এক দারুণ অর্থনৈতিক বিভাগে পরিণত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানবিদ্যার ইহার আওতায় আসিয়াছে। সুতরাং তিনি এই উদ্দেশ্যে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা সকলকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্নেহপূর্ণ ভাষণ—

পরাধীনতা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্নেহপূর্ণ ভাষণ বলেন, পুথিবিদ্যা মূলতঃ এক সর্বনেশে মাধ্যমিক সৃষ্টি। প্রাচীনকাল এই সৃষ্টি সমস্যার বাস্তব জীবন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যখন হাত ও বস্তির ব্যবহার করিতে শিখিল তখন হইতেই হইয়াছে বলা চলে। মনের কৌশল হইতে ইহার সৃষ্টি। সঙ্গত এই দিক হইতে আধুনিক পুথিবিদ্যার কাজ অতীতের সাধারণ শিক্ষিত আছে। পৃথিবীর সর্বত্র প্রাচীনকালের যে সব যন্ত্র, বসিবার, সড়ক ও অট্টালিকা লক্ষ করিলেই দেখা যাইবে—সকলের মত যন্ত্র যন্ত্র পুরুষই ছিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেন, গত একশত বৎসরের পুথিবিদ্যার প্রগতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বৈজ্ঞানিক তাঁহার অন্বেষণাগারে যাহা নীরবে লক্ষ্য করিয়াছেন, পুথিবিদ তাহাই কার্যে পরিণত করিয়াছেন। প্রতিদিন পুথিবিদ্যা নূতন নূতন উদ্ভব দেখিতেছে। তাঁহে সাধারণ যন্ত্র এমন বিজ্ঞানেই পুথিবিদ্যার ক্ষেত্র অধিকার করিতেছে। কিন্তু এই তোড়ার অবাধি থাকিয়া যাইতেছে যে, যারা আজ বৈজ্ঞানিকের তারা আগামীকাল পুথি-বিদ্যার রূপ লইতেছে।

বাসন্তুরেশের কথা উল্লেখ করিয়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেন, বাসন্তুরকে এই বিরাট সমস্যার সমুখীন হইতে হইয়াছে। বাসনা পরি ইহার সমাধানে সমস্ত না হয় তবে ভারতবর্ষ সমস্ত হইতে

। ভারতের কোন অংশে যদি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, ব প্রয়োজনেই সেই দুর্ভোগ দূরিত হইবে। রাজস্ব আয় মূলতঃ এক ঐকাসনে বসিয়া বিরাজ। হাতের সম্মুখে দুরূহ সমস্যা রহিয়াছে এবং যে সমস্যা ভারতের ভবিষ্যের প্রতি অবিচল বিশ্বাস রাখিয়া যোগ করিতে হইবে—যে মূল টাকা আমরা পরিমাণ রূপে নির্ধারিত হইবার কথা। উহা নির্ধারিত হইবে মের মূলধন। সঞ্চয় শক্তির মূলে জ্ঞান। শক্তি ন করিতে হইলে জ্ঞানার্জন করিতে হইবে। তার ব্যবহারিক দাবলের আশা করিতে হইলে র পশ্চাতে যে ব্যবহারিক জ্ঞান রহিয়াছে তাহা সৃষ্টি না করিলে কোন কিছুই হইবে না। সমস্যা ধী প্রকৃতিগত। আমের সীমা ক্রমশই সম্প্রসারিত হইতেছে। তাহারা যদি বর্তমান সমস্যা ত দূরে থাকিতে না চাহেন, তাহারা যদি চাহেন । ও পূর্তবিদ্যার ভারত অগ্রসর হউক, তবে জনের ন্ন তাহাদিগকে অতিরিক্তের ভবপর হইতে হইবে; দি তাহারা যে কেবল অসময়ে অনুকূল করিতে চাহেন, পশ্চাদ্ভাগে নেতৃত্বাকাঙ্ক্ষীও হন, তবে াদিগকে নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। আশাত-ে হয়তো কোন নবভাবে অর্থহীন বলিয়া মনে ব, কিন্তু একদিন না একদিন উহার তাৎপর্য াইবে। আধুনিক বিজ্ঞান ও পূর্তবিদ্যার ত উহার সমন্বয় হইতে এই কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, ে বিজ্ঞান পথে পূর্তবিদ্যা। বিজ্ঞান পথ দেখাইয়াছে বিদ্যা উহাকে অর্থকরী করিয়াছে।

বৃটেনের নিকট হইতে ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং আদায়ের ব্যবস্থা

—:০:—

অর্থসচিব শ্রীযুক্ত সি ডি দেশমুখ পার্লামেণ্টে বলেন যে, ১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে ৬ বৎসরকাল ভারতকে বার্ষিক সাড়ে তিন কোটি পাওনা ষ্টার্লিং দিবার জন্য বৃটিশ ও ভারত গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বন্দোবস্ত হইয়াছে।

অর্থসচিব বলেন- "আমাদের পাওনা ষ্টার্লিং পরিশোধের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্প্রতি যে বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে একটি বিবৃতি দিতে চাই। বলাবাহুল্য আমরা আশা করি যে, ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে সম্পাদিত বর্তমান পাওনা ষ্টার্লিং সম্পর্কিত চুক্তির মেয়াদ ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন শেষ হইবে। বৃটিশ অর্থসচিব মিঃ মেক্টেভেদের সহিত সম্প্রতি আমার যে আলোচনা হয়, তাহার ফলে উভয় গভর্ণমেণ্ট একটি নূতন চুক্তির প্রস্তাব সর্বাংশে সম্পর্কে একমত হইয়াছেন। বৎসরের আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তি সম্পাদিত হইবে। যাহাতে ১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে ৬ বৎসরকাল ভারতকে বার্ষিক সাড়ে তিন কোটি পাওনা ষ্টার্লিং দেওয়া হয়, প্রস্তাবিত চুক্তিতে তাহার ব্যবস্থা থাকিবে। কোনও বৎসরে উপস্থিতক কিস্তির কোনও অংশ না লওয়া হইলে তাহা পরবর্তীকালের কিস্তির সহিত যোগ হইবে। অধিকন্তু যদি কোনও বৎসর ভারত গভর্ণমেণ্ট উপরিউক্ত কিস্তির পরিমাণ (সাড়ে তিন কোটি) বৃদ্ধি করিয়া পরবর্তীকালে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড অধিক হিসাবে গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন, তবে উহার সম্বন্ধেও আলোচনা হইবে।

বর্তমানে আমাদের পাওনা ষ্টার্লিংয়ের পরিমাণ মোট ৩১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড।

অর্থসচিব বলেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্টের অভিমত এই যে, যে ভাবে ও যে পরিমাণে পাওনা ষ্টার্লিং আদায়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা দেশের স্বার্থের অনুকূল হইবে।

সংবাদ সংক্ষেপ

বাঙ্গলায় ব্যাঙ্ক চতুষ্টয়ের একত্রীকরণ

বিগত মাস অন্ত ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলির অনুরোধে এবং ১৯১৩ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ৪৫ (ক) ধারার ৪ উপধারা অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ১৮ই ডিসেম্বর হইতে ফুলিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ, ফুলিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, ফেমাস লেন্ড্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ ও বঙ্গলী ব্যাঙ্ক লিঃকে "ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ" নাম ধারণ করতঃ নথিভুক্তিকরণে একক প্রতিষ্ঠানরূপে কার্য্য করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

ফেমাস লেন্ড্রাল ব্যাঙ্ক, ফুলিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, ফুলিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং বঙ্গলী ব্যাঙ্ক—বাঙ্গলার এই চারিটি ইউরিপীয় ব্যাঙ্কের একীকরণ সম্ভব ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লোকসান, ১৮ই ডিসেম্বর হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে।

ভারতের প্রাক্তন বাণিজ্য সচিব শ্রী কে, পি, গোয়েঙ্কা এই নবগঠিত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছেন :—বাঙ্গলার চারিটি নিজস্বীয় ব্যাঙ্ককে একীভূত করিয়া শক্তিশালী ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠায় বেঙ্গল গিভার্নমেণ্ট এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে ইচ্ছুক ব্যক্তি মাত্রেই আনন্দিত হইবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই একীকরণ এবং তাহার উন্নয় নেতা ও উদ্যোক্তাদের অবদান ভবিষ্যতে ইহার সফলতা অভিনন্দন জানাইবেন। আমি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাফল্যমণ্ডিত অভিযান আশা করি।

পশ্চিম বঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন :—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালনায় পশ্চিম বঙ্গের চারিটি প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্ক একীভূত হইবার যে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা তাহা পরিণত হইতে দেখিয়া আমি সর্বাপেক্ষা আনন্দলাভ করিয়াছি। এই চারিটি ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষগণ বিভেদের একীভূত করিবার যে আগ্রহ দেখিয়াছেন তাহাতে ও বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁহাদের সুচিন্তিত মনোভাব প্রকাশ করায় তাঁহারা খুবই প্রশংসার্হ। একীকরণের দ্বারা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ভারতের একটী প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কের পর্য্যায়ে উন্নীত হইবার এবং ভারতের এই অঞ্চলে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সফলভাবে অগ্রসর হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর শ্রী বি, রামা রাও বলিয়াছেন :—বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি। অত্যন্ত সম্ভব এক অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে মূলধন পরিচালনার অভাবে গত কয়েক বৎসর ব্যবসায় অসুবিধা হওয়ায় ব্যাঙ্কগুলি ও তাহাদের পরিচালকবৃন্দ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অসুবিধা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রস্তাবিত নূতন এবং প্রভাবশালী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডিরেক্টারদের লইয়া বাঙ্গলার অন্যতম শক্তিশালী ব্যাঙ্কের একীকরণের এই প্রচেষ্টাকে আমি অভিনন্দন জানাই। আমি এই নবগঠিত ব্যাঙ্কের সাফল্য কামনা করিতেছি এবং উহার পরিচালনায় ভিন্নতর ব্যাঙ্কের সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

সাড়ে ৯ লক্ষ টাকার বেআইনী সোনা

বোম্বাইয়ের ৬ষ্ঠ বিভাগ ২৮ ডিসেম্বর (৮৩৯০ তোলা) বে-আইনী সোনা আটক করিয়াছে। উহার মূল্য সাড়ে নয় লক্ষ টাকা। সাসুন ডকস্থিত শুল্ক গাড়ী ইউরোপ হইতে বিমানযোগে আসিয়া উক্ত গাড়ীর অবতরণ করার পর তাহাদের তাড়ায় উহা পাওয়া যায়। সাসুনডক বিমান গাড়ীর এক অধিক পরিমাণ সোনা থাকা পরিমাণ করে শুল্ক বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ মনে করেন, তাঁহারা বিমান ও স্থল পথে বে-আইনী সোনা আমদানীকারকদের আন্তর্জাতিক দলের সন্ধান পাইয়াছেন। সোনাগুলি এক ডিমেলাকারে (৮৮ তোলা) পাওয়া যায় বৈদ্যুতিক ভাবিয়া গায়ের জামার নীচে এবং পুটকেসের তালার ভিতরে লুকানো ছিল। উক্ত গাড়িগুলি বিদেশের তুলা বস্ত্র ও চামড়ার ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচয় দেয় এবং তাহাতে তাহারা ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আসিয়াছে বলিয়া জানায়। প্রকৃত কথা বাহা পরে বেশ জানা যায়। এবার ইণ্ডিয়া ইউরোপগামীদের অবাধ্যতাদের বিমানযোগে ইউরোপ হইতে আসিয়া পৌঁছিবার পর ইহাদের গতিবিধি অথবা কোনও পকেটে সোনার হদিস পাওয়া যায়। গাড়ীগুলির অত্যধিক ব্যবহার দেখিয়া কাষ্টম্ ইন্সপেক্টরের সন্দেহ হয় এবং সে পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাসী আরম্ভ করিলে উহা পাওয়া যায়। পরে অন্য দুইজনের সুটকেসের তালা উহার তালকার ভিতর হইতে আরও সোনা পাওয়া যায়।

শ্রী কে, পি, গোয়েঙ্কা

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি শ্রী কে, পি, গোয়েঙ্কা কলিকাতার নূতন শেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। শেরিফ ডাঃ এস, বি, মল্লিক কার্যকাল ৩০শে ডিসেম্বর শেষ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোয়েঙ্কা ১৯৮৮-৪৯ সালে তাহাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার ছিলেন। নবনিযুক্ত শেরিফ ঐশ্বর্যশালী ব্যবসায়ী ঘরানা হইতে আসিয়াছেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ঘনশ্যাম গোয়েঙ্কা ১৯০৩ সালে শেরিফ ছিলেন।

শিল্প প্রচেষ্টায় মূলধন নিয়োগ

লণ্ডনে শ্রী কে এস মিলার্সের প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব বলেন যে, ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিক প্রসার তিন বৎসরে শিল্পপ্রচেষ্টায় তাহার সরকার মোট ২৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা মূলধন খাটাইয়াছেন।

পরলোকে মোকুলচন্দ্র দাস।

কলিকাতার লাহা পরিবারের মুরব্বি মোকুল চন্দ্র লাহা গত সোমবার পরলোক গমন করিয়াছেন। স্বর্গীয় মহারাজা সুর্যাচন্দ্রের পৌত্র এবং রাজা সুখময়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোকুলচন্দ্রের বয়স হইয়াছিল ৭৮ বৎসর। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ লাহা, তাঁর কন্যা এবং পত্নী বর্তমান।

চায়নার নূতন কলঙ্ক

পাকিস্থানের করাচি জেলাকে ফুড্ সাপ্লিমেন্টারী আমদানী এলাকা ঘোষণা করিয়া চায়নার নূতন আমদানী বন্ধের উদ্যোগ করিয়েন।

গত ১৮ই ডিসেম্বর হইতে চায়না কলে আসিতে আসিতে আসিতে আসিতে করিয়াছে। ঐ তারিখে কলিকাতা হইতে ৫৪ লাখন আমদানি সরকারের কলে আসিয়া পৌঁছে।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন সম্মান

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়ন্ট সমাবর্তন উৎসবে বিশ্বভারতী কলাভবনের পরিচালক শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডক্টরেট (ডি-লিট) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁহার এই সর্বপ্রথম এবং বিশেষে একাধারে সম্মানিত করা হইল। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্প শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ বহুকে উপাধি দিবার সময় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ পি. পারিজা বলেন যে, সিনেটের সর্বসম্মতিক্রমে তুলাচিত্র বলে শ্রীযুক্ত বহুকে 'ডক্টরেট' দেওয়া হইয়েছে এবং তিনি এই সম্মান লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ভাইস চ্যান্সেলার পত্তির মোবিক বাণিজ্য উদ্যোগ বক্তৃতায় বলেন যে, অবনীন্দ্রের প্রতিভার লাভে ভারতের শিল্পকলা নতুন হইয়াছে। অবনীন্দ্রের শিল্পকলার ধারা বিদেশী ভারতের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তাঁহার কীর্তির ফলে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কুটনের ট্রাদি পরিস্থিতির প্রশ্ন

ইংলণ্ডের চ্যান্সেলর পার্লামেন্টে বলেন যে, অবস্থা পরিবর্তনের ভারত, পাকিস্থান ও সিংহলের পাওনা ট্রাদি পরিশোধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা কোনক্রমেই বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিয়া করা হয় নাই।

অতঃপর মিঃ হিউ গেইটস্কেল পাওনা ট্রাদি পরিশোধের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রদান করেন। মিঃ চ্যান্সেলর উক্তির মধ্যে উল্লেখ করেন যে, দুঃখ বাক্যবিতণ্ডা হয়।

মিঃ গেইটস্কেল বলেন, "সকলেরই জানিবেন যে, ভারত ও পাকিস্থি অন্যান্য দেশ সম্পর্কে আমরি সর্বদাই একটা অন্যায় মনোভাব পোষণ করিয়াছেন। আমরাও এই মনোভাবের মুক্তিসিদ্ধতার সম্পূর্ণ আস্থা আছে বলে মনে করিতে পারি।"

মিঃ চ্যান্সেলর ইহার উত্তরে বলেন, "এরূপ কথা অভিযোগ করার পূর্বে আমি যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছি।"

মিঃ চ্যান্সেলর এই উক্তিতে ব্যঙ্গোক্তি ও পাল্টা ধরনের উক্তির হয়।

ভারতীয় আমদানির ব্যয় হইতে অবশ্য ৩৫ কোটি টাকার মিষ্টি চুক্তিকে যে পরিমাণে অপসারণ করিতে হইয়াছে, তাহাতে সেই অর্থ পরিশোধের জন্যই এই অতিরিক্ত ব্যবস্থা করিয়া চুক্তিতে ঠিক হইবে কি না, তাহাদিগ অনেক নেতা এইরূপ প্রশ্ন করেন।

কয়েকজন লেবর এই উক্তিতে ধ্বনিতে করেন এবং অর্থমন্ত্রি উত্তরে বলেন, "হাঁ, যথাসম্ভব সুন্দর ভাবে ঐ ভাবেই এই কাজ হইয়াছে। কিন্তু মিঃ চার্চিল জানেন যে, সন্ধিটি সেরূপটি এই কাজ মানবিক কাজ বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকে।"

তাঁহারা বিশ্বাস আশা করিবে এবং তাঁহাদিগকে আমাদের এই আশা পোষণের জন্য উপযুক্তি করা উচিত যে, অন্যান্য পরিস্থিতির যেরূপ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে, তদ্রূপভাবে তাঁহারা তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই পাওনা আদায় করিতে সমর্থ হইবে।

মোটা ও মাঝারি বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা

জানা গিয়াছে যে, ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে মোটা ও মাঝারি বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। প্রকাশ যে, আমেরিকার তুলার মূল্য বৃদ্ধিই বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির কারণ। মোটা ও মাঝারী বস্ত্রে আমেরিকার তুলার ব্যবহার হয়। তাহার সরকার গত আগষ্ট মাসে আমেরিকার তুলার মূল্য বৃদ্ধি ঘোষণা করেন।

সুতী কাপড় আমদানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের বাণিজ্য দপ্তর হইতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে—১৯৫১ সালের পাইকেল প্রদান সরকার রীতি অনুযায়ী সাধারণের ব্যবহারার্থ সুতী কাপড় আমদানি করিতে দেওয়া হইবে না। কেবলমাত্র ভারার কাপড় ও সার্টিনের কাপড় আমদানি করিতে দেওয়া হইবে। কারণ, এই দুই শ্রেণীর কাপড় প্রয়োজনানুরূপ এই দেশে তৈয়ারী হয় না। পূর্ব পূর্ব বৎসরের আমদানির ন্যায় এবং পুরোপরিচিত বাণিজ্য চুক্তির ন্যায় দেশে এখনও বিদেশী সুতী কাপড় যথেষ্ট আছে। গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে ২৩৫৪ লক্ষ টাকার সুতি কাপড় আমদানি হইয়াছে।

তুলার বদলে এক লক্ষ টন গম

বিশ্বাস সরবরাহ মন্ত্রী অন্ত সাধারণ বিষয়ে বলিয়াছেন যে, বিশ্ব তুলার বদলে রাশিয়া হইতে একলক্ষ টন গম ক্রয়ের জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইতেছে। তিনি দিল্লী কাংগ্রেস সোভিয়েট রাশিয়া প্রতিনিধির সহিত এ বিষয় পাকাপাকি ব্যবস্থা করিবেন এবং আগামী জানুয়ারীতে আমাদেরকে উক্ত গম বিশ্বে প্রেরিত হইবে।

গত অক্টোবর বৎসরে রাশিয়া ও বিশ্বের মধ্যে তুলা ও গম এবং তুলার বিনিময় চুক্তি হইবার আলোচনা হইয়াছে।

দি ইণ্ডিয়ান্যাশন্যাল প্রেস, ৩৬ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীকানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক ভারত লিঃ এর পক্ষ হইতে ৩৯ নং ডালহৌসি স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

মুদ্রণ-সম্পাদক : শ্রীসুশীলচন্দ্র দাস, এম. এ.

RNP. No. C185.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৩৭ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৪ই পৌষ, ১৩৪৭ : ১০ই জানুয়ারী, ১৯৪১ [মূল্য ।৵

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়—	৩৪৫
বৈজ্ঞানিক মহাসম্মেলন	
২। প্রাসঙ্গিক—	৩৪৭
জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা	
রাষ্ট্রপতীর অভিভাষণ	
নীরাজ সভা	
খাদ্য আমদানি	
৩। চার বৎসর পরিকল্পনা অনুসারে সাহায্য	৩৪৯
৪। পশ্চিমবঙ্গে কিরূপ বিদ্যুতের সংস্কার	৩৫০
৫। পণ্যদ্রব্যের বাজার—	৩৫১
ভারতের চা-শিল্পের অবস্থা	
পণ্যদ্রব্যাদির পাইকারী দর	
৬। শেয়ার বাজার—	৩৫২
সপ্তাহের শেষে দর বৃদ্ধি	
বাজারের ভাবভাব	
৭। ভারতে বিলাতী বস্ত্র আমদানি	
৮। কুটীরকে বার্ণাল সাহায্যদান বন্ধ	
৯। সংবাদ সংকলন—	
ভারতে কাউন্সিল ও আসেম্বলি মেম্বারের পরিচয়	
কলিকাতায় টেলিফোন বৃদ্ধি	
কাশীতে উষার পুনরাগমন	
পাটের বিনিময়ে চাউল	
ডাঃ সুধাংশুকুমার মুখোপাধ্যায়	

বৈজ্ঞানিক মহাসম্মেলন

গত সপ্তাহে বাঙ্গালোরে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের এক মহা-সম্মেলন হইয়া গেল। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক এই সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৩তম এবং ভারত মহাসাগরীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন উপলক্ষ্যে বৈজ্ঞানিকদের এই সমাবেশ ঘটে। ভারতে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে—এই সময় এখানে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন বক্তৃতার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

পৃথিবীতে বর্তমানে যে সমস্যা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বৈজ্ঞানিকদের সৃষ্টি নহে। পৃথিবীতে বর্তমানে যে অরাজকতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাও বৈজ্ঞানিকদের সৃষ্টি নহে। সুতরাং বিজ্ঞানীদের সাধনা পৃথিবীতে যে পরিমাণে সুখ ও সমৃদ্ধি আনয়ন করিয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণেই অশান্তি আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু এই অশান্তির জন্য বৈজ্ঞানিকদের দায়ী করা চলে না। তাঁহারা সত্যানুসন্ধানে ব্রতী। তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফলে যদি কোনো মহৎ সত্য উদ্ঘাটিত হয় এবং সেই সত্য সুফলে চালিত না হইয়া রাষ্ট্রপুরুষদের দ্বারা যদি তাহা কুফলে পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকদের দায়ী করিয়া

বিজ্ঞান সাধনা বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালকদের কখন হইতে বিজ্ঞানীদের কি ভাবে রক্ষা করিতে পারা যায়, ইহাই হইল চিন্তার বিষয় এবং ইহা গবেষণারও বিষয়।

অনাস্থিবাদই কেন্দ্র রাষ্ট্রের [illegible] রাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা মারাত্মক [illegible], রাষ্ট্রের মান-নীতির চাহিদা [illegible] মূলে মানবাত্মার যোগান দিতে হইবে। ইহার দ্বারা বৈজ্ঞানিক মহলে প্রতিযোগিতার সুযোগ হইবে। এই কারণেই বলপন্থী রাষ্ট্রে [illegible] বলা হইয়া থাকে যে একালের যুদ্ধ সৈনিকে সৈনিকে নহে, সেনাবাহে সেনাবাহে নহে—একালের যুদ্ধ আসলে বৈ[illegible]। ইহার ফলে সব যুদ্ধ আপেক্ষিক বোমা আপেক্ষিক হইয়াছে। আবার যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে সে যুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে হয়ত উদজেন বোমা অর্থাৎ হাইড্রোজেন-বোমা। কিন্তু যে সব রাষ্ট্রের নীতি শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সব রাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা কল্পনাকর হইবে। ভারত হইতেছে শান্তির রাষ্ট্র। এখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা যদি সুচারুভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম শুভ হইবে। এই জন্যই ভারত এখন বিজ্ঞান-সাধনা কামনা করে।

সম্প্রতি ভারত সরকার ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য একটি নূতন দপ্তর খুলিয়াছেন। এই দপ্তরের ভার দেওয়া হইয়াছে, একজন খনিজ মন্ত্রীর হাতে। ভারতের খনি গর্ভ নানাবিধ ধাতুর আকর; ভারতের সমুদ্র জলের তাপাঙ্ক ভারতের নদনদী হিমালয়ের অফুরন্ত খাদ্য পদার্থ সঞ্চিত রহিয়াছে। এই সব পদার্থ অন্বেষণ ও আহরণ করার ব্যবস্থা যাহাতে সুচারুভাবে হইতে পারে তাহারই জন্য এই নূতন দপ্তর খোলা হইয়াছে। কিন্তু কেবল সংগ্রহ করিলেই চলিবে না। কোন্ বৈজ্ঞানিক পন্থায় এই সব ধাতু ও খনিজ পদার্থ জনহিতকর কার্যে নিয়োজিত হইতে পারে তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। মানব জাতির কল্যাণের জন্যই যদি বিজ্ঞান-সাধনা হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই কাজ যাহাতে ভারতের অগণিত জনসাধারণের কল্যাণেই নিয়োজিত হয় তাহার চেষ্টাই ভারতের বিজ্ঞানীগণ করিবেন, এইরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায় নয়। তাঁহাদের এই কাজে তাঁহারা পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদেরও সহযোগিতা পাইবেন, একথা বলাই বাহুল্য। দেশ বা জাতির সীমারেখা দ্বারা রাষ্ট্রনীতি ও রাজনীতি সীমাবদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানীদের সাধনা এই সীমাবদ্ধতার অধীন নহে।

মোট কথা এই যে—বর্তমানে আমরা বিজ্ঞানের সুফল ও কুফল পাশাপাশি দেখিতে পাইতেছি। এই দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তির মধ্যে রেষারেষি চলিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কোন্ শক্তিটি কোন শক্তিটিকে নিষ্ফল করিয়া আগাইয়া যাইতে পারে, ইহাই এই প্রতি-যোগিতার [illegible]। কিন্তু ইহা তো বিজ্ঞানের অসহায় নহে; [illegible] বিজ্ঞানের কুফলই জয়ী হয়, [illegible] যাইবে, এবং বিজ্ঞান-[illegible] না। ইহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু মানুষের যদি [illegible] তাহা হইলে এই কুফলের পথ অচিরে বন্ধ হওয়া আবশ্যক। ইহা যে অচিরে বন্ধ হইতে পারে তাহারও অনুমান করা যাইতে পারে। কেন না, বিজ্ঞান এতদিন পর্যন্ত এক মারাত্মক জ্ঞান করিয়াও বিজ্ঞানের সুফলকে তো পরাস্ত করিতে পারিল না।

ইহার কুফল পুরাপুরি বন্ধ করিবার একটি পথ আছে। সে পথ হইতেছে রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি হইতে বিজ্ঞানীদের সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক করিয়া দেওয়া। জাতির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিজ্ঞানী গণ দায়ী রহিবেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের কোনো আশার পূরণের জন্য বিজ্ঞানীদের আহ্বান করা বা আহ্বান করা বন্ধ করিতে হইবে। বিদ্রোহী হিসাবে এই কাজটি সহজ মনে হইতে পারে, কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ সম্ভবপর নহে। ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও হাল ছাড়িয়া দেওয়া চলে না। এই জন্যই বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি সঙ্ঘ বা আন্দোলনের সৃষ্টি করা আবশ্যক। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণই যখন বর্তমানে পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহকে পরিচালিত করিতেছেন, তখন তাঁহারা একজোট হইতে পারিলে হয়ত বা তাঁহাদের চেষ্টায় অচিরে বিশ্ব-সরকারের প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

আদর্শ ও প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিজ্ঞান সর্বরাষ্ট্রের সম্পদ। বিজ্ঞানীদের যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হইল তাহার দ্বারা আন্তর্জাতিক মৈত্রীই বৃদ্ধি পাইবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে। ভারতের খাদ্য সঙ্কট দূর করিবার জন্য যে সব উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা বিজ্ঞানীদের চেষ্টাতেই কার্যকরী হইতে পারে। ভূমির উর্বরা শক্তি কি ভাবে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহাও গবেষণাসাপেক্ষ। পশু-পালের উন্নয়নে যে শক্তিদানি ঘটে, তাহাও প্রতিরোধ করিবার উপায় আবিষ্কার করা দরকার। রোগ নিবারণ করিবার জন্যও বিজ্ঞানীদের আগাইয়া আসিতে হইবে। যে আণবিক শক্তি পৃথিবীকে ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, সেই ধ্বংস শক্তিকে সংযমে চালনা করিবার কথাও চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। মানব কল্যাণে বিজ্ঞানীদের সাধনা নিয়োজিত হোক—ভারতবাসী কায়মনে তাহাই কামনা করে।

সাপ্তাহিক

জল-বিজ্ঞান গবেষণা—

সম্প্রতি মেসাইতে আন্তর্জাতিক জল-বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের সম্মেলন হয়। সাতাশটী রাষ্ট্রের বিভিন্ন জল-বিজ্ঞানীগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন, এবং ইহা ছাড়া প্রায় আড়াই শত প্রতিনিধি এখানে সমবেত হন। বর্তমানে ভারতবর্ষে সেচ ও নদী উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়াছে। এই কাজে জল-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা এখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দুর্ভিক্ষমান দেশ। দুর্ভিক্ষের জল রাজীব হইতে পারে না। প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কখনো অতিবৃষ্টি কখনো বা অনাবৃষ্টির দ্বারা দুর্ভিক্ষের আসর হইতে পারে, এবং হইয়াছেও। এই অনিশ্চয়তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে জল সম্বন্ধে বিজ্ঞানের গবেষণা অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক জল-বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের সভাপতি ডাঃ ট্রাম্প সম্মেলনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, মূলের অপব্যয়ের অভাব জল-বিজ্ঞানীগণ দুরীকরণের কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। উক্ত সভাপতির ও গবেষণা পরিষদের প্রধান, জল-প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা সর্বত্র বিশেষ উপযোগী। এই গবেষণা দুই ভিন্ন দিকেরভাবে আলোচনা হইবার। প্রথমতঃ দেশ এই গবেষণার। দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানের দেশসমূহ ঘুরিয়া দেখিবার। তাহার সেই অভাবে কখনো দেশ দেখিয়া দেশ, আবার দেশ দেখিয়া দেশ; তখনো সেই প্রয়োজনের দোকানে যাবা আমার নদী গবেষণার কথিয়া। এইভাবে প্রতিদানের ভিতর দিয়া হইবেন। দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষের যা তাহার পরিবর্ত সমস্ত কথিয়ার জন্য উপযুক্ত উপায় করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই যে কোনো একটা পথ বাছিয়া নিলেই যদি সেই পথে বেশিদূর অগ্রসর হইবে অসুবিধাজনক কথা যায়। এই কারণেই পরিকল্পনার যেন অবকাশ, সেই পরিকল্পনা প্রয়োজনে পরিবর্তনের ক্ষমতাও থাকিবে। জল-বিজ্ঞান গবেষণার ও সেই গবেষণাকে কাজে প্রয়োগ করিবার পথে ইহাই একটী বাধা দেয়। আশা করা যায়, জল বিজ্ঞানীগণ তাঁহাদের কাজ প্রয়োজনের দিকে রাখিবেন।

"বাঞ্ছনীয় অসুবিধা"—

ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বাঞ্ছনীয় বাহির অনেকের জীবনে। আমরা ভুলিয়া গেছি বলিয়াই অবশ্য যে, একদিন বাঞ্ছনীয় বাধাবিঘ্নের সাথে সৌজন্যের বাহির ঘনিষ্ঠতা ছিল, তখন মন পরাধীনের ঘিরিয়া অসংখ্য কবিতাকিতে, তাঁহাদের কথা হইতে আমরা আজকের দিনে অনেক কিছু শিখিতে পারি। এই অংশগুলির বৈজ্ঞানিক ভাষ আছে, এবং সে ভাষ আমাদের সাপেক্ষ। বিজ্ঞান অধ্যাপক বৃক্ষ পাশুর লক্ষ্মীপতি ডাক্তার এস. পি. সরকার এই ভাষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর স্বভাবসম্পন্ন তিনিও যে অবশ্যই নহেন, তাহা তাঁহার ছবি হইলেই বোঝা যায়। তাঁহার মতানুসারে দুটী যে বাধা—একা বাঞ্ছনীয় জীবনের এই বিশেষটির পরিচয় হইবার, ইহা অবশ্যই সত্য। বাস্তবে আলোচনা যে জীবনে, ইহা প্রত্যেক বাঞ্ছনীয় জানা কর্তব্য, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ হইতে হইবে। এইভাবে সন্দেহের না হইলে এই সকল ক্ষেত্রে অসুবিধা আর কোনো পথ নাই। ডাক্তার সরকার বলিয়াছেন—"ইংরেজি পরাধীন ভারত ও স্বাধীন (১৮১৭–১৮৭০) বাঙ্গালা দেশ এই শ্রেণির অসংখ্য জন্ম দিয়াছিল। তাহাদের নাম বেঙ্গল রাজনীতির সাথে অবিচ্ছেদ্য। এই সকল বিদেশী পুরুষের অনেক ভালো জন্য ইতিহাসেই বিশেষ রহিয়াছে; অন্যান্যের কথনো পূর্বপুরুষদের প্রতিভা ও কথনো উত্তরাধিকারী হইতে পারেন নাই। কোনো প্রতিভাশালী ব্যক্তির পুত্র আমরা যেন প্রতিভাবান হন না, নীতির ভাষা দেখিয়াছেন। সুতরাং দেশ ও জাতির সমস্যার মূল আলোচনায় সর্বদাই প্রতিভাবান ব্যক্তিদের বাঞ্ছনীয়তার কথা করিতে হইবে। আধুনিক বাঙ্গালী উনবিংশ শতাব্দীর বাঞ্ছনীয়তার কথা করিতে পারে নাই। যেন এই বাঞ্ছনীয়তা কথা কথা যেন না আমার ভাল ভাষা করা হয়। তবে এই দোষের এবং কি ভাবে আমা সংশোধন করা যায় তাহাদের-বিজ্ঞান আমার নির্দেশ দিতে পারে। এই অংশে সরকার আর পাশ্চাত্য বলিয়াছেন। "আমাদের বাহির কথা মুক্তির উপায়ই লাভির উপরি নির্ভর করে। এই কারণে বাঞ্ছনীয়তার এখন করিতে বাঞ্ছনীয়তা করিতে লাভির পরম হইবেই। আমার প্রাকৃতিক নির্বাচনের কঠিন সমস্যার ভিতর দিয়া তবে নাম বাহির করিতে লাভি উহার পূর্ব উপযুক্ত দিয়িয়া পাইতে পারে।" তাহা। সরকার বৃক্ষ-বিজ্ঞানের দিক হইতে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহার আলোচনার আলোচনা ও গবেষণা করা আবশ্যক। আমাদের বিজ্ঞান কথনো করা হইবে বিজ্ঞানিক যে, আমাদের আজ আমরা বিজ্ঞা তুলিয়ে, আমে বিজ্ঞানে সবচেয়ে বিজ্ঞা হোই। আমাদের মনে হয় এই বাঞ্ছনীয় উপায়ও আমাদের আলোচনার আজকে কাজ। এই মনোভাবও দূর করিবার সময় এখন আসিয়াছে।

সীমান্ত সমস্যা—

আইনাবাদ ও ইসাখেল কলিকাতা হইতে প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত দুটী গ্রাম। এখনটী অবস্থিত আছে, দ্বিতীয়টী পাকিস্তানে। এইখানে সীমান্ত নীতা বিভাগ করিয়াছে। পাকিস্তানী সেনাদের প্রায় আসী বিভাগ করিয়াছে। ইহার ফলে সমস্যা এখন দাঁড়াইয়াছে যে, এখন এই সমস্যার

এক অনেকটা কবিই পরিচালক রহিবে। কেন না, ছই দিকের ছই প্রদেশ যথাক্রমে অবশ্য 'নো-গ্র্যাজুয়েট্ স্টেট' হিসাবে পরিচয় দিবে। এখানে কলহ করিবে না, চাক-আঘাত হইবে না। ঘটনাটি এমনই স্বাভাবিক যে, মানচিত্রের উপর আমরা পরিচিত পাকিস্তানের ভাবী। ইহার যারা নায়কের মুখের ভাষা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে বলা চলে। যখন যাহার অভাব চলিতেছে, তখন এই পাকিস্তানী সুধা আহরণ করিয়াছে লোভাতুর। ঐরূপ প্রতিবেশীর হাত হইতে নিস্তারের কি কোনো পথ নাই?

খাদ্য আমদানি—

বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-শস্য রপ্তানি ও সেই আমদানি আরও বাড়াইতে চাষ-আবাদ ও পশুপালন পরিচালনা হইতে যারা তাহার উপযোগী ভারতের সমস্যা বিচার করে তাহারা সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। এখন বাস্তবিক পক্ষে, দেশীয় খাদ্যশস্যের উৎপাদন যে, আমদানী অতিরিক্ত মধ্যে এই সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে। এই লক্ষ্যের মধ্যে আসিতে অবশ্য আরও কিছু পূর্তির লাগা অবশ্য কথা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমদানির উপর এত জোর দিবার কারণ আছে। কারণ মনে হয় পৃথিবীর বর্তমান দুর্ভাগ্য। প্রতিকূল অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে, সেদিনের সুখ না-ও থাকিতে পারে। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে মঙ্গল। কিন্তু বলিয়া রাখিতে। তাহার জন্য প্রস্তুতি অবশ্যই আবশ্যক। চীন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ২০ লক্ষ টন গম আমদানির কথা বলা যাইতেছে। আমেরিকা যদি যাহাতে তাহা হয়, তাহার জন্য তথায় জনমত গঠনের কাজও চলিতেছে। আশা করা যায়, এই গম আসিয়া পড়িবে। তাহার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃপক্ষ মহলে হইতে জানা যায় যে, চীন হইতে ৫০ হাজার টন চাউল আমদানির চুক্তিও করিয়াছে। ১৯৫০ টন পাঞ্জাবের ফসলের উপরে এই চাউল চীন হইতে আসার কথা রহিয়াছে। একদিকে চীন অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দুই দেশ হইতে গম ও চাউল যদি আমদানি পৌঁছিয়া যায় তাহা হইলে আমাদের খাদ্যসমস্যা মিটিয়া অনেক। এদিকে দেশের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির কাজ যথারীতি চলিতেছে। আমাদের এই চাহিদা অচিরে হ্রাস পাইবে আশা করা যায়। এ বিষয়ে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে। চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে ঘোরতর বিরোধ চলিতেছে তাহার সহিত আমার যে বিন্দুবিসর্গ কোনো সম্পর্কই থাকিতে পারে—চীন ও মার্কিন দেশ হইতে খাদ্য আমদানির ব্যাপারে তাহা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল। চৌকিও হইতে প্রাপ্ত খবর হইতে জানা যায় যে, চীনের ও রাশিয়ার মধ্যেও মনকষাকষি চলিয়াছে। মনে হইবে যে চীন নাকি শ্রীযুক্ত নেহরুকেও তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং খাদ্য আমদানির ব্যাপারে যারাই কেন মনে হইতেছে দুঃখ করা-না-করানো যাইবে। কেন না, চীনের মতিগতিতে রাশিয়ার সমর্থন।

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্থপতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন চালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পুর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পরেন্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্য্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা-১।

চার দফা পরিকল্পনা অনুসারে সাহায্য

—:০:—

দিল্লী, ১৮ই ডিসেম্বর :—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চার দফা পরিকল্পনা অনুসারে আজকে যে কানিংহি সাহায্য ঘোষণা করা হইবে তৎসম্পর্কে আজ সরকার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছে। এখনো যত খুঁটি নাটি বিষয় ঠিক করা হইয়াছে; পরে প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে ঠিক করা হইবে।

আজকের বৈঠকে সম্পাদন মূলধন উৎপাদন এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উভয় সরকারের মধ্যে কানিংহি ঋণ ও দান বিনিময়ের ব্যবস্থা ঠিক করা হইয়াছে। আজকে যে সকল কানিংহি-সাহায্য পরিকল্পনা আলোচনা করা হইয়াছে সেগুলির মধ্যে সামরিক বিমান ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। আজকের আর্থ সরকারে বৈঠকে বিমানের সাহায্যে সামরিক বিমান ও পরিচালনার ভার বিবেচিত হইবে।

কানিংহি সাহায্য পরিকল্পনা অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যে সকল কর্তব্যারী আজকে ভার গ্রহণ করিবেন তাহাদিগকে কানিংহিদের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞের মতামত ও তথ্য হইতে অবহিত করা হইবে।

চার দফা পরিকল্পনাধীন ঋণ সম্পর্কে

এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, সাহায্যপ্রার্থী দেশগুলিকে তাহাদের সমরোপ বৈষয়িক উন্নয়নে সাহায্য করিতে পারে আমেরিকা হইতে এরূপ কানিংহি ঋণ ও দান দিয়া সাহায্য করা। সাধারণতঃ কানিংহি সাহায্য পরিকল্পনার ঋণ মার্কিন সরকার মোট ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করিয়াছেন। ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন যে আর্থিক বৎসর শেষ হইবে সেই বৎসরে বিভিন্ন দেশকে সাহায্য করিবার জন্য ১ কোটি ১০ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে হইতে আজকে ১৫ লক্ষ ডলার সাহায্য দেওয়া হইবে।

কিছু ঋণের সাহায্য ব্যবস্থা হইবেছে

স্থির হইয়াছে যে, সাধারণতঃ বিভিন্ন পরিকল্পনার উপযোগী বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করিয়া সাহায্য করা হইবে। ইহা দ্বারা আমেরিকার আধুনিক কারিগরদের শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইবে। উভয় সরকারের মধ্যে আলোচনা করিয়া ঋণের সর্ত নির্ধারণ করা হইবে। সাধারণতঃ বিশেষজ্ঞদের বেতন ও খাওয়া-থাকার খরচ মার্কিন সরকারই বহন করিবেন। তবে অফিসের স্থান, স্টেনোর খরচ, দেশের মধ্যে ভ্রমণের খরচ আমরা সরকারকেই বহন করিতে হইবে। যেসকল বিশেষজ্ঞ বিদেশে যাইবার খরচ ও আমরা হইতে যাতায়াতের খরচ মার্কিন সরকার দিবেন। কিন্তু আমাদেশে হইতে যেসব আমেরিকার যাতায়াতের খরচ, আমেরিকায় যে যেসব প্রতিনিধি পাঠাইবেন তাহাদের সকল খরচই আমরা সরকারকে দিতে হইবে। যে সকল সরঞ্জাম প্রয়োজন হইবে তাহাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার দিবেন।

আমরা সরকার ইতিমধ্যেই আমেরিকার নিকট হইতে কৃষি সম্পর্কে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একজন ফেডারেল ব্যাঙ্কের সদস্য আছেন, একজন পশুপালন বিশেষজ্ঞ এবং তৃতীয় ব্যক্তি কৃষি সম্পর্কিত আইন বিষয়ক। মার্কিন সরকার আমরা সরকারের হইতে কর্তব্যারীদের কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের পরামর্শ দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। কোন্ কোন্ শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন এবং তাহাদের নিকট আমরা কি কি সাহায্য আশা করিতে পারি সে সম্বন্ধে আমরা সরকার মার্কিন সরকারকে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন। পরেই আমরা মার্কিন সরকারের নিকট পেশ করা হইবেছে। কৃষি, শিল্প, শিল্প ও খাদ্য সম্পর্কিত যে সকল পরিকল্পনায় ঋণ দেওয়া হইবেছে সেইগুলির কথাই আমরা যে শ্রেণীর কানিংহি সাহায্য পাব বা যেসকলের সেই শ্রেণীর কানিংহি আমেরিকার নিকট চাহিয়া পাঠান হইবে।

আমেরিকা-আমেরিকান আর্থিক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদান

দিল্লী, ১৮ই ডিসেম্বর—আজ এখানে চার দফা পরিকল্পনা অনুযায়ী কানিংহি সাহায্য ঘোষণার ভার আমরা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে একটী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে নিম্ন তাহার সারাংশ দেওয়া হইল :—

আমরা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেন্টের নিম্নলিখিত মর্মে চুক্তিপত্র হইয়াছে :

সাহায্য ও সাহচর্যোপলব্ধি

১। আমেরিকার আর্থিক সম্পদ ও উৎপাদন-শক্তির পূর্ণব্যবহার ও পূর্ণভাবে উন্নয়নে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্নরূপ আজকের এবং কানিংহি ঋণ ও দানের বিনিময় ব্যবস্থার আমরা সরকার ও মার্কিন গভর্নমেন্ট পারস্পরিক সহযোগিতা করার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এক দিক আমরা সরকারের প্রতিনিধি এবং আর এক দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানিংহি সহযোগিতা বিভাগের প্রতিনিধি—ইহাদের সমন্বয়ে যে সমন্বয় বিধিত হইবে তাহার সর্ত অনুযায়ী বিশেষ

বিশেষ তারিখটি সহযোগিতামূলক পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে।

২। তারত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তারিখটি সহযোগিতা বিভাগের প্রতিনিধিদিগের সহযোগিতাক্রমে ভিন্নদেশ প্রতিনিধিদিগের সাহায্য গ্রহণের তারিখটি সহযোগিতা পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার চেষ্টা করিবেন।

৩। তারিখটি সহযোগিতা পরিকল্পনার যোগদানকারী অন্যান্য দেশের সহিত তারিখটি গ্রহণ ও ব্যবস্থার পারস্পরিক বিনিময়ের জন্য সরকার সহযোগিতা করিবেন।

৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতাক্রমে তারতের যে সকল তারিখটি পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে সেগুলির কলকারখানের সম্প্রসারণ করিবার জন্য তারত সরকার সচেষ্ট থাকিবেন।

৫। দেশের পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য এই চুক্তির প্রধান কর্মসূচির কোন বিষয় উহা পরিচালনা করিবার জন্য তারত সরকার সহযোগিতা করিবেন।

তথ্য ও প্রচার

১। তারত সরকার উহা সরকারের মনে বিশ্বাসের সমস্ত মার্কিন সরকারের নীতির বিভিন্নদিক বিষয়ে সম্যক জ্ঞান প্রদান করিবেন :—

(ক) পরিকল্পনা চুক্তি অনুযায়ী অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থা, তারিখের ব্যবস্থার ইত্যাদি;

(খ) তারত সেই অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে তারিখটি সাহায্য লওয়া হইলে যা পাইবে সেসে তথ্যসংক্রান্ত তথ্য;

৬। তারিখটি সাহায্য পরিকল্পনা কার্যকরী করার বিষয়ে সময়ের অন্যান্য তথ্যের তারিখটি উহার সরকার পরস্পরের সহিত পরামর্শ করে নিজ নিজ দেশে প্রচার করিবেন।

৩। তারিখটি সাহায্য পরিকল্পনার তারিখটি পরিচালনা এবং উহার সম্প্রসারণ সম্পর্কে তারিখ দেওয়া হইবে।

পরিকল্পনা চুক্তি

১। পরিকল্পনা চুক্তির অন্য নীতি, পরিচালনা পদ্ধতি, তারিখের হিসাব, পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য পরস্পরের দায় ইত্যাদি হইবে।

২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারতে যে তারিখ, উপকরণ ও সরঞ্জামাদি বিক্রয় করিবেন সেগুলির সম্পর্কে তাঁহারা তারত প্রত্যর্পিত জন্য দায়ী থাকিবেন না এবং সেগুলি বিস্ফোরণবিপদ হইতে মুক্ত থাকিবে।

৩। তারিখটি সাহায্য পরিকল্পনার ব্যয়ের সমস্ত অংশ তারত সরকার বহন করিবেন।

যোগাযোগ

১। তারিখটি সাহায্য পরিকল্পনা সম্পর্কে তারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগী যে সব যোগাযোগ নিযুক্ত থাকিবে তাহারা এবং তারতের পরিচালনাধীন তারতীয় লোকজনের মালিক ইত্যাদি আবশ্যকমত থাকিবে।

২। এই সকল যোগাযোগের নিজ ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্রের জন্য আমদানি যোগাযোগী পাইবে তারিখটি ও আমদানি কর মুক্ত থাকিবে। নিজ ব্যবহারের জন্য ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিলে, শুল্ক দিতে হইবে। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে দ্রব্যাদি পুনঃ রপ্তানি করিলে কোন প্রকার শুল্ক দিতে হইবে না।

চুক্তির কার্যকারিতা, সংশোধন ও অবসান

১। তারিখ হইতে চুক্তি কার্যকর হইবে। কোন পক্ষকেই চুক্তি সেই তারিখ হইতে ১২ মাস পর পর্যন্ত উহা কার্যকরী থাকিবে।

২। চুক্তির কোন ধারা সম্পর্কে যদি কোন পক্ষকেই উহার সংশোধন করা দরকার মনে করেন তবে তাঁহারা লিখিতভাবে নোটিশ দানি করিবেন। অতঃপর উভয় সরকার তাহার পরামর্শ করিয়া চুক্তি সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন।

৩। অন্যান্য সহযোগিতামূলক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা যথাযথ এই চুক্তির অবসানের পরেও বলবৎ থাকিবে।

এই চুক্তির ফলে উক্ত সরকারের মধ্যে প্রচলিত চুক্তিগুলি বাতিল হইবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তাঁহাদের রাষ্ট্রদূত মিঃ লয় তারিখটি, তারতের এবং তারত সরকারের পক্ষে তাঁহাদের পররাষ্ট্রসচিব মিঃ এম. ও. মেথাই-এর সেক্রেটারী-জেনারেল শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বাজপেয়ী এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

পশ্চিম বঙ্গে বিচার বিভাগের সংস্কার

পশ্চিম-বাংলার স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীযুক্ত বসুমল্লিক সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার শীঘ্রই বিচার বিভাগের সংস্কার সাধনে হাত দিবেন।

বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত বসুমল্লিক বলেন যে, রাজ্য সরকার গত বৎসর বিচার বিভাগ সম্পর্কে যে কমিটী গঠন করিয়াছেন, তাহার রিপোর্ট পাইবার পর বিচার বিভাগের সংস্কার প্রণালী নির্ধারণ করা হইবে। এই রিপোর্ট শীঘ্রই পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

পশ্চিমের বাজার—

ভারতের চা-শিল্পের ভবিষ্যৎ

১৯০৩-৪০ সালের মধ্যে ভারতের চা-শিল্প যেরূপ বেগে বিস্তারিত হইয়াছে, তাহা সত্য বিস্ময়কর বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার পর হইতেই এই শিল্প মোটা রকম পরাজয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। সেই হইতে চা-শিল্প একরকম আত্মরক্ষার নিমিত্তই চলিয়াছে বলা যায়। অবশ্য চা উৎপাদনের বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার কারণ বিদেশী বাজার হইতে মুছা আমদানির অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা জল্পনা হইয়া থাকে। এইরূপ আশা করিলে দোষ হয় না যে, বিদেশী চায়ের পরিত্যক্ত অধিকারে প্রতিযোগিতায় এই শিল্প পাল্লিয়া উঠিতে কি না সন্দেহ। চায়ের উৎপাদন এখন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এবং চায়ের সমস্ত প্রতিযোগিতার সমস্ত নিয়ন্ত্রিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চা-শিল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইবে। চা-উৎপাদন বৃদ্ধি-সম্বন্ধে ভারত ছাড়িলেও পাকিস্তানে। কেন না চা-পানের বেলায়ও অনেক দেশ পর্যায়ক্রমে অগ্রসর দেখি। আন্তর্জাতিক চায়ের তালিকা এক সময় এই দেখি ঘোষণা করিয়াছিল যে, বিদেশে চা রপ্তানি কমা ছাড়িয়া কি না, তাহাই বিচার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি আন্তর্জাতিক তালিকা এমন বৃদ্ধি না পাইত তাহা হইলে আরও বেশি পরিমাণ চা বিদেশে রপ্তানি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হইত। ভারতীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস হইবার পর হইতে বিদেশী মুদ্রার আমদানির মূল্য অনেক বেশি হ্রাস-বৃদ্ধির অধীন।

এক দফা কোটা পরিমাণ চা আমদানি করিতে ব্রিটেনের ও ভারতবর্ষের যে অসুবিধা, তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধির সময় হয়। চা হ্রাস-বৃদ্ধির নীতি পরিবর্তন করা হয়-যায়ই বটে, কিন্তু ব্রিটেনের চা-সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা যে, চায়ের বিক্রয়ের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি করা হোক। খোলা বাজারে বিক্রয় করা হইলে চায়ের বিক্রয় মূল্য অধিকতর হইবে—এরূপ আশায় অনেকে পোষণ করে।

ভারত যুদ্ধকালকে যে পরিমাণ চা বিদেশে রপ্তানি করা যায়, তাহার পরিমাণ হইতেছে ২৭ কোটী ১৫ লক্ষ পাউণ্ড—এই চা ১৯৪১ সালে বিক্রয় করা। মুদ্রাস্ফীতি ভারতীয় চায়ের একটা সুবিধার বটে, কিন্তু ভারতীয় চা ক্রয়ের জন্য ইংলণ্ডের অক্ষয় ভবিষ্যতী দেশও বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছে। চায়ের বিভিন্ন নীলাম-বাজারে চায়ের দর যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার কারণও হইতেছে চায়ের চাহিদার এইরূপ বৃদ্ধি।

গত আগষ্ট মাসের শেষের দিকে ভারতীয় চায়ের রপ্তানি দর ছিল পাউণ্ড পিছু ১৮ আনা ৩ পেন্সি। এক-আনার বাজারে রপ্তানি দর ছিল ১৪/১১ পাই পাউণ্ড, এ মাস হইয়াছে ১/১ পাই পাউণ্ড। এই দর বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হইতেছে আমদানির দুর্ভিক্ষের ভয়ে চা মজুতের ঝোঁক। এমন অনুমান করা হয় যে, সরকারী উৎপাদনের প্রায় ১০ ভাগ এই দুর্ভিক্ষের ভয়ে হইয়াছে। বাজারে এইরূপ আশঙ্কা পর্যন্ত করা হয় যে, ভারতের মোট উৎপাদনের পরিমাণের হিসাব বাড়া ছাড়া পাইবে, যুদ্ধের। ভারতে মোট চা-উৎপাদন হয় ৬০ কোটী পাউণ্ড।

যুদ্ধ-ঘোষণার সময় হইতে ১৯৪০-৪১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্রিটেনে চায়ের ব্যবহার শতকরা ১৫ ভাগ বাড়িয়াছে। ব্রিটেনে বিদেশ হইতে আমদানি করা চায়ের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া ভারতীয় চায়ের ব্যবহার বাড়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্রিটেনে চা-ব্যবহারের এই বৃদ্ধি ভারতীয় চা-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার কথা। এক এই বিষয়ে দেশের চা আমদানির শুল্ক ১ কোটী চায়ের কোটী আমদানি হইয়া থাকে। সরকারী সরকারী সরকার এক অধিকার পূরণকল্পে এই কৌশলে বিক্রিতে পারে না। কিন্তু বিদেশী দেশ অধিকার হইলে যদি এক অর্থ আয় হইতে এই কাজ অনেকটা সহজ হয়। এবং সরকারের অবস্থাটাও এই সরকারের যে মুনাফা করে সরকারি অংশের সমস্ত সেই মুনাফাটা দিতে হয় না। তাহার ফলে সরকার প্রায় ২০ টাকা বাঁচিয়া যায়।

ইহাতেও এখন আশা করিবার যে, ভূমিকম্পে চা আমদানির যে কমি হইয়াছে তাহার আংশিক হিসাব হইতেছে ১ কোটী টাকা, প্রায় ১৫ লক্ষ পাউণ্ড। চা-শুল্ক হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। এই চা উহার আসামে উৎপাদিত মোট চায়ের প্রায় তিনভাগের একভাগ।

প্রকৃতির বিপর্যয়ে এই ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু ৫৫ কোটী পাউণ্ড চা আসামে উৎপাদিত হইবে এমন আশা করা যায়। আট্রোয়া সালের শেষের দিকে উৎপাদনের চায়ের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য সালের উৎপাদনের হিসাব এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু আশা করা যায় যে, ইহাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আসামের চা-শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ।

পশ্চিমবঙ্গ-ব্যাপিনের পাইকারী দর

গত ৩রা ফাল্গুনী অফিসে আসামের বিভিন্ন বাজার-দর অনুযায়ী দর দিয়াছেন—

কলিকাতা—

চৈল—বলিয়া ৮৮/১০০, মাঝারি কোটিন ১০১৲, সেরা ১০৩৲, অনুরূপ ১০৫৲, ধারাল

পিলাস ৭৯৲-৮০৲, বল্লা ৭৮৲, বেড়ি ৮১৲-৮৪৲, ডিল ৭৮৲-৭৯৲।

তৈলবীজ—সরিষা রাই বড় ৩৯৲, ছোট ৩৫৲-

তিসি ৩৯৲, কালায় দানা ৩১৸০-৩৫৲, তিল সাদা ৩৬৲-৪০৲, কালা ৩৪৲-৩৫৲, রেড়ি ৯৸০-১১৲, রেড়ি ৩৩৲।

কলাই—মটর দানা ১৯৸০, মৈরা ১৪৸০-১৭৸০, মুগ সবুজ ১০৸০, হলদে বড় ১৩৸০, অড়হর বালা ১৭৸০-১৮৲, ফোতি বালা ১৭৲।

ডাল—মুগ ২৯৸০-১৩৸০, অড়হর হলদে বড় ৩০৸০-৩১৸০, ছোট ২৯৲-৩১৸০, মটর ২০৸০-২১৸০, খেসারি ২১৸০-২৩৸০।

দিল্লী—

মাঝারি ছোলা ১৩৲, মুগ ১০৲-১১৲, মসুর ১২৲, অড়হর ১৮৲, মটর ১৯৲।

চাল—মুগ ২৪৲-২৬৲, অড়হর ২২৲, মসুর ২৬৲।

তৈলবীজ—সরিষা ৩৫৲, তুলাবীজ (দেশী) ১৩৸০, ঐ কালো ১৯৸০, লাল তিল ৩৮৲, সিলাবালাম ৪২৲।

তৈল—সরিষা ৮৸০-৯৸০, সিলাবালাম মহুয়া বাঁশিকল ১০৲ তিসি ৮৸০, রেড়ি ৭৸০।

তৈল—সরিষা ১৫৸০, তুলাবীজ ৯৲, তিল ১৪৲।

চালনা—লঙ্কা ৬০৲-৬৫৲, ধোসাই ধনিয়া ৫০৲, ধোসাবিহীন ৫২৲, হলুদ ৩৪৲, ধনিয়া ১৫৲-১৮৫৲, তিল ৫০-৫৫৲, আদা ২০৲।

কানপুর—

কলাই—মটর ১৯৸০, দানা ১৮৸০, অড়হর ১৬৸০, মুগ ২০৲-২১৲, মসুর ২২৲।

গুড়—১২৲, ঐ (বেনারসী ঢিলী) ২০৲-২১৸০।

তৈল ও তৈলবীজ—সরিষা ৩৯৲, সিলাবালাম ২১১৸০-২৩৸০, সরিষা তৈল ৮৫৲, তিসি তেল ৭৪৸০।

আপনিও শেষ পর্য্যন্ত ধরলেন উইল্‌সের ওয়াইল্ড উডবাইন

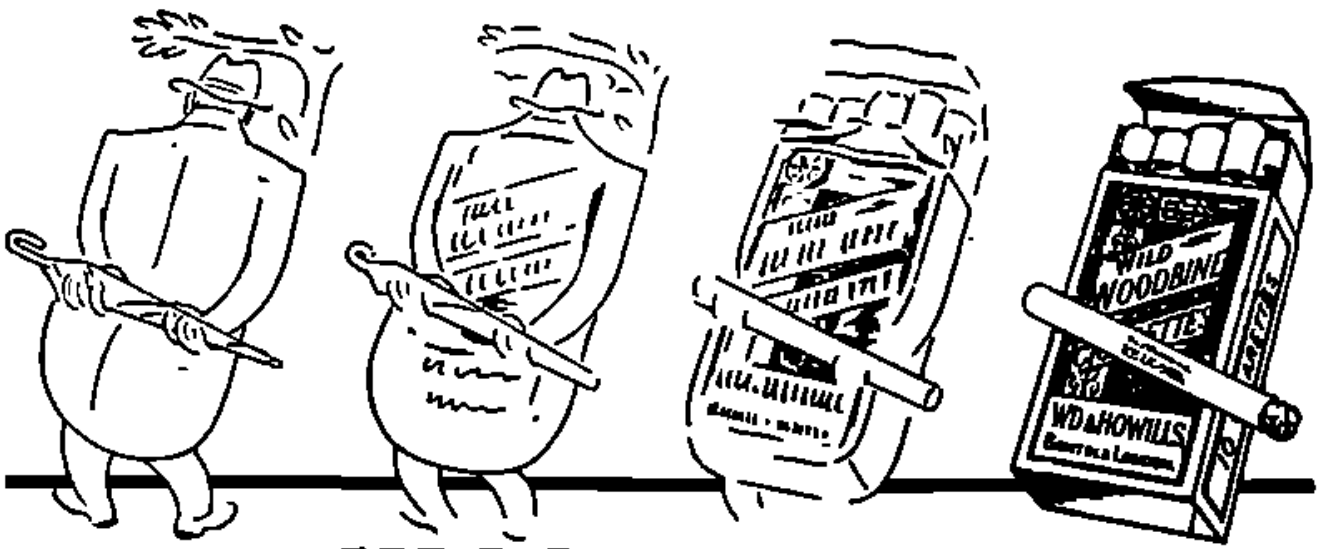

WILLS'S Wild WOODBINE

1d/13 আনায় ১০টি—ভারতীয় করের নিয়মাধীন

The Imperial Tobacco Company of India Limited. Successors to W. D. & H. O. Wills, Bristol & London. Cigarettes made in India

পেয়ার বাজার—

সপ্তাহের শেষে দর বৃদ্ধি

—:০:—

কলিকাতা, শনিবার ১৪ই জানুয়ারী—কলিকাতা পেয়ার বাজার সপ্তাহে হিসাবে তুল হয়। সপ্তাহের প্রথম ভাগে প্রধানতঃ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁর কলিকাতা পরিত্যাগের প্রাক্কালে যোগদান না করার ব্যাপারে কিছুটা হতাশার ভাব লক্ষ্য করা যায়। বোম্বাইয়ের পেয়ারের দর হ্রাসের সংবাদ এবং ভাটিয়া ব্যবসায়ীদের মুনাফা নিকাশের সময় অনেকেই পেয়ারের দর হ্রাস পায়।

অনেকেই পেয়ার ব্যাঙ্কের সময়ে বিক্রীয় অপেক্ষায় পেয়ারের দর প্রায় পূর্ববৎই থাকিয়া যায়। অবশেষে দর হ্রাস পাইয়া ১৪৮/০ আনা হয়, যেখান হইতে ক্রেতা ১৫০৲ টাকায় কিনে থাকে। ইউনিয়ন ৩৩৲ টাকা পর্যন্ত হয়।

পাটের বাজারে কিছুটা তৈরিলে দেখা যায়। ফড় ব্যক্তিরা মুখে কুলিয়া পড়ে। ডাকরা ৩৬৸০ আনা হইতে ৩৫৸০ আনায় বাহিরা আসে।

ইন্ডিয়ানাইজ বিভাগীয় পেয়ার সাধারণতঃ আনন্দ দিয়াছে। ইন্ডিয়ান আয়রন পেয়ারের দর হ্রাস পাইয়া ৩৪৸০ আনা হয়। ইন্ডিয়ান ফসফেটের ২৪৸০ ও ২৪।০ আনায় মধ্যে আনা-যাওয়া করে।

বিভিন্ন বিভাগে যে আই ফসফোরাস পেয়ারের দর চাহিদা দেখা যায়। ১৯৸০ দর পর্যন্ত এই পেয়ারের পরিমাণ বাজারে ছিল। ইন্ডিয়ান পেপারের পেয়ারের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার ফলে এই পেয়ারের দর ৩০৸০ আনা পর্যন্ত উঠিয়া যায়। ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান পেয়ারের ফড় বাজারে কিছুটা ক্রয়োদ্যম দেখা দেয়।

সপ্তাহের শেষে বিভিন্ন পেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইবার লক্ষণ দেখা যায়। পাট-বিভাগে ডাকরা ৩৪৸০ আনায় পুনিয়া বাজার মন্দার দরুণ ৩৯৲ টাকা হয়। আসাম ৭৩২৲ টাকা পর্যন্ত এবং সেলম ২৩৩৲ টাকা পর্যন্ত দর উঠে।। বাণী ২৩০৲ টাকায় উঠিয়া আসে। আসানো ইন্ডিয়া ২১৬৲ টাকা পর্যন্ত দর পরিবার পর এবং ডাকরায় ২১৲ টাকা দরে কাজ-কারবার করে।

ইন্ডিয়ানাইজ বিভাগীয় পেয়ারের বিশেষ চাহিদা পরিলক্ষিত হয় না। ইন্ডিয়ান আয়রন ৩৫/০ আনা পর্যন্ত দর হয় কিন্তু এই দর অবশেষে রাখী ছিল পূর্বদিনের ৩৪৲ টাকায় আসিয়া পৌঁছে। টাটা ডিফার্ডের ২৩।০ আনা হয়। বিভিন্ন বিভাগের অন্যান্য পেয়ার ফড় পেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বি আই ফসফোরাসের ১৯৸০ আনা পর্যন্ত উঠিয়া বিক্রয়কর এই দরে থাকে। আসানো ব্রাদার্সের দর হয় ৩৩৸০।

ব্যাঙ্কসেরের হালচাল

বন্ধকীদের সিকিউরিটি—৭ দফার (১৯৪৭) ঋণ ১২৯/০ ১৩৫/০ ১৩৲ ১৩৫/০; ৭ দফার (১৯৪৭) ঋণ ১০৫/০ ১; ৩ দফার (১৯৫৩-৬১) ঋণ ১১৪/০ ১১৯০ ১১৪/০ ১১৯/০; ৩ দফার (১৯৭৭-৭৪) ঋণ ১৩৫/০ ১৩৫/০ ১৩৫০। ৪ দফার (১৯৮০-৭০) ঋণ ১৩৪৫০। ব্যাঙ্ক—ব্রাঞ্চ ব্যাঙ্ক (বোম্বে) ৩৩৲ ৫৭৲। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৮১৯০; ব্যাঙ্গালোর ব্যাঙ্কিং ব্যাঙ্ক ১১৪০; ইন্ডিয়ানিজ ব্যাঙ্ক (মূল আদায়ী ১২৯০। ব্যাঙ্কের ঋণ—ব্যাঙ্গাল ব্যাঙ্ক ৩৯/০ ৩৯/০ ৪৲ ৪/০; ব্যাঙ্গালোর টেক্সটাইলস ১৩৬/০; চামরাজ ১৯৭৲ ১৯৭৲। এম্পায়ার মিল্স ১৮৮/০ ১৮৬/০; ন্যাশনাল টেক্সটাইল ৩৯/০; ইন্ডিয়া মিল্স ২০১৯০; মিল্স মিলিটারিস ৩৯৲ ৯৮/০; ঐ (বোম্বে) ৪১/০। ওয়েস্টার্নস—বোম্বে ৫৫৲ ৫৬৲ ৫৭৫ ৫৫৲ ৫৬৲ ৫৬৲। ব্যাঙ্ক অফিসার্স ৭৮/০ ৭৯/০ ৭৯/০ ৭৯

২৪।৹ ২৪।৵ ২৪৸৵ ২৪।৵ ; ঐ (প্রেফ) ১১১৲ ; ইম্পীরিয়াল টোবাকো ৭।৹ ৭৴৹ ৭৸৹ ; ব্রিটিশ এমিগ্রান্ট ইনভেস্টমেন্ট ৫৲৹ ; এলুমিনিয়ম কর্পোরেশন ফ্রেঞ্চলো ব্রাদার্স ৩৩৸৵ ৩৪।৹ ৩৪৸৵ ; ভারত এয়ারওয়েজ ৩৲৹ ৩৴৹ ; ব্যাঙ্কস ইনভেস্টমেন্ট ১৯।৹ ; বি আই কর্পোরেশন ১৸৹ ১৸৴৹ ১৸৵৹ ; আসোসিয়েটেড ট্রান্সপোর্ট ১১৸৵৹ ; এক এণ্ড বি অয়েলস ৫৲৹ ৫।৹ ; ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম ১৬৲ ১৫৸ ১৫৲ ১৬১।৹ ; ইণ্ডিয়ান কেবলস ৯৩ ১৩৴৹ ১৩৩৹ ১৩৸৹ ; ইণ্ডিয়ান ব্রাসনার এয়ারওয়েজ ৩৲৹ ৩৸৹ ৩৴৹ ৩৸৵৹ ৩৸৲৹ ; আইসাক্স ফোজ ৫১৴৹ ; লক্ষ্মি রেস্তোরাঁস ব্রাশনাল ইনডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যাল ব্রাশনাল ট্রান্সপো ১২৲ ১৯৸৵৹ ; ঐ (প্রেফ) ১২৲ ; শ'ওয়ালেস ১৪।৵৹ ; ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট ১৴৹ (প্রেফার্ড অর্ডি) ১৴৹ ; বি বি সেক্টোরিয়াল ১৸৵৹ ১৸৵৹ ১৸৲৹ ; ব্রার্ড ইণ্ডিয়া অয়েল ৮।৹ ; বেঙ্গল কেমিক্যাল ৫১।৹ ৫১৲ ; ইণ্ডিয়া সিমেন্ট প্রাফ ১৭৭৲ ১৭৯৲ ১৮০৲ ; মহীশূর সেলাস ১৩৸৵৹ ; কুইনিন্ট সেলাস ৫১।৹ ৫১৸৹ ; ক্রীসোপাল সেলাস ১৩৸৹ ; ইস্টার্ণ সেলাস ৩০৸৵৹ ৩১।৹ ১৭৸৵৹ ৩১৲ ৩১।৵৹ ৩১।৹ ৩১৸৵৹ ; ব্রাসনার ম' ৮৲৵৹ ; ইণ্ডিয়া ইনসীন ৮।৹ ৮৸৵৹ ৮৸৵৹ ; ব্রাসনার ফুলার ৩০।৵৹ ; মোসার্স ৭৲৹ ৭।৹ ; বুলার্স ১২।৵৹ ; বিষ্ট মেরান ৫৲৹ ৫৷৹ ; ন্যাশনাল—সেন্ট্রাল কাস্টাড় ১২৲ ; ডেলাবাই ১২৲ ১২৴৹ ; ফুলেরী ১০৸৵৹ ১১৴৹ ১১।৹ ; ইলাপুরী ২০৸৹ ; পাহাড়প্রিয়া ৪৪৲ ; লিটল ।।৹ ৫১৴৹ ; জেসপ (প্রেফ) ১৪৸৹ ।

সোনা ও রূপার দর—

কলিকাতা, ৪ই জানুয়ারী—পাকা সোনা (প্রতি তোলা) ১১১৸৹ ; বড়বাজার (প্রতি তোলা) ১১১৸৵৹ ; গিনি (প্রতিখানা) ৭৫৸৵৹ . রূপা (প্রতি এক শত তোলা) ১৮৫।৹ . ঐ খুচরা (প্রতি এক শত তোলা) ১৮৫৫৹ ।

রসায়নাস বড়বাজার খণ্ড ব্রাদার্স, ২৮ সোমবারে লেন।

বোম্বাই, ৪ই জানুয়ারী—পাকা সোনা ১১১৸৵৹ , গিনি ৭৫।৹ রূপা ১৮৩৹ ।

ভারতে বিলাতী বস্ত্র আমদানি

ভারত একদা লাঙ্কাশায়ার হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানি করিত কিন্তু বর্তমানে সে কুটির হইতে যে পরিমাণ সুতীবস্ত্র আমদানি করিয়া থাকে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে সে কুটির বস্ত্র তৈরি করিয়াছে।

মানচেস্টার বণিক সঙ্ঘের ভারতীয় শাখার নিম্নে প্রদত্ত এক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালে কুটির হইতে ভারতে ৭ কোটি ১৪ লক্ষ গজ সুতীবস্ত্র আমদানি করা হইয়াছিল কিন্তু ১৯৪৩ সালের প্রথম ১০ মাসে বস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৪১ লক্ষ গজে দাঁড়াইয়াছে।

ভারতীয় সুতীবস্ত্রের উৎকর্ষতা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও কুটির বস্ত্র সেপ্টেম্বর মাসে শেষ পর্যন্ত ভারত হইতে ৬ কোটি ৫০ লক্ষাধিক গজ সুতীবস্ত্র আমদানি করিয়াছে। উক্ত রিপোর্টে ভারত বলা হইয়াছে যে, ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্যের বিষয় যে বিশ্বযুদ্ধে বিদেশ-আমদানি লাইসেন্সে ভারতীয় বস্ত্র (মূল কর্পো কুটির প্রকোপলাভে লক্ষম।

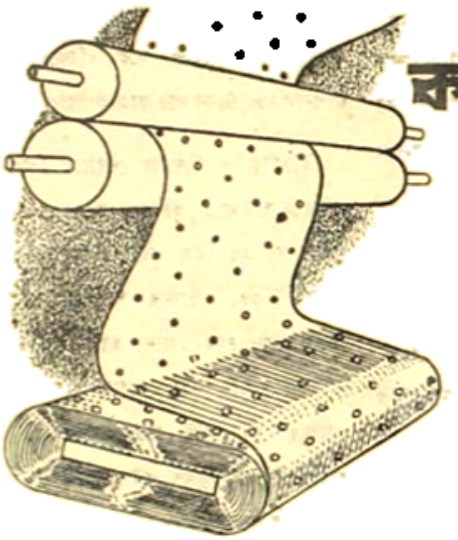

কাপড়ের কলে চা

কাপড়ের কলের মালিকরা চাকে যখন প্রথম হাতে তুলেছিলেন তখন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, কুলিরা যেন চা খেয়ে কাজে চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

কিন্তু দেখা গেছে যে, এককাপ চা খেয়ে কাজে চাঙ্গা হয়ে ওঠা ছাড়াও চায়ের আরো অনেক গুণ আছে। চা খেলে মনে যে-রকম স্ফূর্তি পাওয়া যায় তেমন আর কোনো পানীয় থেকে পাওয়া যায় না। চা খেলে শরীর ঝরঝরে হয়ে ওঠে, শরীরে ক্লান্তি আসে না। তাই এখন তিন আনার এক কাপ চা খেয়ে কাজে ঝরঝরে—আর ক্লান্তি দূরের পানীয় হিসাবেও চায়ের কদর।

চা খাওয়া হয়—এক পেয়ালা চা তিনজনেই সমানভাবে;—আসলে কিন্তু চা খায় তিনজনের মধ্যে যে বেশি কথা বলে এবং একলা চলিবার চায়ের মতো।

এ কারণে সকল কুটিরশিল্পে চায়ের প্রচলন হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি কিন্তু আপনারা?

চা?

চায়ের আসরে

সেবায় টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
২৭ এপ্রিল ২৯, আশুতোষ লেন, কলিকাতা

বৃটেনকে মার্শাল সাহায্যদান বন্ধ

—:০:—

বৃটেনকে মার্শাল সাহায্যদান বন্ধ করিবার প্রধান কারণ হইল এই যে, বর্তমানে ইহাকে ডলার উপার্জনে উদ্বৃদ্ধ করিবার জন্য এবং ডলার প্রাপ্তির সহিত যুক্তিযোগে অতি সামান্য পরিমাণ মার্কিন মাল বৃটেনকে দেওয়া হইতেছে। সেই কথা, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ইহার অফিসের সহযোগিতায় ডলার সাহায্য পাইতেছেন বিদেশ পাড়ে দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে।

১৯৪৮, মার্চ অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি অনুযায়ী মার্শাল সাহায্যের দাবী ছিল, "ইউরোপীয় সেনাবাহিনী বাহিনীকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে যথা নির্দেশ করিয়া তোলা।" যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম এই দাবীর উপযোগী হইয়াছে। অন্যান্যদেশের উৎপাদন উৎপাদনকারীদের ডলার উপার্জন বৃদ্ধির জন্য ইহার আর্থিক ব্যবস্থা।

যুক্তরাষ্ট্রকে ডলার সাহায্যদান বন্ধ করিবার জন্য অবশ্যই আসা হইল যুক্তরাষ্ট্রের রেলওয়ে ঋণ বৃদ্ধি। এই কারণে বৃটেন অবশ্যকেই মার্শাল সাহায্য বন্ধ করিবার প্রস্তাবে সমর্থন করে।

১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে যখন মার্শাল সাহায্য-দানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন খুব সম্ভবতঃ বিশেষ কারণ ছিল না। যুদ্ধের ফলে ইউরোপের উৎপাদনকারী দেশগুলি বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং তাহাদের অধিক অর্থাভাব প্রায় বিশেষ দেখা পড়িয়াছিল। উৎপাদন ও ব্যবসায়ের পুনরুজ্জীবনের এই উদ্যমের ফলে নূতন কারখানা স্থাপন, নূতন যন্ত্রপাতি আমদানী, প্রচুর কাঁচামালের সংস্থান এবং শ্রমিকদের অধিকতর মজুরী ও ভাতাদের জন্যে খাদ্য ও ইন্ধনশিল্পে অধিক অর্থের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ আমদানি করা এজন্যেরও ইহা পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল।

ডলারে বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের ফলে অর্থনৈতিক বিভিন্নতার বিনিময় পাইবার পূর্বে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির পক্ষে উপযুক্ত অর্থসংস্থান করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মার্শাল সাহায্য এই কার্যে বিশেষভাবে সাহায্য করে। ইহার ফলে বৃটেনের অসামান্য খাদ্য সাহায্য এবং অন্য প্রয়োজনীয় মালের অফুরান পাওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। এই সাহায্য না পাইলে বৃটেনের শ্রমশিল্পগুলির যে একান্ত অপরিহার্য উপাদান লাভ করে, সেগুলি তাহারা অন্য উপায়ে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইত না।

১৯৪৮ সালের তুলনায় মার্চ হইতে ১৯৫০ সালের জুন পর্যন্ত বৃটেন মার্শাল সাহায্য হইতে যেটি আমদানির একত্রীকরণ এবং ডলার আয়কারী হইতে আমদানির আর্থিক মূল্য পরিশোধ করে। গত আড়াই বৎসর যাবৎ একমাত্র মার্শাল সাহায্যের সাহায্যে বৃটেন শ্রমশিল্পের জন্য অপরিহার্য অতিপ্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করে যেগুলি কেবলমাত্র ডলার এলাকাতেই পাওয়া যায়। মার্শাল সাহায্য হইতেই বৃটেন নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্য, প্রয়োজনের শতকরা ১৫ ভাগ এলুমিনিয়াম, শতকরা ৫ ভাগ তুলা, ৩৪ ভাগ তামা কুলা, ২৮ ভাগ তামা ও ২৩ ভাগ সীসক সংগ্রহ করে।

মার্শাল সাহায্যলব্ধ অর্থের দ্বারা বৃটেন যুক্তরাষ্ট্র ভিন্নাকা ও অন্যান্য ডলার হইতে যে পরিমাণ মূল্যের আমদানি করিয়াছে তাহা বৃটেনের মোট মূল্য ও মূল্য আমদানির শতকরা ৫৪ ভাগ, মোট পণ্যের আমদানীয় শতকরা ২৩ ভাগ, খাদ্য সামগ্রের শতকরা ২১ ভাগ ও তিনির শতকরা ১০ ভাগ।

১৯৪৯ সালে মার্শাল সাহায্য হইতে বৃটেনের শ্রমশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ইত্যাদির শতকরা আড়াই ভাগ পাওয়া যায়। ডলারের সংকট হইলেও ইহা অন্যান্য সাহায্যদানে কাঁচামালের আমদানে উৎপাদন হ্রাস ও বেকার সমস্যা দীর্ঘ হইতে বৃটেনকে রক্ষা করিয়াছে। মার্শাল সাহায্যের জন্যই বৃটেন উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সর্বাত্মক অভিযান চালাইবার উপায় ও উদ্যম লাভ করে। কিন্তু বৃটেনের শ্রমশিল্পগুলিতে যে শতকরা ২৫ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে, মার্শাল সাহায্যই তাহার একমাত্র কারণ নয়। বৃটেন অন্যান্যের আয়ের চেয়ে যা আমদানে যেরূপ মার্শাল সাহায্যলব্ধ অর্থ হইত, সেরূপ মার্শাল সাহায্য ব্যতিরেকে অন্যান্যের অন্যান্য চেষ্টা বিফল হইত।

—:০:—

মার্শাল হইতে বিভিন্ন পরিমাণ সাহায্যদান করিয়া বিভিন্নে যেসব অর্থনীতিকে প্রভাবিত করিয়া তোলা হয় তাহাতে বৃটেন ইহাই বৃটেন মূলধন গঠনের। মার্শাল সাহায্য হইতে যেসবদান যে পরিমাণ ও সাহায্যের পাওনা দিয়াছে তাহাই সব, অন্যান্যগুলি বিশেষ কারণে অন্যান্যের পাওনা দিয়াছে। বৃটেন মার্শাল পরিকল্পনা পরিচালনা করিয়া তার কাছ হইতে আমদানির জন্য যে অর্থ পাইয়াছে তাহার প্রচুর উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে। এই আমদানিগুলি একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই বিক্রি হইয়া থাকে এবং এইগুলির সাহায্যে অন্যান্যগুলি শ্রমশিল্প, বিশেষতঃ খনন ও তাহাদের উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে।

বৃটেনের দ্বিতীয় ইঞ্জিন পরিচালনাসমূহের জন্য অন্যান্যগুলি এই বিশেষ কারণে উপাদানে কাঁচামালের মার্শাল সাহায্যের অন্যান্যের ব্যয় করা হইয়াছে। বর্তমান অন্যান্যের মার্শাল সাহায্য বাবদ ৩,০০,০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে যে ইস্পাত ও ইঞ্জিনের কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে তাহার জন্য মার্শাল সাহায্য হইতে ১,৪০,০০,০০০ ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। বিদ্যুৎশক্তির জন্য বাবদ ব্যয়ের শেষ পরিমাণের ইঞ্জিন নির্মাণ এবং ইস্পাতের জন্য নির্মাণের কারখানা স্থাপনের জন্য ৪১,৫০,০০০ ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ৩,৮০,০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে পেট্রোল বিভাগ সম্প্রসারণ যে কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহার জন্য ১,০০,৭৯,০০০ ডলার ব্যয়ে মার্শাল আমদানি করা হইবে। এই পরিকল্পনাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মূলধনী খাতে করা হইয়াছে; সুতরাং মার্শাল সাহায্য বন্ধ হইবার ফলে এগুলি অসিদ্ধ হইবে না।

মার্শাল সাহায্য পরিচালনার যে অন্যান্যগুলি এখন বাকীতে বাকীতে তাহা হইল কাঁচামাল সাহায্য দেওয়া, আমদানির জন্য মার্শাল বৈদেশিকদের সাহায্য—এবং ইত্যাদি উৎপাদন উৎপাদনে অর্থ সংস্থান দেওয়া।

মনে রাখা দরকার যে, বৃটেন যে মূলধন গঠনের জন্য মার্শাল সাহায্য পাইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্যান্য দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ঋণ ও দান হিসাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। বৃটেন ইহার অতিরিক্ত ১৩০ কোটি ডলার ঋণ ও দান হিসাবে পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত বৃটেন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ১৯৪৬ সালে ৩৭৫ কোটি ডলার ঋণ লইয়াছে। এই ঋণ ১৯৭৫ সালের মধ্যে ২ই শতাংশ সুদে পরিশোধ করিতে হইবে। বৃটেন ইহা ব্যতীত কানাডা হইতে ১২০ কোটি ডলার ঋণ লইয়াছে। এই ঋণ ১৯৫১ সালের মধ্যে ২ই শতাংশ সুদে পরিশোধ করিতে হইবে। বৃটেন ইহা ব্যতীত কানাডা হইতে ১২০ কোটি ডলার ঋণ লইয়াছে। এই ঋণ ১৯৫১ সালের মধ্যে ২ই শতাংশ সুদে পরিশোধ করিতে হইবে। বৃটেন ইহা ব্যতীত কানাডা হইতে ১২০ কোটি ডলার ঋণ লইয়াছে। এই ঋণ ১৯৫১ সালের মধ্যে ২ই শতাংশ সুদে পরিশোধ করিতে হইবে।

বৃটেন মার্শাল সাহায্য হইতে কেবলমাত্র যে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল পাওনা দিয়াছে তাহাই নয়, অন্যান্যগুলি বিশেষ কারণে অন্যান্যের পাওনা দিয়াছে। বৃটেন মার্শাল পরিকল্পনা পরিচালনা করিয়া তার কাছ হইতে আমদানির জন্য যে অর্থ পাইয়াছে তাহার প্রচুর উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে। এই আমদানিগুলি একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই বিক্রি হইয়া থাকে এবং এইগুলির সাহায্যে অন্যান্যগুলি শ্রমশিল্প, বিশেষতঃ খনন ও তাহাদের উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে।

বৃটেনের দ্বিতীয় ইঞ্জিন পরিচালনাসমূহের জন্য অন্যান্যগুলি এই বিশেষ কারণে উপাদানে কাঁচামালের মার্শাল সাহায্যের অন্যান্যের ব্যয় করা হইয়াছে। বর্তমান অন্যান্যের মার্শাল সাহায্য বাবদ ৩,০০,০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে যে ইস্পাত ও ইঞ্জিনের কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে তাহার জন্য মার্শাল সাহায্য হইতে ১,৪০,০০,০০০ ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। বিদ্যুৎশক্তির জন্য বাবদ ব্যয়ের শেষ পরিমাণের ইঞ্জিন নির্মাণ এবং ইস্পাতের জন্য নির্মাণের কারখানা স্থাপনের জন্য ৪১,৫০,০০০ ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ৩,৮০,০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে পেট্রোল বিভাগ সম্প্রসারণ যে কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহার জন্য ১,০০,৭৯,০০০ ডলার ব্যয়ে মার্শাল আমদানি করা হইবে। এই পরিকল্পনাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মূলধনী খাতে করা হইয়াছে; সুতরাং মার্শাল সাহায্য বন্ধ হইবার ফলে এগুলি অসিদ্ধ হইবে না।

মার্শাল সাহায্য পরিচালনার যে অন্যান্যগুলি এখন বাকীতে বাকীতে তাহা হইল কাঁচামাল সাহায্য দেওয়া, আমদানির জন্য মার্শাল বৈদেশিকদের সাহায্য—এবং ইত্যাদি উৎপাদন উৎপাদনে অর্থ সংস্থান দেওয়া।

মনে রাখা দরকার যে, বৃটেন যে মূলধন গঠনের জন্য মার্শাল সাহায্য পাইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্যান্য দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ঋণ ও দান হিসাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। বৃটেন ইহার অতিরিক্ত ১৩০ কোটি ডলার ঋণ ও দান হিসাবে পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত বৃটেন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ১৯৪৬ সালে ৩৭৫ কোটি ডলার ঋণ লইয়াছে। এই ঋণ ১৯৭৫ সালের মধ্যে ২ই শতাংশ সুদে পরিশোধ করিতে হইবে। বৃটেন ইহা ব্যতীত কানাডা হইতে ১২০ কোটি ডলার ঋণ লইয়াছে। এই ঋণ ১৯৫১ সালের মধ্যে ২ই শতাংশ সুদে পরিশোধ করিতে হইবে। বৃটেন ইহা ব্যতীত কানাডা হইতে ১২০ কোটি ডলার ঋণ লইয়াছে। এই ঋণ ১৯৫১ সালের মধ্যে ২ই শতাংশ সুদে পরিশোধ করিতে হইবে।

—:০:—

মনে রাখা দরকার যে, বৃটেন যে মূলধন গঠনের জন্য মার্শাল সাহায্য পাইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্যান্য দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ঋণ ও দান হিসাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। বৃটেন ইহার অতিরিক্ত ১৩০ কোটি ডলার ঋণ ও দান হিসাবে পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত বৃটেন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ১৯৪৬ সালে ৩৭৫ কোটি ডলার ঋণ লইয়াছে। এই ঋণ ১৯৭৫ সালের মধ্যে ২ই শতাংশ সুদে পরিশোধ করিতে হইবে। বৃটেন ইহা ব্যতীত কানাডা হইতে ১২০ কোটি ডলার ঋণ লইয়াছে। এই ঋণ ১৯৫১ সালের মধ্যে ২ই শতাংশ সুদে পরিশোধ করিতে হইবে।

সংবাদ সংকলন—

ভারতে কাস্টমস্ ও আবগারি রাজস্বের পরিমাণ

—:০:—

ভারত সরকারের বাণিজ্যিক তথ্য ও পরিসংখ্যান বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ১৯৩৯ (১৯৪০) খ্রীঃ ভারতে মূল ও অতিরিক্ত কাস্টমস্ শুল্ক বাবদ ১২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমদানি শুল্কের পরিমাণ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, রপ্তানি শুল্কের পরিমাণ ২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা এবং মূল কাস্টমস্ ও বিবিধ খাতে আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ ৪৫ লক্ষ টাকা। ঐ বাবদে মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, চিনি, সিগারেট প্রভৃতি দ্রব্যের উপর ৫ কোটি ৪ লক্ষ টাকা আবগারি শুল্ক আদায় হইয়াছে।

গত বৎসর হইতে ১৯৩৯ (১৯৪০) পর্যন্ত কাস্টমসে কাস্টমস্ ও আবগারি রাজস্ব বাবদ ১৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমদানি শুল্কের পরিমাণ ৬৯ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা, রপ্তানি শুল্কের পরিমাণ ১৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, মূল কাস্টমস্ ও বিবিধ খাতে আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, এবং আবগারি শুল্কের পরিমাণ ৫৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। আমদানি শুল্কের মধ্যে ১৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা মোটর স্পিরিটের উপর, ৬ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা মোটরগাড়ীর উপর, ৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা পাট কার্পাসের উপর, ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা (তেলের মূল ও উহার উপর আদায় হইতে অব্যাহতি) খনিজ তৈলের উপর, ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা কেরোসিন তৈলের উপর, ৮ কোটি ১ লক্ষ টাকা খনিজ তৈলের উপর, ৩ কোটি টাকা তামাকের উপর, ২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা লৌহ ও ইস্পাতের উপর, ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ঘড়ির তেল ও তেলের মূল্যের উপর, ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ঘড়ি, ঘড়িযন্ত্র ও ঘড়িবিহীন তৈলের উপর, ১৫ লক্ষ টাকা মদ ও মদ্যসারের উপর, ৮৭ লক্ষ টাকা ঔষধ, কাচের ও মনোহারী জিনিষের উপর, ৭৮ লক্ষ টাকা পাটা তেলের উপর, ৬৩ লক্ষ টাকা (তৈল ও ইস্পাত ছাড়া অন্যান্য) যন্ত্র, তৈলের ও মূল্যের উপর, ৬৭ লক্ষ টাকা মোটর-গাইসেন্স ছাড়া অন্যান্য ও উহার মূল্যের উপর, ৫৮ লক্ষ টাকা অলঙ্কারাদির উপর ও অন্যান্য তথ্যের উপর এবং ৫১ লক্ষ টাকা তেলজাত মূল্য ও পাটীর উপর আদায় করা হইয়াছে।

আবগারি শুল্কের মধ্যে আদায় হইয়াছে—৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা পাটা, পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উপর, ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা চা-এর উপর, ৭ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা খনিজের উপর, ৮১ লক্ষ টাকা মাদকদ্রব্যের উপর, এবং ৫১ লক্ষ টাকা সিগারেটের উপর।

আবগারি শুল্কের মধ্যে ১১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা তামাকের উপর, ৮ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা সুরার উপর, ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা দেশী কাপড়ের উপর, ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা বিদেশ-সরবরাহ উপর, ৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা চিনির উপর, ২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা চায়ের উপর, ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ঔষধের উপর, ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা মোটর স্পিরিটের উপর এবং ১৮ লক্ষ টাকা অন্যান্য উপর আদায় হইয়াছে।

কলিকাতায় টেলিফোনের অবস্থা

তার ও তার বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল শ্রীযুক্ত প্রকাশ সম্প্রতি কলিকাতায় আসেন। তিনি এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, কলিকাতার টেলিফোন ব্যবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক হয়। তিনি দুঃখের সহিত বলেন যে, এই সম্পর্কে তাঁহার নিকট অভিযোগ আসে এবং তিনি নিজে বলেন যে, গ্রাহকদের টেলিফোন ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত কলিকাতার অবস্থা দূর করা সম্ভব হইবে না। অবশ্য তিনি কলিকাতায় পুনরায় আসিয়া যাহাতে এই অবস্থার ত্বরিত দূর করা সম্ভব সেজন্য চেষ্টা করিবেন।

কাশীতে ঔষধ পুনর্বাসন

কাশী বহুমুখী ৩৭টি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের ১০ হয় করিয়া ঔষধ পরিমাণে স্বাস্থ্যবিভাগের ব্যবস্থা করিবার এক কাশীর মহকুমা শাসক এক আদেশনামা জারী করিয়াছেন। উক্ত ব্যাপারে সন্তোষ হইবার মত এবং পরিসংখ্যানী কার্যালয় করিবার এক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট স্বাস্থ্যের অবহেলিয়া আসিবার করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পাটের বিনিময়ে চাউল

মিলিটারীতে ভারত ও চীনের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত চীনকে ১৬ হাজার টন পাট চীনের মূল্য দিয়া উহার বিনিময়ে চীনের নিকট হইতে ৫০০ হাজার টন চাউল পাইবে। ভারত ইতিমধ্যেই পাট সরবরাহ এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য ঘোষণা করা হইয়াছে।

ডাঃ সুধাংশুকুমার মুখোপাধ্যায়

ডাঃ সুধাংশুকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৪০ সালের ডেপুটেশন ভাতা লইয়া উচ্চশিক্ষার্থে ইউরোপ যান। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৯৩৬ খ্রীঃ বি. এস-সি. পরীক্ষায় রসায়নে অনার্স লইয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রেসিডেন্সিতে থাকাকালীন তিনি বিজ্ঞান কলেজ হইতে একবার পরীক্ষা B. Sc. (অনার্স) সমানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া রসায়ন শাস্ত্রে অধিকার করেন।

B. Sc. ডি পরীক্ষায় পর তিনি কয়েকটি রেশম বিষয়ে গবেষণা করার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেশম গবেষণাগারে যোগ দেন এবং গবেষণা কার্যে রেশমের বিভিন্ন অংশ হইতে বিভিন্ন প্রকার রঞ্জক পদার্থ নিষ্কাশন করেন। তিনি রেশম, তুলা, পশম, রেয়ন প্রভৃতি বস্ত্রের রঞ্জন-সম্বন্ধীয় কার্যে এক পরিচয়পত্র অর্জন করেন। এই বিষয়টিকে তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন। ইউরোপ যাইবার পূর্বে তিনি কলিকাতা হইতে বি.এস-সি. পরীক্ষায় রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বি ইউনাইটেড প্রেস, ৩৭ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক অগ্রগতি কি এস পত্র লিমিটেড, ৩৭ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য-সম্পাদক : ইউনিভার্সাল বুক এজেন্সি

REGD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৫৮ সংখ্যা] : কলিকাতা, ফাল্গুন ৫ম বার, ১৩৪১ : ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ [মূল্য ১০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়—	৩১৭
বৈষয়িক উন্নতি ও সেচ ব্যবস্থা।	
২। প্রাসঙ্গিক—	৩১৯
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
৩। [illegible]	
[illegible]	
৪। বিবিধ—	৩২১
বিহার প্রাদেশিক কোপারেটিভ ব্যাঙ্কিং	
[illegible]	

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫। পাটের বাজার—	৩২৭
[illegible]	
[illegible]	
৬। [illegible]	
৭। শেয়ার বাজার—	
[illegible]	
[illegible]	
৮। অর্থাভাব নিবারণের উপায় ...	৩২৮

বৈষয়িক উন্নতি ও সেচ-ব্যবস্থা

ভারতে লোকসংখ্যা বাড়িতেছে বৎসরে ৪০ লক্ষ। কিন্তু এই বিপুলসংখ্যক নরনারীর সহিত অনুপাতে রাখিয়া ভারতের বৈষয়িক উন্নতিবিধানের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা এ পর্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। ভারতসরকার নিরঙ্কুশ গভর্ণমেণ্টের হাতে। ভারত অনুন্নত ও অনগ্রসর দেশ। এখানকার ৩৭ কোটি লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত নয়। এই মান উন্নত করিবার কথা এখন সকলে চিন্তা ও গবেষণা করিতেছেন। এই ৩৭ কোটি লোককে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এবং সম্পদে উন্নত করিবার কাজই সর্বাগ্রে গুরুতর। তাহার উপর বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখিয়া আরও চিন্তিত হইয়া পড়িতে হয়। প্রতি বৎসর এই ৪০ লক্ষ লোকের প্রতিও [illegible] করিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত গুরুতর কাজ বটে।

[illegible] দেশ ভারতবর্ষ। কিন্তু এখনকার [illegible] আমরা সুদক্ষভাবে [illegible] কাজে লাগাইতে পারি নাই। [illegible] মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৫৩ ভাগ মাত্র এ পর্যন্ত কার্যকরী করা হইয়াছে। অর্থাৎ মোট কর্মশক্তির ১৭ ভাগের একভাগ মাত্র লোকের ও [illegible] কাজে লাগিতেছে; অবশিষ্ট অংশ অকেজো হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে বলা চলে।

ভারতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ সম্বন্ধে যে কোটি একজন ইহার মধ্যে প্রায় ২৫ কোটি একর জমিতে চাষ-আবাদ হইতেছে; বাকি ১৩ কোটি একর জমি পতিত পড়িয়া রহিয়াছে। আর সব দিক দিয়া যদি কেবল খাদ্যশস্যের কথাই চিন্তা করা যায়, তাহা হইলেও তো এই পতিত জমির পরিমাণ জানিয়া লওয়া হইতে হয়। যে দেশ দুর্ভিক্ষপীড়িত, যে দেশে চাষ আবাদের দেশ, সে দেশে এতটা জমি অনাবাদী হইয়া পড়িয়া থাকে কোন্ যুক্তিতে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়।

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসম্পদের হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, কেমনি তাহার সম্পদের এই অবস্থার দেখিলে কৃপণ হইতে হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর এইটি কিন্তু দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। এখন জনসাধারণই কর্তৃপক্ষের অনেক পরিমাণে ক্ষমিয়া সিংহাসনে বসিয়া রহিয়াছে। এই বিপুল সম্পদকে কার্যকরী করিবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে যতটা আগ্রহ ও প্রেরণা থাকা আবশ্যক, এখন তাহার কিছু-বিলাও নাই। দেশ যখন স্বাধীন হইয়াছে তখন যেন আমাদের নিজেদের আর কোনো কর্তব্যই নাই। অথচ এখন অবস্থা যে সম্পূর্ণ পৃথক এবং সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ইহা তাহা ও সেই অনুসারে কাজ করা আবশ্যক।

ভারতের জনসাধারণের মধ্যে মোটা অংশই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। ইহাদের শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ও সচেতন করিয়া তুলিবার দায়িত্ব যাহাদের, তাঁহারা নিশ্চিন্তমনে বিসিয়া চালিত করিতেছেন। আজকাল একটা রেওয়াজ দেখা যাইতেছে যে, দেশের ঐতিহ্যিক কোনো অবদান প্রচারের ভার লইয়াছেন কেবলমাত্র সাহিত্যিক বা রাজনীতিকেরা। দেশে স্ত্রী ও রাজনীতি ছাড়াও আর যেন কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তু নাই। এরূপ বস্তু যদি একেবারে না থাকিত তাহা হইলে মনকে খুব দেওয়া যাইত। কিন্তু নির্বাচন আসিলেই নির্বাচনের সময় অনেক নেতার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। ভোট-সংগ্রহের সময় অনেক প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি শোনা যাইবে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সেই সময় প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে, ইহারা দেশের ও দশের জন্য কতটা কি করিয়াছেন।

দেশের জনগণ যদি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন তাহা হইলে জনমতকে দানা বাঁধিবার আগে জনসাধারণকেই দানা বেঁধে আবশ্যক। নতুবা জনমত অর্জনের জন্য যতটা শ্রম ও সাধনা থাকা আবশ্যক তাহা তাঁহাদের আছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

তাঁহাদের সেই ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ না হইলে অর্থাভাবে জনসম্পদের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। কিছুদিন আগে এ সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল। সম্প্রতি বিশ্ব-নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক ইঞ্জিনীয়ারিং প্রণালী হইল। এইরূপ প্রণালী প্রশংসার উদ্রেক। ইহার দ্বারা বিভিন্ন দেশের সহিত দেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইবে, বিভিন্ন দেশের উন্নতির সহিত পরিচয় লাভ করাও সম্ভবপর হইবে। কিন্তু প্রণালী যদি প্রণালীতে শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহা পরিতাপের বিষয় হইবে।

দেশকে শিল্পোন্নত করিতে হইলে এবং পল্লীঅঞ্চলে শিল্পের সম্প্রসার করিতে হইলে অনেকগুলি বহুমুখে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ সচিব উক্ত প্রদেশীয় উদ্যোগকল্পে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির সহিত আমরা একমত। কিন্তু কিভাবে এই কার্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, তাহাই আমাদের জানিবার বিষয়। আমাদের প্রচুর জলশক্তি রহিয়াছে, ভূমি ও জল-সম্পদে আমরা ঐশ্বর্যশালী; এখনও ঠিক। কিন্তু জল-শক্তি ও জল-সম্পদ পৃথক ভাবে দেখিলে চলিবে না। সেই জলশক্তিকে জল-সম্পদ বৃদ্ধির কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। এ কাজ যেমন সরকারের কর্তৃক তেমনি জনসাধারণ দ্বারা হইবে না; ইহার জন্য দেশের জন-নায়কদের অগ্রসর হইতে হইবে।

দেশের খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। বিদেশ হইতে সম্প্রতি খাদ্য-আমদানির যে ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী আগামী বছরের জন্য প্রায় ২০০ মালবাহী জাহাজ আবশ্যক। ইহা এক বিরাট কাজ। এই কলঙ্ক কিন্তু দূর করা যাইতে ইহার চেয়ে অনেক সহজে। যে ১৩ কোটি একর জমি অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে, উপযোগ-আয়োজনের দ্বারা যদি তাহাতে ইক্ষুর চাষ আবাদ করা হইত তাহা হইলেই খাদ্যসমস্যা দূর হইতে পারিত। কিন্তু জল বিনা আবাদ হয় না। সেজন্য সেচ-ব্যবস্থা অপরিহার্য। এ আবশ্যকের কথা আমরা অনেকদিন হইতে শুনিতেছি। কিন্তু মোট নদীর শতকরা মাত্র ৫'৬ ভাগ জলে সাগিয়াছে, ইহা ও কাল এতদিন অকেজো পড়িয়া রহিল কেন?

ময়ূরাক্ষী, দুর্গাপুর, কুশী ইত্যাদি নদী পরিকল্পনার কথা শোনা যাইতেছে। এসব কার্যকরী হইতে এখনো সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে সময়সাধ্য কোন পরিকল্পনা দ্বারা জল-সেচের সাময়িক কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না, সে বিষয় কেহ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। আন্তর্জাতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া এদিকে অনুযোগ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। নলকূপ, কূপ ইত্যাদি খননের দ্বারা অনেক জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা সহজ করিয়া ফেলা আবশ্যক।

১৩ কোটি একর জমির চাষ আবাদের এক-তৃতীয়াংশ জমিতেও যদি চাষের ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলেও খাদ্য আটটি পরিমাণ অনেকটা সমাধান হইতে পারে। ভারতে মোট আটটি বন্দরে শতকরা মাত্র ৫৬ ভাগ। চীন, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়া হইতে খাদ্য আসিতেছে। কিন্তু যে সব খাদ্য আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি খরচ করিয়া যায় তাহা হইলে তো মহা মুস্কিলের কথা। জাহাজই আর ফিরিবে না।

সুদূর পল্লী-অঞ্চলে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা সকলে আন্তর্জাতিক এই অবস্থার কথা জানেন কি না বলিতে পারি না। যদি না জানেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জানাইবার জন্য এবং চাষ-আবাদের কাজে তাঁহাদের উৎসাহিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। দেশ-নায়কদের নিকট আমরা ইহার প্রত্যাশা করি।

প্রাসঙ্গিক

—:০:—

শিল্পগঠনের মনোভাব—

দেশের উন্নয়নের জন্য অবশ্য আলা-করনা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরাও অনেক সময় সভা-সমিতিতে ও দেশবাসীর উদ্দীপনাকল্পে নানা কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু দেশের অবস্থানের মূলে যে শিল্পগঠনের অভাবটি আছে তাহা সকলের জানা আবশ্যক। ইহারা বাস্তবিক আজ-আপত্তি দেখাইয়া অগ্রসরোপিয়া করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাদের এই অসহযোগিতামূলক মনোভাবের সকলেই দেশের দুর্ভাগ্যের অংশিনা অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উদ্যোগের দৃষ্টি না করিতে পারিলে দেশের ইতিহিতার যে সুফল না হইয়া অনেক ও ক্ষতিকর হইবে, ইহা আমরা বলিতে চাহি। দেশের শিল্পগঠনের জন্য হইবে—এইরূপ আশায় দেশের শিল্পপতিগণ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকেন না। কিন্তু বর্তমানেই সময় যেখানে করিলেন যে, দেশের শিল্প জাতীয়করণ করা হইবে না, তখন শিল্পপতিগণ ভয়ে ভাবনা পড়িলেন। তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, রাজনীতিকের অন্যায় ও অসহযোগিতার ফলে তাঁহাদের অসহযোগিতা-প্রতিবাদে এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিঘ্নের সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু দেশের আসল ইতিহাসে বর্তমান অবস্থা করিয়া দেখা হইলে তাহা তাঁহাদের নিকটই অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইবে। তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, অসহযোগের ফলে ও ভয় দেখাইবার ফলে, তাঁহাদের কাজ বিঘ্নিত হইতেছে। অনেক পরে—এমনকি ভয় ও আশঙ্কা তুলিয়া তাঁহারা যে আচরণের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার পরিণাম দেশের পক্ষে কিরূপ অনিষ্টকর, তাহাদের নিজেদের পক্ষেও যে অমঙ্গল অনিবার্য—তাহা নিজে তাঁহাদের অনুভব করা আবশ্যক। তাঁহারা অনেক পর এক বাক্য বলিয়া বসিলেন যে, গভর্নমেন্টের কিছু নিয়ম এবং বিধান অনিষ্টকর পারেন এবং তাহাদিগকে অধিক অসুবিধায় ফেলিতে পারেন; কিন্তু তাহার পারিতেছেন না। দেশের অবস্থা যদি তাঁহাদের উপর নির্ভর করে তবে অবশ্য হইতে তবে তাহা হইলে দেশবাসীর তাঁহাদের মতামত স্বীকারিতে হইবে। এমন পর এক হাত দিয়া দেশের ও দশের অসুবিধা সৃষ্টি না করিয়াই আমরা তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিব। কংগ্রেসের দলে দলে দেশের অধিকাংশ অবস্থা সম্পর্কে সর্বদেশে যে পার্থিব নিরপেক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেই শিল্পপতিদের অসহযোগের পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া যায়। দেশের বর্তমান অবস্থা। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পপতিদের সহযোগিতা আবশ্যক। এ বিষয় তাঁহাদের চিন্তা করিয়া দেখিবেন বলিয়া আশা করি।

পুনর্বিবেচনা ও করুনা—

গত বৎসর এই সময় পূর্বাঞ্চলে অবস্থার চরিত্র দেখা দিয়াছিল। আমাদের উপর হাত করিয়া পূর্বাঞ্চলে তখন পশ্চিম আমিনা ও সোনাপাড়ের নিকট হইতে অবশ্য পশ্চিম করিতে যায়। কিন্তু আমাদের কোনো সুবিধা না হওয়ায় সে সময় পূর্বাঞ্চলের আমদানী কিল ও বিহার উৎপাদনের কাজ হাতের হয়। কিন্তু এবার অবস্থার অনেক দেখা যেখানে এর সুফলের আশা করা যায় নাই। এ পর্যন্ত যে সকল পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণ হাতের প্রকাশ, বিহারের অবস্থায় হাতের সময়ের আসে অনিবার্য না। নিয়ন্ত্রণ, লেভেল, অফিস, আর্থ নিয়ে প্রতিষ্ঠানের কথা এখানে। কিন্তু মাত্রে পাওয়া যাইবে অবশ্যই পরাজয় বিভিন্নপ্রিন্সিপাল, অনেক পূর্ণ-পরিচয় কাজ দিবে। হাতের হাত, মেয়েদের, মেয়েদের এবং পরিচয়ের, অবশ্যকর কথা বিহার সাধারণের নির্দেশ দিলেন করা যাইবে। ৮০% কুল আমিন অবশ্যকর নিয়ন্ত্রণ। অনেক সাইনে ইহার হইবে না। হাতের অবস্থা অনেক, অবশ্যকরণ ও অনুসন্ধিনের অবস্থার কারণ। এ বিষয়ে এই অবস্থা, তবে পার্থিবের অবস্থার পরিচয় অধিবেশনের মোকাবেলায় পার্থিব না উঠিয়া নিয়ন্ত্রণ আমরা স্থায়ীর পক্ষের অনুসন্ধানের পর অবশ্যের কথা বলিয়া নিবেন। পূর্বাঞ্চলের অবস্থার সম্বন্ধে আমরা পাইবেছি, তাহা হইতে বিশেষ আলোচনা করা যাইবেছে; অবশ্য আমাদের অনুমানের সব কথা পাওয়া যায় না। কিন্তু যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতেই প্রকাশ যে, অবস্থার অবস্থাও গোলমাল। বিহারের যে নালায় অধিক না পার্থিব নিয়ন্ত্রণ বিধানে পরিচালনা। এই অবস্থা বিশেষ অবস্থানের অবস্থানের কারণ, সমস্ত অবশ্যের পাওয়া যাইবে স্থায়ীর পক্ষের অনুসন্ধানের চেষ্টার আনুষ্ঠ হইবেন। কিন্তু বিহার দ্বারা যে কোনো ফল হইবে না, ইহা বাঁহারা জানা আনুষ্ঠক; যদি কোনো ইচ্ছা অধিক হয়, তাহা হইলে সমাসরি আমাদের সাথেই অধিকে হইবে। পশ্চিম আমিনা ও পোলাপাড় যেমন সাধারণ অবস্থা বিহারে সাধারণ অধিকে অবশ্য হইল না, সেইরূপ কোনো রাষ্ট্রই পার্থিবাদের কিছু বিহা সাধারণ অধিবে না। অবস্থা পাইতে হইলে যেমন আমাদের নিকট আসিতে হইবে, সেইরূপ অন্যান্য সমস্যার মীমাংসার জন্য আমাদের নিকটেই আসিতে হইবে। এই সাধারণ অবস্থা এবং পার্থিবাদের অবস্থার কথা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে একটা আমাদের কথা মনে হইতেছে। গত বৎসর ঐরূপ অসুবিধার পার্থিবাই পার্থিবাদের কথা হয় এবং রাষ্ট্রীয় মেই যোগ বিহা পড়ে নিয়ন্ত্রণ অবস্থাসমূহের উপর এবং তাহারাই অনেক হাজারা বুঝিয়া যায়। এবারের এই অবস্থার অবস্থা-সমষ্টির বিশেষ পাইয়া মনে হইতেছে, অবশ্য যেন কোনো অবস্থার পরিচয় না ঘটে।

চিনিবিক্রয়ের ব্যবস্থা—

আমরা চিনিশিল্পের অবস্থানিবারণ অবস্থার বিষয় অধিকারি ১৫ দিন অধিকার অবস্থা করিয়াছি যে, অবস্থার

আরও বর্তমানে কোনো সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। দেশে এখন উৎপাদন বৃদ্ধিই হইতেছে প্রধান কথা। দেশের অর্থনীতি, অর্থাৎ ইহাদিগে মূলে এখন রহিয়াছে পরাধীনতা অভাব। স্বরাজের দ্বারা এইরূপ উৎপাদন আরও হ্রাস পাইবে। এবং তদ্দ্বারা দেশে অভাব অভিযোগ আরও বাড়িয়া যাইবে। উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা যে সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, সেই সমস্যা যদি উৎপাদন হ্রাস করিবার চেষ্টা হয় তাহা হইলে তাহার সমাধান কোনদিন না হইয়া পারে না। অবশ্য স্বীকার করিতেছি যে, মন্ত্রিসভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে ও বিভাগ বিভিন্নের বক্তৃতায় তিনি বলেন আগামী ২০শে জানুয়ারী হইতে উৎপাদনের ভার তিনি নিজে লইবেন বলিয়া আশ্বাস করিয়াছেন। ৮০ হাজার শ্রমিক নাকি উক্ত অঞ্চলে কাজ করে। এই সংখ্যা হইতেছে উক্ত অঞ্চলের মোট শ্রমিকের শতকরা ৮০ ভাগ। শ্রমিকদের দাবী হইতেছে ২১ দফা। তাহার মধ্যে—উক্ত অঞ্চলের শ্রমিক কল্যাণ কমিটীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী অতিরিক্ত মাগ্গীভাতা, তিনি মজুরকে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত শ্রমিকদের কার্যের স্থায়িত্ব দিবার, লকআউট বন্ধ করিয়া লওয়া, সরকারী আদেশানুযায়ী অতিরিক্ত সময়ের জন্য ডবলের জন্য ডবল রেটে মজুরী দিবার দাবী। এর মধ্যে কোন দাবীর বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। এমন কি শ্রমিকদের এই সব দাবী মানিয়া লওয়া হোক। কিন্তু ৮০ হাজার শ্রমিকের দাবী পূরণের জন্য যদি দাবী করা হয় যে, মোট লোকের অর্দ্ধেক সৃষ্টি হউক, তাহা হইলে সেই দাবী কি কিছুদিনের জন্য মানিয়া লওয়া চলে না? আমরা আশা করিব, উক্ত মজুর সংঘের উদ্যোক্তারা এই কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

কুটির শিল্প—

ভারতের কুটির শিল্পসমূহ সম্প্রতি বিশেষ উপেক্ষিত হইত। এই অবস্থার মোড়ফেরার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে কুটির শিল্পগুলির উন্নতির অভিপ্রায়ের সংবাদ হয়। উহার অবশ্য এই যে, এই সকল শিল্পগুলির সংরক্ষণ ও পরিচালনে যেসব পুরাতনকালের প্রতিষ্ঠিতিগুলি বর্তমান ছিল, হইতে আজিও হয় না, উহারা বিভিন্ন বাধা অন্তরায় পরিহারের পরিচালনা। এই বিষয়টি ইহাদের অর্থনৈতিক দাবার অন্তর্গত। এখন ইহাদের এই সুপ্ত ক্ষমতা-শক্তির কাজে লিপ্ত আসেন। ভারতের কুটির শিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সমস্যা অনেক দিন হইতে আছে। দেশগুলির উৎপাদনের চেষ্টার ও উপায়ে এই কাজের ভার। সম্প্রতি এর হইবার পরেও যে বিদেশী বিজ্ঞানীদের নিকট ভারতের কুটির শিল্প সংরক্ষণ বিষয়ে কিছুটা অনুসন্ধান হইয়াছে, ইহা সত্যই আনন্দের কথা। ইহাদের যে অর্থনৈতিক দাবা ধনি-খনন ও অন্যান্য সম্পদ আহরণের লিপ্ত আছেন, সেই সুযোগ কেবল বড়দল লইবার জন্য নাই, মাঝারা, ব্যবসায়িক, সেচ্ছাসেবিরা, সম্প্রতি এবং সেই আহিকদের প্রতিও ইহাদের প্রচেষ্টা কম নহে। ভারতের এই বিজ্ঞান-চর্চাটা একটী আন্তর্জাতিক রূপ ধরিয়াছে। ইহাদের কর্মী পরিচয়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশের লোক রহিয়াছেন; যথা—অষ্ট্রীয়ান, আমেরিকান, ফরাসী, ইতালীয়, সুইস ও জার্মানীর। পৃথিবীতে এখন বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার হইয়া চলিয়াছে। কেবল ব্যবসায় অধিসমূহই যে সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের লিপ্ত নহেন, এই সব বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ দেখিয়া তাহাই মনে হয়। ভারতের শিল্পোন্নতি পরিকল্পনার অন্তর্গত যে সব কর্মী-সংঘের কাজ হইতেছে তাহার সহিত ইহারা সহযোগিতা করিয়া চলিয়াছেন। ইহাদের একদল সংঘের অর্জিত অভিজ্ঞতা ভারতের উন্নয়নের কাজে লাগিবে বলিয়া আশা করা যায়।

মেশিন—

মেশিনের ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন দেশে বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কোথাও মেশিনের ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা মেশিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। কোথাও বা মেশিনের ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বৌথিক—

বিসরা ষ্টোন লাইম কোম্পানী লিমিটেড

(ম্যানেজিং এজেন্টস্—বার্ণ এণ্ড কোং, লিঃ)

—:০:—

গত ৩১শে মার্চ সমাপ্ত বর্ষসমূহের জন্য বিসরা ষ্টোন লাইম কোম্পানীর যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, কোম্পানী এই সময়ে ৩,৭৬,০০৪ টন (৩,২৪,১৮৩) চূর্ণ পাথর বিক্রয় করিয়াছে। তুর্ভিক্ষপ্রযুক্ত আমদানী সংক্রান্ত অসুবিধা হইতেই উৎপাদনের পরিমাণে অনেক অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়,—কিন্তু শেষ মাসে এই বিভাগে কোম্পানী ২৩শ উন্নতি করিয়াছে।

প্রেসলাইটের অভাব অনেকাংশে দূর হওয়ায় ৭৭০ টন (১১,৫০০) অধিকতর উৎপাদন করিতে পারিয়াছে। মজুত মালের পরিমাণ অবশ্য পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩৫৫ টন কমিয়া গিয়াছে।

চূর্ণের পাথর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ১,১০,১৭১ (৪,০৪,১৪১-৩,১৪,৩১০) মণ বিক্রয় করিয়াছে।

রাসায়নিক অবশ্য একপ্রকার আশাতিরিক্ত ছিল, কিন্তু ডিসেম্বরে উহার আমদানি চূর্ণীকরণ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। মার্চমাসেই এই কারখানার পূর্ণ নির্মাণের পরিকল্পনা অনুযায়ি হওয়ায় চূর্ণের চাহিদার হ্রাস আশা করা যাইতেছে।

রাসায়নিক বিভাগ :—

বিবরণ	৩১-৩-৩০ টাকা	৩০-৯-৩১ টাকা	৩১-৩-৩২ টাকা
বীটমূল			৩,৯৫,১২৪
কয়লা			১,৫৫,০০০
অন্যান্য			৩৯,৩৭৭
অন্যান্য তহবিল			৪৫,০০৪
দায়ের দেনাদার :			
কর্ম্মচারী	৮৩,৪০০		৭৪,০০০
অনুর্দ্ধি দায়ভোগের হেতু	১১,১২১		১১,৭৭৫
দায়ভোগের পরবর্ত্তী হার	৮৭		৭৯

বিভিন্ন খাতে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া অবশিষ্ট লাভের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অনুর্দ্ধিষ্ট লাভের জের ৩০,৭৩৫৲ যোগ করিয়া পরীক্ষাধীন বৎসরের জের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৩,৩৩১ টাকা। ইহা হইতে দেনার প্রতি ৬৫% হারে হিসাবে (কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রদত্ত আয়কর বাদ না দিয়া) ৮৭,৫০০৲ দায়ভোগ বিতরণ করা হয় এবং উদ্বৃত্ত ১১,১২১৲ টাকা অনুর্দ্ধিষ্ট লাভের জের টানা হয়।

মূলধন :—অনুমোদিত—৯৫,০০,০০০৲, বিক্রিত ও আদায়ীকৃত—(ফেব্রুয়ারী ১০৲ মূল্যের সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ১,০০,০০০ টি শেয়ার) ১০,০০,০০০ টাকা।

বিভিন্নমুখে দায়ভোগ

বাবদ	৩১-৩-৩০ টাকা	৩০-৯-৩১ টাকা	৩১-৩-৩২ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০
সঞ্চয় তহবিল	২,২৫,০০০	২,২৫,০০০	২,২৫,০০০
অন্যান্য তহবিল	১৪,৭৬,৪১১	১৪,৭০,৩৪৪	১৪,৭০,৫০৪
ঋণ	১,১৩,৫৫৪	১৫,১০,৩৬০	২৩,৭৭,৫৮০
জের (অনুর্দ্ধিষ্ট লাভ)	৭২,১২১	৩০,৭৩৫	১১,১২১
মোট	৩১,৪৬,০৭৫	৪৪,৪০,৪৪৯	৪৭,৩৬,২৬১

সম্পত্তি :

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১৮,০৪,১৩৭	২৬,৩০,৫৮০	৩৭,১৭,৩৪১
অন্যান্য	১৪,৪১,৫৪৩	১৮,১১,৫৩৪	১৮,৬১,৩৪৭
মোট বন্ধ সম্পত্তি	১৮,৭৫,০১০	১৭,৪৪,১১৩	১৭,৭৮,০১৩
তাহাদের (চলতি) পক্ষে			
বিক্রেতাদের অর্থ	৮৬,৪৪১	১,১১,১৪৭	১,৭৬,১৭১
দায়ভোগ	৪,০১,১৫১	৪,৪৫,৭১৪	৪,১৪,৪৩১
অন্যান্য দায়	১,১১ ১৫৮	১,৩৭,৪৪১	১,৯১,৭১৭
খুচরা পাওনা	৮,৮০ ৪৭৫	১৮,৪৪,১৭৪	১৭,১০,১৪০
ঋণ বিনিয়োগ	২৭,১৪৪	২৭,১০৩	২৭,১৪৪
লাভ	১,৯৩ ৮৭৩	৩১,৭৪০	১,১০,৪৫৮
মোট	৩৬,৭১,৩৭	৪৮,৩০,৪৩৩	৪৭,৩৬,২৬১
ঋণ-সম্পত্তি	১৭,৯১,৩৭১	১৭,৮৬,৪৪৩	৩৪,৮০,২৪৩

করণপুরা ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড

(ম্যানেজিং এজেন্টস—বার্ণ এণ্ড কোং, লিঃ)

—:০:—

করণপুরা ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানীর ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার লইয়া কিছুদিন যাবৎ ডাবরহাট-রাজের সহিত আমলা চলিতেছে। রাজ-এষ্টেটের আয় তাঁহার সন্তানদের মোটেল পাওয়ায় কোম্পানী ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছে। এই আবেদন পাটনা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে কোম্পানী আপিল করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া কোম্পানী পাটনা হাইকোর্টে এক আবেদন পেশ করিয়াছে। তদানী এখনও আরম্ভ হয় নাই।

এদিকে আবার রাজস্ব-রায় মিয়ার ট্রেড ম্যানেজমেণ্ট অব এষ্টেট্স এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট এষ্ট-এর বিরুদ্ধে আপিল করেন। তদানীর পর উহা এই বিভিবিহির্ভূত বলিয়া ঘোষিত হয়। কিন্তু এই রায়ের বিরুদ্ধে বিহার সরকার সুপ্রীম কোর্টে আপীল করে। ফিলহাল এই এষ্টের অনুরূপ ইস্যুর সহিত প্রত্যেকটি সরকার এবং বিহার ল্যাণ্ড রিফর্ম এষ্ট-এর প্রসঙ্গ জড়িয়াছে। এই নূতন এষ্ট-বলে কোম্পানীর কৃষ্ণাবীর উপর মোটেল জারী করা হইয়াছে। কৃষ্ণাবী পাটনা হাইকোর্টে আবার আপীল করায় হাইকোর্ট ইতিমধ্যে প্রাথমিক সরকারকে উক্ত এই কার্যাবলী করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ প্রদান করিয়াছে। এই এষ্টের বিভিবিহির্ভূত কি না পাটনা হাইকোর্ট ইহাই তাহা বিচার করিয়া দেখিবে।

গত ৩০শে জুন সমাপ্ত অর্থবৎসরের হিসাব বিকাশ কোম্পানীর ১৪।১২।৪০ তারিখের বাষ্পারিক সাধারণ সভায় গৃহীত হইয়াছে। এই বছর মিয়াদিবিহ উপ-ইজারাদারের সম্পত্তি হইতে ২,৭৪,০১৮ টন মাল উত্তোলন করা হয় এবং পাঠান করা হয় ২,৬৩,২৫১ টন।

	উত্তোলন টন	পাঠান টন
আসানসোল	৪০,৮৫৩	৪৮,৩২৬
কুলটুরা	৭৮,৫১৬	৬৮,৩৪৮
বাণ্ডরা, ইত্যাদি	১৩,৭১৩	৭,৫১৬
বেলীয়া	৪৪,৩২৩	৪৭,২১৬
সোনা "সি"	১৩,৮৪৮	১৮,৩১৪
সিমলা	৮৪,৬৬৩	৮৭,৩৮০
মোট	২,৭৪,০১৮	২,৬৩,২৫১

উপ-ইজারাদারের সম্পত্তি—সমতলের "বি" ও "সি" বহু সম্পত্তি উপ-ইজারার বন্দোবস্ত এই বছর সম্পন্ন করা হয় এবং প্রেমেয়মটী ৪০০৲ টাকা মূল্যের বন্দোবস্ত অবশিষ্ট পাওনা ৪,৪০,৪০০৲ টাকা গৃহীত হয়।

আলোচ্য বছরে আসানসোল সমতলের বা পাওনার বকেয়া খোলাদি খাতে আয় হ্রাস পাইয়াছে। অন্যান্য খাতে ৩,৩৯৩৲ আয় বাড়িয়া এবং পূর্ববর্তী বছর মালের অতিরিক্ত দরুণ ১,২০,১৮১৲ সমেতমোট ১,১৪,৯৭৯৲ টাকা কোম্পানীর দেয়রে সমাপ্ত প্রদান বা করিয়া পরবর্তী হিসাবে অতিরিক্ত লাভের মোট টাকা রাখিয়াছে।

আর্থিক বছর	৩০-৬-৫০ টাকা	৩১-১২-৫১ টাকা	৩০-৬-৫২ টাকা
উত্তোলন (টন)	২,৭৪,০১৮	৩,১১,০৪৪	২,৩৬,৭৭৭
পাঠান (টন)	২,৬৩,২৫১	৩,১৮,৮১৪	২,৩১,৪৭১
রেলরাদি	১,৫৩,৯৮১	২,০৪,৫৭৮	১,৩৩,৯১৪
বীট লাভ	১১৭	১,৯৮,৪৬১	১,১৬,৪৫৮
ভাড়া		৬৪,০০০	৫৫,০০০
অন্যান্য	৩,৩৯৩	৩,৯৩৭	৪,৭১৭
মোট ; অতিরিক্ত লাভ	১,১৪,৯৭৯	১,৯০,১৮১	৯১,৮৫১
দেয়রে সমাপ্ত—			
অতিরিক্ত	——	——	——
ডাইভার্স	——		

আলোচ্য পরবর্তী অন্তর্বর্তী এবং কোম্পানী ও রাজস্ব-সমতলের সহিত আমলার মামলা মোকদ্দমা চলিতে থাকায় পরিচালকগণ এইরূপে কোম্পানী সমাপ্ত বিলম্ব না করিয়ার নিমিত্ত অতিরিক্ত সমাপ্তনী নীতি পরিচালনা বিবেচনা করেন। এজন্য তাহারা ম্যানেজিং এজেন্টস্ অফিসের প্রদেয় অতিরিক্ত প্রদান করিতে রাজিনামা এবং এই টাকা মাসে-সমতল দেয় টাকা হইয়াছে।

মূলধন : অনুমোদিত ৪০,০০,০০০৲ বিভিন্ন ও আদায়ীকৃত ৩০,০০,০০০৲ ; প্রেফারেন্স ১০৲ মূল্যের এবং সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ১৫,০০০টি অতিরিক্ত ও ৫০,০০০টি ডাইভার্স পেয়রে।

বিবিধ পত্রের সারাংশ—

	৩১-৮-৫৪ টাকা	৩১-১২-৪৩ টাকা	৩১-৮-৪৩ টাকা
দায় :—			
মূলধন আদায়ীকৃত			
অংশঃ	১৫,০০,০০০	১৫,০০,০০০	
ডিবেঞ্চার্স	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	২,০০,০০০
সঞ্চয় তহবিল	৩১,৯৬,৪৮১	২৪,৩৯,৭৭৭	২৪,৩৯,৭৭২
অন্যান্য তহবিল	৭০,৩১৯	৭০,৪৪১	৪০,৩১৯
ঋণ	১১,০৫,৩৭১	১৪,৪৬,৩১০	১৪,৬১,৯৪২
ঋণ, অবধীত দায়	১,১৬,৮৭১	১,২০,১৮১	৩১,৮৪১
মোট	৬৪,৩৭,১৩৯	৭০,৭৩,৩৪৯	৭০,৩৯,৭৭৩
সম্পত্তি :—			
মোট বন্ধ সম্পত্তি	৩১,৬৮,১৭৬	৪০,৪৫,১৭৫	৪০,৩৯,৬৪৩
অবচয়	১১,১৪,৬০২	১১,১২,৯৭৬	১২,৫৭,৩৩৬
নীট বন্ধ সম্পত্তি	৩১,৫১,৫৪৪	৩১,৩৭,৯৮১	৩১,১১,৭০৭
বাকী পাওনা	৭,১৮,৯০৪	৫,৩১,৫০১	৮,২১,২১২
ঋণ বিনিয়োগ	১৫,৩১,৫৪৪	১০,১৮,১৪৪	১০,৫১,১৭৫
নগদ	১,০৮,৩২৩	৩,১৩,৩১৪	৫১,১৭৭
মোট	৬৪,৩৭,১৩৯	৭০,৭৩,৩৪৯	৭০,৩৯,৭৭৩
প্রকল্পনি	৩০,৮৪,৫৮১	২৯,৪৩,৭৭৭	২৯,২১,১৬৪

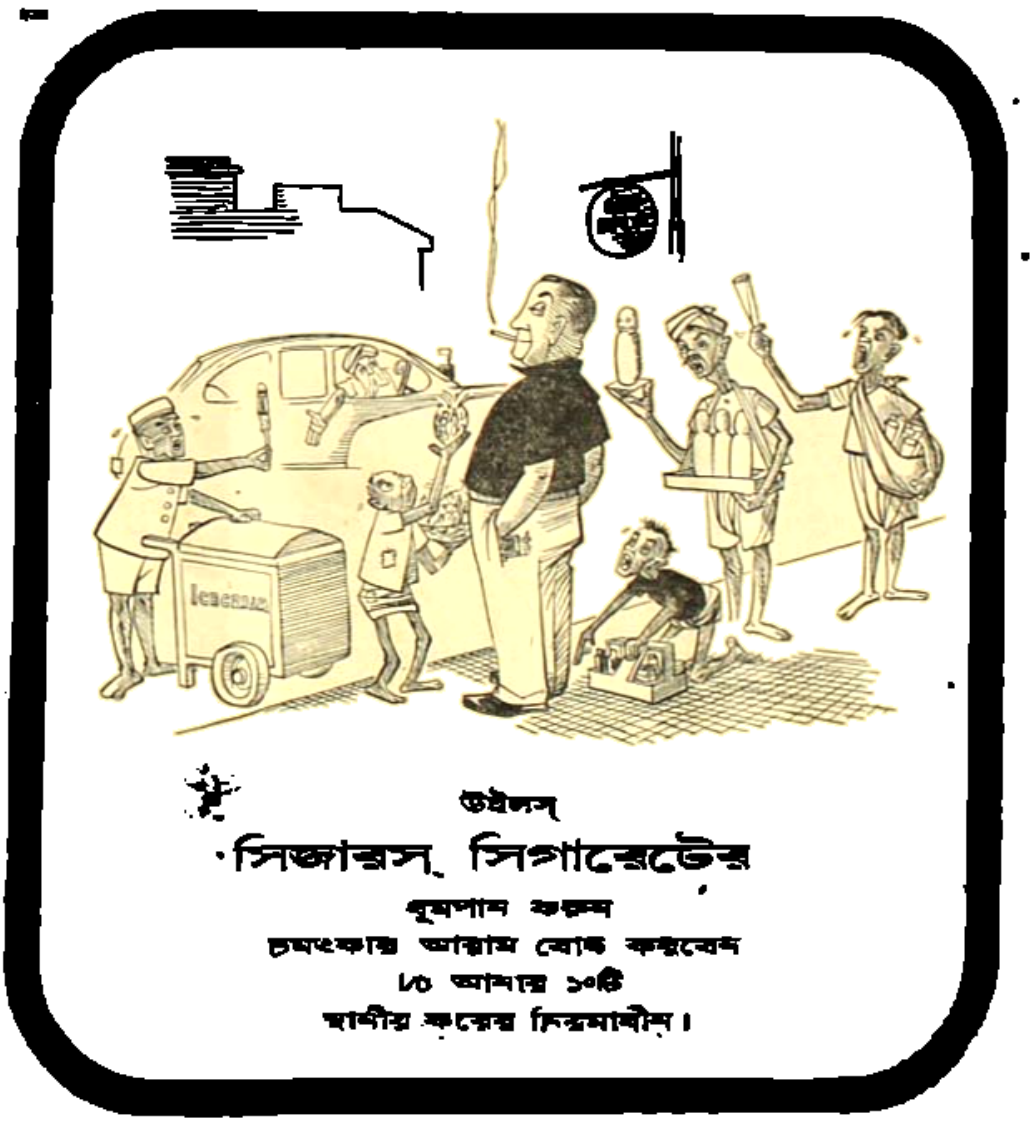

The Imperial Tobacco Company of India Limited, Successors to W. D. & H. O. Wills, Bristol & London. Cigarettes made in India.

পশুচারণের ব্যবস্থা—

উৎপাদন বৃদ্ধির নয়া ব্যবস্থা

১৯৪১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারত তুলা ও চিনি সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী ও পাট-সম্পর্কে শতকরা ৮১ ভাগ স্বাবলম্বী হইবে যাহাতে পরে তাহার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থার সমন্বয়সাধনের এক দশসালী যোজনা করা হইয়াছে।

এই যোজনা অনুযায়ী ১৯৪৯-৪০ সাল অপেক্ষা ১৯৪০-৪১ সালে ৫ লক্ষ ১৫ হাজার গাঁইট অধিক পাট ও দেশী এবং ১৯৪১-৪২ সালে আরও ৬ লক্ষ গাঁইট অধিক তুলা ও ১২ লক্ষ ৫ হাজার গাঁইট অধিক পাট উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

দশসালী যোজনায় রচিত হইয়াছে তাহাতে খাদ্য-শস্য, তুলা, পাট ও চিনির উৎপাদন ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে এইরূপ হইবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে :—

১। সংরক্ষিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ এক লক্ষ টন;

২। ভারত সরকারকর্তৃক নির্দ্ধারিত খাদ্যশস্য উৎপাদন;

৩। চিনি ও তুলা সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণতা;

৪। পাট সম্পর্কে শতকরা ৮২ ভাগেরও বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণতা।

৫। কেবলমাত্র সিন্ধুপ্রদেশে বোম্বাই সীমান্তে এলাকা। ইহার জন্য ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে; এবং ইহা উদ্বৃত্ত অঞ্চলসমূহ হইতে সংগ্রহ করা হইবে।

খাদ্যশস্য অধিক পরিমাণে উৎপাদন করার যে পরিকল্পনা হইয়াছে তাহার তালিকাভুক্ত করা যায়, (১) পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে ১৯৪০-৪১ সালে অতিরিক্ত ১৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা এবং (২) ১৯৪০-৪১ সাল হইতে ১৯৪১-৪২ সালে ১০ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করা এবং এইরূপ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে মোট ৩০ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।

ইহা ছাড়াও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অন্য ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাহা হইতেছে অনাবাদী জমি উদ্ধার ও জলসেচের ব্যবস্থাদি করা। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য (১) ৭১৮ হাজার একর পতিত জমি উদ্ধার করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে, (২) তিন হাজার ট্রাক্টরের যোগান করার ব্যবস্থা হইয়াছে, (৩) যাতায়াত চালের জন্য সময়ে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাহাতে সম্ভবপর হয় সেইরূপ জমির উদ্ধারসাধন, এবং (৪) রাজস্বসংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনার সাহায্য গ্রহণের দ্বারা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দ্ধারিত পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।

তুলা—

দেশে বৎসরে ৪০ লক্ষ ৭ হাজার গাঁইট তুলার ও ৭ লক্ষ গাঁইট বিদেশী তুলার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ১৯৪১-৪০ সালে ভারতে ২১ লক্ষ ৭০ হাজার গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। পরিবর্ত্তন হিসাব অনুযায়ী ১৯৪০-৪১ সালে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ ১৫ হাজার গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইবে। ১৯৪১-৪২ সালে আরও ৬ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইবে। এবং এইরূপে নির্দ্ধারিত ৪১ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পাট—

প্রতি বৎসর ভারতের যে পরিমাণ পাটের প্রয়োজন হয় তাহা হইতেছে ৭০ লক্ষ ৫ হাজার গাঁইট। ১৯৪৯-৪০ সালে ৩৩ লক্ষ ৬৪ হাজার গাঁইট পাট ও দেশী উৎপন্ন হইয়াছিল। পরিবর্ত্তন হিসাব অনুযায়ী ১৯৪০-৪১ সালে আরও ৮ লক্ষ ৭ হাজার গাঁইট পাট ও দেশী উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৪১-৪২ সালে আরও ১২ লক্ষ ৫ হাজার গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে—হিসাবে এইরূপ ধরা হইয়াছে।

খাদ্য-শস্যের অধিক তুলা উৎপন্ন করিবার ফলে ভারতের ৩ লক্ষ টন খাদ্য-শস্যের ঘাটতি হইয়াছে। এই পরিমাণ খাদ্য-শস্যের আনুমানিক মূল্য হইতেছে ১ কোটী ৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই অধিক তুলা উৎপাদনের ফলে ভারতের ৫০ কোটী ৫ লক্ষ টাকা আয় হইবে। আর্থিক অংকের হিসাবে দেখা যায় যে, খাদ্য-শস্যের বদলে তুলা উৎপাদনের ফলে আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ৪০ কোটী ৭ লক্ষ টাকা। এবং ১৯৪০-৪১ সালে খাদ্য-শস্যের অতিরিক্ত ঘাটতির দরুণ ৩৯ হাজার টন খাদ্য-শস্যের ঘাটতি হইয়াছে এবং উহার মূল্য ৪ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা; কিন্তু অতিরিক্ত পাটের জন্য ১৩ লক্ষ টাকা আয় হইবে এবং উহাতে ১৮ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা লাভ হইবে। ১৯৪১-৪২ সালে অতিরিক্ত তুলা ও পাটের জন্য মোট ১০৬ কোটী ৮ লক্ষ টাকা লাভ হইবে এবং ভারতের যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে।

নিখিলবঙ্গ প্রাদেশিক পাটচাষী সম্মেলন

গত ১২ই ফাল্গুনী রবিবার বিভিন্ন স্থানে পরপর পাটচাষী সভা হিল এইরূপ।

কলিকাতা—

বৈকাল—চাষী ৮৯,৩২৯ মালিকের কোটায় ১০২১, দেয়া ১০৫, তলবে ১০৬, বাকীর পিসাবে ৭২১, চিনি ১৩,৭৫০, ভারা ৭৮১, রেড়ি ৮৫,২০০, তিল ৭২ ।

তৈলবীজ—রেড়ি ডাই বড় ৩৫/-৩৮/, ছোট ২৮/-৩২/, তিসি ৩৪৮০-৩৪৯০, বাদাম দেশী ৩৮/ চায়না ৩৯০, পোলাদ ২৫০, তিল লাল ৩৮৫০, কালা ৩৬/-৩৭/, মহুয়া ২৭৯০, বেড়ি ৩৪৯০।

তুলাই—মটর লাল ১৯৯০ পৈরা ১৯/, তুলা সুরু ১২/, মধ্য বড় ২৪৯০, ছোট ২৩/, অকুর বাদল ১৭/, খেলারী বাদলা ১৭/।

ডাল—মুগ ২৭৯০, অড়হর ১৫০ ২৪/, মসুর বড় ১০/, ছোট ২৪৯০, মটর ২২/, ছোলা ২৩৯২৪/, অড়হী ২৫৯০।

চাউল—

তুলাই—মটর (সরু) ১৯/, ঐ দেশী ১৮/, বাদল ১৬/, মুগ ২০/, মধ্য ২২/, গুড় ১৯/, তিসি (বেআইনী) বিক্রী) ৪৫/, খাজরী ২৯/, ঐ (আইনি বিক্রী) ৪০/-৪৪/।

তৈল ও তৈলবীজ—রেড়ি ৩৯০, চিনাবাদাম ২/-২৯/, কুলাবীজ ১৬৯০, সরিষা তৈল ৮৪/, তিসি তেল ৬৯০।

চাল—

চিনাবাদাম তৈল ৪৫৯/, চিনাবাদাম খোসা ২১৯ ১৮/, বেড়ি তৈল ৫৮০/।

চাল—

খাজা-গজা—ছোলা ১৫/, মুগ ২০/-২২/, মসুর ২/, অড়হর ১৮/, মটর ১৮/।

ডাল—মুগ ২৫/, অড়হর ২১/, মসুর ২৭৯০।

তৈলবীজ—সরিষা ৩৯/, তুলাবীজ (কলা) ১১/, কাদো ১২৯০, লাল তিল ৩৮/, চিনাবাদাম ২০/।

তৈল—সরিষা ৮০/-৮৪/, তিসি খাদার ৭০/, ঘানা ৭০/, নারিকেল ১০২, তিসি ৬৮/, বেড়ি ৭৫/।

তৈল—সরিষা ১৪/, তুলাবীজ ১০/, তিল ১৪/।

কলা—কলা ৬০/-৮০/, মোহনভোগ ৫০/, মর্তমান ৪০০/, কাঁচকলা ৮৫/-১১৫/, কাঁদি ২৫/-২৫/, কিস্তি ৫০/-৮৫/, শুকনো কলা ২০৫/।

ডাঃ সুধীরকুমার দত্ত

ডাঃ সুধীরকুমার দত্ত এল বি, এম এস (ইলেণ্ড) (৫৩ আমাদের ইং কলিকাতা) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সিনিয়র সার্জিক্যাল অর্থোপেডিক সার্জেন নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯৩০ সালে ডাঃ দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম বি পাশ করেন এবং ১৯৩৭ সালে ইংলণ্ড হইতে সার্জারীতে ফেলোশিপ লাভ করেন। বেলগাঁ অবস্থান কালে এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েতে চাকুরী করিবার সময় তিনি লাক্ষন হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বিহুবাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চেষ্ট সার্জন এবং মোরা হাসপাতালের সিনিয়র সার্জন ছিলেন। লক্ষন হাসপাতাল, মি জয়েল অর্থোপেডিক হাসপাতাল; মি ম্যাট জোন্স অর্থোপেডিক হাসপাতাল, মি ক্লিনিক অব সার্জেন ব্রাইট প্রভৃতি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে অর্থোপেডিক সার্জারী সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষালাভের পর তিনি সম্প্রতি দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্য্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্ম্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ব্বরহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পরেন্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্য্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা-১।

সোনার বাজার—

সপ্তাহের শেষদিকে বিলক্ষণ উন্নতি

—:০:—

কলিকাতা, পহিলা ১৩ই জানুয়ারী—এ সপ্তাহের শুরুতে কলিকাতায় সোনার বাজারে বেশ চড়া ভাব ছিল।

কলার সোনার বেশ চাহিদা ছিল। বাজারদর সোনার একটা ঘর বাই ১৪৯৷৵০ দরে হাতবদল হয়। এবং বেশন সোনার বিক্রয় হয় ৫৬৷৲ টাকা দরে।

গাঁ-বিভাগে হাজরা ৩৭৲ টাকা দরে খুচরা ৩৮৴০ আনা দরে বন্ধ হয়। টিকিয়া ২১৸৲ টাকায় ও রিলারেল ২৪৷৵০ আনা দরে ছোট-বেলা হয়। ছাপনায় ২৮৷৵০ আনা মূল্য পরিলক্ষিত হয়। ফ্রয়েন ৩৩৲ টাকা দরে কাজ-কারবার করে।

ইন্ডিনীয়ারিং বিভাগে এতদ্ব্যতীত ইণ্ডিয়ান আয়রন ষ্টাইল অন্যান্য কোনো সোনার ফরমায়েসই ছিল না। কিন্তু এ বিভাগের অন্যান্য সোনার মূল্য অপরিবর্তিত থাকিতে দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩৪।০ আনা দরে খোলে কিন্তু অবশ্য পরে ইহার সহিত ক্রয় বাবিয়া ৩৪৷৵০ আনা হইয়া যায়। ইহা ফরমায়েসও কোন কালে সপ্তাহ ২৫।০ আনা হইয়া ট্রিবিয়া ২৪৷৵০ আনায় আসিয়া ঠেকে।

বিবিধ বিভাগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল ইণ্ডিয়ান। এই সোনার কর্মচঞ্চলতা বিশেষভাবে দেখা যায়। ৩৩৷৵০ আনা দরে খুলিয়া ইহা ৩৩।০ আনা হয়, এই দরে বিক্রয় পরিলক্ষিত হইলেও ক্রয়ের মূল্য আরও উঠিয়া যায়। ফলে শেষে ইহা ৩৩৷৵০ আনা হয়। ইহার পর পরই ট্রিবিয়া সোনার দর পরিবর্তিত হয়। ইহা ৩৩৷৵০ আনা হয়।

ফালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ১৯৲ টাকা দরে খরিদার পায়। পরে ইহার চাহিদা অবশ্য বর্দ্ধন হয়ার ফলে ইহার দরও বৃদ্ধি ঘটে। ইণ্ডিয়া টাবলিশ এক সময় ৮৬৷৵০ আনায়ে উঠিয়া আসে এবং শেষ পর্যন্ত দর ৵০ আনা হ্রাস পাইয়া ৮৬৷৵০ আনা হইয়া দাঁড়ায়।

সপ্তাহের শেষে দিকে বাজারে বিলক্ষণ উন্নতি ঘটে। গাটের সোনার চড়া দরে বিক্রয় হয় এবং ইণ্ডিয়ান আয়রনের কাজ-কারবারও হয় অধিক পরিমাণে। এই দুই প্রকার সোনারের কেনা-বেচার লক্ষণ বাজারে কাজ-কারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি দেখা যায় সুস্পষ্টভাবে।

গাটবিভাগে ফোর্ট উইলিয়ম, ডিনিসিস এবং ওরিয়েন্ট সোনার যথাক্রমে ৪৮৲, ১৪৯৲ ও ১৩৮৲ টাকা দরে অধিক সংখ্যায় কেনা-বেচা হয়। ব্যবসায় লাভের বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮৷৵০ আনা হয়। ছাপনায় ৩০৷৵০ আনায় কাজ-কারবার করে।

কলার সোনার এ সময় বুধ থাকে। কিন্তু এদিকে বাজারের আগ্রহ বিশেষ দেখা যায় না। বেলল ৫৭৲ টাকা পর্যন্ত ক্রয় এবং আমাদ গাবেটের ৩৪৷৵০ আনা হয়। ব্যবসায় ১৪৷৵০ ও ১১৷৵০ আনায় দরে খাঁটা-আনা করে।

ব্যাঙ্কারদের হালচাল

ব্যাঙ্কারদের ডিভিডেন্ড—৲ মূলধন (১১৬১) ৩৫ ৯৩৷০ ১০৷০ ; ২৷০ মূলধন (১১৬৪) ৩৫ ৯৬৷৵০ ; ৩৷০ মূলধন (১১৬৬-৬৭) ৩৫ ৯৭৷৵০। ব্যাঙ্ক—ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (এলাহাবাদ) ১৫৩৷০ ; ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ১০৯৷০ ১১৯৷০ ; ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (এলাহাবাদ) ৫৭৷০ ৫৭৷০ ; ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পুরা আনারী) ১৯৯৲। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ৪৭।০ ; বেঙ্গল কোম্পানী—ইন্ডিয়ান ষ্টীমার্স লাইট বেঙ্গল ৪৮৷০। ব্যাঙ্কের অন্য—ব্যাঙ্কার্স ইউনাইটেড ১০৬৷০ ১০৯৷০ ; কোম্পোরাম ২৩৷০ ২৩৷০ ; মিউ মিউনিসিপ্যাল ৪৮৷০ ৪৯৷০ ৪৮৷০ ৪৯৷০ ; ঐ (প্রেফ) ৪৯৷০। অন্যান্যদি—এসোসিয়েটেড ৩৬৲ ; এসোসিয়েটেড মেটকাফ ৩৬৷০ ; বেঙ্গল ৪৩৲। বরানগর ১৪৬৷০ ১৪৯৷০ ১৪৬৷০ ; ঐ (২য় প্রেফ) ১০৷০ ১০৷০ ; মেটকাফ ইণ্ডিয়া ৬৮৷০ ৬৮৷০ ৬৮৷০ ; কামারহাটি ৬৮৷০ ; মেটকাফী ৩১৷০ ; ওয়েষ্টার্ন বেঙ্গল ৬৬৷০ ৬৬৷০ ৬৬৷০ ৬৬৷০। পাটকল—আলমবাজার ১৭৯৷০ ১৭৷০ ১৭৷০ ১৭৮৷০ ; আলেকজান্দ্রা (প্রেফ) ১১৪৷০ ; বালী ২৬৲ ২৬৲ ; বরানগর ২৩০৲ ২৪৫৲ ২৪৯৲ ২৪৯৲ ; বেলভিডিয়ার ৩২৭৲ ৩২৮৲ ৩৩০৲ ; বজবজ ২৪৮৲ ; ক্যালিডনিয়ান ২৪৫৲ ; চাঁদনানী ২০২৲ ২০০৲ ২০৯৲ ২০৪৲ ; চিত্তির ২৮২৲ ; ডালহৌসী (প্রেফ) ১০৬৲ ; হেষ্টী ২৭৭৲ ২৭৬৲ ; ফলতায় ৩০।০ ৩০৷৵০ ; ফোর্ট গ্লষ্টার ৪৪৫৲ ; হুগলীচাঁদ ৪৯।০ ; হাওড়া ৩৭৷৵০ ৩৮৲ ৩৮।০ ৩৮৷০ ৩৮৷০ ৩৮৷৵০ ৩৮৷০ ৩৮৷০ ৩৭৷৵০ ৩৮৷৵০ ৩৮৷০ ৩৮৷০ ৩৮৷০ ; ইণ্ডিয়া ২১৮৲ ২১৯৲ ২২০৲ ২২১৲ ২১৭ ২১৭ ২১৯৲ ; জাজিয়ারা (বি) ১৯৭৲ ; কিনিসন (প্রেফ) ১৫৩।০ ; জ্যাকসন ২০৮৲ ২১০৲ ; লরেন্স (প্রেফ) ১৯৯৲ ; মেসার্স ১৭০৲ ১৭১৲ ; ন্যাশনাল ২৯৯।০ ২৯৯৷০। মর্ডক ১৪৪৷০ ১৪৬৷০ ১৪৪৷৵০ ১৪৬৷০। নর্থব্রুক ৮১৲ ৮২৲ ৮১।০ ; উইলিয়ম্স ২৪০৲ ২৪১৲ ২৪০৲ ; প্রেসিডেন্সী ১৬৷৵০ ৭৲ ৭৬৷০ ৭ রিলায়েন্স ২৪৯৷০ ২৪৬৷০ ২৪৬৷০ ২৪৬৷০ ২৪৭৷০ ; রিষড়া ১৯৬৷০ ; ইউনিয়ন ২০৭৲ ২০৭৲। বিবিধ কোম্পানী—আশা কর্পোরেশন ৩৷০ ৩।০ ; অমলিগেমেটেড, টিন ১৷০ ; ডিনিসিন মাইনস ১১৮৷০ ১১৯৷০ ১১৬৷০ ; ঐ (প্রেফ) ৭৬৷০ ৮৲ ; ইণ্ডিয়ান কপার ৯৷০ ৯৷০ ৯৷০ ৯৷০ ; কলকাতা

সেভ গালস্টেট ১৯১৮; ইণ্ডিয়া ফিল ৬৮৮ আমার এন্ড নিগেল্ট ৮৮৬৮; সেন্ট্রাল ৫৩ কেমিক্যাল ১৯৬৮ ১৯৬৮ ১৯৬৮; ঐ আসাম ওয়েল্ড ইলেক্ট্রিক ব্যাঙ্গালোর ইলেক্ট্রিক ইন ১৯১৮; ব্রোমকট ৫৩ কোং ১৮; ব্রিটিশিয়া ইন্ডিয়াল ১; সার্ড ৫৩ (প্রেফ) ১৯১৮ ইণ্ডিয়ান আয়রন ৫৩ ইন ১৯৬৮ ৩৮৮ ৩১৮ ৩৯৬৮ ৩৬৮ ৩১৮ ১১৬৮ ৩৬৮; ঐ (প্রেফ) ইণ্ডিয়ান ম্যাগনেসিয়া কার্বি (১৯৩১) ১১৮; কুমারধুবী ইন্ডিস্ট্রীয়ালি ৭৬৮ ৮ ৮; ঐ (প্রেফ) ১০১; কার্পারিং ১৯৮ ১১৮; লক্ষ্ণৌ ইন্ডিস্ট্রীয়ালি ১৯৮; ইন কর্পোরেশন ১৪৯ ১৪৯৮ ১৪৯৮ ১৪৯৮ ১৪৯৮; ইন্ডিয়ান ফেডিলাটী ৭৮৮ ৭৮৮ ৭৮৮; মিট এন্ডিয়াটিক ইলেক্ট্রিকেল ৫৮৮ ৫৮৮ ৫৮৮; ফ্রেমিনিয়াম কর্পোরেশন ৭৮৮ ৮; মাদ্রাজী কোম্প ২৪৮ ২৪৮৮ ২৪৮৮ ২৪৮৮; বি আই কর্পোরেশন ১৮৮৮ ১৯৮৮ ১৮ ১৮৮; ইন্ডিয়ান ব্রোমাক্রাফ্ট কোম্পানি ৮৮; এম এন্ড বি ফার্মেসী ৪৮; ইন্ডিয়ান ফ্রেমিনিয়াম ১৮৮ ১৯৯; ইন্ডিয়ান কেবল ১২৮৮ ১২৮৮ ১২৮৮৮; ইন্ডিয়ান ব্রাসপাম ব্রোকপ্রাফ ৫৮৮; ইন্ডিয়ান ইন ওয়ার্কস ৮৮৮; ভারিন ব্রোকারেজ ঐ (প্রেফ) ; ব্রেটার কর্পোরেশন ১৫৮; ব্রাসপাম ইন্ডিয়ালেটর কেবল ১১৯৮৮ ১৩৯৮৮ ১৪ ১৪৮৮; ব্রোটার ইন্ডাস্ট্রিজ ৮ ৮ ৮৮৮; ঐ এন্ড কোম্পানি ১৪৮৮; ঐ (প্রেফ) ১৪ ১৪৮৮; ব্রাসপাম ও ট্রান্সপোর্ট ১৮৮ ১৯৫; বি বি ব্রেট্রোলিয়াম ১৯৮৮ ১৯৫৮৮; ইন্ডিয়া মার্কা ব্রেট্রোলিয়াম (প্রেফ) ১৩৮৮; ব্রেমল ব্রোমার ৪৪৮৮; ব্রিটোপ্লাস ব্রোমার ১৩৯৫৮; ঈস ব্রোমার ৯৫৮৮; ট্রাম্বে ব্রোমার ৩৪৯৫ ৩৫৯৫ ৩৫৯৫ ৩৫৯৫ ৩১৯৫ ৩৫; আসাম ল' ৮৯৫৮ ঐ ৯৫৮ ২৫৮৮; ব্রাসবাটা ইন ব্রেজিস্কল ১৩৮৮; ইন্ডিয়া কেমিক্যাল ব্রেজিস্কল্প ১১; ব্রিটিশ ইন্ডিয়াল ৮১৫৮ ৮৯৫৮ ৮৯৫৮৮; ব্রেল এন্ড কোং ১৮ ১৮৮ ১৮৫৮৮; ব্রায়ার মিকীন ব্রুয়ারীজ ১১৫৮ ১৩ ১৩৮৮ ১৫৫৮ ১৪৮৮; ব্রাসবাস ১৮৮ ২৮৮৮ ২১ ২১১৮৮; চা-বাগান—ব্রাসবাটা ৬৮৮; বঙ্গলীবি ৪১ ; ব্রাসবাস ৩৮৮ ৩৯৫৮৮; ব্রাসিয়ারা ৪১ ৪১১৮; ব্রাসিকীয়া ১১৮৮ ৮৮ ১৮৫ ১৮৫৮৮; মিট ট্রেডার্স ৪১৫ ব্রেলপুর ১৩৮৮ ১৪৮৮; ট্রাই ডিকোর—৪১৮ (১১১৯১৩) ব্রাসবাটা ইন্ডিয়ালেটর ট্রাই ডিকোর ১১১৮৮।

সোনা ও রূপার দর—

কলিকাতা, ১২ই জানুয়ারী—ব্রাসা সোনা (প্রতি তোলা) বম্বাই বার (প্রতি তোলা) বিলি (প্রতিযোগী) ১৪৮৮ রূপা (প্রতি ব্রে বার তোলা) ১৮২৮৮; ঐ পুতলা (প্রতি ব্রে বার তোলা) ৪৮২৮৮।

ব্রোকার বম্বাই ৫৩ ব্রাসার্ট, ১৮ পোয়ালে ব্রেল।

বোম্বাই সোনা রূপার দর

বোম্বাই, ১২ই জানুয়ারী—ব্রাসা সোনা ১১৮৬৮৮; বিলি ১৪৮৮; রূপা ১৯৭৮৮।

সহজে আর কম-খরচে

কাজ তুলুন

কৃষিজীবী, খনি ও রেলের মজুর, পথনির্মাণকারী—এঁরা প্রত্যেকেই পরখ করেন টাটা এগ্রিকো-র বেলচা। বিশেষ শ্রেণীর হাই কার্বন ইস্পাতের তৈরী এই বেলচা খুব টেকসই হয়, সেই জন্য শেষ পর্যন্ত সস্তা পড়ে। গড়নটি অত্যন্ত বেলচার মতো কাজ করার পক্ষে খুবসই, ফলে এই বেলচা দিয়ে কাজ করতে পরিশ্রম কম হয়, সময়ও বাঁচে!

টাটা-র এগ্রিকো যন্ত্রপাতি

প্রাপ্তিস্থান : বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, অমৃতসর, জামশেদপুর, বিরজাপত্তন ও লোহারডাগা

এগ্রিকো কিনলে নিশ্চিন্তে কাজ হয়।

অগ্নি নিবারণের উপায়

ডাঃ হেঁড়ুর আই, ইউনিভার্সল

অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রতিবৎসর পৃথিবীর নানাস্থানে যে বিরাট পরিমাণ অর্থ নষ্ট হইয়া থাকে তাহা সকলেই অবগত আছেন। অগ্নিকাণ্ডের ফলে কোটি কোটি টাকা মূল্যের অসংখ্য বিলাস দ্রব্য ও বড়ো বড়ো ইমারত এখনও ভস্মসাৎ হইয়া যায়। তাহার এই বিরাট ক্ষতির নিবারণের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ যে নানাভাবে চেষ্টা ও গবেষণা করিতেছেন তাহা খুবই স্বাভাবিক।

ফ্রান্সে অগ্নিকাণ্ড নিবারণ ও নির্বাপনের নূতন নূতন কার্যকরী উপায় উদ্ভাবনের জন্য বহুদিন হইতে চেষ্টা ও গবেষণা চলিতেছে। ইহার একটি কারণ হইল এই যে, ফ্রান্সের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ অত্যন্তই অসচ্ছল অবস্থায় বাস করে। সেখানে অগ্নি দুর্ঘটনার পরিমাণ এত বেশি হওয়ার অবশ্যই ইহাদের প্রধান আশ্রয় হইবার। ফলে অগ্নিকাণ্ডের সময় ফ্রান্সেরও বিভিন্ন স্থানে বহু খ্যাতনামা অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ফলে তাহার বিরুদ্ধে অগ্নিনাশ ব্যবস্থারও নূতন নূতন উপায় আবিষ্কারের চেষ্টা বহু হইয়াছে। ফ্রান্সের অগ্নিকাণ্ড গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি তাহাদের কার্যাবলীর একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে ফ্রান্সে বর্তমানে এই সম্পর্কে যে সকল গবেষণা চলিতেছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

কালিফী বিভাগ হইতে বর্তমান যুগে অগ্নিকাণ্ড নিবারণের কতকগুলি আধুনিক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। যেমন—স্প্রের ডাইনিমুক ফাইব্রিনিটির মূল বর্তমানে আর নিহিত নাই। কিন্তু তবে তবে তাহার আবশ্যকতার নূতন বিষয়টি ঘটিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেন্ট্রাল ও বৈজ্ঞানিক লাবরেটরীর যান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে দুর্ঘটনার মূলে অগ্নিকাণ্ড হইবার আশঙ্কা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনি অগ্নিকাণ্ড নিবারণের ব্যবস্থাও তেমনি সহজ হইয়া আসিতেছে।

অবশ্যকালের মধ্যে অগ্নিকাণ্ড নিবারণের ব্যবস্থা নির্দিষ্টকরণ-পদ্ধতির মধ্যে একটি চমকপ্রদ পদ্ধতি নির্দিষ্ট পাওয়া যায়। বিমান হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সের বিভিন্ন বন্দরে অগ্নিকাণ্ড ঘটে তাহার এক-পঞ্চমাংশের কারণ হইল ধূমপান করা। এক-তৃতীয়াংশের কারণ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ত্রুটি এবং এক তৃতীয়াংশের কারণ ঘূর্ণায়মান অংশগুলি।

প্রত্যেকটি অগ্নিকাণ্ডের কারণ পরীক্ষাকরে নির্ণয় করা বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু এই কার্য বিশেষ সহজ নয়। আংশিক অগ্নির পরিমাণ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু আংশিক অগ্নির বিনাশ করা অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর কার্য নয়। অগ্নি কতগুলি গৃহ ভস্মীভূত করে এবং তাহা নির্ণয় করিতে তত সময় লাগে তাহা হইতেই নির্বাপক বাহিনী সে অগ্নিকাণ্ডের কারণ বিচার করিয়া থাকে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা দেখা গিয়াছে যে অগ্নিকাণ্ডের স্থানিত্ব অগ্নি পরিমাণের আনুপাতিকসম্পর্ক নাই বটে, কিন্তু অগ্নি নির্বাপন কার্যে যত সময় বেশি লাগিবে তাহার তত বেশি তাহার প্রতিটি অগ্নিকাণ্ডের আনুমানিকভাবে বৃদ্ধি সম্পর্ক রহিয়াছে। সুতরাং বর্তমানে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী তাহাদের প্রেরিত কতকগুলি সংবাদের ভিত্তিতে কয়েকটি দলে বাহিনীকে বিভক্ত করিয়া কোন একটি বিশেষ অগ্নিকাণ্ডের জন্য অগ্নি নির্বাপক বাহিনী নির্ধারণ করা সহজ হইয়াছে।

অগ্নিনির্বাপন পদ্ধতির উন্নতি লাভ অগ্নিকাণ্ড নিবারণের উপায় নয়। অগ্নিকাণ্ড যে অগ্নির হইলে গৃহগুলি একেবারে নির্মাণ করিতে হইবে তাহাতে অগ্নি লাগিতে পারিবে না পারে। ইহার জন্য দুই দিকে গবেষণা করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ দুর্ঘটনার মূলে এমন উপকরণ ব্যবহার করিতে হইবে যাহা যেন কিছু সময়ের জন্য তীব্র উত্তাপ প্রতিরোধ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ গৃহ নির্মাণের এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে একস্থান হইতে অন্যস্থানে অগ্নি চলাচল পরিমাণ পথ বন্ধ হয়। নূতন উপকরণের দ্বারা নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট আয়তনবিশিষ্ট কতকগুলি অংশ আগুন লাগাইয়া পরীক্ষা করিলে তবে উপযুক্ত ব্যবস্থাগুলি নির্ধারণ হইতে পারে।

সেন্ট্রাল ফ্রান্সে অগ্নিকাণ্ড নিবারণ আলোচনা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ দেখিয়াছেন যে বিদ্যুৎ সরবরাহ সেন্টারে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি এবং তাহা বিনাশ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ সকলের নিকটই অগ্নি নির্বাপক কতকগুলি পরীক্ষাকার্য চালাইতেছেন। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে বিশেষভাবে প্রস্তুত আয়রন অক্সাইডের নিম্ন তার ব্যবহারের অবশ্যই উপায়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই আয়রন পদার্থগুলি পর্যন্ত দুর্বি পারিতে পারে। এই সকল পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া কতকগুলি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহাতে কার্যকরী বিভিন্ন অবস্থায় কি কি প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার নির্দেশ আছে।

অগ্নি নির্বাপকগণের একটি সাধারণ ভ্রম হইল যে। যে কোন ধরণের অগ্নি হউক না কেন তাহাতে জল প্রয়োগের ফল যে ব্যবস্থা করিয়া হয় তা ঘটাই, তাহারা তাহাদের দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে অবলম্বন হইয়া যায়। সকলের বিশেষজ্ঞ অগ্নিকাণ্ড গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষগণের একটি মূলতত্ত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে দেখানে; বিভিন্ন ধরণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সাধারণতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রের উত্তাপ আলো ব্যবহার না করিয়া হলুদ-বর্ণ হইতে প্রতিবিধিত একটি আলোর দেখা অবস্থায় অগ্নির অনেক ভয় কম পাওয়া যায়। আরো দেখা গিয়াছে যে প্রায় ২০০ ওয়াট উপর আয়ার অধিক শক্তিবিশিষ্ট আলোক ব্যবহার করিলে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা কম হয়।

অন্যান্য পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে অগ্নিনির্বাপকগণ যে উজ্জ্বল আলোটি ব্যবহার করিয়া থাকে তাহার উপর আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। উহার স্থানে উহা করিয়া আলো বাহিরে সর্বাপেক্ষা কম ক্ষতি পাওয়া যায়। এমনকি অগ্নির উত্তাপ বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতেও সমর্থ হয়।

ফ্রান্সের অগ্নিকাণ্ড গবেষণা বৈজ্ঞানিকগণ কতকগুলি গাছগাছড়ার বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্নি নির্বাপক ও নির্বাপনের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনে চেষ্টা করিতেছেন। পরীক্ষা করা হইতেছে। কুয়াশা বৃষ্টি পরিষ্কার উপযোগিতা অগ্নি প্রতিরোধক ব্যবস্থা [illegible] অগ্নিনির্বাপকগণের [illegible] ব্যবহার করা যায় এমনভাবে সহজ সহজভাবে [illegible] বিশেষভাবে [illegible]।

মি ইউনিভার্সাল প্রেস, ৩৬ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে ইউনিভার্সল ইমারতপ্রেস কর্তৃক মুদ্রিত, প্রকাশিত ও আধুনিক জগৎ অফিস হইতে ৩৯ নং মসজিদবাড়ি ষ্ট্রিটস্থিত, ২৩ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা— ১ হইতে প্রকাশিত।

মুদ্রণ-সংখ্যা : [illegible]

REG. No. C105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৩৯ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৩ চৈত্র, ১৩৪৭ ২৭ শে ফাল্গুন ১৩৪১ [মূল্য ১০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়—	৩৬৯
ভারতের চিনি-শিল্প	
প্রাসঙ্গিক—	
বন্দর ও তরণী	
চুক্তি ভঙ্গ	
হিসাবের সহিত বাস্তবিক	
অভেদ্য মিলন	
মৌখিক—	
লালুরকা কোল কোম্পানী লিমিটেড্	
বোরাচক্কী গোকুলদাস সিমেন্ট এণ্ড ইণ্ডিয়ান কোম্পানী লিমিটেড্	
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড্	

বিষয়	পৃষ্ঠা
সমাজতন্ত্রের বাস্তবে—	৩৭৩
চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি করা	
সাধারণের সাহায্যার্থে	
দেশের বাজার—	
বাজারের দেশের দিক	
বাজারের বাস্তবতা	
কারখানা সমাচার—	
ইণ্ডিয়ার জন্য পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা প্রস্তুত	
শ্রী বা স্বাস্থ্যের সমিতি	
বাজেটের ব্যাপি সাধারণের আনুষঙ্গিক ব্যয়	
বাজার সমাচার বাজারের অন্ধ বাজারি	
কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর বার্ষিকাল সম্বন্ধে আলোচনা	
কার্টার বিদ্যালয়ের দান	

ভারতের চিনি-শিল্প

চিনির গায় মিষ্ট দ্রব্য লইয়া অনেক টিকাটিপ্পনীর সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পায় এবং ইহার দুর্ভিক্ষ যাহাতে দোষ করা সম্ভব হয় তাহার জন্য নানারূপ প্রচেষ্টার কথা মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা উপায়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই বাধ্যতার জন্য সরকারী দল কতটা দায়ী এবং মিল-মালিকেরা কতটা দায়ী তাহার হিসাব গ্রহণ করা আবশ্যক। সরকার স্বয়ং চিনি-উৎপাদন করেন না, ইহারা চিনি শিল্পকে বাঁচিয়া উঠিবার জন্য কেবল সুযোগ ও সুবিধাই দিতে পারেন মাত্র। আমাদের চিনি উৎপাদনের সমস্যা বর্দ্ধিতেছে কম ওদাসীন্যের উপর। এই সমস্যা সমাধানে মিল-মালিকেরা যদি অক্ষম হন, তাহা হইলে ভারতের চিনি-সঙ্কটের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহাদেরই।

কিছুদিন পূর্বে দিল্লী-সিমলায় উপস্থিত থাকার সময় 'ফিলা অ্যাসোসিয়েশনের' সভায় তাঁহাদের চিনি-শিল্পের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিরাম গনরল তাঁহার ভাষণে মিল-মালিকদের কথা মুক্তকণ্ঠে সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই বক্তৃতায় এবং সভার সুধীর প্রস্তাবসমূহে আর যাহাই হউক না কেন, ভারতের চিনি-কলের উন্নতির ও উৎপাদন বৃদ্ধির দিকের সম্ভাবনা উহাতে দেখা যাইতেছে না। ইহার দ্বারা সরকারী প্রচেষ্টা যে ভাবে ব্যাহত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে, ভারতের জনসাধারণের পক্ষে অর্থনিধি সেই অনুপাতেই বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে। ভারতের চিনি-কল যে ভারতীয় জনসাধারণকে চিনি সরবরাহের জন্য দায়ী—এই প্রস্তাবে তাহার বিন্দুবিসর্গও মনে হয় না। মনে হয় যেন ভারতীয় জনসাধারণ ও ভারত সরকার সর্বপ্রকার অসুবিধা স্বীকার করিয়াও মিল-মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্যই দায়ী।

মিল-মালিকদের মনোভাব যদি এই সভায় ব্যক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে হয় যে, লাভের অঙ্কটা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইবার জন্যই যেন তাঁহারা উদ্গ্রীব। এই লাভের জন্য যদি শিল্প বিনষ্ট হয়, যদি ভারতের জনসাধারণ অন্য প্রকার চিনি-সঙ্কটে পতিত হয় তাহা হইলেও মিল-মালিকদের তাহাতে কোনো মাথাব্যথা নাই। গভর্নমেন্ট এ পর্যন্ত অতিরিক্ত মুনাফা আদায়ের পথে যে সব প্রতিবন্ধকতার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা দূর করিয়া লইবার জন্যই এই সভার দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে। মিল-মালিকেরা যেখানে মিলিত হইয়াছেন, সেখানে মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আলোচনা হইয়াছে সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় লইয়া। ইহাই দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়।

মিল-মালিকদের অধিক মুনাফা শিকারের পথ যদি গভর্নমেন্ট অবারিত করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহার পরিণামে কি হইতে পারে, তাহা সম্যকভাবে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। কড়া রাশ টানিয়া ধরিয়াও যখন মুনাফা শিকারীদের রুখিয়া রাখা যায় না, তখন সে রাশ আলগা করিয়া দিলে দর আরও কতটা মারাত্মক হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। অধিক মুনাফা শিকারের পথে কোনো বাধা না দিলে মালিকেরা চিনির দর অনায়াসেই বাড়াইয়া চলিবেন এবং চিনি-ক্রেতাদের সেই দরেই চিনি খরিদ করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গে চিনির অন্টেল দর বাড়িতে বাড়িতে সের প্রতি সাড়ে বার আনা হইতে চৌদ্দ আনার দিকে উঠিয়াছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের দরও ক্রমশঃ এইরূপ অচিরেই হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে। জনসাধারণের নিকট হইতে একটা ভয় দেখাইয়া কাজ আদায় করিতে চাহিতেছে 'কেবলমাত্র মিল-মালিকদের মুষ্টি ভরিবার জন্যই। কিন্তু এতদ্বারাও যদি তাঁহারা পরিতৃপ্ত না হন তাহা হইলে জনসাধারণের কিছু করিবার নাই, সরকার সেক্ষেত্রেও কিছু করিবার নাই। সেই গভর্নমেন্ট রহিয়াছে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় মিল-মালিকদের মুষ্টি ভরিবার জন্য। মিল-মালিকদেরও মুষ্টি ভরিবার অধিকার আছে, সেই সঙ্গে দেশের জনসাধারণের মুষ্টি ভরিবার ব্যবস্থা করা সরকারের কার্য।

কিন্তু মিল-মালিকগণ যদি নিজেদের পৃথকভাবে দেখেন, জনসাধারণের সহিত তাঁহারা কোনোরূপ সম্পর্ক না রাখিয়া নিজেদের মুষ্টি ভরিবার সুযোগের ব্যবস্থার জন্যই দাবীদাওয়া পেশ করিতে থাকেন তাহা হইলে তাহার পরিণাম শুভ হইতে পারে না। যে সব সরকারী ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার সহিত মিল-মালিকেরা সহযোগিতা না করিলে তাহাকে আমরা জনগণের সহিত অসহযোগিতা বলিয়াই গণ্য করিব। দেশের জনসাধারণের সহিত এইরূপ অসহযোগ করিয়া দেশের শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। চিনি-কল মালিকেরা যদি চরম উন্নতি না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বর্তমান এই মনোভাবের পরিণামও শোচনীয় হইয়া উঠিবে। তাঁহারা যে অস্ত্রের সাহায্যে আজ অতিমাত্রার সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন, সেই অস্ত্রই সময়ে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, ভারতের চিনি-কলের ভবিষ্যৎ যদি অন্ধকার হয়, তবে তাহার জন্য এই মালিকেরাই দায়ী হইবেন।

ভারতের চিনির কল ধ্বংসের পড়িয়া উঠিতে পারে এবং বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়া উঠিতে পারে তাহার ব্যবস্থা যদি ইতিপূর্বে না করা হইত তাহা হইলে বর্তমানে ভারতে চিনির কল দেখা যাইত না। বৎসরের পর বৎসর ভারতীয় চিনির কলসমূহকে সংরক্ষণ শুল্ক দিয়া বিদেশী চিনির প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিয়া এই শিল্প দেশে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। অনেক চেষ্টায় ও যত্নে এই শিল্প গড়িয়া তোলা হইল, কতিপয় মুনাফা-শিকারীর চক্রান্তে যদি তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দেশের জনসাধারণ আর কখনো চোখে দেখিতে পারে না। একথা মিল মালিকদের মনে রাখিতে হইবে।

এই সভায় বলা হইয়াছে যে, সরকারী সাহায্য পাইলে দুই বছরের মধ্যে ভারতে চিনির উৎপাদন বাড়াইয়া ১২ লক্ষ টনে দাঁড় করাইতে শিল্পপতিগণ সক্ষম হইবেন। কিন্তু মজার ঘটনা হইতেছে এই যে, চিনি-শিল্পের উন্নতির জন্য সরকারী সুবিধা দিয়া আসা হইয়াছিল যে, চিনির উৎপাদন বাড়িয়া ১৪ লক্ষ টনে পৌঁছিবে। কিন্তু কাজের বেলায় উৎপাদনের পরিমাণ ৯।০ লক্ষ টনের বেশী বাড়িতে পারিতেছে না। ইহার বৈঠকের মিল মালিক-সমিতি বলিতেছেন, তাঁহারা চাহিতেছেন যে, চিনির উপর যাহা সেস তুলিয়া লওয়া হোক, কলের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের উপর মালিকদের অন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। এসব দাবী প্রত্যেকটিই দেখিতে পাই, দেশের সহিত সম্পর্কবিহীন। চিনির উৎপাদন বাড়াইতে হইলে শিল্পপতিদের মনোভাবের পরিবর্তন আবশ্যক।

প্রাসঙ্গিক

বসন্ত ও কলেরা—

কলিকাতায় বসন্ত ও কলেরা প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম দিকের দশ হইতে পনর দিন পর্যন্ত কিছুদিন পূর্বে বসন্ত দেখা দেয়; তাহা হইতে এক সপ্তাহ এই রোগ কিছুটা কমের দিকে ছিল। তাহার পর উহা প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। গত বছরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় আমাদের পল্লীবাসীদের গড়ে ৫০ জনের মধ্যে একজন বসন্তে আক্রান্ত হয়, সে জন্য আমরা পল্লীবাসীদের গড়ে ৫০টি টিকার প্রয়োজন ধরি। এ বছর ই সপ্তাহ পূর্বে আমরা পূজার টিকা লইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছি। কিন্তু দেখা যাইতেছে, টিকা লওয়া ইহাতে পূজাপূর্তি হয় নাই। মেডিকেল রিলীফ সার্ভিস হইতে জানানো হয় যে, গত সপ্তাহে ২১৪ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়। তাহার মধ্যে মৃত্যু হয় ১৪৩ জনের; গত বৎসর এই সময় ১৮৭ জনের বসন্ত হয়, তাহার অধিক মারা যায় ৭৮ জন। এই রোগের কারণ জানা যায় নাই। হাসপাতালে যে সব রোগী ভর্তি হইতেছে তাহাদের অধিক সংখ্যক টীকা লওয়া পাওয়া যাইতেছে। ইহার কারণ এই যে, এক এক বছরের জন্য আরোগ্য হওয়াই সম্ভব। হাসপাতালে যে সব রোগী আসিতেছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই টিকা লয় নাই এমন দেখা গিয়াছে। এদিকে বসন্তের টিকা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। গত সপ্তাহে একদিনে ৫৩ হাজার লোককে টিকা দেওয়া হইয়াছে। টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয় ভাল, তাহার জন্য যেটি প্রয়োজন সেটি হইতেছে টিকা লওয়ার। সহরের প্রত্যেক অধিবাসীর এদিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। গত ১৫ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে মোট ১,৩০,৪৬৮ জনকে টিকা দেওয়া হইয়াছে। তাহার পূর্ববর্তী সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছিল ৭৮ হাজার লোককে। পর্যবেক্ষণের সময়ে আরও ৫ জন রোগে এ পর্যন্ত টিকা লইয়াছে। গতবারে অবস্থার তুলনায় ইহা কিছু কম হয়। ইহার অধিক আবার আশা করিতেছি। ১৫ই জানুয়ারী যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ৪১ জন অধিকাংশ আক্রান্ত হয়, তাহার মধ্যে ১১ জনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুসংখ্যা পূজাপূর্তি নিয়মিত দেওয়া যায় না। কিন্তু ইহা অভিযোগ করা সম্ভব। তাহার যে সকল হাসপাতালের ও ডাক্তারদের টিকার দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহারা সব হয়। অবস্থাদৃষ্টে ইহাদের ও সতর্ক হইতে হইবে। এ কাজে সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।

ভূমির বৃদ্ধি—

ভূমিরাজস্ব দেশের পক্ষে বৃদ্ধি আবশ্যক। ইহার জন্য প্রত্যেক উপায় নির্ণয় করিতে হয়। এইরূপ নির্ধারণের নিমিত্ত কখনো অতিবৃষ্টি কখনো বা অনাবৃষ্টির সময় অনুবিধা ভোগ করিতে হইয়া থাকে। কিন্তু এই সব অসুবিধা দূর করা যাইতে পারে। ভূমির বৃদ্ধি সাহায্যে। যখন বন্যা অথবা পরিমাণ বাড়িবার আশঙ্কা, তখন উপায় যদি তাহা করা যায় তাহা হইলে অনেক সময়ের অনেকটা সমাধান হইয়া যাইতে পারে। গত সপ্তাহে কলিকাতায় এ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। আলোচনা করিয়াছেন ডক্টর ই, জি, গাঙ্গুলে। তিনি কলিকাতার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় অর্থাধিকারের বিভিন্ন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের প্রধান। গত অগ্রহায়ণ মাসের অধিবেশনে ভূমির বাড়িবার বিষয় কতটা কি করা হইয়াছে, সে বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বাজারে কার্বন ডাইঅক্সাইডের চাপ প্রয়োগ করাইয়া লিয়া ভূমির বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে বাকিপুর মুজফ্ফরপুর এলাকায় পরীক্ষা করিয়া ইহা দেখা গিয়াছিল। যে কোনো সময় যে কোনো আবহাওয়ায় এই ভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রয়োগ করাইলে অধিক বাড়িবার সম্ভব নহে। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অনেক কিছু প্রয়োজন। চাপ পরিমাণ করা, মেঘের ঘনত্ব নির্ণয় করা ইত্যাদি যাবতীয় পরীক্ষা পূর্বাহ্নে করিয়া লইতে হয়। যাহাই হোক, এই উপায়ে ভূমিবৃদ্ধি করানো যদি সম্ভব তখন বৈজ্ঞানিকগণ অধিক গবেষণাদ্বারা দেখিবেন, এই সব কাজে আমাদিগকে করিতে হইবে। উপযুক্ত চেষ্টা অবশ্য কর্তব্য। কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে। ভূমির উন্নতি ও বৃদ্ধিসাধন পথের অন্তরায় যেগুলি সেগুলি বৈজ্ঞানিকগণ দূর করুন, উহার সন্ধান জানা করে। অতিবৃষ্টির আধিক্যে ভূমির বিনা বিনষ্ট বন্ধ আধিক্য সম্ভব হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা যাহাতে মানুষ কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে তাহার প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত না পাইলে অধিকার সম্ভব নহে। খুব উচ্চশ্রেণির মানুষ যখন সাধারণ ব্যক্তিদের উচ্চে পড়ে তখন তাহারা সুস্থ সমাধানের কথা ভাবিয়া পরিত্যাগ উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। এইরূপ চেষ্টার ফলে আর্থিক বোঝা আসিয়াছে, হাইড্রোজেন বোমাও আসিয়াছে। কিন্তু এই সব শক্তি কাজে এ পর্যন্ত নিয়োগ করা যায় নাই। অনেকে আশা করেন এখন উহাদের প্রয়োগ হইবে বলিয়া আশা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টায় সকল দিকে দৃষ্টি এই সংকটে নিয়োগ করা হয় তাহার জন্য বৈজ্ঞানিকদের উপায় ও সতর্ক হইতে হইবে।

বিমানের সহিত বাণিজ্য—

জাহাজের সহিত বিমানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অনেক কালের। প্রতি বৎসর ফুলবাতি, কাঁচা পশম ও চামড়া পূর্ব বিমান হইতে জাহাজে আসে। এ বিষয় এই আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য-বন্ধ বিমান হইতে জাহাজে যে সব পণ্য যোগিত হইত, এখন তাহা জাহাজের পরিবর্তে টীনে প্রেরণ করা হইতেছে। জাহাজে এই সব পণ্য না আসায় অনেকে মনে করিতেছেন যে, ফুলবাতি আসন ও কিসমি আমদানি মূলিকাপন্ন বন্ধ যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে পরবর্তীর অসুবিধার সময় এই সব পণ্য জাহাজে আমদানি করা সম্ভবপর নহে। অবশ্য কেহ কেহ এইরূপ আশা করিতেছেন যে, বিমানের পূর্বাঞ্চল টীনা কমিউনিস্টদের দখলে চলিয়া যাওয়ায় বিমানটী পণ্য জাহাজে আমদানি করা যাইবে না। বিমানটী বাণিজ্যিক টীনা কমিউনিস্টদের বিরোধী পণ্যাদি বিমান করিতেছেন। আবার আর কিছু সময় টীনের ফুলবাতি, কাঁচা পশম ও চামড়া পূর্ব বিমান হইতে জাহাজে আসিতে থাকিবে। নূতন পরিস্থিতির সময় এই বাণিজ্য আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও অনেক পণ্য চাকার মোবাইল বোম, বিমানবিরোধী ও বিমানবিরোধী বিমান হইতে জাহাজে আসিত। তাহার আসা বন্ধ হইয়াছে। এই সব দ্রব্য বিমান হইয়া প্রথমে আসিত জাহাজে এবং সেখানে পরে পরিবহণ করা

যাইতে তাহা প্রেরিত হইতে চাহি না। কিন্তু এখন চীনা অভ্যাগত এই সব পুরুষের ঘর এত কম, তাহা উহারা বলিয়াছেন যে, আমাদের আতিথ্য তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহা হইতে অবশ্যই আমরা বলিতে পারি যে, চীনারা এই সব জায়গা সম্পর্কে চিরকালের নিমিত্ত হইতেই গিয়াছেন। তিব্বতের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কে কিছুটা অতিরঞ্জন রহিয়াছে—তাহা এই সব আলোচনা হইতেই কিছুটা আন্দাজ করা যায়। যে সব পশম তিব্বত হইতে আসিত, এখন সাহেবকে তাহা চীনের বাজার হইতে ক্রয় করিতে হইবে। চীনের বাজারের সঙ্গে তাহার কাজ চালাবার আগে, চীন হইতে তাহার সাতাশ লক্ষ হাজার টন চাউল ক্রয় করিতেছেন; এই সব কারণে তিব্বতের সহিত সম্পর্ক ভারতের বন্ধ হওয়াতেও উদ্বেগের কোনো কারণ নাই।

শুভেচ্ছা মিশন—

বর্তমান সময়ে একটি শুভেচ্ছা মিশন বিদেশে পাঠানো হইয়াছে। বর্তমানের পরিস্থিতিতে বৈদেশিক মিশনের প্রয়োজন যে অত্যধিক, ইহা কেহই স্বীকার করিবেন। গত বৎসর দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে বহু লোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায় এবং তাহার উপকণ্ঠে সাময়িক ভাবে বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছেন। নিজেদের বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ অনিশ্চিতভাবে দিন যাপনের অপ্রীতি বা উৎসাহ কাহারও নাই। সে পরিস্থিতি ও ব্যথা হইতেই তাঁহাদের এখানে আসিতে হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের জন-নায়কগণ যদি সেখানে থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের সঙ্গে অনেকে হয়তো স্ব স্ব দেশে থাকিতে পারিত। অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের জন্য নায়কের প্রয়োজন। এই নায়কত্বহীনতার দরুণ পরিস্থিতি আরো ঘোরতরভাবে দেখা দিয়াছিল। যে সব নেতৃবৃন্দ শুভেচ্ছা মিশন লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা সেই নেতৃত্বের দাবী লইয়াই আসিয়াছেন। এই মিশনে আছেন—শ্রীসতীন সেন এম. এল. এ. মনোরঞ্জন গুপ্ত এম. এল. এ. বরিশাল হরিজন সমাজ শ্রীঅক্ষয়কুমার গুপ্ত, বেলা তপশিলী সম্প্রদায়ের সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ডি. এস. চট্টোপাধ্যায় শ্রীনলিনী সরকার, জনাব বিশ্বনাথ ইসলাম, জনাব বি. চি. চৌধুরী, জনাব মুন্সী রফিক খাঁ এবং জনাব সমসের আলি। বিশেষ বিমানে পূর্ববঙ্গে গমন করিয়াছেন শ্রীসতীন সেন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চলে ঘুরিয়া ফিরিয়া পূর্ববঙ্গের সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইয়া পরে, এই মিশনের উদ্দেশ্য হইতেছে তাহারই পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই মিশনের উদ্দেশ্য আরও এই যে, যাঁহারা বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের স্বদেশে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া। এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণ তখনই সম্ভব যখন বুঝিতে পারা যায় যে, এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা একেবারে অসম্ভব নয়। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণ এই মিশনের আহ্বানে সাড়া দিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। যাঁহারা এখানে অনিশ্চিত অবস্থায় রহিয়াছেন তাঁহারা যদি এই আহ্বানের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তবেই হইলে মঙ্গল। পূর্ববঙ্গের সমাজদেহ হইতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ দূর করা হইবে অধিক প্রেশকর হইবে না। কিন্তু নিয়ামক আদির ন্যায় যোগ্যতাহীন ব্যক্তির হাত হইতে শাসনক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া যোগ্য ও বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন কোনো ভদ্রব্যক্তির হাতে এই ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহা হইলেই পূর্ববঙ্গের অনেক সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। শুভেচ্ছা মিশনের উদ্দেশ্যের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রহিয়াছে ইহা এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক।

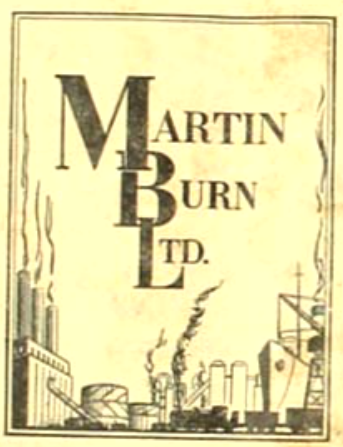

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্য্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্ম্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পয়েণ্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্য্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা—১।

মৌখিক—

লাকুরকা কোল কোম্পানী লিমিটেড

(মাদ্রেজি আক্টে এই. কি. লো এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড)

—:০:—

লাকুরকা কোল কোম্পানীর গত ৩০শে ডিসেম্বরের বার্ষিক সাধারণ সভায় ৩০শে এপ্রিলে সমাপ্ত বৎসরের পরীক্ষিত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। কয়লা উত্তোলন ও পরিবহণ এবং বিক্রয় মূল্য অনেক হ্রাস পাইলেও আলোচ্য সালে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা নীটলাভ ২১,৯৯৬ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবারও শতকরা ৫৲ হারে লভ্যাংশ বিতরণ করা হইয়াছে।

৩০শে এপ্রিলে সমাপ্ত বর্ষ ১৩৪০

উত্তোলন (টন)	৮৪,৮৮৭	১১,৪১৪
পচাই	১৬,১৭৯	১৪,৩৯৭

	টাকা	টাকা
বিক্রয়	১১,৪৬,৪৩৮	
মজুত মাল	৪৮,৪৪৭	
নীট লাভ	১,৩৪,০৪৩	
ডিবেঞ্চার সুদ	১৮,০০০	
অবচয়	৪০,৭৩৪	
লভ্য আদায়	১৬,৪০৯	

বন্টন :—

ডিবেঞ্চার

অংশীর

শতকরা ৫৲

সমস্ত অর্থ হিসাবে ধরিয়া এবং অবচয় খাতে ৪০,৭৩৪৲ কম খাতে ১০,০০০৲ অতিরিক্ত ধরিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের লাভ-ক্ষতি হিসাবে ১,০৯,৪৪৫৲/১০ পাই হইতে ৩,৭১৪৲/১ পাই মোট অতিরিক্ত লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,০৯,০৪৫৲/১০ পাই। ইহা হইতে দেয় প্রতি ৫৲ হিসাবে ১০,০০০৲ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করিয়া এবং সাধারণ সঞ্চয় খাতে ৯০,০৪৫৲ জমা দিয়া অবশিষ্ট ৩০২৲/১০ পাই অবশিষ্ট লাভের মোট টানা হয়।

মূলধন :—অনুমোদিত, বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত—অংশের প্রতিটি সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ১০০৲ মূল্যের ২০,০০০ টি সাধারণ শেয়ারে ২,০০,০০০৲ নগদ টাকা।

নিরিখপত্রের সারাংশ

		টাকা
দায়—		
মূলধন		
সমস্ত অগ্রাধিকার		৬,৫৭,০০০
অন্যান্য অগ্রাধিকার		১,৫৬,২৭১
ঋণ		৫,০১,০২৯
দেয়, অবশিষ্ট লাভ		৫১৩
	মোট	২৫,০৮,৭৮৩
সম্পত্তি—		
মোট বন্ধ সম্পত্তি		১৭,১১,১৩৩
অবচয়		১১,৭২,৪৮২
নীট বন্ধ সম্পত্তি		৫,৩৮,৬৫১
সরঞ্জাম		১,৫১১
মজুত মাল		৭৮,৪৪৭
পাওনা		১,৪৬,৩৬৪
জল নিষ্কাশন		১,৮৪,৪৭৫
অতিরিক্ত মূলধন ব্যয়		৬৭,৫৮৩
নগদ		৫,৫০,৫১৪
মোট		২৫,৩৮,৭৮৩
ঋণ সম্পত্তি		১৯,১০,১১১

মোরারজী গোকুলদাস স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানী লিমিটেড

(এজেন্ট—শিরাজ সরাবজ)

—: ১৯৫ :—

১৯৪৬ সালের জুন মাসে সমাপ্ত বৎসরে মোরারজী গোকুলদাস স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানী পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা ৭ লক্ষ টাকা অধিক লাভ করিয়াছে। এর মধ্যেও ঘরাও রাখা হইয়াছে ১·৫ লক্ষ টাকা অধিক; অথচ অবশ্য কিছু হ্রাস পাইয়াছে।

৩১ ডিসেম্বর মাসে সকল তহবিল হইতে ৩৪,৫০,০০০৲ মূলধনে যোগান দেওয়া হয় এবং উহা বৎসরান্তে অপরিশোধিত সাধারণ শেয়ার প্রতি ২৲ হিসাবে মোট ১৭,২৫০×২=৩৪,৫০০৲ সাধারণ শেয়ারে বিলি করা হয়। আলোচ্য সালে সঞ্চালন বিচলনের হার, প্রেফারেন্সে পূর্বমতনই থাকে, কিন্তু অভিন্নালীতে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়। সকল ও অন্যান্য তহবিল খাতে হ্রাস এবং ঋণ ও অগ্রীম লাভের পরিমাণে বৃদ্ধি দেখা যায়।

পরীক্ষিত হিসাব :—

মূলধন অন্তে বৎসর	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫
নীট লাভ	১৭,৬০,৪৬১*	৮,৩০,৪৪৭	১৬,২৪,২১৩
কর	৬,০০,০০০	১,৪০,০০০	৬,৫০,০০০
অবশ্য	২,১৯,৪৩০	৩,১৭,৭০৮	৩,২৫,৩৯২
লভ্যাংশ, অডি শেয়ারে	৭,৯৭,৬২৫	৩,৪৫,০০০	৪,১৩,০০০
,, প্রেফ শেয়ারে	১১,৬২৫	১১,৬২৫	.....

লভ্যাংশের গড়করা হার—

অভিন্নালী শেয়ারে

প্রেফারেন্স ,

আলোচ্য সালের লাভ হইতে এজেন্ট তহবিল খাতে ১,১০,০৬৫/১ পাইকা অবচয় খাতে ইমারতের বাবদ ১,০০,০০০৲ প্লান্টের বাবদ ১,৩৫,২৬৬/৩, অফিসের যোগ বন্ধুক বাবদ ৪০০৲, এবং মোটরযানের বাবদ ১৪,৯৩৪/০ আনা বরাদ্দ রাখিয়া অবশিষ্ট ১২,৪১,০২১৬/৩ পাইয়ের সহিত পূর্ববর্তী হিসাবের অবটিত লাভ ২,৯৬,৪৫৭/* আনা যোগ করিয়া মোট ১৫,৪৭,৩৩০ টাকা ৪ পাই দাঁড়ায়। ইহা হইতে গড়করা ১০৲ হারে ১৭,২৫০টি অভিন্নালী শেয়ারে ১৯৪৩৷৪৪ ৩১শে ডিসেম্বরে অন্তে অর্ধ বৎসরের জন্য পূর্বনির্দেশিত লভ্যাংশ বাবদ ১,৭৯,৫০০৲, আলোচ্য বৎসরের জন্য বাবদ ৬,০০,০০০৲ গড়করা ৩৫০ হারে ১৭,২৫০টি প্রেফারেন্স শেয়ারে অবলিখুক লভ্যাংশ ৬,০৩,৭৫০৲ এবং শেয়ার প্রতি ৭৲ হারে ৪১,৭৫০টি অভিন্নালী শেয়ারে অবলিখুক† লভ্যাংশ ৭,৯৭,২৫০৲ টাকা বরাদ্দ করার পর অবশিষ্ট ৩,০৩,৯৬৯৲ টাকা ৪ পাই অবশিষ্ট লাভের জের টানা হয়। আলোচ্য বিগত বিচারাধীন যে আয়ের ৪১০ আনা হারে অভিন্নালী শেয়ারে লভ্যাংশ ঘোষিত হয় তাহা জোরও হিসাবে ৭৲ উপরিউক্ত হয় নাই।

নিরিখপত্রের সাহায্যে, জুন অন্তে বৎসর

দায় :—

আদায়ীকৃত মূলধন			
প্রেফ :		১৭,২৫,০০০	
অডি:	৪১,৭৫,০০০	১৭,২৫,০০০	
সকল তহবিল	২০,৭৯,১১০	৩১,২৯,১১০	
অন্যান্য তহবিল	১৩,৬৫৪	২৪,৪৬,৪০০	
ঋণ	৭৭,৬৭,০৭১	৪৫,৩৫,০৭১	
জের	৩,৩৪,১৬৮	২,১৬,২৪০	৩,৫১,০১৯
মোট	১৮৩,৯১,৭৪০	১৪১,১৭,২১৯	১৩৩,৩১,৮০২

সম্পত্তি :—

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১৪১,১৯,১৩০	১৩১,৩৬,১৬৭	১৩০,৩৯,৩০৩
অবচয়	১০৫,৩৬,১৬৭	১০৫,১৯,৭৪৯	১১৮,১৩,১২১
নীট বন্ধ সম্পত্তি	২৬,৪৩,৪৬৩	২৬,১৭,১০৮	৩১,৪৫,৩৮২
লগ্নীকৃত	৪,৯৫,৪৬৩	৪,১১,০৬৩	৪,২৯,০৩৭
বন্ধুক দাদন	১৩,৩১,৪৩০	৭৪,৪৭,১৪৩	৩৩,১৯,১৩৪
পাওনা	৭,১৮,৪৬৫	২২,৪৫,১৮৪	১৫,৪৫,৪৪৮
অডি লাভকর জমা	১৪,৩৫,৭১১	৫,৪৫,১১৯	৪,০৩,৩৮১
মোট	১৮৩,৯১,৭৪০	১৪১,১৭,২১৯	১৩৩,৩১,৮০২
নেট সম্পত্তি	১৩৪,৪০,৪৪৭	১১১,১১,৪১৯	১১৬,৭৭,৪৪০

* লভ্যাংশ-সমান তহবিল হইতে ২,৩৩,৯৭৪ লইয়াছে।

† পূরাতন অংশনামী ১৭,৪৫০টি শেয়ারে ১৪ ফেব্রুয়ারি গড়করা ১০৲ হারে এবং সমস্ত অভিন্নালী শেয়ারে ১৯৷৪০ আনা হিসাবে।

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

(১৯৫০ সালের সত্যাগ্রহের বিধি ব্যবস্থা)

—:০:—

১৯৫০-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বৎসরে লাভ. পূর্ববর্তী বৎসরের অবশিষ্ট লভ্যাংশে ৫,৪১,৯১৯৲ টাকা ১১ পাই সহযোগে ... ৮৮,৪৫,৪৯৭৷১১ পাই

ইমকাম ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্স খাতে সংরক্ষণ ২৩,০০,০০০৲

আলোচ্য বৎসর অর্জিত মোট লভ্যাংশের হার শতকরা ১২৲ ; তন্মধ্যে ৩০ ভাগ অন্তর্বর্তী হার শতকরা ৯৲ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ বাবদ

অবশিষ্ট ৪৫,৪৩,৪৯৭৷১১ পাই হইতে নিম্নে ৩১শে ডিসেম্বরে সমাপ্ত ছয় মাসের হার শতকরা ৮৲ হারে অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ

গভর্নমেণ্ট ও অন্যান্য সিকিউরিটির খাতের অবলিখনের সংরক্ষণার্থ ১,৫০,০০০৲

খাতের ভূ-সম্পত্তির সংরক্ষণার্থ ১,৫০,০০০৲

অবশিষ্ট লাভের জের, কর্পোরেশনের দেয় যোগান সহযোগে ১৯,৯৩,৪৯৭৷১১ পাই

মোট ৮৮,৪৫,৪৯৭৷১১ পাই

গুইলস্

সিক্সারস্ সিগারেটের

ধূমপান করুন

চমৎকার আরাম বোধ করবেন

৷৷০ আশার ১৩৫

স্বাধীন ভারতের নিজস্ব।

The Imperial Tobacco Company of India Limited, Successors to W. D. & H. O. Wills, Bristol & London. Cigarettes made in India.

শস্যক্ষেত্রের বাজার—

চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি সমস্যা

ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সী ইস্তিফা সম্প্রতি ভারতে চিনি উৎপাদন সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া বলেন যে, চিনির উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিয়া বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ভারতের চিনি-কলসমূহকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহা সকলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারে যে, গভর্নমেণ্ট চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন থাকায়ও চিনি-উৎপাদন-নীতি সম্বন্ধে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য ভারতের বৃদ্ধিপ্রাপ্তিশীল চাহিদা অনুযায়ী ভারতে চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হইতে পারে নাই।

চিনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের জন্য ভারত সরকার বর্তমান বৎসরে ১১ লক্ষ টন ও আগামী বৎসরে ১২ লক্ষ টন চিনি উৎপাদনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা এ পর্যন্ত করা হয় নাই। কিন্তু চিনির উৎপাদন যদি বৃদ্ধি করিতেই হয়, তাহা হইলে উৎপাদিত আখ যাহাতে ভাল, অধিকতর চিনি—এই সিদ্ধান্তের অনুযায়ী উৎপাদনকারে পরিণত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক। ১৯৩১ সালের হিসেবে দেখা যায় যে, ভারতে প্রতি ১২৫টি চিনি-কল কাজ সুরু করে, ইহার পূর্ববর্তী বৎসর উক্ত এই কলগুলি মাত্র ৫৭টি দিন কাজ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া আরও ১০৯টি দিন এই সময় উৎপাদন সম্পূর্ণ বিফল যায়। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণের দিক হইতে কিছু কোনো উন্নতি ইহার দ্বারা পরিলক্ষিত হয় না। মোট উৎপাদন অবশ্য বাড়িয়া, তাহা হইতেছে শুধু মৌসুমী-পরিবর্তনের ফল, ১৯৪৮-৪৯ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৮ লক্ষ টন।

ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, বর্তমান বৎসরে উৎপাদিত চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে সরকারী উদ্যোগের উপরেই; তার ও বেসরকারী উদ্যমের এর বিষয়ে নির্ভর করা যায় উপরেও ইহা নির্ভর করিতেছে। এই দুইটি পথের উপরে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা যথাযথ করা হইলে তবেই চিনি উৎপাদনে সহায়তা হইবে।

ঊষ—

ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঊষের যে বিক্রয়ের হিসাব পাওয়া গিয়াছে। গভর্নমেণ্ট ইহার যে সর্বোচ্চ যে নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা বহাল আছে বটে, কিন্তু কলেরই বাজারে চোরা কারবার চলিয়াছে; এবং এই বাজারের যে সর্বোচ্চ যাহা তাহা অপেক্ষা কিছু বেশি। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, চোরাবাজারে বেশি দরে ঊষ বিক্রয় হইয়াছে এবং গভর্নমেণ্ট তাহাতে কোনোরূপ বাধা দিতেছেন না। ব্যবসায়ী মহলে ইহার ফলে একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, এ বিষয়ে গভর্নমেণ্টের হস্তক্ষেপ আর করিবার অবকাশ নাই।

উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন বাজারে আলুবোরি ঊষ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু ইহা চাহিদা মেটাইতে পারিতেছে না। ঊষের পরিবর্তে ভালো পরিমাণ ইহাতে ভোগাই, সরলাহার ও ব্যবহার হইতেছে। ঊষাবাদ হইতেছে চাহিদা তাহাতে আসিতেছে। এখানকার দাম বেশি। পশ্চিম বাংলা হইতে ঊষের চাহিদা আসিতেছে খুব কম। কিন্তু এ অঞ্চলে ঊষের দর কম নহে।

চা—

গত সপ্তাহে কলিকাতার নিলামে বাজারে প্রায় ৩৯ হাজার পেটি চা বন্দোবস্তি অবিক্রয়ের ফিরিয়া যায়। বিক্রির ক্রয়ের চাহিদা খুব বেশি ছিল।

প্রায় ১৯,৫০০ পেটি ভাঙ্গা চা ও ৬৩১০ পেটি অন্যান্য চা অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য বিক্রয় হয়। আসামি ও সাধারণ শ্রেণীর ভাঙ্গা চা বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে খরিদ করা হয়। ফুল পাইকো প্রভৃতি ভাল পাতা কিনিবার বেশি দেখা যায়।

খাদ্য-শস্য—

উত্তর প্রদেশে খাদ্য-শস্যের বাজার স্থির ছিল। খোলা বাজারে কম কিছু বৃদ্ধি পায়। এই বাজারে মজুত শস্যের পরিমাণ বর্তমানে খুব কম। গ্রাম গভর্নমেণ্টের ভাণ্ডারে মজুত শস্যের পরিমাণও পর্যাপ্ত নয়।

খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ সুপরিকল্পিত উপায়ে চালাইবার উপর নির্ভর করিতেছে। আগামী পাঁচ বৎসর পরিকল্পনায় আছে (১) ১৯৫০-৫১ সালে ১৭ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন; (২) ১৯৫০-৫১ সালে যতটা খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইবে ১৯৫১-৫২ সালে তাহা অপেক্ষা ২০ লক্ষ টন বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদন; অর্থাৎ সর্বশেষ বৎসরে মোট ৪০ লক্ষ টন বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা।

ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্য গভর্নমেণ্টকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার খেতমজুরদের নির্মাণিত শিল্প ও সরকারের অনুমোদনে কেন্দ্রীয় খাদ্যভাণ্ডার হইতে খাদ্যশস্য সরবরাহ করিবেন।

এই মাস হইতে আমদানি কর করের দর শতকরা ১৫৲ টাকা বেশি ধরতে হইবে।

চিনি ও গুড়—গুড় ১২৲ মিছরি (রেফা) ৩৪৶০, ঐ (লাম্বাল) ৪৫৲, অক্সেলী ১২৲, ঐ (লাম্বাল) ৯৲৲৮৲।

তৈল ও তৈলবীজ—নারিকা ৩৫৲, নারিকার তৈল ৮৫৲, যেত নারিকা ১৫৲, কুসুম তৈল ১৬৲, চিনাবাদাম ২৬৲, তিসির তৈল ৬৯৲।

পণ্যদ্রব্যের পাইকারী দর

গত ১৭ই জানুয়ারী তারিখের বিভিন্ন স্থানে পণ্যদ্রব্যাদির দর ছিল এইরূপ :

কলিকাতা—

তৈল—নারিকা ৮৫৲-১০৲, বাদামের কোচিন ১৭৪৲, সেসামী ১৭৮৲, কলুসুম ১৭৮৲, বাদাম লিমাসহ ৭৯৲, তিসি ৭৯৲, সরষা ৭৭৲, রেড়ি ৮৫৲-৯৫৲, তিল ৭৬৲-৭৭৲।

তৈলবীজ—নারিকা বাই বড় ৩৯৲, ছোট ৩৫৲-৩৬৲, তিসি তৈরারী ৩৪৲, আমদানি ৩৪৶০, বাদাম লাল ৫৪।০, মাদ্রাজ ২৭।০-৩৮৲, খোলাসহ ২৪।০-২৪৸০, তিল লাল ৩৮৲, কালো ৩৩৲, সরষা ২৮৶০, রেড়ি তৈরারী ৩৯৶০, আমদানি ৩৪৲।

তুলা—ফটি লাল ১৮৲-১৮।০, সৈরা ফটি ১৫৲, মধ্য শুদ্ধ ২০।০-২০৸০, লম্বা বড় ২৫৲-২৫।০, ছোট ২৩৲, আকুর বিহার ১৮৸০, বাংলা ১৭৲-১৭।০, খেলারী বিহার ১৮।০-১৯৲, বাংলা ১৭৸০।

চাল—মুগ ২৭৲-২৭।০, আকুর ১৯৲ ২৩৲-২৪৲, মসুর বড় ৩১৲, ছোট ২৯৲, মটর ২০।০ বাংলা ২১।০-২১।০, খেলারী ২২।০-২৩।

মাদ্রাজ—

চিনাবাদাম তৈল (৫০০ পাউণ্ড) ৪৬৲, চিনাবাদাম পাউণ্ড) ২১৯।

খোলসচিচ (১০০ পাউণ্ড) জিঞ্জুর ৩২৫০৲, ঐ কোচিন ৪০০০৲।

বোম্বাই—

খাকসস—ছোলা ২৯৫০, মুটুর ২১৮০, মুগ ২৬৲।

তুলা—ফটি (লাম্বাল) ১৬।০, আকুর ১৬৸০, মুগ ২০।০, মসুর ২২৲।

খনিতে যারা কাজ করে

এর জন্যেই তাদের-জন নিতান্ত দরকার প্রতিদিনের খাদ্যের—ভাত-রুটির জন্যে এ কথাটা অবশ্য বেশি খাটে।

কিন্তু একটানা ভাত আর রুটি নয় এর জন্য দরকার। তাদের কাজে যিনি অন্তত খুশকর যা খেতে ভালো লাগে এ মনের অনুকূল হয়ে হয়, তাদের হয় ভেল বেশি।

তাদের জন্যে—এই খেয়াল যা বিজ্ঞানেরই পরিমল:—আসলে কিন্তু খুবে বিজ্ঞানের চেয়েও যা বেশি তাদের করে এবং এদের প্রতিক বাজারই জানে।

এ সম্পর্কে সমস্ত খুঁটিনাটির খবর জেনেলে ও ছেড়ে করে পাঠানো এবং তাতে আপনার খরচও কিছু বাড়বে না।

চা?

প্রতিক বাজারী ...মার

জেনেল টি বোর্ড বড়ো প্রকাশিত ... এর প্রথম ২২, ব্রেবর্ন রোড, কলিকাতা ...ফোন ৩

সোনা: বাজার—

সপ্তাহের শেষের দিকে বাজার তেজী

—:০:—

কলিকাতা, শনিবার, ১০ই জানুয়ারী—এ সপ্তাহের আরম্ভে কলিকাতার সোনার বাজারে মূল্যের দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখা যায়—পাট ও গমের সোদা লেবার প্রতীক্ষায় ক্রেতারা ধীরে ধীরে কাজ করায় এই সময় সোনারূপের দর খুব ওঠা-নামা করিতে থাকে।

কিন্তু পরবর্তী মেয়াদি মাল সোনাই বেশ কিছু কিনে বসে। ইতিমধ্যে ৭ই তারিখে ২০৯৲ এবং বেলার দর ২১০৲ পর্যন্ত উঠে। বিলাতের ২৫৲ ২৪৮০ আনার মধ্যে ওঠা-নামা করে। হাজরা মাসে লাভের মুখ দেখিয়া বিক্রয়ের ঝোঁক হয়, কিন্তু শেষে আবার ৩৮৲০ আনায় উঠিয়া আসে।

কলকাতা সোনারূপার প্রতি বাজারের কোনো আলাদা দেখা যায় না। সবচেয়ে বেশি ওঠা-নামা হয় বা। বাজার ১৪৲০ ও কারবার-করিয়া ৪৮৲০ আনা পর্যন্ত হয়।

ইন্ডিয়ান্ডিয়ান বিভাগে ইন্ডিয়ান আয়রন ৩৪৲০ ও ৩৯৲ টাকার মধ্যে ওঠা-নামা করে। টাটা কনসলিডেটেডের দর বাড়িয়া ২৫৲ টাকা পর্যন্ত হয়, বাজার অন্যান্য সময় এই দর উঠিয়া ২৪৮০ আনা হয়। বুমড়াজুরী ৮৲০ আনা পর্যন্ত হয় এবং বেলার ১১৯৲০ আনায় স্থির থাকে।

বিভিন্ন বিভাগীয় সোনার অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। ইহার এক বার পরিবর্তন ছিল ডানলপ রবার; এই সোনার পরিমাণ ছিল ৪৯৲ টাকা বর পর্যন্ত। আরেকো ব্রাদার্স ৩৩৯৲০ আনা পর্যন্ত হয় উঠিয়াছিল। বি আই কর্পোরেশনের দর বাড়িয়া ৯৯৲০ আনা হয়। উঠিবার সোনার ৩৪৮০ আনার মধ্যে থাকিয়াই ওঠা-নামা করিতে থাকে।

লন্ডনে কুপারের সহতে আলোচনার ফলে তামার প্রতিক্রিয়া মূল্যের সোনা যায়। ইহার ফলে তামার অনেক পরিমাণে ক্রয়ের হইয়া পড়ে। কিন্তু সেজন্য এই দুর্বলতা দূর হইয়া তামার পুনরায় তেজী ভাব ধারণ করিতে থাকে। মূল্যের দর ৩৩০ আনা পর্যন্ত ছিল, কিন্তু শেষে আবার উঠিয়া ৩৯৲০ আনা হইয়া দাঁড়ায়। পাটের আরম্ভ সোনার কিছুর পরিবর্তন ঘটে না। বীজেরের দর ২৯০৲ টাকা পর্যন্ত ওঠে।

রবারের সোনার বিক্রয় ছিল। ইন্ডিয়ান্ডিয়ান বিভাগে বাজারের দৃষ্টি ইন্ডিয়ান আয়রনের উপরেই নিবদ্ধ থাকে। এই সোনার ৩৪৲০ ও ৩৯৲০ আনার মধ্যে ওঠা-নামা করে।

ব্যাঙ্কারেজের হালচাল

কোম্পানীর কাগজ—৩৲ সুদের (১৯৫৩) ৯৭ ১৩৷০ ৯৩৷০; ২৷০ সুদের (১৯৪৫) ৯৮ ১৮৷০ ২৷০ সুদের (১৯৪৮) ৯৯৷০; ৩৲ সুদের (১৯৪৭) ৯৭ ১০৷৵০; ৩৲ সুদের (১৯৪৩-৫৫) ৯৯৷০ ১১৷০; ৩৲ সুদের (১৯৬০-৬৪) ৯৭৷০ ১৭৷০, ৩৲ সুদের (১৯৬৮-৭৮) ৯৭৷০; ৩৲ সুদের (১৯৭০-৭৫) ৯৫৷০ ১৯৲; যাচ—আজ ৩৲০; ঐ (প্রেম) ৭৲; ভালকাটা ডাকখরচ ১০৲; ইন্ডিয়ান (পুরা আমানী) ১১১০; ঐ (ভগ্নি) ৪৬৲; পাঞ্জাব ডাকখরচ ২৯৲; ইন্ডিয়াইটেড কমার্শিয়াল ৪৭৷০। ডাকঘরের ঘর—লিউ ডিপোজিট ২৷৵০। কলা—আবাদ-গায়েটের ৩৬৷০ ৩৯৷০; বরাবর ১৪৷০ ১৪৫০; সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া ৬৲০; ছোট বেঙ্গল ১৯৷০ ১৮৷০; কলমপুরা ১০০৲, ডাকঘর বরিয়া ৪৮৷০, সাউথ কলমপুরা ২৯৷০ ২৪৷০, ট্রাভাঙ্কর ১৪৷০ ১৫৷০, ডানলপ ৩৲০, অক্সোর্ড প্রেস ৬৲০ ৬৯৷০। পাট—আরকাদা ১৭৷৵০ ১৭৮০, অরবাত ১৫৯৲, বাণী ২১০৲, বরানগর ২৮৲ ২৯৲, ছোটা ২৭১৲ ২৭৯৲, ছোট ক্রীয়া ৪৫৯৲, বাজরা ৩৲ ৩৯৲০ ৩৯৷০ ৩৯৷০, ইন্ডিয়া ২১৲ ২১৮৲, ঔরিয়েন্টাল ২৪১৲, লালডাঙ্গা ২০৲, মেসার্স ২৯৲; ডানলপ ২৯৮০ ৩০৲, ঔরিয়েন্ট ২৩৯৲, রিলিয়েন্স ২৫৪০ ২৫৬৲০। বিবিধ—অর্থা কর্পোরেশন ৩৮৲০, রিলিয়েন্স সাইকা ১১৬৲০; ঐ (প্রেম) ৭১৮০, ইন্ডিয়ান কপার ৩৬৲০ ৩৮৲০, কলমপুরা ডেভেলপমেন্ট ২১৬৲০; সোণরালী সিমেন্ট ৭৲০ ৭৮৲০, ভালকাটা ইলেকট্রিক ১৩৬৲০, ডেবেঞ্চার এবং শেয়ার ৯৬৲০ ৯৭৲০, বার্ন এণ্ড কোং (৬% প্রেম) ১২১৲, ইন্ডিয়ান আয়রন ৩৯৲০ ৩৯৷০, ৩৯৷০ ৩৯৷০ ৩৯৲০, ঐ (প্রেম) ১০৭৲, জেসপ এণ্ড কোং ১১৯৲০, বুমড়াজুরী ৮৲ ৮৲০, বার্ণপুর ৯৲০; ডানলপ আয়রন ৫৯৲০ ৫৬৲০, , ইন্ডিয়া কর্পোরেশন ২৪৫৲০ ২৪৯৲০ ২৪৬৲০ ২৪৯৲০, ইন্ডিয়া এয়ারক্রাফট ১৮৲০, টেক্সটাইল মেসিনারী ৭৮৲০, এরেলো ব্রাদার্স ৩৩৯৲০ ৩৩৯০, আমরা ট্রেডিংকোম্পানি ৩৮৲০ ৩৯০, বি আই কর্পোরেশন ১৯৲০ ১৯৲০, ভালকাটা ট্রামস ১১৯৲০, ডানলপ ৪৮৲০, অক্সফোর্ড ৪৮০, ইন্ডিয়ান এলুমিনিয়াম ১৬৯৲, ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল ২৪৯৲; ইন্ডিয়ান টেলিফোন এয়ারক্রাফ্ট ৩৯৲০, মার্টিন বার্ন ১৭৯৲০, মেটাল কর্পোরেশন ৯৲০ ৯৮৲০, ডানলপ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেমস ১৩৯৲০, ডানলপ ট্রায়ারো ১৯৲০ ১৯৲০, ভালকাটা ট্রামওয়েস ২৮৲০, বি বি পেট্রল ১৯৲০, ইন্ডিয়া গেলাস ১৯৲০, প্রিমিয়ার ৪৫৲, ইন্ডিয়ান্ডিয়ান ১৩৯৲০ ১৩৯৲০, ইন্ডিয়ান ডাকঘর ৩২৲০ ৩২৮০, ডানলপ ৮৲০, ইন্ডিয়া কোয়ারেল মেজিকেলস ১৮৲, ইন্ডিয়া ইমপিরিয়াল ৮৮৲০, সিন্ধিয়া ইমপিরিয়াল ১৭৯০। চা—বেঙ্গলী ১৪৫৲০ ১৪৬৲০, সেন্ট্রাল ডাকঘর ১৭১০, লৌহজেরা ২১০; বুমড়াজুরী ১৯৯৲, ইন্ডিয়া ২৩৯৲০ ২৩৯০ এসোসিয়েটেড ১২৮৲, ঔরিয়েন্টাল ২২৲, পদ্মাবাদ ৩০৯৲, বাগীপাড়া ৪১১৲ ১১১৲, দার্জিলিং ২২৮৲, ডাকঘর ৩৯০, ঔরিয়েন্টাল ২৫৮০।

সোনা ও রূপার দর

কলিকাতা, ১২ই জানুয়ারী—দানা সোনা (প্রতি তোলা) ১৩৩৲০, বরাত দর (প্রতি তোলা) ১৩৩৲, গিনি (প্রতিখানা) ৭৪৲০, রূপা (প্রতি এক শত তোলা) ১৮৯৷০, ঐ পুরনো (প্রতি এক শত তোলা) ১৮৯৷০।

বোম্বাই-এ সোনা ও রূপার দর

বোম্বাই, ১২ই জানুয়ারী—সোনা প্রতি তোলা ১১৯৷৵০, গিনি প্রতিখানা ৭৪৲০, রূপা প্রতি এক শত তোলা ১৯০৷০।

স্বরাজ্যের পরিকল্পনা—

উদ্বাস্তুদের জন্য গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা প্রণয়ন

যে সকল উদ্বাস্তু ঠাকুরদ, বরদাপাড়, সরকারী বাড়ী এবং রাস্তার ধারে বসবাস করিতেছেন তাঁহাদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও বিহার অতীব অল্প সময়ে জন্য সরকারকে ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা প্রেরণের অনুরোধ করিয়াছেন। মার্চ মাসের পূর্বে যাহা যথাযথ রূপে করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১৮শে ফেব্রুয়ারীর পূর্বে ঐ সকল পরিকল্পনা তাহার সরকারের অনুমোদনের উদ্দেশ্যে যথাসত্বর নীচে প্রেরণ করিবার জন্য তাহা সরকারগুলিকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্য সরকার পুনর্বাসন খাতীনে সাহায্যে উদ্বাস্তু, বরদাপাড়, সরকারী গৃহ এবং অন্যান্য অবস্থিত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রশ্নে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন বিবেচনা যে বিষয় জ্ঞাপন করা হয়, সেই নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে ঐ অনুরোধ করিয়াছেন। প্রয়োজনী কেন্দ্রের কতগুলি পরিবারের পুনর্বাসন প্রয়োজন, ঐ সকল কেন্দ্রে ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে কতগুলি গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে এবং কৃষি উন্নয়ন ও গৃহ নির্মাণের ঋণ প্রভৃতি-সম্পর্কে একটী পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তাহা সরকারগুলিকে অনুরোধ করা হইয়াছে। যে সকল স্থানে উদ্বাস্তুদের ঋণ সংগ্রহে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, সে সকল অঞ্চলে গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা প্রথম করা হয় তাহাও রাজ্যের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইয়াছে। সমস্ত পরিকল্পনা পরীক্ষার পর কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য করিবেন।

বিহারে যাহারা জোর করিয়া ধান কাটিয়া লইয়া গিয়াছে তাহাদের এবং অন্যান্য উপায় নষ্ট হইয়া এক বৎসর হইতে বেশী সময় লোকের পক্ষে খাদ্য সুদি হইতে সুদিন হারার পরিবারের পক্ষেই এই প্রয়োজন হইয়াছে। ইহাদের জন্য ১৯৪১-১৯৪২ খৃষ্টাব্দে প্রায় চার কোটী টাকা গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা খরচ ধরিয়া করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪০-১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন-রাজ্য সরকারকে যে পঞ্চাশ কোটী টাকা ঋণ দিবার কথা ছিল তাহার কেবল অর্ধেক ঋণ দিবার উদ্যোগ করা হইয়াছে।

পঃ বঃ ঔদ্বাস্তু-ত্রাণ ব্যবস্থাপনী সমিতি

পশ্চিম বঙ্গ ঔদ্বাস্তু-ত্রাণ ব্যবস্থাপনী সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন গত ৭ই ফাল্গুনী রাইটার্স বিল্ডিংসে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগের শ্রী পি. কে. সেন সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিম বঙ্গ ঔদ্বাস্তু-ত্রাণ ব্যবস্থাপনী সমিতি সরকারের নিকট এক স্মারকলিপি দাখিল করিয়া ঔদ্বাস্তু-শিল্প রক্ষা করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছে।

সভায় পশ্চিম বঙ্গ ঔদ্বাস্তু-ত্রাণ ব্যবস্থাপনী সমিতির কার্যনির্বাহক পরিষদের নির্বাচন হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদে নির্বাচিত হইয়াছেন :—শ্রীহরিপদ ভট্ট, শ্রীবিশ্বনাথ দাস, শ্রীনিবারণচন্দ্র নন্দী, বি. এ, ডাক্তারদি। শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু বি. এ, শ্রীশচীন্দ্রলাল সেন, শ্রীজ্ঞানীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, শান্তিপুর। শ্রীবসন্তলাল দে, ফুলিয়া। শ্রীনলাইচন্দ্র দে, হরিণাল। শ্রীকালাচাঁদ পাল দাস, আড়িয়া। শ্রীহরিচরণ পাল, আড়িয়াদহ। শ্রীবিশ্বনাথ বোষাল বে. ওকাট। শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ড, শ্রীহরেন্দ্র দে, রামকৃষ্ণপুর। শ্রীসরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীকালাচাঁদ দে, শ্রীকালিদাস মণ্ড, বেলেঘাটা। শ্রীসুধীরকুমার দত্ত, শ্রীকালাচাঁদ মণ্ড, শ্রীরামপুর। শ্রীরামকুমার নন্দী, শ্রীকালাচাঁদ মণ্ড, বেলেঘাটা। শ্রীহরিচরণ দত্ত, হাওড়া। শ্রীসুধাকান্ত হোম. বেলিয়াঘাটা। শেখ আজিজ খাঁন, বেলিয়াঘাটা।

সভায় বিভিন্নদিক প্রয়োজনী গৃহীত হয় :—ভারত সরকার যেন ঔদ্বাস্তু-শিল্প সংরক্ষণের জন্য প্রতিশ্রুতি দান করিয়া অবিলম্বে ব্যবস্থা করিয়া পারেন, তাহা প্রয়োজনীয় ঔদ্বাস্তু-শিল্প অনুসন্ধান পুনর্বিবেচনা বিভাগী নিয়োগ-নীতির ফলে ঔদ্বাস্তু-শিল্প বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ঔদ্বাস্তু আজ ঔদ্বাস্তু বলিয়া গণ্য হইতেছে না। অবিলম্বে ঔদ্বাস্তু সরকারী সুবিধা পাইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। পৌরব পশ্চিমবঙ্গ ঔদ্বাস্তু-ত্রাণ ব্যবস্থাপনী সমিতি প্রস্তাব করিয়াছে যে অবিলম্বে প্রয়োজনী অনুরোধ ঔদ্বাস্তুকে সরকারী নিয়োগ-নীতির সুবিধা প্রদান করিবার জন্য ঔদ্বাস্তু-প্রতিষ্ঠানে সুবিধা দিয়া প্রয়োজনীয় ঔদ্বাস্তু-শিল্প যাহাতে অবলুপ্ত অবস্থাতে বিলাইতে হইবে।

দামোদর-ভ্যালি পরিকল্পনার আনুমানিক ব্যয়

দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনার জন্য আনুমানিক ব্যয় প্রথমে ৫৫ কোটী টাকা ধরা হইয়াছিল, এখন উহা দাঁড়াইয়াছে ৮৮ কোটি কুড়ি লাখে।

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের সভ্য ঔদ্বাস্তুপ্রসাদ বলা যাইতে—এই ব্যয় বৃদ্ধির আংশিক কারণ মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস, বিশেষিতরূপে মূল্য ও শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি এবং কাজের ধারা ও নীতির প্রসার। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে, যোগাযোগ কেন্দ্র হইতে ১২৫ মাইল তাড়িৎ-শক্তি সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহার জন্য ১৮৫৬ সালের মূল্য হিসাবে মোটামুটি কিলো প্রতি সরবরাহ করা হইবে; কিন্তু এখন ৩৭৫ মাইল পর্যন্ত তাড়িৎ-শক্তি সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে ২০ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা মজুর ধার্য করা হইয়াছে। ইহার ৩ কোটী ১১ লক্ষ ২০ হাজার ৭৭০ টাকা পশ্চিম বঙ্গ ; তিন কোটী ৮০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৯৭ টাকা বিহার সরকার এবং ৩ কোটী ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৯০৩ টাকা বিহার সরকার বহন করিবেন।

ইহার মধ্যে প্রায় ৩ কোটী টাকা ঋণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা আন্তর্জাতিক বাজার হইতে বা বিদেশে পাওয়া যাইবে।

বাজেটে আরো যে খরচ ধরা হইয়াছে তাহার মধ্যে ৭০ লাখ টাকার 'ডাম-রোকারো' ডাম-স্ট্রিয়ার' কেন্দ্র এবং সেখান হইতে তাড়িৎ-শক্তি সঞ্চালনের ব্যবস্থার জন্য হইবে। যাহা টাকা ধার করা হইবে তিনবারের ও মাইকা বাঁধ, ঔদ্বাস্তুপ্রসাদ বাঁধ সমেত পাহাড়ের প্রাথমিক কাজ, পরিচালন ব্যবস্থা ও নগরের প্রভৃতির জন্য।

ইউনাইটেড প্রেস আরও বলেন, মোকাবো বেন্দর ও সেখান হইতে ইউরিয়া-শক্তি সারসহ বাবসায় আজ পরিত্যক্তপ্রায় চলিতেছে। কিন্তু সিন্দ্রীয়া হাট পরিত্যক্তপ্রায় আজ বিহারিয়া অবস্থানের হইতে একটু সিন্দ্রীয়া পরিয়াছে। ইহার জন্য ১৯৪০ সালের মার্চ মাসের অর্থসাময়িক সভা ও প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অনুমতি আর্থিক দায়ী। আশা করা সিন্দ্রীয়া যে, এই বৎসরের সিন্দ্রীয়াকাজ ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে শেষ হইবে। যারা ইউরিয়া কোম্পানি বীজ হইতে ১৯৪২ সালে মোকাবো কেন্দ্রের জন্য বৎসরে ৬০ লক্ষ মণ সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। বর্তমান যাবে পরিত্যক্তপ্রায় প্রসার মাত্র এক মাসিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করা হইয়াছে। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে পূর্ণোদ্যমে নিয়মকার্য আরম্ভ হইবে আশা করা যায়।

১৯৪ অক্টোবরের মধ্যে ১৯৪১—৪২ সালের মাঝেই সেচনের জন্য সারের সরবরাহের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহার উত্তরে করিয়া ইউনিয়া বলেন যে, বিভিন্ন বিভাগের বরাদ্দে আনুমানিক হিসাব সরকারের আশা নিরাশাজনক, কিন্তু সেগুলি আরও অধিক মনে হওয়ায় বহু অনাবশ্যক অর্থ বেশি পাঠান হয়। চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবে আনুমানিক ব্যয় ৯১৭ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু বরাদ্দ ছিল ৮৪৪ লক্ষ টাকা। এ সম্বন্ধে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

সরকারের জাতি-সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত ও স্বরাষ্ট্র সচিব সার্জিন্ট সরকারের বিভাগীয়-বিভাগ প্রধান তাহার উত্তরে করিয়া ইউনিয়া বলেন যে, কাস্টিগিরি এক আর্থিক ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি উপদেষ্টা-কমিটি গঠিত হইয়াছে—ভারতবর্ষ এবং বাহিরের কয়েকজন লক্ষ ব্যক্তিকে এই কমিটির বিভাগ লাভিল করিতে হয়। কমিটির হেডকোয়ার্টার্স কেন্দ্রের হিসাব পরীক্ষা করেন এবং ব্যয়ের জাতি-সংগঠনের আশা অনুযায়ী নীতি গঠন বিষয়ে বিভাগ লাভের অবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের আছে। ইহার অধিক নিয়ন্ত্রণের অবস্থা করিতে গেলে সংগঠনের অবস্থা খুব বেশি।

ভারত সরকারের হেপাজতে স্বল্প সম্পত্তি

ভারত সরকারের হেপাজতে অন্তত পাঁচ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের "শত্রু-সম্পত্তি" জাপান ও জার্মানীর সহিত শান্তি-চুক্তি অথবা চুক্তির নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রহিয়াছে।

১৯৪১ সালে অন্তত সরকার আরও ১ কোটি টাকা মূল্যের জার্মানী বাবসায় প্রতিষ্ঠানের ভার অস্থায়ী হেপাজতে গ্রহণ করেন; এগুলির মধ্যে ইউরোপীয়ান স্পেশি আছে, বিটিশ্যুট আছে, আছে অন্ত ব্যাঙ্কিংয়ের এবং বিটিশবিরোধী কাইসা বাবসায়ের মূলধন বাবসায় প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত।

অন্তর্বর্তীকালীন ভারতবাসীর ঐ যে যে অংশ এখন যে, জার্মানীর সহিত শান্তি-চুক্তি না হইলে তাহার অধিকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভারত সরকার অসমর্থ হইবেন। সে সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে আন্তর্জাতিক বাবস্থাবাণীগণের হিসাবিদ পাইয়া যাইতেছেন। ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর—ভারত সরকার এক ঘোষণায় জার্মানীর সহিত যুদ্ধাবস্থা অবসানের করিয়াছেন। কিন্তু বলা হইয়াছে যে, এখা শান্তি-চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের সমিতি নয়। তাহাতে যে সকল জার্মান সম্পত্তি লক্ষ করা হইয়াছে, সেগুলির মূল্য তিন কোটি টাকারও বেশি। এগুলির মধ্যে আছে, কি জাতীয় ইস্পাতী,—কয়লার, খাদার, আবকারী ও বিমান প্রভৃতি।

১৯৪৪ সালে শান্তিতে জার্মানীর অধিকৃত সম্পত্তি যে সকলের ৪৪, তাহাতে শত্রু সম্পত্তি জার্মান আইনের ধারে প্রত্যর্পণ করা হইবে না, এই প্রস্তাবে অন্তত বাবস্থার সহিত ভারতও একমত হয়।

এ পর্যন্ত ইটালী, বিলগারিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের সহিত শান্তি-চুক্তি হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত এই সকল চুক্তিপত্রে ভারত ও অন্যান্য বিভিন্ন শক্তি নিজ নিজ দাবী অনুযায়ী শত্রু-সম্পত্তি ধারে দাবিয়া রাখিবার অধিকার লাভ করে।

জার্মান ও ব্যাপ-টৈজনস অন্তত অধিকৃত অন্যান্য চুক্তির সময় ঐ সকল চুক্তিপত্রের দাবিতে ও প্রতিষ্ঠানের যে সম্পত্তি ছিল, তাহাও "শত্রু-সম্পত্তি" বলিয়া গণ্য। ভারতে এই শ্রেণীর মোট কোটি টাকার সম্পত্তি আছে। ভারতের অধিকৃত ঐ সকল বৃহিপ্রাপ্ত অন্যান্য সরকারের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের অনুযায়ী ঐ সম্পত্তি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। জীন ও হাঙ্গেরির সহিত ভারতের এই শ্রেণির চুক্তি সম্পন্ন অবস্থায়ের চলিতেছে এবং ফ্রেব্রুয়ারি মোকাবো, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের সহিত ভারতের চুক্তিগুলির বিচার হইয়াছে।

ভারত উপমহাদেশে জার্মানী, জাপান, ইটালী ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের শেয়ারসহ ৫৫ লক্ষ কোটি টাকার সম্পত্তি আছে। তাহাতে ভারত উক্ত দেশগুলির বিত্ত মূলের পরিবর্তে সিকী ভাব পাইবে এবং বাকী অর্থ পাকিস্থান পাইবে বলিয়া ভারত ও পাকিস্থান একমত হইয়াছে।

কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর রাষ্ট্রীয়করণ সম্বন্ধে আলোচনা

পৃথিবীর বহু অঞ্চলে শ্রেণি পরিবর্তন ব্যবস্থা কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ও ভারত সরকারের মধ্যে আলোচনা সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাব অনুযায়ী উক্ত কোম্পানীকে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড অতিরিক্ত দেওয়া হইবে বলিয়া আলোচনা চলিতেছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ট্রাম কোম্পানীকে এই অবদান দিবেন তাহারা পরিচালনার জন্য তাহাদের মুক্তিসঙ্গত পরিমাণ মূলধন দিবেন ও তদতিরিক্ত লভ্যাংশ সম্পূর্ণরূপে টাকা দিবেন যাতে না পরিচালনা ব্যবস্থানের জন্য তাহাদের বাবসায়ের আধুনিকীকরণ বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। সম্প্রতি বিলাতী এবং স্থানীয় অধিকারের সম্পত্তি আলোচনা হইয়াছে।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের ভবন

বিদ্যাসাগর কলেজের অন্যতম ট্রাস্টি মিঃ কে. চৌধুরী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কলিকাতার বাসভবনটি ঈশ্বরের স্মৃতি-মন্দির রাখিবার জন্য দান করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ যে, বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকারী তাঁহার বাড়ীটি জনৈক মারোয়াড়ী ভদ্রলোকের নিকট বিক্রয় করিতেছিলেন এবং তদর্থে ঐ বাড়ীটী তাঁহার দখলেও আছে। তবে আশা করা যাইতেছে যে, ঐ বাড়ীটী সুরক্ষার করিয়া পাকিলে উহাকে জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহার করার প্রস্তাব করা চৌধুরী করিয়াছেন।

১। বি ইণ্ডিয়ান্যাশনাল প্রেস, ৩৩ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে ইংরেজী বাঙ্গালাভাষাভাষীদের সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক জগৎ লি এর পক্ষ হইতে ৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিটস্থ ৯০ নং মেছুয়া বাজার রোড, কলিকাতা— ১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর : ইণ্ডিয়ান্যাশনাল প্রেস, এস. এ. ও

REGD. No. C105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৪০ সংখ্যা] কলিকাতা, শুক্রবার ১৭ই মাঘ, ১৩৪৭ : ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪১ [মূল্য ।০

CALCUTTA CLERICAL INSTITUTE UNIVERSITY

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়—	৩৮১
বাটালের দুধ ও সরকারী কৈফিয়ত	
প্রাসঙ্গিক—	৩৮৩
সুভাষ অন্তরীণ	
বাঙ্কিং সংবাদ	
বস্ত্র ও সুতার মূল্য	
উচ্চ প্রসঙ্গে কলিকাতা মেয়র	
যৌথিক—	৩৮৭
অন্ধ্রার দুই কোম্পানী লিমিটেড	
৪। পশমদ্রব্যের বাজার—	৩৮৭
জেলের বন্ধক হ্রাস : বস্ত্র আমদানি	
পশমদ্রব্যের পাইকারী দর	
৫। শেয়ার বাজার—	
বাজারে জোচ্চরি-পরিচিতির প্রতিক্রিয়া	
বাজারের হালচাল	
৬। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৩৯০
৭। বাঙ্গালীকে স্বাধীনভাবে পরিচয় দেবার আহ্বান	৩৯০
৮। ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি ...	৩৯২

বাটালের দুধ ও সরকারী কৈফিয়ত

গত ১৫ই নভেম্বরের 'আর্থিক ভারতে' ভারতের গোলন্দাজ ও ঘোড়ার দুধ সম্বন্ধে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে আমরা সুনির্দ্দিষ্টভাবে বাটাল হইতে দুধ সংগ্রহের বিষয় উল্লেখ করিয়া ঐই সরকারী কারণের নিন্দা করি। তাহার পর অনেক দিন গত হইয়াছে। ১৯ই জানুয়ারী তারিখে পার্লামেন্টে সরকার এক সত্যেষ্টে আমাদের জানাইয়াছেন যে, ঐই বিষয় অনুসন্ধান করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই।

আমরা দুধের অভাব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে গোশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া এই অভাব দূরীকরণের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গোশালার এ চেষ্টা সফল হইবে তাহারই ভরসা নাই। কলিকাতার টীলমেটে একটি গোশালা রহিয়াছে। এই গোশালা হইতে কলিকাতায় বিক্রির জন্য দুধ যোগান হইত বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু তাহার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা এ

পরীক্ষা হয় নাই। উপরন্তু দেখা যাইতেছে, হলিদাবাদ সরকারী খাদ্য তদ্বিকারের বিভিন্ন খাটালে দুধিয়া বেড়াইতেছে। দুগ্ধের ব্যবসায়ী ও ফেরাল বিশেষজ্ঞগণের অভিমত সম্প্রতি হইয়াছে এই সব খাটাল। এইসব খাটালই হইতেছে দুধে ফেরাল মিশ্রণের এক-একটি আখড়া। এই সব খাটাল হইতে হলিদাবাদ সরকারী খাদ্য পেটুন পোড়াইয়া পোড়াইয়া ফেরাল দুধ সংগ্রহ করিতেছে। সেই সংগৃহীত দুধ হলিদাবাদ কারখানায় গিয়া কি ভাবে প্রস্তুত হইতেছে তাহা আমরা চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ ও পরীক্ষা পাই নাই।

কিন্তু আমাদের এই মন্তব্যকে পশ্চিম বঙ্গ সরকার অমূলক আশঙ্কা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এ আশঙ্কা কেবল আমাদের ব্যক্তিগত আশঙ্কা নহে, ইহা সার্বজনীন আশঙ্কা। সর্বসাধারণ এই ভাবে দুধ সংগ্রহের কাজকে বেপরোয়া দেখিয়া থাকে আমরা তাহাই প্রকাশ করিয়াছি মাত্র। কিন্তু সরকারী কৈফিয়ত পাইবার পর যখন দুই মাস সময় লাগিয়া গেল তখন বোঝা যাইতেছে, সরকারী উদ্বেগের কত মিথ্যা। পত্রটির টাইপ করা তারিখ হইতেছে ১৬ই জানুয়ারী, কিন্তু রবার-স্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে ১৯শে জানুয়ারী, আমাদের হাতে উহা পৌঁছিয়াছে ২৩শে তারিখে।

সরকারী চিঠিটা এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। কেন না, ইহার দ্বারা কেবল আমাদের মুখবন্ধ করার চেষ্টাই করা হইয়াছে। কিন্তু কেবল তাহাতে চলিবে না; সর্বসাধারণের নিকট ইহা পেশ করা আবশ্যক। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রচার-অধিকর্তার উচিত ছিল, এ বিষয়ে সরকারী কৈফিয়ত সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। তিনি তাহা করেন নাই; তিনি কেবল আমাদের জানাইয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—

West Bengal Secretariat
Home (Publicity) Department
কলিকাতা, ১৯শে জানুয়ারী ১৯৪২।

মহাশয়,

গত পনেরই নভেম্বর আপনার পত্রিকায় কলিকাতায় বিভিন্ন খাটাল হইতে গভর্নমেন্ট যে দুধ সংগ্রহ করেন সেই সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে।

এই বিষয়ে অনুসন্ধান আমরা প্রকাশ করিয়া দিবার কোনো হেতু নাই। কারণ স্বেচ্ছাসেবীরা, বিশেষ, খাঁটি দুধ চিনিবার জন্য যে সব গভর্নমেন্টের আয়োজন করা একান্ত আবশ্যক গভর্নমেন্ট তাহা করিয়াছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে দুধের হিমাঙ্ক (freezing point), আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) ও স্নেহাংশের পরিমাণ (fat content) বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দুধ ক্রয় করা হয়।

ইহা আমাদের নিকট একটি সংবাদ মাত্র। অন্যের সাহায্যে দুধের বিশুদ্ধতা বিচার করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা সব বিশুদ্ধভাবে করা হচ্ছে কি না, ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য ছিল। আমরা বলিয়াছি "এই সব খাটাল দুধে ফেরাল মিশ্রণের এক-একটি পরীক্ষাগারই দুধের সার বাহির করিয়া লইয়া কোন্ কোন্ ফেরাল মিশাইলে তাহার হিসাব, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও স্নেহাংশের পরিমাণ ঠিক থাকে দিবার অনুমতি হইতে পারে খাটালের ফেরাল-মিশ্রণকারী 'বৈজ্ঞানিকগণের' তাহা অজ্ঞাত নহে। খাটালের গবেষণাগারে ইহার পরীক্ষা সব সময়ই চলিতেছে। সেই খাটাল হইতে যদি দুধ সংগ্রহ করা হয় তাহা হইলে তাহে যে খাঁটি দুধই হইবে তাহার কারণ কি?

আমাদের মনে হয় সরকারী প্রচার-বিভাগ আমাদের প্রবন্ধটি মনোযোগ দিয়া পড়েন নাই। কেন না, তাঁহারা যদি তাহা পাঠ করিতেন তাহা হইলে এইরূপ দুর্বল কৈফিয়ত দিতেন না। এইরূপ ধার সারা করিয়া কাজ করাই যদি সরকারী রীতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সংশয়ের অনুমান করা যায় যে, খাটালের দুধ কত নিখুঁৎ হিসাব নিকাশ ও বিচার করিয়া ক্রয় করা হইতেছে। গভর্নমেন্ট যাহা করিতেছেন, তাহার অকুণ্ঠ সমর্থন করিয়া যাওয়াই যদি প্রচার বিভাগের বাহির হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাতে আমাদের কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু সেই সমর্থন যেন সরল, সুস্পষ্ট ও সুন্দর হয়, ইহা আমরা কামনা করিব। সরকারী কৈফিয়তে যাহা বলা হইয়াছে, আমাদের প্রবন্ধেই আমরা তাহার কথা পূর্বাহ্নে বলিয়াছি। যন্ত্রের সাহায্যে বিচার করিয়া যে দুধ ক্রয় করা হয়, ইহা কাহারো অজ্ঞাত নহে। আমরা সে বিষয়ে লিখিয়াছিলাম—

দুধের শুদ্ধতার যে বিচার আইনের দ্বারা হইবার কথা তাহার ব্যবস্থাও কাজ চলিয়া গিয়াছে। দুধের বিশুদ্ধতা পরিমাপের যন্ত্র অর্থাৎ লাক্টোমিটার দুধে মিশ্রিত ফেরাল ধরিবার জন্য। দুধের যে পরিমাণ ঘনত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় এই যন্ত্রে তাহাই দেখা পড়ে। খাঁটি দুধে সুনির্দিষ্ট ফেরাল মিশাইয়া এই ঘনত্ব যদি বজায় রাখা যায় তাহা হইলে যন্ত্রকে ফাঁকি দিয়ে কিছুতে বেশ পারিবে হয় না; এবং যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আইনকেও ফাঁকি দেওয়া যায়। আইনের এই দুর্বলতায় সুযোগ লইয়া ব্যবসায়িগণ নির্দিষ্ট দুধে পরিমাণের অর্থাৎ যন্ত্রকে ফাঁকি দিবার উপযোগী ফেরাল মিশাইতে পারে।

এ কথার কোনো জবাব সরকারী পত্রে নাই। খাটাল হইতে দুধ সংগ্রহের জন্য গভর্নমেন্ট যে কৈফিয়তের পাঠান না, পাঠান-করেকটি কুলী। এই নিরক্ষর কুলীদের বিচারের উপর গভর্নমেন্ট খাঁটি দুধ কিনিতেছেন, ইহাই আমাদের ভরসা করিয়া লইতে হইবে। আমাদের আরও একটি প্রশ্ন ছিল—"দুধ সংগ্রহের জন্য যাহাদের পাঠানো হয়, তাহাদের সততার কোনো সার্টিফিকেট গভর্নমেন্ট দিতে পারেন কি না?"—ইহার জবাব পাওয়া যায় নাই।

গভর্নমেন্ট যদি এই ভাবে খাটাল হইতে দুধ সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে জনসাধারণের কাছে ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এই কুখ্যাত খাটালের পৃষ্ঠপোষক হইতেছেন গভর্নমেন্ট। ইহা জাতীয় সরকারের পক্ষে লজ্জার কথা।

প্রাসঙ্গিক

—:০:—

সুভাষ চন্দ্রবর্তী—

গত ১৭ই ফাল্গুনী ভারতের সর্বত্র মহা-সমারোহে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ৫৪তম জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উপলক্ষে অনেকে এই দিন উৎসব ও উদ্দীপনা দেখা যায় বেশি। ইহা আশার ও আনন্দের কথা। মহাত্মাজীর অহিংসার শান্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একদা ছিল এই যে, সে কোন মুহূর্তে প্রয়োজনীয়তে তাহিয়া থাকিতে পারে—"আমার জীবন দিয়া জীবন আমার সফল দেখি"। উহার মধ্যে অনুপ্রেরণা আসে ভারতবাসীর নিকট। সুভাষচন্দ্র ১৯৪৩ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে যে সব লেখন রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সবে তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন যে, "মহাত্মা-এর বলি যে দিন হবে সে দিন আমরণের সঙ্গে একাত্মা হয়ে যেতে পারব—সেই দিন দেশবাসীর সম্মুখীন হয়ে বলতে পারব—আমার জীবনে লভিয়া জীবন আমার সফল দেখি"। সুভাষচন্দ্র তাঁহার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিয়াছেন। তিনি জীবনের আর নিজেকে দিয়া যে আদর্শ স্থাপনা করিয়াছেন, সেই আদর্শে যদি আমরা পৌঁছিতে পারি তাহা হইলে আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতির জীবনের অনেক অসুবিধা দূর হইয়া যায়। সুভাষচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উৎসব ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে সর্বসাধারণে যে প্রেরণা ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেল তাহাতে মনে হয় দিনের আলোকের আভাস যেন পাওয়া যায়। সুভাষের জীবনের প্রতিদিনের যদি আজ আমাদের দেশের তরুণদের জীবনের উপর দেখা যায় তাহা হইলে বলিতে হয়, ভারতের ও আমাদের মুক্তি আসন্ন। জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমরা আমাদের সকলের কর্তব্য হইতেছে এই যে, আমরা যেন এই শুভদিনে তাহাদের জীবন প্রতিপদে গ্রহণ করি যে, মহাত্মা-এর বলিদান দিয়া আদর্শের সাথে সকল এক হয়ে যাইতে পারি। ইহা না পারিলে জন্মবার্ষিকী উৎসব উৎসবই শেষ হইয়া যাইবে।

ব্যাঙ্কিং কমিশন—

ভারতের ব্যাঙ্কিং কমিশনের পরিমাণ বিস্তৃত করা পরিমাণের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান শুরু হইয়াছে। বিভিন্ন ভারত কমিটির বিস্তৃতপত্রিক একত্রিত আসন অনুসন্ধানের ভার ভারত কমিশন এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতে ব্যাঙ্কিং বিস্তার এখনো যথেষ্ট হয় নাই। কিন্তু ভারতকে পৃথিবীর সহিত সমভাবে চলিতে হইলে তাহার ব্যাঙ্কিং বিস্তার যথেষ্ট ক্ষিপ্র করিতে হইবে, লৌকিক যোগ ব্যাঙ্কিংকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু এই বিষয় আলোচনা ও প্রচারের পূর্বেও কিছু করণীয় আছে। যদিও ভারতে ত্রিশ কোটির বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং অর্থাৎ ইন্সিওরেন্স ও মুদ্রাস্ফীতি সকলের জন্যই সম্পূর্ণ-বিস্তৃতপত্র আবশ্যক। যেমন যা প্রয়োজন অনুযায়ী যদি ব্যাঙ্কিংকের বিভিন্ন করিয়া তোলা না যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে মূলধন সংগ্রহ দেখা বিশেষ সম্ভাবনা হইবে। আজ দেশে বিভিন্ন ব্যাঙ্কিংকের ব্যাঙ্কিং হইয়াছে। সেই ব্যাঙ্কিং পরিমাণ সম্যক-রূপে জানা আবশ্যক। তাহা না হইলে একটানা যদি সকলকে ব্যাঙ্কিংকি নিয়ম বিভিন্ন করিয়া তোলা যায়, এবং তাহার পর যদি দেখা যায় যে, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে এই নিয়ম বিভিন্ন করা হইয়াছে তাহা হইলে আবার এক নিয়ম বেলার সময়ের অনুকূল হইতে হইবে। এই ভাবে মূলধনিকদিগের উপরে বারবার ব্যাঙ্কিংকি মূলধন প্রয়োগের অবস্থা হয় তাহাই করা আবশ্যক। বর্তমানের অবস্থায় মূলধন করিবার জন্য বিভিন্ন ও বিস্তার হইয়া তোলো হিসাব নিকাশ না করিয়া কাজে অগ্রসর হওয়া যে সমীচীন নহে, এবার গভর্নমেন্ট তাহা অনুভব করিয়াছেন বলিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। এই বিষয়ে বিভিন্ন শাখা রহিয়াছে। প্রতিটি শাখার জন্য যথেষ্ট ব্যাঙ্কিং সর্বসাধারণে প্রয়োজন অনুযায়ী উপর নির্ভর করিয়াই এই নিয়মাবলীর ব্যবস্থা হইয়াছে। যথা—ছোট ব্যবসায়িক শিল্প ও বাণিজ্যিক ইন্সিওরেন্স, ব্যাঙ্কব্যবস্থা ও আকস্মিক ব্যাঙ্কি এবং ব্যবসায়ী পরিচালনা—এইরূপ অনেকগুলি শাখায় মূলধন বিভিন্নকে বিভক্ত করিয়া প্রতি শাখায় বিভিন্ন ব্যাঙ্কিংকের উপযুক্তভাবে পরীক্ষা করিবার পরিকল্পনার কথা হইয়াছে। ভারত একটি বিরাট দেশ। এখানে পল্লি, নগর ইত্যাদি নানাবিধ অঞ্চল রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের ব্যাঙ্কিং ইতি এত নাই বলিয়া এই সব অঞ্চলের উপযুক্ত ব্যবস্থার এ পর্যন্ত হয় নাই। এই ব্যবস্থার বাহাতে সকলকারণ ও ক্রটিমুক্তভাবে হইতে পারে তাহার উদ্যোগ আয়োজন হওয়া অতি আবশ্যক। কিন্তু তাল মান হারাইয়া একদল সকলকে ব্যাঙ্কিংকি সুবিধা বিস্তৃত করা হইতেছে না, তাহার জন্য যে তাড়াহুড়ি করা হইতেছে, ইহা আশার ও আনন্দের কথা।

ঋণ ও মূলধন সূচনা—

লন্ডনে ভারত সরকার ভারতের বিশ্ব উৎপন্ন ঋণ ও মূলধন মূল আরও কিছুটা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে, এই অতিরিক্ত বৃদ্ধি অল্প বলিয়া সরকার কিংবাদন্তিরা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ভারত সরকার যতটা অনুমান করিয়াছেন, মিল-মালিকেরা তাহা হইতেও আরও কিছু বেশি বৃদ্ধি করিবেন। আমেদাবাদ মিল-মালিক সমিতি ও বোম্বাই মিল-মালিক সমিতি এ বিষয়ে ভারত সরকারের নিকট আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। ভারত গভর্নমেন্ট যতটা বৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন, এই আবেদনে দেখিয়া মনে হয়, মিল-মালিকেরা তাহা আদৌ গ্রাহ্য করিতে রাজি নহেন। এই বৃদ্ধিতেও তাঁহাদের মন ওঠে নাই দেখা যাইতেছে। মিল-মালিকেরা আরো দাবিয়াছেন যে, সোডা ও কয়লার কাপড় ও সুতার দাম না বাড়াইয়া তাহার সরকার আরও অধিক অনুমোদন করিয়াছেন। দেখা যায়, তাঁহাদের মতে ভারত সরকার বর্তমানে যে বৃদ্ধির সময় হইয়াছেন, সে বৃদ্ধি নাকি পর্যাপ্ত নয়—ইহার ফলে মিল-মালিকদের লাভি নিম্ন করিতে হইবে। এইরূপভাবে অর্থ আদায়ের ত্রিক ব্যবস্থা হইতে পারে না। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে তাহারা সরকার অনেক প্রয়োজনীয় করেন, ইহার ফলে ত্রিক তাহাদের লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। মিল-মালিকদের দুর্বিনীত আচরণ নিন্দনীয়। ইহার উপর আবার একটি নিম্ন আছে। ১৯৪১ সালে মিল-বৃদ্ধিজীবনের যন্ত্র ও সুতার মূল পরিবর্তন হয় তাহা হইতে করিতে পারিবে হয়। কিন্তু বোম্বাইয়ের মিল-মালিক সমিতি দেখিতে পাইতেছেন যে, তাঁহারা তাহাদের এই পরিবর্তি প্রত্যাহার করিয়া লইবেন। ইহার ফলে এইরূপে এই যে, অনুসন্ধানে সর্বসাধারণের

জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়াতে হাস করা যায় তাহাতেই তবে তাঁহারা যে দেশে এইরূপ বুদ্ধি হ্রাস করিতে বাধ্য হন। কিন্তু সমাজতন্ত্রে জীবনযাত্রার ব্যয় সমপ্রকারে যখন হ্রাস করা হয় নাই, তখন মজুরের বৃদ্ধি কেন করা যাইবে। তাঁহারা বর্তমানের বর্দ্ধিত মজুরের দরিদ্র সেই চার টাকা বোধ করিয়া দিবেন। বৃদ্ধি অবশ্যই তাহাতে লক্ষ্য নাই। কিন্তু উহাদের মতিগতি তো, অবশ্য করা চলে না। সমাজতন্ত্রে জীবনযাত্রার ব্যয় সমভাবে করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া মজুরের বৃদ্ধি করিয়া মিলওয়ালাদের অধিক মুনাফা দিতে হইবে, ইহা কোনো দেশ সমাজের উক্তি হইতে পারে না। জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাসে অসমতার খেলাপ দিতে হইবে মিলওয়ালাদের - ইহাই কি শ্রীমতের দাবী?

১৩৯ প্রস্তাবে জমিদারী লোপ—

সেই জমিদারের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রস্তাবে নূতন নহে। নিখিল, জনসভা ও বক্তৃতায় বক্তিদের দ্বারা শোষণের দিন এবার শেষ করা আবশ্যক। উক্ত প্রস্তাব প্রবিষ্ট দিয়া আগামী ইহা ভারতের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা বলিয়া বলা যাইতে পারে। এ বছরের ২৬শে জানুয়ারী রিপাবলিক দিবস হইতে জমিদারী প্রথা লোপ করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে উক্ত প্রস্তাব ইহার দ্বারায় এক বিশ্লেষণে চেষ্টিত দিলেন। গত ৯ই জানুয়ারী তারিখে কারকরাজ্যের প্রেসিডেন্ট এর প্রস্তাবের জমিদারী বিলোপ দিবে সম্মতি দান দিয়াছেন। এই সংবাদ দিল্লী হইতে করাচী পৌঁছিলে এর প্রস্তাবের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত খোন্দিকরের হইতে লাভি দিবের প্রস্তুত দেখা যায়। তাঁহার এ সঙ্গে অনেকেই যে উহার দ্বারা প্রস্তুতরা লাভ করিয়াছেন, একথা বলা বাহুল্য। কিন্তু প্রস্তুতরা আর কেন নাই বলিয়া—তাঁহারা ইতোমধ্যেই উক্ত প্রস্তাবের ফলাফল। তাঁহারা ইতিপূর্বেই কারকরাজ্যের প্রেসিডেন্টের প্রবিষ্ট না কি সমাজ জমিয়াছেন, এবং আইন দ্বারায় জমিদার এবং জমিদারী রাষ্ট্রকর্তৃক হস্তান্তরে প্রস্তাব জমিদার করে কিছু সময় চাহিয়াছেন। এ প্রার্থনা জমিদার হেতু এই যে, তাঁহারা উপযোগী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চান এবং প্রেমিক জমিদার সংক্রান্ত আইনের অনে জমিদারী রাষ্ট্রকর্তৃক বিলোপ বৈধ না তাহার আইনগত বিচার বিশ্লেষণ চলে। মনে হইতেছে, তাঁহারা জমিদারেরা এখনো মৌখিকভাবে মুখেই বাদ করিতেছেন। তাঁহারা সমাজ রাষ্ট্রের এই বিপুল পরিবর্তনের সহিত নিজেদের মেলা খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহারা কোনোরূপ বিকল্পের সন্ধানও না করিয়া যদি সমাজ দ্রুতগতি অগ্রসর হয় তবে তাঁহারা ভবিষ্যতে তত রাজনৈতিকভাবে সহিত আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলেই ভালো হয়। সম্প্রতি মহারাষ্ট্র মহারাজা গভর্নমেন্ট সুপ্রকাশের তত্ত্ব লোপ সাধনী মনোভাবের পরিচয় দিয়া নিশ্চিত ও ত্বরিত হইয়াছেন, উহার দেখাদেখি অন্যান্য জমিদারগণ সেই পথ অবলম্বন করিতে বিলম্ব করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্থাপত্যসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পয়েন্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা-১।

যৌথিক—

অকল্যাণ জুট কোম্পানী লিমিটেড

(ম্যানেজিং এজেন্টস্—বার্ড এণ্ড কোং লিঃ)

—:০:—

অকল্যাণ জুট কোম্পানীর গত ৯ই ডিসেম্বর বছরের হিসাব নিকাশ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, গত ৩০শে সেপ্টেম্বরে সমাপ্ত অর্থ-বর্ষে কোম্পানী দর্শনেচ্ছা উৎপাদনোপযোগী উন্নতি লাভ করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে লভ্যের সমাবও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে কোম্পানী বৈয়ার প্রতি পূর্ব্বসনদা ২৫% (৩,৭৫০) টাকা বর্দ্ধিত হারে মোট ১ লক্ষ টাকা অধিক লভ্যাংশ বিতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সাময়িক লাভ-ক্ষতিয়ার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত বস্ত্র শিল্পের ও অন্যান্য শিল্পের মূলধন প্রবিষ্ট দিন প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। ১৯৩৯ এপ্রিল পর্য্যন্ত এক দিন দুইটি পর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয় এবং মূলধন প্রবিষ্টেরা কিছিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তবুও দুই বছরের দুর্দ্দশার লভ্যাংশের পূর্ব্বে কিছু পুরাতন ক্ষত ঢাকাইতে পারে নাই।

পাকিস্তানের পাট উৎপাদন পাকা না থাকায় আলোচ্য অর্থবৎসর ধরিয়া কাঁচা-মালের অসুবিধা চলিতে থাকে। পাকিস্তানের সহিত যে সনে সম্পাদিত 'কাঁচা পাটের-আপোষ' চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান ভারতকে ৮,০০,০০০ বেল বিদেশ কাল বিতে বাধ্যক হয়; ইহাতে অবশ্য সাময়িক হইলেও কোন সময়েই বিদেশ উপযুক্ত পরিমাণে কাল সরবরাহ পাকিস্তে পারে নাই। মূল্যবৃদ্ধি হ্রাসের পূর্ব্বে ক্রীত পাটের অধিকাংশ পাকিস্তান আটক করিয়াছিল—কিন্তু পরে উহা ছাড়িয়া দেয়। এই পাট উৎপন্ন হইবার দিন ধরিয়া বিলম্বিত ঘূর্ণা উপস্থিত হইয়াছে।

ভারতীয় নূতন পাট পুর্ণমাত্রে পাইবার জন্য মিলগুলি বিক্রেতাদের নিকট চুক্তিবদ্ধ হয়; কিন্তু বিলম্বিত মেঘ-সমাগমে ঘূর্ণ অপেক্ষা ফলার দর বৃদ্ধি পাইতে থাকায় বিক্রেতাগণ এই চুক্তি পালনে অসুবিধা বোধ করিয়াছে।

এই ছয় মাস আশিয়া বৈয়ারী-বাজার ও কাঁচা পাটের দর ভারত ও পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পরেই রহিয়া গেছে, ইহার অধিক মূল্য বিলগুলি কেনা-বেচা করিবার অধিকার নাই।

ছইমিলের বৈয়ারী অধিকাংশ বার দুই বন্ধে মোকে অবস্থানকালে বিক্রীত ও বন্টিত হওয়ায় মজুরি-উৎপাদনের বিরুদ্ধে অনেকটা সমতা রক্ষা করা সম্ভবপর হইলেও ক্রেতাদের চাহিদা পুরাপুরিভাবে মিটান যায় নাই।

১৯৪৮-এর জানুয়ারী আদি এবং ভারতীয় পাউণ্ড মূল্যবৃদ্ধি চুক্তি অনুযায়ী আলোচ্য সময় কোম্পানীর বিদেশ সরবরাহে ৫২১ পাউণ্ড করিয়া আয় হ্রাস পাওয়ায় ১২৪৪ টাকা-পাউণ্ড হারিতে হয়।

সেপ্টেম্বরে সমাপ্ত অর্থ-বৎসরের পরীক্ষিত হিসাব :—

অর্থবর্ষ শেষ	৩০-৯-৪০	৩১-৩-৩৯	৩০-৯-৩৯
	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		৩৯,৩৫,৪৮৮	১৮,৫৯,৫২৭
মজুত মাল		১৮,১৭,৩৫৩	৮,১৪,৩৭৩
মোট লাভ		২,৯৩,৭৭৯	১,০৮,৪৩০
কর			
অবশ্য		৭৬,৮৭৩	
নগদ তহবিল			
লভ্যাংশ :—			
অর্জ্জ শেয়ারে	১,৩০,০০০	৯৯,০০০	
প্রেফ শেয়ারে	৩১,৪৫০	৩১,২৫০	

* গত-বছরের লভ্যাংশ বিলিয়ন হার ১০০ : ১৪৪ হারিতে ধরিয়া তুলনীয়।

পাকিস্তানকে অতিরিক্ত দেয় ১,৯৪,০১৭ টাকা ধরে।

লভ্যাংশ নগদ তহবিল হইতে ৩,৪৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে।

লভ্যাংশের পড়তা হার—

অগ্রি: শেয়ারে

প্রেফ: শেয়ারে

রিডিম: প্রেফ: শেয়ারে

বিভিন্নবর্ষের লাভাংশ

হার :—	৩৮-৩৯-৪০	৩৯-৪০	
	টাকা		টাকা

তহবিলে ২,৩০,০০০৲ এবং অন্যান্য খাতে ৭০ ১৮৭৲ অনাদায় থাকায় নগদ-সম্পত্তি হিসাবে ৪,১২,০৭৬ টাকা লভ্য দেখা যায়। ইহা হইতে পাওনাদারের দরুণা মুল্যমূল বৃদ্ধিবিধির অতিরিক্ত দেয় অর্থ বাবদ ১,৯৫,০২৭৲ অনাদায় তামিলা এবং সাধারণ সঞ্চয় খাতে ২৫,০০০৲ জমা ফরিজা অবশিষ্ট ১,১১,৩২৯ টাকার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থবর্ষের জের ৮৮,৯৪৭৲ সংযোগে অভীষ্টাধার লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ২,০০,২৭৬ টাকা।

আলোচ্য বৎসর :

প্রেফারেন্স

অডিনারী

অনাদায়

সঞ্চিত বৃদ্ধিধন

সঞ্চয় তহবিল

অন্যান্য তহবিল

পরিচালকগণ কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রদত্ত অনাদায় জোনস লভ্যাংশ হইতে ৩০ লা সিলা নিম্নলিখিত হারে লভ্যাংশ বিতরণের প্রস্তাব করেন :—

বিভিন্ন খাতের মূল :

প্রেফারেন্স শেয়ারে পড়তা বার্ষিক	৪১০ আনা	২৭,৫০০৲	সঞ্চয় জের	১,১৫ ০২৭	
রিডিম: প্রেফ:	৪১০	৩৩,১৪০৲	দেনা	৩১,৬১,২২৭	২৪,৭২,৮০৭
অডিনারী	৮৲	১৮০,০০০৲	জের	৫৯,৪৭৫	৮৮৯৪৩
	মোট	২১১,১৪০৲	মোট	১৪৯ ৩১,৮০১	১৩৯,৯৯,৫৯০

উদ্বৃত্ত ৪১,৫৭৫ টাকা অবশিষ্ট লাভের জের টানা হয়।

সম্পত্তি :—

১৯১৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে ছই ট্রাইব্যুনাল এজমালীর পরিচালিত হইলেও কোম্পানী প্রেফারেন্স প্রয়োজনীয় বিষয়ে উহার স্বাধীনতাপূর্ব্বক চলিতেছে। উহার পর ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে এক জের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। উহাদ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, তালাবিত সমস্ত পাইকলের বাদাবার পক্ষিম ও দক্ষিণেরস্থিত উদ্ধারিত অংশেরই নিম্ন বিভাগ অধিকা দেখিবার জন্য এক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন হইয়াছে।

মোট স্থায়ী সম্পত্তি	১২১ ৪৪,৭১১	১৪১,১৮,৭৯৮	১৪১,০১,১০০
অবচয়	৭৭,১০,৬১৩	৭৭,১০,৪৪১	৭৭ ৪৩ ৫৮০
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	৫১,৪৪,০৯৩	৫১,১৮,১৯৯	৫১,৬৯,৫১০
সরঞ্জাম	৬,৪৫,৩১১	৫,৮৮,৪৭৪	৬,৬১,৪১৯
রবড়ের মাল	৩১,৭৪,৩৮৭	৩৪,০৭,৪০১	৪৪,৪৯,৭৭৯
পাওনা	১৯ ৮৪,৯৪০	১৯,৪৭,১৭৯	১১,১৮,৫৭৭
ব্যয় বিনিয়োগ	৩১,৭৪,৪৮৭	৩১ ৭৪,৪৮৭	৩১,৮০,১৮৭
অগ্রি লাভের জন্য	১,১১,৫১০	১,১১,৫১০	১,১৪ ৫১০
নগদ	৪,৭৯,১৭৩	৪,০৯,১০৪	১,০৯ ৭৮১
মোট	১৪১,৫৯,৩৭১	১৩১,১৩,০৫৪	১৩১,১৭,৪১০
নীট সম্পত্তি	৯১,৬৮,৫৭৬	৮১,১৪,৭৮১	৮৪,৩০,৯৭০

মূলধন : অনুমোদিত, বিভিন্ন ও আদায়ীকৃত ৬৫,০০,০০০৲, পড়তা ৫৩ আনায় ১০,০০০টি সিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারে, পড়তা ৪১৩ আনায় ১৫,০০০টি রিডীমেবল সিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারে এবং ৫০,০০০টি অডিনারী শেয়ারে; প্রত্যেক শেয়ার ১০০৲ টাকা মূল্যের এবং সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত।

পণ্যভবনের বাজার—

রেলনের বরাদ্দ হ্রাস ঃ খাদ্য আমদানি

—:০:—

সরকারের খাদ্যসচিব সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, সাধারণতঃ বাজারে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয়, এ বৎসর তাহা হইতে ১০ লক্ষ টন কম হইবে। এইরূপ উৎপাদন ঘাটতির আশঙ্কা করা হইয়াছে যে, উপযুক্তপরি চার বৎসর মৌসুমীর অভাবের সম্মুখীন হইয়াছে।

বাজার স্থেত্রীয় সরবরাহের হইতে ১০ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য ঘাটতি হইবার্ছিল, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা হইয়াছে ৫ লক্ষ টন। এখন আশা করিতেছে যে, সরকার যদি পরিমাণের জন্য আরও ঘাটতি জানাইবেন। এখন এই আশা যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মজুত আছে, তাহা চার সপ্তাহ যাবৎ চলিবে। সরকারের পক্ষ হইতে ১ আউন্স করিয়া খাদ্যদ্রব্য বরাদ্দ করা হইয়াছে, সরকার ইহা হইতে মাত্র এক আউন্স বেশি খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা পাঁচালীটি করিয়া বলিয়া আশা করিতেছে।

উক্ত প্রদেশে ইতিপূর্বে রেলনের বরাদ্দ হ্রাস করিয়া কিছু পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বাড়াইয়াছে। এই কারণে উক্ত প্রদেশকে বাজারে বর্তমান বরাদ্দ হ্রাস-অবস্থা হইতে কোন রেহাই দেওয়া হয় তাহার জন্য উক্ত প্রদেশ স্থেত্রীয় সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছে। যদি এলাহাবাদ বরাদ্দ হ্রাস করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আগামী ১৬ তারিখ হইতে উক্ত প্রদেশে বরাদ্দ হ্রাস করিবে বলিয়া জানাইয়াছে। ইতিমধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অবস্থার আরও উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কেন না, ইতিমধ্যে রবিশস্য উঠিবে। গত ১৪ই আগস্ট হইতে ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত এই স্থেত্র হইতে উক্ত প্রদেশে রেলনের পরিমাণ ৩ হইতে ৪ হইবে করা হইয়াছিল। উক্ত প্রদেশ গভর্নমেন্ট বলিয়াছেন যে, যদি এইরূপে রেলনের পরিমাণ হ্রাস করা হয়, তখন কালোবাজারের মূলে খুব প্রতিঘাত পড়ে; বর্তমানে সেই সময় বাড়াইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি আবার হ্রাস করা হয় তাহা হইলে কালোবাজার অধিক বিস্তৃত হইবে। আরও বলা হইয়াছে এই যে, যাহারা সাধিকভাবে অধিক রেলন পাইতেছে যে অবস্থা হইয়াছে উহার পরিবর্তে এখন যেমন দেওয়া হইতেছে তাহাই দেওয়া হইবে না। কেন না, বোম্বাই ইত্যাদি প্রদেশে সরবরাহের অবিশ্বাসীর মত উহার প্রদেশে সরবরাহের সংখ্যা কম নয়। এই কারণে সাধিক পরিমাণকারীদের হিসাব করা অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য উক্ত প্রদেশকে দিতে হইতেছে না।

বিভিন্ন প্রদেশের সাধি বিভিন্ন প্রকারের। কিন্তু স্থেত্রীয় সরবরাহারে খাদ্যদ্রব্য অধিক নাই। বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্যাদি আমদানির অবস্থা হইতেছে। কিন্তু ইতিপূর্বে আশঙ্কা করিয়াছি যে, বিদেশ হইতে আমদানির পরিমাণ বাড়া যাবে। সে আশঙ্কা হইতেছে জাহাজের অভাব। এই অভাব কি ভাবে দূর করা যায়, সে সম্বন্ধে চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু ইহার ফল আশু একটা অবস্থিতির সম্ভাবনা পাওয়া যাইতেছে।

সাধিক মূল্যনীতি ২০ লক্ষ টন চাল ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানির বা বিদেশ বাজারে দিবে, এইরূপ শোনা গিয়াছিল এবং সাধিকভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি এ সম্বন্ধে মূলতঃ সংবাদ আসিয়াছে। এ সম্বন্ধে কতটা নির্ভরযোগ্য তাহা এখনি বলা করা যাইতেছে না। গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী মেজর মেরারের যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি মূল সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া বলেন যে, সাধিক দাবী চালের আমদানিকারী দেশগুলি যোগান করিবার জন্য যে চেষ্টাচরিত্র করিতেছেন তাহার পরিণাম শুভ হইবে না। চীন যাহাতে আমদানিকারী দেশগুলি এখান করিবে পারিবে, সেজন্য সাধিক যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি হয়; তাহা হইলে চীনকে আমদানি করা হইতে এক তৃতীয় বিমুখ যাবাইয়া দেওয়া যায়। শ্রীযুক্ত মেহতার ঘোষণার সঙ্গে সাধিক মহলে ইতিমধ্যে অবস্থিতির পরিচয়। এই ব্যাপারে আমাদের এখ নিম্নের আশাবাদী কিনিবার না কি হইতে পারে। আমাদের দুর্ভাগ্যে দেখা সাধিক যুক্তরাষ্ট্রের এই ব্রহ্মনীতি অবশ্য অধিকার। ইহার প্রতিক্রিয়া অবশ্য যার যাবাই দেখিবার ছিল।

চীন, শ্যাম, ব্রহ্ম ইত্যাদি দেশ হইতে আমরা খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিবার উদ্যোগ করিতেছি। দেশের অভ্যন্তরেও উৎপাদন বৃদ্ধি হইতেছে। সাধারণ দুর্ভোগের মূলে যে শস্য নষ্ট হইয়াছে তাহা পূরণ করিবার উদ্যোগ যদি সম্পূর্ণ সফল না-ও হয়, গ্রাম দেশসমূহ হইতে কিছু খাদ্য অবশ্য আসিয়া পৌঁছিবে। কয়েকটা মাস কিছুটা কষ্টসাধ্য করিলে এই অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয়।

পণ্যদ্রব্যের পাইকারী দর

গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখে বিভিন্ন স্থানের পণ্যদ্রব্যাদির পাইকারী দর ছিল এইরূপ—

কলিকাতা—

চাল—করিয়া ৮৫৲—১০৲, আমিনা ফোরিন ১০৫৲, মোহন ১০৬৲, ঘনশ্যাম সিলাম্ব ৮১৲, চিনি ৭৯৲—৮০৲, মহুরা ৭৭৲—৭৮৲, মেটি ১০০৲—১০৫৲, ডিল ৭৯৲। করিয়া ডিল সবই মোটা ছিল।

তৈলবীজ—তিল ৫৫

চোট ৩৪১০, তিসি তৈরাটে ২৭৲, আমরুলি ৩৪৲০, ধানের দানা উঁচুর প্রলেপ ২৯৲—৩১ ঘাঁড়ার তোলা মহ ২৪৲—২৭৲, তিল চলন ২৫৲, মহুয়া ২৭৲০—২৮ তেঁতি তৈরাটে ২৮ আমরুলি ২৪৲০—২৯

গুড়—চটা দানা ১২৲০, বৈদেশ চটা ১৭৲, মূল উঁচুর প্রলেপ মহ ১৭৲০, মহুয়া বড় ১৪৲০—১৫৲০, ছোট ১৩৲, আউধ হিরাকস ১৪৲০—১৯৲, বাজা বোলাই হিরাকস ১৯৲, মাদ্রাজ ১৭৲। বাজার অনিশ্চিতের দিকে।

আমদানি ১ লা ২৪ —
ছোট ১২৲০—
মটর বোলাই

রাপুর—

মসুর দানা— পাটা
১২৲০।

মটর

মসুর ২৪

তিসি বোলাই ৩৪৮৲০ টা (বোলাইয়ে) কলকাতা ২৯৲০ টা (কলকাতায় ডিলিভারী)

তৈল ও তৈলবীজ—তিসি ৩৩. তিলাবাদাম ২১৲—২৪ ; মূল বীজ ১১৲০, তিলের তৈল ৮০ তিসি তৈল ৬৮৲।

গুড়—

তিলাবাদাম তৈল—(৫ গড় গাইড) ৪৫৲০ নারকেল ছানা (৪০১ গাইড) ২২৲—২২৲০ বি তৈল (৫ গড় গাইড) ৬৮৲০ ।

বার্কলে

সেরা তামাকসমূহের মিশ্রণে তৈরী

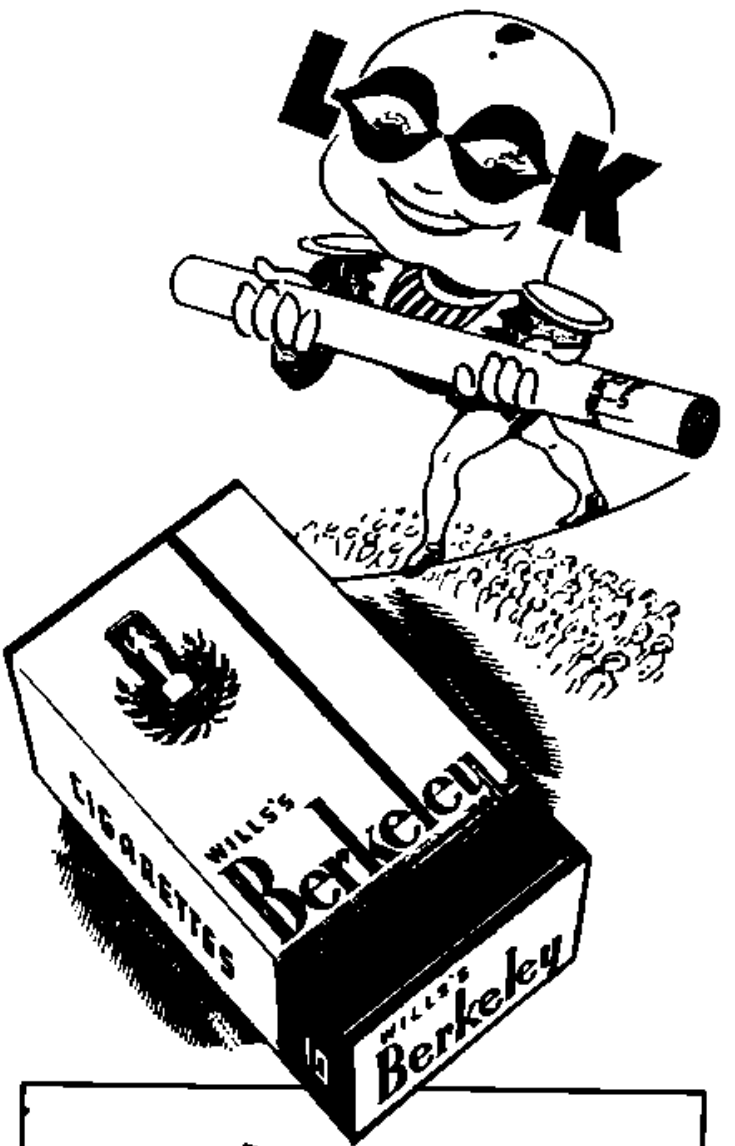

দু'পয়সায় একটি সিগারেট • ১/০ আনায় ১০টি
ছবি আঁকা টিনে ২৫টি

The Imperial Tobacco Company of India Limited, Successors to W. D. & H. O. Wills, Bristol & London
Cigarettes made in India.

সেয়ার বাজার—

বাজারে কোরিয়া-পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া

—:০:—

কলিকাতা, শনিবার, ২৫শে জানুয়ারী—এ সপ্তাহে কলিকাতার সেয়ার বাজার উচ্চ হয় সেয়ার বাজারে। বাজারের লক্ষণ বিশ্লেষণে মনে হয় ও কয়েকটি পাটের সেয়ারের প্রতিই বিশেষ ঝোঁক ছিল। ভাটিয়া বাজারে বিভিন্ন সেয়ারের দর ওঠা-নামা করিতে থাকে এবং মূল প্রয়োজন অবশ্য শেষ পর্যন্ত ছিলনা বলিয়া মনে হয়।

পাটের সেয়ারের দর যে টুই ওঠা-নামা করে সে টুই আশ্চর্য্য বলা হয়। ইণ্ডিয়া ১১৩৲ টাকায় আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে ক্রমিয়া ১১৭৲ টাকা হয়। ডিসেম্বরে ২৩৯/০ পর্য্যন্ত উঠে পরিশেষে পায়। বার্ণীক ২১২৲ টাকা হয়ে আরম্ভ আরম্ভ করে। ফেটী ১৮৭৲ টাকা হয়ে ছিল থাকিয়া যায়। বাওয়ার দর ৩১৮/০ ও ৩১৯/০ আনার মধ্যে ওঠা-নামা করে।

ভলা-বিভাগে মূল্য বৃদ্ধির উৎসাহের অভাব দেখা যায়। এখানে সেয়ারের দর ওঠে ৫৭৮৲ টাকা পর্য্যন্ত এবং ইন্ডুষ্টেলস্ ৪৭।০। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৪৪৭০ আনা হয়ে ছিল থাকিয়া যায়। নাইন ভলপুরা ২৩৯/০ আনা দর পর্য্যন্ত বৃদ্ধিলাভ পায়। আরম্ভের দিনের কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে না।

ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রন এক সময় ৩৯৲ টাকা পর্য্যন্ত ওঠে, কিন্তু বাজার বন্ধ হইবার সময় ওই দর এক আনা থাকিয়া ৩৮৯/০ আনা হয়।

বিভিন্ন বিভাগেই কোরিয়া-পরিস্থিতির প্রভাবের সম্বন্ধে মূলে যে প্রভাব দেখা যায় তাহাতে আমার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বাজারে মূল্যের বিপরীত ভাবে ওঠা হইয়া যায়। কয়লার সেয়ারে বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে না। পাটের বিভাগে ক্রেতা অবশ্য ছিল ঘটে, কিন্তু দরের কোনো উচ্চ-নিম্ন ঘটে না। বরাবর ২৭৫৲ টাকা হয়; এবং ২৮৫৲ টাকা দর পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল মাত্রিক ছিল। ফেটী ২৮৯৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়ে এবং ভাসাভাসি ৩০৮৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়ে কেনা-বেচা হয়।

ইণ্ডিয়ান আয়রন সপ্তাহের শেষে দিকে ৩৯৯/০ আনা হইতে ৩৯৲ টাকা হয়ে থাকিয়া যায়। সপ্তাহের শেষে দিকে বিভিন্ন সেয়ারের দরে হ্রাস ঘটে। ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর আরম্ভ করিয়া দিয়া ৩৮৯/০ আনা হয়। ভলা বিভাগে বিশেষ কোনো ভাবভাবান্তর হয় না; এমনকি ফেল সেয়ার ৫৭৮৲ টাকা হয়ে ছিল্ল অধিকারভাব হয়। পাট বিভাগে হতাশার ভাব হ্রাস ঘটে। ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আরম্ভ পাটের সেয়ারের দরের হ্রাস ঘটে। বিভিন্ন বিভাগীয় সেয়ারের অবস্থাও ঐরূপ ছিল।

আজকালকার হালচাল

বর্ত্তমানে সিলিহিরি—৩৲ টাকা হইতে আরম্ভ ৩৯/০; ৩ সুদের (১৯৪৩-৮৩) ঋণ ৯০/০ ৯০/০ ৯১৸/১০ ৯১৸/০; ৩ সুদের (১৯৪৭) ঋণ ১০০।/০; ৩ সুদের (১৯৪১-৫৪) ঋণ ১০০৸/০; ৩ সুদের (১৯৪৮-৭১) ঋণ ৯৯৲/০ ৯৯৸০; ৩ সুদের (১৯৭০-৭৫) ঋণ ৮৫৸/০ ৮৫৸০; ৩ সুদের (১৯৮০-৮৫) ঋণ ৯৭৩০; ৩ সুদের (১৯৯৫-৯৮) ঋণ ১০৪।/০ ১০৪৸/০; ৩ সুদের (১৯৬১-৬৬) ইষ্ট বি রেল ৯৯৸/০ ৯৯৲ টাকা। বার্ণ—আরম্ভের ঋণ ১০৮০; সেন্ট্রাল আরম্ভ ৭৮০; ইণ্ডিয়াস্টীল আরম্ভ ৯৯ ইণ্ডিয়া ৮৲; ইণ্ডিয়াস্টীল অর্ডিনারী আরম্ভ ৪৭৲; কাপড়ের কল—বেঙ্গল আসমুর ১৪৫/০; বিক্রমা মিল ৪০৲; এলগীন মিলস্ ১৬০; আলবার্ট মিল ১৯৸০; মিঠে ভিক্টোরিয়া ২৫০। ডকবন্দর—বেঙ্গল ৫৬৫৲ ৫৬৫৲ ৫৭৯৲; ডকের কলিয়াজির ৭।০ ৭৸০; ডকের ১৪৸০ ১৪৫৸০ ১৪৫৸০ ১৪৫০। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৫৬০; ইন্ডুষ্টেলস্ ৫১৫ ৫১৸০; ফোনিক্স ৩৸০; ক্যালকাটা ফোন ৬৫/০। পাইকল—আসম পাতা ১৭৩৸০। এসোসেন ৫১০৲; অক্সফোর্ড ১৫৯৲; বার্ণী ৫৭৫৲ ৫৭৯৲; বাজারমল ১৮৫৲ ১৮৯৲ ২১৯৲ ২১৫৲; ভেপেডিভিয়ম ৩১৲ ৩৫৲; টালনারী ১৯৯৲ ২০১৲ ২০৫৲ ২০৪; ডিসিলী ২৮৫৲; ফ্লাইট (৮ ফেস) ৯৯৲; ফেটী ২৭৯৲; বাওয়া ৩৯৲ ৩৭৯৸/০ ৩৮৯৸/০ ৩৮৫/০ ৩৮৩০; ইণ্ডিয়া ২০৯৲ ২০৮৲ ২০৫৲; বহুবাজার (ফেস) ১৭৪৩০; কাকিনাড়া (বি) ৪১৫৲ ৪০৯৲; ফোনাল ৯৲; ডিমিনস ২৪৫৲ ২৪১; জোডিয়াম ২৩০৲; ডালমান ১৯৯/০ ১৯৫০ ১৯৯/০ ১৯১/০; বেঙ্গল ১৭৯৲; প্রেসিডেন্সী ৬৯/০ ৬৯০ ৬৯/০; ব্রমেরস ৯৫০ ৯৫/০; ডিলারস ২৪৯/০; ইণ্ডাস্ট্রী ২২০৲; ওয়েলসি ৬৩০ ৬৫/০; বিবিধ কোম্পানী—বার্ণ কয়লাক্ষেত্র ৩৯/০ ডিমিনীয়ন মাইকা ১১৯/০; ইণ্ডিয়ান ডকার ৩৫/০ ৩৯০; টাকার ইম ৭৫/০ খোনকাশী ৭৫/০ ৭৯/০; বাজারমী এন্ড কোং ১৯/০; আলকালি ইলেকট্রিক ১৭৫০ ১৭৯/০; ইষ্ট বি ইলেকট্রিক ১৫৭৲ ডেইবরেজী এন্ড কোং ১৭৫০ ১৮৯/০; ডিমিনিয়ন ডিভি ৩৯/০; গার্ণ এন্ড কোং ৩২০৲ ৩২১৲ ঐ (ফেস) ১২০৲ ১২১৲ ইণ্ডিয়ান আয়রন এন্ড ইস্ ৩৪৯/০ ৩৪৯/০ ৩৪৯/০ ৩৪৯০ ৩৪৯/০ ৩৪৯০ ৩৪৮/০ ৩৪৯/০ ৩৪১/০, ঐ (ফেস) ১০৪০

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

হেড অফিস: কলিকাতা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, কলিকাতা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, কলিকাতা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিঃ এবং হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ একত্রিত হইয়া যে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ গঠিত হইয়াছে তাহার পরিচালকবৃন্দ এই ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা ও সুনামের উপযোগিতা এবং পুরাতন ডাইরেক্টরদিগকে লইয়া ট্রেজারী রোডে এক ব্রাঞ্চ খুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই অঞ্চলে ইহা সত্বর শেষ হইয়া যাইবে। ডাইরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বি. কে. নিয়োগী, জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বি. কে. বসু, সেক্রেটারী শ্রী এ. কে. রায়, এবং অন্যান্য ডাইরেক্টর শ্রী বি. এন. মুখার্জ্জি, শ্রী জে. সি. সেন প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহীকে স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত করার আয়োজন

বিহার সরকার রাজশাহীকে একটি স্বাস্থ্য নিবাসে পরিণত করার অভিপ্রায় করিয়াছেন বলিয়া কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে জানা গিয়াছে। এই কাজের জন্যই রাজশাহীতে বিজলী বাতী জ্বলিবে। জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে। রাজশাহী সাধারণের সাধুবাদে ইতঃপূর্ব্বে যাদুকুড়ির উপর একটি সুন্দর সহর নির্ম্মাণের বিষয় বিবেচনা করা হইয়াছে।

এ স্থানে উল্লেখযোগ্য যে, রাজশাহীর উচ্চ প্রস্রবণের স্বাস্থ্যপ্রদ শক্তি থাকায় প্রতি বৎসর অসংখ্য স্বাস্থ্যান্বেষী এখানে আসিয়া থাকেন।

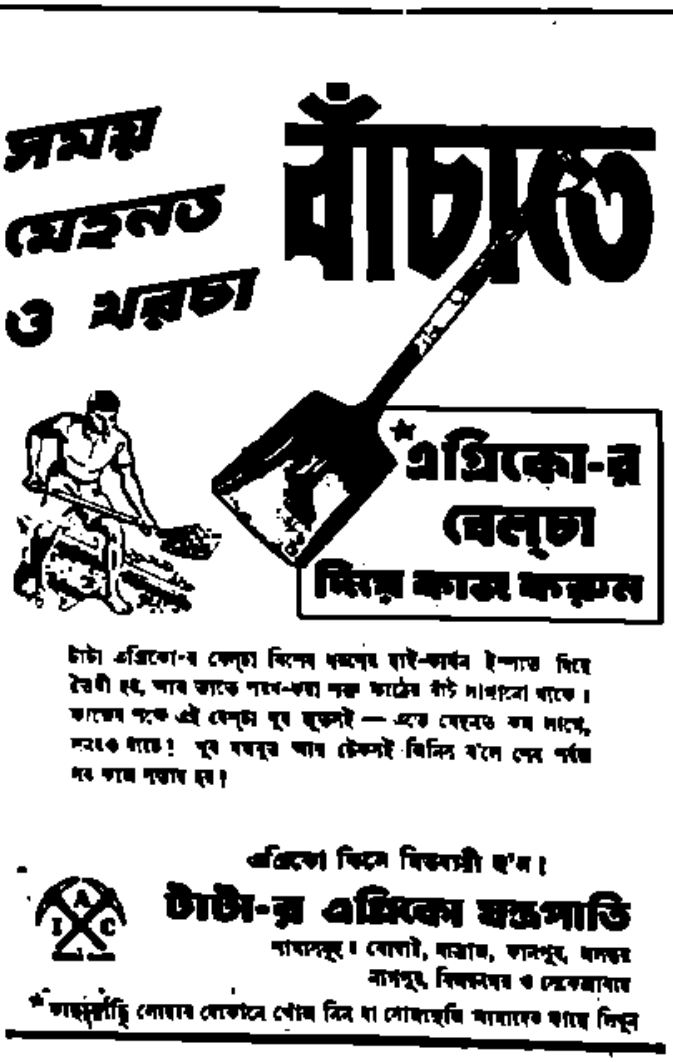

টাটা এগ্রিকো-র বেলচা বিশেষ ধরণের হাই-কার্বন ইস্পাত দিয়ে তৈরী হয়, আর তাতে পরম-করা শক্ত কাঠের বাঁট লাগানো থাকে। কাজের পক্ষে এই বেলচা খুব মুলায়েম — এতে মেহনত কম লাগে, সময়ও বাঁচে! খুব মজবুত আর টেকসই বিলিয়ে বলে শেষ পর্য্যন্ত এর দামও সস্তায় হয়।

এগ্রিকো কিনে বিজয়ী হ'ন।

টাটা-র এগ্রিকেল যন্ত্রপাতি

সাধারণতঃ। বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, লাহোর নাগপুর, বিজয়নগর ও সেকেন্দ্রাবাদ

* সরাসরি লোহার দোকানে খোঁজ নিন বা সোজাসুজি আমাদের কাছে লিখুন

১৩৮৷০ ১৩৯৲ ; ফেডারেল ব্যাঙ্ক (কোঃ ১১৫৷০ ১১৭৷০ ; হুগলীমুখী ষ্টিমনেভিগেশন ১৯৷০ ২১৷০ ২২৷০, ডায়মণ্ড সল্ট ২৷০ ৩৷০ ; সাদার্ণ ষ্টিমনেভিগেশন ১৯৷০ ; ইষ্ট কলকাতা কেমিক্যাল ২৫৷০ ২৬৷০ ২৭৷০ ২৮৷০ ২৯৷০ ৩০৷০

সিট এণ্টারপ্রাইজ ইনভেস্টমেণ্ট ৪।০ ৪৷০ ৫৷০ ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ব্যাঙ্ক ৩২৷০ ; ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ২১৷০ ; ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ ৩৷০ ৩৷০ ; ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স ৯ (প্রতি) ৮৲ ; দি ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ২৸০ ২৯৲০ ৩০৲০ ৩১৲০ ; ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ১১৷০ ন্যাশনাল ওয়ার ৪১৲ ৪৬৲০ ৪৭৸০ ; ইণ্ডিয়ান এলিমিনিয়াম ১৬৷০ ইণ্ডিয়ান কেবল ১০৫৲০ ১৪৲ ইণ্ডিয়ান ক্যাম্বাস ৫৫৲০ ৫৮৲০ ইণ্ডিয়ান কোর ১৮৲ ; ইণ্ডিয়ান ইস্ট এসিয়াটিক ৮০৷০ ; ইণ্ডিয়া ইন্ডাষ্ট্রিজ ১৭৪ ১৮৩ ১৮৪ ইণ্ডিয়া মার্ট

ইণ্ডিয়ান কপারেজের ৬৸০ ৬৷০ ৫৬৲০ ; ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রিসিটি ডবল ১৩৫৲০ ১৩৮৲০ ইণ্ডিয়ান ইস্পাতো ১৯৲ ; ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিজ ৪১৲০ ৪৬৲০ ; ইণ্ডিয়ান মাংগানিজ ১৪৫৲০ ; ইণ্ডিয়ান ট্রান্সপোর্ট ৯৲০ ; ইণ্ডো-বার্মা পেট্রোলিয়াম ১২১৲০ ; ইণ্ডো-বার্মা সেভেন ৫৩ ৫৪৲০ ৫৫৲০ ; ইণ্ডো-বার্মা সেভেন ১৩৬৲০ ; ইণ্ডো সেভেন ৯৩৲০ ; ইণ্ডো-ষ্টীমনেভিগেশন ৩৯৲০ ৩৯৲০ ৩৯৲০ ; ঐ (প্রেফ) ১১৫ আপার ৮' ৮৬৲০ ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স ৫৩ ডিফার্ড ১৫ ; ইণ্ডিয়া ইনভেষ্ট ১ ৮৬৲০ ৮৬৲০ ৮৬৲০ ; ইণ্ডো ৫৩ কোং ৮৬৲০ ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ১৪৩৲০ ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ১৩৬৲০। ই-বাঙ্গালোর— বাঙ্গালোরাই ৩৮৲ ; বাঙ্গালোরিয়ান ১৪৩৲ বাঙ্গালপুরী ১৮৲ ; ইলেকট্রিক ১২১৲ ১২১৲০ ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ৬৩৲০ ৬৩৲০ ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ২১৩৲ ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ৩২১৲০ ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ১১৮৲০ ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ১৪৬৲০ ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ১১৩৲০ ১১৬৲০ ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ৮৭৲০ ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ১৭৭৲০ ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ১৯৲০ ১৯৲৴ ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ১৯৩৲০ ১৯৪৲০।

লোহা ও ফলপাতি দর

কলিকাতা ২৪শে মাঘরাত্রী— পাকা লোহা (প্রতি মোন) ১১২৸০ ; বড়ালবাঁধ (প্রতি মোন) ১১২৸০ ; সিমি (প্রতি খানা) ৭৬৲ ; রড (প্রতি ১ শত মোন) ১৮৮৲০ ; ঐ ঘুংচা (প্রতি ১ শত মোন) ১৮৮৲০।

মালটানা গাড়ী
যাঁদের আছে তাঁরা জেনে রাখুন !

যে আপনাদের সবচেয়ে ভারী মাল বহন করতে এই দুই রকম সেরা টায়ার আর অন্য যে কোনও টায়ারের চাইতে এরা হলেও অনেক বেশী মাইল

সব সময়েই ব্যবহার করবেন গুডইয়ারের তৈরী

এস্-রিব্,—সবচেয়ে শক্ত ট্রেড, সহজে ক্ষয় হয় না। বড় এবং ভারী মাল সমূহ অনেক বেশী দূর পর্যন্ত বহন করতে পারে, তাই মাইল প্রতি এই টায়ারের দাম পড়ে অনেক কম।

রোড লাগ্,—রয়েছে মজবুতভাবে তৈরী সেরা টায়ার যা' দৃঢ়ভাবে মাটি আঁকড়ে থাকে। চাতার অথবা যেখানে রাস্তা নেই সেখানেও চলতে এর জুড়ি নেই। এই টায়ার সহজে কেটে যাওয়া, ফেঁটানো যাওয়া অথবা অন্য কোন রকমভাবে নষ্ট হয়ে যায় না।

গুড-ইয়ারের ট্রাক টায়ার ব্যবহার করুন—এতে অনেক খরচ বাঁচবে।

GOODYEAR

AJ/189

ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি

—:০:—

গত সপ্তাহে লাহোরে পর্যায়ক্রমে এক সপ্তাহে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে খাদ্যাবস্থা বিষয়ক বিভিন্ন বিবৃতি দিয়ে তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে :—

পশ্চিম বঙ্গ—সম্প্রতি রাজ্য গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, চলতি মাস হইতে যে চাউল চালানী দেওয়া হইবে তাহার পরিমাণ ১০ লক্ষ মণ হইতে বাড়াইয়া ১৫ লক্ষ মণ করা হইবে। এই সকল লোক বিনামূল্যে ঐ সকল দাতব্য রন্ধন দেখিতে পান তাঁহাদের মধ্যে বেতারে খাদ্য-মন্ত্রী শ্রী যে এক ঘোষণা, পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সেন, মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সরকার প্রভৃতির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চলতি চাউল পুনরায় মজুত নিলাম করিতে বাধ্য হইয়াছে। ঘোষণা করা হয় যে, বিভিন্ন জিলা হইতে উহারা অধিক পরিমাণে মজুত পাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে। প্রতিমাসে চলতি চাউলের ৮০ লক্ষ মণের বরাদ্দ চলিবে।

বিহার—সব, ধান, চাউল, চুনী, ঘৃত ও সাইকেল, কাপড়-জিনিস, মাদুর, রাসায়নিকদ্রব্য ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে মুখ্য সচিবের বিহার খাদ্যমন্ত্রী পরিষদ আহ্বান করিয়াছেন। ঐ সকল খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনের জন্যান্য না হইলে উক্ত নিয়ন্ত্রণ আদৌ কার্যকরী পরিবে না।

সম্প্রতি বাদুড়ে বিহার রাজ্য পরিষদে অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বলেন যে, বর্তমান প্রথার আমূল পরিবর্তনসাধন না করিয়া বেশের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। তিনি সকলকে কৃষিকার্যে অধিকতর মনোযোগী হইতে অনুরোধ করেন।

উড়িষ্যা—সম্প্রতি উড়িষ্যা হইতে যে ১,৫০০ টন চেহুর আমদানি হইয়াছে তাহা উড়িষ্যা প্রদেশের অন্যতম খাদ্যশস্য, মাদ্রাজ, মৌলমুন, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি বন্দর-প্রধানীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট বন্টন বাদুড়া অনুযায়ী বিক্রয় করা হইবে। গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, উড়িষ্যা প্রদেশের বাহিরে কোন ব্যক্তিকে ৩ মাসমাত্র কিনিতে দেওয়া যাইবে না।

মাদ্রাজ বিধান পরিষদে স্থির হইয়াছে যে, গত ১৯ জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৫টায় অধিবেশনে ও তৎ সম্বন্ধে আইনের আলোচনা শেষ করা হয়।

সিন্ধী—সিন্ধীতে উৎপাদনের অবশিষ্ট চাউলসমূহ ক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। উক্ত প্রদেশসমূহে বিদেশী বিশেষজ্ঞগণও অন্ন গ্রহণ করেন।

পাঞ্জাব—অন্যূন একমাস কাল পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট কলকাতায় গাঁচ লক্ষ টাকা মূল্য গম মজুত করিয়াছেন।

এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, যে সকল কৃষকগণ ৫০ একর ও অতিরিক্ত ১০০ একর জমিতে সেচের জন্য নলকূপ বসাইবেন তাঁহাদিগকে ৭৫০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হইবে এবং যাহারা ১০০ একরের অধিক জমিতে সেচের প্রয়োজন করিবেন তাঁহাদিগকে ১০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইবে।

আগামী মার্চ মাসের শেষভাগ পর্যন্ত পাঞ্জাবের চাউলের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত পরিলক্ষিত হইবে না।

কাশ্মীর—সম্প্রতি তথ্য হইতে ৬০ মাইল দূরবর্তী কাশ্মীর গ্রামে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা বলেন যে, রাজ্যের চাষী ও কৃষিজীবন অন্যান্য দূর অধিকার উন্নতির জন্য গভর্নমেণ্ট চেষ্টা করিবেন। তবে তিনি পূর্বপরিচালনের নিন্দা করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক সাহায্য তালিকা হইতে কাশ্মীর এ পর্যন্ত ৫০,০০০ পাউণ্ড ওজনের দুধ সাহায্য পাইয়াছে। আরও ১৫০০০ পাউণ্ড ওজনের দুধ শীঘ্রই কাশ্মীরে প্রেরিত হইবে।

মধ্যপ্রদেশ—রাজ্য গভর্নমেণ্টের পরিত্যক্ত জমি চাষ করিবার আইন গত ১৯৪৮ সনে জারী হওয়ার পর এ পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশে মোট ৭৬ লক্ষ একর পরিত্যক্ত জমির মধ্যে অধিকাংশ জমিতে চাষাবাদ শুরু হইয়াছে।

মাদ্রাজ—১৪ই জানুয়ারী রাজ্য গভর্নমেণ্ট মাদ্রাজের তিনটি জেলায় বরাদ্দ-প্রথা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

হায়দ্রাবাদ—সম্প্রতি হায়দ্রাবাদ পরিত্রাণপ্রকাশে মাদ্রাজের খাদ্যমন্ত্রী উক্ত রাজ্যের খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা দেখিয়া উহার সম্বন্ধে প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, হায়দ্রাবাদের খাদ্যব্যবস্থা মাদ্রাজের তুলনায় অনেক ভাল। তাহা ছাড়া উক্ত রাজ্য সংগ্রহ-সম্পর্কে বিশেষ সফল।

বোম্বাই—খাদ্য মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সাংবাদিকদিগকে বলেন যে, রাজ্যের কয়েকটি জেলায় খাদ্যশস্য বেশী থাকায় সেখানে গভর্নমেণ্ট ঐ সকল স্থানে অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আরও বলেন যে, বোম্বাই গভর্নমেণ্ট ১৯৫১ সনে খাদ্য বিষয়ে কি পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন তাহা শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে।

হিমাচল-কোচিন—রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি কে নারায়ণ পিল্লাই গত সপ্তাহে সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন যে, কৃষি গভর্নমেণ্ট খাদ্যসমস্যা-সমাধানে এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করিবেন।

—:—

বি ইণ্ডিয়া ম্যাগনেটো ওয়ার্কস, ৪৯ নং আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীকালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, মুদ্রিত ও আমহার্স্ট প্রেস লিঃ এর পক্ষ হইতে ৩৯ নং আমহার্স্ট ষ্ট্রিটস্থ, ২০ নং মেছুয়া বাজার রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রক—শ্রীসুধাংশুভূষণ। ঐতিহাসিক ঘর, এম

REGD. No. C185.

CALCUTTA UNIVERSITY

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৪১ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৫শে মাঘ, ১৩৭১ : ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫ [মূল্য ১০

সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সম্পাদকীয়—	৪০৩
	বার কোটি লোকের ক্ষুধা	
	প্রাসঙ্গিক—	৪০৪
	পশ্চিম বঙ্গে চাউল	
	ঐ	
	১২ কোটি টাকা আয়কর	
	বস্তি উন্নয়ন	
	বৌথিক—	৪০৭
	ন্যাশনাল ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড	
	মেসার্স মিল্‌স্ কোম্পানী লিমিটেড	
	পণ্যদ্রব্যের বাজার—	৪০০
	আখ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি	
	পণ্যদ্রব্যের পাইকারী দর	
৫।	ভারতের খনিজ ও খনিজ-শিল্প	৪০১
৬।	শেয়ার বাজার—	৪০২
	সপ্তাহান্তে মিশ্রিত স্থিতি	
	বাজারের ঊর্ধ্বগতি	
৭।	বিহার সরকার কর্তৃক রাজ্যে খাদ্য সংরক্ষণের ঘোষণা	৪০৩
৮।	১৯৫০ সালে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি	ঐ
৯।	উপকূল বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ	ঐ
১০।	সংবাদ সঙ্কলন	৪০৪
	আন্তর্জাতিক লক্ষ্য সমাধানে সরকারের প্রতি শিল্পপতিদের আহ্বান	
	ভারতের ঋণদি পাওনা বৃদ্ধি	
	বহির্বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ	

বার কোটি লোকের ক্ষুধা

আমেরিকা হইতে যে ২০ লক্ষ টন গম পাওয়ার কথা, তাহা যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে ভারতের ৬৭ কোটি লোকের মধ্যে ১২ কোটি লোককে নাকি ক্ষুধায় থাকিতে হইবে। ইহা ভয়ানক কথা, এবং ইহা হয়তো একটি ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই ১২ কোটি লোককে ক্ষুধিত রাখা বা না রাখার একমাত্র মালিক।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব উত্থাপনে ভারত সরকার যাহা জানাইয়াছেন, তাহা হইতে এই মর্মান্তিক সংবাদটি জানা যায়। আমেরিকার ২০ লক্ষ টনের, তাহা হইতেও অনেক অধিক পরিমাণ গম বাড়তি রহিয়াছে যে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য হইতে আমেরিকা এই পরিমাণ গম দিলেও দিতে পারে। কিন্তু যাহার হাতে এতটা শক্তি, সে দেশ এই ক্ষুধার বিনিময়ে কোনো রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করিতে পারে কি না, তাহাই হিসাব করিয়া দেখিতেছে।

এই গম দেওয়া হইবে কি হইবে না, সে বিষয়ে গবেষণা ও বিচার বিবেচনা করিবার জন্য মার্কিণ রাষ্ট্র ভারত সরকারকে এই তিনটি প্রশ্ন করিয়া পাঠায়—

১। ভারতে এখন কতটা পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত আছে;

২। মার্কিণ গম যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে আনুমানিক কত লোক অনাহারে থাকিবে;

৩। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা অন্যান্যভাবে কতটা খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়াছে।

উহার জবাবে ভারত-সরকার জানাইয়াছেন যে :

১। এ পর্যন্ত ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারতের জন্য ৭ লক্ষ টন খাদ্য মঞ্জুর করা হইয়াছে ; পূর্ণ মঞ্জুর এই সময় ছিল ১৬ লক্ষ টন ;

২। মার্কিন পক্ষ যে পরিমাণ খাদ্য পাঠাইতে রাজী হইয়াছেন তাহা ভারতের ১২ কোটি লোকের ক্ষুধা (অনাহারে বা অর্ধাহারে) থাকিতে হইবে ;

৩। বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভারতের প্রায় ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ক্ষতি হইয়াছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভারতের যতটা শস্যের ক্ষতি হইয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে তাহার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ চাওয়া হইয়াছে দেখা যাইতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতি যতই হইয়া থাকুক না কেন, যে ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা রোধ করা বিজ্ঞানের সাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। এই বিপর্যয়ে ভারতের যে পরিমাণ ক্ষতি হইল, তাহার কিয়দংশ পূরণের জন্যই একটা উন্নত অঞ্চলের নিকট হইতে খাদ্য চাওয়া হইয়াছে। ইহা ক্ষতিপূরণের দাবী নহে। কিন্তু মার্কিনী মনোভাব হইতে মনে হইতেছে যেন ইহা একটি ক্ষতিপূরণের দাবীর—তাই দামান্য আইনগত প্রশ্ন তোলা হইতেছে। ইহার সহিত রাজনীতি মিশাইয়া দেখা হইয়াছে বলিয়াই এ ধরনের প্রশ্ন করিয়া পাঠানো তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

এই ২০ লক্ষ টন গমের মূল্য আনুমানিক ১০ কোটি টাকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহা পুরাপুরি দানস্বরূপ যদি প্রেরণ করা দাব্যস্ত করেন, তাহা হইলে ভারত সরকার এই দুর্যোগের মধ্যে তাহা সাগ্রহে গ্রহণ করিবে। কিন্তু দানস্বরূপ দেওয়া যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ভারত-সরকার উহার মূল্য দিতে সম্মত আছেন। অবশ্য সে মূল্য কিছুটা যেন কম ধরে লওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত নেহরুর পর বছরের মার্কিন সফরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে সময় ১০ লক্ষ টন গমের চাহিদা জানানো হয়। কিন্তু চীন প্রজাতন্ত্রকে ভারত স্বীকার করিয়া লয় কি না লয়, অর্থাৎ মার্কিন সরকারের অভিপ্রেত পক্ষে ভারত থাকে কি না থাকে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গম দেওয়া হইবে কি না হইবে, তাহা বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ভারত সরকার জানায় যে, বাস্তবকে উপেক্ষা করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। চীনে নূতন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই প্রত্যক্ষ সত্য ভারত স্বীকার করে। সত্যকে স্বীকার করা নীতি মার্কিন সরকার সমর্থন করেন নাই, সেই কারণেই ভারতে তখন গম আসিয়া পৌঁছিল না।

এবারও মতিগতি অনেকটা সেইরূপ মনে হইতেছে সেইজন্য। কানাডা হইতে ফিরিয়া দিল্লী হইতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত মোরারজী দেশাই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া যে বেতার বক্তৃতা দেন, তাহার পর হইতেই মার্কিন সুর বদলাইয়াছে। ভারতকে গম পাঠানো যখন স্থির নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে, মার্কিন জনমত যখন এই গম প্রেরণের জন্য গঠিত হইয়াছে তখন শোনা যাইতেছে মার্কিন সেনেটরদের বেসুরো উক্তি। ভারতের কেহ কেহ এমন বলিতেছেন যে ভারতের কি হইল না হইল তাহা দেখিবার দায়িত্ব তাঁহাদের কি? তাঁহারা বড় বড় কাজে ব্যস্ত আছেন।

এই বড় কাজ আর কিছু নয়, যুদ্ধ। কৃতজ্ঞতা কিয়দংশ তাঁহারা করিবেনই। সোভিয়েত চীনকে আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর। কিন্তু ইহা যে সত্যতার পক্ষে মারাত্মক, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। শ্রীযুত নেহরু তাঁহার বক্তৃতায় এই কথাই স্মরণ করিয়া দেখিতে বলিয়াছেন। ইহার আর কোনো ভাষ্য করিতে যাওয়া অধিকার। আমরা ভারতবাসী, আমাদের এখন খাদ্য দরকার—এই কারণেই যে মার্কিন মনোভাবের নিন্দা করিতেছি,' এমন নহে। অন্য যে কোনো দেশ যদি এমন খাদ্য খাটতিতে পড়িত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় অন্য কোনো দেশের উপরে যদি এইরূপ উদ্বৃত্ত খাদ্য থাকিত, তাহা হইলেও আমরা খাদ্যের যোগান দিবারই পরামর্শ দিতাম। যুদ্ধ করিতে পারিলাম না বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ১২ কোটি লোককে অনাহারে বা অর্ধাহারে রাখা আর 'যাহাই হোক,' রাজনীতি নহে।

ভারত সরকার যে জবাব পাঠাইয়াছেন, তাহার ভিতর বিবেচনা কি ভাবে করা হয় তাহাই এখন লক্ষ্য করিবার বিষয়। ২০ কোটি ডলার অর্থাৎ মূল্য বিনিময় হারে ১০ কোটি টাকাই যদি প্রথমে লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ২০ লক্ষ টন গমের দাম বাবদ ভারত হয়তো তাহা দিতে সম্মত হইতেও পারে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০ কোটি টাকা চক্ষু বুজিয়া, চোখে ঘুষে ভারতের সমর্পণ। কিন্তু ভারত তাহার অধিবাসীর এক তৃতীয়াংশের ক্ষুধার বিনিময়ে তাহার নীতি বিসর্জন দে দিবে না, এ বিষয় নিশ্চিত।

ভারতের উহা এক অগ্নি পরীক্ষা বলা যাইতে পারে। পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবার জন্য ভারতের বিভিন্ন মহলে একত্রিত হইবার আহ্বান জানানো হইয়াছে এবং তাহাতে কিছুটা সাড়াও মিলিয়াছে।

প্রসঙ্গত কাশ্মীরের কথা আসিয়া পড়ে। পাকিস্তানী হানাদারেরা যখন কাশ্মীর উপত্যকা আক্রমণ করে এবং তাহার পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর যোগসাজস যখন ধরা পড়ে তখন পাকিস্তানকে আক্রমণকারীরূপে অভিহিত করিবার জন্য ভারত যে দাবী জানায়, ইঙ্গ-শক্তিজোটী তখন তাহাতে সাড়া দেয় না। প্রকৃতপক্ষে একটি সার্বভৌম আক্রমণকারীকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত না করিবার জন্য কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান হইতে এত বিলম্ব ঘটিতেছে। কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে এরূপ যুক্তি খাটে না। চীন সরাসরি আক্রমণ করে নাই ; যে বিদেশী সেনাদিগকে ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া চীন ভূখণ্ডের নিকট দিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের ঘটাইয়া দিবার জন্যই চীনের এই অভিযান। ইহার বাদ এরূপ মনে করিবার কারণ নাই যে, আমরা চীনের কার্যকে পুরাপুরি সমর্থন করিতেছি। ইহা বলিবার কারণ এই যে চীন যদি আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে পাকিস্তান হইবে না কেন?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের অনুকূলে কাজ করেন নাই। বরং প্রতিকূলতাই করিয়াছেন। আজ যদি অন্যায়ভাবে মার্কিন রাষ্ট্র ভারতের সমর্থন কামনা করেন, তবে ভুল করিবেন। ২০ লক্ষ টন গমের জোরে ভারত একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে দায় নিতে যাবে না। ১২ কোটি লোকের অর্ধাহার বরং সহ্য হইবে, কিন্তু সভ্যতার সর্বনাশ ডাকিয়া আনা যায় না।

প্রাসঙ্গিক

—:০:—

পশ্চিম বঙ্গে চাউল—

বঙ্গ ১৩৪৭ সালে চাউল-সঙ্কটের সময় গভর্ণমেণ্টকর্তৃক ঘোষণা করা হয়। এই সময় বছরের মধ্যে এখনকার (১৯৪১) জানুয়ারী মাসে যে পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে তাহা এই কয় মাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। জানুয়ারী মাসে মোট যে পরিমাণ চাউল সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতেছে ৬০ হাজার টন। ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে এই সময়ে যথাক্রমে ৫৪,০০০ ও ৪০ হাজার টন চাউল সংগৃহীত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্টকর্তৃক চাউল সংগ্রহ যথা যায়, এমন নহে। সহরে ও দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে কখনও কখনও চাউল সংগ্রহ করা সব সময় সম্ভব হয় না। গভর্ণমেণ্টের সংগ্রহের যদি যথায় সুযোগ হইত তবে ব্যবসায়ী মহলের নিকট হইতে। ইহাদের দাবী এই যে, গভর্ণমেণ্ট অযথা ভয় করিয়া চাউল সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের বক্তব্য এই যে, জোর করিয়া যা কি সংগ্রহ করা হয় না; ইহা অনেকটা স্বেচ্ছামূলক ভাবেই করা হয়। যে চাষীর ঘরে যা সোনার চাউল উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই হয় প্রতি ৭।০ টাকা মণ দরে ক্রয় করা হয়। কিন্তু ইহা লইয়া প্রতিবাদ হইয়াছে। চাউলের সংগ্রহ মূল্য ৭।০ টাকা হইতে বাড়াইয়া ১০৲ টাকা করিবার দাবী করা হইয়াছে। আমাদের আপত্তি এইখানে। মিউনিসিপ্যালিটির হাসের উপর ব্যবসায়ীর মুনাফার হার নির্ভর করে অনেক পরিমাণে। গভর্ণমেণ্টের যদি ১০৲ টাকা মণ চাউল খরিদ করিতে হয় তাহা হইলে বেসরকারী চাউলের দাম সেই অনুপাতে বাড়িবে। এক বাজার হইতে অন্য বাজারে চালানি খরচ ধরিয়া থাকিবে। বিভিন্ন জেলার জন্য দাম নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তাই কারণে সরকার কর্তৃক ১ মণ চাউল ও গম ইত্যাদি বাজারজাত দর হ্রাস করাও হইয়াছে। এই কারণেই বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে গম আনিয়া মোকাবেলা করিয়া এর গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন। এবংসরকার বাজেটের দর যাহাতে আর বৃদ্ধি না পায় তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। উদ্দেশ্য সুফলপ্রসূ হইলেও, তবুও প্রচুর মোল প্রচুর অনুসন্ধান নেওয়া হইয়াছে। এবার ৫, আই, সি, সিকে আলোচনা করে মৌলানা আজাদ জানান যে, বিলাতী সরকারী বিজ্ঞানাগারে আছে। এক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে, আটার পক্ষে ইহা ক্ষতিকর নয়। এই উইল সংবাদে কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই। সরকারী বিজ্ঞানাগারে যাচাই করা হয়, বিক্রেতা কর্তৃক একটা মামলা হোক—ইহাই সকলের অভিপ্রায়। এই বিলাতী বিক্রেতা কর্তৃক এর সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, তাহাও সকলে জানিতে চায়। মৌলানা আজাদ বলিয়াছেন, যি দুর্লভ, তাই এই সস্তা দ্রব্যটি প্রচারণীয় হইবে উঠিয়াছে। কিন্তু আসল কথা হইতেছে এই যে, বনস্পতি ঘৃত কতদিন সেবন না করিলে, তাহাও বলা যায় না। কেন না, বিশেষ জোরাল নিকেল ঘৃত বনস্পতি এখন একটা অপরিহার্য উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাতে বিদেশ অযথা অর্থব্যয় করিয়া এই বনস্পতি কেনানো হয়, তাহার জন্য বনস্পতিতে ৫ পার্সেন্টের তাই তেলের আমদানি করিতে হইবে। এ বাবি ১৯৪০ সাল হইতে করা হইতেছে। কিন্তু এই পরিমাণ তাহাতে কোনো ফল পাওয়া যায় না, ইহা সকলেই পরিষ্কারভাবে বিদিত। ইহা লইয়া অনেক পরিহাসও করিতেছেন। বনস্পতি যদি অধিকতর উপাদেয় করা না হয়, তাহা হইলে দেশ হইতে যি যে একেবারে উঠিয়া যাইবে, ইহা গভর্ণমেণ্ট ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি না ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। বনস্পতি যি নয়, ইহা কেন? তাহাতে যি নামে না দিয়ে ভেজাল বিক্রয় করিবার পিছনে যে দুরভিসন্ধি রহিয়াছে তাহা তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আমাদের আশা তেজাল যাহাতে যাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা যদি গভর্ণমেণ্ট করিতে না পারেন, তাহা হইলে ইহা তো বিশেষজ্ঞদের দুর্বলি গভর্ণমেণ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। এই সন্দেহ-পরিষ্কারের তেজাল বন্ধ করার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

১২ কোটি টাকা আয়কর—

আয়কর বৃদ্ধি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা মন্তব্য করিয়াছি। আয়কর বৃদ্ধির অনেক যুক্তি

যেখানে পরিবারে, একশ্রেণীর অনেকে জানেন। গত জানুয়ারী মাসে এইরূপ যে ৩৪টি ডাকাতি ঘটনা বলা পরিমাণে তাহার মোট পরিমাণ হইতেছে ৭৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। আর ৩০টি ঘটনার এই পরিমাণ অর্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই ৩০টি ঘটনা লইয়া এ পর্যন্ত মোট ৩৭৭টি ঘটনা ধরা পড়িয়াছে। ইহার মোট পরিমাণ হইতেছে ১১ কোটী টাকা। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই ১২ কোটী টাকা ডাকাতি এই ৩৭৭টি ঘটনার প্রত্যেক ব্যক্তিই না কি তাহাদের জীবনের স্বীকার করিয়াছে এবং পুলিসকে এই টাকা ফিরা দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলেই স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে, সমস্ত টাকা ফিরা দিবার মত উদারতা ইহা নহে; মোট ডাকাতি পরিমাণ ইহা হইতে কিছুটা আরও বেশি; তবে যখন পড়া গিয়াছে তখন মাথে মাথে এই টাকা ফিরা খাওয়ার পালাই তাহাদের ইচ্ছা। ইহা লইয়া যদি মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি করা হয় তাহা হইলে হয়তো কেহো খুঁজিয়া ফিরা লগ বাহির করিয়া পড়িতে পারে। যে যাহা হোক, অনুসন্ধান কমিটির হাতে এখনো বাকি ১০২৩টি এইরূপ মামলা আছে; এবং ইহার মোট পরিমাণ হইতেছে ৪৭ কোটী টাকা। সরকার ইহা অনুসন্ধানকে কি পরিমাণে টাকা ডাকি ফেলা হইয়াছে, ইহা তাহার মোট পরিমাণ নহে, ইহা পুরুষের আকার মাত্র। চলা পথে চিনির বিক্রয় করা আছে, চোরাবাজারে আছে, বিলাত না রাখিয়া বিক্রয় করা আছে, জেলার বিক্রয় আছে—তাহার উপর হইয়াছে আবকর ডাকি। ব্যবসায়ীদের যারা ভবসাগরে, তাহারা বলিত ও প্রতারিত হইয়াছে, তাহার হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুটা অন্তত এ উদ্ধার করা সম্ভব হইবে, ইহাই অনেকটা শান্তির কথা। অনুসন্ধান কমিটির কাজের ফলে সরকারী অর্থের পুরস্কার হোক, এবং জনসাধারণের উপকারে সেই অর্থ নিয়োগ করা হোক, ইহাই সকলের অভিপ্রেত।

বস্তি উন্নয়ন—

কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মহাবিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় যে বিষয় অভিজ্ঞতা আমরা বস্তি। ছাত্র-বন্ধুরা-প্রতিবেশী প্রভৃতির মধ্য অনেকে দেখেছে, কিন্তু কি ভাবে ছাত্রাবাস এর থেকে বাসস্থানের উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে তাহারা তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তোলে হয় না। কলিকাতায় এ পর্যন্ত কোনো বস্তির উন্নতি করা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। যদিও এইরূপ উন্নতির কাজ কোনো সরকার অবশ্যই হইয়াছে, তবুও বেশী দিয়াছে যে, সেখানে বস্তি পুরোপুরি উন্নয়ন করা হইয়াছে। নতুনভাবে বস্তিহীন করিয়া বস্তিবাসীদের উপর করা বস্তি-উন্নয়ন নহে। এবার এ ব্যাপারে নূতন উদ্যোগ ও আয়োজন দেখিয়া কিছুটা আশার কথা বলা যাইতেছে। কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন, নবগঠিত বস্তির উন্নতি কি ভাবে করা যাইতে পারে। তাহার উপায় নির্ধারণের জন্য ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা নিকট অনুরোধ পাঠাইয়াছেন। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট বস্তির উন্নয়নের পরিবর্তে তাহার কার্যের জন্য যে আয়োজন এই ব্যাপারে তাহার কিছুটা বোঝা যাইতেছে। এখন কথা হইতেছে এই যে, বর্তমানে ইহা কেবলমাত্র প্রস্তাব। প্রস্তাব যদি প্রস্তাবেই শেষ হইয়া যায় তাহা হইলে বলিবার কিছু নাই। তাহার উপায় আরও কথা হইয়াছে এই যে, কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা ঐ বিষয়ে বিস্তৃত নির্দেশ দেন তাহার বলা যাইতেছে না। সে যাহাই হোক, বিশেষজ্ঞদের অভিমত ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া, অন্যান্য দেশের কাজ কিছুটা এবং করিয়া যদি এই কাজে অগ্রসর হওয়া যায় তাহা হইলে বস্তির প্রকৃত উন্নতি-বিধান করা হয়তো খুব দুরূহ হইবে না। যদি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট সত্যই এ কাজে সফলতা দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা কল্যাণকর কাজই করিবেন।

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত 'মার্টিন বার্ন' লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্থাপত্যসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পয়েন্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা-১।

যৌথিক—

ল্যান্সডাউন জুট কোম্পানী লিমিটেড

(ম্যানেজিং এজেন্টস—মার্থ এণ্ড কোং, লিঃ)

—:০:—

ল্যান্সডাউন জুট কোম্পানীর বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইলেও মুনাফার হিসাব দিয়া ইহাকি পরিলক্ষিত হইতেছে। গত ৩০শে সেপ্টেম্বরে সমাপ্ত অর্থবৎসরে ৭লাই লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০৩৩৩৫৫ অঙ্কে সমাপ্তের হিসাবের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থবৎসরের হইতেও অনেকটা অধিক। বহুত মালের মূল্য ও লভ্য অর্থাদি খাতে আধিক্য এবং মূলধনের খাতে হ্রাস দেখা যায়। আলোচ্য সময়ে কোম্পানী পূর্ব্ববর্ত্তী সময় অপেক্ষা সাধারণ অংশে ১,৪৪,৩৬৪৲ টাকা অধিক লভ্যাংশ বিতরণ করে, কিন্তু অগ্রাধিকার লাভের দেয় ১৯,৫৩১৲ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। পাক-ভারত লভ্যাংশ বিনিময় হার ১০০ : ১৪৪ ধরিয়া পাকিস্থান হইতে প্রাপ্য পাটের মূল্য অতিরিক্ত দেয় ১,৪৪,১০৯৲ টাকায় ধরাদ রাখিয়া কোম্পানী মূলধনীর পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছে।

পরীক্ষিত হিসাব

অর্থবৎসর সমাপ্ত ৩০-৯-৪০

	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয় (মোট)	৮৯,০১,১৬৩	৪৭,০৬,৯১৬	১৭,৯০,৫৭৬
মজুত	২৬,৭৪,৯৭৩	১৫,৪১,৩৬৩	১৪,৪৫,৯২১
নীট লাভ	৮,১৪,১০৭*	৩,১১,১৫৫	১,৪৬,১৮৪†
মূল	১৪০,০০,০০০		
অবচয়	১৭,৫০৮		
লভ্য অগ্রাধিকার	১,০০,০০০		

লভ্যাংশ :—

অগ্রাধিকার লাভের	৪,৪৪,৪৮০	৪৮,৯১৬	
সাধারণ ,,	৪৭,৪০০	৪৭,৪০০	৪৭,৪০০
মোট	৫৭,৪০৯	৭৪,৯৮০	৪,৪৪১

লভ্যাংশের শতকরা হার—

অগ্রাধিকার লাভের	১০	৫	----
সাধারণ লাভের	৩৲	৩৲	৩৲

সমাপ্তের ৩,৪০,০০০৲ অঙ্কের মধ্যে ১১,৫০৮৲ বাদে বাকির পর মোট ৩,৪২,৪৩৪৲ টাকা লাভ থাকে। ইহা হইতে পাক-ভারত বিনিময় হার নির্দ্দিষ্ট হইবার পর পাকিস্থানকে প্রদেয় মোট ১,৪৪,১০৯৲ এবং লভ্যাংশ বাবদ ১,০০,০০০৲ টাকার সংস্থান রাখিবার পর অবশিষ্ট ১,৭৭,৪২৫৲ টাকার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অবশিষ্ট ৭৪,৯৮০৲ টাকা যোগ করিয়া, সমাপ্ত অর্থবৎসর লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩,৫১,৪০৫৲ টাকা।

পরিচালকগণ নিম্নলিখিত ভাবে লভ্যাংশ বিতরণ করার সুপারিশ করিয়াছেন :—

কোম্পানীকর্ত্তৃক প্রদত্ত আয়কর বাবদ মোকদ্দমা একরার পেয়ারে মার্থ. লভ্যাংশ হইতে বাদ না দিয়া—প্রেফারেন্স শেয়ারে বার্ষিক শতকরা ৭৲ হারে ৪১,৪০০৲ ;—অগ্রিমারী শেয়ারে শেয়ার প্রতি ১৲ টাকা হারে ১,৩৪,৪৮০৲ টাকা ; উদ্বৃত্ত ৫৫,৫০২৲ টাকা অবচিত লাভের মোট টাকা হয়।

বহুত পাটের দাম বৃদ্ধি হইয়াছে সত্যকথা কিন্তু ;—কিন্তু তৈয়ারী মালের আমদানীতে কিছু বিলম্ব হওয়া বাঞ্ছনীয় হয় নাই।

মূলধন :—অনুমোদিত, বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত ৩৪,৪৮,০০০৲ ; লভ্যাংশ ৭৲ টাকা হারে কিমালেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার ১৪,০০০টী ও সাধারণ শেয়ার ১৪,৪০০টী ; প্রত্যেক শেয়ার ১০০৲ টাকা মূল্যের এক সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত।

বিনিময়লভ্যের সমাপ্ত

বছর :—	৩০-৯-৪০	৩১-৯-৩৯	৩০-৯-৩৪
	টাকা	টাকা	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন :			
প্রেফারেন্স		১৪,০০,০০০	
অগ্রিমারী	১৪,৪৮,০০০	১৪,৪৮,০০০	১৪,৪৮,০০০
সাধারণ	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০
মূলধন, মোট	৩৪,০৩,১০০	৩৪,০৩,১০০	৩৪,০৩,১০০

"বিনিময়" হার নির্দ্দিষ্ট হইবার পর পাকিস্থানকে লভ্যাংশ বাবদ ১,৪৪,১০৯৲ টাকা দানে।

কিমবাবদে অতিরিক্ত লভ্যাংশ ১,০০,০০০৲ টাকা পাকী জমা করিয়া।

ইনকাম ট্যাক্স বাবদ ৩৫,০০০৲ টাকা এবং অন্যান্য আয়কর বাবদ ৮৫,০০০৲ টাকা পাকী জমা করিয়া।

পক্ষে তারিখে				সম্পদ		৭,৪৯,৮৮২	৮,২৫,৩৪৫
পক্ষে তারিখে				ঋণ		৪৪,১৭,২১৮	৫১,৯৫,১৪৩
বিবিধ হাতের তুলনা :				পাওনা		১৭,৭৮,৩৯৭	১৯,৩৩,৫৮০
আয় হেড	১,৪৪,৭১৭			এর বিবিয়োগ	১,৩৯,৭১৫	১,৪৪,৭১৫	১,৪৪,৭১৫
ঋণ	৬৬,১১,৯৪১	৭৪,৩৬,৩৩১	৬৩,৭১,৩৮৭	অগ্রিম প্রদত্তের জন্য	২,০৪,৭৩৭	২,০৪,৭৩৭	২,০৪,৭৩৭
দান	৪৬,৮০৩	৭৪,৭৮০	৪৪৫১	মজুত	২,৪১,০৬৯	১,৩৬,৩১০	১,৩৪,৩৭০
মোট	১০৪,৩৬,০৮৩	১১৮,৭৪,৩৩১	১০০,০০,৪৮০		১০৪,৩৬,০৮৩	১১৮,৭৪,৩৩১	১০০,০০,৪৮০
আয় :—				ঋণ,দায়িত্ব	৭৯,৭৮,৭১৭	৪৪,৩৬,৭৩৩	৭১,৮৪,৩৪৭
ঐ বছ দায়িত্ব	১০৪,৪১,৭০০	১০৪,৪১,৭০৩	১০৪,৭৮,৭৭৩				
ঐ	৭১,৭১,৬৩৫	৭০,৪৪,২৭৩	৭৪,৪১,৭৮০				
ঐ বছ দায়িত্ব	৭৪,৪৮,০৭৩	৮৩,৭১,৪৮০	৮৫,৪১,৩৩৩				

The Imperial Tobacco Company of India Limited, Successors to W. D. & H.O. Wills, Bristol & London Cigarettes made in India.

মেঘনা মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড

(ম্যানেজিং এজেন্টস্ মার্টিন্স, ব্যাবেট এণ্ড কোং)

—:০:—

মেঘনা মিলস্ কোম্পানীর মোট বিক্রয়ের অর্থের পরিমাণ প্রথমোক্ত হ্রাস পাইলেও লাভের অঙ্কে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইতেছে। কোম্পানী গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সমাপ্ত অর্থবৎসরে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা ১,৬৪,৬৮৫৲ টাকা অধিক মূল্যের মাল বিক্রয় করিয়াছে; কল ও অন্যান্য খাতের আয়ের ৩,৮০,০০০৲ ও ৪৯,৫০০৲ টাকা বেশি ধরিয়া মোট আয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে; ইহা ছাড়াও আলোচ্য বৎসরে অতিরিক্ত অবচয় ও পুনর্মূল্যায়ন বাবদ যথাক্রমে ১,৮০,০৩১৲ ও ১০,০০০৲ টাকা লাভের অঙ্কটিকে সঙ্কুচিত করিয়াছে। ফলতঃ লাভের মূল্য আশিক্ষা বেশী হয়; অবশ্য বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে, পক্ষান্তরে পাওনা কিছু হ্রাস পাইয়াছে। ফলে ৩,৩৭,৭১২৲ টাকা অধিক নগদ মজুত বিদ্যমান থাকিলেও কোম্পানী পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৩৯,০৪৮৲ টাকা বেশি অস্থায়ীর লাভের জের টানিয়াছে।

পরীক্ষিত হিসাব

অর্থবৎসর ধরা	৩০-৯-৪০	৩১-৩-৪০	৩০-৯-৩৯
বিক্রয়	১১০,৬৯,৩৭৪	১২৫,১৫,৯৫১	১০১,৪৯,৪৮৯
মজুত	১৬,৪৪,১০৫	৫,০১,১১০	১০,১৫,৪৪৬
ষ্টীমসহ	১৩,৪০,৯৭৪	৩,১৬,২৮৯	২,১৮,১১০
কল	৪,১০,০১০	৮০,০১৭	
অন্যান্য	১,২৪,৪০০	৭৪,০০০	৫৮,৯৯৬
অন্যান্য অবচয়	২,০০,৪১		
লভ্যাংশ	৪,১০,৩৪৪	১,০৪,৯০০	১,৪০,০০৪
জের, অস্থায়ীর লাভ	৩৯,৮৭৪	৩৩,৭৫৬	৫৬,৩১৪
লভ্যাংশের হার	৩৫৲	৭৲	৫৲

মিলস্ যে সব অন্যান্য খাতসমেত বিক্রয়লব্ধি অর্জ্জন করিয়াছে তাহার ৫,১০,০৯০ এবং গৃহীত বা পাওনা মূল্যের ১,০৩৯০ আনা আলোচ্য লাভের অঙ্কের অধিক যোগ করিলে,আসা হইবে অবশিষ্ট মূল্য ৩৩,১৮১/৮ পাই। কর্ম্মীদের বিশেষভাতাদির বাবদ খাতে ১,১৫,০৮৩৲/৩ পাই; অবচয় ১,১৩,৪০০৲; ডাইরেক্টরদের ফী ৩,১০,০১৯/০ আনা; আয়কর(অতিরিক্ত মুনাফাসহ) ১,৮০,০১৯/০ পাই ও পুনর্মূল্যায়ন বাবদ খাতে পাওনা বাবদ ২০,৭৯০৲ টাকা ধরিয়া অবশিষ্ট ৪,৯৬,৪১৯/০ পাই-এর অঙ্কটির পূর্ব্ববর্ত্তী অস্থায়ীর লাভের জের ৩৩,১৪৬/১১ পাই যোগ করিয়া মোট ৫,৯০,১১৯/৪ পাই নিম্নলিখিত ভাবে বিলিব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মাথাপিছু শতকরা ১৪০ আনা হারে প্রেফারেন্সী ১০০৲ মূল্যের ৮১,৩৪৪টী সাধারণ অংশে মোট লভ্যাংশ ৪,৯০,৯১৩৲ টাকা। উদ্বৃত্ত ৩৯,৮৭৪/৩পাই অস্থায়ীর লাভের জের টানা হইয়াছে।

মূলধন :—অনুমোদিত ১,৫০,০০,০০০ ; বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত ৮১,৩৪,১০০৲, প্রেফারেন্সী ১০০৲ টাকা মূল্যের ৮১,৩৪৭টী অগ্রিমাণী শেয়ার।

বিভিন্ন পক্ষের লাভাংশ

দায়—	৩০-৯-৪০ টাকা	৩১-৩-৪০ টাকা	৩০-৯-৩৯ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	৮১,৩৪,১০০	৮১,৩৪,১০০	৮১,৩৪,১৪০
লভ্যাংশ অগ্রিমাণী	২২,৩৭,৩৭১	১০,৩৭,৩৪০	১০,৩৭,৩৪০
দেনা	৩৪,৩৮,৯১৯	৪৫,১১,৪৬৮	৭৯,৪১,৫৫৫
জের, অস্থায়ীর লাভ	৩৯,৮৭৪	৩৩,৭৫৬	১৬,৩১৪
মোট	১৪৩,১১,৯৭৪	১৪৮,১৫,৩৬৪	১৭৬,১১,০৭৯
জমা—			
মোট বন্ধ সম্পত্তি	১৮০,৬৮,১৮০	১৮১,৪১,৯৯১	১৭৬,৬১,১৮৪
অবচয়	১০৪,৮১,১১১	১০৪,৯৪,০৪৭	১০৩,৩৯,০৪৫
নীট বন্ধ সম্পত্তি	৭৬,৮০,৪৬৯	৭৬,১৭,৯৪৪	৭২,৮৮,১১৯
লগ্নীকার	৯,০০,১৯১	১০,১১,৩৭৪	১০,১৪,১১৭
মজুত মাল	৩৯,১১,১৪৫	৪৪,৪৬,১৪০	৩৯,৭০,১১১
পাওনা	১০,১৯,৪০৭	১১,১৯,৭৮৪	১২,১৯,৩৬৩
কল বিনিয়োগ	১,০৮,৩১৪	১,০৮,৩১৪	১,০৮,৩১৪
অগ্রিম প্রদত্তকরাদি	৫,১১০	৫,১১০	৫,১১০
নগদ	৭৫,১৯৪	৩,৩১,১৭৩	৩৮,৭৫৭
মোট	১৪৩,১১,৯৭৪	১৪৮,১৫,৩৬৪	১৭৬,১১,০৭৯
ঋণ সম্পত্তি	১১,৩৭,১৭৭	১১,৩৬,৭০১	১০,৯৩,০৩৭

পণ্যদ্রব্যের বাজার—

আখ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি

১৯৪০-৪১ সালে ভারতে যে পরিমাণ আখ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সরকারের কৃষিবিভাগের অর্থনৈতিক ও পরিসংখ্যান সংস্থার অধিকর্তা তাহার পূর্বাভাস প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশিত এই পূর্বাভাস হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে ভারতে মোট ৫১ লক্ষ ২২ হাজার একর জমিতে আখের চাষ হয় এবং মোট যে পরিমাণ গুড় উৎপাদিত হয় তাহা হইয়াছে ৪১ লক্ষ ২ হাজার টন।

এ বছর যে পরিমাণ জমিতে আখ চাষ করা হয়, ইহার পূর্ববর্তী বৎসর ইহা অপেক্ষা কম জমিতে আখ চাষ করা হইয়াছিল। এ বৎসর গতবারের চেয়ে ১ লাখ বেশি জমিতে আখ চাষ করা হইয়াছে।

এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে যে, এ বছরের আখ চাষের অবস্থা মোটামুটিভাবে ভালো।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও গুড়ের দর বৃদ্ধি পায়। গুড়ের দর বৃদ্ধি হইলে চাষিরা বৃদ্ধির ফলে। ইহার ফলে এই চাষিদের মোকাম বিক্রয় করিয়া ঐ আখ চাষের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও চাষিরা পুরা মোকাম দেওয়া সত্ত্বেও যা হওয়ায় আরও আখ চাষ সম্প্রসারিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে। ইহার ফলে মোটা ও মাঝারি আখ চাষ করা বৃদ্ধি পায় এবং ফলেও উৎপাদিত আখের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

ইহা ছাড়া আরও আখ চাষ হইয়াছে। যে স্থান হইয়াছে উড়িষ্যা। উড়িষ্যায় অতীতে বিভিন্ন শ্রেণীর জমিতেও আখ চাষ করা হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে এবার ১৭ হাজার একর জমিতে ১১ হাজার টন আখ উৎপন্ন হইয়াছে।

আখ চাষের এই বিবরণ ও তথ্য দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, আমাদের চিনিকলসমূহকে পরিমাণমত আখ মোকাম দিবার উপায় আয়োজন হইয়াছে। কিন্তু এই সময় উহার প্রয়োজন চিনিকল, সমূহে গতবারে হওয়ায় অনেকটা পরিমাণ চিনির মোকাম হইল। ফলতঃ আখ উৎপাদন বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত চিনি উৎপাদন বন্ধ করাই যুক্তিসঙ্গত ছিল।

পণ্যদ্রব্যের পাইকারী দর

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পণ্যের পাইকারী দর ছিল এইরূপ—

দিল্লী—

ধান-চাল—মোটা ১০৲, মধ্যম ১৪৲, অত্যুত্তম ১৭৲।

গম—দুম ১৪৲-১৮৲, অত্যুত্তম ১৩৲, মধ্যম ১৫৲-১৭৷৷৹, মোটা ১৫৷৷৹।

তৈলবীজ—সরিষা ৩৬৲, তুলাবীজ (দেশী) ১৬৲, ঐ (ভালো) ১৮৲, তিল ৩১৲-৩৬৲, চিনিবাদাম ২৩৲-২৫৲, তিসি ৩০৲।

তৈল—সরিষা ১৮৲-২০৲, চিনিবাদাম ৭২৲-৭৪৲, তিসি ৮০৲, নারিকেল ৯৯৲, তিসি ৬৮৲/বস্তা ৮০৲, তিল ৭৪৲।

খৈল—সরিষা ১৪৲, তুলাবীজ ১০৲, তিল ১৪৲।

চিনি—দেশী ৮০৲-৮৭৲, মোদাই বস্তা ৪৭৲ মোদক বস্তা ৪৭৷৷৹, ভিজা ১০৲-১০৲।

বোম্বাই—

চিনিবাদাম (খাবার) তৈরী ৪৯৲ ঐ (বড়) ৪৮৲, ঐ (ফেব্রুয়ারী-মার্চ) ৪৮৷৷৹, ঐ (এপ্রিল-মে) ৪৯৲।

তৈল—তারীয় কল ২৭৷৷৹, ঐ (ফেব্রুয়ারী) ২৫৷৷৹, ঐ (মার্চ) ২৪৷৷৹।

তিসি তৈল—৩৭৷৷৹।

ফোকসুরি—৩৪৷৷৹।

কাঞ্জারী—

চিনিবাদাম তৈল (৫ নং পাইপ) ৪৪৲, চিনিবাদাম খৈল—(৪৩ পাইপ) ৪১৲-২২৲, তেরি তৈল—(৫০০ পাইপ) ৪৫৲, মোদকসিদ্ধ (৩৫৩ পাইপ) ৩৯৷৷৹।

কানপুর—

তৈল—সরিষা ৮২৲-৮৩৲, তেরি, ৮৮৲ তিসি ৭৪৲, চিনাবাদাম ৭৩৲।

তৈলবীজ—সরিষা (হলুদ) ৩৪৷৷৹, ঐ (কাল) ৩২৷৷৹, চিনাবাদাম ২১৲, তিসি ৩৫৷৷৹-৩৬৲, তেরি ৩৩৲।

খৈল—অত্যুত্তম ১৩৲, দুম ২৭৲, মধ্যম ২৬৲, মোটা ১৪৲-১৭৷৷৹।

জাপুর—

ধান-চাল—ধান ৪৬৲ চোলা ১৯৲, ঘুটা ২০৷৷৹। গম—মোটা ১৫৷৷৹, অত্যুত্তম ১৬৷৷৹, দুম ১৪৷৷৹-২১৷৷৹, মধ্যম ১২৲।

গুড়—১৯৲, চিনি (বম্বাইনী ভিত্তি) ৪৫৲, অম্বেদকরী (বম্বাইনী ভিত্তি) ৪৪৲-৪৫৲।

তৈল ও তৈলবীজ—সরিষা ৩১৷৷৹, চিনাবাদাম ২২৷৷৹-২৪৲, সরিষা তৈল ৮৩৲, তিসি তৈল ৭৮৲।

কলিকাতা—

তৈল—সরিষা ৮৫৲-৯০৲, নারিকেল তেলিন ১০১৲ দেশী ১০৪৲, কলম্বো ১০৮৲, বাদাম পিলসহ ১২৬৲-৯৬৲, তিসি ৭২৲-৭৭৷৷৹, মহুয়া ৭২৲, তেরি ১০৫৲-১০৬৲, তিল ৭৯৲-৭৮৷৷৹।

তৈলবীজ—চলিত মটী বড় ৩৪৷৷৹, ছোট ৩৩৲, তিসি তৈরারী ৩৬৷৷৹, আমলানি ৩৪৷৷৹, বাদামখোসা ছাঁ এঃ ৩৪৷৷৹, নারাজ ৩৩৲-৩৭৲, তিল সুদা ৩৬৲, কালা ৩৩৲, মহুয়া ২৭৷৷৹, তেরি তৈরারী ৩৩৲, আমলানি ৩৪৷৷৹।

খলি—মটী সেরা ১৯৷৷৹-২০৲, সৌরা মটী ১৪৲, দুম সুদ ২১৲, মধ্যম বড় ২৩৷৷৹-২৪৷৷৹, বাদাম ২২৲, অত্যুত্তম তেরার ১৮৷৷৹-১৯৲, বাদাম, ১৮৲, তেরারী তেরার ১৯৷৷৹, বাদাম ১৭৷৷৹-১৭৲।

ধান—দুম ২৬৲-২৭৲, অত্যুত্তম ১মং ২৪৷৷৹, মধ্যম বড় ৩০৲-৩৭৷৷৹, ছোট ২১৷৷৹, মটী ২৭৷৷৹, চোলা ২১৲-২২৲, তেরারী ২৩৷৷৹।

ভারতের খনিজ ও খনিজ-শিল্প

—:০:—

খনিজের সহিত আমাদের নিত্য নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং তাহাদের মূল্য অর্থ নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসে। সাধারণতঃ আমরা যে সকল শিল্পের প্রথমে উপাদানরূপে খনিজ বলিয়া মনে করি না, প্রকৃতপক্ষে তাহা অনেকগুলি খনিজ দ্রব্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

খনিজ শিল্পের স্থানিকতা বিশেষ দীর্ঘ এবং ব্যাপারে আলা বৈচিত্র্যের সমাবেশ হইয়া আসে।

মাত্র উদ্ভব করা এবং যাহার প্রয়োজন নিত্য করা—লৌহ ইস্পাতের প্রয়োজন, মোটর গাড়ী প্রস্তুতি, রেলের পথ, রেল প্রভৃতি যান, অট্টালিকা ইত্যাদির জন্য, খনিজ তৈল, কয়লা হইতে প্রস্তুত প্রয়োজন বিশেষতঃ রঙ্গন পদার্থ, অলঙ্কারাদি, শিল্প, বিশোধন, বিস্ফোরক প্রভৃতি, কাচদ্রব্যাদি, মৃৎপ্রয়োজন, এ্যাসেলের পাত্রাদি, রঙ্গ ও লেখনী, অভ্র, রাসায়নিক দ্রব্যাদির অধিকাংশ দ্রব্য, মুদ্রণ ও বিস্ফোরক প্রভৃতি সকল বিষয়কলাপের শিল্প খনিজের উপর নির্ভর করিতেছে।

ভারতবর্ষে যে সকল প্রয়োজনীয় আমদানি করা হয় তাহার মধ্যে বর্তমানে খনিজ দ্রব্যের মূল্যের আমদানির মূল্য বেশীর ভাগ এবং ইহার কোটি টাকা। এই আমদানি হইতে বুঝিতে পারা যায়, আমাদের দেশে এই জাতীয় শিল্পের প্রসারের কত অভাব এবং যারা আছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় কতই বেশি। যারা নাই তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় অভাব রোধে আসে ফার্মাসিউটিক্যাল হইতে প্রস্তুত এ্যাসিপিরিন ও এ্যাসিটোফেনিন জাতীয় দ্রব্য। বৎসরে ইহার আমদানির মূল্য অন্যূন আট কোটি টাকা। ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহা আসিয়াছে ১৫৩ কোটি টাকা মিলিয়াছে। যদি আমদানির উপকরণগুলির যা যাহার তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কত পরিমাণ অনায়াসে ৪৫ ভারতবর্ষ যাবতীয় অভাব মিটাইতে পারে। অন্যান্য আমদানি বৎসরে একশত কোটি টাকা অধিকের করিতেছে। লৌহ দ্রব্যের একশত বিরাট অভাব রহিয়াছে। তাম্র, দস্তা, সিসকলঙ্কার শিল্পের এখনও এসালয়ের অধিকার বিরাট সুযোগ রহিয়াছে। টীনা বাসন—মেসিনের—ইনামেলযুক্ত এবং কাচপাত্রাদি, এনামেল বা ক্লাইকেলা করা লোহ দ্রব্যের অধিক মাত্রায় আমদানী হইতেছে। লোহের অভাব খুবই, তবে সেই সঙ্গে তাহা দূর করিবার বিরাট চেষ্টা আছে।

সীসা, দস্তা, তাম্র (ইস্পাত) তাম্র প্রভৃতি অনেকটা অভাবজনক খনিজের অভাবে বহু শিল্প অতি কম পরিমাণে স্থাপন হইয়াছে। কিন্তু এ কথা সর্বদা সকল ক্ষেত্রেই অভাব হওয়া উচিত যে, উপরে প্রভৃতি দেশের সহজ খনিজের অভাব থাকিলেও শিল্প-জগতে তাহারা বিরাট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

খনিজ সম্পদে ভারতবর্ষ খুব সমৃদ্ধ হইলেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যেমন খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ নয়, ভারতবর্ষের তেমনি বহু প্রয়োজনীয় খনিজের প্রচুর সমাবেশ থাকিলেও অতগুলি বিষয়ে তাহার বিশেষ অভাব আছে। কৃষিজাত অভাব অনেক সময়ে আবহাওয়ার সুযোগ থাকিলে, মূলধন ঢালিয়া যোগান দ্বারা দেশের মধ্যে উৎপাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু খনিজ যদি দেশের মধ্যে অবস্থিত না হয়, তাহা হইলে বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া সাময়িকভাবে অভাব অভাব মিটাইতে হয়। এমন পর্যন্ত অনেকটা খনি প্রয়োজনীয় খনিজের অভাবে বিশেষ অভাব আছে। যদিও বা মূলধন বিনিয়োগ মূলধন দ্বারা দেশের মধ্যে উৎপাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু খনিজ যদি দেশের মধ্যে অবস্থিত না হয়, তাহা হইলে বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া সাময়িকভাবে অভাব অভাব মিটাইতে হয়। এমন পর্যন্ত অনেকটা খনি প্রয়োজনীয় খনিজের অভাবে বিশেষ অভাব আছে। যদিও বা মূলধন বিনিয়োগ মূলধন দ্বারা দেশের মধ্যে উৎপাদন করা যাইতে পারে, তবুও ৫ অভাব দূরীকরণ অনুকূল করিতে হইবে।

অভাবে খনিজের প্রয়োজন বা অভাব নীচে চার্ট প্রদান বিচার করিতে পারা যায় :—

(১) লৌহ, টাইটেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও অভ্র দ্রব্য, প্রচুর আছে এবং প্রয়োজন মিটিয়া যা বিদেশ রপ্তানের বৈধার পরও পৃথিবীর অভাব মিটাইতে সমর্থ।

(২) আমদানির, কারের উপযোগী যাদু, এসবেস্টস, গ্রাফাইট (প্লম্বাগো), ম্যাগনেসাইট, সোরমাইট, বিশুদ্ধ, ডায়মন্ড ইত্যাদি, সেলিনা, টাইটানিয়াম ধাতুর উপযোগী এসবেস্ট, ক্রোমাইট প্রভৃতি খনিজ দেশের অভাব মিটাইয়া প্রয়োজন মত উদ্বৃত্ত পরিমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

(৩) দেশের বর্তমান অভাব মিটাইবার পথে অন্তরায়। ভবিষ্যতের প্রয়োজনের তুলনায় অভাব পরিমাণ নগণ্য বলিয়া ধরা, ক্রোমাইট, কেরোসিন, কৃষি শিল্পজাত উপযোগী এসবেস্টস, বিশেষ প্রয়োজন উপযোগী খনিজ, কারের উপযোগী যাদু, সোনা-মিনিরম, ম্যাগনাইট, তুলার এসবেস্টস, এ্যাসবেস্ট, বোরাক্স, ডলোমাইট, বোরেট, ক্রেট, আর্সিনিক, অক্সাইড, খনিজ রঙ, সোডিয়াম, পারম্যাঙ্গানেট (লৌহ-পরক্স প্রস্তুত), বাইক্রোম, ফুলাপাথর, ডলোমাইট প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে।

(৪) প্রয়োজনের তুলনায় বিরাট অভাব বা একেবারেই নাই খনিজ পদার্থ, ফলা, তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, সিলেনিয়াম, সীসা, দস্তা, পারদ, গ্রাফাইট, মেগ্নেসাইট, টাংষ্টেন, পটাশ, এ্যাসবেস্ট, সেলেনিয়াম, টেলুরিয়াম এবং ইউরেনিয়াম ধাতুর উল্লেখ করিতে হইবে। এ সকল ক্ষেত্রে খুব কম পরিমাণ ব্যতীত আমদানি না করিলে চলিতে পারে না।

এ পর্যন্ত যে সকল খনিজের সম্ভার পাওয়া গিয়াছে, তাহা অপেক্ষা খনিজের সম্ভার ও পরিমাণ যে বেশি তাহা ভূতত্ত্ববিদ্যার হইতে মধ্যে মধ্যে তাহাদের অনুসন্ধানের যে সম্ভাবনা প্রকাশিত হয় তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স
এণ্ড কোং লিমিটেড
৪, ক্লেয়ারসী রোড্ কলিকাতা
টেলিফোন : কাল ২৫৩১—২৫৩৪।
টেলিগ্রাম : ক্যাশ।
ইন্সিওর এজেন্সীস্
দি সিটী লাইফ লিঃ
এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্কার্স এণ্ড জেনারেল কোং লিঃ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইফ লিঃ
ইন্ডাস্ট্রীজ্ ও ইকুইটীজ্
অফিস যাবতীয় প্রকার
সিকিউরিটী ব্যবসায় প্রভৃতি
অফিস নির্মাণকার্য
বীমানুযায়ক
সি, সি, ই পেটেন্ট-রাইট অফিসারের
অফিস (মাদ্রাজ)
ম্যানেজিং এজেন্সীস্
ফেডারেটেড কোং লিঃ
(চিনি ও বস্ত্র প্রস্তুতকারক)
ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রাপার্টীজ্ কোং লিঃ
আসানসোল ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোং লিঃ।
(লণ্ডনস্থিত)
ইন্সিওরেন্স ও লয়েড্স এজেন্সীস্

শেয়ার বাজার—

সপ্তাহান্তে কিছুটা উন্নতি

—:০:—

কলিকাতা, ৩রা ফেব্রুয়ারী, শনিবার—এ সপ্তাহের শেয়ার কলিকাতা শেয়ার বাজার ছিলেন ছিল। কেবল চায়ের ও জাহাজখানি কাটকা শেয়ারের বাজারই তৎপরতাপূর্ণ লীলাময় ছিল। যুদ্ধ আরোহ বাজার কোন্ দিকে গড়ায় তাহাই লইয়া সকলে জল্পনাকল্পনা করিতেছিলেন, এই কারণে তাঁহারা কোনোরূপ কাজ কারবারের মধ্যে যাইতে সাহস ছিলেন না। বাজারে চালিবার এইরূপ অবস্থানের সপ্তাহ কারবারের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

পাটের বাজারে কোনোরূপ উৎসাহ দেখা যায় না। কেবলমাত্র হাজরা শেয়ারে কিছুটা কাজ হয়। ইহার দর ৩৮৫/০ ও ৩৯৫/০ আনার মধ্যে ওঠানামা করে। চাহিদাদী ১০৮৲ টাকা দরে সামান্য কিছু বিক্রয়ের পর।

কলা বিভাগে কিছুটা বেশি কারবার হইয়া থাকে। ইহাদের দর ওঠে ৪৯৯৲ টাকায়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ৫৩৫/০ আনায় ওঠে এবং লেক্সালীর দর বাড়িয়া ২৯৮/০ আনা হয়।

ইন্ডিয়ান আয়রন ৬৮/০ আনায় খোলে এবং ক্রমে ক্রমে ৩৫৫/০ আনায় নামিয়া যায়। বিভিন্ন বিভাগে কারবারের বিশেষ কিছু হয় না। বি আই, ফরপোরেশন ১৯০ আনা দরে কারবার করে। ডানলপ, রবার ৪৯৮০ আনায় বিক্রয় হয়।

সপ্তাহের শেষ দিকে বাজারে অবনতি ঘটে। ইউনলগুলির কাজের দরুণ ওলাইয়া বেচা হইবে, এইরূপ গুজব রটিবার বাজারের অবস্থার অবনতি ঘটে। পাটের শেয়ারের অবনতি সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শেয়ারেরও অবনতি ঘটিতে থাকে।

প্রথম সপ্তাহে শেয়ারের দরের হ্রাস ঘটে। ইহা ৩৭৯/০ আনায় নামিয়া যায়। ইহার পরেই অবশ্য পাটের শেয়ারের দর বাড়িতে আরম্ভ করে। চাহিদাদী ১০৮৲ টাকায়; বর্ধমান ২৭২৲ টাকায় পৌঁছায়।

কলা বিভাগে যে সামান্য কাজকারবার হয় তাহাও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বরাকর ১৪/০ আনায় নামিয়া আসে। লেক্সাল ইন্ডিয়া ৬৮/০ আনা দরে নামিয়া আসে। কেরোর্ড মেকল ৬/০ আনা হয়। কিন্তু বাজার মন্দার সময় এই দর হয় ৮৬/০।

ইন্ডিয়ান আয়রন ৩৪৬/০ আনায় খুলিয়া মাসে ৩৪৮/০ আনায় নামিয়া যায়; এই দরে কোনো চাহিদার ভাবে দর ৩৬/০ আনায় ওঠে; টাল ফরপোরেশনের দর হয় ২৫৲ টাকা।

ইহার পর বাজারের কিছুটা উন্নতি দেখা যায়। ইন্ডিয়ান আয়রনের দর ৩৬৲০ ও হাজরা ৩৮/০ আনা হয়।

ব্যাঙ্কারের হালচাল

গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি—৩ পুরাতন সুদের ১৯৪৭/০ ৩ পুরাতন (১৯৫৩-৫৮) ৯৯ ১৯৬/০; ৩ পুরাতন (১৯৫৮-৬৮) ৯৯ ১৯৫/০। ৩ পুরাতন (১৯৬৫-৭৫) ৯৯ ১৮৭/০; ৩ পুরাতন (১৯৭১) ৯৯ ১০০।০, ৩ পুরাতন (১৯৭১-৭৪) ৯৯ ১০০৷৵০/-১০০৷৶০; ২৯০ পুরাতন (১৯৯০) ৯৯ ১৭৷৵০; ৩ পুরাতন (১৯৯৮-৯১) ৯৯ ১৯৬/০; ঋণ—ইন্ডিয়ান ফর্মার্স লোন ঋণ ৯৯৬/০; ইন্ডিয়ান ঋণ ৯৯ ইন্ডিয়া ৮৲, আদায়ের ঋণ—কলী টেক্সটাইল ৭৲; আলবী ১৬/০ ৭৲ ১/০; মিঃ ডিস্টিলারি ৪৫/০ ৯/০ ৫১০; ধারণী (প্রেফার্ড অর্ডি) ১০।০ ১০৬/০। কলা খনি—আকর কলিয়ারী ৭৲ ৮/০; বরাকর ১৪।০ ১৪/০, ১৪/০; চুনিয়া ৩৮/০ ৩৯/০; লেক্সাল ইন্ডিয়া ৬/০; কাঞ্চন-কলিয়া ৪১৬/০ ৪৮৲; ভারতবর্ষ কলিয়ারী ৯৯৲, ঐ (প্রেফ) ৬০০; মিঃ বীরভূম (প্রেফ) ১৪।০; পাথারিয়া ৩।০; টাটাকার্ড ১১৬/০, ঝরিয়া—এসেন্স ইন্ডিয়া ৭৭৪০ ৭৮৫০; বর্ধমান ২৭৩৲; চাহিদাদী ২০৮৲ ২০৭৲ ২১৮৲; চিত্তরঞ্জন ২৮৩/০; হাজরা ৩৭৮/০ ৩৭৯/০ ৩৭৬/০ ৩৮৲ ৩৮/০ ৩৬/০; ইন্ডিয়া ২০৪৲ ২০৬৲ ২০৫৲ ২০৭৲; কাঞ্চনবাড়ী ৩২০৲; কাঁকিনাড়া ২৭৯৲ ২৩১৲; কেশরিয়া ৩৫৮৲ মেকল ১৮০৲ ১৮২৲; প্রেসিডেন্সী ৩০০; শ্রীভূমিকা ১৯৩/০; ঐ (প্রেফ) ১১৩। বিবিধ কোম্পানী—এসোসিয়েটেড বাইকি (প্রেফ) ৯০৲; ঐ (ডেফ) ৮৫০; ব্রিটিশ বার্মা ১১৫/০ ১১৬০ ১১৮/০ ১১৬/০ ১২/০ ১২/০ ১২৩০; ঐ (প্রেফ) ৭২৯/০ ঐ (ডেফ) ৭৫/০ ৮১০; ইন্ডিয়ান ব্রুপার ৩৬/০ ৩৮০; ডানবিয়া সিমেন্ট ৫৮/০ লোরজালী সিমেন্ট ৭/০ ৭৮০; বারমন কেমিক্যাল ১২৯৲; চাহা ইলেকট্রিক (প্রেফ) ৯৮/০; ডিস্টিলারি বিহার ৫৫০; ইন্ডিয়ান আয়রন এন্ড টাল ৩৯/০ ৩৯৲ ৩৯৷৵০ ৩৬/০ ৩৬৷৵০ ৩৬৷৵০; ঐ (প্রেফ) ১০৩৲ ১০৫৷০; ইন্ডিয়ান টাল এন্ড অয়ার প্রডাক্টস ৪৪৮০ প্রেফ এন্ড ডেফ-ফ্রিজ ১২৮/০; দার্জিলিং লট ২৲ ২/০; টাল ফরপোরেশন ২৪৲ ২৫/০; টেক্সটাইল সেক্সিয়ারী ৭/০ ৭৮০; এসোসিয়েটেড ফরপোরেশন (৩৲ মূল্য প্রেফ) ৯০৲; বি আই ফরপোরেশন ৯৮/০ ৯৯৷০ ৯৪/০ ৯৬/০; ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ১৯৷০ ১৯৷০; আসাম রবার ৫৮৫ ৫৮৬/০ হিন্দুস্থান আটস ৭১০; ইন্ডিয়ান আসাম আয়রনের ৩৬/০ ৩৬/০ ৩৮০; ঐ (প্রেফ) ৪০; ইন্ডিয়ান রবার ১৮৬/০; ইন্ডিয়ান কেবলস্ ১১৫৬/০ ২৩৲; আসাম কোম্পানি ১৬৩৯০; বার্মা বার্ন ১৭/০ ১৭৷০ ১৭৷০; ডানলপ ইন্ডিয়া ১৮৬৷০; ওরিয়েন্টাল (প্রেফার্ড অর্ডি) ২৮০; ইন্ডোস্যুয়ী পেট্রোলিয়াম

(প্রেফ) ১৯৮০ ; বর্ণার টিলা অফে ৮১০ ; টাঙাইল সেমাই ৩১।০ ৩২।০ ৩৩ ৷০ ৩৪। ৩৫৷০ ৩৬৷০ ৩৬৷০ ; ওরাসিয়ান প্রপার্টী ১৲ ১৷০ ; আসাম ন' ৮৫/০ ; টিলিয়া টিমটাম ৮৫/০ ৮৫/০ ৮৫৷০ ; বেঙ্গলস্ট ৬৬/০ ৭৲ ৭৷০ ৭৮/০ ; বুলাস্ট ১১৬/০ চলাচল ২৫৷০ ২৬৷০ ; কাবলস্ট ২৮৬/০ ; ফ্রেড ওয়ে ফোর ৮১০ ৮২/০ ৮৬/০ ; রামলস্ট ১১৬/০ ২০৷০ । চা-বাগান—ব্রাডফোরা ১৬৷০ । স্লেট্‌ড ফাউন্ড ২৪৲ ; চেলাবাই ১৪১৷০ ; ডিক্সলস্ট ১১৮/০ ১১৫৷০ ; হলসিয়াবী ২৭৬/০ ২৭৫৷০ ২৭৬/০ ওরিয়ন্ট ১৪৫৷০ ১৪৬৷০ ; ফাকলস্ট ৮৫৷০ ৮৬/০ ; ব্রুবা ৪৬৷০ ৪৬৷০ ৪৬/০ ; মার্শলজীন ফোর ৮৬৷০ ৮৬৷০ ব্রহ্মবলী ১০৬৷০ ১০৬/০ ১১/০ ১১৮৷০ ১১৯/০ ; নিউ কুমার ৪৫৷৷০ পাহাড়োলা ৭১০৲ ; সিলেক্ট ৫৮৲ ; সুব ১৮৲ ; ভিক্টোরাবী ১৬৲ ; ডেকলস্ট ২৮৬/০ ২৮৷০ ; টাকভার ১০৷০ ১০৬/০-১০৷০ ।

বিহারে সরকারের অর্থসাহায্যে ছাত্রদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা

বিহার গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিহার হইতে উদ্বিড়কাটী, ঘাস ও খড় বাহিরে চালান দিবার জন্য আর কোন পারমিট দেওয়া হইবে না। এই সকল দ্রব্যাদি বাহিরে চালান দিবার জন্য পারমিট চাহিয়া যাহারা আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাদের আবেদনের বাকিগুলি নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, জ্বালানী খড় সংরক্ষণের জন্য এই সকল দ্রব্য বাহিরে চালান দেওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্রব্যাদি বাহিরে চালান দিবার উপর যে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে, বিহার গভর্ণমেণ্টের বর্তমানে সেই নিষেধাজ্ঞা কোনরূপ শিথিল করিবার অভিপ্রায় নাই। বিহার গভর্নমেণ্ট গত ডিসেম্বর মাসে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করেন।

১৯৩০ সালে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি

১৯৩০ সালে ভারতে সর্বাধিক ২০ লক্ষ টন পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ২১ লক্ষ ২৫ হাজার টন খাদ্য আমদানি করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে আফগান ১৩ লক্ষ টন ছিল। এই খাদ্য আমদানির জন্য প্রায় ১ কোটি টাকা ভারত হইতে বহির্গত হিসাব করা হইয়াছে।

উপকূল বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ

সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে যে, ভারতীয় জাহাজের জন্য সংরক্ষিত উপকূল বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে ভারতীয় জাহাজে বাহিত মালের পরিমাণ ২,৪৭,০০০ টন ধরা।

অন্যান্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিদেশী জাহাজে মালবহনের পরিমাণ ১৯৫১ সালের ১লা জানুয়ারীতে ১৮৭৯ ১৮,০০০ টন হইতে দুই বৎসর পূর্বে ছিল ২,১৮,০০০ টন।

সুবর্ণ সুযোগ

ছোটখাটো কারবারে যার পারিশ্রমিক পরিশ্রমের তুলনায় কম হয়ে তার হয়ে যায় অসমসাহসিক প্রতিযোগিতার মধ্যে আরও মুনাফা-বৃদ্ধির যত একটা পথ ও।

তাদের কথাই বলা হচ্ছে,—যারা এই ছ-ও এদের সময় তাদের ছোটো না।

আজ একথা সবাই জানেন যে একটানা পরিশ্রমের ফাঁকে ফাঁকে খানিক ঘুমের ঢ খেয়ে শোধ নেওয়ার চেষ্টা করে হয়, তাতেও উপকার আছে।

তা ছাড়া শ্রমিকদের মধ্যে বিশ্রামাহারে কাজ করার আজও অতি একশ্রেণীর মধ্যে ঢ কারখানা আছেন যেখানে।

কথাটা হচ্ছে—এক শোধন যে বিশ্রামেরই সার্থক;—অলসের কিন্তু শুধু বিশ্রামের চেয়েও ঢ যৌগ কাজ করে এবং একদল শ্রমিক আছেই আজ।

এ সম্বন্ধে সকল খুঁটিনাটির কথা সেবেন ঠি যেকোন কথা পাবেন এবং আজ আপনার পক্ষেও কিছু করিতে পা।

চা

সেবেন ঠি যেকে অর্থে ব্রাডফোর্ড এণ্ড কোং লিঃ, ব্রাডফোর্ড হাউস, কলিকাতা

১৫১০-

সংবাদ সম্মেলন—

অর্থনৈতিক সঙ্কট সমাধানে সরকারের সহিত শিল্পপতিদের অসহযোগ

—:০:—

বিভিন্ন ভারত সংবাদে প্রকাশিত খবর হইতে যে পাকিস্তান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক সঙ্কট মোচনে সরকারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে শিল্পপতিদের ভূমিকা নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক।

গভর্নরের শাসনের তিন বৎসরকালের মধ্যে শিল্পপতিরা সাধারণ অসুবিধার কথা বলিয়াছেন। প্রথমে যাহারা শিল্প জাতীয়করণ, উহাদের অন্যায্য ও অযৌক্তিকভাবে অসুবিধার কথা তাহাদের বক্তৃতায় শুরু করেন, কিন্তু অবশেষে দেখা গেল তাহাদের দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন শিল্প জাতীয়করণ আদৌ মূলধন যোগান এবং রাজস্বসংক্রান্ত অসুবিধা আর না থাকায় তাহারা কর হ্রাস, লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ মূলধন তার হ্রাস করার ও বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যবসায় লগ্নী করিতেছেন। তাঁহারা মূলধন মূলধন দাবী উত্থাপন করিতেছেন ও পুনরায় সরকারী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার নীতি প্রবর্তনের দাবী করিতেছেন। এই নীতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী সেদিন উক্তি প্রসঙ্গে বলিয়া করিয়া বলা হয়ে যে, আধুনিক পৃথিবীতে আর এই নীতি প্রবর্তন সম্ভব নহে। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি বাঞ্ছনীয়; কিন্তু ভারতে, উভয় রাষ্ট্রের অধিকতর অর্থনৈতিক নির্ভরতার উপর জোর দিয়া যে মন্তব্য করা হয়, তাহাতে প্রয়োজনীয় ঐক্যমতে ভারতকে দুর্বল করার চেষ্টা হয়। পাকিস্তানের পাট ও তুলা না পাইয়া ভারতের যদি অসুবিধা হয়, তাহা হইলে পাকিস্তানের অসুবিধাও কোনক্রমে হ্রাস পায় না; এবং যে জোর নিয়োগ পর্যবেক্ষক এই কথাই বলিয়াছেন যে পাকিস্তানের অসুবিধা অনাকাঙ্ক্ষিত—অযাচিত নহে।

এই পর্যবেক্ষকগণ আরও বলা হইয়াছে যে, পাট ও তুলা সম্পর্কে আমরা স্বাবলম্বী হইবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছি তাহাতে আমরা খুব অগ্রসর হইয়াছি। পাকিস্তান বিশ্বাসের ব্যবসায়ে বলিয়া কোনরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে নাই; যদিও পাকিস্তানের এই অযাচিত আত্মনির্ভরতা অভিযোগ যুক্তিযুক্ত নহে, কিন্তু ভারত উহার ফলে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কথাই প্রকাশ করিয়াছে।

মিঃ কেন্দ্র মূলধন বৃদ্ধির আবশ্যক ভারত সম্পর্কে প্রীতমনগরের কর বৃদ্ধি—তথা নতুন ব্যবসায় হ্রাসের জন্য উৎপাদন হ্রাসের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিষয়ে বলা হইয়াছে যে, ভারতের কর আদায়ের ক্ষেত্রে নতুন ভারত সম্পর্কে যে নতুন সমস্যা দেখা যায়ে তাহা সত্য নহে। আমরা যে মূলে বলা করিয়াছি সেই মূলে প্রয়োজনীয় সেই পরিবর্তন অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতিগতভাবে আমরা বিভিন্ন অবস্থায় থাকিয়া বিশ্লেষণ করিতে পারি না।

ঐতিহ্যপূর্ণ ক্ষেত্র সম্পর্কে যে কথা বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ক্ষেত্র চালাক ব্যবসায় পুনর্গঠন করিলে, তবে অর্থ যাইবে দেখা দিবে। আমরা এই ক্ষেত্রে অর্থ যোগাইতে পারিয়াম কিন্তু তাহার ফল কি হইত? ব্যবসায়ের অসুবিধা দেখা দিত এবং উহার ফলে যে মূলধন বৃদ্ধি পাইত তাহা হ্রাস করা কোনো সরকারের পক্ষে অসম্ভব।

ভারতের ঢাউসি পাওনা বৃদ্ধি

১৯৫০ সালের জুন মাস হইতে পরবর্তী দেড়—এই দুই মাসে তুলোর বিনিময়ে ভারতের পাওনা অর্থের পরিমাণ ৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে ভারতের মোট ঢাউসি পাওনা দাঁড়াইয়াছে ৮৩৫ কোটি। মূলধনের হ্রাস, অস্থায়ী বৃদ্ধি ও বিদেশ প্রত্যাবর্তন আমদানি হ্রাসের ফলেই উহা সম্ভব হইয়াছে।

১৯৫৯ সালের জুন মাসে এই পাওনা ছিল ৮২০ কোটি। এক বৎসর পরে উহা ৮৭৭ কোটি হয়। এই সময় বিদেশের আমদানি অর্থে দেনা চুকাইবার জন্য কিছু ঢাউসি তুলিবার প্রয়োজন দেখা দেয় নাই। কিন্তু পরে আর তাহার প্রয়োজন থাকে নাই।

সম্প্রতি ভারত ও তুলোর মধ্যে পাওনা ঢাউস সম্পর্কে একটা চুক্তি হইয়াছে। ভারতের মতে আগামী ৩ বৎসর পর্যন্ত ভারত প্রতি বৎসর তিন কোটি ৫০ লক্ষ টাকি অধিক হইতে ঢাউসি পারিবে। ৩ বৎসরে ভারত ২১ কোটি টাকি ঢাউসি দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করিবে। অবশ্য উক্ত পরিশোধের প্রস্তাবিত করিবে ৫১ কোটি বলিয়া বলে। প্রাথমিক মতভেদ সম্পর্কে তুলিয়াই ভারতের আরও ৬০ কোটি টাকি-এর প্রয়োজন হইবে।

আন্তর্জাতিক আলোচনা আন্তর্জাতীয় জাহাজ

আন্তর্জাতিকের ক্ষেত্রে ভারতীয় জাহাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১-৫৮ সালে আয়ের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৮-৫৯ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।

বর্তমানে নিম্নলিখিত ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী-গুলি আন্তর্জাতিকের নিযুক্ত রহিয়াছে :—

(১) সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী লিঃ—৮ খানি জাহাজ ভারত, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চালান করে, (২) ইন্ডিয়ান ষ্টীম নিগম কোম্পানী—৮ খানি জাহাজ ভারত ও বৃটেনের মধ্যে চালান করে, (৩) ইষ্টার্ন শিপিং কর্পোরেশন—ভারত ও পাকিস্তান মধ্যে ২ খানি এবং ভারত ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে ১ খানি জাহাজ, যাত্রী ও মাল লইয়া চালান করে।

দি ইষ্টার্ন-প্রিন্টার্স লেঃ, ৩৬এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীকালী কাঞ্জিলাল কর্তৃক মুদ্রিত ও আর্যি ভারত লিঃ এর পক্ষ হইতে ৩৩ আপার সার্কুলার রোডে, কলিকাতা— ১ হইতে প্রকাশিত। টেলিফোন নং ২ ভাগ বাজার। মুদ্রণ-সংখ্যা। ইন্ডিয়ান ডাক, এঃ- ৩-

RBD. No. C105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৪২ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৭ মাঘ, ১৩৭১ : ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়—	৪০৫
যন্ত্রশিল্পীদের কর্তব্য	
প্রাসঙ্গিক—	৪০৭
জীবনযাত্রার ব্যয়	
তুলার অনুসন্ধান ও কাপাসচাষ	
বিশ্ববিদ্যালয় ছাপাখানা-স্বপক্ষে	
ঘাটতির আমদানি	
৩। যৌথিক—	৪০৯
সরেল ড্রাই কোম্পানী লিমিটেড	
মৌটুসি কোম্পানী লিমিটেড	
৪। প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম আয়ব্যয়বরাদ্দ	৪১১
৫। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ঘাটতিবরাদ্দ	ঐ
৬। পণ্যদ্রব্যের বাজার—	৪১৩
খাদ্যের অনটন দূর করিবার প্রয়াস	
পণ্যদ্রব্যের পাইকারী দর	

বিষয়	পৃষ্ঠা
৭। শেয়ার বাজার—	৪১৪
বাজার তেজী ও দর বৃদ্ধি	
বাজারের হালচাল	
৮। উত্তর প্রদেশ জমিদারী বিলোপ বিল	
৯। সংবাদ সংকলন	
শিল্প উৎপাদনকে দ্রুত করুন	
বস্ত্র ও সুতার মূল্য নিয়ন্ত্রণ	
আন্তর্জাতিক ইঞ্জিনীয়ারিং প্রদর্শনী	
ভারতের যৌথ প্রতিষ্ঠান	
"ডিলার" পুস্তক বিক্রয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কোন নোট	
সরকার ও প্রকাশন শিল্পের দাবী	
৫৫ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন	

যন্ত্রশিল্পীদের কর্তব্য

গত সপ্তাহে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভারতীয় কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অধ্যক্ষদের এক সম্মেলন হয়। প্রায় ৭০টি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা গিয়াছে; এখন লক্ষ্য হইতেছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যাঁহাদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, তাঁহারা হইতেছেন যন্ত্রশিল্পী। হাতে-কলমে কাজ শিখিয়া কেবল যন্ত্রশিল্পীর জ্ঞান অর্জন করিলেই অবশ্য এ-কাজ শেষ হইবে না, সেই জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে।

যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে, তাহাকে কাজে লাগাইয়া, দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বনিয়াদ রচনা করিতে পারিবেন যন্ত্রশিল্পীরা। তাঁহাদের সম্মুখে এখন পরম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার যদি তাঁহারা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার ফলে দেশের ও দশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা করিয়া ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এই কথাগুলিই সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন। রাজপাল ঈষৎ কাটছাঁট ইংরেজী ভাষণে বলেন যে, ভারতের ভূগর্ভে যে প্রাকৃতিক সম্পদ লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার পুনরুদ্ধার আবশ্যক। এবং সেই সম্পদকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য শিল্পীদের হস্তক্ষেপ আবশ্যক।

কমনওয়েলথ সম্মেলন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রধানমন্ত্রী নেহরু বোম্বাইয়ে সাংবাদিক বৈঠকে যে ভাষণ দেন তাহার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। শ্রীযুক্ত নেহরু বিদেশ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলেন যে, ভারতের বাহিরে গিয়া দূর হইতে ভারতকে না দেখিলে তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া চেনা ও জানা যায় না। তিনি বাহির হইতে দূর ভারতকে দেখিয়া যে কি ইহাই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত নেহরু বলেন যে, প্রথমতঃ ভারতকর্তৃক অনুসৃত নীতি এই মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান এবং তৃতীয়তঃ ভারতের প্রচুর কাঁচামাল ভারতকে পৃথিবীর রাষ্ট্রিপুঞ্জের মধ্যে বিশিষ্ট আসন দান করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদার মূল আর যাহাই থাকু, এই কাঁচামালই যে ভারতকে বিশ্বের বাজারে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। বাহির হইতে ভারতের যে প্রাকৃতিক সম্পদের আকর্ষণে ভারতকে মুগ্ধ করিবার জন্য উদ্গ্রীব, সেই প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে আমরা দেশবাসীরা ততটা সচেতন যেন নই। ইহার কারণ আছে। বিদেশী শাসনের আওতায় থাকিয়া আমরা আপন দেশ সম্বন্ধে অন্ধ থাকিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের দেশের ধন-ধান্যে, ঐশ্বর্য-সম্পদ—সব হইতে আমাদিগকে দূরে ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু এখন সে বৈদেশিক শাসনের নাই।

এই জন্যই বলা হইতেছিল যে, সদ্য-অর্জিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেশের শিল্পীদের পক্ষে পরম সুযোগস্বরূপে সমুপস্থিত। ভারতের প্রচুর কাঁচামালের সন্ধান পাইতে এবং সেই মালকে ব্যবহারিক পণ্যে রূপান্তরিত করিতে হইলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাঁহাদের ঐকান্তিকতা, তাঁহাদের নিষ্ঠা এবং তাহাদের কর্মক্ষমতা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে সংগ্রামীদের আবশ্যক, সেই সংগ্রামীরা হইতেছেন শিল্পী-বাণিজ্যী।

বস্তুতঃ ভারতের সব বিরাট দেশের পক্ষে কারিগরী শিল্পী কতটা প্রয়োজন, তাহার মাত্র কুড়ি ভাগের একভাগ এদেশে আছে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে দেশের সমস্যাবলী আলোচনা করিয়াছেন তাহাই শুনা গেল। ইতিপূর্বে আমরা কারিগরী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, দেশে কারিগরী শিক্ষাদানের সময় দেশের প্রয়োজনটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহা দিতে হইবে। যে কাজের জন্য যতজন শিল্পী আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত সংখ্যা করিয়া সেই কাজের জন্য কারিগর তৈয়ারী করিতে হইবে। তাহা না হইলে দেশের একটী বিরাট সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া নূতন সমস্যা সৃষ্টি করা হইবে। প্রয়োজন অপেক্ষা যে কাজে অগ্রসর হইলে সেখানে কোনো শাখার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কারিগর পাওয়া যাইবে, কোনো শাখার কারিগর সেখানে সংখ্যায় কম হইয়া যাইবে।

আমরা আশা করি, যাঁহারা এই কাজে নিজ নিজ ধরণের হিসাব করিয়া এবং ভিতর-বিবেচনাদি করিয়াই এ-কাজে অগ্রসর হইতেছেন। যদি এইরূপ হিসাবাদির উপর ভিত্তি করিয়া কাজে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে দেশের সমস্যা সমাধান ও সম্পদ বৃদ্ধির ভরসা করা যাইতে পারে।

দেশের সম্পদবৃদ্ধির প্রশ্ন তো আছেই; কিন্তু জরুরী যে দুটি সমস্যা এখন দেশের সম্মুখে রহিয়াছে তাহা হইতেছে—খাদ্য ও উদ্বাস্তু সমস্যা। শিল্পীদের অভাবের ফলে এই সমস্যা সমাধানে গভর্নমেন্টকে যেন পাইতে হইতেছে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য যে সব বিভিন্নরূপ দরকার তাহা কেবল সরকারী আর্থিক সাহায্যের দ্বারা হইতে পারে না। সরকারী অর্থকে আবাদে ও আবাদযোগ্য পরিণত করিবার জন্য আবশ্যক কুশলী হাতের। যদি শিল্পিগণ এই দিকে হস্তক্ষেপ করেন, এবং যদি তাঁহাদিগকে উপযুক্ত সংখ্যায় পাওয়া যায় তাহা হইলে এই কার্য সম্পাদন সহজে ও ত্বরায় হইতে পারে।

ইহার পর হইতেছে খাদ্য সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা আবশ্যক। সল্পপরিমাণ জমিতে কোন্ পদ্ধতিতে চাষ-বাস করিলে অধিক ফসল ফলিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও যেমন তাঁহারা করিতে পারেন, তেমনি খাদ্যের অনুপাত ঘটিলে খাদ্যের অনুকল্প হিসাবে কোন্ জিনিষ খাদ্য হিসাবে কি ভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহারও হদিশ তাঁহারা দিতে পারেন।

দেশের ছোট, বড় যাবতীয় সর্বপ্রকার উন্নতি ও উন্নয়ন ব্যাপারে যেমন শিল্পীদের দরকার, দেশের সমস্যা সমাধানের জন্যও তেমনি তাঁহাদের বিশেষভাবে আবশ্যক।

কারিগরী শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতাসূত্রের সম্মেলনে এই সব বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা না হইলেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইত্যাদি হইয়াছে। এই আলোচনা আলোচনাসভাতেই যেন শেষ না হয়, তাহাই সকলে কামনা করিবে। দেশের উন্নতিসাধনের জন্য যদি বহুসংখ্যক হইয়া কাজে অগ্রসর হওয়া যায় তাহা হইলে সফলতা অবশ্যম্ভাবী হইবেই।

প্রবাসী-প্রসঙ্গ

—:০:—

জীবনযাত্রার ব্যয়—

নিউ ইয়র্কের এক সংবাদে দেখা যাইতেছে আমেরিকাবাসীদের জীবনযাত্রার ব্যয় গত দশ বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হইয়াছে। ১৯৩০ সালে এই ব্যয় যাহা ছিল, ১৯৪০ সালে তাহার দ্বিগুণ ব্যয় দেখা যাইতেছে। আজকের জীবনযাত্রার ব্যয় ইহারও চতুর্গুণ। ১৯৩৯ সালের তুলনায় এখন ব্যয় প্রায় চারগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ শ্রেণীর অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যন্ত বিদ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু সরকারী পদস্থ কর্মচারীদের এই ব্যয় চতুর্গুণের অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব কারণের মধ্যে সরকারী কর্মচারীদের বাসনবাহিনী ও বাসনী আয়ের পরিমাণ বহুগুণ বাড়ানো হইয়াছে, আয়করের বর্দ্ধিত হারের দাবি ও জীবনযাত্রার বর্দ্ধিত ব্যয়ের দাবি মিটাইবেই তাহা পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যাহার বার্ষিক আয় ছিল এক লক্ষ টাকা, আজ তাহার বার্ষিক আয় চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার। আমেরিকার মত ধনী দেশের অবস্থাই যদি এখন শোচনীয় হয়, তাহা হইলে ভারতের ন্যায় প্রধানত দরিদ্র দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ানো উচিত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু মার্কিন দেশের অধিবাসীরাও অবশ্যই পরিষ্কার ইহা ভিন্ন করিয়া নিজেদের অবস্থা বদলিয়া ফেলিতে আমরা পারি না। অভ্যাসেরও দাসত্ব আছে। মার্কিনীরা অবশ্যই ধনিয়া লাভ করিয়া আমরা সকলে 'মানুষ হয়ে' যাইব। কিন্তু জীবনযাত্রার ব্যয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইলে সেই আশ্বাসের আশা বাস্তবে কোনো পরিবর্তন না করাটাই সাধারণ নিয়ম। ভাগ্যবানেরা এখন সেই অবস্থায়। সারা পৃথিবীর কোনখানে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধিতার ভাব নেই, নিশ্চয়ভাবে বলা যাইতেছে না। কিন্তু ইহা অনেকটা অনুমান করা যায় যে এ সবই মুখের আস্ফালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মুখে যত যে বোমাই ফাটিয়া থাকে, তাহার কোনো বিষময় পরিণাম দেখা যায় না। বিগত বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর অধিকাংশ ভাঁড়ারে চুরি করিয়া নিয়াছে। সেই ভাঁড়ারে মুক্তহস্তে পরিপূর্ণ বোমা আমেরিকা আজ মুখের জোরে বাহিরে শূন্য করিতেছে। জীবনযাত্রার বহুমুখি অভাব দ্বারা হয়তো পৃথিবীবাসীদের সতর্ক ও সাবধান হইতে বলা হইতেছে। কিন্তু তাহাতে কেহ কর্ণপাত করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। পৃথিবীর সকলকে যদি আমেরিকানদের ন্যায় চিরে হয় তাহা হইলে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ। সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া যে বোমা ফাটানো হইয়াছে, জীবনযাত্রার ব্যয়ই তাহার দৃষ্টান্ত।

ডলারে অনুরাগ ও তাহার ফল—

অতএব পূর্ব্বে অনুমান এক সপ্তাহ হইতে জানা গিয়াছে যে, বেলজিয়াম ফ্রাঁ ডলারের অভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই ও অন্যান্য ব্যবসায়ের অনেকগুলি মিল তুলার অভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এমন সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় বণিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত তুলসীদাস কিলাচন্দ সুরাটে এক বক্তৃতা দান কালে বলিয়াছেন, তুলা সরবরাহের যদি কোনো উন্নতি না ঘটে তাহা হইলে আগামী জুলাই মাসের পর কাপড়ের কলগুলি চালু রাখা সম্ভব হইবে না। এই সব সংবাদ ও সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া আমাদের মনে হয় না। কিন্তু কাপড় কলওয়ালারা এত জরুরী অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন কেন, এবং বণিক সমিতি তুলার চোরাকারবারীদের ধরিয়া এখন শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিতেছেন কেন, ইহাই আমাদের বোঝা যায় না। এখন তুলার যেটুকু চোরাকারবার পরিষ্কার, তাহাতে অবশ্যই কিছুদিনের উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পাইতে পারে, এই মাত্র। কিন্তু পর পর অনেকগুলি মিল যে বন্ধ করিয়া দেওয়ার অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিবে, এমন তো কেহ মনে করেন না। তাই সকলে অনুমান করিতেছেন যে, ইহা কেবলমাত্র অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত চালবাজি। এখন মনে করিবার সময় আসিয়াছে। কাপড় ও তুলার মূল্য সম্পর্কে সরকারিভাবে মূল্য বেঁধে দেওয়া এজন্যই হইয়াছে যে বিদেশীরা যেন ভারত হইতে তাহার বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্যের প্রতিদান দাবি করিতে না পারে। এই প্রতিশ্রুতির পর হইতেই মিল বন্ধ করিবার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ দেখা যাইতেছে। সুতরাং ইহাকে মিল মালিকদের অসহযোগিতা বলিলে বড় হয়। সরকারকে কাপড় ও তুলার দর বাঁধিয়া দিয়া যে অন্যায় করিয়াছেন, বিলাসিতার দেশে তাহার প্রতিক্রিয়ার শক্তির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু মার্কিনের এইরূপ অসহযোগ ও 'দুষ্ট ছেলে' ভাব দেশের কেহ সমর্থন করে না। তাঁহারা তুলার দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনার কথাটা যেন অন্তর হে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির বিভিন্ন ধাঁচিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে বিবেচনীয়। দেশে কয়েক টাকাটানি হইয়াছে, তাহা আরও টানাটানি করিয়া দুর্ভিক্ষ পরিষ্কার করিবার আবশ্যকতা বিশেষভাবে করিয়া দেওয়া হয়, তাহাও লক্ষ করিবার বিষয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাপাখানা-কর্মীরা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানার ২০০ জন কর্মচারী ধর্মঘট করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সকল হইবার সময় এই সংবাদটির অবতারণা হইবে অথবা ধর্মঘট চলিতে থাকিবে তাহা বলা যায় না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ ধর্মঘট সম্বন্ধে বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছেন যে, ধর্মঘটীরা ছাত্র-সাধারণের এক দীর্ঘ বিবৃতি বিতরণ করিয়াছেন, এবং ছাত্র-সাধারণের নিকট সাহায্য ও সহানুভূতির প্রার্থনা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা আসন্ন। এমন সময় যদি ছাপাখানায় এই ধর্মঘট চলিতে থাকে তাহা হইলে পরীক্ষার তারিখ অনেক পিছাইয়া যাইতে পারে বলিয়াও আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে ধর্মঘট সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য জানাইয়াছি। ধর্মঘটের দ্বারা বিশেষ কোনো সমস্যার সমাধান হয় বলিয়া, এমন কথা অবশ্য কেহ বলিবে না। কিন্তু এই সকল অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের একটা সময় আছে। বাড়িয়া চড়িয়া এই সময়টা এমনই দিন করা হইলে কেন তাহার সমর্থন মিলিবে? ছাপাখানার কর্মচারিদের প্রার্থনা কতটা ন্যায়সঙ্গত তাহা আমরা বলিতে পারিব না; কিন্তু ছাপাখানার কর্মচারিদের এ লড়াই তো বিশ্ববিদ্যালয় করে নয়, ইহা সরকারি ছাপাখানার সঙ্গেই। সুতরাং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারিদের সহিত বিভাগে হুমকাবিয়া করিবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ছাত্র মহলের অভিমত করিয়া তাহাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইয়াছে। এমন সময় ছাত্রেরা

তাহাদের পরীক্ষায় যাহারা কৃতী হইবে তাহাদের কিভাবে মূল্যায়ন করা যায়? তাহার উপর প্রস্তাবসমূহের সারসংক্ষেপও প্রদান করা হইয়াছে। প্রস্তাবসমূহের মধ্যে অনেকেই ছাত্রদের অভিভাবক। অভিভাবকগণ কি করিয়া কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিবেন, তাহাও আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ইহাই শেষ নয়। কমিশনের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ ছাত্রদের নিকট হইতে পত্রের সাহায্যে প্রশ্ন করিয়াছেন। এ বিষয়ে ছাত্রসমাজকে কিছু আগেই জানান হইয়াছিল। ছাত্রদের কোনো কোনো মহল উপেক্ষা করিয়া চুপিয়া রহিয়াছে। কমিশনের সদস্য-সদস্যাগণ আশা করেন, ছাত্রদের এই মনোভাব কখনই ঠিক নয়। তাহারা কি আশা করেন যে, ছাত্রদের পরামর্শ আসিবে, পরীক্ষার প্রশ্ন প্রস্তুত না হইলে তাঁহাদের সদস্য হইবার আগে এসব দিয়া হইবে?

ছাত্রের আবাসন—

কোনো দেশের আর্থিক অবস্থা বুঝিবার একটা পথ হইতেছে সেখানে অবকাঠামোর পরিমাণ কতটা পরিমাণ। যত বেশী সময় যুদ্ধসামগ্রী উৎপাদন করিতে প্রয়োজন হয় ততই কম সময় নির্মাণের জন্য যুদ্ধোপকরণও বাড়িতে থাকে। সময় তাই বিভিন্ন খাতের অবকাঠামোর পরিমাণ কত বৃদ্ধি পাইয়া যায়। যুদ্ধকালীন রোল বোঝার জন্য সাধারণত পরবর্তী হিসাবগুলি চলিয়া। এ অর্থের পরিমাণ অবকাঠামোবিভাগে বৃদ্ধি পায়। তখন জীবনযাত্রার সাধারণ সামগ্রীর মূল্যও অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়া যায়। এখন বীমে যুদ্ধোপকরণের জন্য হইতেছে, সরকারী কর্মচারীর অনেক উদ্বৃত্ত অর্থ ঋণপত্রে টানিয়া লইতেছেন। এই সব কারণে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়াছে। কিন্তু পণ্যসামগ্রির মূল্য সেই অনুপাতে বাড়িয়া যায়। টাকা অধিক, কিন্তু জিনিসের দাম কমিল না। এই পরিস্থিতিই হইল মূল্যমানের পরিস্থিতি। এই কারণেই যুদ্ধের আর্থিক অবস্থা এখন এত ভাল। ব্যাঙ্কের হিসাব লইয়া দেশের অবস্থার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন ধরনের চলতি জমা ও অন্যান্য আমানতের পরিমাণ ২৪১ কোটি টাকা। ১৯৪৮ সালের জুলাই এই পরিমাণ দাঁড়ায় ১১১৭ কোটি টাকায়। ৫ বছরে প্রায় চার গুণ বাড়িয়া যায়। ১ সালের হিসাবে দেখা এই পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৪৩ কোটি টাকায়। ব্যাঙ্কেআমানত ৪ সালের দেখা হইতেছে দেশের আর্থিক ছবি। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কতক খাতে আছে। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের আন্তর্জাতিক লেনিদেন হইতে পড়ে, ইহা দ্বারা বিভিন্নভাবে তত্ত্বাবধান; তাহার বিনিময় হইবার পরে সাধিপাত্রী করিলেন আরও বিস্তার হইয়াছে। আমরা এখানে যে হিসাব দাখিল করিলাম, তাহা ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত। ইহার পর আরও এক বৎসর গত হইয়াছে; এই এক বৎসরে আমানতের হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে তথ্যাদি এখনো পাওয়া যায় নাই। এই তথ্য প্রকাশিত হইলে দেশের বর্তমান অবস্থার চিত্র আরো পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিবে। মুদ্রাস্ফীতি এবং আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইয়াছিল, সে সব কথার পরিবর্তে দেশের অবস্থায় কিছুটা আভাস অবশ্য মেলে।

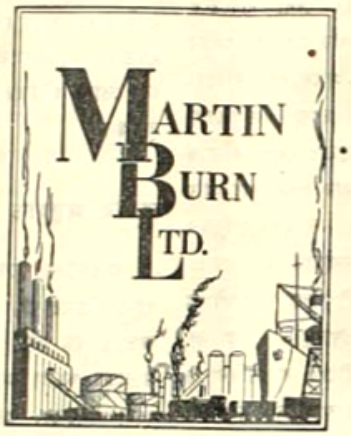

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্ম্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পয়েণ্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লে হার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্য্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা–১।

নৌষিক—

নরেন্দ্র জুট কোম্পানী লিমিটেড

(ম্যানেজিং এজেন্টস—বার্ড এণ্ড কোং, লিঃ)

—:০:—

নরেন্দ্র জুট কোম্পানীর গত পঞ্চ বিশেষী বাণিজ্যিক হিসাব হইতে জানা যায় যে, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সমাপ্ত অর্থবৎসরে বিক্রয় পরিমাণ গত ৩৮৮৫° ও ৩৮৩৪৮৯ মণের স্থলে যথাক্রমে ১০,৪০,৪০০৲ টাকা বৃদ্ধি ও ২১,৯৩,৩১৩৲ টাকা হ্রাস দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য সময়ের কাজ-কারবারে কোম্পানী মোট ১৮,৩৯,৫৮২৲ টাকা লাভ করিয়াছে। ইহা হইতে লাভ-লোকসান হিসাবের হাত ১০০ ২ ১৪৪ খরিদা মহিলা সমাপ্ত দেয় ২,৭৪,১০৭৲ টাকার সম্পদ তহবিলের সহিত বীট মালের পরিমাণ পূর্ববর্তী সমস্ত অপেক্ষা হ্রাস বিধায় ৮,৬৪,৪৮৭৲ টাকার দাঁড়াইয়াছে। ৪% হারের টাকা অধিক সমস্ত অহিতাল বরাদ্দ রাখা হয়; অন্যান্য ও কর খাতে যথাক্রমে ২১,৩৯৲ টাকা হ্রাস ও ১,৯০,০০০৲ টাকার অধিকতা দেখা যায়। সাধারণ অংশে শতকরা ৫৲ (১০৲) অধিক হারে কোম্পানী পূর্ববর্তী সমস্ত অপেক্ষা মোট ১,১১,৯৩৮৲ টাকা বেশি লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছে। অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ১৮,১৪০৲ টাকা অধিক।

দেনা ১,৪৭,১৯৯৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে; পক্ষান্তরে পাওনাদার ৩,১১,৪০৯৲ টাকার অধিক পরিলক্ষিত হয়। সমস্ত পরিমাণ ২,৩৩,৫৩৪৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩,১১,৩১১৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

পরীক্ষিত হিসাব

অর্থবৎসর সমাপ্ত	৩০-৯-৫০	৩১-৩-৫০	৩০-৯-৪৯
	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়	১৮,৮৯,৪৪১	৮৮,৪৪,১৮৬	১১০,৩৯,৭৪৩
মজুত	২০,৪৪,৩৭১	১৯,৭৪,০১৩	৯৩,৭৪,৩৭৭
বীট মাল	৮,৬৪,৪৮৭	৪,৯৫,৩৯৭	১,৬৮,৩৭৫

তদুপরি ৪,৪০,০০০৲ টাকা ও অন্যান্য ৯৮,৩৭৪৲ টাকা বাদে সমস্ত পর লাভ দাঁড়ায় ৫,৯০,১৮৫৲ টাকা; ইহা হইতে বিভিন্ন হার বিধি হইবে পর পাকিস্থানকে সম্ভাব্য দেয় ২,৭৪,১০৭৲ টাকা ও লাভ্যাংশ সমতা খাতে ৪০,০০০৲ টাকা বরাদ্দ করা হয়। অবশিষ্ট ৩,০৪,৯৭৮৲ টাকায় অধিক পূর্ববর্তী অবশিষ্ট লাভের জের ৩৫,১৪৯৲ টাকা সহযোগে সমাপ্ত অর্থবৎসরে অবশিষ্ট পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩৯,০০৭৲ টাকা।

পরিচালকগণ বিভিন্নখাতে যেরূপ বিলি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন :—

কোম্পানীর প্রথম আয়কর হেরফেরের সমাপ্ত হইতে যাহা দিয়া—

অধিক সমতা ৭৲ টাকা হারে 'এ' প্রেফারেন্স সমূহে	১৭,৫০০৲
" " ৫৲ " 'বি' "	২৭,৫০০৲
সেঃ প্রতি ৯৲ " অহিতাল সেয়ারে	২৪১,২৯৮৲
মোট সমাপ্ত	২৩৬,২৯৮৲

অবশিষ্ট ৩৩,০৭৯৲ টাকা অধিকতর লাভের জের টানা হয়।

মূলধন :— অনুমোদিত, বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত ৫০,০০,০০০৲; সাধারণ ৯৲ টাকার ৩,০০৩টি ডিভিডেন্ডে 'এ' প্রেফারেন্স সেয়ারে, সমতা ৫৲ হারের ১০,০০৩টি ডিভিডেন্ডে 'বি' প্রেফারেন্স সেয়ারে এবং ২৯,০০৩টি সাধারণ সেয়ারে; প্রেফারেন্স সেয়ার ১০০৲ টাকা মূল্যের ও সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত।

বিভিন্নখাতের সমাপ্ত

বছর :—	৩০-৯-৫০	৩১-৩-৫০	৩০-৯-৪৯
	টাকা	টাকা	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন :			
প্রেফারেন্স		১৫,০০,০০০	১৫,০০,০০০
অহিনারী		৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০
সঞ্চিত মূলধন		৪০,৪১,০০০	৪১,৪১,০০০
সমস্ত অহিতাল		৭,৭০,০০০	৭,৭০,০০০
সাধারণ অহিতাল		৩,৯০,১৮৭	৩,৯০,১৮৭
বিভিন্ন হার বিধি			
হইতে পর সমাপ্ত জের :	২,৩৪,১০৭		——
দেনা	৩১,১৮,৪৭৮	৩০,৪১,৩৭৯	২৩,৩৯,৩১৭
অবশিষ্ট লাভের জের	৩৫,১৭৯	৩৫,১৭৯	৩,৩৩৭
মোট	১৩০,১৮,৩৫০	১১৪,৯১,৭৪৩	১১৩,৪১,৯৪৪
সম্পত্তি :—			
মোট স্থল সম্পত্তি	১১৩,৭৩,৪৪৮	১১২,৯৪,৯৭৩	১১১,৯৩,৩১৩
অবচয়	৪১,৪০,৯০৩	৪৮,৯৭,৩৩৯	৪৮,৩১,৩৩৩
নীট স্থল সম্পত্তি	৭৩,১১,৩৪৫	৪৪,০৭,৯৩৩	৪৩,৩১,৩১৩
লগ্নীকার	৯,৩৪,৩৭৪	৯,৩১,৩৩৯	৯,৩৮,৭৩৪
মজুত মাল	৩২,৪৭,৩৫৭	৩৫,৩১,২১৯	৪৭,৩৯,৩৩৭
পাওনা	২৪,৩১,১৭৪	২৩,৪৯ ৪৯৫	১৭,৪৪,১৩৫
ব্যয় বিনিয়োগ	৪,৯৮,৩৭৪	৫,৭৩,৯২৪	৪,৯৭,৪০০
অহি অন্তরভা জমা	৩,৩১,৯৯৭	৩,৩১,৯৯৭	৩,৩১,৯৯৭
নগদ	৪,১১,৭৯১	৭,০৩,৪৭৪	১,৯৭,৩১৪
মোট	১৩০,১৮,৩৫০	১১৪,৯১,৭৪৩	১১৩,৪১,৯৪৪
মূল সম্পত্তি	৭৬,৪৫,১৯৮	৭১,৯৪,১৯৭	৬০,৯১,১৪৮

*সঞ্চিতখাত হইতে ১৫,০০০৲ টাকা ও ৩৫ খাত অতিরিক্ত লাভের ৩৯,০০০৲ টাকা পাওনা অন্য অহিতাল।

গৌরীপুর কোম্পানী লিমিটেড

(ম্যানেজিং এজেন্টস—ব্যারণাল এণ্ড বেরী লিঃ)

—:০:—

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সমাপ্ত অর্থবৎসরে গৌরীপুর কোম্পানী ৩,৯৮,১০০৲ টাকা নীট লাভ করিয়াছে; পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষ শেষে ইহার পরিমাণ ছিল ১,২৩,৩১৭৲ টাকা। আলোচ্য সময়ে সমাপ্ত ৯ মাসের লভ্যাংশ বাবদ ১৫ টাকা হারে লভ্যাংশ অর্জ্জন করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে এই লভ্যাংশ সঞ্চিত অর্থ হইতে মেরামত বিল্লা ২০ আনা হারে প্রদান করা হইয়াছিল। অবশিষ্ট লভ্যাংশের জের ,২৭৩৩৲ টাকায় স্থলে ১,৯৩,১১৯৲ টাকা টাকা হইয়াছে। মেরা ৪৮,৫৩,৯৭৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে, পক্ষান্তরে পাওনা পূর্ব্বের ৪১,৪০,১৪০৲ টাকাই রহিয়াছে। সময়ে ১,৫৫,১৪০৲ টাকার আদিল মেরা যায়। সমিতির উক্ত মূলধন এক আনার বিল হইতে হিসেবে বাদ সমন্বয়ে করা সম্ভব হয় নাই।

পরীক্ষিত হিসাব

অর্জ্জিত আয়:	৩০-৯-৩৫ টাকা	৩১-৩-৩৮ টাকা	৩০-৯-৩৯ টাকা
বিক্রয়, স্থূল বিঃ	১০৪,৪১,১৮৮	১৪০,৩৩,৬০৩	১৩১,২২,৭৭১
মজুত, তঃ	৩৭,৩৫,৭৮৩	৪৪,৪৫,৭৪১	১৯,১৫,৫৪৬
নীটলাভ	৫,২৪,১৩৩	১,৪০,৭৮৫*	—২,১৮,৩৩৭*
মেরামত সঞ্চালন—			
সাধারণ	৩,৬০,০০০	৬০,০০০	
আয়কর্ত্তী	৭১,৫০০	৭১,৫০০	৭৯,৫০০
অর্জ্জিত লাভের জের	১,৯৩,১১৯	৭৭,৩৯৩	১৬,৩০৩
লভ্যাংশের শতকরা হার—			
সাধারণ মেরামে	১৫	৪১	
আয়কর্ত্তী ,,	৩	৩	৩

লাভ-ক্ষতি হিসাবে লাভের দিকে ৮,৯৭,৮৩৪৲/৩ পাই মেরা যায়। ইহার সহিত গৌরীপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ হইতে লভ্যাংশ ১,০৮,৭৫০৲, অন্য লভ্যাংশ ৩,১১৯৲, এবং মেরার বন্ধ ও পুনর্ব্বিলাভ বাবদ ১৮৯৲ টাকা যোগ করিয়া ১৩,৯০,৩৪৩/৩ পাই দাঁড়ায়; ইহা হইতে সুদ বাবদ ১,৩১,১৮১৲/৩ পাই ও পূর্ব্বেকার অন্য জন্য লভ্যাংশ ১২৫৲ প্রদান করা হয় এবং প্রতিবিলিয়ন্স বিলাতজনীয় লাভার্থ করা হয় ২,১১,৯০১৲/৩ আনা; অবশিষ্ট ৫,৩৪,১৫৯৲/১০ পাই নিম্নলিখিতভাবে ডিভি ব্যবস্থার প্রস্তাবিত করা হইয়াছে :—

বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকার প্রেফারেন্স শেয়ারে লভ্যাংশ	৭৯,৫০০৲
,, ৩০৲ ,, হারে আয়কর্ত্তী ,,	৩৯০,০০০৲
মোট	৪,৩৯,৫০০৲

উদ্বৃত্ত ১,৯০,১১৯৲/১০ পাই অর্জ্জিত লাভের জের টানা হয়।

আলোচ্য বর্ষ মধ্যে বাদানির ডিস্টিল্ড জল চড়িয়া অন্যান্য বিলাতী মালের অংশ বৈদেশ উৎপাদন করা সম্ভব হয় নাই। তেল-অংশে হাইড্রোজিন অনেক বন্ধ থাকায় ব্যবসায় হইয়াছিল, আশা করা যায় মূলন অংশের দ্বারা অন্যান্য হইবার পর মূলন এক্সপেলারটী চালু হইবার; ইহাতে আশা করা যায় যে উৎপাদনে ব্যয় অনেক হ্রাস পাইবে।

মূলধন :—অনুমোদিত ৩২,০০,০০০৲ টাকা, বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত ৫০,৪০,০০০৲ টাকা; পাওনা ৬৲ টাকার ডিবেঞ্চারেটেড প্রেফারেন্স শেয়ারে এবং ২৪,০০০টী অডিনারী শেয়ারে; প্রত্যেক শেয়ার ১০০৲ টাকা মূলধন এবং সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত।

বিভিন্ন পক্ষের সাধারণ

দায়—	৩০-৯-৩৫ টাকা	৩১-৩-৩৮ টাকা	৩০-৯-৩৯ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন			
প্রেফারেন্স	২৬,৪০,০০০	২৬,৪০,০০০	২৬,৪০,০০০
অডিনারী	২৪,০০,০০০	২৪,০০,০০০	২৪,০০,০০০
সঞ্চিত অর্থবিল	৩৬,০৪,৪০০	৩৬,০৪,৪০০	৩৬,১৪,০০০
অন্যান্য অর্থবিল	২৪,৪০,৫০০	২৪,৪০,৫০০	২৪,৮০,৭০০
ঋণ	১১৩,৩৪,০১৪	১১৪,১৯,১৩৪	১১৪,৩৯,০৫৪
অর্জ্জিত লাভের জের	১,৯৩,১১৯	৭৭,৩৯৩	১৬,৩০৩
মোট	২৮৬,১১,১০০	২৩৩,০১,৪৮০	২৩৭,০০,৩৩৭
সম্পত্তি—			
মোট বন্ধ সম্পত্তি	২১৬,৭৬,১৪৭	২১৪,৩৭,৪০৩	২১১,৪০,৮৫৫
অবচয়	১৫৮,২১,৩৩৭	১৫৮,২১,৩৩৭	১৫৮,২১,৩৩৭
নীট বন্ধ সম্পত্তি	৫৮,৫৫,৮১০	৫৬,৫৬,২৬৯	৫৩,১৯,৫১৭
লগ্নীকার	২৩,৩১,৩৭৫	২১,৬৪,০০০	২১,৮০,১৩৭
মজুত	৯০,৩৭,৫০৯	৬৫,৩১,০১৮	৬১,৯৯,৯৭৭
পাওনা	৩৫,০৪,৬৮৭	৪১,৩০,০০১	৪৪,৪৭,৯৪৫
নগদ বিনিয়োগ	৪২,৪০,৭৪০	৪৮,৪০,৭৪০	৪৯,৪০,৭৪০
অগ্রিম লাভকর জন্য	৩,৪০,৬৮১	৪,০০,৫৯০	৪,০০,৫৯০
অন্যান্য	৩,০২,৪১১	৩,৩১,২৮১	২,৩১,৯০৮
মোট	২৮৬,১১,১০০	২৩৩,০১,৪৮০	২৩৭,০০,৩৩৭
মূল সম্পত্তি	২২৭,৩৭,৩৩০	১৭৯,৪৪,০১১	১৮৭,১০,৮২০

*সাধারণ সঞ্চয় অর্থবিল হইতে ২,১০,৫০০৲ টাকা ও লভ্যাংশ-সমতা অর্থবিল হইতে ১,৩৯,৫০০৲ টাকা পাওনা জন্য দিয়া;

সাধারণ সঞ্চয় অর্থবিল হইতে ২,০০,০০০৲ ও মজুত মালের জন্য সঞ্চিত অর্থবিল হইতে ৩,০০,০০০৲ টাকা পাওনা জন্য দিয়া।

প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম আদমসুমারী

গত শুক্রবার ১৮ ফেব্রুয়ারী ভারতের পূর্বতম গ্রাম, নদীর ও অরণ্যের আদমসুমারী আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আদমসুমারীর ইহাই সূত্রপাত এখানে। এই আদম-সুমারীতে প্রায় ৩৪ কোটী লোক গণনা করা হইবে। স্বাধীন ভারতে ইহা প্রথম আদমসুমারী।

প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম আদমসুমারী হিসাবে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে প্রথম গণনা করা হয়।

প্রায় দুই দিন ধরিয়া এই আদমসুমারী চলিবে এবং ১লা মার্চ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যার চূড়ান্ত পরীক্ষা করিয়া দেখার পর্যায় আরম্ভ হইবে। ৬ লক্ষ কর্মচারী এই বিরাট উপ-মহাদেশের প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে ১২ দফা তথ্য সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করিবেন। প্রত্যেক গৃহস্থবাড়ীকে, তাহা রাজপ্রাসাদ হইতে যা পর্ণকুটির হউক, আদমসুমারীর ইউনিটরূপে গণ্য করা হইবে।

প্রত্যেক লোককে ১৯টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইবে। প্রশ্নগুলি নিম্নলিখিত বিষয়সম্পর্কে হইবে, যথা—নাম, স্ত্রী বা পুরুষ, বৈবাহিক অবস্থার সহিত সম্পর্ক, লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, বয়স, বৈবাহিক বয়স, অক্ষরজ্ঞান এবং মাতৃভাষা। কর্মক্ষমতার আর্থিক অবস্থা এবং জীবিকা নির্বাহের উপায় সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করিবেন। প্রত্যেককে জানাইতে হইবে যিনি আত্মনির্ভরশীল বা পরনির্ভরশীল, জীবিকা নির্বাহের প্রধান ও অতিরিক্ত উপায় কি কি এবং সেবা ও আরোগ্যার্থকের পরার বিস্তৃত বিবরণ। আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিকে মালিক, কর্মচারী অথবা স্বাধীন কর্মীরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইবে। পরনির্ভরশীল ব্যক্তিকে তাহার কোন আয় আছে কি না জানাইতে হইবে। উপজীবকদের জানাইতে হইবে আদমসুমারীর তারিখ এবং পারিশ্রমিকের কোন্ শ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে জানাইতে হইবে।

এই প্রশ্ন তালিকার দ্বারা আর্থিক অবস্থাসম্পর্কে প্রশ্ন ভারতীয় আদমসুমারীতে ইহাই প্রথম পরিচিতি হইল। ইহাদ্বারা ভারতের জনসংখ্যা আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাইবে এবং অন্যান্য আর্থিক উন্নতির এক পরিকল্পনা তৈয়ার করিবার সুযোগ হইবে। জনগণনার নিকট হইতে যে সব তথ্য সংগৃহীত হইবে তাহা গোপনীয় দলীলরূপে সঞ্চিত করিয়া রাখা হইবে। এবং এই দলীল-পত্র প্রত্যেক দশবৎসর বয়স্কুমা বা পরীক্ষার সংরক্ষিত হইবে। ইহাতে জনগণের কার্য-পরিচালনায় বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই আদমসুমারীদ্বারা প্রত্যেক ছোট ছোট গ্রাম সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যাদি জানা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। প্রত্যেক জেলার তথ্যসম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করিবার বলিয়া সরকার স্থির করিয়াছেন।

সাধারণ প্রশ্নসমূহ ছাড়া প্রত্যেক গ্রামকে একটী অতিরিক্ত আর্থনৈতিক প্রশ্ন সংযোগ করিয়া দেওয়া হইবে। ১২টী গ্রাম বেছার সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতে চাহেন। এই ১২টী গ্রামের মধ্যে আছে উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, মৈসোর, পাতিয়ালা পূর্ব-পাঞ্জাব রাজ্য ইউনিয়ন, মধ্যভারত, রাজস্থান, দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ ও ত্রিপুরাপ্রদেশ।

কলকাতার এবং দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবে। উড়িষ্যা, পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম জেলের আয়তন, খাদ্য ও ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতে চাহেন। বাঙ্গালোর, পুনা, নাগপুর এবং আরও কতিপয় জেলার আদমসুমারী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতে চাহেন। বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং হিমাচল-প্রদেশের অধিক উপজাতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবে।

লোক-গণনার সঙ্গে সঙ্গে ভূমির শ্রেণী সম্পর্কে তথ্যাদি সংগৃহীত হইবে।

সাধারণের অনুমতী প্রয়োজন মতীত কর্ম বা সংগ্রহের বৈধতা সম্পর্কে কোন তথ্য সংগৃহীত হইবে না। বিশেষ শ্রেণী, যথা—উপজাতী, আদিম জাতি ও অন্যান্য অনুন্নত জাতি ও আদমসুমারীবিরোধীদের সম্পর্কে স্বাধীনভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হইবে।

প্রত্যেক গ্রামের প্রধান জনসংখ্যা প্রতিটি বাসের মধ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা হইবে। বর্তমান সময়ে যেসব গ্রাম গ্রামের বিষয় সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। এই বিবরণীতে থাকে জনসংখ্যা, আর্থিক অবস্থা এবং সুযোগিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কে তথ্যাদি থাকিবে।

প্রায় ৩৪ কোটী লোকের এই আদমসুমারীর হাজার শিশু মধ্যে ৪০ টাকা ব্যয় হইবে। পৃথিবীর ইহাই সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল আদমসুমারী। অসংখ্য সরকারী কর্মচারী, অন্যান্য চাকুরীরা, এবং শিক্ষক বিনা পারিশ্রমিকে জনগণনার কাজ করিতে সম্মত হইয়াছেন। এই কাজটী এত ব্যাপারে আদমসুমারীর কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হইবে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্যাবস্থা

গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে খাদ্যের অবস্থা কেমন ছিল, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত হিসাব দেওয়া হইল—

বিহার—অসংখ্য গম সংগ্রহ করিবার জন্য বিহারে ৬ পর্যন্ত তিন লক্ষাধিক মন খাদ্যশস্য সংগৃহীত হইয়াছে।

পাঞ্জাবে সম্প্রতি অতিশয় ঠাণ্ডাহাওয়া অনুভূত হওয়া দেশে ভাল ফসল হইবে। ফলে এপ্রিলমাসে ১২ হাজার মন খাদ্যশস্য পাওয়া যাইবে।

প্রতি মাসে পাঞ্জাবে ১৮ হাজার মন খাদ্যশস্য দরকার হয়।

বোম্বাই—পরিপূরক খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য বোম্বাই সরকার যে পরিকল্পনা পরিচালনা করিতেছেন তাহাতে চলতি বৎসর অতিরিক্ত ১৫ হাজার টন মোট আলু এবং ২৮ হাজার টন শুষ্ক-পচি উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বোম্বাই সরকার ঐ রাজ্যের প্রতি লোকের অন্যূন ১৪০ গ্রাম অতিরিক্ত মোট আলু এবং ১৪০ গ্রাম অতিরিক্ত শুষ্ক-পচি উৎপাদনের নির্দেশ দিয়াছেন। ঐ ও সাত হাজার সরকারকে পাঁচ বৎসরের জন্য পরিপোষণ খণ্ড দানের বিনিময়ে ফলনশিল্পে পাম্প ও ইঞ্জিন সরবরাহ করিবেন।

বোম্বাইয়ের প্রতি পরিবারকে প্রতি সপ্তাহে চার আনা সের হারে চালের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মাদ্রাজ—মাদ্রাজে খরাজনিত সাময়িক খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ৫ লক্ষ টন চাউল আমদানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মধ্যভারত—এখানে অতিরিক্ত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার একটী স্কীম গঠন করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্য একটী স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হইয়াছে।

মাদ্রাজ—মাদ্রাজ সরকার বুধবার পার্লামেন্টে বলেন যে, খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি অভিযানকে ফলপ্রদ করিবার তুলিবে হইবে। ঐ অভিযান চালাইবার ভার কর্মকর্তাদের হাতে না রাখিয়া কৃষকদের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। কৃষকগণ সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে পারিবে।

মাদ্রাজ সরকার রাজ্যের বৈদ্যুতিক সরবরাহ ১৮ ঘণ্টার স্থলে ২০ ঘণ্টা এবং ১ ঘণ্টার পরিবর্তে ৬ ঘণ্টার ৭ ঘণ্টা করিয়াছেন।

হরিপুর—হরিপুরের খাদ্যমন্ত্রী মিঃ টি মাহিন্দ্রা সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন, ১৯৪১ সালে সেখানে ১,৪১,০০০ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৭৫ হাজার টন খাদ্য সরবরাহ করিয়াছেন।

ত্রিবিন্দ্রা—ত্রিবিন্দ্রার খাদ্য কমিশনার মিঃ এম বেলাপতি সম্প্রতি এক ঘোষণায় বলিয়াছেন, ত্রিবিন্দ্রার খাদ্য ঘাটতি হইবে এবং মিশ্রিত আটার খাদ্য-ভাণ্ডারে ৩৫ হাজার টন ঘাটতি দেখা দিবে।

পেশবর—১৯৪১ সালে পেশবরে যে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি অভিযান আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহা সন্তোষজনকভাবেই চলিতেছে। সেখানে পাম্প বসানো ও কূপ খননের কাজ বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছে। তা ছাড়া ট্রাক্টরের সাহায্যে আবাদও চলিতেছে। সেখানে সরকারী সাহায্যে ১৮০০ কূপ খনন করা এবং ৪০০ পাম্পিং সেট বসানো হইয়াছে। ১৯৪২ সালের মধ্যে আরও ৩ হাজার কূপ খনন এবং ৩০০ পাম্প বসানো হইবে।

পেশবরে পতিত জমির পরিমাণও আরও হ্রাস পাইয়াছে। আগামী ৩ বৎসরের মধ্যে ২ লক্ষ একর জমি সংস্কার করা যাইবে। এখন কয়েকটি সরকারী ট্রাক্টরের দ্বারা ভূমি সংস্কার কার্য চলিতেছে। ট্রাক্টর ক্রয়ের জন্য ইতিমধ্যে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। এ পর্যন্ত ৭ হাজার একর জমির সংস্কার করা হইয়াছে। ফলে ৮৫০০ টন অতিরিক্ত খাদ্য উৎপন্ন হইয়াছে। সেচ সম্পর্কে যে সকল ছোট ছোট পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে ১০ হাজার একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হইবে।

ঐ জেলা পর্যায় সরকার আসন্নভাবে তৈয়ার করা হইয়াছে। চলতি এবং পূর্ববর্তী বৎসরে ভূমি বিকাশ ১০,৫০,০০০ টন অতিরিক্ত পাটাই গম তৈয়ার করিতে পারিবে। নলকূপ সাহায্যে বিদ্যুতে বীজ সরবরাহ করা হইতেছে। এ বৎসর ২ হাজার একর জমিতে সেচ দেওয়া হয়। ৩০০ টন সালফেট অব এমোনিয়া বণ্টন করা হয়। কৃষি উপযোগী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য সরকারী সাহায্য হিসাবে ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে।

উদয় প্রদেশ—বিশাখাপত্তনে শীঘ্রই একটি সরকারী অন্ন গবেষণাগার স্থাপন করা হইবে। উহাতে প্রতি বৎসর ৫৮ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। মৎস্য চাষের জন্য ৭টি পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে।

খাদ্য কেন্দ্রে লোকানের ব্যবস্থা ও ভাড়া ক্রয় ও বেচুর সরবরাহ করা হইবে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক শিল্প বসন্ত বহরমপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রে যে ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইতে উহার প্রকৃতপক্ষে ভাবে ৩,৭০৩ টন পরিমাণে। উহা হইতে ৫৮ মাসকাল প্রতিদিন প্রতিটি শিল্পকে ৪০ ঘোল করিয়া ক্রয় বিদ্যুৎকেন্দ্রে দেওয়া হইবে। বেচুর টাকায় ১ হতে ১২ ঘণ্টার হিসাবে বিক্রয় করা হইবে। উহাতে শিল্পগুলির লাভ বা ক্ষতি হইবে না। বন্ধ্যাপীড়িত অঞ্চলের বেচুর বন্টন করা হইবে।

— — —

সহজে আর কম-খরচে

কাজ চলুন

কৃষিজীবী, খনি ও রেলের মজুর, পথনির্মাণ-কারী—এঁরা প্রত্যেকেই পছন্দ করেন টাটা-এগ্রিকো-র বেলচা। বিশেষ শ্রেণীর হাই কার্বন ইস্পাতের তৈরী এই বেলচা খুব টেকসই হয়, সেই জন্য সেরা পছন্দ সস্তা পড়ে। ধারালো ফলাটি অন্যান্য বেলচার চেয়ে কাজ করার পক্ষে ভালই, ফলে এই বেলচা দিয়ে কাজ করতে পরিশ্রম কম হয়, সময়ও বাঁচে!

টাটা-র এগ্রিকো যন্ত্রপাতি

পাওয়া যায়: বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, জামশেদপুর, নাগপুর, বিজয়নগর ও সেকেন্দ্রাবাদ

এগ্রিকো কিনে নিশ্চিন্তমনী হ'ন!

শস্যসম্ভারের বাজার—

খাদ্যের অনটন দূর করিবার প্রয়াস

—:০:—

ভারতের খাদ্যের অনটন দূর করিবার জন্য যে উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে এবং বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীর জন্য যে সব বিধিব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার ফলে ইহার অনেক খাদ্যদ্রব্য আসিয়া পৌঁছিবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এক হিসাব দিয়াছে, আগামী চার সপ্তাহ মধ্যে প্রতিটি সপ্তাহে দুইটি করিয়া মোট খাদ্যপূর্ণ জাহাজ ভারতের বন্দরে আসিয়া পৌঁছিবে। এই হিসাব হইতে বুঝা যায় যে, আগামী মোট ৫৬ জাহাজ খাদ্য ভারতে আসিয়া পৌঁছিবার কথা।

আরও হিসাবে যে, আগামী ১০ই মার্চ তারিখ পর্যন্ত সর্বসমেত ৮৩টি জাহাজ ৪,৪৫,১০০ টন খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিবে। গত জানুয়ারী মাসের খাদ্য আমদানির পরিমাণের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যাইবে যে, ইহার দ্বারা আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। জানুয়ারী মাসে ৫৩টি জাহাজে ২৩৫,৪০০ টন খাদ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে ভারতের বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

আগামী চার সপ্তাহে যে যে খাদ্য বন্দরে আসিয়া পৌঁছিবার কথা, তাহা হইতেছে ৭,৫৩,১৫০ টন গম, ১,০১,২০০ টন চাউল। ৬৫,৫০০ টন মাইলো ও ৮,৩০০ টন যবের।

যে সব দেশ হইতে এই খাদ্যদ্রব্য আসিতেছে সে সব দেশের মধ্যে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, আরাকান, চীন, আর্জেন্টাইনা এবং বার্মা। চীন, বার্মা ও বার্মা হইতে আসিতেছে কেবল চাউল।

এখন পর্যন্ত যেরূপ পরিকল্পনা করিয়াছে, তাহাতে ১০ই মার্চের মধ্যে মোট ৬,১৩,৪০০ টন খাদ্যদ্রব্য আমদানির কথা। ইহার মধ্যে ২০ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য আমদানির ত্রুটি ইতিমধ্যে করা হইয়াছে।

সম্প্রতি খাদ্য বন্দর হইতে কম প্রতি সপ্তাহে যে ২৫ হাজার খাদ্য হ্রাস করা হইয়াছে এই আমদানির কমে তাহা পুরণের বৃদ্ধি করা যাইবে কি না সে বিষয় এখন নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। ভারতের অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যাদি কি পরিমাণ সংগ্রহ করা যায় তাহার উপরেও না কি খাদ্য বন্দরে বৃদ্ধি-হ্রাস নির্ভর করিতেছে।

যোগাযোগের বাধাবিঘ্ন অনেক অংশে এইরূপ আমদানি বিষয়ক্রমে যে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেলযোগে খাদ্য বন্টন বৃদ্ধি করা হইবে।

পণ্যদ্রব্যের পাইকারী দর

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পণ্যের পাইকারী দর ছিল এইরূপ :—

কলিকাতা—

চৈল—গরিষা ১৩৲-৮৫, নারিকেল তোলিন ১০১৲, সেসাম ১০০৲, রেড়ী ১০৮৲, খাদ্য পিণ্যাক ৮২৲-৮২৷০, তিসি ৭৬৲-৭৬৷০, মহুয়া ৭১৲, রেড়ী ৯৫৲-১০০৲, তিল ৭১৲-৭৮৲। শর্করা তিল অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় বেশী ছিল।

চৈলবীজ—গরিষা হায় বড় ৩৫৲, ছোট ৩৬৲, তিসি ৩৪৷০, বাদাম ৪৫৲-৪৬৲, ঐ খোসাসহ ২৪৲-২৬৲, তিল সাদা ৩৯৲, কালো ৩৮৲, মহুয়া ২৭৷০, রেড়ি, ৩৬৲-৩৮৲।

খলাদি—খৈল সরিষা ১২৲, পৈতা খৈল ১৩৲, তুলা বীজ ২৭৷০, নিমবীজ বড় ২৩৲, মহুয়া বড় ২৬৷০-২৭৲, ছোট ১৯৲-২০৲, খইল মহুয়া বিদার ১৭৲, খেসারী বিদার ১৮৷০, বাদাম ১৪৲।

ডাল—মুগ ২৩৲-২৪৷০, অড়হর ১মং ২৫৲, মহুয়া বড় ২৪৲-২৫৷০, ছোট ২৩৲-২৭৲, খইল ২১৲-২১৷০ খেসারী ২২৷০।

দিল্লী—

খাদ্যশস্য—ছোলা ১৭৲, মুগ ২১৲, মহুয়া ২২৲, অড়হর ১৮৲, খইল ১৪৲।

ডাল—মুগ ২৯৲-২৭৲, অড়হর ২৫৲, মহুয়া ৩৩৷০, ছোলা ২৩৷০।

চৈলবীজ—সরিষা ৩৬৲, তুলবীজ (দেশী) ১৪৷০, ঐ (আমেরিকা) ২৭৲, তিল ৩৬৲-৩৮৲, চীনাবাদাম ২৩৲, তিসি ৩৮৲।

চৈল—সরিষা ২১৲-২২৲, চীনাবাদাম ২১৲-২৩৲, মহুয়া ২০৲-২৩৲, নারিকেল ৪৪৲-৪৬৷০, তিসি ৩৬৲-৩৭৷০, রেড়ি ৮৬৲-৯০৲, তিল ২১৲-২৪৲।

মহুয়া—মহুয়া ৮২৲-৮৫৲, খোসাই গরিষা ৫১৲, খোসবহি ৫১৷০, তুলাবীজ ৮৫৲-১১৫৲, তিসি ২১৲-২৩৲।

বোম্বাই—

চৈল—সরিষা ২৩৲, রেড়ি ৩৮৲, তিসি ৩৬৲, চীনাবাদাম ২৭৲, তিল ৩৬৲-৩৮৲, মহুয়া ২৭৲, খইল ২৭৷০।

কানপুর—

চৈল—সরিষা ২৯৲-৩০৲, রেড়ি ৩৮৲, তিসি ৩৬৲, চীনাবাদাম ২৭৲।

চৈলবীজ—সরিষা (হলদে) ৩৪৲, ঐ কালো ৩৪৷০, চীনাবাদাম ২৭৲, তিসি ৩৬৲, রেড়ি ৩৬৲।

খাদ্য—অড়হর ১১৭৷০, মুগ ২০৲, মহুয়া ২৩৮৷০।

বোম্বাই—

চীনাবাদাম (খোসা) ৩১৷০, ঐ (বাদাম) ৪৩৷৵০, ঐ (প্রক্রিয়া-তে) ৪০৷৵০।

চীনাবাদাম চৈল (ঘানীর তিল) ২৩৷০, ঐ (মার্কা) ২৬৷০, তিসি (বড়) ৩২৷০, (প্রক্রিয়া-তে) ৩৩৷৵ তিসি চৈল ২৪৲। খোসবহি ৩২৷০।

হাপুড়—

খাদ্যশস্য—মহুয়া ২৩৲, ছোলা ১৯৷০, মুগ ২১৷০।

খলাদি—খৈল ১৬৷০, অড়হর ১৬৷০, মুগ ১৯৷০, মহুয়া ২৪৲।

ডাল—মুগ, তিসি (বোম্বাইয়ী তিসী) ৩৮৲, খেসারী (বোম্বাইয়ী তিসী) ৪৩৲। ৩৭৲।

চৈল ও চৈলবীজ—সরিষা ৩২৲।

চীনাবাদাম—২৩৲-২৪৲, তুলাবীজ ১৪৷০, সরিষা চৈল ৮৩৲, তিসি চৈল ৩৮৲।

চীনাবাদাম চৈল (পাকাদর পাইকার) ৩৬৲, চীনাবাদাম বাদাম (৫০ পাইকার) ৪৩৲, রেড়ি খৈল (৫ দর পাইকার) ৪৪৫, খোসবহি (৪৫৲ পাইকার) ৩৪৷০।

সোনার বাজার—

বাজার তেজী ও দর-বৃদ্ধি

কলিকাতা, শনিবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারী—গত সোমবার বাজার বন্ধ ছিল। অন্যান্য দিন বাজার বেশ ঘোরে ছিল বাজারের অবস্থা বিশেষভাবে বলা দিন। কিন্তু ক্রমে সোমবার, প্রতি বাজারে অগ্রসর দেখা যায়।

ভরসা বিক্রয়ে ট্রাভার্স সোমবার কিছু চাহিদা ছিল, ২৩৮/০ আনা দরে ইহার কিছু কাজ-কারবার হয়। কিন্তু সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ও এম্প্রেস সোমবার দর হ্রাস ঘটে, এবং অধিকা এই দুই সোমবারে দর অপেক্ষাকৃত ৫৯/০ ও ৬/০ হয়। বিক্রয়ের ১৩৮/০ আনা দরে কিছু থাকে। ইহা ছাড়া অন্যান্য বিক্রয়ের অবস্থার সোমবারে প্রতি বাজারে বিশেষ কোনো অগ্রসর দেখা যায় না।

পাটের সোমবারে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে না। রপ্তানীর দর ৩৩৫/০ ও ৩৩৮০ আনার মধ্যে গতি-বাধা হয়ে। এই বাজার বন্ধ হইবার সময় এই দর হয় ৩৯.। চাহিদানী ২১০৲ দরে ক্রয় কারবার ধরে এবং ইণ্ডিয়া ২০৫. টাকা দরে ও ডাণ্ডিনোরা ২১৯৲ দরে কাজ-কারবার হয়ে।

ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩৯/০ ও ৩৯৫/০ আনায় ক্রয় গতি-বাধা আছে। কিন্তু বাজার বন্ধ হইবার সময় এই দর হয় ৩৯৫/০। টাল অয়েলপারেন্সের দর হয় ২৫৲, মার্টিন ২৫/০ দর হয়। টিনিডাডাদি বিক্রয়ের অভাব সোমবার প্রতি বাজারে বিশেষ কোনো অগ্রসর দেখা যায় না।

বিবিধ বিক্রয়ে তুলা কলিকা আমার পরিচয় হইতে থাকে। ইউনাইটেড সোমবার ৩৩/০ দরে ছিল থাকে, কিন্তু বি আই অয়েলপারেন্সের দর হ্রাসের হ্রাস পাইয়া ৯৫০ টাকা হয়। অয়েলস ন্যাশনাল দর হয় ৪৯৯০ আনা ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান ৪৯/০ ও ৮৫/০ আনার মধ্যে গতি-বাধা কলিকে থাকে। ইণ্ডিয়ান কেন্দ্রে ৭৩/০ হয়ে ব্যবসা বেচা-কেনা হয়। ডিস্টিলারিজে ব্যবসার বেশ, ৭০৫/০ ও মূলধন ১২৲ দর হয়।

সোমবার বাজার খুব বেশি চাহিদা দেখা যায়। বেলাবং দর-বৃদ্ধি পাইয়া ১৩৫/০ হয় ও মূল ১৩৮০ হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২৩৯০ আনা দরে বেচা-কেনা হয়।

সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারের কিছু ইতরি পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন সোমবারের দর বৃদ্ধি ঘটে এবং ব্যবসার বেশী ভাব দেখা যায়। কাজ-কারবারের পরিমাণও বেশি হয়।

আজকালের হালচাল

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী—৫৲ মূলধন (১৯৫৮-৭৯) ক্রয় ১২৭০ ১৩/০ ১২৭৵০ ১৩৵০; ৪৷০ মূলধন (১৯৩১) ক্রয় ১৩৩১০; ৪৲ মূলধন (১৯৩৪) ক্রয় ১৩/০ ১৩৲; ৩৲ মূলধন (১৯৩৩) ক্রয় ১১৬৷১০ ১১৬/০; ৪৲ মূলধন (১৯৩৮-৭০) ক্রয় ১০৮৷০। ব্যাঙ্ক—আয়র ব্যাঙ্ক (প্রেফ) ৩২৷০। আসামের ক্রয় এলবিন মিল্স্ ১৩৬/০; মিষ্টি মিল্টোরিয়া ৪১/০। ভরসা ঘুমি—সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৬৲ ৬/০; ওয়ার্টী সেন্ট্রাল ১৪/০ ১৫০; ফোনিক্স ৩৮/০; বিলমুর ৪১৬/০; গার্ডেন ওয়েলফুল ২৪৬০; ট্রাভার্স ২৩৩০; ইউনিয়ন ৩৪৲ ৩৪৷০। পাইকন—আমলগাড়া ১১৲; অমলগাড় ১৪০৲; ব্যালমর ২২৪৲; কেলিডিয়ার ৩১৯৲ ৩২০৲ ৩২১৲; চেন্টা ২৮০৲; মোট প্রায় ৪৪৯৲; আয়রন ৩৬৫৲; ব্যাঙ্কা ৩৩২০ ৩৩৫/০ ৩৩৮/০ ৩৩৫০ ৩৩৮/০; ইণ্ডিয়া ২০৪৲ ২০৩ ২০৪৲ ২০৯৲; ডাণ্ডিনোরা (বি অর্ডি) ১৯২৲; ডিস্টিল ২৩০৲; গ্যালস্টাউন ১৮২৲ ১৯৫৲; লহরা ২০৯৲ ২০৯৲ ২০৯৲ ২১০৲; মেলীবাদা ৩২৯/০ ৩৩৫/০; মর্মীরা ৭৩৲; ওরিয়েণ্টাল ২০৯৲। বিবিধ কোম্পানী—বার্মা কর্পোরেশন ৩৲ ৩/০। ইণ্ডিয়ান কপার ৩৷৵০; অমলগড়া কেলাদাদ-ফোর্ট ২১৵০ ২১৷০। মেসোপটামী সিমেণ্ট ৭৲ ৭৵০; মেসোপ ইলেকট্রিক ১৯৫০; আমেরিকা ইলেকট্রিক ১৩৫০। আরবীয় ইলেকট্রিক ফিল ১৫৲; মেসোপটামী এক মেল ২১/০; ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ফিল ৩৩৬/০ ৩৩৯/০ ৩৩৬/০; ঐ (প্রেফ) ১০৫৲ ১০৬৲ ১০৬০ ১০৫৷। ইণ্ডিয়ান ট্রাভার্স ভরসা ৮৯৲; মুনাফাবৃদ্ধি ইণ্ডিয়ান্সি ৭৬/০ ৭৫০ ৭৬/০ ৭৬/০; মার্সিল মল ৯৲ ৯/০; ঈষ কর্পোরেশন ৭৫৷০; মিষ্টি এশিয়াটিক ইলেকট্রিক ৫৷০; আসাম ব্যাঙ্ক ২২৫০; বি আই কর্পোরেশন ৯৫০ ৯৫/০; আসামটা ইলেকট্রিক ১৮৬/০; আসাম ব্যাঙ্ক ৩৩৬/০ ৩৩৬/০; গ্যাস্ট্রে ডিসিলস ১৪৲ ১৫/০; ইণ্ডিয়ান এক্সপ্লিসিভস ১৩৲; ইণ্ডিয়ান ফাসফরস এসোসিয়েশন ৬/০; আন্তিম ফেডারেশন ১৯২৲; বেঙ্গল বন্ধ ১৮৬/০ ১৭৬৷০ ১৮৲ ১৮/০ ১৮৫/০ ১৮৬/০ ১৮৭০; মোটর ইণ্ডাস্ট্রিজ ৫৬/০ ৬/০; অয়েলফার্ড ট্রান্সপোর্ট ২/০ ২৷০; টাল সেলার ৬০; ইণ্ডিয়ান সেলার ৩৩/০ ৩৩৷০ ৩৩৷০; আসাম ল' ৮৫০ ৮৬/০; ইণ্ডিয়া মেকানিক্স মেডিক্যাল (প্রেফ) ১৯৲ ১০৲; ইণ্ডিয়া ইকুইটি ৮৬/০ ৮৬৷০; মেসোপ ৭৬/০; ডগলাস ২৩৬/০ ৭৭৲। ঐ আসাম ডুবুরিদ ৩৯০; বিলমুর ৪৲; বোম্বাইয়ান ১৭৷০; মেসোপুরী ২১৲ ২১৷০; কেলা ২১২৲; ডাল ১৫৵০ ১৫৷০, মিল্স্ ১২৷০; ব্যাঙ্কোরা ৩০৫৲ সিলপুরী ৫৩৲; মেসোপ ৩৯৷০; প্রেফ (এ) ২২৲ ২২৷০; ঐ (বি) ১০৫/০ ১৩৬/০ ১২৲ ১১৷০ ১১৫০ ১১৯০ ১২৲ ১২৷০; ডালমুরা ২২৬/০ ২২৷০ ২২৫০। ডাবীবীরা ১৯৫০ ৫৲ ৯০৮/০; মুরা ৪৷০ ৪৷/০ ৫৷/০, মধ্যমনী ১৫৲ ১৫৷০, পামাকোলা ২১২৲ ২১৩৲, ডাবাকাট ১৫৬/০ ১৩৬/০ ১৩৷০, ডাবীবীরা ১৩৷০ ১৩৫/০ ১৩৬/০ ১২৲, ডাবাকাট ৬৫৲ ৬৫৩ সিমেন্ট ৬/০, বিজাগাপটী ২৮৲, মেসোপটাম ১১/০ ১১৷০, ট্রাভার্স ১৩৲ ১৩৬/০ ১৩৷০। বিবেচনা—৫৲ আসামটা ইলেকট্রিক ডাবাকাট বিবেচনা ১০১৷০।

সোনা ও রূপার দর

কলিকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারী—পাকা সোনা (প্রতি তোলা) ১২৩০, গহনা বাদ (প্রতি তোলা) ১১৬/০, সিকি (প্রতি আনা) ৭৬৩০, রূপা (প্রতি এক শত তোলা) ১৯৬০, ঐ পুরুষ (প্রতি এক শত তোলা) ১৯২৲।

এজেন্ট বাদ ব্যবসা এক প্রকার, ২৮ সোনাগাছি লেন।

বোম্বাই সোনা রূপার দর

বোম্বাই, ১৯ ফেব্রুয়ারী—পাকা সোনা ১১৮৬০, সিকি ৭৬৩০, রূপা ১৯০৵০।

উত্তরপ্রদেশ জমিদারী বিলোপ বিল

—:—

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ উত্তর প্রদেশ জমিদারী বিলোপ বিল অনুমোদন করিয়াছেন।

উত্তর প্রদেশের বেতারে বহস্পতির পরাহ্ন জমিদারী ব্যবস্থা লোপের জন্য রচিত এই বিলটি ৯ই জানুয়ারী উত্তর প্রদেশ বিধান সভায় এবং ১৬ই জানুয়ারী উত্তরপ্রদেশ বিধান পরিষদে গৃহীত হয়।

বিল সম্বন্ধে দুদিন আলোচনার সময় উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ বলিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাইলে ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবসের তাৎপর্য বিলটি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেন।

বিলের ৩১টি ধারা সম্বন্ধে আইন সভায় ১৮০ দিন আলোচনা চলে। ইহা কার্যে পরিণত হইলে ২০ লক্ষ জমিদারের জমিদারী লোপের ব্যবস্থা হইবে এবং ৭৪ লক্ষ কৃষক মধ্যস্বত্বভোগীর কবল হইতে মুক্তি পাইবে। জমিদারদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে আগামী ৪০ বছরে নগদ টাকা এবং আশ্বিকভাবে ৩৩ দেওয়া হইবে। উত্তর প্রদেশের অন্যান্য জমিদার ইতিমধ্যেই ঘোষণা দিয়াছেন যে, তাঁহারা আদালতে এই বিলের বৈধতার প্রশ্ন তুলিয়া মামলা রুজু করিবেন।

ভারতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম বার্ষিক উৎসবের দিন হইতেই ১৯৪৯ সালের উত্তর প্রদেশ জমিদারী বিলোপ ও ভূমি সংস্কার আইন রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করায় সরকারী কর্মচারী মহল পরম উৎসাহিত হইয়া উঠেন।

The Imperial Tobacco Company of India Limited, Successors to W. D. & H. O. Wills, Bristol & London. Cigarettes made in India.

সংবাদ সঙ্কলন

শিল্পোন্নয়ন কল্পে সংস্থা গঠন

ইঞ্জিনীয়ারিং, মাসীনবিল, কেমিক্যাল এবং খাদ্য শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার শিল্পোন্নয়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী একটি শিল্প সংস্থা গঠন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশের নিকট এই শিল্প সংস্থার প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। সংস্থার কাজের সুপারিশ শীঘ্রই প্রকাশ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শিল্প সংস্থাসমূহ বিভিন্নবিধি বিষয় লইয়া বিবেচনা করিবেন :—(১) কাঁচা মালের প্রয়োজন নির্ণয়, (২) যে সব কাঁচা মালের ঘাটতি রহিয়াছে, সেই সব মাল আমদানির সাহায্য, অথবা বিকল্প দ্রব্য ব্যবহার; (৩) উৎপাদন ব্যয়কে যাহাতে না বাড়ে, তজ্জন্য অত্যাবশ্যক উৎপাদন সামগ্রী সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার সম্পর্কে সুপারিশ; (৪) প্রয়োজনানুযায়ী উচ্চ মাল কর্মীদের আমদানির নির্ণয়, (৫) অল্প সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ; (৬) যন্ত্র সংরক্ষণ-কার্যে অসুবিধা দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবন।

যন্ত্র ও সুতার মূল্য সংযোজন

অস্থায়ী যন্ত্র শিল্প সমিতির চেয়ারম্যান প্রতিনিধি ভারত সরকারের নিকট যন্ত্র ও সুতার মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং ভারত সরকার বর্তমানে যন্ত্রশিল্পের প্রতি যেরূপ সাহায্য করিতেছেন তাহারা তাহাকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

যন্ত্রশিল্প প্রতিনিধিদল দুইজন ভারী এবং বৈদেশে এবার কল সম্বন্ধে খোঁজ এবং প্রতিনিধিদল গঠন করেন। যন্ত্রশিল্পের সকল প্রকার সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া অধিকতর মূল্য সংযোজনের দাবী জানানোর জন্য তাহারা অর্থ ও শিল্প সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

বোম্বাই মিল মালিক সমিতি ইহাদিগ পূর্বে যেরূপ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, যন্ত্রশিল্প প্রতিনিধি অনুরূপ প্রকাশ প্রচার করিয়া বলেন যে, সকল প্রকারে সহযোগিতা করা সত্ত্বেও ভারত সরকার তাহাদের সহায়তা অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকাশ করেন যে, গভর্নমেন্ট ইহার পরিণাম ভোগ করিবেন। তাঁহারা যোগের প্রতিটি অনুযায়ী ভারত সরকারের উৎপাদন শুল্ক নির্ধারণ করা উচিত। ১৯৩৯ সালের মধ্যের মাসে সেন্ট্রাল সরকার হাইটাকা মূল হ্রাসে তাঁহারা যে সময় দিয়াছিলেন তার তাহারা অবশ্যে সময় হইতে পারেন না।

ভারত সরকার তিন মাস অন্তর সুতা ও অন্যান্য মূল সংযোজনের এবং বোম্বাইয়ের বাজার দর অনুযায়ী তুলার মূল নির্ধারণের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহারা তাহা পালন করেন নাই। ভারত সরকার বর্তমানে যে আকার মূল নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে মোকাবেলার কোন সুবিধা হয় নাই এবং অধিকাংশ সময় তাহাদের লোকসানের হইবে বলে তাহারা মনে করিবে হয়। এইরূপ তাহাদের প্রায় দুইশত কোটি টাকা অধিক মূল্য দিতে হয় এবং গভর্নমেন্টও এর জন্য কোন শুল্ক পান না।

আন্তর্জাতিক ইঞ্জিনীয়ারিং প্রদর্শনী

আন্তর্জাতিক ইঞ্জিনীয়ারিং প্রদর্শনীতে প্রায় ছয় কোটি টাকা মূল্যের দেশী ও বিদেশী যন্ত্রপাতি, হাল ও পন্থা প্রদর্শিত হইবে। ভারতীয় ভারতীয় সমিতি-গুলিকে ১০ লক্ষ টাকা ঋণে এক লক্ষ পর্যন্ত মূল্যের প্রদর্শনী গঠন নির্মিত হইয়াছে। অত্র রাজিতে ভারতীয় জলপথি ও রেল বিভাগের সরকারী ইঞ্জিনীয়ার বিঃ পি আর আমুলা যেরূপে উপস্থিতিক যোগদা করেন। প্রদর্শনীটি অপূর্ব ও অভিনব হইবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

বিশ্ব শক্তি সম্মেলনের তাহাতে ভারতীয় সমিতি-গুলি এবং কলকে বিভাগীয় আন্তর্জাতিক অভিনব হয় বলিয়া প্রদর্শনীর ভাগে বিমুক্ত ছিলেন। বিভাগের সর্বশেষ অবদানগুলি বীথিকা ও বিদ্যুৎ হাতের সাহায্যে মুহূর্তের দেখানোর জন্য প্রদর্শনীতে সংযোগ করা হইয়াছে। মুক্তাকাশ, মুক্তাকাশ, মুক্তোত্তালিকা, আন্তর্দেশিক, ভ্রাতৃ এবং আন্তর্জাতিক ১৯টি দেশ প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করিবে। প্রদর্শনীর প্রধান প্রবেশ দ্বারের উপর ভূমির তলায় সংযোগ করা হইয়াছে। তলা হইতে পর্যবেক্ষণ মাথার উপর দিয়া অগ্রসরিত হইবে।

বিমানের উপর স্থাপনাধীন সমস্ত ভারতীয় একটি মূর্তিসহ ভারতের একখানা প্রকাণ্ড চিত্রিত মানচিত্র প্রদর্শনীর একটি প্রধান আকর্ষণ হইবে।

ভারতের মোম প্রতিযোগিতা

ভারত সমুদ্রপথের বাণিজ্যিক তথ্য ও পরিসংখ্যান বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, যে মাসে (১৯৩৩) ভারতে ৪,১৫,৯১,০০০, টাকা মূল্যমানের মূল্যের ১৪৮টি মূল মোম কারখানী প্রতিষ্ঠান সরকারী তালিকাভুক্ত হয় এবং ১১,৪৪,০০০ টাকা আদায় করা মূল্যমানের ১১টি মোম প্রতিষ্ঠান মেটানো হয়।

"ফিল্মলর" পুস্তক বিক্রয় সম্পর্কে গভর্নমেন্টের প্রেস নোট

সংবাদপত্রে চিঠিপত্রে প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেন্টের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত "ফিল্মলর" পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সাধারণতঃ বাজারে এবং এমন কি কর্তৃপক্ষের পাওয়া যায় না। সরকার পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে, প্রাথমিক বিভাগ উচ্চ বিভাগের শিক্ষকেরা এবং স্কুলবিভাগের জন্য "ফিল্মলর" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকৃত প্রেসনুসারে নিকট কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংএ পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেন্টের পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয় বিভাগে বিক্রয় করা হইবে। ৩০শি. ডেলভী মোকে মূল পরিবর্তন করা হইবে। মূল পরিবর্তনের সাহায্য বর্ধমান, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালিকিলিং বাজারে ঐ পুস্তক পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদি অন্যান্য স্থানে ঐ পুস্তক পাওয়া না যায়, তবে যাহারা ঐ পুস্তক ক্রয় করিতে চাহেন, তাহাদের সুবিধে মোল মূল পরিবর্তনের উহা আনাইতে সাহায্য করা যাইতেছে।

মাখন ও প্রসাধন শিল্পের সম্ভাবনা

মাখিনের শাঁস ও মাখিনের তৈলের মূল্যবৃদ্ধি ও উহার অন্যান্য মূল্য বৃদ্ধিসমূহ মোমের সাহায্য ও অন্যান্য সমিতি প্রসাধন দ্রব্যসমূহ উৎপাদনকারী শিল্পের সম্ভাবনা এবং ভারতের সকলে মোমা বিষয়ক। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত অনেকগুলি শিল্প কারখানা ইতিমধ্যেই মাখনের উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং বর্তমানের ভার অবস্থা চলিতে থাকিলে আরও অনেকগুলি কারখানা অদূর ভবিষ্যতে বন্ধ হইয়া যাইবে। ভারতীয় শুল্কের সমস্ত সমিতি এই বিষয়ের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

৫৫ লক্ষ বস্তা চিনি উৎপাদন

চলতি মরসুমের শুরু হইতে ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন চিনির কলে মোট ৫৫ লক্ষ বস্তা চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। এবং পূর্ববর্তী মরসুমের অনুরূপ সময়ের তুলনায় বর্তমান মেয়াদ শেষে আট লক্ষ বস্তা চিনি অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বি ইউনিভার্সাল্যান্ডার প্রেস, ৩৩ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীকালী কান্তপাত্র কর্তৃক মুদ্রিত, প্রকাশিত ও আর্থিক অবস্থা বিঃ এর পক্ষে ৩৩ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা— ১ হইতে প্রকাশিত। রেজিষ্টার্ড নং ঃ ডাক ৮৬৫২। মুদ্রণ-প্রকাশক। রেজিষ্টার্ড ডাক নং ৩-

REG. No. C105.

CALCUTTA

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৭৩ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৪ ফাল্গুন, ১৩৪৭ : ৭ই মার্চ, ১৯৪১ [মূল্য ৷৹

সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সম্পাদকীয়—	৪১৭
	আবরণ	
২।	প্রাসঙ্গিক—	৪১৯
	মজিল খন	
	জাহাজনির্ম্মাণ বাণিজ্য	
	লেকলমন্ত্র	
	বেসামরিকের প্রত্যাবর্ত্তন	
৩।	বৈমিক—	৪২১
	নবীনা মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড	
	বর্দ্ধমান ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড	
	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪।	পণ্যদ্রব্যের বাজার—	৪২৩
	সরু প্রকার এক বাজে বাজারের অবস্থা	
	পণ্যদ্রব্যের পাইকারী দর	
৫।	কলিকাতা-রাজিদত্ত কেবী লাভিস	
৬।	শেয়ার বাজার—	
	চাঙ্গের শেয়ারের কেনা-বেচা	
	বাজারের অবস্থা	
৭।	বিভিন্নপ্রদেশীয় ব্যাঙ্ক টাকা	৪২৬
৮।	সংবাদ সংক্ষেপ	৪২৭
	লেক রাজপাটাঙ্গ পুলিস বিভাগ এক জনের সহযোগে অভিনব চোরের হাতড়া বিভিন্নিসিলাণ্ডিন উদ্ধার ওয়েষ্ট	

বস্ত্রহরণ

কলিকাতার বাজার হইতে বিদেশী কাপড় উধাও হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট বস্ত্রাদি ক্রয়ের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা পুরাপুরি কার্য্য হইয়াছে দেখা যাইতেছে।

পণ্যদ্রব্যের অগ্রিম বুকে ১৮ লক্ষ, মফঃস্বল অর্ডারে ১৫ লক্ষ, ও প্রিমাকলে ১২ লক্ষ করিয়া বিভাগ ধরিয়া পশ্চিম বাঙ্গলার জন্য মাসিক ১৭,৩০০ গাঁইট কাপড় বরাদ্দ করা হয়। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে এইরূপ বন্টনের ব্যবস্থা হয়। মোট এই বরাদ্দ পরিমাণের মধ্যে বিলাতের বস্ত্র ছিল ১৪,৫০০ গাঁইট ও জাপানের ছিল ৩,১০০ গাঁইট। ১৯৪৮ সালের পর পশ্চিম বাঙ্গলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অনেক লক্ষ উদ্বাস্তু এখানে আসিয়া পৌঁছিল। এই ভাবে লোক বৃদ্ধির ফলে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত বরাদ্দে বাঙ্গলার কুলাইবে না, তাহার সরকারের নিকট এ বিষয় লেখালেখির ফলে বরাদ্দ কিছু বাড়ে। ১৭,৩০০ গাঁইট হইতে বাড়াইয়া তাহা করা হয় ১৮,১১৫ গাঁইট। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে এই নূতন ব্যবস্থা হয়। কুপনিয়ন্ত্রণের ফলে বরাদ্দ ছিল সুফলপ্রসূ; পরে কুপনিয়ন্ত্রণ যখন বাঙ্গলার সহিত যুক্ত হইল, তখন এই সুফল লোকসংখ্যার বর্দ্ধিত পশ্চিম বঙ্গের বরাদ্দ আরও কিছু বাড়িল। এখন মোট বরাদ্দ দাঁড়াইল ১৮,৪৩৬ গাঁইট। ইহার মধ্যে হইতে ৩,১০০

গাঁইট উৎপন্ন হয় যদি তাহা হইলে মোট মিল-বস্ত্র দাঁড়ায় ১৫,৪০০ গাঁইট। পশ্চিম বঙ্গের তাগে এই পরিমাণ মিল-বস্ত্র বরাদ্দ হইল।

এই বরাদ্দ অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গে বস্ত্রাদি বহুল আসিতেছে, কিন্তু বাজারে তার তাহার সাক্ষাৎ মিলিতেছে না। বাজার হইতে কাপড় একেবারে লোপাট হইয়াছে। এই বরাদ্দ কাপড় গেল কোথায় তাহাই চিন্তার ও গবেষণার বিষয়।

সম্প্রতি কিছুদিন যাবৎ বড় বড় প্রতিষ্ঠানে বস্ত্রাদির বিক্রয় যেমন ছিল না। পথের ধারে ধারে ও ছোট ছোট উন্মুক্ত জমিতে জরায়ী চালানের পুলিস যে সব 'হকার্স কর্নার' স্থাপিত হইয়াছে, সেই সব স্থানেই বস্ত্রাদির ক্রেতা-ক্রেতা খুব বেশি দেখা যাইতেছিল। এই সব স্থানে কাপড়ের দাম কিছু বেশি ছিল হইত। ইহার কারণ আছে। গভর্নমেন্ট অনুমোদিত যে ২৫০টি পুরনো কাপড়ের দোকান কলিকাতার আছে, সে সব স্থানে গভর্নমেন্ট তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাপড়াদি সরবরাহ করেন, এবং এ সব স্থানে বিক্রয় হয় বাঁধা দরে। কিন্তু 'হকার্স কর্নার' আলাদা জাতীয় ব্যবসার কেন্দ্র। এরূপ বলা হয় যে, চোরাকারবারীরা চড়া দরে এই সব কেন্দ্রে মাল বিক্রয় করে। চড়া দামে খরিদ করিয়া তাহা চড়া দামেই বিক্রয় করা স্বাভাবিক। এই কারণেই 'হকার্স কর্নারে' দর কিছু বেশি পড়িয়া থাকে বলিয়া সকলের অনুমান। সে যাহা হোক, এখানে অন্তু তো মিলিত—দাম কিছু বেশি দিয়াও যোগাড় করা যাইত। কিন্তু এখন অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এই সব 'হকার্স কর্নারে'ও কাপড় মিলিতেছে না।

চোরাকারবারীরা তাহা হইলে কিছু আরও বেশি দর পাইবার কিনিয়ে সব কাপড় লুকাইয়া ফেলিল। এই অনুমান যাহা কিছু বরাদ্দ করিয়া যে পরিমাণ বস্ত্রাদির ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাকে পরিবর্তিত ও ছাঁটাই করা অনুচিত বলা যায় না, কিন্তু তাহার দ্বারা কাপড়ের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোটেই হওয়া সম্ভব নয়।

ইহা ঠিক যে ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে পশ্চিম বঙ্গের বরাদ্দ কিছিৎ হ্রাস করা হইয়াছে। হ্রাস করিয়া করা হইয়াছে ১২,৪০৪ গাঁইট, এবং ইহার মধ্যে যোগান দেওয়া হইয়াছে মাত্র ১০,০১৮ গাঁইট। এই সব কারণে এই রাজ্যে কাপড়ের টানাটানি পড়িয়াছে; সেই টানাটানিকে আরো টানিয়া তাহাকে দুর্ভিক্ষের পর্যায়ে উন্নীত করিল কাহারা? গভর্নমেন্ট তাহাদের খোঁজ করিতেছেন কি না ইহাই জানিতে বাসনা হয়। রাতারাতি এই টানাটানি দেখা দেয় নাই। ইহার জন্য কারবারী মহলে অনেক জল্পনা-কল্পনা ও গবেষণা হইয়াছে বলিয়াই আমরা অনুমান করি।

এই রাজ্যের যাহা বরাদ্দ তাহা এই রাজ্যের একাকারেই আছে। কিন্তু তাহা খরিদারদের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। যাহা খরিদারের নাগালের বাহিরে গেল, তাহা গভর্নমেন্টের খোঁজ খবরের বাহিরেও চলিয়া গেল কি করিয়া তাহাই সকলে সবিস্ময়ে ভাবিতেছে।

যে ২৫০টি সরকারী অনুমোদিত পুরনো কাপড়ের দোকান আছে তাহার চাহিদার যোগান দেন গভর্নমেন্ট। ইহা ছাড়া মিল মালিকগণ যাহা পাঠাইয়া থাকেন তাহা ১২টি দোকানে; এই সব দোকানের মারফত পুরনো বিক্রয় করা হয়। কিন্তু এখানেও আর বস্ত্রাদি মিলিতেছে না। যখন এই সব দোকানে কাপড় আসিয়া পৌঁছে, তখন দোকানের সম্মুখে ক্রেতাদের ভিড় জমিয়া ওঠে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে কাপড় জোটে না। অনেককেই ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়।

পশ্চিম বাংলার যে কাপড়ের কল আছে; তাহার উৎপাদনের পরিমাণ আনুমানিক ৬ হাজার গাঁইট। ইহার এক-তৃতীয়াংশ বাজারে বিক্রয় হয়। কিন্তু এই পরিমাণও সহজভাবে বাজারে আসিতেছে না। ইহার জন্য যারা কিছু করণীয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এরূপ শোনা যাইতেছে যে, পুলিস এখন এদিকে কড়া নজর রাখিতেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এরূপও বলা হইতেছে যে, পুলিসের কড়া নজর রাখার আগেই সব কাপড় চোরাবাজারে চলিয়া গিয়াছে। চোরাবাজারে পুলিসও এ সব বস্ত্রের হদিস মিলিতেছে না। তাহারা সেখান হইতেও উধাও হইয়াছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে না কি জোর তল্লাশী করা হইয়াছে, কিন্তু কোনো কাপড় পাওয়া যায় নাই। কয়েকটি ক্ষেত্রে মাল লাইসেন্স পাওয়া গিয়াছে না কি। কিন্তু বস্ত্রাদি কোথায় লুকাইয়া রাখা হইল, ইহাই এখন প্রশ্ন। পুলিস বড় রকমের কোনো মজুত মাল উদ্ধার করিতে পারে নাই, ছোটখাট পুরনো কারবারীদের চড়া দামে বিক্রয়ের জন্য ধরিতে পারিয়াছে বলিয়া জানা গেল।

চোরাকারবারীরা তাহা হইলে কি শাসনের বাহিরে চলিয়া গেল? সত্যাগ্রহের নিয়ম-কানুন দিয়া তাহাদের শাসন করা তাহা হইলে সম্ভব হইবে? ইহারাই তাহা হইলে বর্তমানকালের এক একটি দুঃশাসন? সত্যাগ্রহের নিয়ম-কানুন দ্বারা যদি ইহাদের শায়েস্তা করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ইহাদের শাসনের উপযোগী কড়া আইন প্রণয়ন আবশ্যক। ইহাদের বর্তমানের এই বল্গা ঢিলা ব্যাপারটিকে সহজভাবে মেনিয়া চলিবে না।

এই সব দুঃশাসনের কবল হইতে নিস্তার পাওয়া যায় কি উপায়ে তাহাই এখন ভাবিবার কথা। যাহু লইয়া তাহারা অনেক কারসাজি করিয়াছে। আবার যাহু লইয়া তাহারা তাহাদের চক্রান্ত চালাইয়াছে।

ইহাদের শায়েস্তা করিবার মত যাহু যন্ত্রও সরকারী ভাণ্ডারখানায় নাই। এই কারণে গভর্নমেন্ট যন্ত্রের যোগান দিবার জন্য সমবায় ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতেছেন। বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এক একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান তাহাকে গড়িয়া তুলিতে পারে, গভর্নমেন্ট সে বিষয়ে উৎসাহ দিতেছেন। এই সব সমবায় প্রতিষ্ঠান মারফত যন্ত্রের যোগান দিয়া জনসাধারণের চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা চলিয়াছে। ইহা ব্যবসায়ীদের পক্ষে সন্তোষের কথা। ব্যবসায়ীদের মারফত যন্ত্রের যোগান দিয়া যে দেশের জনসাধারণ সন্তুষ্ট হয়, সে দেশের ব্যবসায়ী কোন্ যন্ত্রের জোরে এতদিন গদ্দী হইয়াছে তাহা সে তাহার ভাবিয়া দেখেন।

তাহাদের আচার-আচরণের দ্বারা জনগণ বিমুখ হইয়াছে। এই বিমুখতি ক্রমশঃ বড় আকার ধারণ করিলে উহার ফলে তখন তাহাদের অবস্থা বিপজ্জনক দাঁড়াইবে, ইহাই আমরা ভাবিতেছি।

প্রাসঙ্গিক

—:০:—

মার্কিন মত—

ভারত আমেরিকার কিনট হইতে যে ১০ লক্ষ টন গম লইয়াছে প্রেসিডেন্ট হুভার তাহা দিবার পর মার্কিন কংগ্রেসে তুমুল আলোচনা হইয়াছে। আমেরিকানরা আজ ও গম ঘরে ফলাইয়া, রাজনীতির দিক দিয়া তাহা বড় দুর্বল। তাহার শারীরিক শক্তি ভাল, বুদ্ধি অবশ্য সাধারণ বা কি তাহারও কম। আমেরিকানরা কলাম লিখিয়া বহুকাল আমাদের রাজনৈতিক বুদ্ধি করে। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কোন্ কথা কতটুকু বলিতে হয় কোন্ ঘায় কতটা ব্যথা লাগিতে পারে সে সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কিন্তু আমেরিকার আজও সে বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞান দেখা যায় নাই। চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিবার ব্যাপারে আমেরিকার গরিব আমাদের বিস্মিত করে। এই বিষয়টিকে যদি লইয়া জেনেভা কনফারেন্সে কথা না তোলা হইত তাহা হইলে ভাল হইত। চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিবার ব্যাপারে আমেরিকার গরিব আমাদের বিস্মিত করে। এই বিষয়টিকে যদি লইয়া জেনেভা কনফারেন্সে কথা না তোলা হইত তাহা হইলে ভাল হইত। কিন্তু তাহা হইলে আমেরিকার মুখ রক্ষা হইত না। আমেরিকার আমেরিকার কংগ্রেস এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়া বসিয়াছিলেন। আমরা বলা এই যে, যদি ভারতকে গম না দিবার কথাই আমেরিকার আমল অধিকার হইয়া থাকে, তবুও তাহা প্রকাশ না করিয়া আর অধিকার গম না দিলেও আমরা আমেরিকার বুদ্ধির তারিফ করিতে পারিতাম। যে সাধারণ লোক প্রেসিডেন্ট হুভার যে লোক-লোক ভারতকে গম দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করি। কিন্তু কথা উপলক্ষ্যে আর লোক পাইল, আসল ধনিকবুদ্ধি দ্বারা আমেরিকার পক্ষে ভাইল। তাই ভারতের চাহিদা ২০ লক্ষ টনের আজকার বর্তমানে ১০ লক্ষ টন দিবার কথা হইয়াছে। পরে আরও কিছু কিনিবার চাহিদা যদি ১০ লক্ষ টন দিবার কথা না কি দিবার কথা হইবে। এক বৎসর আরও মাত্র ১০ লক্ষ টন গম চায়, তাহা আমেরিকা আরা দিতে সময় হয় না। এবার ৫০ লক্ষ টন চাহিদার মধ্যে অর্ধেকটা দিতে লোক-লোক সমবায়ী অনুমোদন করিয়া পাঠাইবে। প্রেসিডেন্ট হুভার বলিয়াছেন যে এই গম আমেরিকার দান হিসাবে দেওয়া হইবে। কিন্তু এই দান আমেরিকার কিনিয়া পাঠাইতে হইবে আমেরিকার। এই পরিমাণ গম সমস্ত করিয়া আমিবার উপযোগী আমরা আমাদের নাই। আমরা মাত্রা অল্প করিয়া পারে। কিন্তু আমাদের যোগান পাইবার এক বিরাট করিতে হইবে আমেরিকার উপরেই। গম হিসাবে যে গম পাওয়া যাইবে, তাহার মূল্য হইবেছে আনুমানিক ১০ কোটি টাকা। আমেরিকা বিভিন্ন দেশে মার্কিন পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সাহায্য দান উঠিয়াছে, সেই সাহায্যের অর্থ দ্বারা সেই সেই দেশের উপনিবিদ্যাদেই আমেরিকার কাজ হইয়া। আমরা আশা যে ১০ কোটি টাকার গম সাহায্য আমরা পাইবে, আমরা দ্বারা আমরা কারবারে কৃষির উন্নতি সুকর করে আমেরিকা এইরূপ অধিকারের দাবি করিবে। আমরাও আমেরিকার এই ইচ্ছার বাধা এককার। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ যে খাদ্যের অভি হইয়াছে, সেই অভির পূরণ যদি এই গমের দ্বারা হয়, আমরা কথা। কিন্তু বিদেশ থাকিবে এক দ্বারাবা করিয়া এই গম আমরা করিয়া তাহা যদি আমরা—ভারতবাসীরা মন বাঁধিয়া যাইবেই সাহায্য করি এবং অধিকারের এই মেজাজকে প্রশ্রয় না দেই, তাহা হইলে ভারতে আমার আমাদের বিপদ পড়িবে এইবে। আমাদের দ্বারা গম বিপদ্ধ পড়িবে আমরা আমাদের আমরা কথা আমরা। এই গম আমাদের আমাদের আমরা আনিয়াছে বটে, কিন্তু এই সাহায্য পাইয়া আমরা যে পরিমাণ আর্থিক সাহায্য হইয়াছে তাহা যদি মূলধনিক পন্থায় কৃষিকার্যে নিয়োগ করা যায় তাহা হইলে কৃষির কিছু উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু আমাদের আমাদের মেজাজ অনুকরণের পরিচয় হইয়াছে এবং আমার মনে যে মেজাজের আমিনী আমরা লোক মেজাজের আমাদের মেজাজ করা না হয়, ইহাই আমরা প্রার্থনা। আমাদের আমিনি চাষাবাদি নাই। চাষাবাদি আমাদের মেজাজ। আমাদের মনে আমাদের আমাদের আমরা কথা যায়, আমাদের এমন কার্যের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। আমিনি গম বিনা হিসাবে চলিবে না। হিসাবে চাষাবাদির এক আমাদের মাত্র আর এমনে অধিবাসীর আর মেজাজ আমিতে হইবে।

ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য—

গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য চুক্তির কার্যকাল শেষ হয়। এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে নূতন চুক্তির আলোচনা করিয়া সুরুসাধারণের মেজাজ বাণিজ্য সম্পর্ক যায়। মেজাজসাধারণের মধ্যে যোগসূত্র আমরা এই দুই রাষ্ট্রের নীমাংসার প্রয়োজন আমরা কিছুকিছিন আলোচনা আমরা প্রকাশ চলিয়াছে। কিন্তু তাহা কর্মফলের মধ্যে নয়। যে কৃষক দিন একই দেশ ও একই রাষ্ট্র তাহা আজ পৃথক। এই অবস্থা আলোচনা হইলেই পুরাপুরি আলোচনা হওয়া এই দুই রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। উভয় উদ্যোগের উপর সম্পূর্ণরূপেই নির্ভরশীল। এরূপাবস্থায় যদি উভয়ের বাণিজ্য বন্ধ থাকে তাহা হইলে উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীর পক্ষেই তাহা মেন পরম ক্লেশকর হইয়া দাঁড়ায়। পশ্চিম বঙ্গ যেমন পশ্চিম্ বঙ্গের দিক দিয়া কিছুটা উন্নত, পূর্ববঙ্গ তেমনি কৃষিকার্য বঙ্গের দিক দিয়া অগ্রণী। এই কৃষিকার্য বঙ্গের মধ্যে মেজাজ হইয়াছে পাট। পশ্চিম পাকিস্থানের উৎপন্ন বঙ্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে তুলা। ভারতের বর্তমানে প্রয়োজন পাঁচা পাট, তুলা ও খাদ্যশস্য। পাকিস্থানের তেমনি বস্ত্রকার কলকারখানা, চাই ইত্যাদি। কিন্তু পাকিস্থান তাহার তুলার তুল্য একটা অস্বাভাবিক ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়া এই দুই রাষ্ট্রের মিলিত মিতাচারের পথে তাহার বড়ই বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার এই কৃষির অন্যায় অবস্থানের জন্য পাকিস্থানকে তাহার তিরস্কার করিয়াছি। কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার কিছু হয় নাই। রাজনৈতিক বাধীনতা অর্জিত হইবার পর উভয় দেশের অধিবাসীরা পূর্বের চেয়ে কিছুটা সহজ ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করিবে, ইহাই সকলে আশা করিয়াছিল; কিন্তু অনুভবী ও অবশ্য মেজাজের ফলে পরিণামে যে গোলযোগ আরম্ভ হওয়া স্বাভাবিক, তাহাই হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের পাটের আমদানি ওপর পাকিস্থান তাহার চাহিদার বন্ধ বাড়াইল। চাহিদার এই বন্ধ কৃষিই তাহার পক্ষে বিপদ হইয়া উঠিল দেখা যাইতেছে। পূর্ববঙ্গের পাট বিক্রয় প্রায় বন্ধ। তাই পাটের প্রতিনি, পরিণামে তাহাকে কমাইতে হইয়াছে। পাট ছাড়া অন্য কতিপয় আমদানি মেজাজ দেওয়া যায় আছি আছে। কিন্তু

সেই আদেশের ফলে শোচনীয় অবস্থার মোড় পরিবর্তন হয় বলিয়া আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। এই অবস্থায় কোনো সুবিধা নাই, তাহাও বলা যায় না। তারা যদি থাকিত, তাহা হইলে তাহারা প্রতিবাদ জানাইতে পারিত এবং চাকরির দর হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক পর্যায়ে নামাইয়া দিবার জন্য চাপ দিতে পারিত। অবশ্য এই সুযোগসন্ধানের সুযোগ লইয়া দিব দিব ভাবাবিলম্বে আবেদন জানাইবে কেলিবার জন্য দায়ী কে? এই সকল পার্লিয়ামেন্ট সভ্যের গ্রহণ করিতে সময় কি না, তাহা তাহাদের প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা আবশ্যক। সম্প্রতি শোনা যাইতেছে যে, ভারত ও পার্লিয়ামেন্ট মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। মুসলমানের কোন্ কিরূপ উপর তাহা করিয়া এই সব বাঁধা হইবে তাহা আমরা জানি না। ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত হসরুক সরকার সম্প্রতি ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, এই বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের আশা হইয়াছে এবং অচিরেই তাহা কার্যকরী হইবে। ইহার ফলে ভারত পার্লিয়ামেন্ট বিক্রয় হইবে যুক্ত সে বাঁধাই মূল্য পাইবে। ভারতের আপাত-অবস্থা এত মূল্যবান অবশ্য সরকার। কিন্তু মূল্যই সব কথা নয়। সব কথা হইতেছে এই উপর প্রশ্নের মধ্যে স্বাভাবিক বাণিজ্য।

লোক ঘনানা—

কিছুদিন হইল লোক সভার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই কাজে বাস্তবিক পৃথিবীর সকল পাওয়া যাইতেছে। এইরূপ একটী হইতেছে একজন লোক মুসলমান। তাহাকে তাহার বাসস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে সে বলে যে তাহার আসল হইতেছে মেদেনাবাদ। জীবনের অনেকটা সময়ই তাহার মোগল কাটিয়াছে। সে না কি তাহাদেরকেই নিরাপদ অবস্থার খুশিয়া মনে করে; বাহিরে আসিলে নিজেকে তাহার অসহায় বলিয়া বোধ হয়। মোগল আইন বাঁধিয়া রাখিয়া মোগল জীবনের সহিত সে এতটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, বর্তমানে আর তাহার বর্তমান বলিয়া মনে হয় না। ইহার পশ্চাতে অনেক মোগলের কাহিনী থাকিতে পারে; কিন্তু আমরা সে কথা আলোচনা না। আলোচনা, মোগল জীবনের প্রতি তাহার টান হইয়াছে কি না। মোগল হইতে ছাড়া পাওয়ার পর আবার মোগল প্রেমিকের বক্ষ অনেক মেদমুক্ত হোই থাই হুমি করিয়া অপরাধী হয়ে। আবার সে মোগল যায়। এইভাবে তাহার জীবন কাটে। মোগল-জীবনই যখন স্বাভাবিক জীবন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখন এরূপ হইবারই কথা। কিন্তু ইহার দ্বারা মোগল-আইন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথাই যেন বলিয়া মনে পড়ে। এই সব মোগল-মুসলের সমাজের সহিত বর্তমান সম্পর্ক যদি যথাসম্ভব কম করা যায়, তাহা হইলে মোগলে আসিয়া তাহারা অসহায় বোধ করিবেই। ইহার জন্য মোগল সরকারী আইনেই যে দায়ী এমন নয়। ইহার জন্য আমাদের স্বাভাবিক আচার বিচারও অনেকটা দায়ী। আরও দুই একটা উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যায়। সে দুই হইতেছে মুসলিম স্বাভাবিকার কথা। আমাদের এখানে যে তাহার পেশা অপরাধজনক মনে করে, অনেকেই বলিয়াছে, অপরাধের সেবাই অন্যায় পেশা। এ কথা পেশাদারী বলিয়াই মোগল হইয়াছে। লোক সমাজ সুযোগ পাইলে তাহারা একটা আলাদা বলিয়াই বলিয়া মনে হয়।

পেশাদারীদের প্রত্যাবর্তন—

তিন বছর কাল ভারত অবস্থানের পর পেশাদারীগণ বিদেশে ভারতবাসীদের প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি যে অবস্থায় মোগল পরিয়া বিদেশে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহার ফলেই প্রত্যাবর্তনের পরে সেই একই অবস্থার অবসান হইয়াছে বলা চলে। পেশাদের বৈদেশিকী শাসন আবার স্বাধিন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, পেশাদারীদের অনেকে প্রত্যাবর্তনের বহির তাহার অবসানের সূচনা দেখা যাইতেছে। সরাসরি সরকারের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আবার শুরু হইয়াছে। আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী পেশাদের শাসন সংস্কার সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করিবেন। এক প্রতিনিধি ও রাণা পরিষদকে অভিনন্দন লইয়া যে সমস্যাসঙ্কুল মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে তাহার সভাপতিত্ব ঐ দিন গণ্য গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পেশাদের শাসন লইয়া আন্তর্জাতিক আলোচনার উদয় হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এমন কি, মুসলিম সরকারেও তাহার ব্যাপারে বাধা দিয়া কথা বলিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সরকারের পরামর্শে মুসলিম সরকারেও তাঁহাদের নিজের মনোভাব পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক জটিলতা ঘটিতে পারে মাই। পেশাদের প্রধান মন্ত্রীও এই ব্যাপার লইয়া আলোচনা মুসলিম প্রধান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টার ফল হইয়াছে। পেশাদের অবস্থানের চাপে পড়িয়া তাঁহাকেও নরম হইতে হইয়াছে; বাস্তবকে উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হয় নাই। আজ যে পেশাদের সেই স্বাভাবিক সংস্কারের উদ্যোগ হইয়াছে তাহার জন্য ভারতবাসীও গৌরব বোধ করিতে পারে। কেন না, ভারতের অসহযোগের ফলেই একটা জরুর সমস্যার সমাধান হইল।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী

এণ্ড কোং লিমিটেড

৪, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিফোন : কল ২৫৩১—২৫৩৪।

টেলিগ্রাম : বাণী।

ইষ্টার্ন এজেন্সীস্

দি সিটী ব্যাঙ্ক লিঃ

এলাহাবাদ এণ্ড বাঙ্গলা এন এল কোং লিঃ

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

ইন্সুরেন্সীস্ ও ইনভেষ্টমেন্ট

অমৃত বাজার পত্রিকা

নিউজপ্রিন্ট অফিসের প্রধানি

অফিস নির্মাণক

বীমাকারক

দি, দি, ই লোহা-বাঙ্কর কারখানা,

ঘুসিক (বাঙ্গ)

ম্যানেজিং এজেন্টস্

বেঙ্গল এণ্ড কোং লিঃ

(চিনি ও রম প্রস্তুতকারক)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টার্চ কোং লিঃ

আলকোহল লিমিটেড এণ্ড স্পিরিট কোং লিঃ।

(ব্রাণ্ডীমেকার্স)

ইন্সুরেন্সের ও লয়েড এজেন্টস্

যৌথিক—

নদীয়া মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড

(ম্যানেজিং এজেন্টস্—ব্যাক্সীল এণ্ড বেরী লিঃ)

—:০:—

নদীয়া মিলস্ কোম্পানী গত ৩০শে সেপ্টেম্বর অর্থবৎসরে পূর্ববর্তী বৎসরের অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ২,০৩,৯৭৩ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে; মীট লাভের পরিমাণ ১,৯১,৪৮৩ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর ৪,০৩,১৮৯ টাকার বিভিন্ন খাতে সঞ্চিত অর্থ হইতে পূরণ করিতে হইয়াছিল।

কোম্পানী বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়া উদ্বৃত্ত ১,০৪,০৭০ টাকার শেষ টানিয়াছে। ইতিপূর্বে যে হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয় গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চে সমাপ্ত হওনকে, বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা হারে।

আলোচ্য বৎসরে দেনা ১২ লক্ষ টাকায় উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ দিকে আবার পাওনাও প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে অধিকন্তু ১,৭০,৯৮৪ টাকার আধিক্য দেখা যায়।

পরীক্ষিত হিসাব

—অর্থবর্ষ অন্তে	৩০-৯-৪০	৩১-৩-৪০	৩০-৯-৩৯
	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়	১৯,৮৯,৭৪১	১৮,৪৫,৭৭৪	১৭,৮৯,০১৪
মজুত	৭১,০৩,৩৫৪	১৮,৯০,৭৮৮	৮,৩৩,৪৫৩
মীট লাভ	১,৯১,৪৮৩	—১,১১৪৭	—১,১১,১৩৫৭
লভ্যাংশ	১,০০,৯৮৫		
দেনা	১,০৫,০৭০		১৪,৭৪৬
লভ্যাংশের হার	৬		

হিসাবে আয়ের দিকে ৪,১৪,৯৭০।৯০ অঙ্কের সহিত প্রথম মূল ৮,৭৩৯৲/০, অবচয় বাবদে ৩০৭৮৲ ও মোদ্দা-বদল কিঃ ১০৬৲ সমেতের। এবং প্রথম মূল ৩১,১৩৯৲ পূর্ববর্তীর অবচয় বাবদে পরিশোধ ৩০৲ ও প্রভিডেন্সিকে ফিরানী বাবদে ২,৭৬৯।৭১।৶০ আনা মূল দিয়া অবশিষ্ট সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৯১,৪৮৩।৶০ পাই।

ইহার সহিত পূর্ববর্তী হিসাবের জের ১১,৭১৭।১১।৶৩ পাই যোগ করিয়া মোট ৩।১৪,৪৭৪।৯ পাই হইতে সাধারণ অংশ প্রতি ১৷০ আনা হারে বার্ষিক শতকরা ৬৲ হারে ১,০০,৯৮৫ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়। উদ্বৃত্ত ২,৩৩,৭৭৩।৶৩ পাই সনের জের টানা হয়।

ম্যানেজিং এজেন্টস্ আলোচ্য অর্থবৎসরের জন্য তাঁহাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিকের অবলাপ্ত দেওয়ার পরিমাণ করিয়াছে।

মূলধন :—অনুমোদিত ১৫,০০,০০০৲, বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত ৮৩,৭৯,৫০০৲, সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত প্রেফারেন্স ৫৲ হারের ১,০০,৫৯০টি সাধারণ অংশ।

বিভিন্ন খাতের দায়দেনা

দায়—	৩০-৯-৪০	৩১-৩-৪০	৩০-৯-৩৯
	টাকা	টাকা	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	৮৩,৭৯,৫০০	৮৩,৭৯,৫০০	৮৩,৭৯,৫০০
সঞ্চয় অংশিল	৫৩,৩০,০০০	৫৩,৩০,০০০	৯৯,৫৫,০০০
অন্যান্য অংশিল	১১,৫০,০০০	১১,৫০,০০৬	১১,৫০,০০০
দেনা	৩১,১২,১০১	৫৫,৭৬,৭৪১	৭৪,৫৫,৯৪৭
জের	১,০৫,০৭০	১৪,৭৪৬	১৪,৭৪৬
মোট	১১১,৫৬,৬৭১	১৩৯,৫০,১৯১	১৮০,৫৫,১০৩
সম্পত্তি—			
মোট বন্ধ সম্পত্তি	৭০,১৩,০৭৫	৬১,৫৩,১০৩	৬৭,৬১,০৫১
অবচয়	১৩৩,১৮,৯০৬	১৩৩,১৮,৯০৬	১৩৩,১৮,৯০৬
মীট বন্ধ সম্পত্তি	৭০,১৩,০৭৫	৬১,৫৩,১০৩	৬৭,৬১,০৫১
লভ্যাংশ	১১,৭৪,৩৭৮	১৯,৭১,০১৯	১৯,০৭,৫৮০
মজুত	৫৩,৫১,৫৩৮	৫৫,১৫,৭৫১	৫৭,০৫,৪৮৫
পাওনা	৩১,৫৫,১৩৪	১৯,১০,০৭১	৩০,১৩,১০১
এম ডিসিডেন্স	৩,০৯,৪০০	৩,০৯,৫০০	৩,০৯,৫০০
অতি প্রয়োজন প্রথা	১,৩১,১১৮	১,৩১,১১৮	১,৩১,১১৮
নগদ	৩,৩০,১৩৮	২,১৯,১৫৩	১,১১,৩৮৭
মোট	১১১,৫৬,৬৭১	১৩৯,৫০,১৯১	১৮০,৫৫,১০৩
এম সম্পত্তি	১০১,৩১,৯০৬	৮৮,১৪,৪১৮	১১১,৯০,১৪১

* সাধারণ সঞ্চয় অংশিল হইতে ৩,১৫,০০০৲ ও বিভিন্ন খাত হইতে অবচয়ের ১০,০০০৲ পাওনা বলা হইয়াছে।

† সাধারণ সঞ্চয় অংশিল হইতে ১,৫০,০০০৲ মজুত মালের জন্য সঞ্চিত অর্থ হইতে ২,০০,০০০৲ পাওনা বলা হইয়াছে।

নর্থব্রুক জুট কোম্পানী লিমিটেড

(ম্যানেজিং এজেন্টস—বার্ড এণ্ড কোং লিঃ)

—:০:—

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর অবসান আর্থিক বৎসরে বাণিজ্য নর্থব্রুক জুট কোম্পানী ডাম্পারটেনী মিলের আয় ও লাভ বিভাগের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। অবশ্য গত ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে জুট কোম্পানী বৈদ্যুতিক রাজ্যপালনের ও আধুনিক আলোকিত সজ্জিত হইবার পর আবার সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। তথাপিও কোম্পানী কাজ আরম্ভভাবে চলিতে পারে নাই, কারণ মূলধন আলোকিত চালু করিতে এবং প্রশিক্ষিতদিগের মূলধন কার্যকলাপীর সহিত অভ্যস্ত হইতে সময় লাগিয়াছে। যাহা হউক, অধিকাংশ আলোকিত জন্য আলোকিত হইয়াছে এবং পরিচালকগণের মূল বিশ্বাস যে কোম্পানী উৎকৃষ্ট লাভ ও উন্নততর উৎপাদনের পরিচয় দিবে। আলোচ্য বর্ষে যে যন্ত্রপাতির কিছু কিছু অংশ জাহির নিলামে উহাদের সন্তোষজনক অবস্থায় হয় নাই।

কোম্পানীর বিক্রয়ের অংকে পরিমাণ অনেকটা নিরাশাজনক হইয়া আসিয়াছে। অবশ্য বস্তুর বাজারে অনেক অংকে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বাজারিক হিসাবে গত গত হিসাবাদি মেকেন্সারের মেয় টাকিতে দেখা যায়। ফলে কোম্পানী উল্লিখিত ভোগ সময়ের মধ্যেই সমস্যাদি নিরসন করিতে পারে নাই; তিন পাকে আলোকিত অর্থ হইতে বিভিন্ন ঋণ নির্ধারণ করিয়া চলিয়াছে। অবশ্য গত ৩০শে সেপ্টেম্বর মেকেন্সারের পরিমাণ গত ৩১শে মার্চ অপেক্ষা ৫৮,০৫৩৲ হ্রাস পাইয়া ১,৪১,১৭৬৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

পরীক্ষিত হিসাব

আলোচ্য অবস্থা	৩০-৩-৫০ টাকা	৩১-৩-৫০ টাকা	৩০-৩-৫১ টাকা
বিক্রয় (পাট)	১৪,২১,৩১৫	১৮,৪৭,৫১০	২১,৩৫,৩৭৪
বস্তুর	১,১৯,৮০৪	২,৫৩,১৮৮	৮,৪৩,৩৩২
মোট লাভ	১,৯৭,৫৩৭*	—১৭,৪৫৩†	—১,৩৭,১৬৩
অন্যান্য	১,৩৩,৩৮৩	২৩,৪৪৪	২৩,৯০২
মোট ক্ষতি	—১,৪৭,১৭৬	—৩,০৫,২১৩	—৪,৩৪,৫৩৩
অতিরিক্ত মেকেন্সার সমাপনে—	নূতন	নূতন	নূতন
মেকেন্সার " "	"	"	"

অবশ্য খাতে ১,৩৩,৩৮৩৲ এবং বিভিন্ন হ্রাসের জন্য সমস্যা মেয় ১১,৩৩৩৲ হ্রাস অতিরিক্ত পর আলোচ্য ৫৮,০৫৩৲ টাকায় অতিরিক্ত পূর্বোক্তরূপ অতি ৩,০৫,২১৩৲ টাকায় মেয় টাকিতে আলোচ্য বর্ষ পর্যন্ত মেকেন্সারের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৪১,১৭৬৲ টাকা।

পরিচালকগণের প্রস্তাবিতমতে এই অতিরিক্ত মেয় টাকিতে আলোচ্য বর্ষ।

মূলধন :—অনুমোদিত ডিবেঞ্চার ও আদায়ীকৃত ৩১,১৯,১৮০৲; ১০০৲ মূল্যের ১৪,০০০৲ টি সমতা ৫৫০ আদায় কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারে এবং ১০৲ মূল্যের ১,০১,১৮৩টি অভিযোগী শেয়ারে; উহার শেয়ারই সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত।

বিবিধখাতের দায়াদন

দায় :—	৩০-৩-৫০ টাকা	৩১-৩-৫০ টাকা	৩০-৩-৫১ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন :			
প্রেফারেন্স	১৪,০০,০০০	১৪,০০,০০০	১৪,০০,০০০
অভিযোগী	১০,১৯,১৮০	১০,১৯,১৮০	১০,১৯,১৮০
ডিবেঞ্চার	২০,০০,০০০	২০,০০,০০০	২০,০০,০০০
সঞ্চিত মূলধন	১০,৩৯,৫০০	১০,৩৯,৫০০	১০,৩৯,৫০০
লভ্যাংশ অতিরিক্ত	১,৮০,৩৩১	১,৮০,৩৩১	১,৮০,৩৩১
আদায়ী অতিরিক্ত	১,১০,১৪৪	১,১০,১৪৪	১,১০,১৪৪
বিবিধ হারের অন্য লভ্যাংশ মেয়।	৪১,৩৩৩		----
মেয়া	২৬,১৮,৪৭৭	১১,৩০,৪৪৩	১৬,৮৭,৪৮৪
মোট	১১০,৩০,০১৪	৯৩,১৬,৪০১	১০৩,৩০,৪৩৯
সম্পত্তি :—			
মোট অন্য সম্পত্তি	১১৮,৪০,১১৫	১১৩,৩৩,৪৮৮	১১১,৪৭,৩৩৩
অবচয়	৪৩,৩০,১৮৫	৪১,৪৩,৭০১	৪১,৭৯,১৮০
নীট অন্য সম্পত্তি	৭৪,৫৩,১৩০	৭১,৮৫,১৭৭	৬৯,১৮,৪৪৩
লভ্যাংশ	৩,০১,৭৭০	১,৩৭,৪১০	১,৪১,৩৩১
বস্তুর	১০,৪৭,৪৭৭	৯,৩৩,১৮৮	৮,৪৩,৩৩২
পাওনা	১৮,১৪,০৩৫	৭,৪৪,৭৯৯	১৫,০০,৭৭১
ন্যস্ত বিনিয়োগ	৩,০৪,১৮৮	৩,০৪,১৮৮	৩,৭৮,১৯৫
অতি ব্যয়ের খাতা			৩৫,০৭৯
নগদ	১৩,৩১৯	৪,৭৮,১৮৩	১১,৩১৭
উদ্বৃত্ত ঋণ	৪,৪৭,১৭৩	৩,০৫,২২৩	৪,৫৭,০১৩
মোট	১১৩,৩০,০১৪	৯৩,১৬,৪০১	১০৩,৩০,৪৩৯
ঋণ সম্পত্তি	৩৯,৮৮,১৭২	৪১,৮৫,৪১৮	৩৯,৮২,৭৩৩

* লভ্যাংশের নূতন প্রেফারেন্স শেয়ারের ৩,০৭,৮৩১৲ পাওনা বাদ দিয়া এবং পুরা বিনিময় হার বিভিন্ন হইলে পর লভ্যাংশ মেয় ১১,৩৩৩৲ ধরা দিয়া।

† প্রেফারেন্স অতি লভ্যাংশ ১৩,১০৩৲ লভ্যাংশে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার—

গড়ে প্রত্যহ এক জাহাজ খাদ্যশস্য আমদানি

গত সপ্তাহে পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরকালে জনৈক সদস্যের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত ডিক্সন হুড আমায় যে, ভারত সরকার চীন হইতে আরও খাদ্য আমদানির চেষ্টা করিতেছেন। তিনি জানান যে, এই খাদ্য আমদানি হইবে বিভিন্ন অঞ্চলের দ্বারা। চীন হইতে যখন চাল, আসামের বিনিময়ে ভারত চীন খাদ্য পাঠাইবে।

সরকারী খাদ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, ভারতে বিদেশ হইতে প্রত্যহ একটী করিয়া খাদ্য বোঝাই জাহাজ আসিয়া পৌঁছিতেছে। ডিসেম্বর মাসে মোট ৪৪ জাহাজ ও জানুয়ারী মাসে ৩৮ জাহাজ খাদ্য আসিয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসে ৪১ জাহাজ ও মার্চ মাসে ৪৭ জাহাজ খাদ্য আসিবে, বলিয়া অনুমান করা যায়।

প্রত্যেকটী জাহাজে ৮ হাজার হইতে ১ হাজার টন খাদ্যশস্য থাকে। ফেব্রুয়ারী মাসে মোট ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন ও মার্চ মাসে মোট ৩ লক্ষ ১৯ হাজার টন খাদ্য আসিবে বলিয়া মনে হয়।

যে দেশ হইতে খাদ্য প্রেরণ আরম্ভ, ভারত সেই দেশ হইতেই খাদ্য আমদানি করিতেছে।

ভারতের অভ্যন্তরে গত মরসুমে ৪৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টন খাদ্য সংগ্রহ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন হিল। কিন্তু কার্যতঃ সংগৃহীত হইয়াছে ৪১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন। বাজারে সংগৃহীত শস্যের পরিমাণ পরিকল্পনা অপেক্ষা বেশি হইয়াছে। এখানে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য সংগৃহীত হইবে আশা করা হিল, কিন্তু কার্যতঃ সংগৃহীত হইয়াছে ১১ লক্ষ ৯ হাজার টন।

খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ দানের জন্য সরকার ১৯৪১ সালে ও পরবর্তী বিশ বৎসরের জন্য ১ কোটী টাকা ব্যয় করিবেন।

ভারত সরকার ৫ লক্ষ ৩৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিতে চান; ইহার মূল্য হইবে ১৬০ কোটী টাকা। ১৯৪১ সালে কি পরিমাণ বিদেশী খাদ্যশস্য সরকার কর্তৃক আমদানি করা হইবে তাহা এখনই বলা যায় না। বাণিজ্য মুকুলাই যে ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিতে বিদেশে প্রেরণ করিবেন, তাহা অবশ্য এই বিবরণের মধ্যে ধরা হয় নাই।

ভারতে কৃষির উন্নতি ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাহির হইতে কৌশল ও যন্ত্রপাতি আনিবার জন্যই যে এতখানি পণ্য আমদানির প্রয়োজন হইবে তাহা নহে। এখন যদি কঠিন অবস্থা যে অবস্থায় পৃথিবীর সমস্ত দেশ এক-পথে বাহির হইয়া আসিবে তেমন সময় হয়, তখনকার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ভারত সরকারের ইহা করা হইবে। অবশ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য ইত্যাদি আমদানি করিবার জন্য যাহারা বাহির হইতে আনা করা পরকার, তাহাদের সরকার তাহা এখন করিতে চাহেন এবং অবশ্য অতিরিক্ত পাওয়াও করা হইয়াছে।

পণ্যদ্রব্যের পাইকারী দর

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতার বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন পণ্যের যে দর ছিল—

কলিকাতা—

চাল—মরিচা ৮৲-৯৸৹, আতপ ১৭৲, বালাম সিদ্ধচাল ৮৫৹, চিনি ৭৫৹, আতপ ৭৯৹, রেঙ্গুন ৯৸৹-৯৸৹, চিনি ৭৸৹-৭৯৹।

ডালসমূহ—মরিচা হরি মটর ৩৸৹-৩৸৹, ছোট ৩৲-৩৸৹, চিনি ডালমিনি ৩৸৹, বাদামকলা উরদ ৫৸৹-৬৸৹, বাদাম কলা ছোলাদাল ৬৫৹, চিনি মুগ ৩৸৹, কাবুলি ৩৸৹-৩৸৹, মহুরা ২৸৹-২৯৹, ছোট মিনাবাদি ৩৸৹, আমদানি ৩৸৹-৩৸৹।

তরকারি—পটল মাঝারি ১৯৲-১৯৹, ঝিঙা মাঝারি ১৲, বুনো লম্বা ২১৹, চিনির লম্বা ২১৹, করলা বড় ২১৹-২৩৹, ছোট ১৯৲, কাঁকরোল চিনির ১৯৹, ১৯৲, ঢ্যাঁড়স ১৭৲, বেগুনী চিনির ১৮৹, ঘাড়ো ১৪৲-১৫৲।

ফল—আম ২৯৲-২৭৹, আনারস ১ডজ ২৯৲-২৯৲, কলা বড় ২৭৹-২৭৲, ছোট ২৫৹-২৭৹, কাঁঠাল ২৭৹, ২২৲, লেবু ২২৲, বেদানা ২২৲-২২৹।

বাজারে—

চিনাবাদাম—চৌন (৫ নম্বর পাইকা) ৩৮৲, চিনাবাদামের—২২৯৲, রেঙ্গুন চৌন (৫ নম্বর পাইকা) ৪৪৹, বেদানাবিচি (৩৫০ পাইকা) ৩৯০৲, ঐ (ভোটিয়া) ৩৯৹৲।

রাসায়ন—

খাদ্যশস্য—মধু, ৩০৲, ঘোলা ২৯৲, ঘৃতী ২৭৲।

তরকারি—কাঁচা মরিচ ১৮৹, আদার ১৮৹ মূল ২০৲, মরচা ২২৲।

ফল—১২৲, ডিমি বেদানা ৩৯/৹, ঐ (বেনারসী বিচী) ৪৯৲, আনারসী ২৯৲, ঐ (বেনারসী বিচী) ৪০৲-৪৭৲।

চৌন ও চৌনেতর—মরিচা ৩১৹, চিনাবাদাম ২৯৹-২৯৲, ঘৃতমরিচ ১৯৲, মরিচা চৌন ৮৯৲, চিনি চৌন ৯৯৲।

বোম্বাই—

তিনিবাদাম (বাংলো) ৪৮৲, তিনিবাদাম (বাদাম) ৪৭৬/০, তিনিবাদাম (বড়) ৪৭৬০, তিনিবাদাম (এক্সট্রা-বে,) ৪৯।০।

তিনিবোলের তৈল (স্থানীয় মিল) ২৬/০, ঐ ফেব্রুয়ারী মার্চ ২৫৬/০।

তিসি (বড়) ৪৭৬০, ঐ (ছোট) ৪৭৬০, ঐ (ফেব্রুয়ারী মার্চ) ৪৭।০, খোলমরিচ ৩২৭০৲৩৩০৲।

লিকাতা-রাজগঞ্জ কেরি সার্ভিস

বন্ধ হওয়ায় নানা অসুবিধা

হাওড়াঘাট—রাজগঞ্জ ও ডোমকলঘাট—রায়গঞ্জ ু পথে বহু বৎসর যাবৎ যে কেরি ষ্টীমার চলাচল ব্যবস্থা ল গত ৯লা ফেব্রুয়ারী হইতে তাহা বন্ধ হইয়া ায় এই পথে প্রত্যহ যাতায়াতকারী বহু লো ভার মাঝী অসুবিধায় পতিত হইয়াছেন। কারণজানা াইয়াছে, এই কেরি ষ্টীমারে করিয়া কলিকাতা ও ওয়ার মধ্যে চিনাবাদাম করিয়া হইত; ইহা ছাড়া ি ষ্টীমারে অনেক ভ্রমিষ্টকারীও কলিকাতার ভাড়ে আসিত। ষ্টীমার চলাচল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ি সকল ভ্রমিষ্টকারীর যাতায়াতও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। া দ্বারা প্রায় একশত কর্মচারী বেকার হইয়া ড়িয়াছেন।

হাওড়াঘাট বিভাগ প্রথমে পোর্ট কমিশনারকে া সার্ভিস চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ রেন। কিন্তু পোর্ট কমিশনার কর্তৃপক্ষ ইহা গ্রহণ রিতে অস্বীকার করেন। হাওড়াঘাট বিভাগ এখন ানে করিতেছেন কোন ব্যবসায়ী এই সার্ভিস ালাইতে রাজি আছেন কি না। এই সন্ধানকার্য এ পর্যন্ত সফল হয় নাই এবং যতদিন না ইহা সফল হইতেছে, ততদিন জনসাধারণকে দুর্ভোগ বৃদ্ধিতে হইবে ইহা মনে হইতেছে।

সংবাদে প্রকাশ যে, ক্যালকাটা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী তাহাদের যাত্রাজাহাজগুলি বিক্রয় করিয়া দিবার একজন ব্যবসায়ীর সাথে কথাবার্তা চালান। ব্যবসায়ীটি যাত্রাজাহাজগুলি কিনিয়া লইয়া সার্ভিস ালাইতে রাজী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেদা বার্থ হইয়া যায়।

যোগ্য কর্তৃপক্ষ এই ষ্টীমার সার্ভিস চালাইবার ন্য ক্যালকাটা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী এখন ছেন যে, যাহাতে যাত্রীদের কোনরূপ ভোগ হয়। ১২৩৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই ষ্টীমার া চালাইবেন পোর্ট কমিশনার কর্তৃপক্ষ। ঐ বৎসর ক্যালকাটা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী এই সার্ভিস চালাইবার ভার লন। কিন্তু আর্থিক ক্ষতি হইতেছে বলিয়া গত বৎসরে তাঁহারা ইহা বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জন-সাধারণের মধ্যে আপত্তি দেখা দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সিদ্ধান্ত অন্য হাওড়াঘাট ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীকে অন্য কিছুদিন সার্ভিস বজায় রাখিতে রাজী করান।

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন চালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল লাইন, পরেন্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত চালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্য্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা-১।

শেয়ার বাজার—

চায়ের শেয়ারে কেনা-বেচা

—:০:—

কলিকাতা, শনিবার, ১৯শে ফেব্রুয়ারী—বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ গতির অল্প ছিল তবুও বাজারের একটা ছিরতা বলা চলে যায়। কয়লা ও চায়ের শেয়ারের কিছুটা চাহিদা দেখা যায়।

কয়লার শেয়ারের মধ্যে বেঙ্গলের দর বৃদ্ধি পাইয়া ৫৯৲ টাকা হয়। সাঁতরা কলিয়ারী ১৫৸৹ পর্য্যন্ত উঠে, তেমনি ভেলে ১১৷০ আনা দর পর্য্যন্ত নেমে যায়। সাউথ কলিয়ারী ২৭৲ টাকা দর পর্য্যন্ত ওঠে। ইষ্ট্রেটেলস্ ৫৩৲ ও ডানবার ৩৸৹ দরে কিছুটা কেনা-বেচা হয়।

পাটের বাজারে বিশেষ-কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ দেখা যায় না। তাহাদের মধ্যে ইণ্ডিয়া দর পড়িয়া যায়। তাহারা দর হয় ৩৫৹।

বিবিধ বিভাগের শেয়ার মিশ্রিত ছিল বলা যাইতে পারে। নূতন শেয়ারের প্রতি আগ্রহের অভাব প্রকাশ পায়। অরিয়েন্ট ফায়ার ৫২৷০ আনা দরে ছিল থাকে, ইণ্ডিয়ান কেবল্ ২২৸৹ আনায় হয়। ইণ্ডিয়ান পেপার ৩৩৹ আনা পর্য্যন্ত দরে কেনা হয়েছে। ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স দর বৃদ্ধি পাইয়া ২৮৹ আনা হয়।

ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর নামিয়া যায়। ইহা ৩৪৹ হইতে ৩৪৹ দরে আসার পর ৩৩৸৹ আনায় আসিয়া আসে। ইহা অপেক্ষাকৃত ও ইহার দরে আরও আসিয়া যায়। আসিয়া সিমেন্ট ইহার দর হয় ২৩৸৹।

চায়ের শেয়ার পুনরায় চঞ্চল হইয়া উঠে। ইহার নূতন নূতন খরিদার আসিতে থাকে। জলপাইগুড়ি ১৭৹ আনা হয়, সেভক-ভেলি ২৫, ধরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ২৫৲ পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়; ডেলমুখে দর বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৷০ আনা হয়। বাগরাকোট ৩৩৸৹ টাকা পর্য্যন্ত উঠে এবং পরে ইহার কেনা-বেচা চলে।

ইহার পরে কলিকাতার শেয়ার-বাজার আরও পড়িয়া যায়। পাটের বিভাগে কাজকারবার খুবই নীরাবস্থ হইয়া পড়ে। বাজারে সাধারণ অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিবিধ বিভাগীয় শেয়ারের মধ্যে আরও মিশ্রিতা দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৪৹ পর্য্যন্ত নামে। ইহা অপেক্ষাকৃতভাবে দর হয় ৩৭৸৹।

মিল শেয়ার বাজার ছিল বেশ দেখা। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার দর হয় ২৫৲ ও বেঙ্গলের ৩১৲ টাকা।

আমদানীকৃত মালপত্রের

ব্রাবর্ণের বিবিধ—৫ হাজার (১৯৪৩-৮০) ৯৯৸৹ ১০০৲, ৫ হাজার বাকায় ১০৭৸৹, ৫ হাজার (১৯৫০-৫৫) ৯৯ ১০১৸৹, ৫ হাজার (১৯৫৭) ৯৯ ১০০৸৹, ৫ হাজার (১৯৫০-৭৫) ৯৯ ১০১৸৹, ৫ হাজার (১৯৫৩-৫৪) ৯৯ ১০১৸৹, ৫ হাজার (১৯৭৯) ৯৯ ১০১৸৹, ৫ হাজার (১৯৪১-৪৪) ৯৯ ১০৩৸৹, ৫ হাজার (১৯৫৮-৭০) ৯৯ ১০৪৸৹ ১০৬।০। ঘাস—আমদানী ৯৫৸৹ ৯৫৸৹। ডানবার কল—আমদানী ইষ্ট্রেটেলস ৫৯৲ ৬০৸৹, ডেলমুখ ২৫৲। আমদানী—আসামদারোজ ৩৫৸৹, ডেলমুখ ৫৯৲, ৫৯২৲, আসাম ভ্যালিফার্ম (প্রেফ) ৫৩৲, ডানবার ১৫।০ ১৫৫৸৹ ১৫।৸৹ ১৫৯।০ ১৫৫৲; ডেল্‌হাউসি ইণ্ডিয়া ৯৸৹ ৯৸৹; ক্রিসিয়া ৫।০; ডেলমুখ ডেলিস ৭১।০; ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ৩৯৸৹, ইষ্ট্রেটেলস ৫৭৲, হালিমারী ২৫৯৲ ২৫৯৸৹ ২৫৲ ২৬৸৹। ডেলমুখারী ২৯৸৹ ৩০।০ ৩০৸৹ ৩০৲, পাতলা কলিয়ারী ৯৲, ইণ্ডিয়ার ২৯৲ ২৫৸৹ ২৫৸৹; ডানবার ৩৲; ডেলমুখ ডেলস ৬৲৹ ৬৸৹। পাটকল—আসামদারো ১৬৯৸৹, বার্ণ ২৪৭৲ ২৪৮৲ ২৫০৲, ডেলমুখ-ইণ্ডিয়া ২৮২৲, টিলাজলা ২০৲, চিতাজলা ২৯৲ ২৮৸৹, ডেলমুখ ১০০৲, ডাকড়া ৬৮৲ ৬৮৲৹ ৬৯৸৹। ডানবারাটি ৩০৲ ইণ্ডিয়াবারা ২০৮৲ ২০২৲, ন্যাশনাল ১৯৫৲, ডেলিয়েন্টী ৬৲৹ ৬৸৹, ডানবেল ৯৸৹, ডিমরেল ২৪৮৲ ২৪৯৸৹। বিবিধ ডেলমুখী—আমেরিকেন ডাইবিন৹ ৫৮৲৹ ৫৯৹ ৫৯৸৹, ঐ (প্রেফ) ২৬৸৹ ২৬৸৹, ব্রাঞ্চ অর্পোরেশন ২৬৸৹, ব্রিটিশ ডাইল (প্রেফ) ৭২৷০ অর্ডনারি ডেফার্ড ৯৯ ১৮৸৹, ইণ্ডিয়ান কপার ৩৷০ ৩৷৹, ৩৸৹, অরুণাচল ডেভেলপমেন্ট ২১৸৹, চাকুল ৯৯ ৯৸৹, ডেলমুখী সিমেন্ট ৬৮৸৹ ৬৯৸৹ ৬৯৸৹ ১৲, ডেলমুখি এণ্ড ডেভিলপার্স ১৬৸৹, ডানবারী এণ্ড ডেলমুখী ২৪৸৹, অরুণাচল ইলেকট্রিক ১৩৯৸৹, ব্রাঞ্চপিপি ইলেকট্রিক ১৩৮৹, আর্থার ডাইলার ১১৮৹ ১১৷০, বার্ণ এণ্ড ডেলমুখ ৩০৲, ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩৪৸৹ ৩৫৸৹ ডেলমুখ ৩৪৫৸৹ ৩৪৯৸৹ ৩৪৮৹ ৩৪৯৸৹, ঐ (প্রেফ) ১০৪৹, ডেলমুখ এণ্ড ডেলমুখ ১৯৲ ১৯৸৹, ডুমরাজুরী ইণ্ডিমীরাজি ৭৫৹, ডানবার ৫৯৸৹, পাতল ইণ্ডিমীরাজি ২৯৸৹, ইণ্ডিয়া অর্পোরেশন ১৩৮৹ ১৩৯৸৹ ১৩৯৸৹ ১৩৯৸৹ ১৪৲, ইষ্ট্রেটেলস ডেলিমারী ৬৯৸৹, অরুণাচল এণ্ড ইণ্ডিয়া ইনভিস্টমেন্ট ১১৮৸৹, এসোসিয়েটেড ডেভেলপার্স (প্রেফ) ৭৩৹, বি আই অর্পোরেশন ৯৫৸৹ ৯৫৸৹ ৯৫৸৹ ৯৮৹, আসামবাটা ট্রেডস ১৮৸৹ ১৯৷০ ১৯৫৸৹, ইণ্ডিয়ান ডেভেলপমেন্ট ২২১৹, অরুণাচল ব্যাঙ্ক ৫২৷০ ৫২৷০ ৫১৯৸৹ ৫৮৮৸৹ ৫১৯৸৹ ৫১৹ ৫১৯৸৹; ইণ্ডিয়ান ডেভেল

আমদানি ৬/০ ইন্ডিয়ান ষ্টীমারে ৩/০ ; ইন্ডিয়ান উইভ এমার্টস্ ৩৯৸০, আর্টিষ্ট রেজারস্ ১৭৪৲ ১৪৯৲ ১৭৫৲ ; মুরাদ এমার্টস্ ৬৸০ ৭৲ ; ঐ (প্রেস) ৭৫৲ ; ব্যাঙ্কি মার্ক ১১৮/০ ১৭৸০ ১৭৷০ ১৭৸/০ ১৭৷০ ; মেডেল মার্ক ১৭৮/০ ১৭৮/০ ১৭৸০ ১৭৷০ ; ডালমার ইনমেডেল কেস্ ১২৸৸/০ ; গ'ডফ্রেজ (প্রেস) ৯২৲ ; কেস পেলার ৫৯৲ ; ইন্ডিয়ান পেলার গার্ল ১৮২৲ ১৮৩৲ ইয়ার পেলার ৬৸/০ ইয়ার পেলার ৩৩৲ ৩৩৸/০ ; আনার ম' ৮৮/০ ; ডালমার ব্যাঙ্কি এন্ড সিগি ১৩৫০ ইন্ডিয়া ইনসিগ ৮৸/০ ৮৷০ ৮৷৵০ ৮৸/০ ৮৫০ ; কেসমর মুরাদ ৮৲ ; চন্দ্রালো ৫৮৲ ৫৮৸/০ ডায়ার সিগি ডমারীয় ১৩৬৸/০ ১৩৬৸/০ ১৪৲ ; প্রাইমার ডোন ১২৯৫০ ২০৸/০ ; ইন্ডিয়া ১৩৫০ । চা-বাজার—বোম্বাজার ১৭৪০ ১৭৸৵০ ; ঐ ইন্ডিয়া ৫৫৫০ গুদারায় ৩৩০৲ হাসিমারা ৪৪৯০ ৪৫৬৸/০ ৪৫৲ ; ডাকলাবাড় ৯০৷০ ৪০৭০ ; শিলাপুখুরী ২৩৫০ ; জোলপুর ২৯৯০ ৩০৷০ ।

সোনা ও রূপার দর

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী - পাকা সোনা (প্রতি তোলা) ১১৪৲ ; বম্বাইয়া (প্রতি তোলা) ১১৩৸/০ সিলি (প্রতি গাদা) ৭৯৯০ , রূপা (প্রতি ১০০ তোলা) ১৯৩৲ ; ঐ পুরুষ প্রতি ১০০ তোলা ১৯৫০ । প্রাপ্তিস্থান বম্বাই এন্ড আদার্স, ৫৮৯ সেক্সপিয়র লেন ।

বোম্বাই ১৩ই ফেব্রুয়ারী—পাকা সোনা ১১৩৸/০ সিলি ৭৯৯০ ; রূপা ১৯৩৸/০ ।

বিজয়ভাস্করতীর্থ মহারাজ উধাও

বিজয়নগরী রেজীর সহকারে পরিচালনাধীন ইন্ডিয়ানস্কুলে আরোহিত হইবার পরে পনিস যে সময় বিজয়নগরীর বাড়ী যায় তাহার অব্যবহিত ৪০ মিনিট ইতো দিয়া ফাইলেন—তাহার সন্ধানের পনিস ও সরকারে আদেশের ফলায় এই বিষয়ে তদন্ত ইতিমধ্যে আরম্ভ করিয়া জানা গিয়াছে ।

এণ্ডলো সেরা সিগারেট

WILLS'S
WOODBINE
WILD

উইল্‌সের ওয়াইল্ড উডবাইন
।৶১০ আনায় ১০টি
স্থানীয় করের নিয়মাধীন ।

The Imperial Tobacco Company of India Ltd., Successors to W.D. & H.O. Wills, Bristol & London, Cigarettes made in India.

সংবাদ সঙ্কলন

লেক হাসপাতাল তুলিয়া দিবার জন্য ভারত সরকারের অভিপ্রায় প্রকাশ

লেক মেডিক্যাল হাসপাতালটী তুলিয়া দিবার অবস্থাদি লক্ষ্য করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ ডি, এল চুপ্রাসা কলিকাতায় আসিয়াছেন। প্রকাশ যে তিনি ভারত সরকারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এই হাসপাতালটির বিভিন্ন বিভাগ ক্রমে ক্রমে তুলিয়া দিবার একটী কার্য্যক্রম স্থির করিয়া যাইবেন। সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথমে হাসপাতালের চক্ষুরোগ বিভাগ এবং কান, নাক ও গলদেশের রোগ বিভাগ দুইটী আগামী জুলাই মাসের মধ্যে তুলিয়া দেওয়া হইবে। হাসপাতালটীর বর্ত্তমানে ৮০০ টাকার বেড আছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, লেক হাসপাতালটী যে জমির উপর অবস্থিত ও যে সকল বাড়ীতে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ রহিয়াছে, সেই জমি ও বাড়ীগুলির জন্য ভারত সরকারকে অতিপুরণ ও ভাড়া বাবদ ৯৯ টাকা দিতে হয়। স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে তিলুমিল পূর্ব্বে ভারত সরকার হাসপাতালটী জনসাধারণের জন্য রাখা কি না সে বিষয়ে না কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন; কিন্তু যে কারণেই হউক, শোনা যায় পশ্চিম বঙ্গ এ ব্যাপারে না কি হাসপাতালটীর জন্য কর্ত্তিকারের জন্য কোন দাবি বিবেচনা করিতে পারেন নাই।

হাওড়া মিউনিসিপালিটির উদ্বৃত্ত বাজেট

হাওড়া মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুধাংশু শেখর কুলপতিয়ার মিউনিসিপালিটির সভায় ১৯৫১-৫২ সালের বাজেট পেশ করেন। বিলাব অনুযায়ী আগামী বৎসর মিউনিসিপালিটির ৭৪,৫০,৭৭৫৲ টাকা আয় হইবে এবং ৭২,৩৯,১৩৫৲ টাকা ব্যয় হইবে। ফলে ২০৭,৪৪১৲ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। হাওড়া মিউনিসিপালিটি আরম্ভে পর ৩ বৎসরের মধ্যে এই প্রথম অর্থ উদ্বৃত্ত হইল। কর বৃদ্ধির কোনও প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নাই।

চেয়ারম্যান বলেন যে, অতিরিক্ত আয়ের কোনও সংস্থা না হইলে জলনিকাশের পায়খানা বৃদ্ধির অতিরিক্ত কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। বাজেটে জল নিকাশের ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য ৩,১৪,৩০০৲ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। ৩,০১,০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা এবং উচ্চ অধিবাসীদের জলাধারে জোগান দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সভাকক্ষ হাওড়ার মিউনিসিপাল অফিসারের হিসেব লাগাম সভার পূর্ব্বার ৫৩ প্রস্তাবে বলা হয় যে, আমরা শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে মিউনিসিপাল এলাকায় পুলিস বাহিনী বৃদ্ধির অথবা আরও অতিরিক্ত পুলিস রাখিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

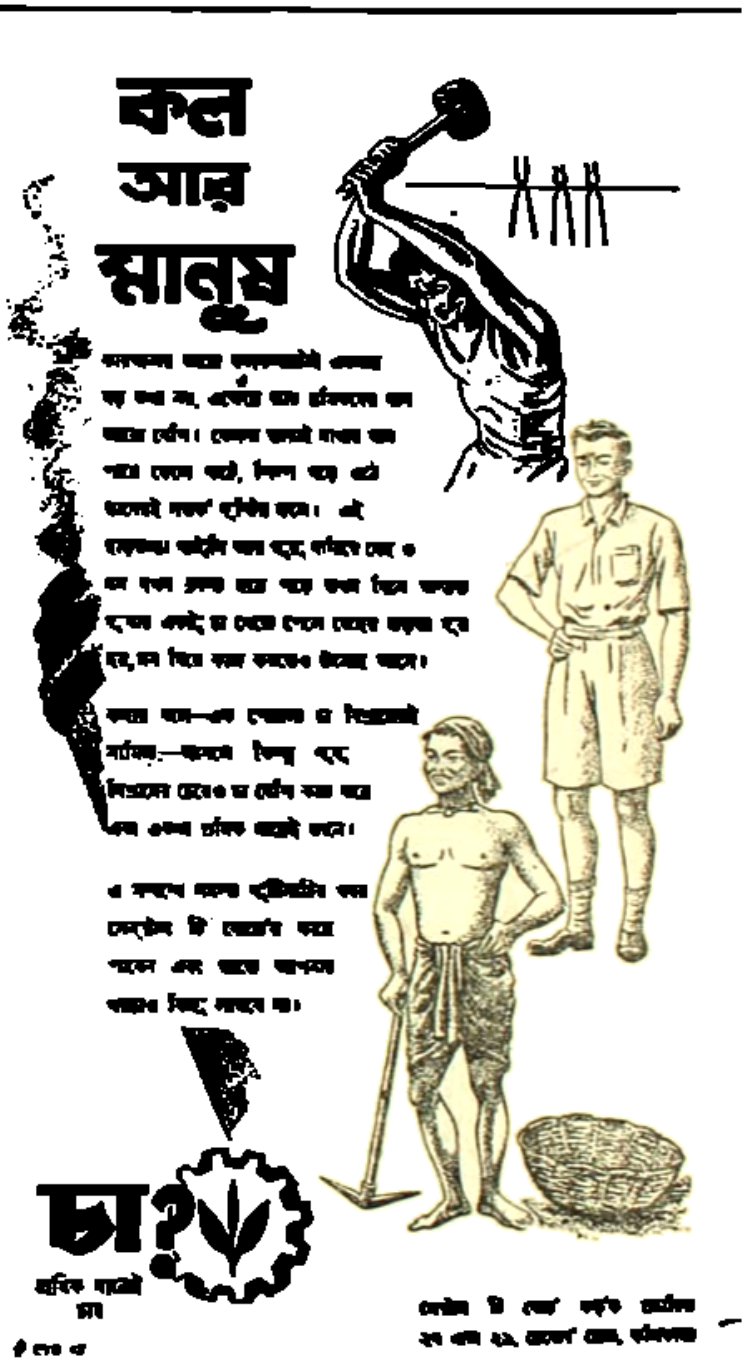

মালটানা গাড়ী
যাঁদের আছে তাঁরা জেনে রাখুন !

যে আপনারে। সবচেয়ে ভারী মাল বহন করতে এই দুটি হচ্ছে সেরা টায়ার আর অন্য যে কোনও টায়ারের চাইতে এরা চলেও অনেক বেশী মাইল

সব সময়েই ব্যবহার করবেন গুডইয়ারের তৈরী

এস্-রিব্—সবচেয়ে শক্ত টেড, সহজে ক্ষয় হয় না। বড় এবং ভারী মাল সমূহ অনেক বেশী দূর পর্য্যন্ত বহন করতে পারে, তাই মাইল প্রতি এই টায়ারের দাম পড়ে অনেক কম।

রোড লাগ্—হচ্ছে মজবুতভাবে তৈরী সেরা টায়ার যা' দৃঢ়ভাবে মাটি আঁকড়ে থাকে। রাস্তায় অথবা যেখানে রাস্তা নেই সেখানেও চলতে এর জুড়ি নেই। এই টায়ার সহজে কেটে যাওয়া, ফেঁসে যাওয়া অথবা অন্য কোন রকমভাবে নষ্ট হয়ে যায় না।

গুডইয়ারের ট্রাক টায়ার ব্যবহার করুন—এতে অনেক খরচ বাঁচবে।

GOODYEAR

দি ইণ্ডিয়ান্যাশনাল প্রেস, ৬৮ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও আর্যভিক আয়ার লিঃ এর পক্ষ হইতে ৩ নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা— ১ হইতে প্রকাশিত। টেলিফোন নং : বড়বাজার ৩৪৪১।

মুদ্রণ-তত্ত্বাবধায়ক : শ্রীসুধীরকুমার সরকার, এম এ

CENTRAL UNIVERSITY

REG. No. C3165.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৪৪ সংখ্যা] [illegible] [illegible] [মূল্য ৩

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়—	
জমির বে-আইনী দখলকারী	
প্রাসঙ্গিক—	
নূতন নাম 'কলাণী'	
আমার বাণীর	
গ্রাম ঘর	
পরমাণু	
যৌথিক—	
ইণ্ডিয়া জুট কোম্পানী লিমিটেড	
বাঙ্গেল মারকেন্টাইল কোম্পানী লিমিটেড	
চন্দননগর কলেজের ১৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি	
৫ ভারত পাকিস্থান চুক্তির সর্ত্তাবলী	
শ্রমিকের কথা—	
পশ্চিমবঙ্গ চুক্তিতে উৎপাদন হ্রাস	
বিশ্বে শ্রমিকের গড়পড়তা দর	
৭। শেয়ার বাজার—	
বোম্বের [illegible]	

জমির বে-আইনী দখলকারী

গত বৎসর পূর্ববঙ্গে যখন হাঙ্গাম বাধে তখন কয়েক লক্ষ লোক নিজেদের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়। তাঁহাদের এই দুর্দশাকে একদল লোক পরম সুযোগ মনে করিয়া সেই সময় নিজেদের অভাবের ক্ষত পুরাইয়া লইতে চেষ্টা করে। এই সব সুবিধাবাদীর একটা মোটা অংশই হইতেছে পূর্ববঙ্গবাসী অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে তাঁহাদের আবাস না থাকিলেও জন্ম হইতেছে হইয়াছিল সেইখানে। এই কারণে তাঁহারা রাতারাতি উদ্বাস্তু সাজিয়া পশ্চিমবঙ্গে জমি লুট করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। তাঁহাদের সঙ্গে অবশ্য প্রকৃত উদ্বাস্তুও যে এই ভাবে জমি দখল না করিয়াছেন, এমন নহে।

যখন এইরূপ লুট করিতে শুরু করে, এবং বে-আইনীভাবে জমি দখল করার চিত্র পড়িয়া যায়, তখন আমরা এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছি; এবং জন-সাধারণের ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। সেই সময় আমরা এই তথাকথিত উদ্বাস্তুদের উদ্বাস্তু না বলিয়া, উদ্বাস্তুর ভেজালে বলিয়াছিলাম। আসল কথা এই যে, উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, সে সমস্যা সমাধান করিতে যতো বেশি বেগ পাইতে হইত না, যদি না তাহার মধ্যে এই ভেজাল মিশিত।

উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা লইয়া এখানে তর্ক তুলিয়া লাভ নাই। কিন্তু জন-সাধারণ বিশ বছর ধরিয়া যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করিয়া

আসিতেছেন, তাঁহারা পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক অবস্থার সুযোগ পাইয়া কখনোই উহাদের আখ্যায় অভিহিত হইতে পারেন না, এবং তাঁহাদের জমি জায়গা ইত্যাদি বন্টন করিতে গভর্নমেন্ট বাধ্য নহেন। বিনা করিয়া আসে যেসব লোক, এই অবস্থাবাজিক ব্যাপারে তাঁহাদের একটা কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা গিয়াছে কি না। যদি ধারণা গিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা উহাদের অবসর করার পন্থা করা যাইবে।

যাঁহারা পূর্বতীন আশ্রয়প্রার্থী হইয়া বহু বৎসর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থার প্রশ্ন হইতেছে সবচেয়ে; কিন্তু যাঁহাদের আমরা ডেলাল বলিয়াছি, তাঁহারা এ যুক্তি মানিতে সম্মত নহেন। তাঁহাদের লোভ বেশি, এই কারণে তাঁহারা জমি-লোলুপের মত আসিয়া আগাইয়া আসিয়াছেন। এবং বে-আইনীভাবে জমি দখল করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের সেই জমি হইতে উচ্ছেদ করাই এখন সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা।

এই কারণেই অনধিকারী উচ্ছেদ বিল উত্থাপিত হইয়াছে. কোনো সভ্যদেশের গভর্নমেন্ট এই অবস্থা মানিয়া লইতে পারেন না। বে-আইনীভাবে অপরের জমি দখল করিয়া তাহা নিষ্কণ্টক করিয়া লওয়া যদি মানিয়া নিতে হয়, এবং মানিয়া না নিলে যদি তাহার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে চোরের চুরি-করা জিনিসকেও আইনসঙ্গত মানিয়া লইতে হইবে। চোরকে চুরির অপরাধে অপরাধী করিলে যদি তাহারা ধর্মঘট বা সত্যাগ্রহ করে, তবে তো সেই সত্যাগ্রহের কাছেও নতি স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

বে-আইনীভাবে কিছুর জমি দখল করা হইয়াছে। সেই সব জমি হইতে এই সব দখলকারীকে উঠাইয়া দিবার অধিকার যদি গভর্নমেন্টের না থাকে, তাহা হইলে গভর্নমেন্ট থাকিয়া লাভ কি। দেশকে পুরাপুরি অরাজক করিয়া ছাড়িয়া দিলেই তো মিটিয়া যায়। গভর্নমেন্টকে বাঁচিতে হইলে, দেশে ন্যায়-নীতি নিয়মের পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইলে বে-আইনীভাবে জমিদখল কাজটিকে অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে এবং সে সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ অবস্থার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলে যে তাহার প্রতিবাদ হইতে পারে, ইহা আমরা পূর্বে কল্পনা করিতে পারি নাই।

বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির হইতে সংগৃহীত এক বিরাট জনতা সেদিন ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। একটি আইনসিদ্ধ কাজ করিয়া তাহার সমর্থন লাভের আশায় আর একটি আইন অমান্য করা হইল। এই জনতার মধ্যে কেবল পুরুষ ছিল না, ছিল মেয়েরাও এবং আরও মারাত্মক কথা,—ছিল অসংখ্য বালক ও শিশু। এই শোভাযাত্রাটির যাহারা সংগঠক, তাঁহারা নিশ্চয় ভরসার সঙ্গে করিয়া নারী ও শিশু লইয়া আসিয়াছেন, তাহাই আমরা ভাবিতেছি। আইন লঙ্ঘন করিতে গিয়া যদি পুলিসের সহিত কোনো সংঘর্ষ বাধে তাহা হইলে এই নারী ও শিশুর দোহাই দিয়া তাহারা জনসাধারণের সহানুভূতি লাভের সুবিধা পাইবেন, ইহাই ছিল সম্ভবত তাঁহাদের মূল বিশ্বাস। কিন্তু তাঁহাদের সে অভিলাষ পূর্ণ হইল না। জনসাধারণ তাঁহাদের সব কল-কৌশলই ধরিয়া ফেলিয়াছে। তাই এতদিন তাঁহাদের সমর্থন লাভের আশা এখন দুরাশা মাত্র।

কিন্তু আসল উদ্বাস্তুটি অপরের জমি (সে সেই ব্যক্তিই হোক না কেন) জোর করিয়া দখল করিয়া তাহাদের সমর্থন লাভের আশা বাতুলতা মাত্র তাহাদের মানসিক অবস্থাটা যে কেমন দাঁড়াইয়াছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের এই মানসিক ব্যাধি যে সমাজজীবনে সংক্রামিত করিতেছেন, ইহাই হইল আতঙ্ক ও উদ্বেগের কথা। দেশ এখন কোন দিকে চলিয়াছে, তাহা দেশ সকলে স্থিরমস্তিষ্কে ভাবিয়া দেখেন।

জমি জবর-দখল করা কাজটি যদি জনসাধারণের উদ্যোগে আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত হইয়া যায়, তাহা হইলে তো আরো বেআইনী কাজকেও আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবার দাবি উঠিবে। অপরের জমি অপহরণ যদি অপরাধ না হয়, অপরের অন্যান্য দ্রব্য (ঘটি-বাটি ইত্যাদি) অপহরণও তাহা হইলে অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এই সব কাজকেও আইনসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করার জন্য দাবি উঠিবে বলিয়া।

এরূপ হইলে সেই মূলুক সমাজটির চেহারা কিরূপ হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। তখন কাহারো আর কোনো জিনিসের উপর স্বত্ত্ব বা অধিকার থাকিবে না. তোমার জিনিস আজ আমি কাড়িয়া লইয়া যাইব, আমার জিনিস তুমি কাল কাড়িয়া লইয়া যাইবে; কিন্তু সেই কাড়াকাড়ি কাজটি আর বে-আইনী হইবে না। সবই আইনের দ্বারা সমর্থিত হইবে। সেই ভীষণ আর ভয়ঙ্কর সমাজের চিত্র স্মরণ করিলে যে-কোনো স্বাভাবিক মানুষের আতঙ্ক হইবে।

সুতরাং বে-আইনী দখলকারীদের জমি হইতে উচ্ছেদ করাই হইতেছে এখন একমাত্র পথ, সভ্য সমাজের একমাত্র রীতি। ইহাতে আর কোনোরূপ সমস্যার উদ্ভব হইবে না, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। যাহারা নিজেরা সাধু করিয়া উদ্বাস্তু সাজিয়াছেন, তাঁহারাই এই আইনের আওতায় পড়িবেন বেশি। তাঁহাদের নিজেদের কর্মদোষে তাঁহারা এই একটা নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এ সমস্যা দেশের সমস্যা নহে, ইহা হইল সেই সব ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সমস্যা।

যখন বেআইনীভাবে জমি জবর দখল করা হইতেছিল তখন এইসব ব্যক্তি বিশেষ ভরসার সে-কাজ করিয়াছেন, তাহাই স্বাভাবিক বিশ্বাস। হালদার সমস্ত যখন একটা অন্যায়-এরূপ ভাবে করিয়া আসিতেছিল, তখন গভর্নমেন্ট ছিল বিশ্বাসঘাতক। সেই বিশ্বাসের জন্য ইহারা ভাবিয়া থাকিবেন যে, সেদিন সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা আর ফিরিবে না; তাঁহাদের এই যে আইনী কাজটি চিরকালের জন্য স্বীকৃত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইবার নয়। দেশে এখন কিছুটা স্বিতাবস্থা আসিয়াছে, তাই গভর্নমেন্টকে ফিরিয়া দেখিতে হইতেছে, কোনটা আইনসঙ্গত ও কোনটা বেআইনী।

প্রাসঙ্গিক

—:০:—

নূতন নগর 'কল্যাণী'—

কলিকাতা হইতে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে গাঙ্গুড়া পাড়ায় নিকট নূতন নগর নির্মিত হইতেছে। গত শনিবারে উহার আরম্ভন ও ভিত্তিপ্রস্তরস্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ইহার আয়তন হইয়াছে কল্যাণী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগর নির্মাণের যে পরিকল্পনা আছে, কল্যাণী হইতেছে তাহারই একটী। এই নূতন নগর প্রায় ১১ হাজার একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। এইরূপ হিসাব করা হইয়াছে যে, এই নূতন নগর গড়িতে প্রায় ৮ কোটী টাকা খরচ হইবে। এখান হইতে একর জমির মধ্যে যে অংশে নগর প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার পরিমাণ ৩ হাজার একর। প্রতি কাঠা জমি ৪০০৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্যন্ত দাম দিতে হইবে। এই নূতন নগরীতে বাড়ি তৈয়ারীর জন্য বিক্রয় করা হইবে। এক একটী বিঘার হইবে ৩, ৫, ৭, ৫, ১০ ও ২০ একর। এই নূতন নগর নির্মিত হোক—ইহা সকলেই আন্তরিক কামনা করিবেন। কলিকাতা এখন হইতে লোকসংখ্যা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে লোকজন যাহাতে নগর গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার জন্যযোগ সুবিধা করা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়াই অনুভূত হইয়াছে। ইহার চারিপাশে যদি একটি নগর গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে কলিকাতার অত্যধিকের পক্ষে উহা গহরে মিলা যাওয়া কিছু অসম্ভব হইবে না। এইরূপ পরিকল্পনা আরও অনেক আগে হইয়াছে করা আবশ্যক ছিল। তাহা যদি হইত তাহা হইলে কলিকাতা বিরাট লোকে লোকারণ্য হইত না এবং এখনকার বাড়ির এইরূপ প্রয়োজনও দেখা দিত না। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা ভারতের মাঝে অবস্থিত, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বা গণ্ডগোল বিরোধে এক অসহায় অবস্থায় পড়িয়া উঠিয়াছে—এই সকলের অনুসরণে আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটী অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে বাহাদের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এখন মহানগরের অসংখ্য লোকের হাজারের মধ্যে বিমানবন্দর রাখার আলোচনা দেখা দিয়াছে। এই নূতন নগর কল্যাণীর অবস্থানে কলকিলের ভারাক্রান্ত না হয় সে দিকে লক্ষ্যের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কল্যাণীর নগর পরিকল্পনার মধ্যে আর একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য। এখানে বিদ্যুৎ দ্বারা কলিকাতা বিদ্যালয়ের জন্য সর্বাধিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানকালে কিরূপ সকলে দেখা দিয়াছে তাহা সকলেই বিদিত। ছাত্র ও শিক্ষকদের একই স্থানে বাস করা এবং পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রাখা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অত্যধিক কিরূপ বৃহৎ কলিকাতার ন্যায় মহানগরে এই বিষয় ও রীতি রক্ষা করিয়া চলা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কল্যাণীর যদি শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাহা ভারতের পক্ষে সত্যই কল্যাণকর হইবে এবং এই নগরের নাম সার্থক হইবে। মূর্তির বিদ্যুৎ উপকরণ প্রস্তুতের জন্য এখানে কারখানা স্থাপিত হইবে। অবৈতনিক সাড়া এই কারখানা গড়ি ২১ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়াছেন। সাড়ার নাম আমরা আগে শুনি নাই; কিন্তু ইহা সত্যই যেন যাদু-দণ্ড এই ২১ লক্ষ টাকাই সাড়ার নিজস্ব টাকা কি না। যেন কলিকাতা শ্রোক, তিনি এই প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য করিয়াছেন। সেই বিষয় হইতে কিরূপে তিনি যে যেন নিজ বিদ্যালয়ের জন্য দান করিয়াছেন, ইহা সত্যই ভাল-সংবাদ। সে যাহাই হোক, কল্যাণী গড়িয়া উঠুক এবং আগামি জীবনে কল্যাণ আনয়ন করুক—ইহাই সকলে কামনা করে। বাংলা জমিয়া যাইবার পর রাজধানী মনে যে আন্দোলন ও হজুগ দেখা দিয়াছে তাহা ধীরে ধীরে এইভাবে দূরীভূত হউক—ইহাই সকলের চাহ। এখানে কারখানা প্রতি জমির দর যেরূপ ধার্য হইয়াছে তাহা খুব বেশি নয়। কলিকাতার বড় মহলের এক, বিঘাটী একটী মহাজনকে এখন দরে জমি গড়ি কলিকাতার পরে কলিকাতা করিয়া যদি আজ বিক্রয়ের না হয়, তবু কলিকাতার তাহা লোভনীয় বলিয়াই যে বিবেচিত হইবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমাদের কাশ্মীর—

বিদেশগত পণ্ডিত কাশ্মীর সম্বন্ধে ইক-মার্কিন যুক্ত পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবে ভারত মৈত্রীর প্রকাশ করিয়াছে। কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ এই বিষয়ে এ বিষয়ে মন্তব্যসহ বিবরণ করিয়া লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পাকিস্তান ও আন্তর্জাতিক উপায়ে মতভেদ-সমাধানের জন্য আলোচনা—এই মতবাদী যৌক্তিক রীতি এই প্রস্তাবে উপেক্ষা করা হইয়াছে। যৌক্তিক রীতিগুলি হইতেছে এই—১। গার্বভৌম ২। নিরাপত্তা ৩। আন্তর্জাতিক আদালত ৪। রাষ্ট্র ও কাশ্মীর রাজ্য লোকায় গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রের সমাধান; এই সব আলোচ্য বিষয়গুলি উপেক্ষা করিয়া ইক-মার্কিন প্রস্তাব কাশ্মীর সমস্যা মূলসমেত প্রতিকার পরিত্যাগ চেষ্টার আমূল পরিবর্তনের। কিন্তু ভারত ও কাশ্মীর ইক-মার্কিন প্রস্তাব মূলনীতিগত দিক দিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই কারণে আমরা এই মূলে প্রস্তাবে যে কিছুতেই সমাধান হইবে না, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। পাকিস্তান সরকার আক্রমণকারী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সহিত কথা বলিবার কোনো প্রয়োজন উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু ইক-মার্কিন শক্তি পাকিস্তানকে সরাসরি আক্রমণকারীরূপে প্রমাণ করিতে কেন যে সাহসে তাহা কিছুতেই বুঝা যাইতেছে না। ইহার একটী কারণ এই হইতে পারে যে, পাক-জনসাধারণ এই সমস্যাটা অন্তরিম পরার ফল হিসাবেই ধরিয়া লইয়াছে। ইক-মার্কিন শক্তি পাকিস্তানের সহিত কথা বলিবার জন্য কাশ্মীর হইতে সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যাহারা, তাহারা হইতে পাকিস্তান কোনো শক্তির প্রয়োগই সে করিতে হইবে না। পাকিস্তান যখন আক্রমণকারী বলিয়া গণ্য, তখন তাহার সহিত কথার কথা আর কেন? এখন কাশ্মীরে যাহাতে স্থায়ীভাবে শান্তিরক্ষা প্রবর্তন করা যায় তাহার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই প্রয়োজন। এই পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইলে (১) রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থার দৃঢ় এবং সেই সঙ্গে আবশ্যক গঠনতন্ত্রের গার্বভৌম পুনঃপ্রতিষ্ঠা, (২) আক্রমণকারীদের দ্বারা গঠিত নকল বাহিনীর বিলোপসাধন, (৩) আজাদ কাশ্মীর গঠনতন্ত্রের এবং ঐক সরকার কর্তৃক গঠিত বাহিনী—যারা উভয়কেই দেশরক্ষাবাহিনীর বিলোপসাধন, (৪) রাজনৈতিক অবস্থার উপযোগিতা দিক দিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের পুনর্বিবেচনা; এই সব দাবী পূরণ করিতে হইবে। কিন্তু ইক-মার্কিন প্রস্তাব দ্বারা করিতে চায় তাহার দ্বারা এই সব দাবীর মধ্যে একটী দাবীরও পূরণের প্রতিশ্রুতি নাই। এখন সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের যে অবস্থার সমাধান করা নিরাপত্তি, সে আশা বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন তাহা কিছু অসম্ভব, তাহার

সরকার বাহির করিয়া লইবে জানিয়াও তাহারা নীরব। জাহাজের মুখি হইতে বিজলীর ও পাম্পগুলির যাবতীয় লেখা উহাদের ভার সেকেণ্ড ডাইরেক্টর গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই।

পঞ্চম কর্মী—

গত শনিবারে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। জাতীয় প্রবর্ত্তী শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ইহার সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় ছিল অনেক, এবং আলোচনাও হইয়াছে বিস্তর। কিন্তু মোটামুটিভাবে যে কয়টির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেছে পঞ্চমবর্ণ। পঞ্চম-বর্ণের প্রতি যদি জাতির উৎসাহ ও উদ্দীপনা না থাকে তাহা হইলে জাতির উন্নতি সম্ভব নহে। এই কারণে অনেকে পঞ্চমবর্ণটিকে অনুসলমের কাছে অশ্লীল বলে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পরে সকলের মধ্যে কিরূপ নিরুৎসাহ দেখা দেয়। পঞ্চম বর্ণের প্রতি ঢালাঢালি সকলে মন আছা হারাইয়া বসিয়াছে। তাহাতে এমন যে যন্ত্র ও যন্ত্র লইয়া টানাটানি দেখা দিয়াছে, ইহার ফলেও বহিয়াছে জাতিসত্তাবে সকলের কণ্ঠে অবিচ্ছা। এই বিরুদ্ধ হইবার ফলে পাঞ্জাবের গম-উৎপাদনের সকল পরিমাণে পাকিস্তানে এবং বাঙলার চাউল উৎপাদন অধিকাংশ পরিমাণে পাকিস্তানেরই মধ্যে। ইহার ফলে যুদ্ধোত্তরকালীন খাদ্যসঙ্কট আরও ভোরালো ও ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী এবং অসাধারণ উর্বরা ভূমি, কিন্তু এসব সত্ত্বেও আজও ভারত আধুনিকতম নহে। ইহা বিস্ময় বলিয়া বোধ হইতে পারে। সরকারী বিভাগে অপ্রতুলতার জন্য হয়তো অনেক ক্ষেত্রে হয় ই. কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষদের পিছনে যদি জনমতের বল না থাকে তাহা হইলে কোনো কাজ নির্দ্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে না। চাষিরা এক লক্ষ জমি রহিয়াছে, যে সব জমি চাষ করিলে বছরে বহু কোটি টাকা পাওয়া হইতে পারে। কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে, সে সব জমি চাষ করা হইতেছে না। এ সবের মূলে রহিয়াছে কিষাণ ও চাষীদের কর্মে নিস্পৃহতা ও অনীহা। ইহাদের মধ্যে কর্মে প্রেরণা জাগাইবার জন্য সরকারী আইন বা করিলেই চলে না। ইহার জন্য দরকার জনসেবকদের দল। গ্রামে গ্রামে গিয়া তাহারা চাষ ও চাষীদের মধ্যে কর্মপ্রেরণা যদি জাগাইতে পারে তাহা হইলে কাজ আরও ভালোভাবে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের কথা যে, দেশে কর্মীর চেয়ে অপকর্মীর সংখ্যা আজ বেশি। চাষীদের অন্ন কিনিতে ও বিক্রয় করিবার কাজে দিতে—এমন কর্মীর অভাব এখন ও বড়-একটা হইতেছে না। কিন্তু যেখানে গ্রামে কাজ করিলে দেশের মঙ্গল ও কল্যাণ, গ্রামে কর্মীর দেখা পাওয়া দুষ্কর। পশ্চিমবঙ্গ সেবিক সম্মেলন যদি কেবল কর্মীর জোগান দিতে পারে, আমরা মনে করিতে তাহারা কৃতকার্য্য হইবেন।

ষষ্ঠ দান—

এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম তাহার উপর আমাদের দেশের সমস্যা। গ্রামের অবস্থা এই সমস্যা আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে অন্ন-সমস্যা ও বিবাহের মনে আরও এ উহাদের সমস্যা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে যোগিয়াজনুর, জলের ও বিজলীশূন্য এলাকাতেই ইহাদের আক্রমণ হইয়াছে খুব জোরালো। ইহাদের হাত হইতে ক্ষেত ও খামার রক্ষা করিবার জন্য অজস্র অংশগ্রহণ দেখা দিয়াছে। এমন শোনা যাইতেছে যে, এই কিনাই এলাকার নির্ব্বাচনের ভার নাকি ফসল রক্ষিতে হইবে—এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। তাহা সরকারের কর্মিসংকোচনের সঙ্গে উহাদের উদ্যোগ করিয়াছিলেন শুনিয়াছি। তাহাদের এ অবস্থা আন্তরিকভাবে কিনা জানিতে ইচ্ছা হয়।

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্বতিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ঢালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও লাইট রেল, তৈরি করে মালগাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও টানামাটির জিনিস, রেল লাইন, পয়েন্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিকাশনের কাজে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (নকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্য্যায়ভুক্ত যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা-১।

বৌথিক—

ষ্টাণ্ডার্ড জুট কোম্পানী লিমিটেড

(ম্যানেজিং এজেন্টস্—বার্ড এণ্ড কোং লিঃ)

—:০:—

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাজারিক হিসাবে ষ্টাণ্ডার্ড জুট কোম্পানীর হিসাব নিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। কোম্পানী আলোচ্য সময়ে পূর্ববর্ত্তী বর্ষ অপেক্ষা ৪৯ বিঘে বাড়ে ১১,৫৯,০৩৮৲ টাকা অধিক অর্জ্জন করিয়াছে, ফলে লাভের পরিমাণ ১,৬৯,১০৯৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৫,৮৯,৭০৩৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে; অবশ্য ইহা হইতে 'পাক-আদায়' মূলা বিনিময় হ্রাস নিমিত্ত লোকসান সম্ভাবনা জের ১,৩৪,১৮৩৲ টাকা বরাদ্দ রাখিয়া নীট লাভের পরিমাণ ৪,৫১,১০৭৲ দেখান হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ১.২৫ লক্ষ ও লক্ষ অধিক বাবে ৩৪,৩০০৲ টাকা অধিক বরাদ্দকৃত হইয়াছে. পক্ষান্তরে অবশ্য ও অস্থায়ী লাভের জের-এ বিনিময় হ্রাস পরিপূরী হয়। এই অর্থবর্ষে কোম্পানী পূর্ববর্ত্তী বর্ষ অপেক্ষা বিভাগ বাবে (০×২=৩) লাভাংশ দেয়ারে লভ্যাংশে বিতরণ করিয়াছে।

দেনা পাওনার মাসান্তে ১৪,৪০২৲ ও ১,৯৬,১১৭৲ হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। লগ্নী তহবিল পূর্ববর্ষাপেক্ষা ২,৪১, ৭১৭৲ বৃদ্ধি পাইয়া ৩,৫১,৪৮৫৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

পরীক্ষিত হিসাব

অর্থবর্ষ অন্ত	৩০-৯-৫০	৩১-৩-৫০	
	টাকা	টাকা	টাকা
চল্তি বিক্রয়	৭৪,৩৩,১৮৭	৬৮,৪৩,১১৯	৮০,০৬,১১০
মজুত	১৪,৬৬,৭০৩	১৪,১০,২১৯	২,১০,৪৪১
নীট লাভ	৪,৫১,১০৭	৩,১৭,৪৩৭	৬৩,৪৪৮৲
জের	২,৪৪,০০০	১,২০,০০০	
বন্ধকী	২১,৩৪৮	২৩,৭১৪	২৩,১৮৩
লগ্নী তহবিল	৩৫,৮০০		
লভ্যাংশ দেয়ারে—			
অস্থায়ী	১,৫০,৩৭৩		২৫,১০৭
প্রেফারেন্স	২৭,০০০		২৭,০০০
জের	৫০,৭৭৩		১,৩৪৫
লভ্যাংশ লভ্যাংশ হার			
অস্থায়ী	৩ .	৩	১
প্রেফারেন্স	৫ .	৩	৩

কলমাতে ২,৪৫,০০০৲, অন্যত্রাদায়ে ২১,৩৪৮৲ বিনিময় হ্রাস নিমিত্ত লোকসান পাকিস্তানে লভ্যাংশ জের ১,৩৪,৫৪৩৲ ও লাভাংশ বরাদ্দ বাবে ৩৫,৮০০৲ বরাদ্দ রাখিয়া অতিরিক্ত ১,৪৯,৮৪৩৲ টাকার পরিচ্ছন্ন পূর্ববর্ত্তী উদ্বৃত্ত লভ্যাংশ ৭৮,৭৮১৲ জের দিয়া লভ্যাংশ অতিরেকের মূলাবার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ২,২৮,৬৪০৲ টাকা।

পরিচালকবর্গ জেনারেল রিজার্ভ হইতে কোম্পানী প্রদত্ত আয়কর-এর জন্য কিছুমাত্র বাদ না দিয়া এইরূপভাবে মূলাবান অর্জনের তুলনামূলক অভিব্যক্তি দিয়াছেন :

পাকিস্তান সরকার ৬ বাবে প্রেফারেন্স দেয়ারে ২৭,০০০৲ ও দেয়ার প্রতি ৯৲ হারে অতিরিক্ত দেয়ারে ১,৫০,৩৭৩৲ ; অবশিষ্ট ৫০,৭৭৩ টাকায় জের টানা হইয়াছে।

মূলধন :—অনুমোদিত, বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত ৩৫,১৯,৩০০৲ ; পাকিস্তান ৯৲ টাকার কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স দেয়ার ১,০০০৲ ও সাধারণ দেয়ার ১৫,১৯০৲। প্রেফারেন্স দেয়ার ১০০৲ মূল্যের ও সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত।

বিভিন্ন লগ্নের লাভাংশ

লগ্ন—	৩০-৯-৫০	৩১-৩-৫০	৩০-৯-৪৯
	টাকা	টাকা	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন			
প্রেফারেন্স	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
অস্থায়ী	১৫,১৯,৩০০	১৫,১৯,৩০০	১৫,১৯,৩০০
সঞ্চিত মূলধন	৩৩,৫১,০০০	৩৩,৫১,০০০	৩৩,৫১,০৩৩
লভ্য অতিরিক্ত	৮,০০,০০০	৭,৫৫,৫০০	৭,৫৫,৫০০
অস্থায়ী অতিরিক্ত	৩,৫৮,৪৩৩	৩,৫৮,৪৩৩	৩,৫৮,৪৩৩
বিনিময় হ্রাসের জন্য লভ্যাংশ জের..	১৩৪,৪৪৮		
দেনা	১১,৩৩,৫১০	১১,১৮,৮১১	১৬,১০,৫২২
জের	৫০,১৭৩	৭৮,১৮১	৭,৫৪৫
মোট	১০৪,৫৫,২৪৩	১০৪,০৮,৪৩৭	৯৬,১১,৩৪১
সম্পত্তি—			
মোট স্থায় সম্পত্তি	৯৩,৩১,১৫৫	৯৩,৫৫,১৯৮	৯৩,৫৫,১৯৮
অন্যত্র	৫৫,১১,১৭৩	৫৫,১১,১২১	৫৫,১১,৫০৩
নীট স্থায় সম্পত্তি	৩৮,৩১,০৭৩	৩৮,৭৪,৭৭৭	৩৮,৩৮,৩১২
লভ্যাংশ	১,৫৫,১৩০	১,১১,১৭৪	১০,৩৩,০৩১
মজুত	৩০,৩১,৫৩৩	১৩,১১,৫১১	১৭,৫৫,৩৭৪
পাওনা	১২,৫৫,৭৪১	১৪,৫১,৯৩৫	১৫,৩৮,৭৮০
স্থায় বিনিয়োগ	৪,৩১,৩৭৪	৪,৫১,৭১৪	৪,৩১,৯০০
অতি লাভকর রাখা	৫,১৯,১৫৪	৪,৩৩,৩০০	৪,৩৩,৫৩০
নগদ	৩,১১,৯৩৩	৩,১১,৫৮৫	৩,১৭,৫৩৩
মোট	১০৪,৫৫,২৪৩	১০৪,০৮,৪৩৭	৯৬,১১,৩৪১
ঋণ সম্পত্তি	৩৫,১৪,১৮০	৩৩,৩৩,৩০০	১৭,৫৩,১১১

। লভ্যাংশ লভ্য অতিরিক্ত হইতে ১,১০,০০০৲ ও লভ্যাংশে আয়কর বাবে হইতে ১৫,০০০৲ পাকা জমা করিয়া।

গ্যাম্বেল্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড

(ম্যানেজিং এজেন্টস্—ম্যাক্নীল এণ্ড বেরী লিঃ)

—:০:—

গত ৩০শে সেপ্টেম্বরে সমাপ্ত অর্থবৎসর ধাপিয়া গ্যাম্বেল্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর কাজ-কারবারে খুবই অসুবিধা চলিতে থাকে। অথচ বেঙ্গল পরিচালন বিভাগ বহুত লাভের পরিমাণ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনার পাটের বিলি-অনুযায়ী করিয়া বিলাতিতে চালু রাখিতে সক্ষম হইয়াছে; কিন্তু পাকিস্থানী পাটের অভাবে তৈয়ারী মালের দাম অনেক নীচে নামিয়া যায়। অথচার লটির দাম ধরা করিয়া হইলে পাকিস্থানী পাট অপেক্ষা অনেক উচ্চ মূল্যে তাহা পাট কিনিতে হইত।

বৎসরের প্রারম্ভে মূলধন প্রতিষ্ঠেয়া ৫লিয়া গাইতে থাকায় উৎপাদন বন্ধই বাড়ান হইয়াছে; পরিবর্তে যেসব অংশ লোক নিয়োগ করা হয়, তাহারা নিয়ন্ত উৎপাদন ক্ষমতার সহিত কাজ করিতে পারে না। বহু নিম্ন জাতির কাজ হইতেছে দেখায় এপ্রিল মাসে উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যায়। আলোচ্য সময়ের শেষদিকে উৎপাদন পরিমাণের কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু প্রারম্ভে যে প্রচুর অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে তাহার ফলে উৎপাদন ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু এই হয় মাস ধরিয়া মজুরিশ্রমিকের অভাব থাকিয়া যায়। ট্রাইবুনাল কর্তৃক নির্দিষ্ট বেতন বিভাগের মর্যাদানুযায়ী এবং নব মূলধনের ও অন্যান্য কর্মচারী মজুরী বাড়িয়া চলিয়া বিলাতিস্থ ডাইরেক্টরদের সাহায্যদান করিতে হয়। ইহার জন্য ৮৭০০০৲ টাকা ব্যয়িত হয়।

এই হয় মাস ধাপিয়া পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যের নরেই তৈয়ারী মাল ও কাঁচা পাটের ক্রেতা-বিক্রয় হয় এবং মালের বিপুল চাহিদা থাকে।

আলোচ্য সময়ে উৎপাদন আরম্ভ হইলেও আর-এর দিক দিয়া কোম্পানী পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা অধিকতর সংকটাপন্ন হইয়াছে। বিক্রয় লব্ধ অর্থের পরিমাণ ১৮,২৭,৪০০৲ বৃদ্ধি পাইয়া ১৩৩,৭১,৩৩৯৲ এবং মীট লাভ ১০,৪১,২১৯৲ দাঁড়াইয়াছে; অবচয় ও অন্যান্য অনিবার্য ব্যয়ের ১,৪০,০০০৲ ও ৪,০০,০০০৲ হারাইয়া মোট ১০৪,৭৭,২২৫৲ ও ৮,৩৫,০০০৲ করা হইয়াছে; পূর্ববর্তী হয় মাসে কোম্পানী লাভ করা করিতে পারেনি হয়ে উৎপন্ন আলোচনীয় প্রয়োজনার্থে লভ্য অর্থের হইতে ৫,৪৯,৪১৬৲ ও অবচয়ের বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ১৫,০০০৲ মোকাম দিয়া ৫,৪১,৪২০৲ মোকাম বিলীন হইয়াছে; কাজেই তখন লাভের অংশে কোনো বরাদ্দ সম্ভবপর হয় নাই। এবার এই অংশে সম্ভবপর ৩০ আনা ও আনাদীয়ের ৫৲ হারে বরাদ্দ বিভাজন করা হইয়াছে। অবচিত লাভ ৫১,০০২৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাওনার ২,৪০,১৮০৲ টাকার অধিক দেখা যায়, পক্ষান্তরে দেনা ১৩,১৭,৩৩৯৲ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পরীক্ষিত হিসাব

অর্থবৎসর অন্তে	৩০-৯-৪০		৩০-৯-৪১
	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়	১৩৪,০১,৩৩৯	১৩৪,৭১,৩৩৯	১৭৯,৪৯,৩৩৯
মজুত	২৯,৪২,১৫১	১৯,৭২,৪৪৯	১০,৪১,২১৯
মীট লাভ	১০,৪১,২১৯	*১৫,১৬৯	†৪,৩০৭
অবচয়	১,৪০,০০০		
অন্যান্য অনিবার্য	৪০,০০,০০০		
দেয়ারে লভ্যাংশ—			
সাধারণ			
আনুপাতী		১৪,০০০	
মোট		৩,১৬৯	
লভ্যাংশের সম্ভবপর হার:—			
সাধারণ		শূন্য	
আনুপাতী		৪	

হিসাবে আরের দিকের ১১,৯২,৯৭১৲ পাই সম্বন্ধে সঞ্চিত প্রাপ্ত ৪,৪৭,৭৯৲ আনা যোগ করিয়া এবং প্রাপ্ত লব্ধ ১১,১৮৭৲ পাই ও প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তকালীন লাভ ৮৭,০০০৲ পাই বাদ দিয়া উদ্বৃত্ত ১৭,৪১,৯১৭৲ পাই-এর সহিত পূর্ববর্তী অবচিত লাভের মোট ৩,১৬৪৲ পাই যোগ দিয়া মীট মুনাফা দাঁড়াইয়াছে ১০,৪৯,৩৭৯৲ আনা।

টাকা হইতে আনাদীয়ের প্রয়োজনার্থে ৫,০০,০০০৲ এবং অন্যান্যদের ১,৪০,০০০৲ বাদ রাখিয়া অবশিষ্ট ৩ ১৪.৩৭৯৲ আনা হইতে প্রেফারেন্স শেয়ার প্রতি ১২৲ টাকা করিয়া অর্থাৎ বার্ষিক শতকরা ৮৲ হারে ৪৪,০০০৲ এবং অভিজাতী শেয়ার প্রতি ১১৷৩ আনা করিয়া অর্থাৎ বার্ষিক শতকরা ৭৷৩ আনা হারে ৩,১৬,১৩৯৲ বরাদ্দ বিভাজন করা হইয়াছে; উদ্বৃত্ত ৫৩.১৭৪৲ আনা আগের লেন টাকা হইয়াছে।

* (আনাদীয়ের প্রয়োজনের জন্য সঞ্চিত হইতে ৫,৪৭,৪১৬৲ এবং তহবিলে বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ১৫,০০০৲ পাওনা ধরা হইয়াছে।

† (আনাদীয়ের প্রয়োজনার্থে সঞ্চিত অর্থ হইতে ৩,৭৪,০০০৲ পাওনা ধরা হইয়াছে।

আনুষঙ্গিক খরচপত্রের তহবিলের পরিচালনার প্রয়োজনে কার্য্যকরী সমিতির নিম্নলিখিত সূচি তৈরী করা হইয়াছে। ইহাতে খরচপত্রে ঠিকাদারদের মাল উৎপাদন করিবার হইবে। এই সব পরিবর্ত্তনী ও ১৯৩ মিলের বৈদ্যুতিক সরবরাহ সম্প্রসারণের জন্য মোট ৩৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। তন্মধ্যে পুরাতন সরঞ্জাম বদলাইবার জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। তন্মধ্যে পুরাতন সরঞ্জাম বদলাইবার জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। তন্মধ্যে পুরাতন সরঞ্জাম বদলাইবার জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

মূলধন :—অনুমোদিত ১,৫০,০০,০০০৲ বিভিন্ন ৭ আদায়ীকৃত ১০,৩২ ১০০০ ; পাওনা ৮৲ টাকার ২,০০০টি কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারের এবং ৮৮,১০৭টি অডিনারী শেয়ার ; প্রত্যেক শেয়ার ৩০০৲ মূল্যের এবং সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত।

বিভিন্নখাতের সারাংশ

খাত :—	৩০-১-৪০ টাকা	৩১-৩-৪০ টাকা	৩০-৯-৪১ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন			
প্রেফারেন্স			
অডিনারী			
আরক্ষ তহবিল			
দেনা	৭০,১৯,৭৮৩	৫০,৯৯,৪১১	৮৩,৬৭,৩১৯
দেনা	৪৪,১৭৩	৩,১৭৩	১,১৭৮
মোট	১১১,০৪,৩৪৩	১৪১,১৩,৩৮৫	১৮০,৬৮,১৭৩
সম্পত্তি :—			
মোট বন্ধ সম্পত্তি	১৪৩,১৬,১১২	১৭৬,৪১,২৪৩	১১৭,২৮,১৪৩
অবচয়	১০৪,৭৭,২৪৪	১৪৩,৭৭,২৪৪	১০৩,১৭,২৪৪
মোট বন্ধ সম্পত্তি	৩০,৩৯,৭৪৭	৩৩,১১,০১১	৩৩,০১,০১১
সরঞ্জাম	১৩,৬১,৩৮০	১৪,০০,৪৭৩	১৫,৩৩,১৪৩
রাস্তা	৩১,৩৩,২১৩	৩১,৩৬,৪৭৭	৩৫,৮০,৩০০
পাওনা	৩৫,৪৯,৫৪৪	৩২,০৮,৫৭৪	৩৩,৩০,৭৩৯
বন্ধ বিনিয়োগ	৪,৮০,৩৫১	৪,৮০,৩৫১	৪,৭৯,৩৫১
অডি সাধারণ জমা	২,৪৮,৩০৪	২,৪৮,৩০৪	২,৪৮,৩০৪
নগদ	৪,৩১,০১৮	৩,৭৯,১৭৮	২,৪৯,৫৪৩
মোট	১১১,০৪,৩৪৩	১৪১,১৩,৩৮৫	১৮০,৬৮,১৭৩
মূল সম্পত্তি	১১০,৪৪,৩৭৮	৪৯,০৪,৩৭৪	১৭৬,৩১,১৪৫

যাদবপুর কলেজের ১৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি

—:০:—

স্বর্গীয় ভারতীয় শিল্প পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রী এল, এল, বাক্সী মহাশয়ের অনুরোধে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রাঙ্গণে ভারতের ছাত্রাবাসী শিল্পসমূহের আসবাবপত্রের প্রতিনিধিত্বমূলক ও সমাবেশের চা-পানে আপ্যায়িত করেন। বাঙ্গলার বহু শিল্পপতি শিল্পবিদ্ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই চা-পান সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় শিল্প পরিষদের পক্ষ হইতে উপস্থিত সুধিবর্গকে সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন শ্রী এল, এল, বাক্সী। যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের আধিক অসচ্ছল ও আবাসিক ছাত্রাবাস-অধিবেশনের বিবরণ প্রদান করেন।

যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাক্সী বলেন যে, ইহা একটী জনসাধারণের সাহায্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। ইহা সরকারের নিকট হইতে কিছু সাহায্য পায় ; তবে বাকী অধিকাংশই জনসাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। সেইজন্য বিভাগটির ছাত্র-অধিবেশী বিদ্যালয়সমূহের সহায়তা দরকার। কারণ এই সকল বিদ্যালয় হইতেই শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম্মী তৈরারী হয়। সুতরাং শিল্পপতিদের এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশেষ যত্ন দেওয়া কর্ত্তব্য। সরকার সাহায্য করেন বটে। কিন্তু তাহা যৎসামান্য পর্য্যায় মাত্র।

যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রয়োজন এবং বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বাক্সী বলেন যে, কলেজের বর্ত্তমান বিভাগগুলিকে পারিপার্শ্বিক অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সহিত তুলনামূলক করিতে হইলে এককালীন প্রায় এক কোটী ২০ লক্ষ টাকা এবং বাৎসরিক প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা প্রয়োজন বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। তাহার সরকার সহানুভূতির সহ একজোগে ২১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা, বৃত্তিনির্ব্বাহের জন্য ৩ লক্ষ ৮০ হাজার, ছাত্রনিবাসের জন্য দুই-তৃতীয় অংশ ১৩ লক্ষ ২১ হাজার এবং বাৎসরিক ব্যয় বাবদ ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রার্থী উহার পরিচালনার তহবিল উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তথাপি অধিকাংশ জমা বাড়ীর মূলধন খোলা রহিয়া ৫, পর্য্যন্ত হয় নাই। এই বাড়ীর অংশের পক্ষে এক বিরাট অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহা অনেকের উন্নতি ব্যাহত করিতেছে। সুতরাং অনেকের ১৭ লক্ষ টাকার বাড়ীর অধিকার পূরণ করা সম্ভব

ভারত-পাকিস্থান চুক্তির সর্তাবলী

—:০:—

পাকিস্থান সরকার পাকিস্থানী টাকার যে অবমূল্যায়ন ঘোষণা করিয়াছেন তাহারই ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যে লেন-দেন সংক্রান্ত যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক লেন-দেন প্রবর্তনের অভিলাষী হইয়া ভারত সরকার এবং পাকিস্থান সরকার নিম্নে বর্ণিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন :—

অনুচ্ছেদ এক : (১) বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ১৯৬১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৬২ সালের ৩০শে জুন তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(২) উভয় সরকার সম্মত হইয়াছেন যে, এই চুক্তির সহিত সংযুক্ত ১ম তপশীলে বর্ণিত পণ্য এবং প্রব্যাদি ১ম তপশীলের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তম্ভে নির্দেশিত সরবরাহের মেয়াদ (সর্তাধীন), প্রতি ক্ষেত্রে পার্শ্বে লিখিত পরিমাণ অথবা মূল্য পর্যন্ত এক রাষ্ট্র হইতে অপর রাষ্ট্রে রপ্তানি এবং অপর রাষ্ট্র হইতে আমদানির অনুমতি দেওয়া যাইবে।

(৩) (চুক্তিতে বর্ণিত) যে-সকল পণ্য এবং দ্রব্য সম্পর্কে রপ্তানি অথবা আমদানি লাইসেন্স (বর্তমানে) প্রদান করিবার দায় অথবা হইতে পারে, সেইগুলি সম্পর্কে দ্বিপাক্ষিক সলাপরামর্শ করা হইবে, লাইসেন্স প্রদানকারী সরকারের আইন এবং নিয়ম এবং লাইসেন্সপ্রাপ্তিসংক্রান্ত বিধি অনুসারে রপ্তানির পরিমাণ অথবা মূল্যের যে উচ্চতম সীমা ১ম তপশীলে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই (পরিমাণ অথবা মূল্যের পণ্য ও রপ্তানি) রপ্তানি অথবা আমদানির লাইসেন্স প্রদান করিতে উভয় সরকার সম্মত হইয়াছেন।

(৪) যে সকল পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি-বাণিজ্যে উভয় রাষ্ট্রের সরকারের একচেটিয়া অধিকার আছে, সেই সকল পণ্য (রপ্তানিকারী) রাষ্ট্রের অনুকূলে অথবা বরিতাগ পূর্বে দ্বিপাক্ষিক কোনও (এক বা একাধিক) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে, এই চুক্তির মেয়াদ পালন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইবে এবং ১ম তপশীলের দ্বিতীয় স্তম্ভে উল্লিখিত উক্ত অংকের যে পরিমাণ ১৯৬১ সালের ৩০শে জুন তারিখে বলে সরবরাহ করা যাইবে না, তাহা পরবর্তী সময় ১৯৬২ সালের ৩০শে জুন তারিখ পর্যন্ত সরবরাহের যোগ্য বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

(৫) বাস্তুহারা সম্পর্কে সরবরাহের পরিমাণ, সময় এবং শর্তাদি এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত এবং তপশীল অনুযায়ী প্রতিপালিত হইবে।

(৬) টাকা মূল্য সম্পর্কে পাকিস্থান সরকার বর্তমানে বলবৎযোগ্য অবমূল্যায়ন মূল্যের কোনও পরিমাণ ('কোটা') নির্দিষ্ট করেন নাই। সুতরাং ভারত সরকার (বর্তমানে) যে-কোন পরিমাণ মূল্য উক্ত কোটার পরিবর্তে নির্ধারণ। কিন্তু বর্তমান চুক্তির মেয়াদের সময়ের মধ্যে (পাকিস্থান সরকার কর্তৃক) গৃহীত স্থান অনুযায়ী পরিমাণ ('কোটা') নির্দিষ্ট করা হইলে পাকিস্থান সরকার ১৯৬১-৬২ সালের বাজেটের জন্য চার লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের 'কোটা' নির্দিষ্ট করিতে সম্মত হইয়াছেন।

অনুচ্ছেদ দুই : উভয় সরকার সম্মত হইয়াছেন যে, এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় তপশীলে বর্ণিত রপ্তানি সম্পর্কে এবং উক্ত তপশীলে উল্লিখিত সর্তাধীনে, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে উক্ত রপ্তানির আদান-প্রদান সম্পর্কে কোনও রূপ আমদানি এবং অথবা রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের বিধিনিষেধ থাকিবে না।

অনুচ্ছেদ তিন : বর্তমান চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ১ম তপশীলে বর্ণিত পণ্যরপ্তানি সম্পর্কে উভয় সরকার সম্মত হইয়াছেন যে, যদ্দরুন আমদানকারী দেশে মূল্য নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে, কোনও সরকারই উক্ত পণ্যদ্রব্যাদি রপ্তানি মূল্যের অধিক কোনও রূপ পক্ষপাতমূলক অতিরিক্ত কর অথবা মাশুল অথবা অন্য কোনও টাকা (আদায়ের জন্য) আরোপ করিবেন না।

অনুচ্ছেদ চার : ১ম এবং ২য় তপশীলে যে সকল পণ্যদ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ভারত অথবা পাকিস্থানে উৎপন্ন, শোধিত করা, অথবা তৈয়ারী (যেমন প্রযোজ্য) বলে সম্পর্কেই বুঝিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ পাঁচ : ভারত সরকার এবং পাকিস্থান সরকার সম্মত হইয়াছেন যে, ১ম তপশীল অনুযায়ী আমদানিকৃত কোনও পণ্যদ্রব্য পুনঃ-রপ্তানি করা হইবে না।

অনুচ্ছেদ ছয় : এক নং এবং দুই নং অনুচ্ছেদে যাহাই উল্লেখ করা হইয়া থাকুক, উভয় সরকার সম্মত হইয়াছেন যে, রপ্তানি এবং আমদানি সম্পর্কে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে যে সকল সুযোগ সুবিধা দিবেন, তাহা চালু বা প্রদত্ত মুদ্রা এলাকার অপর কোনও রাষ্ট্রকে যে সকল সুবিধা দেওয়া হয়, তদপেক্ষা কম সুবিধাজনক হইবে না। উভয় রাষ্ট্রের মুদ্রা এলাকা সম্পর্কে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের রপ্তানি এবং আমদানি লাইসেন্সসমূহ ভারত এবং পাকিস্থানের জন্য যেরূপ প্রযোজ্য তৈয়ার বলিয়া গণ্য করা হইবে।

অনুচ্ছেদ সাত : বর্তমান চুক্তি কার্যকরী করিবার সাধারণ ব্যবস্থা বর্তমান চুক্তির সর্তাধীন অনুযায়ী এবং চুক্তির মেয়াদকালে, উভয় দেশের মধ্যে পণ্য এবং দ্রব্যাদি সরবরাহ পাকা অথবা তদপেক্ষিত কোনও সমস্যা দেখা দিলে উভয়ের সময়ে সময়ে পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিবে এবং প্রয়োজন হইলে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বর্তমান চুক্তির অন্তর্ভুক্ত তপশীলগুলি সংশোধন, বৃদ্ধি অথবা সংযোজন করিতে উভয় সরকার সম্মত হইয়াছেন।

অনুচ্ছেদ আট : বর্তমান চুক্তি ১৯৬১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কার্যকর হইবে।

চুক্তিতে বর্ণিত বিভিন্ন তপশীল

তপশীল ১ক এর

ভারত হইতে পাকিস্তান :

	১৯৪১ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৪১ সাল হইতে
	শেষ পর্যন্ত ৩০শে জুন ১৯৪২ পর্যন্ত
কয়লা	৯,০০,০০০ টন ১,৫০,০০০ টন
বার্লি ছোলা	১০,০০০ টন (১৯৪১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং তৎপরে কিছুই নহে)।
মসুর ডাল	৫,০০০ টন ১০,০০০ টন
পিঁয়াজ আলু	৬,৫০০ টন ২০,০০০ টন
ফেরো-সিলিকন	নাই ১০০ টন
ফেরো-ম্যাঙ্গানীজ লৌহ	নাই ১০০ টন
পালভারাইজড লৌহ	নাই ১৫,০০০ টন
ব্লাক লৌহ	নাই ১,০০০ টন
লৌহ এবং ইস্পাতের প্রব্যাদি :	
রেল (লোহবর্ত্ম)	নাই ৫,০০০ টন
চাকা, টায়ার এবং এক্সেল	নাই ৫,০০০ টন
যুদ্ধাদি নির্ম্মাণের ইস্পাত	১,০০০ টন ২৫,০০০ টন
টাংষ্টেন্ অলয় ষ্টীল লৌহ	নাই ১,০০০ টন
এম্ বি অক্সাইড	১২০ টন
(মিশ্র ধাতু ও এম্ বি ষ্টীল প্রস্তুতির জন্য)	
বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত ২০০,০০০ সংখ্যক বাই (১৯৪১ অক্টোবরের মধ্যে)	
এম্ বি ষ্টীল প্রস্তুতির জন্য ৪০,০০০ সংখ্যক বাই (১৯৪১ ডিসেম্বরের মধ্যে)	
এলুমিনিয়ম চাকি ও পাত	নাই ১০০ টন
হাই স্পীডযুক্ত ফরমুলার ষ্টিল	১৫০ টন ৫০০ টন
অল্ ষ্টীল ডিজ (অবলম্বন ফাই)-সাবমেরিন, স্কাউটিং প্রভৃতি হইতে	৫,০০০ টন (পাঁচ হাজার টন ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ হইতে ডিসেম্বর)
ফার্ম টিয়ার (ফেরো ম্যাঙ্গ)	২,৫০০ টন ১০,০০০ টন পাঁচ হাজার টন পাকিস্তান ও ডিসেম্বর)
সিমেন্ট	২৫,০০০ টন ২৫,০০০ টন
পাথর ও খোয়াই	বড় পরিমাণ ফ্রেয়ার করার সুবিধা হইতে পারিবে)
তামার	১,০০০ টন ৫,০০০ টন
লিনসিড তৈল	৭৫০ টন ২,৫০০ টন
সয়াবিন তৈল	৫,০০০ টন ১৫,০০০ টন
ফ্লেক্সিল	৫০ টন নাই
কাপড়ের টায়ার ও টিউব (বাই-ফ্রেমের ৫,০০,০০০ টন৪১	২০,০০,০০০ টাকা
ব্যালেট ও চাকার পরিবর্ত্তে টায়ার ও টিউব ব্যতীত)	
ওভারের কাপড় (তুলি, ডোরাদার প্রভৃতি)	১৫,০০০ গাঁইট
সিনের কাপড়	
মোটা	নাই ৪০,০০০ গাঁইট
মাঝারি	নাই ২০,০০০ গাঁইট
সিঁথি	নাই ১৫,০০০ গাঁইট
সুতা	
১৫ হইতে ২	নাই ২,০০০ গাঁইট
১০ হইতে ১৪	নাই ২,০০০ গাঁইট
১০ হইতে ২০	নাই ১১,০০০ গাঁইট
ব্যবহৃত কটন ওয়েষ্ট	২০০ টন ৫০০ টন
পাইবাক্ত ফ্লক্স	১১,৫০০ টন ৫০,০০০ টন
পাকিস্তান হইতে ভারতে	পরিমাণ পরে নির্দ্ধারিত হইবে পরিমাণ পরে নির্দ্ধারিত হইবে (পরবর্ত্তী কলমে)

কাঁচা পাট	৯০ লক্ষ গাঁইট	১৫ লক্ষ গাঁইট
কাঁচা তুলা	বড় টিয়া	বড় টিয়া
কয়লা চালান	১,৫০,০০০ খানি	১৮,০০,০০০ খানি
কেরোসিন চালান	১,০০,০০০ খানি	৬,০০,০০০ খানি

চাউল, গম, ছোলা, আটা ও আটা এবং তপশীল অনুযায়ী মালের মালের উভয় রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দ্ধারিত পরিমাণ

তপশীল ১খ দুই

ভারত হইতে পাকিস্তান ও পাকিস্তান হইতে ভারত

ভারত—টাইপরাইটার ও সুইচ। রেডিওরাজী—অস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি, বন্দুক, আলো, প্রভৃতিসহ। জল—টাইপরাইটার ও সুইচ। ফিল্ম, পাম্প, গাছ পরিষ্কার ঔষধপত্র; ছাপার স্যাঁ, পত্রিকা, সাময়িকপত্র প্রভৃতি; মালের লাইসেন্স; ফুল, ই ফুল, ফলের বীজ, প্রভৃতি, ফল ও ফলের রস; বাদাম, ঘি ও নারী পাত্র; পাকস্থলী, ফুল ফলের বীজ; গাঁদ, বেত প্রভৃতি ও ফলের রস; ফুলের, বিড়ি, বিড়ির পাতা; চামড়া, আয়রণ প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে।

কাপড় ঔষধ সাবান, চাদর, চাদরের অংশ, লেখিবার কল ও কালির; তুলি সাবান।

পাকিস্তান হইতে ভারতবর্ষে।

তুলাবীজ তুলার বীজের খৈল। জোয়ার, পাপড়, ঘড় ও সাজিমাটী, কেরোসিন তুলা; তুলাবীজ; ঘুমিয়া, সোডা, জিপসাম, ঘি ও কাপড় ঔষধ সেবন; তুলা তুলিবার পাতা। ভারত পূর্ব পাকিস্তান হইতে

আলানী কাঠ ৫০,০০০ টন, চাউলের তাপড়।

ভারত হইতে পাকিস্তান

ইন্ডিয়েন্ট, ইলেক্ট্রিক পাখা, রেফ্রিজারেটর যন্ত্র, লোকোমোটিভ, ওয়াগন, সিমেন্টের যন্ত্রপাতি, ঘড়ি, পকেট, ইলেক্ট্রিক সোয়াচ;

ভারত হইতে ভারত পূর্ব পাকিস্তান

বিভিন্নরকম ঔষধের তাপড়—সরোদ, জিনাইন, ঘাস পুরী, ওড়নিয়া, তাঁতকারী পত্রিকা, জিন্নাহ, অন্যান্যজিনিষ্ট্রব, ব্রাসেলস, বাদলী লাহোরী, কাঠ কলম।

ভারত ও পূর্বপাকিস্তান সরকার পাকিস্তান হইতে নিম্নোক্ত দ্রব্যসমূহ ভারতে আমদানি অনিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। অবশ্য পাক সরকার ইচ্ছানুসারে এই পরিমাণের পরিবর্ত্তন ১০ ভাগ এদিক-ওদিক হইতে পারিবে।

(ক) পূর্বপাকিস্তান হইতে পাওয়ার্থ :

চাউল	২৪,০০০ টন	১৯৫১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত
গম	১৬,০০০ টন	ঐ
মোট	৪০,০০০ টন	ঐ

পশ্চিম পাকিস্তান হইতে চাউল :

বেলুচিস্তান চাউল	৩,৬০০ টন	ঐ
পাঞ্জাবের চাউল	৩০০০ টন	ঐ
মোট	৭,২০০ টন	ঐ

(গ) পশ্চিম পাকিস্তানের চাউল :

১। তামাকী ১২৪৯,৫০ ২০,৫০০ টন
২। বোম্বে ঐ ৩,৫০০ টন
৩। লাল পালিশ করা ঐ ১৩০০ টন ১৯৫১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত
৪। লাল পালিশ না করা ঐ ৫০০০ টন
৫। নাড়া ঐ ১০০০ টন
৬। তামাকী ১২৪৯০৫১ ৩৫০০ টন
৭। বোম্বে ঐ ৭৫০০ টন
৮। লাল পালিশ করা ঐ ১০০০০টন মার্চ ১৯৫১ সালের ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে
৯। নাড়া ও লাল পালিশ না করা ঐ ৫০০০টন
মোট ২,১৭,৯০০টন

(খ) পশ্চিম পাকিস্তান হইতে

১। মুলতানী চাউল ১২৪৯৫০ ৭০০টন ১৯৫১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত
ঐ ১২৪০৫১ ৫১,৩০০টন ১৯৫১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত
২। জরদা চাউল (তামাকী ও মুলতানী)।
১২৪৯৫০ ৭,৬০০ টন ১৯৫১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত
ঐ ১২৪০৫১ ৫১,৩০০টন ১৯৫১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত

আটা	ঐ	অবিলম্বে	পম	ঐ	৭,৭৫,০০০টন	ঐ
মোট			মোট		৪,৪৫,০০০টন	

(ঙ) পশ্চিম পাকিস্তান হইতে

চাউল ১৯৪০-৫১ ১৪০,০০০টন ১৩৮১ সালের আউশের সময়

(চ) পশ্চিম পাকিস্তান হইতে চিনি

১৯৫১ সালের প্রতিটি মাস পর্যন্ত ১০০০টন।

সর্বসমেত ৫,৭১,০০০টন।

২। ১(ক) ও (খ) ধারার উল্লিখিত খাদ্য পরিচালন ও আমদানি সম্পর্কে ব্যবস্থাদি গ্রহণ হইতে খাদ্যের সহিত "যে-স্থানে যে অবস্থায় আছে" লিখিতে সরকার বলা হইবে। কিন্তু অবশ্য সরকার কোনও পরিমাণ খাদ্যশস্যের উৎকর্ষতা প্রত্যেকের বলিয়া বিবেচনা না করিলে, উক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য বাজি করিতে পারিবেন এবং উক্ত বাজিতের নিকার চুকাইয়া বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং তদ্বারা বাজিকৃত পরিমাণ সম্পূর্ণ এবং চলতি উহা সরকারের বাজির পালিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ১ (খ)' ধারার উল্লিখিত চাউল বিক্রি করিয়া সম্পর্কে "আন্তঃজেলা পৌঁছানো" লিখিতে সরকার করা হইবে এবং উহা পরিমাণ, গুণ, মজুদ-বিক্রয়ের উপযোগী, ও গণ্য করিত হইবে। যেমনই : কীটনাশ, অভিযোগ এবং আবর্জনামুক্ত হইবে না এবং প্রতি শ্রেণীর (চাউলের) গুণ এই তপশীলের লিখিত মূল পরিশিষ্টে বর্ণিত উৎকর্ষতা অপেক্ষা নূন হইবে না। পরিশিষ্টে বর্ণিত বিধান হইতে কোনও পার্থক্য দেখা যাইবে, পরিশিষ্টে বর্ণিত লক্ষণীয় মানিতা অনুযায়ী লক্ষণী দিতে হইবে।

৪। উক্ত সরকারের মধ্যে পৃথকভাবে যেরূপ নির্দিষ্টির মূল্য অনুযায়ী খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারিত হইবে।

৫। কলল উৎপাদন অনুকূল হইলে, ১(ঙ) ধারায় বর্ণিত খাদ্যশস্যাদি সরবরাহ করা হইবে।

এই সকল খাদ্যশস্যের মূল্য এবং সরবরাহের পরিমাণ সর্বাদি উক্ত সরকারের মধ্যে যৌথভাবে আলোচনার দ্বারা স্থির করা হইবে।

৬। ১ (চ) ধারায় উল্লিখিত চিনি সম্পর্কে ভারত সরকার নিজ হিসাবে উহা ক্রয় করিবেন না কিন্তু ব্যবসায়ীদের দ্বারা উহার ক্রয় সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিবেন না। তাহা হইলে, ভারত সরকার ব্যবসায়ীদের ব্যবহৃত চুক্তিকৃত পরিমাণ আমদানির অনুমতি দিবেন। সংগ্রহের এবং চলতি পদ্ধতি নির্ধারণের লাগিয়া পাকিস্তান সরকারের সহিত পরামর্শ আলোচনা চালাইবেন।

৭। ১(ঙ) ধারার উল্লিখিত খাদ্যশস্যাদির মূল্য ভারত সরকার গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না এবং এ সম্পর্কে পৃথক আলোচনা চালান হইবে যদিবা উহা সরকার সময় হইয়াছেন।

৮। পাকিঃ : ১৯৫০-৫১ অন্তত্ত্ব চাউল মূলের 'এলপাই' চটের থলিতে ভরি করা হইবে। (পূর্ব-প্রচলিত থলিতে চাউল ভরি করার সময় কোনরূপ থলি নূতন ছিল, সেইগুলি ছিঁড় এক চালি সাধারণ ব্যবহৃত হইবে, নূতন বলিয়া গণ্য করা হইবে)।

১৯৫০-৫১ সালের মধ্য এবং চাউল পুরাতন (ব্যবহৃত ছাড়) এবং পাট চটের থলিতে ভরি করা যাইতে পারে, কিন্তু সেই সকল থলি পূর্বে ব্যবহৃত বা করা বাণিজ্যের উপযোগী অবস্থায় হইতে হইবে। থলিগুলি সরবরাহের সহিত সঙ্গে পাটের সুতলীর দ্বারা বাঁধিয়া এবং অথবা সেলাই করিয়া দিতে হইবে এবং প্রতি বস্তায় নিম্নে উল্লেখ মতো ১ বা ২ খণ্ড এলুমিনিয়ম ট্যাগ অথবা মোট ২ খণ্ড ব্রাজিল সেল ২ টি ট্যাগ হইবে।

১। জাহাজের ভাড়ার পৌঁছানো (এক ও বি) অনুযায়ী যে পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করা হইবে, সেই সকল দ্রব্যের ভাড়ার ভারত (ব্রহ্ম সমুদ্রসহ) সম্পর্কে ভাড়ার সরকার লাভী থাকিবেন, এবং যে তারিখে জাহাজ বন্দরে যাত্রা যোগাইয়া তার ভাড়ার পূরণ পাওয়া যাইবে সেই তারিখের অনুরূপ দিন পূর্বে ভারত সরকার পাকিস্তান সরকারকে নোটিশ দিবেন এবং যে পরিমাণ যাত্রা যোগাই করিতে হইবে তাহা জানাইয়া দিবেন। জাহাজ যাত্রা যোগাইবার জন্য প্রথম আসে বলিয়া নোটিশ দিবার তারিখ করিবে অন্তত করিয়া (এইরূপ নোটিশ নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত: ৪দিন পূর্বে দিতে হইবে), পাকিস্তান সরকার রবিবার এবং ছুটির দিনে বাদে, (যাত্রা যোগাইবার উপযোগী) আধার প্রত্যহ প্রতি কার্যদিবসে বৈকিক গড়ে অন্তত সাত শত টন হিসাবে যাত্রা যোগাই করার লাভী থাকিবেন।

চাউল জাহাজের বিভিন্ন যাত্রা-যাত্রায়, কলকাতা, প্রতিবন্ধের অনুবিধা অথবা পাকিস্তান সরকারের আয়ত্তের বাহির কোনও কারণ বশতঃ কলকাতা বন্দরে (যাত্রা যোগাইবে) বিলম্ব ঘটিলে (সময় নষ্ট হইলে) উক্ত বিলম্বটি বন্দরে দিন বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

(ঘ) উপরে বর্ণিত (গ) উপধারার বর্ণিত সর্তাদি অনুযায়ী পাকিস্তান সরকার যাত্রা যোগাই করিতে অসমর্থ হইলে, ভারত সরকারকে কোনও ক্ষেত্রের অথবা সুদ ছাড়া যাবত মাসুল দিতে হইবে, পাকিস্তান সরকারকে তাহার জন্য (অতিরিক্ত সুবিধা দিতে হইবে।

(ঙ) উপরে বর্ণিত (ঘ) ধারা অনুযায়ী বিলম্বিত ফেরার পর জাহাজ যাত্রা যোগাইবার জন্য প্রস্তুত না থাকিলে, পরাদি মজুত করার যাত্রা এবং ফেরাতে এবং জাহাজে যাত্রা যোগাইবার জন্য যাত্রা প্রস্তুত করার জন্য আহাজ যে সকল খরচের জন্য আহাজ যে সকল খরচ প্রস্তুতকল্পে হইবে সেই সকল খরচের জন্য ভারত সরকার দায়ী থাকিবেন।

(চ) এই সকল খাদ্যশস্য বহনের জন্য ভারত সরকার বিদেশী জাহাজে যাত্রা চালানের ব্যবস্থা করিবেন, বিদেশী জাহাজগুলির মিলতে যে সকল সর্ত পাকা হইবে, পাকিস্তানের জাহাজের সর্তাদি তুলনেতা কম সুবিধাজনক না হইলে, ভারত সরকার পাকিস্তানী জাহাজগুলিকে অগ্রাধিকার দিবেন এবং এইরূপ জাহাজের ব্যবস্থা করার জন্য পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ করিবেন। এ সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। পরিশোধ এবং মূল্য সংক্রান্ত

(ক) পরীক্ষামূলক ওজন ক্রয়ণ (মাসাল পাকস্থান বন্দর ছাড়া নিজ ভারত সরকারের অভিপ্রায় অনুসারে বিশেষ ক্ষেত্রে ওজনের অধিক হইতে পারিবে) এবং মালের উৎকর্ষতা ও প্যাকিং পরিশোধের ব্যবস্থা. এবং জাহাজীয় অবস্থিত থাকিলে, ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত, উক্ত সরকারের সময় এজেন্সী কর্তৃক (জাহাজীয়) তদারকের করা হইবে। পরিশোধের জন্য পরিশোধ এজেন্সিকে সর্বাধিক সুবিধা দিতে পাকিস্তান সরকার সময় আহ্বান।

মালের উৎকর্ষতা এবং ওজন সম্পর্কে পরিশোধ এজেন্সী যে সার্টিফিকেট দিবেন, তাহা মালের উৎকর্ষতা এবং ওজন-সম্পর্কে চূড়ান্ত বলিয়া উক্ত সরকার বীকার করিতে বাধ্য থাকিবেন। বীট ওজন বিষয়ালয়ের বলিয়া ওজন প্রতি খলি মালে সরলা হই পাউন্ড হিসাবে ধরা হইবে।

(খ) জাহাজে মাল বোঝাইয়ের জন্য মাল গ্রহণের মাল বোঝাইয়ের পূর্বে পরিশোধ এজেন্সি প্রতিদিন নমুনা সংগ্রহ করিবেন। কোনও একদিনের মধ্যে যে সকল নমুনা সংগ্রহ করা যাইবে, তাহা একত্রে মিশ্রিত করা হইবে এবং উৎকর্ষতা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা কার্যে (মিশ্রিত নমুনা) ব্যবহার করা হইবে। কোনও একটি জাহাজে যে সকল মাল বোঝাই করা হইবে সেই সকল মালের সমগুণীয় নমুনা পরীক্ষায় সন্তোষজনক হইলে উৎকর্ষতার গড় হিসাব করা হইবে এবং উৎকর্ষতা নির্দিষ্ট বিভাগ হইতে কোনও পার্থক্য মাল মূল্যের সমতা নির্ধারিত হইবে।

(গ) পাকিস্থান সরকার, পরিশোধ এজেন্সির অনুমোদনক্রমে জাহাজ হইতে জাহাজে যৌথভাবের পূর্ণ পরিমাণ মাল বোঝাইয়ের সময়. (জাহাজীয় বীমা ভারত ব্যবস্থা সহ) মালের উপর সময় ভাগের ব্যবস্থা করিবেন।

১১। মাল সরবরাহের সময়—এক না ধারার এবং অন্যে উল্লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী মাল সরবরাহের সময় নির্ধারিত হইবে। চাউল সম্পর্কে উক্ত সরকার সময় হইয়াছেন যে ১৯৫১ সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত প্রতি মাসে পঞ্চাশ হাজার টন (চাউল) জাহাজে করা উক্ত সরকার অবশ্যম্ভাবী করিবেন।

১২। মূল্য পরিশোধ। (ক) পশ্চিম পাকিস্তান হইতে যে সকল খাদ্যশস্য আমদানি করা হইবে, তাহার মূল্য ভারত সরকারকে ভারতীয় ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে পাকিস্তান সরকারের নামে ডাকি ভারত যোগাই মালের মীমাংসার মূল্যের ডেপোজিট হিসাবে পুলিতে হইবে। (২) পাকিস্তান সরকার ভারতে পৌঁছান ইন্সিওরেন্স দেখাইয়া ও এ্যালাউন্স প্রভৃতি মাল নিয়া মোট পরিমাণ মাল পাওয়া হিসাবে বিয়া (৩) ১০নং অনুচ্ছেদোক্ত উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠানের

পাইকিরেই মেমাইয়া অথবা যে স্থানে সরকারী দিল দিয়া প্রতি টাকা মুদ্রিত পাঠাইবে। (গ) পূর্ববঙ্গ [illegible] সরবরাহ করা হইবে, তাহার সমস্তটা ভঙ্গুর কিনুক এজেন্টদের মার্ফত মুদ্রিত করিয়া তাহার মূল্য পরিশোধ করিবেন।

১৩। মোটরযান। এই অর্ডিনান্সের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে অন্যান্য যে কোন মোটরযান দেখা দেয়, তবে উহা হেডকোয়ার্টার্স বাঙ্গলার সেক্রেটারীয়েল ডিপার্টমেন্টের মারফৎ সমাধান করিবেন। এই সম্পর্কে ডাইরেক্টর জেনারেল সিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উহার পক্ষ তাহা মানিয়া লইয়া থাকিবে। লাইসেন্সের সর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের বাজার—

পশ্চিমবঙ্গ-চালকলে উৎপাদন হ্রাস

এখন জানা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের চাউল-কলসমূহ বিগত জানুয়ারী মাসে ৫২ লক্ষ মণ চাউল উৎপাদন করিয়াছে। ইহা ডিসেম্বর মাসের উৎপাদন অপেক্ষা ৪ লক্ষ মণ কম। ৪৪ লক্ষ মণ চাউল কলিকাতা ও কলিকাতার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি চাউলকল মালের অভাবে পড়িয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ৮ লক্ষ মণ চাউল উৎপাদন হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছে।

চাউলকলসমূহের জনৈক মুখপাত্র এই বিষয়ে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ধান সংগ্রহে বিলম্বের ফলে সাধারণ চাউলকলের অবস্থা চাউলকলসমূহের কাজ-পরিচালনায় বিশেষ সৃষ্টি করিয়াছে। কলিকাতায় বিদ্যুৎচালিত ৪৫টি চাউলকলের মধ্যে ৩৭টি চাউল উৎপাদন করিত। কিন্তু এখন মাত্র ৫ হইতে ৬ টি চাউল উৎপাদন করিতেছে। অবশিষ্ট কলগুলির কিছুটা ডিজি চলায় অথবা কাঁচা কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

ফেলে এইরূপ পাওয়াগেলী। বিভিন্ন ধানের বাজারে আমদানী পৌঁছিতেছে। চীন হইতে বড় যোগাই আসায় কলিকাতা-বিক্রেতা মোটা ধান ক্রয় করিতেছে।

যোগাই-কলমে প্রতি তিন দিনে অন্তে ছুটি করিয়া পাওয়াগেলী আসায় আমিরা পৌঁছিতেছে। ঐ সব আসায়ে বিদেশ হইতে পশ্চিম ও উহা আসায়ের জন্য চাউল, ধান ও ধানিকটা গমের আমদানী হইতেছে। কলের আসায় পৌঁছিবার আগে কলের আসায় বিদেশাগত যেসব জাহাজে পাওয়া পরীক্ষাধীনে ঐ সকল পাওয়ানের অনুমতি প্রেরিত হইতেছে। যে সকল পাওয়ার ফেলে এলাকায় প্রয়োজন উপযুক্ত নহে, সেগুলি কলকাতি পাওয়া যায় হিসাবে বা বিদেশে রপ্তানীর জন্য ক্রয় করা হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের পাইকারী বাজার

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পণ্যের যে দর ছিল নিম্নরূপ—

কলিকাতা—

চাউল—মোটা ৮৭/৫০, মাঝারি ফোটা ৯৯৲-১৷৷০, সেরা ১৷৷৲-১৷৷৷, বলরা ১৷৷৲-১৷৷৷, বাসমতি মাঝারি ১৷৷৷০, ফিনি ৭৫৲-৭৫৷০, বলরা ৭৫৲, বেটি ১৷৷৲-১৷৷৷৲, ফিনি ৭৯৲।

ডালসমূহ—মটর দানা ৯৷৷৲, ছোট ৬৷৷৲, ফিনি ৬৫৷০, বাসমতি দানা ৯৷৷০-৬৷৷০, খোসাসহ ৭৫-৭৫৲, ফিনি দানা ৬৷৷৲, ভাঙ্গা ৬৷৷৷০, মুগের ২৭৲, বেটি ৪৷৷৲।

তরমুজ—মটর দানা ১৯, সৈন্ধা মটর ১৫৲, মুগ সমূহ ২১৷০, বিলাতি মটর ২১৷০, কলাই বড় ১৷৷৷০-১৷৷৲, ছোট ১৷৷৷০-৷৷, মটর ২৷৷০-২৷৷৷০, ছোলা ২২৲-২৩৷০, খেসারী ১৷৷৷০-২৷৷০।

তিল—কৃষ্ণ ৭৬-৭৷৷০, মধ্যম ১৷৷৲-১৷৷৷০, বড় বড় ৯৭৷০-৯৮৲, ছোট ৭৷৷০-৭৫৲, মটর ২৷৷০-২৷৷৷০, ছোলা ৪২৲-৪৩৷০, খেসারী ১৷৷৷০-২৷৷০।

বরিশাল—

ধান্যসমূহ—ধান ৩০৲, ছোলা ২১৷০, মুটা ২৷৷০।

তরমুজ—মটর (সমূহ) ১৭৷০, মধ্যম ১৭৷০, মুগ ৫০৲।

গুড়—১৯৲, চিনি (ফেলন) ৩৪৷০, ঐ (বেসরকারী বিক্রী) ৪০৲-৪০৲।

তৈল ও তৈল বীজ—সরিষা ৫১৲, তিলবাদাম ১১-১৯৲, সরিষার তৈল ৮০৲, তিলি তৈল ৬৮৲।

মাদ্রাজ—

তিলবাদাম দানা (৫৩ পাউন্ড) ১১০৲, তিলবাদাম তৈল (৫ গ্যা পাউন্ড) ৬৩০৲, বেড়ির তেল (৫ গ্যা পাউন্ড) ৪৪০৲।

গোল মরিচ (৬৫ পাউন্ড) ৩৭০৲ (ভিন্ন), ঐ গোলি ৩৯০৲।

কালমুগ—

তৈল—সরিষা ৭৮-৮২৲, বেড়ি ৯১৲, তিলি ৭৫৲, তিলবাদাম ৭৯৲।

তৈলবীজ—সরিষা (সরকে) ৬৯৲, ঐ তালে ৬২৲, তিলবাদাম ৯৬৷০, তিলি ৬৩৷০-৬৫৲, বেড়ি ৬৯৲।

তাল—মধ্যম ১৬৷০, মুগ ২০৷০-২২৲, মসুর ২৬৷০।

বোম্বাই—

তিলবাদাম (বাদেশ) ৪৭৷০, ঐ (রাজ্য) ৪৭৷০, ঐ (বড়) ৪৭৷০; ঐ (প্রিন্স-সে) ৪৬৷০।

তিলবাদাম তৈল (স্থানীয় মিল) ৪৬৷০, ঐ (ফেব্রুয়ারী-মার্চ) ৪৫৷০।

তিলি (বড়) ৪৬৷০, ঐ (ছোট) ৪৫৷০, ঐ (ফেব্রুয়ারী-মার্চ) ৪৬৷০ খোলসহি ৩১১৲, ৩১৪৲।

শেয়ার বাজার

কলিকাতা, শনিবার, ১৫ই ফেব্রুয়ারী—আজকের ও গতকালের বাজে যে পার্থক্য আমাদের চক্ষুগোচর হইয়াছে তাহা একটা বীমাকারের আমিরা পৌঁছিবার বাজারে এইরূপ ভাব আত্মপ্রকাশ হইবার ফলে বিভিন্ন শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইবে বলে। বাজারের এই উন্নতির মূলে আরও একটা বিষয় কাজ করিয়াছে—যেসব স্থানে দর বৃদ্ধির সংবাদ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছে। বাজারের ভাব ছিল খুব উঁচুর, কিন্তু কারবারের পরিমাণ বড় কম হইয়াছে।

পাটের বিভাগে ইন্ডিয়া ও ন্যাশনালীর শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইয়াছিল অনেক। এই দুই শেয়ারের দর ছিল যথাক্রমে ২০৷৷০ ও ১০৲। কিন্তু ইন্ডিয়ার বিক্রেতার ছিল কম। আলেন-ইন্ডিয়া ২৮১৲ টাকা দরে কারবারের অন্ত। ফেলটার দর বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৲ টাকায় হয়। ক্লিয়ারিং ১৫৲ টাকা পর্যন্ত দর হয়। হাওড়া দুই ছিল, বাজার অন্তের সময় ইহার দর ছিল ৩৯৷০।

কয়লা বিভাগে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। বরাকর ১৪৷০ ও ইষ্ট ইন্ডিয়ান ৫৲ অন্ত হয়।

বিভি বিভাগে ডিভিডেন্ড পাওয়ার প্রত্যাশায় বি আর করপোরেশনের অন্তে কিছুটা উন্নতি ঘটে, ইহার দর হয় ১৮৷০, ইন্ডিয়ান ইউ এডমাইসের দর হয় ৪০৷৷০। ইন্ডিয়ান কপারের কিছুটা চাহিদা দেখা যায়, ইহাদের দর ছিল ৩৷০ টাকার আশাকাছি। আর্ডিন হেয়ারমন ১৩৷৷০ ও টাইড ওয়াটার অন্তে ৮৲ টাকা হয়।

ইন্ডিয়ান আয়রনের দর অনেকটা পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় দর কিছুটা উঠিয়া ৩৪৷০ আনা হয়। টিন করপোরেশনের দর হয় ২৩৲। বাজারে মূলধনসমূহীয় বিদেশ চাহিদা দেখা যায়, ১৷৷০ আনা হইতে ইহার দর ৫৷০ আনায় উঠিয়া আসে। বাজার ৯৲ টাকা দরে জোর কেনা হয়।

তিয়ার শেয়ার বাজার ছিল ভিন। অন্তে পাকিস্থান রাখিয়া লক্ষাধিক চুক্তি ভিন্নরূপ নিষ্পন্ন হয়, তাহার ফলে বাজার প্রত্যাশা করিয়াছিল বলা হয়।

অন্যান্য শেয়ারে তেমন পরিবর্তন ঘটে না। পাটের বিভাগে হাওড়া শেয়ারের প্রতি বাজারের আকর্ষণ ছিল অধিক। হাওড়ার দর ৩৮৷০ ও, ৩৯৷০ আনার মধ্যে ঘাঁটা যাওয়া করে।

ইন্ডিয়ান আয়রনের বিশেষ তেমন পরিবর্তন দেখা যায় না।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের হালচাল

আন্তর্জাতিক নিষ্পত্তিবিধি—৩১ ডিসেম্বর (১৯৪০-৪১) তারিখে ১৯৯৷০ ১৯৮৷০ ১৯৯৷০ ; ৩১ ডিসেম্বর (১৯৪১) তারিখে ১৯৯৷৷০, ১৯০ ডিসেম্বর (১৯৪০) তারিখে ১৯৯৷০

বার্কলে

সেরা তামাকসমূহের মিশ্রণে তৈরী

দু'পয়সায় একটি সিগারেট • ।/০ আনায় ১০টি

স্থানীয় করের নিয়মাধীন

The Imperial Tobacco Company of India Limited,
Successors to W. D. & H. O. Wills, Bristol & London.
Cigarettes made in India.

BK64

Regd. No. C3105

CALCUTTA UNIVERSITY

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৫৮ : ৭ই মার্চ, ১৯৫২ [মূল্য ।০

সূচী

১। সম্পাদকীয়— ৪৪১
কেন্দ্রীয় বাজেট
পাক-ভারত সন্ধির দুর্দিন
২। ভারত সরকারের বাজেট— ৪৪৪
৩। ভারতীয় টাকার মূল্য
৪। বিশেষ প্রবন্ধ—
ষ্টার্লিং অঞ্চলের অর্থনৈতিক গতি
—অধ্যাপক হিরণ্ময় সেনগুপ্ত

কেন্দ্রীয় বাজেট

অর্থ-মন্ত্রী শ্রীষড়ুমুখ যে কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাব ভারতীয় পার্লামেন্টে পেশ করিয়াছেন তাহাতে অর্থনৈতিক প্রগতির পরিবর্তে সংরক্ষণশীল নীতির প্রাধান্যই অধিকতর সুস্পষ্ট। নব-অর্থনীতির উদ্যোক্তা প্রচারক শ্রীষড়ুমুখ রচিত বাজেটে সে সমতা রক্ষার কোনরূপ প্রয়াসই লক্ষিত হয় না, তবে ধনিক ও মধ্যবিত্তকে পূর্ণমাত্রায় তোষণের যে পন্থা নির্দেশিত হইয়াছে তাহাতে ধনিক-বণিক গোষ্ঠীর পক্ষে অবশ্যই সুসহ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমতা বিধানের নিরিখে, রাজস্ব ও মূলধনী বাজেটের বিপুল ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যাপক কর-জাল বিস্তৃত করা হইয়াছে। মূলধনী বাজেটভুক্ত কয়েকটি বিষয়কে চতুরতা ও কৌশলের সহিত রাজস্ব বাজেটের সাময়িক ও অসাময়িক ব্যয় খাতে প্রবেশ করাইয়াও ঘাটতির পরিমাণ বাড়াইয়াছে মাত্র ৫'৫৪ কোটি টাকা। বাজেট বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অর্থ-মন্ত্রী জানাইয়াছেন যে নৌ যান ও আকাশ-যান ক্রয়জনিত ব্যয় বিশেষ করিয়া বিমান বাহিনী সংক্রান্ত ব্যয়-ভার কোনক্রমেই মূলধনী বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না এবং বিমান ক্রয়ের বর্ধিত ব্যয়ভার উল্লিখিত খাতে আগামী বাজেটে ২৪'৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। রাজ্য সরকারগুলিকে 'অধিক খাদ্য ফলাও' ও অন্যান্য-বন্ধ যোজনা উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে সাহায্য দান (যাহাতে প্রকৃতপক্ষে কোন স্থায়ী সুফলের সূচনা করে নাই !) এ যাবৎ মূলধনী বাজেট হইতেই করা হইত, আগামী বৎসরে তাহার বোঝা রাজস্ব বাজেটে চাপানো হইয়াছে এবং তদুদ্দেশ্যে ৮'৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। তাহাতে চলতি বৎসরের বিশ্লেষণ ভিত্তিতে বিচার করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে যাহা উদ্বৃত্ত বাজেট তাঁহাই অভিনব কৌশলে ঘাটতিরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থ-মন্ত্রীর এই অভিনব পদ্ধতির সাফল্য ও সার্থকতা মূলধনী বাজেটের প্রতিটি টাকার লাভজনক সদ্ব্যবহারের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করিতেছে।

মূলধনী বাজেটের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ এইভাবে রাজস্ব খাতে প্রবেশ করানো সত্ত্বেও অনুমিত আয়ের ক্ষেত্রে অতি যাহার সংরক্ষণশীল মনোভাব অনুসৃত হইয়াছে। বিদেশী আমদানি-লিসিতে নূতন করিয়া পীড়িত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের পরও দেখা যায়, আমদানি-রপ্তানি শুল্কে মাত্র ৫ কোটি টাকা বাড়াইয়া মোট ১৫০ কোটি টাকা অনুমিত হইয়াছে। দেশীয় উৎপাদন শুল্কের অনুমিত পরিমাণ প্রায় ৮৫ কোটি টাকা। চলতি বৎসরের শেষ চারি মাসে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক খাতে আয়ের পরিমাণে

আনুষঙ্গিক উন্নতি ঘটিয়াছে এবং পাইকারী দ্রব্যাদির দরের তরের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। অবশ্যের দিকে প্রয়োজন বোধে পরিমাণ হ্রাসের সম্ভাবনা হিসাবভুক্ত করিলেও সামগ্রিক বৃদ্ধির পরিমাণ সঙ্কুচিত হইবার কোন হেতু নাই। ১৯৪০-৪১ সালের সংশোধিত হিসাবে এই খাতে আয় ৫৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১৪৮৩ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। চলতি বৎসরে যুদ্ধোত্তর বিভিন্নমুখী সর্বোচ্চ উন্নতির রেকর্ড-বৎসর বলিয়া আখ্যায়িত করা যায়। এই আয়বৃদ্ধির ফলে অন্যান্য বিভাগে প্রতিবারে পরিহার সম্ভাবনা অতি সাংকীর্ণ হয় সুতরাং উদ্বৃত্ত থাকাও অসম্ভব নহে। আয় ব্যয়ের অনুমানও প্রশংসনীয়। রেলওয়ে সংক্রান্ত সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও ব্যয় সঙ্কোচের কার্য্য কলাপের সাহায্যে এই খাতের আয় বৃদ্ধির আশা দুরাশা নহে। কাজেই মনে হয়, অর্থ-মন্ত্রীর রক্ষণশীলতায় প্রতিশোধ প্রবৃত্তিই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ফলে অর্থ-মন্ত্রী ও রেল-মন্ত্রীর অনুসৃত নীতির জাঁতাকলে পড়িয়া সাধারণ মানুষই নিষ্পিষ্ট হইয়াছে। এই বৃদ্ধির অবতারণা করা হইয়াছে যে সর্ব-মোট ৬০০ কোটি টাকার বাজেটের মধ্যে (রেল ও কেন্দ্রীয় বাজেট একযোগে) ২০ কোটি টাকা নূতন কর বৃদ্ধি। রেলওয়ে যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি ১৯ কোটি টাকা এবং ৬০০ নূতন কর বৃদ্ধি ৩১ কোটি টাকা) তেমন গুরুতর নহে। তাছাড়া করভারও এমনভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বণ্টিত হইয়াছে যাহাতে ব্যক্তি বিশেষকে ঐকটা সময়ে একত্রে সমুদয় কর আদায়ের দায়িত্ব বহন করিতে না হয়। এই বৃদ্ধি নিশ্চয় আয় কলপ্রসূ এবং ইহার বিস্তার সুসাধ্য বোধ, ইহা সত্য যে বৌথ প্রতিষ্ঠানের উপর প্রত্যক্ষ কর শতকরা ৭ ভাগের বেশী বর্দ্ধিত হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে গত বৎসরে কর ভার লঘু করার ব্যবস্থা সুষ্ঠু সম্পূর্ণরূপে এবার নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে। ফলে নীট বোঝা বর্দ্ধিতই হইয়াছে আয় করের উপর মাত্র ছাড় প্রবর্তিত হওয়ায় অন্য আয় তোষিদের অবস্থার কিছু ভাল হইয়াছে। তাছাড়া, পাকস্থলির অতিরিক্ত বৃদ্ধির অংশটাও এবার বড় ও মধ্য আয় কোন ব্যক্তিবর্গের ঘাড়েই চাপিবে।

সুতরাং সরকারের নিকট হইতে ভারত সরকার অতি সহজ অবস্থা ১০ লক্ষ টন খাদ্য শস্য উপঢৌকন হিসাবে প্রাপ্ত হইবে। ঐ পরিমাণ বিদেশ হইতে ক্রয় করার পূর্ব্বেই ৩০ কোটি টাকারও বেশী সরকারী মুদ্রাকোষে জমা পড়িবে। কাজেই মূলধন বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রস্তাবটা অযৌক্তিক ও অশোভনীয়। যাহোক ও মূলধনী বাজেটে আয় ব্যয়ের সমতা বিধান বা ব্যবধান সঙ্কোচন বৃদ্ধি হিসাবে নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। পার্লিয়ামেন্টারী অর্থ নীতিবিশারদগণ 'বিনিময় ভারের' কথাও স্মরণ এই সময়ে পুনঃপ্রবর্তনের করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন। এক-আনার অর্থ-মন্ত্রীর আমদানি শুল্কের আয়ের নির্ভরযোগ্য নহে। তাহাতে ঐ সুবিধার সৃষ্টি করা হইয়াছে যে সরকারী অভিপ্রায় অনুসারে মুদ্রানীতির সহায়ক রূপে যেমন বাড়ানো যাইতে পারে তেমনি প্রয়োজন বোধে উহার মূলধনেও সুযোগ মত লঘু করিয়া ফেলানো যাইতে পারে। প্রথম পর্য্যায়ে উহা বলা হইয়াছিল যে মজুত তহবিলের ব্যাপক অবস্থার মুদ্রানীতি সহায়ক হয় না এবং তাহার অধিকাংশই বহির্দ্দেশে ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু বিদেশ হইতে প্রচুর আমদানির ফলে, বাহ্যের কি চরিত্রগত পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে তাহার কথা স্পষ্ট। পরন্তু প্রচুর বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার প্রয়োজন এখনও সমানভাবে বিদ্যমান। পক্ষ ছেড় বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে বৈদেশিক লেন-দেনের ঘাটতি তহবিলে উদ্বৃত্ত তহবিলের রূপান্তরিত হইয়াছে। অর্থাৎ বিদেশে বাহ্যের পরিবর্ত্তে আমাদের ভাগই বর্দ্ধিত হইয়াছে! সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত আয় মুদ্রানীতির সহায়ক হইবে? উহা ছাড়া অন্য যে কোন যুক্তিই হউক। কাজেই অতিরিক্ত কর আদায়ের নীতির কারণ অনুসন্ধান নিষ্ফল বলিয়াই মনে হয়। তাহা হইতেছে, খোলা বাজার হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে সরকারের ভীতি এবং দ্বিতীয়তঃ মজুত তহবিলের হীয়মান অবস্থা। অর্থ মন্ত্রীর ভাষণে রেলওয়ের বর্দ্ধিত ভাড়ার ফলে মুদ্রাস্ফীতি প্রসারের কোন উল্লেখ নাই। তাছাড়া, পাক-ভারত বাণিজ্য ও তাহার লাভালাভ সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীর নীরবতা উহাই সপ্রমাণিত করে যে, অর্থ-মন্ত্রী উহা করিয়াই অনুমিতগুলিকে দৃঢ়তর ও বিরাট প্রতিপন্ন করিয়া কর ভার বৃদ্ধির সুযোগ করিয়াছেন এবং উহার চরম ফলাফল অনুমান সাপেক্ষ।

দ্বর্দ্ধি মুদ্রানীতি অবলম্বনে সরকারী অনিচ্ছায় প্রথমতঃ বাজারে সুদের ভাবের ঊর্দ্ধতন হইয়াছে। অধিকন্তু ৴৯ টাকা মূল্যে (১৯৪১-৪২) ৮৭ কোটি টাকার ঋণ পত্রের প্রস্তাব পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে মূল্যে হয় পঞ্চবিংশ টাকাতেই ঘড়তা সম্ভব রক্ষিত হইবে। অর্থ মন্ত্রীর যা কিছু মাথা ব্যথা তাহা কেবল পরিবর্ত্তনীর অনাদায়ের জন্য। বাকী ১৫ কোটি টাকা ঋণ মেয়াদের ভিত্তিতেই সংগৃহীত হইবে। সেক্ষেত্রেও বিনিয়োগে উৎসুক অর্থের অনুসন্ধান হইবে না এবং মূলধনী বাজারে প্রভাবাভাব কাটাইয়া উঠিবে।

সর্ব্বশেষ হইতে ফিরে করিতে গেলে ঐতিহাসিক বাজেট পুরুষের বাজেট হইতে কোন আশঙ্কা আশা করিতে পারে না। বস্তু হিসাবের নবতম পদ্ধতির ফলে জনসাধারণের অসন্তুষ্টি বিধানের সহায়ক হইয়াছে।

পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

প্রায় দেড় বৎসর কাল স্থায়ী পাক-ভারত বাণিজ্যের অবসানোদ্যম নিরসনে পুনর্ব্বার উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে মুদ্রা বাটোয়ারাকে কেন্দ্র করিয়া এ যাবৎ দ্বন্দ্ব ও বিরোধ চলিয়াছিল তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। পাকিস্থান সরকার পাকিস্থানী টাকার যে ঘাটতি ভার দাবী করিয়াছে ভারত সরকার তাহাই সরাসরি স্বীকার করিয়া বর্ত্তমান বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। তার চিরাচরিত পরিবর্ত্তিত অবস্থায় পরিবর্ত্তিত নীতির তার উল্লেখ করিয়া গৃহীত চুক্তির স্বপক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করিয়া-

যেন। তাঁহার মতে, পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক কাঁচা মাল উৎপাদনকারী দেশগুলির অনুকূলে অনুকূলপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে। কাঁচা মালের বিপুল চাহিদা বৃদ্ধিতে সর্ব-প্রকার ব্যবসায়ক্ষেত্রে দৃষ্টিক দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই এক্ষেত্রে কোন সুযোগ সুবিধা পাকিস্থানে লাভ করিয়া থাকে ত তাহা বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার কল্যাণে উপরি-পাওনা হিসাবেই প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করা যে, অতীতের কোন নীতি বা পন্থা অবলম্বনের ফলে এই সুযোগ সুবিধা পাকিস্থানে লাভ করিয়াছে। তাহার কোনোপযোগী সংশোধন শুধু বাঞ্ছনীয় নহে পরন্তু অবশ্য করণীয় কর্তব্য। যাহারা সদ্য সম্পাদিত চুক্তিকে কেবলমাত্র জাতির মর্যাদাহানিকর, আত্মবিক্রয়, দুর্বলতা প্রভৃতি নিন্দাবাদের কোন হইতে কিনা করিতেছেন তাহাদের জিজ্ঞাসা জাতির অর্থনীতি ও প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ঐরূপ বাস্তবর্জিত ও আবেগ মনোভাবের আমরা পক্ষপোষক নহি। পক্ষান্তরে দেশের প্রকৃত ও বাস্তব অবস্থার অকৃত্রিম তাগিদ হইতে যদি এই চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে তবে ইহাকে আমরা কোনরূপ দুর্বলতার পরিবর্তে প্রজ্ঞার অনুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া অভিনন্দিত করিব। কেননা ভ্রান্ত পথের জের টানিলেই ভ্রান্তি বিলুপ্ত সম্ভব নহে। বাস্তবিকের ব্যবধানে, অযৌক্তিক অর্থনৈতিক ফলের ফলে উভয় দেশের মধ্যে যে তিক্ততা ও কলুষের পরিবেশ ও সংযোগ সেতু গিয়াছিল আজিকার নবতম প্রয়াস সে মালিন্য বিলুপ্তের ও বিস্মরণের শক্তির সহায়ক হউক তাহাই কামনা করিব। উভয় রাষ্ট্রের জনসাধারণও অকুণ্ঠ চিত্তে ধরাবরই এই সহযোগিতা ও আদান-প্রদানের পথই কামনা করিয়াছে। উভয় দেশের জনসাধারণ নিত্যকর্মীর জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে এ কঠোর সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছে যে একই মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুই ভিন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে বিকশ হইয়া পড়িলেও কেহ কাহাকে কোন ক্ষেত্রে উপেক্ষা বা বিরোধ করিয়া চলিতে পারে না। সহ সর্বক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতা ও সহযোগিতার মধ্যেই উভয়ের মঙ্গল নিহিত।

এখন দাঁড়াইয়াছে, নীতি ও প্রয়োজনের দিক হইতে আজ যাহা অপরিহার্য ও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, বাস্তবায় লইয়া মুখে প্রযুক্ত হইবার পূর্বে তাহা বিস্তা নিশ্চল ছিল না। তার চিন্তাবন যে 'পরিবর্তিত অবস্থায়' উল্লেখ করিয়াছেন তাহা রাতারাতি সৃষ্ট হয় নাই, ঘটনা প্রবাহের ধারা-বিন্যাস তাহা। সম্ভব হইয়াছে। মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়া ও পাকিস্থানের সঙ্গে অযৌক্তিক অর্থনৈতিক যুদ্ধ চালাইয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কি উন্নতি তৎকালে সাধিত হইয়াছে বর্তমানে তাহার সম্যক হিসাব নিকাশ করিতে অসমর্থ হইলে, একদিকে মুদ্রামূল্য হ্রাস বজায় রাখিয়া ও পাকিস্থানের সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চালাইয়া দেশ কিভাবে কতটা লাভবান হইবে তাহা নির্ধারণ করা কঠিন হইবে। সেজন্য প্রসঙ্গতই মুদ্রামূল্য সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। মুদ্রামূল্য পুনরায় বিলোপ অথবা পাকিস্থানী মুদ্রামূল্যের সমতায় স্থাপন ইত্যাদি নানান প্রস্তাব বিভিন্ন মহলকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। আমাদের মতে কেবলমাত্র আজকের আশুকালীন অবস্থার ভিত্তিতে উহার কোনটার সম্ভব নহে। কেননা, এই অস্বাভাবিক বাজারের ঝোঁক বা কাঁচামাল ও পণ্যসামগ্রী সহজের পালা কতকাল স্থায়ী হইবে তাহা যেমন অনুমান করা কঠিন তেমনি অনিশ্চিত। তাছাড়া আন্তর্জাতিক সমরে এ অবস্থার দুর্যোগ কিছুটা লাঘবতার যাদ করিলেই সামগ্রিক তেজীভাবও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পড়িবে। অধিকন্তু মুদ্রাস্ফীতি দেশসমূহের ক্রয় পরিমাণেরও একটা নির্দিষ্টতা ও সীমা রহিয়াছে। কাজেই ঐরূপ যে কোন প্রস্তাব এসময়ে কার্যকরী করিবার প্রাক্কালে কোন ধারণা বিশেষকে কেন্দ্র না করিয়া সামগ্রিক অবস্থার পূর্বাপর বিশ্লেষণভূক্ত দৃষ্টিভঙ্গির তত্ত্ব ও সুসংবদ্ধ তথ্যের ভিত্তিতে অতি সতর্কতার সহিত বিচার করিতে হইবে।

নূতন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যসামগ্রীর আনুমানিক মূল্য মূল্যের পরিমাণ দাঁড়াইতেছে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ভারতের রপ্তানি ভাগে ১০০ কোটি টাকা ও পাকিস্থানের ভাগে ১৫০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্যে যে বাণিজ্যিক প্রতিকূলতা সৃষ্টি হইতেছে, পাকিস্থান হইতে আমদানীকৃত কাঁচা মালের শিল্পসম্মত সার্থক সদ্ব্যবহার করিয়া বৈদেশিক রপ্তানির দ্বারা অনুকূল বাণিজ্যিক অবস্থা আনয়ন আয়ত্ত-বহির্ভূত কিছু নয় বলিয়া আমরা মনে করি। একমাত্র কাঁচা পাটের উপযুক্ত শিল্প ব্যবহার দ্বারা বৈদেশিক উপার্জন বৎসরে ২৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ভারত রপ্তানি বিশ্বের পক্ষেও পাট-শিল্পের অনুরূপ না হইলেও প্রচুর লাভবান হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান।

উভয় দেশের কে কি রপ্তানি করিবে সে তালিকায় লক্ষিত হইবে, ভারত হইতে প্রেরিতব্য দ্রব্য সামগ্রীর বিষয় সংখ্যাধিক্য। কয়লা, ইস্পাত, কাঠ, সিমেন্ট, কাগজ, মাদারনিক দ্রব্য, পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, পাকা প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যসম্ভার ভারতীয় অর্থনীতির বৈচিত্র্য বহন করিতেছে। পাকিস্থানের চাউল, গম এবং অন্যান্য খাদ্যশস্য আমদানীর ফলে তাহাতে খাদ্যকষ্ট অনেকাংশে লাঘব হইবে।

মাল চলাচলের জন্য উভয় সরকারকে তৎপর হইতে হইবে। যানবাহনের অসুবিধাকে সুসাধ্য করিবার জন্য প্রচুর বেগ পাইতে হইবে। সেক্ষেত্রে শিল্প পণ্য ও খাদ্যদ্রব্যের চলাচলের অগ্রাধিকারের পরিকল্পনা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

উভয় দেশেই চুক্তির সুযোগে নানাভাবে কর বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে। যেমন ভারতে আমদানীকৃত পণ্যের চড়া হারের কর দেশে অন্যান্য উৎপাদিত একই দ্রব্যের করও অনুপাতে চড়িয়া যাইবে। ইহাতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়া অসন্তোষের মাত্রা বাড়াইবে। ইহাও সত্য যে, প্রত্যেক পণ্যেরই কর বৃদ্ধি ঘটিবে না। যাহাতে মূল্যের সাম্যতার রক্ষিত হয় তজ্জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে।

সর্বশেষে, বাণিজ্যিক আদান প্রদানের মাধ্যমে উভয় দেশের জন্য যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়া এই দুই নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করুক।

ভারত সরকারের বাজেট বিশ্লেষণী

—১৩৫৮—

ভারত সরকারের অর্থসচিব শ্রীচিন্তামন দেশমুখ কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৫৮-৫৯ সালের আগামী উপাদনক্রমে ঘোষণা করেন যে, ১৯৫৯-৬০ সালে পাঁচ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। অর্থসচিব ঘাটতি পূরণের জন্য যে সকল প্রস্তাব ও পরামর্শ করা আগামী প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত আর অতিরিক্ত ৩১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে এবং ঘাটতি পূরণের পরও ২৫ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে।

১৯৫০-৫১ সালের সংশোধিত হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ বৎসরে ৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। বাজেটের মূল হিসাবে এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৭১ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে রাজস্ব খাতে আয় আনুমানিক ৩৮৭ কোটি ৫১ লক্ষ এবং রাজস্ব খাতে ব্যয় প্রায় ৩৭৯ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। এই হিসাব অনুযায়ী রাজস্ব খাতে আয় ৪৮ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৪১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

বর্তমানে যে সকল কর প্রবর্তিত আছে তাহার ভিত্তিতে আগামী বৎসরে রাজস্ব খাতে ৩৬৯ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং ৩৭৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ফলে ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে।

অর্থসচিব বাজেট বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, একচালীন ব্যয় খাতে চলতি বৎসরে ৩১ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে। আগামী বৎসরে একচালীন ব্যয় খাতে ৭৮ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

অব্যাহত মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে শ্রীদেশমুখ বলেন যে, কোরিয়া যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় অব্যাহত মূল্য বৃদ্ধির হিড়িক দেখা দেয়। কিন্তু, ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে অব্যাহত মূল্য প্রায় একই স্তরে থাকিয়া গিয়াছে। শিল্প উৎপাদন সম্পর্কে অর্থসচিব খাদ্য বলেন যে, তুলা, পাট এবং অন্যান্য শিল্প যাতীত অন্যান্য শিল্পে, ১৯৫০ সালের উৎপাদন হিসাব আশাব্যঞ্জক হইয়াছে। আমাদী বৎসরে ভারতে উৎপাদন বাড়াবিক হইলে, ১৯৫২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারত তুলা এবং পাট সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার বিষয়ে আশা করা যাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে অর্থসচিব বলেন যে, ১৯৪৯ সালের শেষ ত্রৈমাসিক হিসাব হইতে দেখা গিয়াছে যে, বহির্বাণিজ্যের অবিরাম ভারতের অনুকূলে ছিল। অনুকূল অবস্থা এখন পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। মূল্যমূল্য হ্রাসের পরবর্তী বৎসরে বহির্বাণিজ্যে ভারতের নীট ১৬ কোটি টাকা লাভ হইয়াছে। আলোচ্য পূর্ব বৎসরে ২৪১ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছিল।

ভারতের ভাষা পরিস্থিতি

১৯৬১ সালে হিন্দি সুবিধাজনক হইবে বলিয়া মনে হয় না। সরকার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পরিমাণ যাহাতে আমদানীর জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছেন। মূলধন বৃদ্ধিকল্পে লাইসেন্স "অধিক খাদ্য ফলাও" পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে—যে সকল এলাকার (ক্ষেত্রের) জমির প্রাচুর্য আছে, সেই সকল এলাকায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

গত বৎসরের অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা—

বাজেট বক্তৃতার প্রারম্ভে অর্থসচিব শ্রীদেশমুখ গত বৎসরের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করেন। অর্থসচিব বলেন যে, গত বৎসরের "পরিস্থিতি বিশেষ উৎসাহজনক" ছিল। অব্যাহত মূল্য বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কার দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর যে গুরুতর চাপ পড়িয়াছিল এবং আমাদের মূলধনসম্ভার, দেশের কোন কোন অংশে খরার প্রকোপ এবং উত্তরপূর্ব সীমান্ত যানবাহন ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের জন্য যে সকল বৎসরের অসাধারণ অভিজ্ঞতাপূর্ণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে, তাহা আরও বৃদ্ধি পায়। অর্থসচিব বলেন যে, কোরিয়া যুদ্ধপরিস্থিতি এবং সমস্ত দিকে উহার প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা মুক্তাঞ্চলের বৎসর অধিকে পৃথিবীর সকল দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে।

মূল্যবৃদ্ধি নিরোধের প্রচেষ্টা

অর্থসচিব বলেন, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া, অব্যাহত মূল্য বৃদ্ধিরোধের জন্য সরকারকে বিশেষভাবে আঁটা আঁটিতে হইতেছে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া হিসাবে অব্যাহত মূল্য বৃদ্ধি নিরোধকল্পে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের ব্যবস্থা করেন। উহার ফলে অব্যাহত মূল্যাঙ্ক ১৯৪৯ সালের আগস্টের শেষে ৩৯০৬ হইতে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরের শেষে ৩৮১৩ অঙ্কে নামিয়া আসিয়াছিল কিন্তু অব্যাহত উর্ধ্বগতি অনেক দিন পর্যন্ত রাখা সম্ভব হয় নাই এবং ১৯৫০ সালের জুন মাসে মূল্যাঙ্ক ৩৯৫৯ দাঁড়ায়। কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে অব্যাহত মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সেপ্টেম্বর মাসে উহা ৪১৬৫ অঙ্কে পৌঁছে। তাহার পর মূল্যাঙ্ক এক প্রকার অপরিবর্তিত আছে। ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে মূল্যাঙ্ক ৪১৬৯ বৃদ্ধিপাইয়াছে।

অর্থসচিব বলেন যে, অব্যাহত মূল্য বৃদ্ধি কেবল অন্য ভারতেই সীমিত থাকিয়া ছিল না। পরন্তু, যে সকল দেশ হইতে ভারত অব্যাহত আমদানি করে, সেই সকল দেশে মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতাই ভারতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে ভারত সরকার যে নূতন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহার অর্থসচিব অত্যাবশ্যকীয় অব্যাহত (ক্ষমতা অর্পণ) আইন সংশোধন, আমদানী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, অন্যের

সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা, মূল্য উপযোগী ঘোর পর্যন্ত, ভারতের আভ্যন্তরীণ মূল্য এবং পৃথিবীর অন্যত্র প্রব্যমূল্যের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য ছিল তাহার সমতা বিধানে রপ্তানি শুল্ক প্রবর্তন এবং শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেন। অর্থসচিব বলেন যে, এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে, গত কয়েক মাস, প্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি অনেকাংশে বন্ধীভূত হইয়াছে কিন্তু, ঊর্ধ্বগতি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই।

শিল্পে উৎপাদন

অর্থ সচিব বলেন যে, ১৯৫০ সালে, অন্যান্য শিল্পে উৎপাদন বিশেষ আশাপ্রদ হইলেও, তাঁহা বলের অনুরিধার কারণে, পাট, সুতীবস্ত্র এবং সর্করা শিল্পে উৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই সকল শিল্পে পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচা মাল সরবরাহের প্রশ্ন ভারত সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন আছে। আমদানী সরঞ্জামে উৎপাদন ব্যাহত হইলে, ১৯৫১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারত কাঁচা পাট ও তুলা সম্পর্কে স্বাবলম্বী হওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হইতে পারিবে। ইতাবসরে, কাঁচা পাটের সরবরাহ অপ্রতুল থাকায় ভারতবর্ষকে উহার চাহিদার অধিকাংশ পাকিস্তান হইতে আমদানি করিতে হইয়াছে এবং উহার মাধ্যমে পাট কলগুলি কর্তৃক মজুত পরিমাণ কাঁচা পাট অল্প মাধ্যমসম্পন্ন করা হইয়াছে।

খাদ্য পরিস্থিতি

অর্থ সচিব বলেন যে, গত বৎসর ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে, তাহার ফলে দেশের খাদ্য পরিস্থিতির বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে এবং ১৯৫০-৫১ সালের ব্যবস্থাটে অনুমিত খাদ্য আমদানীর পরিমাণ পূর্বের লক্ষ টনের স্থলে বিভিন্নবিধ বৃদ্ধি লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হয়। এই কারণেই, বাজেট উপস্থিত করা হইবার পর আরও দুই লক্ষ টন খাদ্য ক্রয় করা সম্ভব হয় নাই।

১৯৫১ সালের খাদ্য শস্য আমদানির হিসাব দিয়া অর্থসচিব বলেন যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৭৫ লক্ষ টন খাদ্য আমদানির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আরও দুই লক্ষ টন খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হইতেছে। দেশের অভ্যন্তরে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রসঙ্গেরও কথা উল্লেখ করিয়া অর্থ সচিব বলেন, আগামী বৎসরে আভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিদেশ হইতে সর্বোচ্চ পরিমাণে খাদ্য আমদানির ফলে সরবরাহ। সর্বতোভাবে চেষ্টা করিলেও, দেশের খাদ্য পরিস্থিতি উদ্বেগবিহীন হইবে না।

পরীর বাজার

১৯৫০ সালে যে আশিয়া যাওয়ার ঝিঁকিকের পর এই সর্বপ্রথম পরীর বাজারে কিছু তেজীর ভাব দেখা যায়, কিন্তু বৎসরের শেষ দিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ফল অবস্থার এই উন্নতি আংশিক ব্যাহত হয়। বৎসরের প্রথমদিকে কোম্পানীর কাগজের বাজার বেশ তেজী ছিল এবং সরকার এই সুযোগে দফায় ৩ সুদের ঋণপত্রের মাধ্যমে ৩০ কোটি টাকার কোম্পানীর কাগজ বাজারে ছাড়েন। বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারও অবস্থার উন্নতির সুযোগ লইয়া কিছু কোম্পানীর কাগজ বাজারে ছাড়িয়া ঋণ গ্রহণ করেন।

কিন্তু ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি কোম্পানীর কাগজের দর আবার পড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে শেয়ারের বাজারের তুলনায় তেজী ছিল। তাহা হইলেও সরকারের বহু বড় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি এবং শিল্প বিস্তারের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন ছিল পরীর বাজারে সে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় নাই।

বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব

দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ করিতে গিয়া অর্থসচিব বৈদেশিক বাণিজ্যের দেশ-দেশের ভিত্তিতে হিসাবকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, ১৯৫০ সালের দ্বিতীয় ভিন মাসে রপ্তানী পাওয়ার দ্রব্য পাওয়ার এবং তাঁহা তুলা আমদানীর জন্য মোটা টাকা দিতে হওয়ায় পাওয়ার পাউন্ড হইলেও মোটের উপর বৈদেশিক বাণিজ্য দেশ-দেশের ভিত্তিতে হিসাবে অবস্থা ১৯৫১ সালের শেষ ভিন মাস হইতেই ভারতের অনুকূল ছিল। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে দেশ-দেশের হিসাবে ভারতের পাওনা ৬৩৮ কোটি এবং দেনা ৪৭২ কোটি টাকা দাঁড়ায়। অর্থাৎ মোট ৬৬ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকে।

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে যে বৎসর শেষ হয় তাহাতে ভারতের পাওনা ৫১৭ কোটি এবং দেনা ৭৬৩ কোটি দাঁড়ায়। অর্থাৎ ২৪৬ কোটি টাকা ঘাটতি পড়ে। তুলা মূল্য হ্রাসের পর এক বৎসরে বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাবে ভারতের আয় ২৪ পয়সাপে বৃদ্ধি পায় এবং দেনা ২৪ পয়সাপে কমিয়া যায়। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরের পরবর্তী কালের সঠিক হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং বেজায়ে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে মনে হয় দেশ-দেশের ভিত্তিতে হিসাবে অবস্থা ভারতের অনুকূলেই রহিয়াছে। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে ভারতের ৮০৭ কোটি টাকা ষ্টার্লিং পাওনা ছিল; কিন্তু ১৯৫১ সালের জানুয়ারীর শেষে উহা বাড়িয়া ১৪০ কোটিতে দাঁড়ায়।

অর্থনীতির অবস্থার এই ইতিবৃত্ত কারণ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন যে, সরকার রপ্তানী বৃদ্ধির অন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহাতীত টাকার মূল্য হ্রাসে রপ্তানী বাণিজ্যের বাজারে প্রতিযোগিতার যে সুবিধা হয় তাহাই এই অনুকূল অবস্থার কারণ। সম্প্রতিকার আন্তর্জাতিক অবস্থা, পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির পুনরস্ত্রসজ্জা ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অত্যন্ত চাহিদার ফলেও কিছুকগুলির পণ্যের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে।

বিপদের সংকেত

কিন্তু তিনি এই বলিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিতে চাহেন যে, ভারতের পক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যের এই অনুকূল অবস্থা দীর্ঘ স্থায়ী নাও হইতে পারে। কাঁচা পাট যোগাইয়া যাইতে না পারিলে বর্তমান যে পরিমাণ চট রপ্তানী করা হইতেছে তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে।

দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্য বহু রপ্তানী হ্রাস করিতে হইতে পারে এবং আমদানী বৎসর অন্যান্য বেশী টাকার পণ্য আমদানী করার সম্ভাবনা আছে। বিদেশ হইতে চড়া দরে মাল কেনার প্রতিক্রিয়া দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক অবস্থার উপর যাহাতে বিশেষ গুরুতর ফল হয় সে জন্য সরকার চেষ্টা করিবেন। সম্প্রতি সময়ে সরকারকে রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধি ও বৃদ্ধি করিবার যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং আমদানী নিয়ন্ত্রণের যে ক্ষমতা সরকারের আছে তাহা প্রয়োগ করিয়া সরকার এই বিপদ রোধ করিবেন।

ভবিষ্যৎ অবস্থা

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া ডাঃ দেশমুখ বলেন যে, ষ্টার্লিং এলাকার অনুকূল দেনা ও ভারতের পরিমাণ যৌক্তিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০ সালের অনুকূলের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়াইয়াছে। ১৯৫১ সালে ভারতের ৭ কোটি ৫০

লক্ষ ডলার খাটতি পড়িয়াছিল, এবার তাহাতে ৭ কোটি ১০ লক্ষ ডলার উদ্বৃত্ত হইয়াছে এবং এই বাড়তি দিয়া তাহার অধুনা ডলারের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে।

কিন্তু ডলার তাহাদের কৃপা বিবেচনা করিলে বলিতে হয় যে, কেন্দ্রে এই বন্ধুত্বের পরিমাণ মূলের আমের অবস্থার তুলনায় অনেক কম এবং মার্কিনের অবস্থা স্থিতি ও প্রকৃতির দিক দিয়া যেরূপ ঋণ পরিবর্তিত হইতেছে তাহাতে ডলার অধুনা এখনও কর্মক্ষম প্রয়োজন। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমনওয়েলথ অর্থ-মন্ত্রীদের সম্মেলনে ডলার অধুনার কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে এই বিষয়ে যথাসম্ভব বাধ সাধার করিতে বলা হইয়াছিল। ১৯৪১ সালে ডলার ব্যাপারের অবস্থা পূর্ব বৎসরের মত অনুকূল থাকিবে না বলিয়া মনে হয়। কারণ বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী বৃদ্ধির প্রয়োজন হইবে।

ষ্টার্লিংয়ের সহিত ব্যবস্থা

পাকিস্তান ষ্টার্লিং সমবায় সম্প্রতি ষ্টার্লিংয়ের সহিত যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া অর্থ-সচিব বলেন যে বৎসরে ষ্টার্লিং ভারতবর্ষকে বার্ষিক ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং পরিশোধ করিবে। অবশ্য কোন বছরে ইহার অতিরিক্ত ষ্টার্লিংএর প্রয়োজন হইলে তাহা আদায়ের জন্য ষ্টার্লিং সরকারের সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ করিতে হইবে। যে সমস্যা লইয়া অতীতে বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে এই ব্যবস্থাকে তাহার সন্তোষজনক সমাধান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

৪। পাক-ভারত বাণিজ্য

পাক-ভারত বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া অর্থ-মন্ত্রী বলেন যে, পাকিস্তান টাকার মূল্য হ্রাস করিতে সম্মত না হওয়ায় উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছিল। ভারত যে সময় মূল্য পাকিস্তানী পণ্য ক্রয়ে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক ছিল ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রায় সর্বদেশে সমক্ষে আশা দিয়াছে যে, এই চুক্তি অনুসারে পাকিস্তান ভারতে ১৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার তাঁতা পাট রপ্তানী করিয়াছে এবং মূল্য বাবদ যে টাকা পাইয়াছে অধিকাংশ দিয়া চট, বস্ত্র ও অন্যান্য বস্তু কিনিয়া ফিরিয়াছে। এগুলি ছাড়া কতকগুলি জিনিস অবশ্য উভয় দেশের মধ্যে লেনদেন করার ব্যবস্থা ছিল—যেমন তাঁতা চামড়া, ঔষধ, সুপারী, তাজা ফল ও শাকসব্জী।

১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মোট ১৬ কোটি ৮ লক্ষ টাকার এই সব জিনিস আমদানী ও রপ্তানী হয়। আমদানীর পরিমাণ ১০ কোটি ৭ লক্ষ এবং রপ্তানীর পরিমাণ ৬ কোটি ১ লক্ষ টাকা।

১৯৪০ সালের বাণিজ্য চুক্তির কার্যকাল সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হয়। সেই সময় পাকিস্তানী টাকার বাহিরে যাহা নির্ধারণ আন্তর্জাতিক মূল্য অবস্থিতির বিবেচনাধীন ছিল বলিয়া নূতন চুক্তি সম্পাদন মুলিত রাখা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আন্তর্জাতিক অবস্থিতি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত মুলিত রাখেন এবং উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য আবার প্রায় অচল হইয়া দাঁড়ায়। পাকিস্তানী টাকার বিনিময় নির্ধারণ এখনও আন্তর্জাতিক অবস্থিতির বিবেচনাধীন রহিয়াছে বলিয়া আমি এই বিষয়ে এখন কিছু বলিতে চাহি না। কিন্তু এ কথা উভয় দেশকেই নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উভয় দেশের বৈদেশিক অবস্থা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং উভয় দেশের কল্যাণের জন্যই এই বাণিজ্যের অচল অবস্থার অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৯৪০—৪১ সালের আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা করিয়া শ্রীযেমধুর বলেন যে, বৎসরের প্রথম দিকে আনুমানিক উদ্বৃত্ত ৭১ লক্ষ টাকার স্থলে ৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছিল। প্রথম বাজেটে আয় ধরা হয় ৩৩৮ কোটি ৫১ লক্ষ ও ব্যয় ধরা হয় ৩৩৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছিল। পরে সংশোধিত বাজেটে আয় ধরা হয় ৩৬৭ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ও ব্যয় ধরা হয় ৩৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়। সংশোধিত বাজেটে আয়ের খাতে ৩৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ও ব্যয়ের খাতে ৪১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ধরা হয়। সুতরাং সংশোধিত বাজেটে কিছু উদ্বৃত্ত দেখা যায়।

সংশোধিত বাজেটে যে উদ্বৃত্ত দেখা যায়, তাহা প্রধানতঃ শুল্ক বাবদ আয় বৃদ্ধির ফলেই সম্ভব হইয়াছে। ধরিয়া শুল্ক বাবদ ১৪৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। কিন্তু প্রাথমিক বাজেটে ধরিয়া শুল্ক বাবদ ধরা হইয়াছিল ১০৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। আয়কর বাবদ আয় ধরা ১৬৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা এবং আয়কর বাবদ অন্যান্যগুলির প্রাপ্য অঙ্কের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। রেলওয়ে হইতে এই বৎসর ৯ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। রেলওয়ে হইতে ইহা অপেক্ষা ৩৩ লক্ষ টাকা কম পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। ব্যয়ের খাতে যে ৪১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার মধ্যে ব্যয় ১১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ও অসামরিক ব্যয় ১৯ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধিই তাহার কারণ।

প্রধানতঃ পূর্বাঞ্চলের যাতায়াত ও সদা ঘরে যাত্র সরবরাহের ফলে অসামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধি হয়। পূর্বাঞ্চলে যাতায়াতের সাহায্য বাবদ ৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং আমদানী যাতায়াত লক্ষ করে সরবরাহ বাবদ অতিরিক্ত ৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। যাতায়াত সংক্রান্ত যাবদ যে মোকাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা হইবে আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু যাতায়াত সরবরাহ বাবদ ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা কম হইবে আশা করা গিয়াছিল। অসামরিক খাতে যে ব্যয়বৃদ্ধি হয়, তাহাতে ভারত বিভাগের পূর্ব মেয়াদ বাবদ ২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

বর্তমান আয়কর কর অনুযায়ী অর্থমন্ত্রী আগামী বৎসরের রাজস্বের পরিমাণ আনুমানিক ৩৬১ কোটি ৮১ লক্ষ এবং ব্যয়ের পরিমাণ

ন্যাশনাল লাম্বার

এণ্ড কোং লিমিটেড

৪, ক্লেয়ারমণ্ট প্লেস, কলিকাতা

টেলিফোন ঃ ব্যাঙ্ক ২২৬১—২২৬৮।

টেলিগ্রাম ঃ মাট।

টিম্বার এক্সপার্টস্

বি সিউ লাইম লিঃ

এলায়েন্স এণ্ড ব্যাঙ্কার্স এন এস কোং লিঃ

ঘন্ লাইম লিঃ

ইঞ্জিনিয়ার্স ও কন্ট্রাক্টর্স

কলের যাবতীয় সরঞ্জাম

নির্মাণকার্য ব্যবহারের ঔষধাদি

অগ্নি নির্বাপক

বীজাণুনাশক

ডি, ডি, টি গোকা-মাকড় বংশধ্বংসকারক

পাম্প (যান্ত্র)

জেনারেল এক্সপোর্টস্

কেক এণ্ড কোং লিঃ

(চিনি ও মদ প্রস্তুতকারক)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া গ্রাইণ্ডিং কোং লিঃ

আলেকজাণ্ডার স্মার্কিন এণ্ড সিপিং কোং লিঃ

(শাইটারেজ)

ইন্সিওরেন্স ও সার্ভের এজেন্টস্

আয়কর ৩১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ধরেন। ইহাতে ঘাটতি হয় ৫ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা।

আমাদী বৎসরের আয়ের খাতে পরিকল্পিত খাতে ১৪১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। পরিকল্পিত খাতের আয় সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন, পরিকল্পিত খাতে যে আয় হইবে, তাহা বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন ও আন্তর্জাতিক অবস্থার উন্নতির উপর নির্ভরশীল। কারণ, সরবরাহ ও অর্থসংস্থান প্রধানতঃ এখানে হয়। বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় টাকা ধার হইবে। অনাবর্তিক খাতে ধার হইবে ১১৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ের মধ্যে মূলধনের—১৩০ কোটি ৬১ লক্ষ, যৌথবন্ধ—১ কোটি ৩১ লক্ষ ও বিমানবহরকে ২৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে।

বর্তমান বৎসরের সংশোধিত রাজস্বখাতের ঘাটতির তুলনায় মূলধনে খাতে ১২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ধার হ্রাস করা হইয়াছে। তবে সেই অনুপাতে যৌথবন্ধ ও বিমানবহর খাতে ধার টাকা ধার হইবে। অনাবর্তিক খাতে ধার হইবে ১১৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ের মধ্যে মূলধনের—১৩০ কোটি ৬১ লক্ষ, যৌথবন্ধ—১ কোটি ৩১ লক্ষ ও বিমানবহরকে ২৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে।

বর্তমান বৎসরের সংশোধিত রাজস্বখাতের ঘাটতির তুলনায় মূলধনে খাতে ১২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ধার হ্রাস করা হইয়াছে। তবে সেই অনুপাতে যৌথবন্ধ ও বিমানবহর খাতে ধার নয়া নির্মাণের জন্য যে নগদ অর্থসংস্থান প্রয়োজন হইবে, তাহা অন্যের মারফৎ এই টাকা উদ্বৃত্ত রাখা হইয়াছে।

অর্থমন্ত্রী বলেন যে, ১৯৮১—৮২ সালে অনাবর্তিক খাতে ৯১৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ধার হইবে। বর্তমান বৎসরের সংশোধিত হিসাবে এই খাতে ১১১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ধার করা হইয়াছে। তুলনায় এই খাতে আমাদী বৎসর ৪ কোটি ৪ লক্ষ কম ধার হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

খাত	১৯৮০-৮১ (সংশোধিত)	১৯৮১-৮২ (অনুমিত)
আমদানি-রপ্তানি শুল্ক	১৪৪,৩১	১৫০,০৪
কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক	৬১,৬৮	৮৪,৭৮
কর্পোরেশন কর	৩৮,১২	৩,৭৩
অন্যান্য আয়কর (কর্পোরেশন করব্যতীত)	১২৭,৮৮	১৩৫,৫১
অফিমের	৩,০০	৪,০৪
সুদ	১,৭১	১,৬৭
বৈদেশিক দান	১০,৪৬	৮,৪২
মুদ্রা ও টাঁকশাল	১৪,৮১	১৫,০৫
পূর্ত	১,৪৮	১,৪২
অন্যান্য রাজস্ব	১৩,৬১	১৪,১১
ঋণ ও অগ্রিম বিতরণের জন্য	৩,০৭	৪,০০
লেনদেনের জন্য	৩,৭৬	৭,৪৬
অন্য মূলধন খাতে (রাজ্য সরকারগুলির প্রাপ্য অংশ ব্যতীত)	৪১,৬৮	৪১,৫৫
মোট রাজস্ব	৩৮১,২১	৪১৮,৩৬

খাত	১৯৮০-৮১ (সংশোধিত)	১৯৮১-৮২ (অনুমিত)
প্রত্যক্ষ কর-পাওনা ও রাজস্ব	১৩,৩৩	১৪,৪৮
কর-লেভি	২১	৫১
ঋণ পরিশোধ	৫৬,৪৬	৩১,৬২
লেনদেনের দাদন	১২,৭৫	৫৩,০২
মুদ্রা ও টাঁকশাল	২,৬৪	২,৬৬
পূর্ত	১০,৮৮	১৩,৩৮
পেন্সন	১,১৮	৭,০৫
বিবিধ	১৩,৬১	০ ৯,৮৬
উপায়		
বাজারের সাধারণ ঋণ	৩১,০১	২৯,৩২
অন্যান্য ঋণ	৫,৬৬	৫০
রাজ্যসরকারগুলিকে সাহায্য দান ইত্যাদি	১৫,১২	১৪,৪৩
অতিরিক্ত নিধি	১,৪১	১০,১১
নগদিক	১২৯,৪১	১৮০,০২
লেন-বিক্রয় পূর্ত-পাওনা শোধ	৪,৭৪	২,৭৫
মোট ব্যয়	৩১৯,২৮	৩৪৫,৪৩
উদ্বৃত্ত	১,৯৩	২৪,৯১

আমাদী বৎসরের রাজস্বের পরিমাণ এখনই নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

আয়কর খাতে ১৪৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। লেনদেন হইতে ৭ কোটি ২৪ লক্ষ এবং আবগারী ও আয় বিভাগ হইতে ২ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ১৯৮১-৮২ সালের মোট ব্যয় ৩৪৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকায় অথবা লেনদেন খাতে ১০০ কোটি ২ লক্ষ বেশী হইবে। মূলধন খাতে ব্যয়বৃদ্ধির কারণ-স্বরূপ অর্থমন্ত্রী বলেন যে, মূল্যবৃদ্ধিতে যে সমস্যা হ্রাস করা হইয়াছে, আমাদী বৎসরের বাজেটে আমরা প্রস্তাব রেখে যাইব। দেশরক্ষা খাতে ব্যয় হ্রাসের সমস্যা সম্পর্কে সরকার সচেতন। দেশরক্ষা খাতে মূলধনীয় ব্যয়বাবদ ৪১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা বেশী ধরা হইয়াছে। লেনাদারিতার ৩টি সমাধানই প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণের জন্য যে নগদ অর্থসংস্থান প্রয়োজন হইবে, তাহা অন্যের মারফৎ এই টাকা উদ্বৃত্ত রাখা হইয়াছে।

অনাবর্তিক খাতসমূহ

আয়ন সরকার পদ্ধতি বাজেটের যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, অনুসারে ঐচ্ছিকমূলক ঘোষণা করেন যে, অনাবর্তিক খাতে ধার ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হইবে।

এজন্যতে তিনি বলেন যে, বাজেটের মূলধন খুব কম। অনাবর্তিক খাতে যেটি যে ১০০ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ধার করা হইয়াছে, তাহার অধে মূল, ঋণ পরিশোধ, পেন্সন, রাজ্য-

ওষুধের জন্য বিদেশী দাবায়, যানবাহন যাবদ দাবায়, উপরি দাবায়া, মোসাবে প্রভৃতি কতক-গুলি দাবাবাবদ খরচা আছে। এইগুলি ছাড়া যে ৯২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের কথা বলা হইয়াছে, কেবল তাহা হইতেই কমান সম্ভব। ইহার অবশ্য আমদানি ট্যাক্স আদায় ও অতিরিক্তমূলক কাজের জন্য অনেক খরচা আছে। এই সকল বিষয়ে খরচা কমাইতে গেলে রাজস্ব আদায় এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার বিঘ্ন হইতে অসুবিধা হইতে পারে। যে ভাবে হউক, সমস্ত খরচা মিলাইয়া অতিরিক্তের উপায় উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা করা হইবে।

মূলধন খাতে ব্যয়

১৯৪৭—৪৮ সালের বাজেটে মূলধন খাতে ব্যয় ৩২ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল। সংশোধিত হিসাবে ইহা ৮৩ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। নূতন সরকারগুলিকে মোট ঋণ ৩৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা হইতে ৩৭ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মূলধন খাতে ব্যয়বৃদ্ধির প্রধান কারণ, সরকারের নীতি অনুযায়ী দ্বিতীয় বৎসরের মাঝেই দ্রুত-গতি আনা হইয়াছে।

এই বৎসর দেখা যায় যে, রেলওয়ে ও সেচ পরিকল্পনাসমূহ খাতে অনেক বেশী টাকার প্রয়োজন। মেন বিভাগের সাধারণ অনুযায়ী পাকিস্তানকে ৯ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা দিতে হয়। এই টাকা এই বৎসর দেওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু বিশ খাদ্য ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সদস্যপদের জন্য টাকা খাদ্য পাকিস্তানের এই টাকাটার প্রয়োজন হয়। সেজন্য খাদ্য মূলধন খাতেও ব্যয় বৃদ্ধি হয়। রাজস্বমন্ত্রী অতিরিক্ত খরচের কথা উল্লেখ করিয়া অর্থ-সচিব বলেন যে, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও "অতিরিক্ত খাদ্য ফলাও" আন্দোলনের জন্যই প্রধান-তঃ এই অতিরিক্ত খরচ দেখা দেয়। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য সাড়ে ৭ কোটি টাকা এবং "অতিরিক্ত খাদ্য ফলাও" আন্দোলনের জন্য পৌনে একুশ কোটি টাকা বেশী ব্যয় হয়।

অর্থসচিব বলেন, আগামী বৎসরের মূলধন খাতে ৭১ কোটি টাকা এবং রাজস্বখাতের খরচাসহ মোট ৯২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। মূলধনী বাজেটের অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান ব্যয়গুলি নীচে প্রদত্ত হইল :—

রেলওয়ে—১৯ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা।

জল'ও অন্য—৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা।

নূতন করভার

কয়লাখনিজাত-কর

কয়লাখনিজাত-কর টাকায় এক পয়সা হিসাবে বৃদ্ধি করিয়া টাকায় দশ পয়সার স্থলে এগার পয়সা করা হইবে।

আয়কর ও সুপার-ট্যাক্স

কর্পোরেশন-কর ছাড়া, সমস্ত আয়কর ও সুপার-ট্যাক্সের হারের উপর শত-করা ৫৲ হারে সারচার্জ বসানো হইবে। এই কর-সহ অর্থ কেবলমাত্র কেন্দ্রই পাইবে, রাজ্যগুলিকে উহার কোনও অংশ দেওয়া হইবে না। ইহা হইতে ৩ কোটি টাকা আয় হইবে।

আমদানি পণ্য

তালিকাভুক্ত সমস্ত আমদানি পণ্যের উপর সারচার্জ শতকরা ৫৲ টাকা হারে বাড়ানো হইবে। যে সকল পণ্য বিশেষ চুক্তি দ্বারা বিমুক্ত, সেগুলি ইহার আওতায় আসিবে না।

টীকাকরণ

ঘোড়া ছাড়ানো টীকা দানের উপর টীক পিছু ৮০৲ টাকা হিসাবে রপ্তানি-কর প্রবর্তিত হইবে।

রঙ

এল (এক প্রকার রঙ), বিয়ার-স্পিরিট ও গাঁজার মদের উপর শতকরা ৫০৲ টাকা হিসাবে আবগারী-শুল্ক বসিবে। এই খাতে ৪৫ লক্ষ টাকা আয় হইবে।

মোটর স্পিরিট

মোটর স্পিরিটের উপর উৎপাদন-শুল্ক শতকরা ৫৲ টাকা বৃদ্ধি পাইবে।

মোলবস্ত্রি ও ছাঁটা সুতা

মোলবস্ত্রি ও সুতার ছাঁটের রপ্তানি-শুল্ক পাকিস্তানিক নির্ধারণ আরো করিয়া বাড়ানো হইবে। ইহা হইতে এক কোটি টাকা আয়ের সম্ভাবনা আছে।

সুতী বস্ত্র

সুতীবস্ত্র রপ্তানির উপরে মূল্যানুপাতিক শতকরা ১০৲ টাকা হারে কর বসানো হইবে। ১৯৪৯ সালে সুতীবস্ত্র রপ্তানীর উপর কর প্রত্যাহার করিয়া কেবলমাত্র মোটা ও বাজারি বস্ত্রের উপরই বসান হয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে আড়াই কোটি টাকা আয় হইবে।

কেরোসিন তৈল

কেরোসিন তৈলের উপর উৎপাদন-শুল্ক শতকরা ৫৲ টাকা হারে বৃদ্ধি পাইবে।

আমদানি শিল্প নিয়ন্ত্রণ শুল্ক

আমদানি-শিল্প নিয়ন্ত্রণ শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হইবে। ইহা হইতে ১৩ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে।

বিদেশী রাজ্যে বিক্রয়-কর

বিদেশী রাজ্যে বিক্রয়-কর প্রবর্তন করা হইবে। ইহা হইতে এক কোটি টাকা আয়ের সম্ভাবনা আছে।

সিগারেটের উপর শুল্কভার

যে সকল সিগারেটের ১০টির মূল্য মূল্য দশ পয়সার বেশী তাহার প্রতি ১০টির উপরে এক পয়সা এবং যে সকল সিগারেটের ১০টির মূল্য মূল্য সাড়ে পাঁচ আনার বেশী, সেগুলির প্রতি ১০টির উপর দুই পয়সা হারে সারচার্জ বসিবে।

মূলধন বাজারের মোট আয়

কর ধার্যের জন্য মূলধন যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা হইতে ৩১ কোটি-৯৯ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

নিম্নোক্তরূপ পরিকল্পনাসমূহ—১০ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত খনিজ পরিকল্পনাসমূহ ১৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা।

চালানীদিকে যে সকল খাত ধরা হইবে তাহা—নদী উপত্যকা পরিকল্পনাসমূহ (২১ কোটি টাকা) পুনর্বাসন (১৯ কোটি টাকা) "অধিক খাদ্য ফলাও" পরিকল্পনা (৮ কোটি টাকা)—ও অন্যান্য পরিকল্পনা সবচেয়ে বেশী হইবে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রচিত কলম্বো পরিকল্পনার কথা পুনরুল্লেখ আলোচনা করিয়া অর্থসচিব বলেন, এই সবগুলি পূর্ণ সম্প্রসারণ করিতে হইলে বিদেশ হইতে অর্থ আনাইতে হইবে এবং উহা প্রচুর হওয়া চাই। তিনি আশা করেন যে, অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের নিকট প্রতীচ্যের সর্তে আমরা বৈদেশিক সাহায্য লাভ করিতে পারিব।

আর্থিক সংস্কারের উপায়

আর্থিক সংস্কারের উপায় সম্পর্কে অর্থসচিব বলেন—চলতি বৎসরের বাজেটে বাজার হইতে ৭৫ কোটি টাকা, যার পরিমাণ হইতে ২৮ কোটি এবং বৈদেশিক ঋণের হইতে ১০ কোটি টাকা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫০ সালের জুন মাসে ৩০ কোটি টাকার বন্দর ও বিনিময় কর্পোরেশন বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সরকারী কারখানা বিক্রয় করিয়া ২৩ কোটি টাকা এবং খরা বন্যা অঞ্চলি হইতে ৩১ কোটি টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু যার জন্য এইসব পরিমাণের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয়। এই অবস্থার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন—মূলধনী বাজার হইতে আশানুরূপ অর্থ পাওয়া যায় নাই এবং মূলধন বিনিয়োগের যে চাহিদা হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল তাহাও ফলবতী হয় নাই।

খরা সত্ত্বেও খাদ্যের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক পরিমাণে ফসলের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে।

সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলে সেচ্ছিক্ষ ডিসেন্ট্রিক পরিকল্পনা চালু করা হয়। উহার ফলাফল আশাপ্রদ। খাদ্য শস্যের সম্প্রতি সাফল্যের দিকে সরকারের সর্তকতা দৃষ্টি রহিয়াছে। সাধারণ সকল ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং এই প্রচেষ্টায় সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহযোগিতা লাভ করা যে প্রয়োজন সে বিষয়ে অর্থসচিব বিশেষ জোর আরোপ করেন।

ADVERTISEMENT

এগুলো
সেরা
সিগারেট

WILLS'S
WILD
WOODBINE
উইলসের ওয়াইল্ড উডবাইন
।১০ আনায় ১০টি
স্থানীয় করের নিয়মাধীন।

The Imperial Tobacco Company of India Ltd. Successors to W.D. & H.O. Wills, Bristol & London. Cigarettes made in India.

ভারতীয় টায়ারের দর

—১৩৩১—

সম্প্রতি ভারতীয় শুল্ক কমাব কতৃক কাঁচা রবারের উপর মূল্য নির্দ্ধারিত যে অনুসন্ধান চালানো হয় তাহাতে প্রমাণ পাওয়া টায়ার নির্ম্মাতাদের পক্ষ হইতে বলা হয় যে সরকারকে আবশ্যকীয় শুল্ক বাদ দিয়া যদি মূল্য নির্দ্ধারিত করে হইলে প্রমাণিত হইবে যে ভারতীয় তৈরী দর, বিশেষ করিয়া হালকার টায়ারের ও, মুক্তরাষ্ট্রের দরের তুলনায় উচ্চমূল্যের। এমন কি গত ২২শে জানুয়ারী হইতে উক্ত বর্দ্ধিত মূল্যশুল্ক অনুসারে কর। মুক্ত হত প্যাসেঞ্জার টায়ারের দর অনুরূপ ভারতীয় দরের দর অপেক্ষা অনেকাংশে বেশী, কেবল ট্রাক টায়ারের দর তুলনায় শতকরা ৪ ভাগ।

ডানলপ

[আবশ্যকী শুল্ক বাদে]

৩৫	৪ প্লাই প্যাসেঞ্জার	১৮৲
৯০	১০ প্লাই ট্রাক	৪০৲

মুকুলাট্

[আবশ্যকী শুল্ক বাদে]

১৩	৪ প্লাই প্যাসেঞ্জার	১৬/০
৯০	১০ প্লাই ট্রাক	৪০৲/০

মুকুলাজ

[আবশ্যকী শুল্ক অপ্রযোজ্য]

১৩	৪ প্লাই প্যাসেঞ্জার	
৯০	১০ প্লাই ট্রাক	

। অবশ্য সম্প্রতি মুকুলাট্টের প্রস্তুতকারক-দের দরের পক্ষতরা ৬০ ভাগ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া ব্যবহার করিয়া থাকে এবং সব আমদানির দর অন্য যাহা তাহাতে বেশি হওয়া প্রমাণ হয়, তা অবশ্য কাঁচা মালের আমদানির অনেকেই । হয়; যাহা ভারতীয় প্রস্তুত কারকদের । হইতে আমদানি করিতে হয়। অবশ্য), যাহা ৩ পক্ষে শতকরা ৩৪ ভাগ পর্য্যন্ত নি শুল্ক অতিরিক্ত দাম করিতে হয়।

ভারতীয় দুইটি টায়ার প্রস্তুত কারক প্রতিষ্ঠানের মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা বৎসরে ১,০০,০০০ টায়ার। মুকুলাট্টের অনুরূপ ২০টি প্রতিষ্ঠানের গত বৎসরের মোট উৎপাদিত ১০,৪০,০০,০০০ টায়ারের তুলনায় ইহাকে কোনক্রমেই লাভজনক উৎপাদনের আখ্যা দেওয়া চলে না। [বেতাল ৪২ পৃষ্ঠায়]

১৯১৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্য্যন্ত মার্টিন বার্ণ লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের [সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসাবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। সামান্য স্থানিসীম, আধুনিক বন্দরের অফিস ও বাসভবন নির্ম্মাণ, এই বিরাট শিল্প-যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট উৎপাদন করে আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন চারটি কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও ভাইট রোড, তৈরী করে মাল-গাড়ি। সুরাজের পূর্বাকাশ খীয়র তৈরির সর্ব্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল ভাইব, পাইপ ও ফিটিং, জল, গ্যাস ও সরলা বিকাশাবর আজ ব্যবহৃত চারটি ছোয়ার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মযোগের ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে প্রায় গাড়ি, বাসযুক্ত বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (যতদূর সম্ভব) এক গ্যালন রঙ অথবা চারি কাঁচা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্য্যায়ভুক্ত যে কোন জিনিসের প্রয়োজন হলেই বিচার প্রতিষ্ঠানে খোঁজ করুন।

১২, সিনিয় রো. কলিকাতা—১।

ব্রটোনর আর্থিক গতি

—অধ্যাপক বিলেনী

—১০৩১—

যুক্তরাজ্যের অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনেকে অনেক মতের প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের এই সংস্কারের মূলে কতখানি সত্যতা আছে তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। যুক্তরাজ্য যখন নিজের পায়ে দাঁড়াইবার সাহস করিয়াছে, তখন সে মার্শাল সাহায্য গ্রহণ বন্ধ করিয়াছে। তখন এই ধরনের নৈরাশ্য প্রকাশ হয়ত যুক্তি সঙ্গত হইবে না।

গত মার্চ মাসে ১৯৩০ সালের 'যুক্তরাজ্যের ইউনিয়ন সার্কে' যে দুইটী প্রস্তাব , কর্মচারীর কৃপা মুক্ত করাইয়া নেয়, তাহা হইল, "প্রথমত ষ্টার্লিং অঞ্চলের ডলার বাণিজ্যের হিসাবে যে ঘাটতি হইয়াছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে, দ্বিতীয়ত বহির্জিগতের সহিত যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত ডলার রাখিতে হইবে।"

এই দুই উদ্দেশ্যই আশ্চর্যজনকভাবে সাধিত হইয়াছে। ষ্টার্লিং অঞ্চলের ডলার বাণিজ্যের হিসাবে যে ঘাটতি ছিল তাহা যে কেবল পূরণ করা হিয়াছে তাহা নয়, পরন্তু প্রতি হিসাব কালে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া আসিয়াছে, তাহার ফলে ১৯৩০ সালে বর্ষ এবং ডলার অঞ্চলের এবং বিশ্ব বৃদ্ধি পাইয়া ১,৬০৮ মিলিয়ন ডলার হইতে এই বৎসরের প্রারম্ভে হয় ৩,০০০ মিলিয়ন ডলার। যদিও ইহার দুই-পঞ্চমাংশ লাভ হইয়াছিল মার্শাল সাহায্যের দরুন, তবু একথা সত্য যে ষ্টার্লিং অঞ্চলের বাণিজ্যে এতদূর পরিবর্তন ঘটে এবং ডলার উদ্বৃত্ত লাভ করা দিয়াছে, ইহার পরিমাণ ১৯৩০ সালের শেষ তিন-মাসে হয় ৩৯৮ মিলিয়ন ডলার।

উদ্বৃত্তের পরিমাণ

ইউনিয়ন সার্কের দ্বিতীয় অস্ত্রটীর বিষয় বহির্জিগতের সহিত যুক্ত রাজ্যের বাণিজ্য ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত ডলার রাখিতে হইবে—সে সম্পর্কে যে সাফল্য লাভ করা গিয়াছে তাহার পরিমাণও কম নয়।

বৎসরের শেষ ভাগে যুক্তরাজ্য মূলধান আমদানির তুলনায়, মূলধান রপ্তানি পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ডলার রাখিতে সক্ষম হয় যদিও আমদানী মালের মূল্য পরিমাণ পরবর্তকাল এক-পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি পায়।

এই হিসাব সম্পূর্ণ হইলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১৮০০ মিলিয়ন হইতে ২৫০ মিলিয়ন পাউণ্ডের মধ্যে হইবে বলিয়া আশা হয়, সেই তুলনায় ১৯৩৯ সালে ঘাটতি পরিমাণ ছিল ৩৮ মিলিয়ন পাউণ্ড। বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তে এই উন্নতির প্রধান কারণ হইল রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি—বৈদেশিক ভ্রমণ খরচা, জাহাজী মাশুল, আমদানী আয়কর, ইন্সিওরেন্স ইত্যাদি বাবদে আয় হইতে—আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি।

যে কোন বিচার দিয়া এই বিভিন্নমুখী উন্নতি উল্লেখযোগ্য আখ্যায় ভূষিত হইবে। ইহাদের ফলাফলের অর্থ এখনও বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে নাই। যুক্তরাজ্যের বাণিজ্যিক বৃদ্ধিবিভাগ বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া যে মন্তব্য করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য "১৯৩০ সালে ষ্টার্লিং এবং ষ্টার্লিং অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি ঐ বৎসরের সমস্যার তুলনায় কম—ইহার সমাধানের সম্ভাবনা দেখিতেছি"। বিশেষ দুঃখের বিষয় যে-বিভিন্নগুলি ১৯৩০ সালে সাফল্য অর্জনে সাহায্য করিয়াছে ঠিক সেই বিভিন্নগুলি ১৯৩১ সালে বিশেষ সমস্যা করিতেছে।

ইহা সত্য যে বিশ্বের চাহিদা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তাঁহা খাদ্য, যথা পশম, রবার, টিন এবং কোকো এবং সর্বপ্রকার ধাতুর অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ষ্টার্লিং অঞ্চলের তাঁহা মাল উৎপাদনকারী দেশ সমূহের পক্ষে ডলার আয় বৃদ্ধি করা বহুলাংশে সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু অন্য পক্ষে এই মূল্য বৃদ্ধির ফলে যুক্ত রাজ্যকে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

মূল্যের অস্থায়ীত্ব

যদিও ১৯৩০ সালে যুক্তরাজ্যে আমদানির পরিমাণ পূর্বের তার তথায় রহিল, তবু তাহার মূল্য ৪০০ মিলিয়ন পাউণ্ড বৃদ্ধি পায়। মি পেইটসনের অনুমান করেন যে সম পরিমাণ আমদানী মালের মূল্য ১৯৩১ সালে আরও ৪০০ মিলিয়ন পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইবে। বিদেশাগত মূল্য বৃদ্ধির চাপ মূলধনের গঠনের উপরে বেভাবে অনুভূত হইয়াছে তাহাতে অনুমান হয় আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক স্থিতি অনুসারে যত বিলম্বেতর মাঁপী মজুরী তার বৃদ্ধির মাধ্যমিলম্বন করা সম্ভব হইলেও তাহা আর সম্ভব হইবে না।

তাঁহা মালের মূল্য এবং মজুরী হার বৃদ্ধির ফল স্বরূপ দেশে বিদেশী মালের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে আমরাও দেখিতে পাই, এবং ইহাতে পরিবর্তন স্বাভাবিক মালের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক সাহায্য হইবে ইহাও সত্য—কিন্তু মূলধনের চাহিদার যে

সুবিধা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাহা বিশেষ হইবে বলিয়া মনে হয়।

তাহা যাহাই হউক এ পর্যন্ত বহির্বাণিজ্যে হটের প্রভাব যাহা লক্ষ্য করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া উহার রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে তাহার অনুপ আছে।

অন্যান্য অঞ্চলে প্রতিক্রিয়া

১৯৫৬ সালে ইহার আমেরিকার হটেলের প্রভাবে পাকিস্তান আনুপাতিক হিসাবে পরবর্তী প্রায় ৬ঠাংশ হইতে ১১ ভাগ বৃদ্ধি পায়, এবং এই বৃদ্ধির অধিক অংশের ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে, কারণ পূর্বে অল্প সংখ্যকের পরিবর্তে বহু ব্যক্তির অর্থন হইতে আমদানির প্রয়োজন হইলে উহার আয় বৃদ্ধির সম্ভাব্য প্রতিকার করা প্রয়োজন হইবে।

অর্থ এবং উহার ব্যবহার সম্পর্কে অতিরিক্ত আগ্রহের ফলাফল গ্রাহক হইবে না। এই সম্পর্কে ঠিক দিয়া মুদ্রাস্ফীতির তুলনায় বর্তমান অবস্থার পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। সেইজন্য বর্তমান অবস্থা কিছু অর্থ ঐতিহ্য অবস্থার আনুমানিক ঐতিহাসিক সঙ্গে এখনও অনেক দূর।

মিঃ মেইনার্ডকেন্স যথার্থই বলিয়াছেন, সম্প্রতিকে ডলার আয়ের সম্পর্কে যে বিষয়ে ব্যবস্থা চালু আছে তাহা বিশেষ করা হইবে না এবং ডলার সকলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির সময় তেমন অসুবিধা হইবে। এ সম্পর্কে অবশ্য হাবিবে হইবে ১৯৫০ সালে আমদানির যে পরিমাণ বৃদ্ধি হয় তাহার দুই-পঞ্চমাংশ মূল ১৯৪৯ সালের মধ্য ভাগ হইতে ষ্টার্লিং অঞ্চলের দেশ সমূহের ডলার ঋণ হ্রাসের ফলে।

ঔষধ আমদানির প্রভাব

তাহা ব্যতীত হটের সাধারণিকের অবস্থা বিচারে অবস্থা মনে হয় ১৯৫০ সালের বাণিজ্যিক উন্নতির অধিক অংশই হয়ত সম্ভব হইলেও হইতে পারে। কিন্তু হটেলের আসল সমস্যা হইল এই যে ইহা-রোপে এবং আমেরিকার উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টা যেভাবে প্রসার লাভ করিয়া চলিয়াছে এবং অর্থনীতিকগণ কাঁচামালে বহুল ব্যবহার হ্রাস করিয়া যে ভাবে অল্প প্রকার করিতেছে তাহাতে এবং বিশ্ব সমস্যার ঐক্য মানের অভাব অধিবাসী—এই সকল কারণ বাদ, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন বহু হটেলের পরিবর্তন এবং বহুলিকে একান্ত প্রয়োজনীয়। ১৯৪০ সালে এই সব বিষয়ের হটেলের মোট বাজার পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ হ্রাস পাইবার পরিমাণ হয়, ইহার পর হইতে বর্তমান পরবর্তী প্রায় ৪০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়।

[পূর্বাংশ ৪৪০ পৃষ্ঠায়]

পরবর্তী ১০ ভাগ পর্যন্ত আবশ্যকীয় ভঙ্গ নিম্নশ্রেণীর চাউলের দরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং ইহা স্বাভাবিক কারণেই স্বাভাবিক লাভ করিয়াছে।

মূল পরবর্তী বৎসরগুলিতে ভারতীয় চাউলের দর অন্যান্য দেশের তুলনায় বরাবর অধিক হইয়াছে। দেশে উৎপাদিত অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গেও ইহার আনুপাতিক তুলনা চলিতে পারে। আবশ্যকীয় ভঙ্গ দ্রব্য দিয়া যে দুই রকমের চাউলের দর উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ দর ১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত পরবর্তী ১৫ ভাগ হইতে ৩০ ভাগ পর্যন্ত বর্ধিত হইয়াছে।

১লা জানুয়ারী [১৯৪৬] হইতে পরবর্তী দর বৃদ্ধি

বাজার

[আবশ্যকীয় ভঙ্গ দ্রব্যাদি]

৩৭০০-১৯	৪ প্রাই স্যালেজার	১৪%
৭৫০-৪০	১০ প্রাই ট্রাক	৩৯%

মুদ্রাস্ফীতি

[আবশ্যকীয় ভঙ্গ দ্রব্যাদি]

৩৭০০-১৯	৪ প্রাই স্যালেজার	৩৩%
	১০ প্রাই ট্রাক	৫৩%

মূল্যমান

[আবশ্যকীয় ভঙ্গ দ্রব্যাদি]

৩৭০০-১৯	৪ প্রাই স্যালেজার	৩১%
৭৫০-৪০	১০ প্রাই ট্রাক	৩৩%

১৯৪১ সালের ২২শে জানুয়ারীর পরিবর্তে এর হইতে ভারতীয় ট্রাকারের দর স্যালেজার ৩% ও ট্রাক ১৯% মাত্র বর্ধিত হইয়াছে। এই দর বৃদ্ধি অবশ্য ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারীর দরেরই ভিত্তিতে।

মূল পরবর্তী বৎসরগুলিতে ট্রাকারের দর যে-ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে উৎপাদন দর সেই তুলনায় অনেকগুণ বেশি বর্ধিত হইয়াছে। এখানে শ্রেণীর ট্রাকার প্রস্তুতকারকদের প্রকাশিত হিসাবে নিকাশে দেখা যায় প্রত্যেক পর পর বৎসরের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে ট্রাকার প্রস্তুতকারকগণ ভারতীয় ব্যবসায়কারীদের অর্থে বর্ধিত দরের হ্রাস বিশেষভাবে বহন করিয়াছে এবং সরকারী মূল্যনীতি যোগ কার্যকরী সাহায্য করিয়াছে।

ইণ্ডিয়া প্রেস, ১১-১এর আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও
—এজেন্সী ডিপার্টমেন্ট, ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা—৯ হইতে

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৪৯ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৫১ : ১৪ই মার্চ, ১৯৪৫ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়—	৪৫৩
বাণিজ্য নীতি	
প্রাসঙ্গিক—	৪৫৫
বাজেটের বীজ	
বন্যার হর	
সিমারেট ব্যবসায়ের কল	৪
বৌথিক—	৪৫৬
ইটালিয়ান পেপার মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড	
৪। পণ্য দ্রব্যের বাজার—	৪৫৯
গমের চাষের ঐতিহাসিক পূর্বাভাস	
তুলা, তিসি ও অন্যান্য	
৫। প্রবন্ধ—	
ফ্লাইং বীয়ারিংস লিমিটেড—৩য় ডিবেঞ্চার	
৬। সংবাদ সংকলন—	৪৬০
৭। শেয়ার বাজার—	৪৬৬
পাট বিভাগে উন্নতি	
বাজারের আলোচনা	

বাণিজ্য নীতি

গত ৫ই মার্চ বাণিজ্য সম্প্রসারণ ব্যয় নির্দ্ধারক কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনরঞ্জন সরকার তাঁহার কমিটি বিরচিত সুপারিশগুলি পার্লামেণ্টে পেশ করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন কমিটির সুপারিশগুলি সাধারণতঃ দেখা যায় সরকারী অবহেলা বা দীর্ঘসূত্রতার কবলে পড়িয়াছে অন্ততঃ আমদানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কমিটির এ গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান সুপারিশগুলির ক্ষেত্রে সে চিরাচরিত বিধিব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে না ইহাই আশা। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কমিটির সুপারিশগুলি সর্ব্বাংশে দোষবর্জ্জিত নহে এবং যে আঙ্কিক তথ্য ও তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রস্তাবসমূহ রচিত হইয়াছে তাহাও অনেকক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ। তথ্য সঙ্কোচ ছাড়াও কমিটি আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের এমন সব প্রস্তাব করিয়াছেন যাহা বহুপূর্ব্বেই করা উচিত ছিল এবং বর্ত্তমানে তৎসম্পর্কে কোনরূপ দীর্ঘসূত্রতা অত্যন্ত ক্ষতিকারক হইবে।

কমিটির অভিমতে অবাধ সাধারণ লাইসেন্স নীতি এমনভাবে অবলম্বিত হইয়াছে যাহাতে নীতিগত মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত এবং ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। মূল্যবান ইতি অপ্রয়োজনীয় বিলাস সামগ্রী ক্রয়ে যে পরিমাণ বিনিয়োজিত হইয়াছে তাহাতে অত্যাবশ্যক পণ্য ক্রয়ে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি পড়িয়াছে। কমিটি বিলাস সামগ্রী আমদানি সম্পর্কে কঠোরতা অবলম্বনের সুপারিশ করিয়া আমদানি নীতি সম্পর্কে যে বিশেষ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা হইতেছে নিম্নের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ, ও তাঁহা হাল বাজীর আমদানির পরিমাণ অন্যান্য ক্ষেত্রে সঙ্কোচনের পরিবর্ত্তে সমুচিত করিতে হইবে। কমিটির ঘোষিত এ নীতির দ্বারা অবশ্য অভিনব কিছুই নাই এবং সরকারী ঘোষিত নীতির ইহা পুনরাবৃত্তি মাত্রও এরূপে নীতি নির্দ্ধারণের দায়ী কমিটি এ অনুমানেরই পোষকতা করিয়াছেন, তাহাতেও যেন স্পষ্ট ভাষায়ই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে কোন একক ও বিচ্ছিন্ন নীতি অনুসরণ অহিতে অর্থাৎ

ভারত কেবলমাত্র নিজের প্রয়োজন অনুসারে বিদেশের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করিবে এবং অন্যান্য কিছু আমদানি করা না করা তাহারই ইচ্ছাধীন। যে সব দেশের বাণিজ্যগত ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠিতি হইয়াছে তাহারাও এভাবে তাহার প্রয়োজন-গণ্ডীর মধ্যে বাণিজ্যিক লেন-দেন সীমাবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হইবে। কেননা বহুপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক যে কোন বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের মোড়ায় কথা হইল, যাহা আর্থ-সুবিধা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্য পক্ষের লাভালাভকেও হিসাব করিয়া আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাজেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চাপে ভারতকে এমন সব পণ্য বাধ্যতামূলক আমদানি করিতে হইবে যাহা দেশের পক্ষে একান্ত আবশ্যক পণ্যসামগ্রী বিবেচিত না হইতে পারে, তাহারা 'বিলাস সামগ্রী' বলিয়া বর্জিত হওয়া সম্পর্কেও মত-ভেদের অবকাশ রহিয়াছে। অধিকন্তু,—এ মুদ্রাস্ফীতির বাজারে ভোগ্য-সামগ্রী ও ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সমতা বিধানকল্পে আমদানি তালিকার প্রকৃতি মূলধনী বলিয়া কোন কোন মহল দাবী করিতেছেন এবং তাহাও বিবেচ্য বিষয়। কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, আমদানী লাইসেন্স প্রদানকালে মজুতকরা ২৫ ভাগ নবাগতদের জন্য বরাদ্দ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা কি বিশ্বাস্য যে, নবাগতরা যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করিয়া পূর্ব-নিযুক্ত ও পুরাতন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইবার উৎসাহ বোধ করিবে?

কমিটির সুপারিশ প্রস্তাবসমূহ আমদানি লাইসেন্স প্রদানের রীতি-নীতি হইতে বিস্তৃত হইয়া বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের দুঃসহ কর্মী সংগ্রহের পন্থা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। পরও উপায় উদ্ভাবনে সর্বাপেক্ষা জরুরী হইতেছে দীর্ঘস্থায়ী নীতির প্রবর্তন; অন্যথা সদা-পরিবর্তনশীল নীতির দ্বারা স্বাভাবিক বাণিজ্যিক স্রোত রুদ্ধ ও অপব্যয়ের মাত্রাধিক্য ঘটিতে থাকে।

রপ্তানি দ্রব্যাদির গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া অনুমতি প্রদানের যে সুপারিশ কমিটির প্রস্তাবে স্থান পাইয়াছে তাহা পরিত্যক্ত বর্জিত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বস্তুতঃপক্ষে ভারতীয় পণ্য সামগ্রীর নিম্ন-মান সম্পর্কে যে নিন্দাবাদ উত্থিত হইয়াছিল তাহারই প্রত্যুত্তরে ১৯৪৯ সালে তৎকালীন বাণিজ্য-মন্ত্রী শ্রী নিয়োগী পার্লামেন্টে উক্ত গুণাগুণ পরীক্ষার পর রপ্তানি আদেশ দানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহা অতীব দিবা যে, দ্রব্যাদির মান নির্ধারণ ব্যতিরেকে বৈদেশিক বাণিজ্য স্থাপনের ও প্রসারের আশা দুরাশা মাত্র।

এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণের যে কঠোর প্রয়াস এযাবৎ করা হইয়াছে তাহার সুফল হিসাবে দুই-পক্ষ বৈদেশগুলিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ভারতীয় পণ্যের বাজার সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

এশিয়ার বস্ত্র-বাজার পুনর্দখল করিয়া জাত প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধারের কঠিন সংগ্রামে জাপান অবতীর্ণ হইয়াছে। ভারতকে এ ব্যাপারে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। আন্তর্জাতীয় অর্থনীতির কোনরূপ বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ না ঘটাইয়া ভারতকে জাপানের সহিত যে প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হইতে হইবে, এবং বর্তমানের বাজার রক্ষার সর্বব্যাপক প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে।

যুক্তরাজ্যকে ভারতীয় চায়ের পুনঃ রপ্তানির যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহার বিরোধ লাঘব করিয়া অন্যান্য দেশের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপনের সুপারিশ কমিটি করিয়াছেন। কমিটির মতে, বিশ্বের বাজারে ভারতীয় চায়ের যে চড়া দর পাওয়া যায়, উপরিউক্ত ব্যবস্থার ফলে ভারতকে অতিরিক্ত হইতে হয়। অধিকন্তু ভারত হইতে যে পরিমাণ চা লন্ডনের নীলাম বাজারে বিক্রয়ের জন্য বিনা কেনা-বেচায় প্রেরিত হইয়াছে এবং হইবে তাহাতে আয়করের দিক হইতেও ভারতীয় রাজস্বকোষকে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি চা-শিল্প সম্পর্কিত একদল কমিটি লন্ডনে নীলাম ব্যবস্থা চালু রাখার পক্ষে সুপারিশ করিয়াছেন। ফলে একই বিষয়ে দুইটি কমিটির সুপারিশ পরস্পর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল চড়া দরের কথা ভাবিলেই চলিবে না, শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুযোগ সুবিধার দৃষ্টিকোণ হইতে নীতি নির্ধারণ আবশ্যক। চা-শিল্পে অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতা উপেক্ষা করিবার মত নহে।

আমাদের দেশে মৌসুমের সময় বিভিন্ন কৃষি-পণ্যের উপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা জারী করিবার নীতি চালু রহিয়াছে। কৃষিপণ্য কৃষকের হাতছাড়া হইয়া ব্যবসায়ীর গুদামে মজুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণতঃ রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে দেশের প্রকৃত উৎপাদক কৃষককুল ন্যায্য মূল্য পাইতে পারে না; অথচ ব্যাপারীরাই রপ্তানির অনুমোদন মুনাফা লুটিয়া থাকে। এ সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন। মৌসুমের সময় রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা সম্বন্ধে কমিটির মতামত বিবেচনাধীন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকরী করা হইলে কমপক্ষে ২৩,১৬,০০০৲ টাকা ব্যয় হ্রাস পাইবে। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের যে আধিক্য ঘটিয়াছে তাহাতে ব্যয় সঙ্কোচের প্রস্তাব অভিপ্রেত। সতর্ক থাকিতে হইবে, ব্যয় সঙ্কোচের নামে যেন কর্মক্ষমতা সঙ্কুচিত করা না হয়। সর্বোপরি স্মরণ রাখিতে হইবে, চলতি আর্থিক বৎসরের মোট রাজস্ব ৩৮৭·১১ কোটি টাকার মধ্যে আমদানি রপ্তানি শুল্ক খাতে আয় ১৪৫·৫১ কোটি টাকা, কাজেই আতীয় রাজস্বে উহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করিয়া লইয়া দুরন্ত নীতি নির্ধারণের আবশ্যকতা রহিয়াছে। সেদিক হইতে কমিটির সুপারিশগুলি পুনর্বিবেচনা দাবী করিতে পারে।

প্রাসঙ্গিক

—:০:—

ধানোন্নয়নের ধীর

গান্ধীজীকে ধানোন্নয়নের ধীর পরিকল্পনার বার্ষিক বিবরণী সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বিবরণীর পরিশিষ্টে হিসাব পরীক্ষকের যে মন্তব্যাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে তাঁহার সকল সন্দেহ প্রকাশের প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে। ডিরেক্টর জেনারেল, সার প্রভাত মুখার্জি প্রমুখকে কেন্দ্র করিয়া যে কেন্দ্রেকারী গঠিত হইয়াছে তাহাকেও মুক্ত করিলে পরীক্ষকের তুলাদণ্ডে অপরাধের মাত্রা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না, ধানোন্নয়ন ধীর পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যে ভাবে গঠিত হইয়া পরিচালনা করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমরা পাশ্চাত্য সমবর্ধনের গুণাগুণের অভাব রহিবে না। অনুরূপ প্রকৃতির সম্পর্ক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে ধীর পরিকল্পনার কাজ আশানুরূপ গতিতে অগ্রসর হইতেছে না, প্রকৃতপক্ষে তিনি ও ব্যাপারে যথাযথভাবে প্রবর্তন করিয়াছেন, বিশেষ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা আরও কঠোরভাবে পরিচালনার প্রবর্তন আশা করিয়াছেন। ইহাতে কতটা সুফল ধীর গতিতে পূর্ণতার অনুধাবন করা করা যাবে। তবে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উপসর্গের কারণ ও কর্তৃপক্ষ যে ভাবে বৃদ্ধির প্রস্তাব আনা হইয়াছে তাহাতে ধানোন্নয়ন একটী সমবায়ের কার্য্য চালনায় যথেষ্ট ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবে। পরিষদ বিবরণী যথাযথ ভাবে আলোচনা করিলে এই বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে এরূপভাবে অসন্তুষ্ট হইতে হইত না। একদিকে মূল পরিকল্পনাকে যে ভাবে বিস্তৃত করা হইয়াছে এবং অন্যদিকে তাহার মেরু হইতে আয়ব্যয়ের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটিয়াছে তাহাতে অনুসন্ধানের ফলে বৃদ্ধির উপর কর করিয়া চলা ছাড়া গত্যন্তর দিল না। তবে 'উদ্বৃত্ত বরাদ্দ' বাদ এমন ভাবে গঠিত হইয়াছে যাহাতে ব্যয়ে অসাবধানতা প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় বহন করিয়া সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মধ্যে পরিবর্তন হইবে এবং অন্যদিকে বোর্ডকে সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইয়া ব-স্বাধীনে যোগ্যতা প্রমাণিত করিতে হইবে।

কুবাদের কর

ঋণ সালিসের অনুসন্ধান কার্য্যে ও আমলাদের সৌজন্যে কথা বিবেচনা করিলে তাঁহা ঋণের ও ঋণদাতার প্রয়োজনে মূল্য নির্ধারণের আবশ্যকতা সম্বন্ধেই অনুকূল হয়। অভিজ্ঞতাদের বিশিষ্ট ঋণের উৎপাদকের বিবৃতিতে জানা যায়, মাসিক শতে ঋণদের অবস্থাভেদে ঋণ বৃদ্ধিতে প্রকৃত পক্ষে দশম হইয়াছেন। বিবৃতিতে ও কথাও সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে সরকার যদি অবিলম্বে এই সুদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করেন, তবে সৌজন্যের ভাবে বিলম্বিত হইয়া পড়িবে, ফলে উৎপাদন হ্রাস পাইবে। সম্প্রতি মূল্য পরামর্শ যাতা কমিটির যে বৈঠক হইয়াছে তাহাতে এ সম্পর্কে কোন সুপারিশ করা যে যাই। মূল্য নির্ধারণ ব্যাপারে এ কমিটির যোগ্যতা আইনতঃ স্বীকৃত হইলেও কার্যতঃ ঋণের ঋণ হইতে কোন নির্দেশনামা দেওয়া যে যাই। তাছাড়া, ঋণ সালিস যে সৌজন্যে সুদের উপর অনুসন্ধান কার্য্য শেষ করিয়া সুপারিশ প্রস্তাব রচনা করিতে, সাক্ষিদের অবসর ঘটা হয় না।

ভারতীয় ঋণের আজ অসাধারণ ঋণ দুঃখদায়ক ও দুঃখদায়ক বলের মূলধনপ্রবিষ্ট বলিয়া ইতিপূর্বে যে সংবাদ হইয়াছে তাহা অত্যন্ত বলিয়া ঋণ সালিসের সমক্ষে ঋণী আজ ঋণ প্রকাশকারকদের সাক্ষ্যদান কালে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃত কারকদের মধ্যে ঋণের আজ অসাধারণ উপর পরিবর্তনের ঋণে আবশ্যকী দূর করিবার জন্য প্রকৃত ঋণের দিক হইতে অত্যন্ত বেশের দৃষ্টি এ প্রকাশ পাইয়াছে। ডাক্তার প্রসাদ কমিটির এ বিষয়ে সুপারিশ করিয়াছেন।

সিগারেট ভারতে প্রস্তুত হয়

সম্প্রতি কলিকাতায় ইন্ডিয়ান ঋণদী বিশ্বাস সিগারেট শিল্পের পরিচয় প্রসঙ্গে তথ্য আনুষ্ঠানিক ভাবে উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে আমেরিকা সিগ বাট ইন্ডিয়ান পরিচালনা প্রসঙ্গে বলেন "এক বছরের মধ্যে এ বছরের মূলধন সিগ প্রস্তুতকে সাফল্য মণ্ডিত করা সম্ভবপর হইবে বলেই। ইহা সত্য যে, কি ব্রাণ্ডের কি যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আমাদের সিগারেট পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কোন প্রস্তাবনাই এক দিন সম্ভব হইতে পারে নাই। সে পথে আমাদের বিস্তর। ঋণ মূলধনের অভাব না ঋণ অর্থাৎ অনেকটা মূলধন-সিগ-প্রস্তুতে সফলতা লাভ করিতে পারে নাই, কারণেই মূলধন বৎসর অনিবার্য অনেকটা মূলধন সিগ সৃষ্টির সাধ্যায় নিরাশাই আমাদের। সেদিক হইতে বিবেচনা করিলে ডিরেক্টরের সিগারেট আমদানি কমের ফলে মূলধন সৌজন্যের কথা। ১৯৪৯ সালে পরিকল্পনা প্রস্তুত ও ১৯৪৭ সালে কার্যকরের করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে সময়ে প্রকৃত উৎপাদন কাজ সুরু করা ডিরেক্টরের পরিচালকই। মূলধন সম্পর্কে যতই বিদেশীর ধারণা সোপন করা হউক না কেন বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন আলিভার ইহার ঋণদাতার সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই ঋণে যে মোটা পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইবে তাহা অন্তত এদিক সৃষ্টির দ্বারা মূলধন প্রভাব ব্যয়ের হইল। অধিকন্তু বেশের টাকায় বিদেশীরাও বিদেশী ঋণাদি-করিয়া প্রতি ২ কোটি টাকা বৈজ্ঞানিক উপার্জন হইতে পারিবে।

বৌথিক—

টিটাগড় পেপার মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড

(ম্যানেজিং এজেন্টস্—এফ্. ভট্টিই, হিলজার্স এণ্ড কোঃ লিঃ)

—১৯৩৭—

কোম্পানীর ১৯৫০ সালের ৩০এ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত অর্দ্ধ-বর্ষের যে পরীক্ষিত হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় নীট লাভের পরিমাণ ১৯৪৯ সালের অনুরূপ সময়-কাল বা প্রকাশিত হিসাবের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্দ্ধ-বর্ষের অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য অর্দ্ধ-বর্ষে কাগজ বিক্রয়-লব্ধ অর্থের পরিমাণ কোম্পানীর বিক্রয় ইতিহাসে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। বস্ত্র মূল্যের বেশের দিকে ভারত সরকার কর্ত্তৃক কাগজের উপর সম্প্রতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাভাবিক স্রোতে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। ইহাও লক্ষ্যণীয় যে কোম্পানী সকল ক্রেতার ক্ষেত্রে একই হার বজায় রাখিয়াছে অর্থাৎ সরকার ও সাধারণ ক্রেতার মধ্যে দরের কোনরূপ তারতম্য করে নাই এবং সে নীতি এখনও বহাল রাখিয়াছে। মিলের উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া বিশেষক্ষেত্রে কোম্পানীর কার্যকুশলতার পরিচায়ই বহন করিতেছে।

হিসাব-পত্রে দেখা যায় জাহাজে ১৫,০০,০০০৲ টাকা, অপচয় খাতে ৮,০৩,০৩৪৲ টাকা, কলকব্জার উন্নয়ন ও পরিবর্ত্তন খাতে সমান অংকের ৯,০০,০০০৲ টাকা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে দান ও কল্যাণ খাতে সমান অংকের ১,০০,০০০৲ টাকা ও লভ্যাংশে সমতা-বিধানের খাতে ২,০০,০০০৲ টাকা সাধারণ রিজার্ভ নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০,২০,০৩৮৲ টাকা। তৎসহ পূর্ব্ববর্ত্তী অর্দ্ধ-বর্ষের অবশিষ্ট লাভের জের যোগ করিলে লভ্যাংশে বণ্টনযোগ্য অর্থের মোট পরিমাণ দাঁড়াইতেছে ১৪,৬১,১১৭৲ টাকা।

পরিচালকবর্গ নিম্নলিখিতরূপে ইহা বিলি করিবার সুপারিশ করিয়াছেন

কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রদত্ত আরকরমুক্ত লভ্যাংশ :—

বার্ষিক শতকরা	৮৲ টাকা হারে	'এ' প্রেফারেন্স শেয়ারে	৪৯,০০০৲
	৪৷৷০	'বি'	৩৩,৭৪০৲
৯	১০৲	প্রেফারেন্স অডিমারী শেয়ারে	১১,৮৭৪৲
শেয়ার প্রতি ৮০ আনা		'এ' ও 'বি' অডিমারী শেয়ারে	৮,৪০,০০০৲
^ ৵০ আনা		'এ' ও 'বি' অডিমারী শেয়ারে বোনাস	১,৪০,০৪৲
		মোট লভ্যাংশ—	১০,৯১,০১৭৲

অবশিষ্ট ৪,০৭,১৪০৲ টাকা অবশিষ্ট লাভের জের টানা হয়।

মূলধন :—

অনুমোদিত, বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত ১,৫১,২২,৩০০৲ টাকা : শতকরা ৮৲ টাকা হারের প্রতি শেয়ারে ১০০৲ টাকা করিয়া ১১,৫০০টি কিউমুলেটিভ-'এ' প্রেফারেন্স শেয়ারে : শতকরা ৪৷৷০ হারে প্রতি শেয়ার ১০০৲ টাকা করিয়া ১৫,০০০টি কিউমুলেটিভ-'বি' প্রেফারেন্স শেয়ারে : প্রত্যেকটী ১৷৷০ করিয়া ১,১৫,০০০ প্রেফারেন্স অডিমারী শেয়ারে : প্রত্যেকটী ১০৲ টাকা করিয়া ২,৬০,০০০ অডিমারী-'এ' শেয়ারে এবং প্রত্যেকটী ১০৲ করিয়া ৫,৬০,৬৮০টি অডিমারী-'বি' শেয়ারে। সমস্ত শেয়ারই সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত।

বিবিধমূল্যের সাপেক্ষে—

বার :—	৩০-৯-৪০	৩৩-৩-৪১	৩০-৯-৪১
আদায়ীকৃত মূলধন :	টাকা	টাকা	টাকা
প্রেফারেন্স	২৯,৫০,০০০	২৯,৫০,০০০	২৯,৫০,০০০
অডিমারী	১১২,০৪,৬০০	৭০,০৩,০০০	৭০,০৩,০০০
প্রেফারেন্স অডিমারী	৪,০৭,৫০০	৪,০৭,৫০০	৪,০৭,৫০০
সঞ্চিত মূলধন	৭৯,৩০,০০০	৭৯,৩০,০০০	৭৯,৩০,০০০
সমতা তহবিল	১৫,০০,০০০	৮২,২১,৩৪৭	৮২,২১,৩৪৭
অন্যান্য তহবিল	৭৪,৯৯,০৪৭	১৫,৮১,৪০৭	১৪,৯১,৯৬৯
দেনা	৭৮,৯৭,৫৮৪	১০০,৫৫,১৮৫	১০৯,৭৯,১৭৩
অবণ্টিত লাভের জের	৪,০৭,১৪০	৪,৯৪,৮৩৩	৩,৯৯,১৯৫
মোট—	৩৯১,৪৪,১০৩	৩৯৫,৫৯,৪১৩	৪২৮,১৯,১৯১

সম্পত্তি :—

মোট বন্ধ সম্পত্তি	৪৪৪,২০,৭০৩	৪৪৫,৪৯,৫৮৭	৪৩৪,০৯,৪১৪
অবচয়	২৫১,৭১,৮৭৪	২৪৫,৯৮,৭৪১	২৩৮,৭১,৫১৩
নীট বন্ধ সম্পত্তি	২০১,৪১,৭৪৮	২০০,৯৯,৯৪৬	১৯৫,৭৯,৯০১
মজুত মাল ও সরঞ্জাম	১১৪,৭০,২৪১	১২৬,১৩,৪৮৮	১১৯,৮২,৯৪৪
পাওনা	৬১,৪১,০০৪	৫৩,০৭,৪৩৬	৭৭,৮৩,৪০৪
ধন বিনিয়োগ	৮,৭৫,৫৭১	১১,৩৮,৮০০	১৪,১২,৭১৫
অডি লাভকর বাবদ		৩৮৲	১৪,২০,৩৭৭
নগদ	৯,২৮,৫৮১	৩,৬৬,৪৯৯	৩,৫৫,৭৭০
মোট—	৩৯১,৪৫,১০৩	৩৯৫,৫৯,৪১৩	৪২৮,১৯,১৯১
ঋণ সম্পত্তি	১৯১,১৩,৩৪৮	১৪৪,৮০,৪৭৩	২৩৪,৩১,২৯০

পণ্যদ্রব্যের বাজার—

লণ্ডনে চায়ের নীলামকেন্দ্র পুনঃস্থাপন

—১০০:—

চা শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কিত এডহক কমিটির সুপারিশ সম্বলিত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে লণ্ডনে নীলামের বাজার পুনরায় এপ্রিল মাস হইতে খোলার সুপারিশ করা হইয়াছে। ফলে, পৃথিবীর দ্বিতীয় স্তরের বাজার হিসাবে লণ্ডনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে। ইহার অতিরিক্ত প্রস্তাব কলিকাতার মুদ্রাস্ফীতির উপর ব্যতীতেও কলিকাতা কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণ চা কেনা-বেচা অব্যাহত হইবে। আন্তর্জাতিক চা চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় চা রপ্তানির পরিমাণ বর্ষ শেষে ৪৫২·লক্ষ টনে ধার্য্য হইয়াছে। এই বিপুল পরিমাণ চায়ের জন্য গুদাম ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি করা সহজসাধ্য নহে। এডহক কমিটির সুপারিশ সম্পূর্ণ কার্য্যকরী না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা স্থির হইয়াছে, একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভারতীয় চা লণ্ডনে নীলামের জন্য প্রেরিত হইবে এবং বাকী চা পূর্ব্বৎ কলিকাতার বাজারেই কেনা বেচা হইবে।

যুক্তরাজ্য ১৯৫১ সালে প্রচুর পরিমাণ ভারতীয় চা ক্রয় করিবে না, তবে কিছু পরিমাণ ভারতীয় চা বিনা কেনা-বেচাতেই লণ্ডনে প্রেরণ করা হইবে। এইভাবে বিক্রয় কেন্দ্র পরিবর্ত্তনের ফলে ভারতের বিক্রয় লব্ধ অর্থ ভারতীয় আবশ্যকে আওতাভুক্ত হইবে না, তবে উৎপাদন কেন্দ্রের সাহায্যের জন্য-ভুক্ত হইবে। বিনা কেনা-বেচাতে চা প্রেরণের যাবতীয় খরচা ২০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত হইবে।

এডহক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ২৫০· লক্ষ পাউণ্ড চা লণ্ডনে নীলামের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের চায়ের দর অপেক্ষা ভারতীয় চায়ের দর কম এবং প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হইলে এ দর আরও কমানো হইবে। দর নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা বহাল না থাকায় চাহিদা অনুযায়ী দর নির্দ্ধারিত হইবে।

এডহক কমিটি সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত প্রধান বিষয়গুলি হইতেছে, চা শিল্পের কাজ বাল বন্ধ করা এবং তাহার যান্ত্র সংগ্রহে সাহায্য করা, আবশ্যকী কর প্রত্যাবের সময়কাল দীর্ঘায়িত করা, শিল্পের উপর ধার্য্য আবেদন ও অতিরিক্ত খরচাঃ মোটা মাথা কম করা, এবং কলকাতে ধার্য্যিত অর্থ কর-মুক্ত করা, কলিকাতা কেন্দ্রে অধিকসংখ্যক দালাল তৈরী করা ইত্যাদি।

আলোচ্য সপ্তাহে রপ্তানি মোট ২৯,০০০ প্যাকেট চা গুদামে ছাড়া হয়। এসময়ে যে সকল শিপে ছাড়া অন্যান্য চায়ের চাহিদা ছিল এবং দরও বাড়িয়া যায়। নিম্নোক্ত কেনা-বেচা হয়ে :—

নিম্নই বাজারি ;বি, পি ১৮/১০ হইতে

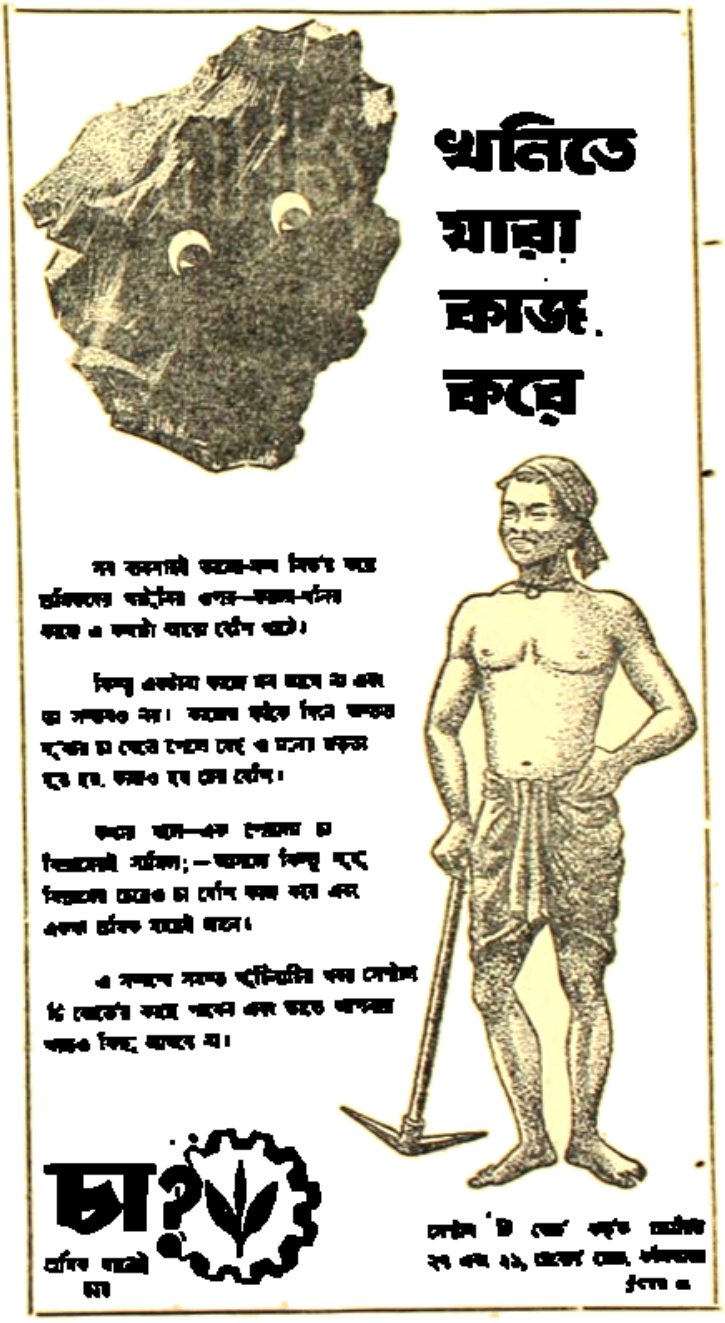

বাকারি রিপি, ১৪১০, উৎকৃষ্ট আমার বি, পি ২০৩ পরিমাণ :—বি পি ১৪৩০।

আন্তর্জাতীয় বাজারে ১৩,০০০ পাউণ্ডের ভড়া ৫ ১৩,২০০ অঞ্চলে বন্দরের ৩: ডিসেম্বরের জন্য ছাড়া হয়। ভড়া-চালের দর নিম্নগামী লক্ষিত হয়। সাধারণ ভড়া চালের দর ছিল ১৪৩০

চড়

ওজন বা মাপে কাজ কারবার করাই রহিয়াছে। ইহাড়া খোলা বাজারে অনেকক্ষেত্রেও পণ্যের ক্রয়বিক্রয় হয়। বোম্বাইয়ের সরকারী বাজারে চড়ের নিম্নতর মূল্য সম্পর্কে কড়াকড়ি অনেক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হইয়াছে। তাহাড়া ওইখানে চাহিদা ও সরবরাহ পাশ্চম চড়ের প্রদেশের বাজারগুলিতে দরের প্রভাব বিস্তৃত হয়। কিছুকাল হইতে ঘোরাট, রাজুর ও বরাড়পুরের বাজারে চড় —বন্ধুত হইতেছে। পাশ্চম বেরার ও জাত ছিল প্রধান ক্রেতা। রাজুর ও বরাড়পুরের চড়ের সরবরাহ হ্রাস পাইতেছে যথাক্রমে ৩০,০০০ ও ২১,০০০ মণ। বাজারে দর ছিল নিম্নরূপ মুং ২৭।০ ; ঘোরাট ২৭।০ ; বরাড়পুর ২৩।০ ; রাজুর ২৩।০।

মাঝারি ভড়ার বাজারের ধা
ও সরবরাহ বন্ধ পাওয়া যায়,

বি ও বাকসরী

চালের সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত থাকায় দর ছিল নিম্নরূপ :—আমেদাবাদ ৩৩/-, কানপুর ২৭; কলিকাতা ৩৪৸৩; মাদ্রাজ ৩৪৩-; বোম্বাই ৩৩৸০।

২৩এ ফেব্রুয়ারীতে সমাপ্ত সপ্তাহে বোম্বাই বন্দরে ২,৩৩,০০০ টন চাল বার্মা হইতে আমদানি হইয়াছে। ঐ সময়ে আরও ৩০৮৩ টন চাল আসিয়া পৌঁছিবে।

অন্যান্য সরবরাহ কম করা হয় :—লাল ২৩৸ টাকা ; মিহি ৩২৸ টাকা ; মাঝারি টাকা এবং কানপুর ৩০৸ টাকা।

চিনি

বাজারে সপ্তাহে সর্বাঙ্গীন ভাল পরিস্থিতিতে চুক্তির কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। পাঞ্জাব চিনির প্রয়োজনের অনেকটা মিলাতে পারিলেও ও পূর্ববৎ বজায় আছে।

উত্তর প্রদেশে আখ পেষণের মরশুমে বর্তমান একরূপ অপরিবর্তিতই রহিয়াছে।

বিদেশ হইতে আখ আমদানির কাজ বন্ধপ্রায় রহিয়াছে, আশা করা যায় আখ সংকটের তীব্রতা হ্রাস পাইবে।

১৯১৪ সালের সামান্য কিছু আগে থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসেবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মনোরম স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ওয়ার্কস অফিস ও বাসভবন নির্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট উৎপাদন তথা আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন চালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও ভাইট রোড, তৈরী করে মাল-গাড়ি। মুদ্রোত্তর পুর্বাঞ্চলে গীয়র তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল সাইন, পাইপ ও ফিটিং, জল, গ্যাস ও বর্জ্য নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত চালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রচেষ্টা ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (বকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্যায়ভুক্ত যে কোন জিনিসের প্রয়োজন হলেই নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, জিশব রো, কলিকাতা—১।

ইটোন কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণ

—এম ফিলেলি

—ASIS—

ইটোনের প্রধানিগুলি এখন সম্পূর্ণ ভাবে আমদানি কাঁচামালের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামালের মধ্যে কেবল কয়লা এবং অধিকন্তু সৌর সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অন্যান্য কাঁচামাল যথা লৌহমেশান ধাতু, তুলা, পশম, রবার ভার্ণ এবং কাগজ প্রভৃতিকে বাহির হইতে আমদানি করিতে হয়।

১৯৪০ সালে বিশ্ব ব্যাপী কাঁচামালের অভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পূর্ব হইতে থাকিয়া উৎপাদন সমস্যার অনুবিধা। এক সরকার আমদানি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য হয় এবং আমদানি কাঁচামাল ব্যবহারে তেরেসময়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হয়।

"সৌভাগ্য অনুযায়ী হয় ইটোনের পক্ষে কাঁচামাল অভাব অধিক সমস্যার মধ্যে কাজ চালাইয়া যাওয়া আপাতত বিশেষ কঠিন হইবে না। তাহার বর্তমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতা এ সম্পর্কে কার্যকরী হইবে। কিন্তু কাঁচামাল ব্যবস্থা আরও কি পর্যন্ত নামিয়া আসা হইবে তাহা নিশ্চয় বিষয়।

তুলা সম্বন্ধে হইতে সরকার যে ভাবে কাঁচামাল ক্রয় করিয়া আসিয়াছে তাহাতে বেসরকারী ক্রেতার পক্ষে কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া বহুল লাভ সম্ভব হয় নাই। সরকারী সরবরাহ কম্বল কাপড়, এ্যালুমিনিয়ম, এবং রবার ক্রয় করিয়া থাকে। অধিকন্তু বিক্রেতাও সংখ্যায় কম থাকে, ফলে বেসরকারী ক্রেতার পক্ষে বিক্রয় বন্ধ করার সুবিধা নাই বলিলেই চলে। গন্ধক এবং পাইরাইটিক (Pyrites) আমদানি করিয়া থাকে এবং অন্যান্য কঠিন জাতীয় বিক্রয় করিয়া থাকে।

তুলা ক্রয় করে 'কটন তুলা নিয়ন্ত্রণ', ইহাতে একটী সরবরাহী প্রতিনিধি। সাই এবং পশম সরবরাহ সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রিত, সেজন্যই নিয়ন্ত্রিত ভার্ণ রস, কাগজ, এবং ভার্ণ।

রপ্তানির ব্যবস্থা

কাঁচামালের আমদানি করা এবং পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। রপ্তানি আমদানি নিয়ন্ত্রণের ফলে। ইহারা—প্রথমতঃ সরবরাহ পরিমাণ হ্রাস করিয়া, ১৯৩ মার্চের পর বিশেষ বিশেষ অত্যাবশ্যকীয় শিল্প ব্যবস্থাগুলির প্রধান কার্যে সরবরাহ ব্যবহার বন্ধ করিয়া এবং গ্যালভেনাইজের কাজে রপ্তানি ব্যবহার বন্ধ করিয়া বিশেষ একেবারে কমাইয়া।

কোন কোন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য প্রধান কার্যে একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহাতে বর্তমানে রপ্তানি, বিক্রয় এবং আমদানি ব্যবহার হ্রাস করা হইয়াছে। এই ভাবে এ্যালুমিনিয়ম ব্যবহারও হ্রাস করার প্রস্তাব হইয়াছে।

এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলি প্রথমিক এ্যালুমিনিয়ম সরবরাহ মোট চাহিদার দুই-তৃতীয়াংশ হইবে, আর্থ সরবরাহ বর্তমান চাহিদার তিন-চতুর্থাংশে হইবে, সাধারণ রপ্তানি ১৯৩০ সালের এবং এর মাসের ব্যবহৃত পরিমাণের অর্ধেক হইবে এবং গন্ধক ও সালফিউরিক এ্যাসিড এর ব্যবহার পরিমাণের দুই-তৃতীয়াংশ হইবে।

অগ্রাধিকার

কাঁচামাল ব্যবহারকারীদের সম্বন্ধে এইভাবে ক্রম করিয়া কাঁচামাল সেবার অর্থ ব্যবহারে কাঁচামাল ব্যবহার সংক্ষেপ করা। অবশ্য কঠিন সম্পর্কে অবশ্য অনুযায়ী অগ্রাধিকার সেবার ব্যবস্থা থাকিবে। ইটোন যখন, যেমন শিল্প অতিরিক্ত সালফিউরিক এ্যাসিড গ্রহণ করিবে তখন ক্রমিক অন্যান্য অন্যান্য সেবা বিলে তুলা এবং উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য অন্যান্য বৃদ্ধি পাইবে।

পত্র ২৯ ডিসেম্বর ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংগঠন (OEEC) সংগঠনের সদস্যদের কাঁচামালের অভাব পূরণ সম্পর্কে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে তাহা বাণিজ্যিক দপ্তর পরিচালন করেন—তাহারা আমাদিগকে জানান কি ভাবে কাঁচামাল উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। কি ভাবে জমিতে শ্রম করিয়া বিক্রয় করা ব্যবহার করিয়া, অন্যান্যগুলির মূল্য ব্যবহারের চেষ্টা করিয়া এবং অন্যান্য অন্যান্য বন্ধ করিয়া বর্তমান অভাব দূরীকরণের চেষ্টা হইতেছে তাহাও আমাদিগকে বলেন।

সালফিউরিক এ্যাসিডের ব্যবহার

ইটোনে বিক্রয় করা ব্যবহারের ব্যাপকতাই চিন্তার কারণ কাঁচামালের অভাব অন্যান্য চিরকালের জন্য। কিন্তু এই বিক্রয় প্রধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব সম্ভব হয়।"

ইটোন যখন গন্ধকের বা গন্ধকের অভাবের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে সমস্ত কারখানার বর্তমানে সালফিউরিক এ্যাসিড ব্যবহৃত হয় সে গুলিকে পাইরাইটিসের (pyrites) ভার বিক্রয় করা ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া তোলা সময় সাপেক্ষ। ইন্সিগ্রেশন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ এমন একটী যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছে যাহাতে ইটোনের একমাত্রের বার্ষিক গন্ধক এসিডাইজারই হইতে বৎসরে ৪৮,০০০ টন সালফিউরিক এসিড প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ভাবে প্রাকৃতিক সালফার (যাহা কেবল মাত্র মুক্ত রাষ্ট্রে পাওয়া যাইতে পারে) ব্যবহার না করিয়া এসিডাইজারই হইতে সালফার গ্রহণ করার চেষ্টা যেমন সময়সাপেক্ষ তেমনই ব্যয়সাধ্য। একটী ১৪০,০০০ টন সালফিউরিক এসিড উৎপাদনক্ষম এসিডাইজারই যন্ত্র স্থাপন করিতে প্রায় ৩,০০০,০০০ পাউণ্ডের অধিক।

সেই জন্য বর্তমানে দুর্লভ কাঁচামাল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাগুলির সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে।

সংবাদ সঙ্কলন

—১০০:—

পণ্য আমদানীতে ব্যাঙ্ক-সাহায্যের সুপারিশ

বাণিজ্য মন্ত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে মূল বিবৃতিতে কমিটির যে রিপোর্ট সম্প্রতি কমিটির চেয়ারম্যান ডিক্সনরূপের আবেদনের কর্তৃক উপস্থাপিত হইয়াছে তাহাতে ব্যবসায়ে তৎপরতা ও মাল সরবরাহের উপরই সর্বাধিক জোর দেওয়া হইয়াছে।

কমিটির সুপারিশগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি স্থান পাইয়াছে :—

ব্যবসায়ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের সম্পর্কে আরও উদার হইতে হইবে এবং তাহাদের আমদানী লাইসেন্সের ব্যবহারের পরিমাণ অন্ততঃপক্ষে আমদানীর মোট মূল্যের এক-চতুর্থাংশে করিতে হইবে। উহার উপর কোনও বাধানিষেধ আরোপ করা চলিবে না।

ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়করীদের মধ্যে বিশেষ শ্রেণীর ব্যাপারে, ব্যবহারকারী, অর্থাৎ যাহারা কল কিনিয়া তৈয়ারীর জন্য আমদানী করিতে চাহে তাহাদেরই দাবী অগ্রগণ্য হওয়া দরকার।

আমদানীর ব্যাপারে সমবায় সমিতিগুলিকে সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে।

আমদানীর লাইসেন্স রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে দিতে হইবে এবং ভিন্ন দেশের আমদানীকারকদের নিকট হইতে আবেদনপত্র গ্রহণের মাত্র একটা তারিখই নির্দিষ্ট থাকিবে। বৎসরের এবং মূলধনের আরম্ভের কালে আবেদনপত্র গ্রহণ এবং উহার তদন্ত করিতে হইবে। আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আবেদনপত্রসমূহের তিনটি করিতে হইবে এবং ভিন্ন দেশসমূহের আবেদন সম্পর্কে যথাক্রম একটা রায় করিতে হইবে। লাইসেন্স দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লাইসেন্সপ্রাপকের নাম রেজিষ্টে প্রকাশ করিতে হইবে এবং সমিতি পক্ষপাতের কোনও আপত্তি থাকিলে উহা দাখিল করিতে বলিতে হইবে।

আমদানী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ব্যবস্থা

যে সকল ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠান হয় নাই কাজ লাইসেন্সের দরখাস্ত করিতে পারিবে, তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ করিতে হইবে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির নাম রেজিষ্টে প্রকাশ করিতে হইবে এবং উহাদের নাম কেবল রীতিবিরুদ্ধভাবেই ছুনীতি-পরায়ণদের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া করিলে চলিবে না, অযোগ্যতাপ্রমাণের ফলে আদালতের নজরে প্রতিপন্ন হইলেই কেবলমাত্র উহা করা যাইবে।

আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ স্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগাদি সম্পর্কে ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য একজন সরকারী ও দুইজন বে-সরকারী ব্যক্তি লইয়া একটী কমিটি গঠন করিতে হইবে। সরকারী ব্যক্তি পদ মর্যাদার খেলা নজর নীচে হইলে চলিবে না।

লাইসেন্স প্রদানের বেলায় আকস্মিক চাহিদার প্রতি কিছু নজর রাখিতে হইবে।

প্রতি বৎসর মূলধন তালিকা তৈয়ারীর পরিবর্তে বরাদ্দের পরিমাণ মত আমদানীকারকদের একটা স্থায়ী তালিকা তৈয়ারী ও প্রকাশ করা যাইতে পারে।

আয়কর কর্তৃপক্ষকে জানাইবার ব্যবস্থা

আয়কর কর্তৃপক্ষকে আমদানীকারীদের একটা তালিকা সরবরাহ করা যাইতে পারে। তাহারা প্রতি বৎসর আয়কর আদায়ের সম্পর্কে যথোচিত আমদানী কন্ট্রোলারের নিকট বিবরণ দাখিল করিবেন।

আমদানী ঢালের প্রয়োজনীয়তা

একমাত্র কলকারখানার প্রয়োজনে এবার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ছাড়া আমদানী একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

অন্যান্য সাধারণ লাইসেন্সের তালিকা এমন খুঁটিনাটিরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে যাহাতে উহার মধ্যে এমন কোনও বস্তু না থাকিতে পারে যাহা আমদানের বৈদেশিক মুদ্রিকা সম্পর্কিত দেনা না বৃদ্ধি করিতে পারে।

কালে হইতেই একটা দীর্ঘ মেয়াদী নীতি প্রবর্তন করিতে হইবে এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে লাইসেন্স দিতে হইবে। ভিন্নপ্রকারের ভিন্নভাবে মঞ্জুর হইয়া যাহা এই রকম বিভিন্ন আমদানী নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

রপ্তানী নীতি

মূলধন মূল্য এলাকার জন্য মূলধন মূল্য এলাকার পক্ষে রপ্তানীর ব্যাপক নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।

বৈদেশিক রপ্তানীর উপর বিশেষভাবে নজর রাখিতে হইবে এবং নীতির ফলে বৈদেশ রপ্তানীর উপরই নজর দিতে হইবে।

কোন পণ্য রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হইলে উহা খুব কঠোরভাবে পালন করিতে হইবে এবং কোনও ক্ষেত্রে যাহাতে ঐরূপ নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা যাইবে না।

চাষীরা উৎপাদন করিয়া যাতে এইরূপ পণ্যের উপর রপ্তানী সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত থাকিলে কম দামে বেচিতে বাধ্য হয় সেদিকে উহা যথাসম্ভব তুলিয়া দিতে হইবে। বর্তমানে ব্যবস্থানুযায়ী ব্যবসায়ীরা এই রকম পণ্য উৎপাদকের নিকট হইতে কিনিয়া লওয়ার পরই সাধারণতঃ অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হইয়া থাকে ফলে ব্যবসায়ীরা উহা বেচিয়া বেশী দাম পায়, অপর পক্ষে চাষীরা উহা হইতে বিশেষ কিছু লাভ করিতে পারে না।

রপ্তানী জাতীয় দ্রব্যাদির বিক্রয়

রপ্তানী জাতীয় দ্রব্যের ভাণ্ডার বিক্রয়ের ব্যবস্থা বলবৎ করিতে হইবে এবং এতৎসম্পর্কিত বিবরণাদি প্রদানের জন্য আবশ্যক মাল-নির্দেশক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে।

এশিয়ার কেন্দ্রস্থলের নিকট আমদানির বাণিজ্যের প্রসারের জন্য আরও বেশী চেষ্টা করিতে হইবে।

আমদানী ও রপ্তানী বিক্রয় প্রতিষ্ঠান একীকরণ

আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান দুইটী একটী প্রতিষ্ঠানের অধীভূত করিয়া আমদানী ও রপ্তানীর চীফ কন্ট্রোলার ব্যবস্থা একজন পদাধিকারীর অধীনে উহা পরিচালিত হওয়া উচিত। এই একীকরণের ফলে এই সকল অধিক পরিচালনের ব্যয় অন্ততঃপক্ষে এক-চতুর্থাংশে হ্রাস পাইবে।

যে সকল দ্রব্যে বাণিজ্য-অধিকারের ও দুষ্কর

।ত একই ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয় না, সেজন্যে । দুইটি পক্ষের একীকরণের সম্ভাব্যতা সরকারকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

বিদেশে বাণিজ্য কমিশনের দপ্তর খোলার উদ্দেশ্য হইবে আই-এ-এস-এর সদস্য শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে সার্ভিস সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা তাহা সরকারকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা

বিভিন্ন দেশের সহিত দ্বিপাক্ষিক সম্মেলন দ্বারা সম্পর্ক স্থাপনের ন অধিকতর ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সুতরাং কেবলমাত্র দূতাবাস বা দূতাবাসের উপর নির্ভর না করিয়া যাহাতে ভারত ঐ সমস্ত দেশের সহিত পুরিবাঞ্ছনীয় সর্তে প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে সমস্ত দেশে ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধি রহিয়াছেন, সেই সমস্ত দেশে ভারতীয় রপ্তানীযোগ্য পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। রোম, প্যারিস, কোপেনহেগেন, বার্ণ ও গ্রীসে যে সমস্ত বাণিজ্য মিশন রহিয়াছে, তাহাদিগকে ঠিক বা দুইটি ক্রেতাকে জব্দ করা যাইতে পারে এবং এই সমস্ত দেশের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইউরোপীয় দেশ সহিত কেবলমাত্র বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া এশিয়ার অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের যাহাতে বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধি পায়, তৎ সরকারের অধিকতর মনোযোগ দিতে হইবে।

বাণিজ্য কমিশনের কর্তব্য

আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি যাহাতে যথাযথ কার্যকরী করা হয়, তজ্জন্য বাণিজ্য কমিশনারদি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে হইবে। তা দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিগুলির গতি ও ফলাফল সম্প রাষ্ট্রদূতকে সজাগ থাকিতে হইবে। যে আমদানীকারক ভারতীয় পণ্য আমদানী ক

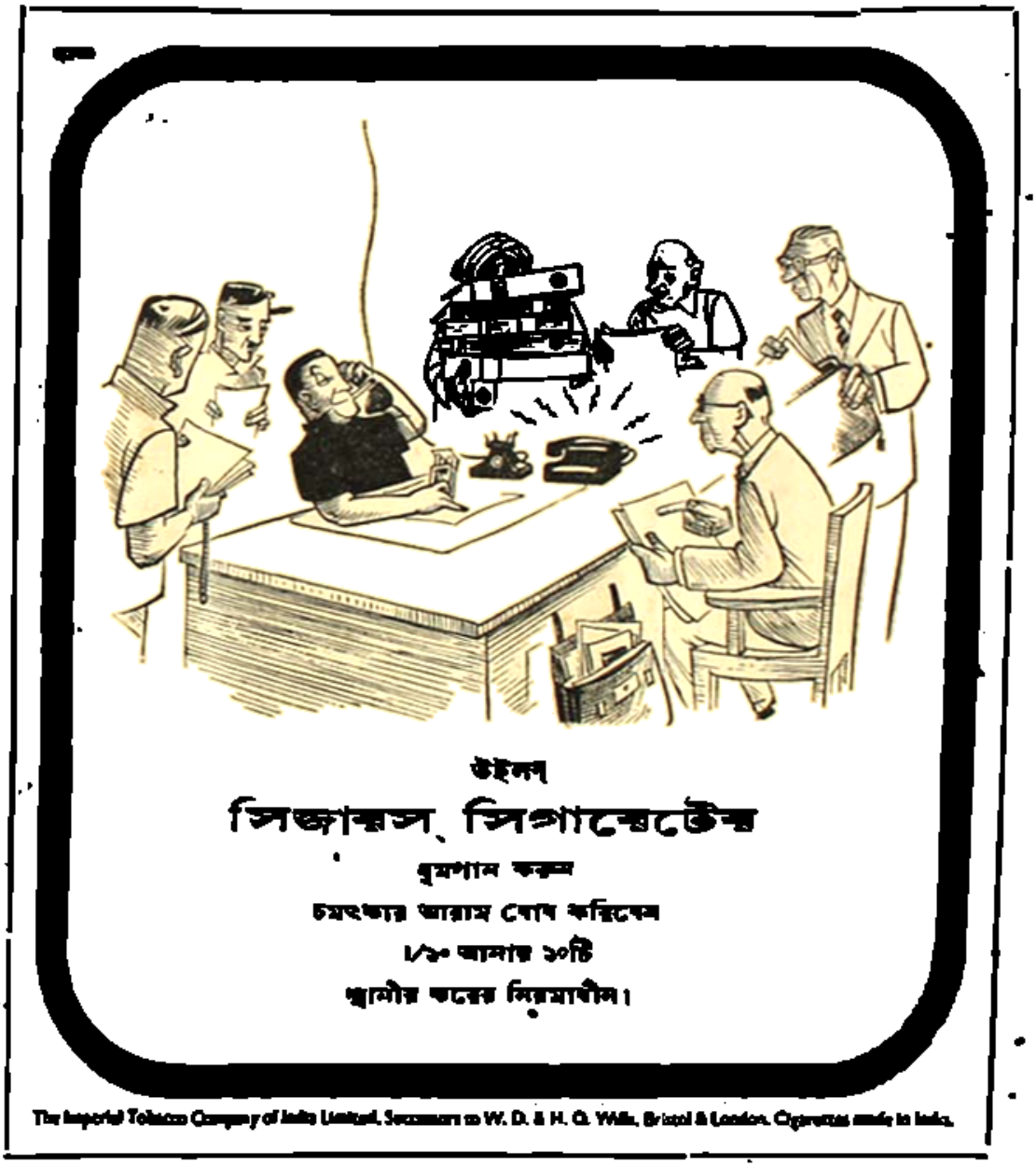

থাকেন এবং যে সমস্ত স্থায়ীকারক ঐ দেশে পণ্য চালানী করিয়া থাকেন তাহাদের নাম-ধাম সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য বাণিজ্য কাউন্সেলারদপ্তরে একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের হাত হ্রাস

বিভিন্নমুখি বাণিজ্য বিভাগগুলিতে যে সমস্ত কর্মচারী রহিয়াছেন, তাহাদের বেতন ও ভাতা সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি অর্থমন্ত্রকের সহযোগিতায় বাণিজ্য মন্ত্রক পুনর্বিবেচিত করা উচিত এবং এই ব্যয় সঙ্কোচ করা সম্ভব কিনা, তাহাও তালিকাভুক্ত স্থির করিতে হইবে। বাণিজ্য বিভাগের ডিরেক্টরেটগুলি বিভিন্ন ব্যয়ের বরাদ্দের, অতিরিক্ত বিভাগই উহার প্রতি মনোযোগ দিবেন এবং আবশ্যকতা এই ভাবেই তাহাদের কর্মচারীর সংখ্যা একজন ডেপুটি-ডাইরেক্টর ও একজন কেরানীতে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

ভারতীয়দপ্তরে চা শিল্প বিভাগের

যুক্তরাজ্য ও ভারতের মধ্যে ভারতীয় চা ক্রয় সম্পর্কে যে চুক্তি বলবৎ ছিল, তাহার মেয়াদ বর্তমানে উত্তীর্ণ হওয়ায় টার্লিং এলাকাভুক্ত যে সমস্ত কোম্পানী সরাসরি লন্ডনে চায়ের চালান প্রেরণ করিতেছেন, তাহারা যাহাতে আরও কিছু বিক্রয় করিতে পারে, তজ্জন্য কলিকাতায় চা বোর্ডের আরও অধিকতর সুবিধা ও সুযোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

চায়ের ক্রেতা বিভাগে ভারতীয়গণ সদস্য হন, তজ্জন্য কেন্দ্রীয় চা-বোর্ড তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন। ভারত বর্তমানে পৃথিবীর দ্বিতীয় চা উৎপাদনকারী দেশ বলিয়া গণ্য হইলেও, এ দেশের চা-শিল্প এখনও অ-ভারতীয়দের হাতে রহিয়াছে। দেশে চায়ের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা ও বিদেশে প্রেরিত প্রতি বিভিন্ন মানের ভারতীয় চা বোর্ডের দেখা করা উচিত।

ভারতে সাধারণতঃ যে সমস্ত চায়ের বাজ উৎপন্ন হয়, তাহার উৎকর্ষতা যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা যায়, তজ্জন্য কেন্দ্রীয়সচিব "ভারতে রিসার্চ ইনষ্টিটিউটকে" বিশেষভাবে অগ্রণী হইতে হইবে। তা' ছাড়া বিদেশ হইতে চায়ের বাজ আমদানী ক্রমান্বয়ে হ্রাস করিতে হইবে।

"চা ক্রয়ার্থীর জন্য ভারতের বিদেশের বাজার বিশেষভাবে ক্রমবর্ধমান মূল্য এলাকাভুক্তদের সহিত প্রচার যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত।

চাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার

শিল্প ও বাণিজ্য-সচিব শ্রীমহেন্দ্রভাই মধ্যমন সম্প্রতি কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উপর হইতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করেন যে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত হইলেও, ইতিপূর্বে সরকারকে পাট-জাত দ্রব্য সরবরাহের জন্য যে সব অর্ডার দেওয়া হইয়াছে সেগুলি কিরূপ মূল্যে সরবরাহ করা হইবে সে সম্বন্ধে এই বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত সরকারের একটী বোঝাপড়া হইয়াছে। চুক্তিগুলির মধ্যে যাহাতে সমভাবে বণ্টন করা যায় সেজন্য কোন চটকল কি পরিমাণ পাকিস্থানী পাট ও কি পরিমাণ ভারতীয় পাট ক্রয় করিবে তাহা কলিকাতার কেন্দ্রীয় যুক্ত বোর্ডের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সরকার আশা করেন যে ইহাতে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর মাস নাগাদ অভিযোগিতা বন্ধ হইবে। কেন্দ্রীয় যুক্ত বোর্ড অবস্থার প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিবেন এবং প্রয়োজন অনুসারে অন্য অন্য ব্যবস্থা অবলম্বনে হস্তক্ষেপ করিবেন। পাটের বর্তমান অবস্থার জন্য আমরা কাঁচা উৎপাদন কোন রকমে ব্যাহত হইবে বলিয়া মনে করি না। তবে প্রয়োজন হইলে সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা করিবেন না।

বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তর এতদিন এই নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, পাক আক্রমণ বাণিজ্য চুক্তি বাতিল হওয়ার পর, পাকিস্থানে পাট যাওয়া, ভারতবর্ষে পাটের ব্যবসা কিভাবে চলিবে এবং সরকার কি ধরণে পাটজাত দ্রব্য ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ক্রয় করিবেন সে সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ হইয়াছে।

পাকিস্থান ভারতবর্ষকে যে ১০ লক্ষ গাঁট কাঁচা পাট দিবে বলিয়াছে তাহার মধ্যে মাত্র তিন লক্ষ গাঁট পাকিস্থান যুক্ত বোর্ড সরবরাহ করিয়াছেন। এই লক্ষে তিন লক্ষ গাঁটের মধ্য লক্ষাধিক গাঁট সরকার একজন ব্যবসায়ীকে দিয়াছেন এবং আমাদের লক্ষ হইতেই সরকার এই মাল ক্রয় করিবে। অর্থাৎ লক্ষে ছয় লক্ষ গাঁট পাট বাজার হইতে কিনিতে হইবে এবং তাহার মূল্য বাজার প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য প্রভাবিত ব্যাপারের উপর নির্ভর করিবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, তাহাতে কাঁচা পাটের বাজার সম্বন্ধে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। এই সম্বন্ধে তাহারা বলিয়াছেন পাকিস্থানের বাজার এবং তাহাদের বাজার হইতে প্রায় লক্ষ পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে হইবে। সেই জন্যই সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে কাঁচা পাটের সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিলে তাহাতে পাট শিল্পের কল্যাণ হইবে না। বর্তমান অবস্থায় একটা চড়া দর বাঁধা করিলেও চলে হইবে না। এই কারণেই সরকার কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিদেশের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং অনুযায়ী আদেশ জারি করা হইয়াছে।

ইতিপূর্বে সরকারকে যে সব মাল সরবরাহ করা হইবে বলিয়া অর্ডার দেওয়া হইয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে শিল্প মালিকদের সহিত কিভাবে সরকারের যোগা পড়া হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া শ্রীমহতাব বলেন এই অর্ডারগুলি অনুযায়ী ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে যেগুলি ১ লক্ষ টন মাল জোগাইবার কথা আছে। ১৯৭১ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত যে সব অর্ডার দেওয়া হইয়াছে সেগুলি বাদে চাহিদার চটকল সমিতি পাটজাত দ্রব্যের বর্তমান সর্বোচ্চ দর নির্দ্ধারিত মূল্য অনুযায়ী মাল জোগাইতে সম্মত হইয়াছেন।

কেন্দ্রসরকারী মহলের জোড়া হইতে নির্দ্ধারিত মূল্যে কাঁচা পাট ক্রয় এবং করিতে ব্যবসায়ীদের যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়াই এই অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হইল।

আমদানী সরকারের বাণিজ্যিক আটচি

অর্থ-সচিব শ্রীযশোবন্ত সোহন ১৯ মার্চ আমদানী ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৭১-৭২ সালের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে রাজস্ব-খাতে ৯১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ঘাটতি পড়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। আগামী বৎসর রাজস্ব-খাতে আয় হইবে ৮ কোটি ৬২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা এবং ব্যয় হইবে ৯০ কোটি ৬০ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। আগামী বৎসরের মোট প্রস্তাবিত ঘাটতি দাঁড়াবে ২ কোটি ২৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা এবং বৎসরের শেষে সমস্ত খরচ মিটাইবার পর অবশিষ্ট থাকিবে এক কোটি ৫৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। আসন্ন সরকার অন্তত সরকারের নিকট হইতে খুচরা দিবার অবলের সংস্করের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা এবং আবকরের হিস্যা খাতে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পাইবে। ইহার ফলে সম্ভাবিত ঘাটতি হ্রাস পাইয়া আনুমানিক ৪০ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকায় দাঁড়াইবে।

বাজেটে মূলধন খোলা ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয় নাই।

চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাব

বাজেটে বৎসরের সংশোধিত হিসাবে দেখা যায় যে, বৎসরের গোড়ায় অনুমিত হিসাবের অপেক্ষা রাজস্ব-খাতে আয়-বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ব্যয়ও বর্ধিত হইয়াছে। ফলে, গোড়ার অনুমিত ঘাটতি ৮৯ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা হ্রাস পাইয়া বর্তমানে ৮ লক্ষ ১০ হাজার দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই বৎসর ২১ লক্ষ উদ্বৃত্ত হইয়াছে, কারণ এই বৎসর হইতে আমানী বৎসরের আপৎকালীন তহবিলে ৩১ লক্ষ টাকা জমা হইবে।

ত্রিবেণীতে সিমারেট কারখানার কারখানা

ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মহাশয় মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে ত্রিবেণীতে সিমারেটের কারখানা প্রতিষ্ঠার একটি কারখানার আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন। এই কারখানায় প্রতিমাসে ২৫০ টন সিমারেটের কাগজ তৈয়ারী হইবে।

শ্রীযুক্ত কানুভাই এই কারখানার উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে যদিও বৈদেশিকদিগ হইতে সাধারণতঃ সিমারেট আমদানী করিয়া থাকে তবুও প্রকৃতপক্ষে ধূমপায়ীর সংখ্যা প্রভূত বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই যেন আরও বেশী সিমারেট প্রস্তুত করার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। তিনি ঘোষণা করেন যে, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যথাসম্ভব দেশেই তৈয়ারী করার জন্য শিল্পপতিদিগকে আহ্বান জানান। সরকার এই ব্যাপারে তাহাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি মিঃ ত্রিভেদী কারখানার বর্তমান অবস্থা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বর্তমানে যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হয় তাহাতে মনে হয় যে আগামী সাধারণ নির্বাচনের প্রয়োজনে সবটা কাগজ কুলাইয়া যাইবে। তিনি বলেন "সাধারণের যা পুস্তিকা প্রকাশ করা না হইলে কিভাবে এই বিরাট সংখ্যক পূর্ণ বয়স্ক ভোটারদের ব্যবস্থা করা যাইবে তাহা আমি জানি না।" তবে তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় কাগজের কলগুলি অধিক পরিমাণে চেষ্টা করে তবে নির্বাচনের পূর্বেই কিছু কাগজ প্রস্তুত করিতে পারিবে।

এই মিলের কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে মিঃ জেমস্‌জিন্‌ সকলকে স্বাগত জানাইয়া বলেন যে, ত্রিবেণীতে স্থাপিত কারখানায় প্রতিবছরে ২৫০ টন সিমারেট কাগজ তৈয়ারী হইবে। ভারতের চাহিদার শুধু একশত টন লাগিবে। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ব্যাপারে ইহা কাজে লাগিবে।

ত্রিবেণী টিস্যু-মিলটির চালনায় প্রায় দুই কোটি বিশ লক্ষ টাকা লাগ হইবে। গত অক্টোবর মাস হইতে এই কারখানায় উৎপাদন শুরু হইয়াছে।

ভারত হইতে পুঃ পাকিস্তানে তরলা প্রেরণ

গত সম্পাদিত ভারত পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী এই সপ্তাহ থেকে ভারত হইতে পাকিস্তানে মাল চলাচল আরম্ভ করিবে। পূর্ব পাকিস্তানের আলোকিতাৎ ও যানবাহন পরিচালনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় তরলার অভাবে দূর করার জন্য ভারত হইতে ১০ হাজার টন তরলা শীঘ্রই আমদানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

গত বুধবার ভারত ও পাকিস্তানের তরলা বিভাগীয় কর্মিসমাবেশের এক বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

প্রকাশ যে, ইতিমধ্যে পাকিস্তানের তরলা বিভাগীয় কর্মিসমাবেশ পূর্ব পাকিস্তানে ৮০ হাজার টন ও পশ্চিম পাকিস্তানে ১০০ হাজার টন তরলা এই সময়ের মধ্যে প্রেরণ করিবার জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। বুধবারে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কর্মিসমাবেশের কতকগুলি বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হইয়াছেন, প্রকাশ, মুখ্যতঃ প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল মূল্যের মূল্য বণ্টন বিভাগ বিভাগ ও মাল সেওয়ার পদ্ধতি প্রভৃতি।

আরও জানা গিয়াছে যে, সরকারী ভাবেই ভারত হইতে পাকিস্তানে তরলা প্রেরিত হইবে। ভারত পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী ভারত পাকিস্তানকে আমানী মূল্য অবের মধ্যে ৬ লক্ষ টন তরলা দিবেন।

ভারতের পণ্য আমদানী পাইকারী মূল্যমান

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে (১৯৩৯ সনের আগষ্ট=১০০) সপ্তাহান্তের যে পাইকারী মূল্য সূচক নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, উহা গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫১) পর্যন্ত এক সপ্তাহে ইষৎ বাড়িয়া ৪২৪·৬ হইয়াছিল। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা ছিল ৪২৪·৩ (সংশোধিত), এক মাস ও এক বৎসর পূর্বের তুলনায় উহা যথাক্রমে শতকরা ২৬ ও ৮ অধিক।

আলোচ্য সপ্তাহে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যমান প্রায় অপরিবর্তিত ছিল এবং কাঁচা লবণ, মাঝারি ধরণের চাল, কাঁচা চামড়া, রেড়ী ও বাই বীজ ও শুষ্ক নারিকেল ছোবড়ার দাম কমিয়া যাওয়ায় অবশিষ্ট কাঁচা মালের মূল্যমান কমিয়া ৪৫১·৬ হইয়াছিল।

ঐ সপ্তাহে অক্ষা, তিলের বীজ, নারিকেল তৈল, সরিষা তৈল চীনা বাদাম বীজ ও নারিকেল খাদের দাম কমিয়া যাওয়ায় আর্থিক তৈয়ারী দ্রব্যের মূল্যমান কমিয়া ৩১৪·৬ হইয়াছিল এবং সুতা ও রেয়ন-জাত দ্রব্য ও কাগজের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় সম্পূর্ণ তৈয়ারী দ্রব্যের মূল্যমান শতকরা ৪ বাড়িয়া ৩১১·৯ হইয়াছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা ও আনু খনিজের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় বিবিধ দ্রব্যের মূল্যমান ইষৎ বাড়িয়া ৭০৯০ হইয়াছিল।

শ্রমিকদের জীবন যাত্রণের ব্যয়মান

কেন্দ্রীয় শ্রম সংস্থা ১৯৪৪ সনকে ১০০ এই ভিত্তিতে শ্রমিকদের জীবন যাপনের ব্যয়মান নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে জানা যায়, গত ত্রিশটির মাসে বুদ্ধিমানায় উহা শতকরা ৩ পয়েন্ট, বৃদ্ধি পাইয়া ১৭০ হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বুদ্ধিমানায় গম, চৌলার ডাইল ও আলুর মূল্য বৃদ্ধি পায়।

আলোচ্য মাসে ভিন্নবুদ্ধিমার শ্রমিকদের জীবন যাপনের ব্যয়মান ১১১—তে অপরিবর্তিত ছিল।

ঐ সপ্তাহে বোম্বাইতে সাটীর কাপড় ও সাড়ির মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও অন্যান্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় শ্রমিকদের জীবন যাপনের ব্যয়মান সামান্য হারে কমিয়া ১২৭ হয়।

উক্ত সপ্তাহে দেওলি, আমু ও সন্তায় মূল্য হ্রাস পাওয়ায় কলিকাতায় শ্রমিকদের জীবন যাপনের ব্যয়মান শতকরা ১ হারে কমিয়া ৩৩৯ হয়।

কলিকাতা বাজার

পাট বিভাগে উন্নতি

কলিকাতা, শনিবার ১০ই মার্চ—

পাট-ভাবের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রস্তাব যোকদার ফলে সেদিন বাজারে বৈশেষ উৎসাহ ও উদ্যম পরিলক্ষিত হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, তাহা কার্য্যতঃ ঘটিলেও আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে তেজীভাব মোটামুটি অব্যাহত ছিল। সেদিনের উদ্যম ও স্ফূর্তি অবশ্য দেখা যায় নাই বেচা-কেনার আগ্রহ প্রবল না হওয়াতে ধীর-মন্থর হইয়াছে তবে এবং হরদমের পার্থক্য ঘটিয়াছে যথেষ্টমাত্র। পাটের নিম্নতম দাঁড়াইয়া গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাহের শেষদিন পাট বিভাগে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই বিভাগে কারবারের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। ফলে ইতিমধ্যে ২৩১ টাকা তেজীটা ৩০৲ টাকা, ক্রেডিটা ২৮৯৲ টাকা, বালির হরদমের ২৯৯৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে বেচা-কেনা হয়। ডিবিলেরে ১৯৲ টাকা হাজ পাইয়া ২৩৭৲ টাকায় উঠিয়াছে। বাজরা সপ্তাহে উৎসাহের অভাবে লক্ষিত হয় তবে ১২৲ টাকার অবনতির পর তেজী-বেচা হয়।

সরকারী কাগজের বাজারে তেজীভাবের অভাব দূর হইলেও বিশেষ কিছু হয় নাই বলিয়া যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল অবশ্যপক্ষে তাহার অবসান ঘটিয়াছে। ৭৲ টাকা সুদের পরিবর্ত্তনীয় কাগজের মূল্য ছিল ১০/৹ আনা। অন্য তেজারী কাগজের মধ্যে অবশ্যেনী ৩৭ সালের দরের কাছাকাছি ছিল।

কয়লা খনি বিভাগে দরের তেজীভাব বজায় ছিল। তবে বেচাবেচার পরিমাণ যথেষ্টমাত্র। একমাত্র সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ার কাজ কারবার বেশী-রকম এবং উহার দর ১৯/৹ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়া যায়। তাঁড়াড়া অন্যান্য ১৫৷৹ আনা, ইডুইটবেল ৫৩/৹ আনা, বেঙ্গল ৪১৲, বেঙ্গলর ৩৷৹ আনা এবং ছুলিয়া ৪৷৹ আনা পর্য্যন্ত দরে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

কাপড়ের কল বিভাগে বেচাকেনার দরে সপ্তাহে উন্নতি দেখা যায় এবং উহা ৩৷৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। এলবিন ১৭৷ আনা, নিউ ভিক্টোরিয়া ২৯/৹ আনা, মুর মিলস ২৷৹৲ টাকা, বঙ্গশ্রী ১৬৷৹ ও ন্যাশনাল ২৷৹ আনা পর্য্যন্ত দরে হাত বদল হয়।

বিবিধ বেচাকেনার কাজকারবার খুবই কম হইয়াছে। বেলসুন এক সময়ে ৮১/৹ পর্য্যন্ত দরে হাত-বদল হয়। বুলার ১৭৷৹ আনা ও ডেল ৮/৹ পর্য্যন্ত দরে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

ইণ্ডিগোস্টক বিভাগে দরের তেজীভাব মোটামুটি বজায় ছিল। ইণ্ডিগোর আমদানের প্রচুর হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বাজার যোগার দর ৩৬/৹ আনা হইতে ইহা ক্রমশঃ বাড়িয়া ৩৯৷৹ আনা পর্য্যন্ত উঠে। বাজার বন্ধের পূর্ব্ব দিবস দর ৩৮৷৹ আনায় দাঁড়াইয়া আসে। অন্যের সপ্তাহের দর ছিল ২৯৷৹ আনা, টেকসাকো ৭৯/৹ আনা, বেঙ্গল ১৯৷৹ আনা, ডারভিয়া ১৬৷৹ আনা, ছুবালুপী ৮৷৹ আনা, ইণ্ডিয়ান ট্যাণ্ডার্ড ১১৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে হাত বদল হইয়াছে।

বিবিধ বিভাগে বি, আই, সিঙ্ক বরিষার তেজী ছাড় করে। বি, আই, সিঙ্ক সপ্তাহের পরিমাণ ৮৷৹ আনা কমিয়া যেওয়ায় এ নামের সকার হয়। ডাবলসের দর ৫৯৷৹ আনা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। মার্টিন বার্ণ ১৯৷৹ আনা, মেটাল বক্স ২৷৹ আনা ইটালিক ৫৫৷৹ আনা, আর্মিন মেডারলস ১৭৲ টাকা, ইণ্ডিয়া কেবলস্ ২৩৷৹ আনা ও কমলাপতি ফেটক ২৬৷৹ পর্য্যন্ত দরে বেচাকেনা হইয়াছে।

রাজারের অবস্থান

সরকারী কাগজ—৩৲ টাকা সুদের (১৯৪৭-৫৩) ১০০৲, ৯৩/১৬ ; ৩৷৹ আনা সুদের (১৯৪৮) ৯৮৷৵১৬ ; ৩৲ টাকা সুদের (১৯৫১-৪৩) ১০৩৲, ১০০৲, ৩৲ সুদের ১৯৫৩-৫৫ ; ৯০১৬, ১০৭ ; ৪৲ টাকা সুদের (১৯৬০-৭০ ; ১০৪৷৵, ১০১৬৷৵।

ব্যাঙ্ক :—

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক ২৬/৹, ২৬৷৵ ; ইউনাইটেড ৪১৲ টাকা ; ব্যাঙ্কর ৩৷৵, ৩৷৹।

কাপড়ের কল :—

কামপুর ১৬৷৵, ১০৷৹ ; এলগিন ১৬৷৹, ১৭৷৹, কেশরাম ২৭/৹, ৩০৲ ; বঙ্গলক্ষ্মী ২৷৵ ; নিউ ভিক্টোরিয়া ২৭/৹, ২৮৷৵, বঙ্গশ্রী ৭৷৹, ৭৷৵।

কয়লা খনি :—

এসানসোলেটক ৫৯৲, বঙ্গীকর ১৫৷৵, ১৫৷৵ ; বালি ২৯৲ ; বেঙ্গল ইণ্ডিয়া ৩৭/৹, ৩৪/৹ ; বারন পুয়া ১০৩৲ ; জয়ন্তী বেঙ্গল ১৬৷৵ ; ইডুইটবেল ৪৩৷৵ ;

পাটকল :—

আমরহাটা ১১৭, ১৩৬৷৵ ; এলো ইণ্ডিয়া ১৯৩৲, ৩৪৯৲ ; অকল্যাণ্ড ১৬৩৲, ১৬৯৲ ; বাউড়িয়া ৪০৲, ৪১৷৵ ; বেলঘরিয়া ১৮৩৲, ৩৪৪৲ ; বরানগর ২৬৩৲, ২৬১৲ ; ফোর্ড ২৩৪৲, ৩৮১৲ ; ইণ্ডিয়া ২৪১৲, ২৪৫৲ ; কিলিমন ২৪৫৲, ২১৫৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং—

বুশারেস ১৲, ১৷৵, ইণ্ডিয়া আয়রণ ৩৪/৹, ৩৪৷৵, ষ্টিল কর্পোরেশন ২৩১/৹, ২৪৬৷৵ ; ব্রিটানিয়া ১৩৬/৹, ১৬৷৹।

বিবিধ—

এ্যালুমিনিয়ম কর্পোরেশন ৭৷৵, বি-আই-কর্পোরেশন ১০৷৵, ১০৷৵, ইণ্ডিয়া এ্যালুমিনিয়ম ১৪৯৲, ১৬০৲, ইণ্ডিয়া কেবল ২৩৷৹, মার্টিন বার্ণ ১৯৷৵, ১৯৲, মেটাল কর্পোরেশন ৮৪৷৹, ৮৷৵।

কাগজের কল—

বেঙ্গল ৪৷৹, ৪১৷৹, ষ্টাণ্ডার্ড ৩৩/৮৲, ৩৪/৹, তরিবেণী ৭০৷৹।

খনি—

কর্ণপুরা কর্পোরেশন ৩৷৵, ৩৷৵, ইণ্ডিয়া কপার ৩৯৷, ১৷৹, কলমুলিয়েটক ষ্টিল ২৯/৹, ২৯৷৵, টেক্সর ষ্টিল ১৷৹, ১৲।

* ইণ্ডিয়ান প্রেস, ১১-১এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে কামাখ্যানারায়ণ কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক ভারত লিঃ এর পক্ষ হইতে তৎ কর্ত্তৃপিয়াল বিল্ডিংস, ৮এনং মেডাণ্ডী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১ হইতে,

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৪৭ সংখ্যা] কলিকাতা, বৃহস্পতিবার ২৫ চৈত্র, ১৩৫৭ : ৮ই এপ্রিল, ১৯৫১ [মূল্য ১০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
(ক) বিনিয়ন্ত্রণ	৪৬৫
(খ) বাজেট আলোচনা	৪৬৬
২। প্রাসঙ্গিক	৪৬৮
বহির্বাণিজ্যের অনুকূলতা	
ডলার মূল্যের বৃদ্ধি, মূলধন বিনিয়োগ	
পণ্যান্নব্যের বাজারে	৪৬৯
চা শিল্পের সমস্যা	
টিমি ও অন্যেরা	
৩। হিসাব রাখার অভিনব প্রণালী	৪৭০
৪। বাজেট সমালোচনার উত্তর	৪৭১
৫। সপ্তাহ সংকলন	
অর্থনীতি বিষয় প্রতিক্রিয়া	
পাকিস্তানে ভারতীয় টাকা ও ব্যাঙ্ক	
ওয়েস্ট সরকারের আমদানী নীতি	
বিদেশ হইতে মিটার-গ্রিড আমদানি	
পাকিস্তানের কার্পাস চুক্তি	
পূর্ব পাকিস্তানের বাজেট ঘাটতি	
পাকিস্তান হইতে আরও আমদানি হোমা হয়	
তৈল বীজ ও চর্বির মূল্য বৃদ্ধি	
৭। শেয়ার বাজার	
শেষের উক্তি	
বাজারের মনোভাব	

বিনিয়ন্ত্রণ

গত ৯ই মার্চ ভারতীয় সংসদে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীমহাতব পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চলিত নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহারের সংবাদ ঘোষণা করেন। যে মুহূর্তে সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে নূতন বাণিজ্য সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, সেইসময়ে সরকারের একক ও স্বাধীন নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা অপসৃত হইয়াছে। পাকিস্তানী মুদ্রার বাট্টাহার বাঁধার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রিত হার আন্তর্জাতিক হারের সমান হইয়া পড়িয়াছে। পাকিস্তানী পাটের পাকিস্তানী হার উভয় পক্ষের স্বীকৃত বাট্টাহার দ্বারা বিভাগিত হইলেই সরকারী নিয়ন্ত্রিত হারের কার্যকারিতা আপনা হইতে বিলুপ্ত হইবে। বাজেট সরকারী নীতির এতাদৃশ আন্তর্জাতিক

পরিবর্তন আদৌ অপ্রত্যাশিত বা অনভিপ্রেত নহে : পরন্তু পাট-অনুগুলি ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় কাঁচা পাটের যোগানের দিক হইতে যে অনিশ্চয়তা ও অসুবিধা ভোগ করিতেছিল, মূল্য পরিবর্তনের ফলে তাহা দূরীভূত হইবে। তাহাড়া, মুদ্রাস্ফীতি পূরণ নিমিত্ত গৃহীত সরকারের সম্মুখে একমাত্র মূল্য বিনিময়নের পথই খোলা রহিয়াছে এবং সরকার স্বাভাবিকভাবে সে পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

মূল্য বিনিময়ন সম্পর্কিত প্রস্তাব ঘোষিত ও আলোচিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই পাকিস্তানী পাটের চোরাই চালান হইতেছিল। সে সময়ে অবশ্য পাটের জন্য এত চড়া-দর দিতে হইত না। পরবর্তী সময়ে নানান কারণে একত্র সমাবেশে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। কোরিয়ায় যুদ্ধারম্ভ, আন্তর্জাতিক জটিল পরিস্থিতি, জাহাজের মেলে পূরণ অসম্ভব হওয়া, সন্ত্রাস, মজুতের হিড়িক প্রভৃতি-কারণবশতঃ কাঁচামালের গুদাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। মিল মালিকের বাজারে চটের দর পূর্বের তুলনায় বেড়িয়া যায়। ফলে পাটের দরও বর্ধিত হয়।

বৈদেশিক বাজারে পাটের ক্রয় দর বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে চোরাই পাটের জন্য অতিরিক্ত দর দিতে হয়। খোলা বাজারে পাট বড়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছিল। পাটের মূল্য বিনিময়নের তারিখ যে অনুপাতে জোরালো হইতেছিল। ব্যবসায়ী সেই দর অপেক্ষা অতিরিক্ত ১৫৲ টাকা হইতে ১৮৲ টাকা পর্যন্ত চড়া-দরে পাট ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

বিনিময়নের সঙ্গে সঙ্গেই কাঁচা পাটের দর প্রথম ধাক্কায় অস্বাভাবিক চড়িয়া যেলেও, বর্তমানে তাহা অবশ্যই স্থিতিশীল পর্যায়ে দাঁড়াইয়াছে। পাকিস্তানের পাটের ব্যাপারীগণ মজুত আটক করিয়া যে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এতদিন সৃষ্টি করিতেছিল, বিনিময়নের ফলে প্রতিযোগিতা দেখা দিবে বলিয়া মূল্যের হার বহুলাংশে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। পাক-ভারত চুক্তি অনুযায়ী ভারতকে কি দরে পাকিস্তানী পাট ক্রয় করিতে হইবে তাহা ঘোষিত হয় নাই। সে যাহা হউক, ভারতীয় দুই মিল এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি মিঃ হুমায়ুন কবীর প্রকাশ করিয়াছেন যে, ৩৮৲ টাকায় বড়জোড়ি দরে পাট ক্রয় করিতে হইবে।

ইহা সুস্পষ্ট যে পাকিস্তানী মজুতকারী ও ব্যাপারীগণ বিনিময়নের ফলে অতিরিক্ত লাভবান হইবে। পাকিস্তানী পাট সংঘের ও বণ্টনমন্ত্রী এই দিক দিয়াই পাট ভারত রপ্তানি করিয়া কম লাভবান হইবেন না। তাঁহাদের লাভের অঙ্ক ২৬২ কোটি টাকার কাছাকাছি দাঁড়াইবে। তাহাড়া, ভারতের ১২ লক্ষ গাঁইট পাটের যে মোদন মজুত রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে, তাহার যে চড়া দর দিতে হইবে সে মোদন লাভের অঙ্কও ১৬ কোটি টাকার অধিক হইবে। সরকারী পাট সংক্রান্ত নীতির ফলাফলে অসাধু ও সমাজ বিরোধী ব্যবসায়ীগণই মূলতঃ লাভবান হইবে।

আশার কথা এই যে, অন্যান্য দেশের লাভজনক সর্তে পাটের মূল্য বিনিময়ন ব্যবস্থা ও ওজনসূত্র প্রতিত্যক্ত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সমূহ যদি নিজ দেশের লাভজনক সর্তে তাহাদের কাঁচামালের দর নিয়ন্ত্রিত না করিয়া চড়া দর চাহিতে পারে, তবে ভারতও বা কেন পাটের মত গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের জন্য চড়া দর আদায় করিবে না? এ বিষয়ে সতর্কতা হইতে হইবে, পাটের এক্সপোর্ট যাহা যেন না ঘটে যাহা সরকারের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়, কেন না তাহার ফলে যে সব দেশে পাট চাষ হয় সেখানে বাজনস্য উৎপাদন লাভের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হইবে এবং মূল্যসূচকের গুরুতর পরিবর্তন ঘটিবে। যে সব দেশে পাট চাষের ফলে খাদ্য শস্যের উৎপাদনে হ্রাস ঘটিবে, তাহাদিগকে বাহির হইতে খাদ্য শস্যের দ্বারা পরিপূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তান হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করা হইবে।

আশু গুরুত্ব পূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে, কাঁচা পাট আমদানি ও বিনিময়ে মূল্য পরিশোধের জন্য যে সব প্রবাহিত প্রেরণের ত্রুটি হইয়াছে তাহার সংশোধন করিয়া পাট ও জুট ক্রয় করার জন্য উভয় সরকারের মিলিত প্রচেষ্টা।

বাজেট আলোচনা

অন্যত্র সংবাদে বাজেটের সাধারণ আলোচনার পরিসমাপ্তিতে মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী প্রত্যুত্তরকালীন ভাষণে প্রস্তাবিত বাজেটের

অনুকূলে পূর্ণ সমর্থন লাভের চেষ্টা করা হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সংসদের অনুসৃত প্রতিনিধিগণই উহার অন্তর্নিহিত মহিমা বা তাৎপর্য ক্রমে ক্রমে অনুধাবন করিলেও দেশের অজ্ঞানিত জনসাধারণ কি বাজেট প্রস্তাবে, কি সংবিধিত বক্তৃতায় সহজ হইতে পারে নাই, প্রকৃত পক্ষে বিমূঢ়ই হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী দেশের আর্থিক অবস্থার সম্পর্কে সাধারণের গভীর ও সজাগ উদ্বেগ তথা বাক্যিবেকে লঘু করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আর অর্থমন্ত্রী অর্থনৈতিক ও রাজস্ব বিষয়ক তথ্যের সমবেশে তাহা ধামা চাপা দিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। ইহা সত্য যে, উভয়ের প্রচেষ্টা সংসদের পরিসীমার মধ্যে নিঃসন্দেহে কার্যকরী ও ফলবতী হইবে এবং বিভিন্ন খাতে দাবী দাওয়া, আনুষ্ঠানিক তর্ক বিতর্কের পর একে একে অনুগৃহীত ও মঞ্জুরীকৃত হইবে। তবে মুখ্যমন্ত্রী এ আশ্বাসদান করিয়াছেন যে, সরকার সুযোগ ও সুবিধামত পরিমাণে যে আর্থিক খনিরাজ বা কাঠামো তৈরী করিয়াছেন, তাহাতে কোনরূপ কাটছাঁট না করাইয়া, তাহার কোন ক্ষতি সাধন না করিয়া যদি কোন সংশোধনী-প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তবে সরকার সাগ্রহে তাহা স্বীকার করিয়া লইবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে, বর্তমানে অবশ্যপালনীয় ব্যবস্থাদি অর্থাৎ সাধারণের দুঃখ কষ্ট লাঘবের বিষয়ে বাজেট মুক্ত করা সহজসাধ্য নহে, পরন্তু আগামিকাল দুর্ভাবনা লইয়া ব্যস্ত থাকায়, স্বর্গ হইবে হেটেলিয়া নীতির প্রশ্রয় দেওয়া। তাহাদের বাজেটের যা কিছু উদ্যোগ আয়োজন তাহা আগামী কল্যের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার তাগিদায় সাধনায় ব্যাপৃত আগামী কল্যের প্রাচুর্য ও পরিপূর্ণতায় ভরা উহার ভবিষ্যতের আশায় আজিকার দুঃখ-কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে হইবে। তাছাড়া অতের সকল আয়ই বিশেষিত করা আর যা হউক সুস্থ নীতি নয়। কাজেই আজিকার ত্রিশূল করভার আগামী কল্যের সুদিনের ইতিহাস রচন করিতেছে। মুখ্যমন্ত্রীর এ সুবহাদী নীতি পুরা বস্তুহীন, কেননা তাঁর প্রাণে কি অনুপ্রেরণা জোগাইবে তাহা সংসদের অজানা।

তার দ্বিতীয়ত সমগ্র বাজেট প্রস্তাবকে আর্থিক উন্নয়ন কাঠামোর স্থায়ী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অন্যথায় বাজেটের নীতির সুযোগে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের কম বেশী চেষ্টা করা হইত। এবারে ঠিক তাহারই বিপরীত পন্থায় অগ্রসর হইয়াছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাজেট নীতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। অর্থনৈতিক অবস্থার সঠীক তুলিয়া অতিরিক্ত কর আদায়ের দ্বারা রাজকোষ পূর্ণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

শ্রীচেকমুখ শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বস্ত্র ও পাট শিল্পের অসন্তোষজনক অবস্থার জন্য মিলমালিকদের অসহযোগিতাকে দায়ী করিয়াছেন। ইহাতে এ প্রশ্নের সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে ভারত ও বহিঃ বিশ্বের বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় অধিক উৎপাদন ও পুনঃ ধনবিনিয়োগের জন্য শিল্পসমূহকে কোনরূপ আর্থিক উৎসাহদান নিরর্থক। কেননা, কাঁচামালের সমস্যা বা অন্যান্য কোন কোন ক্ষেত্রে এমন তীব্র যে মূলধন গঠন ও শিল্পে পুনঃ ধনবিনিয়োগ এরূপ অসম্ভব।

তাছাড়া সরকারের ঋণগ্রহণ নীতি অনেকাংশে বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছে। সরকার জনকল্যাণ ও আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গত সাড়ে তিন বৎসরে যে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন সে মূলধন লইয়া প্রকাশ্যে বাজার ধরিয়া তহবিল পাইতেছেন না। জনসাধারণের উপর আস্থাহীনতা সরকারকে ভিন্ন পন্থা অনুসরণে বাধ্য করিয়াছে। ফলে মূলধনী বাজেটের বিধানগুলি রাজস্ব বাজেটে প্রবেশ করাইয়া কৃত্রিম আর্থিক বৈধতা সৃষ্টি করা হইয়াছে, এবং তাহারই সুযোগে, সাধারণের ঘাড়ে নূতন করের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। অথচ ১৯৪৮ সালে মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী যে পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হইয়াছিল তাহারা এই অভিমতের পক্ষেই অত্যধিক জোর দিয়াছিলেন যে, প্রকৃত ঋণগ্রহণ দ্বারাই ঐ ধরণের ঘাটতি নির্বাহ করিতে হইবে। সরকারের সে পথে অগ্রসর হওয়ার সাহস ও শক্তি নাই। সরকারের পন্থা বাস্তবে মুদ্রাস্ফীতির মূলধন বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে এবং অচিরেই তাহা প্রকটিত হইয়া উঠিবে।

এ ক্ষেত্রে আমরা সাধারণকে কেবলমাত্র Benjamin Franklin এর উক্তিকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, "In this world nothing is certain except death and taxes."

প্রাসঙ্গিক

—:০:—

বহির্বাণিজ্যের অনুকূলতা

১৯৫০ সালে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রকাশিত বিবরণ পর্যালোচনা করিলে এই বাবদে উদ্বৃত্তের হার অতি পরিবর্তিত হয়। বাণিজ্য খাতে ভারতের পাওনা দাঁড়াইয়াছে ৪৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। অথচ এই খাতে ১৯৪৯ সালে ভারতের ১৮৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ঋণ দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৫০ সালের বাণিজ্যিক লেন-দেনের মোট মূল্য ১·৩৬ কোটি টাকা। অঙ্কের হার ৪৯১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি ও ৪৯৮· কোটি ৫১ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানি করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে, ১৯৪৯ সালে ভারত ৪৪১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানী ও ৪২৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানি করিয়াছিল। যুদ্ধকবলিত এলাকাধীন দেশগুলির সহিত ভারতের সর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় বাণিজ্যিক লেন-দেন চলিয়াছে। এই সমস্ত দেশে ভারত ৪৯· কোটি ৮ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি এবং তথা হইতে ৩৪৮ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানি করিয়াছে। সে ক্ষেত্রে, ১৯৪৯ সালে উক্ত অঞ্চলে ভারত ৩১৮ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি ও তথা হইতে ৪৪৫ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করিয়াছিল। ১৯৫০ সালে যুদ্ধ ও যুদ্ধ এলাকাধীন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সমস্ত অঞ্চলে ভারত ১৫· কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি ও তথা হইতে ১৩৪ কোটি, ১· লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি আমদানি করিয়াছে। ১৯৪৯ সালে ভারত ঐ সমস্ত অঞ্চলে ১২· কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি এবং তথা হইতে ১৭২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানি করিয়াছিল।

দ্রব্য মূল্যের গতি

সরকারী নীতির ফলে যখন ভারতে কতকগুলি পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, ঠিক সে সময় কয়েকটি পণ্যদ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্য নিম্নগামী হইয়াছে। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের মূল্য নিম্নগ প্রকাশ হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে চোরাবাজারের দরই প্রকৃত দর এবং উহা সরকারী দরের অপেক্ষা অনেক বেশী। কাজেই নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া চোরাবাজারের দরকেই প্রকৃত দর বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কাঁচাপাটের চড়া দরের প্রভাব অন্যান্য দ্রব্যের উপর পড়িতে যাওয়া এবং বাজারে মূল্য ও মাল উৎপাদনে ইহার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। পণ্যদ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন কথা আসছর। যত সত্বরে সরকার তাঁচা দরের বিরুদ্ধে মূল্য পরিবর্তন ৩· ভাগ হ্রাসের সম্ভাবনাকে যোগণা করিয়াছেন, অর্থমন্ত্রী নূতন পাট-চাষের চুক্তিতে সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ন্যায় প্রাথমিক কাঁচামাল উৎপাদক দেশগুলির অনুকূলে সুযোগ সুবিধা বাড়িয়াছে। যে সময় চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা ও বাদানুবাদ হইয়াছিল সে সময় তাহার উক্তি সর্বাংশে সত্য ছিল। কিন্তু তাহার পরবর্তী সময়ে পুরোপুরি গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য সম্ভার অনুরূপ বৃদ্ধি না করিলেও তথাইয়া দিয়াছেন। ফলে দ্রব্য মূল্য অবশ্যই বৃদ্ধি হইয়াছে। লন্ডনের বাজারে টিনের দর টন প্রতি ২·· পাউণ্ড হ্রাস করিয়া দিয়াছে। অন্যান্য দ্রব্য ও পণ্যদ্রব্যের দেখার দর নিম্নগামী হইয়া অথবা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রাণিজগতের সর্বত্রের সময়ে দেখা যায় দেখানে অর্থের ও খাদ্যদ্রব্যের বাজারে মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী নীতি অনুসৃত হইয়া চলিয়াছে। তাহাড়া পাকিস্তান যদি চতুর্থটির বৈঠক কিছুটা পাকলা করিতে হইলে, দ্রব্য-সম্ভার মজুতের হিড়িকের ভাঁটা পড়িবে। এই সাময়িক দ্রব্যমূল্য হ্রাসকারী নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী করিবে কিনা পূর্বাহ্নে অনুমান করা কঠিন।

মূলধন বিনিয়োগ

নিজ মূলধন বিনিয়োগের উৎসাহদানের জন্য সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, নিজ বছরের বার্ষিক বিবরণীতে (১৯৫০-৫১) তাহা বিবৃত করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন ৮ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ঋণমূল্য মঞ্জুর করিয়াছেন। সাধারণ ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আরও ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার ঋণ ইতিমধ্যে মঞ্জুর করেন, ইহা ছাড়াও নিজ উৎপাদন বৃদ্ধির উৎপাদনের জন্য নূতন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহার মধ্যে প্রধান হইতেছে (১) বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর নিজ দ্রব্যের উপর হইতে আমদানি শুল্ক হ্রাস করা, (২) বিশেষ অবস্থায় বিদেশী বিনিয়োগকারীদিগকে অধিক মূলধন প্রেরণের সুবিধা দান এবং (৩) দ্রব্যের বিনাশিয়াল কর্পোরেশন অঞ্চলের জন্য সময়ে বিশেষ উদ্যোগ। আলোচ্য বৎসরে মূলধন নিয়ন্ত্রক মোট ৩২·৪ খানি দরখাস্ত এবং তাহাতে ৮৪ কোটি ৮ লক্ষ টাকা মূলধনের দাবী করা হয়। ১৯৪৯ সালে ৩৮৭ খানি দরখাস্ত পাওয়া যায় এবং সেগুলিতে ৭৮ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার দাবী করা হয়। ১৯৫০ সালে দরখাস্তের সংখ্যা কিছু কমিলেও মূলধনের দাবীতে বাড়িয়াছে। নিজ প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত ২৯টি দরখাস্ত এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ২৮টি দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা হয়। উপযুক্ত সংরক্ষিত তহবিল না থাকায় এই দরখাস্তগুলি মঞ্জুর করা যায় নাই। সরকারের শিল্পায়ন পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্য না থাকায় অনেকগুলি দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা হয়। বিদেশীদের নিকট হইতে ৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকার মূলধন আহরণের জন্য ৩৩টি দরখাস্ত পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ১১টি দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। এই সকল দরখাস্তকারীর প্রধান উদ্দেশ্য ব্যবসা করা, নিজ উৎপাদন নহে। রাজ্য ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন গঠিত হইলে ছোট ও মাঝারি শহরের নিজ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি ইহাদের কর্তব্যের দৃষ্টিভঙ্গি থাকিবে। নিজ উৎপাদনে উৎসাহদানের জন্য সরকার কতকগুলি অত্যাবশ্যক কাঁচামাল আমদানির উপর আমদানি শুল্ক হ্রাস করিবার নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ করিয়া যে সকল দ্রব্য সুবাসুরি ভাবে বা আংশিকভাবে আমদানিকৃত কাঁচামাল নিয়া প্রস্তুত হয় সেই সকল দ্রব্যের রপ্তানিতে উৎসাহদানের জন্য শুল্কমুক্তির ব্যাপারে অনেক সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। দেশের নিজ উৎপাদনে বিদেশীদের অধিকতর সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কিত প্রচলিত নিয়মাবলী শিথিল করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হয় যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীর মূলধন বিনিয়োগ করিলে আয়ের পর যে কোন সময় ঐ পরিমাণ টাকা স্বদেশে প্রেরণ করা চলিবে। ইহা দ্বারা সরাসরি মূলধন হইতে প্রাপ্ত লাভ সরকারের অনুমতিক্রমে মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করিলে স্বদেশে প্রেরণের সময় আয় মূলধন হিসাবেই গণ্য করা হইবে বলিয়া সরকার ঘোষণা করেন।

পণ্যবাজার বাজার—

চা শিল্পের সমস্যা

—১০৫—

ইণ্ডিয়ান টী এসোসিয়েশনের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মিঃ বার্কার চা শিল্পের মৌলিক সমস্যাগুলি পর্য্যালোচনা করেন। তিনি যে সব সমস্যার বিষয় উপস্থাপন করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে সে সব সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের উপর শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। মোটামুটি সমস্যাগুলি হইতেছে, উৎপাদনের ব্যয়ের বেশী-কেশী, শ্রমিক সম্পর্ক ও শিল্পের উপর অনুসন্ধানের ভার, চা বাগানে শ্রমিকদের বেশন ব্যবস্থা, নূতন নূতন যন্ত্র দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত ও কারিগরী অবেষণা, যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পত্রের সংগ্রহ ও সরবরাহ।

পূর্ব্বে চা-বিক্রয় ব্যবস্থা বহুল অংশে কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত ছিল। তদনুযায়ী নিলাম মারফৎ বিক্রয় ব্যবস্থা চালু হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের শরৎকালে এ ব্যবস্থা মূলতঃ পরিত্যক্ত হয়। চায়ের সরবরাহ হ্রাস পাওয়ায় লণ্ডনে সাধারণ নিলাম ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হয়, তৎস্থলে সরকার কর্তৃক বন্ধুত্ব ক্রয় ও বেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। ফলেই, চায়ের একটী প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র উপরিউক্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার ফলে চায়ের পরিমাণ ও মূল্যের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাহা এখনও বলা যায় না।

তিন বৎসরের অবস্থা ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, চা-বিক্রয়ের তৎকালীন সমস্যা ছিল চায়ের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন নির্দ্দিষ্ট করা। তখন অবশ্য ব্যক্তিবিশেষভাবে চা ব্যবহারের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নির্দ্দিষ্টকৃত ছিল না এবং যে সময় চায়ের যোগান এতদঞ্চলের বন্ধ বিক্রয়কারের আয়ত্তে ছিল। বর্ত্তমানে বিক্রয় চা উৎপাদনের পরিমাণ এবং চাহিদার সাহায্যার্থে নির্দ্দিষ্ট করিতেছে। তাহাতে, মূল্যমান বেশনিং ও চায়ের ব্যবহার নির্দ্দিষ্টকরা নূতন ব্যবস্থার ফলে এবং প্রতিযোগিতা করিতেছে এবং নূতন নূতন চা-পায়ীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। তাঁহাই শিল্পের পক্ষে ভবিষ্যৎ প্রয়োজন হইতেছে, মূল্যমানের বেশনিং ব্যবস্থা বন্ধটী সম্ভব শিথিল করা এবং ইহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, মূল্যমান সরকার আমাদী ৩১এল বাদ দিয়া চায়ের নীলাম কেন্দ্র পুনঃ স্থাপনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান পরিস্থিতির অনুযায়ী মূল্যমানের বেশন প্রথা চালু থাকিবে। নীলাম পরিচালনের একটী সর্ব্বোচ্চ দরের আওতার মধ্যে থাকিবে; ক্রয়-বিক্রয় করিবেন, চা-শিল্পে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির বিক্রয়, ইহার ফলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা লণ্ডনের নীলাম বাজারে প্রেরিত হইবে।

কেন্দ্রীয় টী-বোর্ড ও ভারত সরকার লণ্ডনের নীলাম বাজার পুনঃস্থাপনে সহজ প্রকাশ করিয়াছেন। আশাকরা: ১৯৪১ সালের উৎপাদন হইতে ২৩ কোটি পাউণ্ড চা মূল্যমানে বেশনের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আমরা হইতে এই অর্থ সর্ব্ব আয়োজন করা হইয়াছে যে প্রাথমিক পর্য্যায়ে ব্রিটেন চায়ের পুনঃ রপ্তানি করিতে পারিবে না। ইহার উদ্দেশ্য হইল, কলিকাতা বন্দিবাজার কেন্দ্রকে রক্ষা করা; দ্বিতীয়তঃ এ নির্দ্দেশের ফলে ব্রিটেনের বন্ধুত্ব পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে বেশনিং কোটা বর্দ্ধিত হইবে।

আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় ৩০,০০০ প্যাকেট রপ্তানি-যোগ্য চা বাজারে ছাড়া হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চায়ের চাহিদা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় প্রবল ছিল এবং ভাল রকমের চায়ের দরের ঊর্দ্ধমুখীতা উল্লেখযোগ্য। নিম্নশ্রেণীর ব্যবসায়ি দরের আশা চা ৫১ হইতে ৴১ আনা পর্য্যন্ত কম দরে ক্রয় বিক্রয় হয়। নিম্নশ্রেণীর ব্যবসায়ি ফুলস্ বি পি ১৯৴৩ আনা ব্রোকেন বি পি ১৯৴ আনা, উৎকৃষ্ট ব্রোকেন বি পি ২৴ আনা ও পরিষ্কার ফুলস্ বি পি ১৯৴১০ পর্য্যন্ত দরে বেচা-কেনা হয়। আসামীয় বাজারে প্রায় ১৫,৫০০ প্যাকেট ভাঙ্গা চা ও ৭,০০০ প্যাকেট অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণীর চা ছাড়া হয়। মিঃ মূল্যে চাহিদা মোটামুটি ছিল। ফ্যানিংস্ ভাঙ্গা ১৯৴ আনা ও লাল আসাম ভাঙ্গা ১৯৴১০ দরে বেচা-কেনা হয়।

চিনি ও তাহার সমস্যা

আমরা সরকার পক্ষকে পরামর্শ দিয়াছি যে নূতন চিনিকলে বিদ্যুতের উৎপাদন কোটা ছাড়াইয়া অধিক উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছে, সে সকল কলে বাড়তি উৎপাদনের মূল্যমান, খোলা বাজারে বিক্রয় করিবার অধিকার পাইবে। বাড়তি অবশ্য সমস্যা বিক্রয়ের অনুমতি না দেওয়ার কারণ হইতেছে, সরকার উহা বিক্রয়লব্ধ বিভিন্ন বিলি ব্যবস্থার জন্য বন্ধুত্ব রাখিতে ইচ্ছুক। তাহাড়া কোন কল কতটা খোলা বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে তাহা সরকার স্থির করিবেন।

উক্ত প্রস্তাবের কয়েকটী কল নির্দ্দিষ্ট উৎপাদন কোটা পূর্ণ করিয়া বাড়তি উৎপাদন খোলা বাজারে বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে। কানপুরের খোলা বাজারে ৪৮৲ টাকা হইতে ৫২৲ টাকা বাড়তি চিনি ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। খোলা বাজারের চলতি দর বিভিন্নরূপ :—

অর্থাৎ দর প্রতি ১৸০ মিনী বলরামপুর ৫৫৷৵০ কানপুর ৫২৲ টাকা, আমেদাবাদ ৬৫৷০ আনা, পাটনা ৫৪৲ টাকা, কলিকাতা ৭২৲ টাকা ও বোম্বাই ৬৫৷০ আনা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড লাইফ

এণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স

৩, ডেলহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

টেলিফোন : ব্যাঙ্ক ২৪৩১—২৪৩৪।

টেলিগ্রাম : ষ্টাই।

টীমার এজেন্টস্

বি সিট্টী লাইন্স লিঃ

এশিয়াটিক এণ্ড কাফলাস এন এন জেনারেল লিঃ

বল্ লাইন লিঃ

ইয়ংস্টোরস্ এণ্ড ইন্সিওর্স্

ফলের যাবতীয় সরঞ্জাম

৮৷৵০ সিলভারলক ব্যবহারে ব্রণাদি

আর্দ্র বিনাশক

বীজাণুনাশক

সি, সি, টী সোপ বাতের বাতনাশক

মর্দ্দন (মালিশ)

ম্যানেজিং এজেন্টস্

ফেন্স এণ্ড জোন্স লিঃ

(চিনি ও রম প্রস্তুতকারক)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রাইভেট জোন্স লিঃ

ক্যালকাটা ন্যাশনাল এণ্ড প্রিন্টিং জোন্স লিঃ

(প্রাইভেটরেন্স)

ইন্সিওরেন্স ও ব্রোকার এজেন্টস্

হিসাব রাখার অভিনব প্রণালী

বিদ্যুতের সাহায্যে কার্ডে ছিদ্র করিয়া হিসাব রাখার এক চিত্তাকর্ষক প্রণালী সম্প্রতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্তন করা হইয়াছে। ইহার প্রবর্তন করিয়াছে ইলেকট্রোনিক্স কর্পোরেশন অব আমেরিকা। এই প্রণালীর উদ্ভাবন করেন বস্টনের ম্যাসাচুসেটস্ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক হাওয়ার্ড আইকেন। ছিদ্র করিবার যে যন্ত্রের সাহায্যে প্রণালীটি কার্যকরী করা হইয়াছে, তাহা মূলতঃ তথ্য বিশ্লেষণের হিসাব রাখার জন্য ব্যবহৃত হইত। এই সম্প্রতি সরকারী হিসাবের ক্ষেত্রে ঐ প্রণালী প্রয়োগ করা হইয়াছে। গত বৎসর মুদ্রণ ইহা বিক্রয় হয় এবং ত্রিশ বৎসর পূর্তি উহা ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হইতেছে সকল প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এবং সর্বত্রই বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে।

কোন সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের আয়ের ও ব্যয়ের অবস্থা হোলেরিথ প্রণালী দ্বারা করিলে যে কার্ডের প্রয়োজন হয়। একটিতে করিলে মোটের সংখ্যা যেমন বিক্রয়কর, মালের ওজন, বিক্রয়মূল্য, অর্ডার-তারিখ ইত্যাদি হোলেরিথ প্রণালীতে মাত্র বার কার্ডে ছিদ্র করিতে লিখিতে হয়। ঐ কার্ড দুটী ও সঠিক হিসাবে পরিণত হয়। ইহাতে ইহাদের অনুরূপ সংখ্যার যোগাযোগ হয় এবং ফল দুই ছত্রে লিপিবদ্ধ করা যায়।

'হোলেরিথ' প্রণালী অবলম্বন করিতে হইলে প্রতিষ্ঠানের চালু হিসাব রক্ষা প্রণালীর কোন একার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকের জন্যই মেশিন নির্মাণ করা হয়। সাধারণ বিশ্লেষণের কর্তৃক বিনা পারিশ্রমিকে যোগ করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হোলেরিথ ন ভাড়া দেওয়া হয়, তাহাতে সকল শ্রেণীর ও প্রয়োজনের সুবিধা। মেশিন চালাইবার জন্য যাইকেও কোম্পানী শিক্ষা দেয়। কোথায়ে াপ শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া কাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজেও শিক্ষার সুযোগ ।

ারতে মাত্র পর্যন্ত প্রণালী চালু আছে। ট্রেবুলেটিং মেশিন কোম্পানী ইহার এজেন্ট্স্। কাতা ১৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউয়ে উক্ত পানীর বিল্ডিং অফিস আছে।

প্রিন্টার কোয়ালিটি বলেব

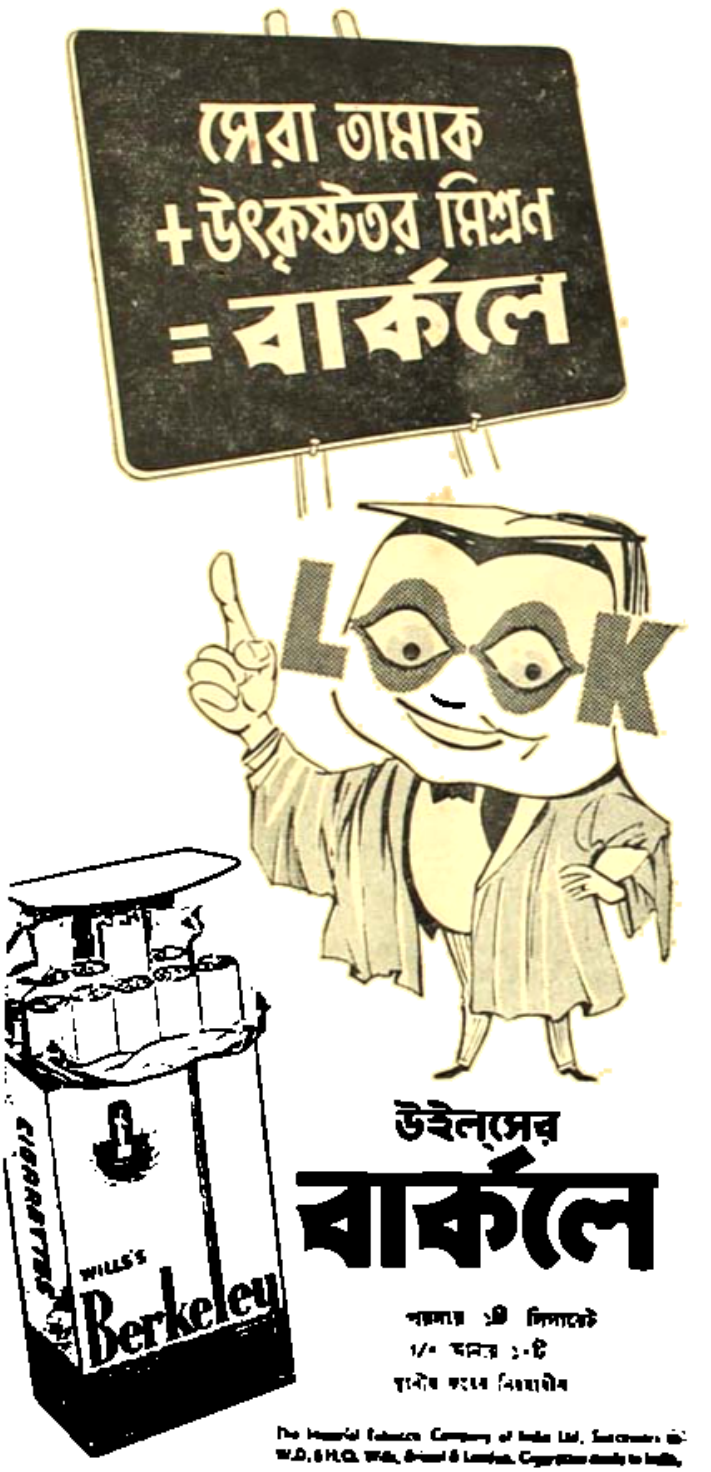

উইল্‌সের
বার্কলে

পয়লার ১টী সিগারেট
১/- আনার ১০টি
স্বাধীন করের বিনিময়ীন

The Imperial Tobacco Company of India Ltd. Successors to W.D. & H.O. Wills, Bristol & London. Cigarette makers to India.

BK/66

বাজেট সমালোচনার উত্তর

বাজেট সমালোচনার উত্তরে অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত যশোবন্ত চৌহানের সহিত তাঁহার বাজেট সমর্থন করেন। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে তিনি আশাবাদী। বক্তৃতার সময়ও তাঁহাকে সমালোচনার সহ করিতে হয়। তিনি প্রত্যেকটি সমালোচনার উত্তর দেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে আর্থনৈতিক উন্নতিই দেশের সকলী সমস্যা। ইহা ছাড়া দেশে আর কোন সকলী অবস্থা দেখা যায় না। সুতরাং দেশে এখন শক্ত ও আশাবাদী লোকের প্রয়োজন, বিমানা ও অবসন্ন লোকের কোন প্রয়োজন নাই।

চারিদিনব্যাপী বাজেট বিতর্কের উত্তরে অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ এই বলিয়া আরম্ভ করেন যে, গত বৎসর বাজেটের সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। এই বৎসর তাহা সমাপ্তির সমালোচনার সুর ধরিয়া। সুতরাং তিনি উৎসাহিত বোধ করিতেছেন। বাজেট আলোচনা-কালে মুদ্রার বিনিময় মূল্য বেশী টাকা, বেকার সমস্যার সমাধান, লৌহের রেলের বৃদ্ধি, বড় বড় পরিকল্পনার জন্য আরও টাকা, সমাপ্তি ও অবাধ কর ধার্য করা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ ও পণ্যমূল্য হ্রাস সম্পর্কে বিভিন্ন সদস্যের আশার সমস্ত কথা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তবে কয়েকজন আলোচনা বিরোধী ছাড়া আর সকলকে তিনি বাজেটের ভাল গুণ খুঁজিয়া দিতে পারিবেন।

বাজেটে সরকারের আর্থিক ও সামাজিক নীতি খোলসমূলি প্রকাশ করা হয় নাই বলিয়া সদস্যগণ যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহার সহিত অর্থমন্ত্রী কোন সম্ভব আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের আর্থিক উন্নতির ভিত্তি দৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই এই বাজেট রচিত হইয়াছে। আমি বারবার বলিয়াছি যে, পূর্ববর্তী যে কোন বাজেটের তুলনায় ইহা সরল। ইহাতে মুদ্রাস্ফীতি রোধের চেষ্টা আছে, সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে যেনতেনপ্রকারে উন্নত করার প্রেরণা আছে এবং বাজারে করা রাষ্ট্রগুলির একত্রালীন সাহায্যলাভের রাস্তা খোলা আছে। সর্বোপরি ইহাতে বেশী কিছু দূর করার চেষ্টা আছে, কারণ দূর করার চেষ্টা করিলে ইহা অপরিহার্য। দেশ সাধারণ লোকের সুবিধা। সরকার সরকারি কর ভাঙারের আয়ব্যয়ের আকার জানাইতে বাধ্য কি? আমরা অর্থনীতির কোন স্তরে আছি, তাহার সাক্ষ্য প্রকাশ করিলে সাধারণ বিক্ষ হইতে কোন লাভ হইবে কি? আমাদের উৎপাদনের সংখ্যাগুলি লইয়াই আমরা চিন্তিত বেশী। আমরা এই সংখ্যাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইতে চাই। তাহা হইলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সর্বোচ্চ সাফল্যের বন্ধনের জন্য নিয়োজিত হইতে পারে। আমরা যদি তাড়াহুড়া করিয়া কিছু করিতে যাই তাহা হইলে আমাদের বহুপ্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ক্ষতি হইবে বলিয়া আমার আশঙ্কা হয়।"

অর্থমন্ত্রী বলেন, "বিগতকাল সুদীর্ঘ শিল্পক্ষেত্রে সরকার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, আজ তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। আমি সদস্যদের এই আশ্বাস দিতেছি যে, শিল্প-বিস্তার ও শিল্পোন্নতি সম্পর্কে কিছু বিল বাধা-ধরা নেওয়া হয় নাই। পরিকল্পনা কমিশনকে অবশ্য পরিবেশন করিয়া যথাযথ জানাইতে বলা হইয়াছে। মূল বিলের পরিধি অত্যন্ত সুদূর এবং ইহাতে সরকার অভিজ্ঞতার কোন সম্ভব ছিল না। পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকরী করার ভার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের উপর পড়িয়াছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুবিধিত সংশোধন সহ শীঘ্রই এই বিল পেশ করা হইবে বলিয়া তিনি মূল আশা পোষণ করেন। ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে যে সকল কটু কথা বলা হইয়াছে, সেগুলির উত্তরে একথা বলা যায় যে, তাড়াহুড়া করিয়া কিছু করিলে প্রয়োজনের সময় ফুরাইয়া পাওয়া যাইবে না। ভাল ও সমাজের জন্য যাহাই করিয়া তাহাকে উৎসাহ দান ও সমাজ-বিরোধীদের দমন করাই আমাদের নীতি হওয়া উচিত। গত দুই তিন বৎসর কর ফাঁকির ব্যাপারে যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহা সরকারি কর ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির বিবেচনা করা উচিত ছিল, কোন কোন সদস্য এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি জানাইতে চাই যে, এই সুবিধা পুঁজি-পতিদের দেওয়া হয় নাই। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন কর আদায়কারী ব্যক্তিরাই এই সুবিধা ভোগ করিয়াছে। যাহাতে মূলধন নিরোধের প্রবৃত্তি হয়, সেজন্য ইহা করিয়াই ১০ হইতে ২০ হাজার টাকা আয়ের ব্যক্তিদের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।"

অর্থমন্ত্রী সদস্যদের সর্তকতা স্মরণ রাখিতে বলেন যে, তাঁহারা এক ধরনের সমাজ-বিপ্লব ও আর্থনৈতিক পরিবর্তনের কথা বলিতেছেন। তিনি বলেন যে, এই সকল পরিবর্তন যাহাতে ক্ষেত্রেই যে কেবল বৈষম্য ঘটাইয়াছে তাহা নহে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও বিরাট ব্যবধান আনিয়াছে। সরকার বাজার কি আচরণ করিবে, তাহা বুঝিতে কিছু সময় লাগিবে। করের ব্যাপারে গত বৎসর যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহা যথাযথ পরিমাণে বলিয়া যে সমালোচনা করা হয়, তাহা প্রীত করিয়া প্রসঙ্গে বলিয়া তিনি মনে করেন। পুঁজিপতিরা সরকার বাজারকে বরং সন্দেহের চোখেই দেখিয়া আসিতেন। ব্যাঙ্ক, ইন্সুরেন্স কোম্পানী ও উচ্চ ধনবিত্তরাই সরকার বাজার চালু রাখিয়াছে। মুদ্রা-স্ফীতি ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে এই সকল প্রতিষ্ঠানে ও ব্যক্তি কাশিয়া উঠিয়াছে এবং সেজন্য গত তিন বৎসরকাল সরকারের ঋণ গ্রহণ পরিকল্পনা কৃতকার্য হয় নাই। তুলা ও পাট প্রভৃতিই প্রধান শিল্প এবং একথা কৃতজ্ঞতার সহিত বলা যায় যে তাঁহাদের অভাবেই উৎপাদন হ্রাসের কারণ। সরকারের হাতে উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

অর্থমন্ত্রী বলেন, "অবিলম্বে আরও কর ধার্য করা যাইতে পারে, কারণ, কর বাবদের টাকা খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কর ফাঁকির মূল চলিতেছে সে ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধির অর্থ যাহারা ঠিক হিসাব করে ও কর দেয় তাহাদের পীড়িত করা। কর ফাঁকি দেওয়া কিভাবে বন্ধ করা যায় তাহার উপায় স্থির করা আমাদের উচিত। আমরা ফাঁকির করিতেছি যে, আমরা এই সমস্যার সমাধান করিতে পারি না।"

কর ফাঁকি ও চোরাকারবারের উল্লেখ করিয়া অর্থমন্ত্রী বলেন, "আমি একমত আশা করি যে, চোরাকারবারী ও ফাঁকিবাজদের মনে অন্তত বিরুদ্ধ মনোভাবের উদ্রেক হইবে। অর্থাৎ সমাজ

শ্রেণীদের ভার ইহাদের বহন করিতেও শক্তির হোজন। আমি আশা করি, সাধারণ লোকের ট্রের পরিশ্রম ও সঞ্চয়তা ইহাদের উপর প্রভাব ার কাজের।

যদি তাহা না হয়, সমাজতন্ত্রের ভূষ্টিকল সাহায্য-ব ভন্ত সমাজই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

কল্যাণমূলক সঞ্চয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, অসুবিধা এই যে, দুইটি যোড়া একসঙ্গে টানে যায় না। জনসাধারণ যদি অগ্রসর হইবে, ন্না সঞ্চয় করিতে চাহা হইবে। গত বৎসর ার মাথাভারমূলক সঞ্চয় নীতি প্রয়োগের চেষ্টা ইয়াছিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, সাধারণের সে শক্তি নাই।

অর্থমন্ত্রী আরও বলেন যে, গত ২।৩ বৎসরে ার বাজারে আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। কারণ ুই বৎসর বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে প্রয়োজন টাকা জোগাইতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন, ি মনে করি আমাদের ঋণের অনুমানও যুক্তি-ত, কারণ, আমরা যে অনুমান করিয়াছি, াতে রাজস্বের উপর চাপ পড়িতেছে না।

কলিকের নিকাশ ব্যবস্থার কোম্পানীর কাজ র ব্যাপারে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, অনুরোধ ন্ত্রী বলেন যে, রাজস্ববোর্ড এই প্রস্তাব বিশেষ ভার সহিত বিবেচনা করিয়াছেন, সরকার এই ুর উপনীত হইয়াছেন যে, ইহাতে জোর-ারের কিছু টাকা উদ্ধার হইলেও সামগ্রিকভাবে যে । টাকা আসিতেছে, তাহার কিছু যায় যাইবে, । বলেন যে, ইহা হইতে সমস্তভাবে ভবিষ্যৎ র ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করিতে বেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, "আমি আর কিছু বলিতে চাই আমি আগেই বলিয়াছি যে, তাবদ্ধৎ যুদ্ধের নির্বাহের জন্য যে ব্যবস্থাই করা হউক না র সহিত মুদ্রাস্ফীতির গভীর যোগাযোগ আছে। । যার একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে টাকার ক্রয় হিসাব করি মূল্যস্তরের ব্যাপারে প্রকাশ্য লেনদেন আরম্ভ তাহা হইলে যে টাকা সৃষ্টি করা হইবে, তাহার ব্যাঙ্কার কাঁপিয়া উঠার আশঙ্কা আছে। ই ব্যাপারে ও সরকার এই অবস্থা সৃষ্টি করিতে দেয়। সুতরাং এই সকল অসুবিধার মধ্যেই । টাকার মূল্যের হার নির্দ্ধারিত হইবে। অবশ্য অবস্থা প্রতিকূল হয় এবং আমি বিশ্বাস করি মূল্যের হার সম্পর্কে এমন কিছু করা যায় না, ন সুফল দেখা যেয়।

মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিলে, অর্থাৎ টাকার মূল্য বাড়াইলে বাজারে ঋণদানের ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে। এই মতেই তাহাই করা হইয়াছে।"

জীবনযাত্রার ব্যয় সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, পরিকল্পনা কমিশনের সমক কল্যাণ বিভাগ যে হিসাব সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, সরাসরি ও পরোক্ষ কর বাবদ ও ট্রেণের ভাড়া বৃদ্ধির ফলে প্রতিবছর জীবনযাত্রার ব্যয় শতকরা ১·১৫ ভাগ বাড়িয়াছে। তিনি বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিতে পারে। কারণ ৪২কোটী টাকার ঘাটতি পূরণের যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাতে দেশে পর্যাপ্ত মুদ্রা সরবরাহই রোধ দিবে।

১৯১৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্য্যন্ত মার্টিন বার্ণ লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসাবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। মাঝারিয় স্থাপিসৌধ, আধুনিক ধরণের অফিস ও বাসভবন নির্মাণ, এই বিরাট শিল্পা-য়োগের অতি সামান্য অংশমাত্র এই প্রতিষ্ঠান লোহ, ইস্পাত, সিমেন্ট উৎপাদন কার আর এরাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন চালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও রাইট রেল, তৈরী করে মাল-গাড়ি। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে শীঘ্রই তৈরির সর্ব্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল সাইন, পাইপ ও ফিটিং, জল, গ্যাস ও সরবরা বিজ্ঞানাগারের কাজে ব্যবহৃত চালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র এই প্রতিষ্ঠানের কর্মাযোগ্য ছড়ানো। মাঝারি পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (যকশা সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি কাঁচা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্য্যায়ভুক্ত যে কোন জিনিসের প্রয়োজন হলেই মিটের ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, বিশপ রো. কলিকাতা—১।

সংবাদ সঙ্কলন

—:০০:—

অর্থনীতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজ তত্ত্ব বিষয়ক শিক্ষা বিস্তার-নিমিত্ত কলিকাতায় একটি ইনষ্টীটিউট গড়িয়া তোলার প্রস্তাব বিবেচনার জন্য কলিকাতার বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্, শিল্পবিশেষজ্ঞ প্রভৃতিদের এক সভা গত সপ্তাহে লর্ড লিটনের অর্থনীতি ইনষ্টিটিউশন সরকারের বাস ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বাঙ্গলার শ্রীযুক্ত ফজলুল হক।

এই রকমের ইনষ্টীটিউট প্রতিষ্ঠার সঙ্গত ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া শ্রীসুকুমার বসু বলেন, অর্থনীতি বিষয়ে অনুসন্ধান চালাইবার যা সুষ্ঠু পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের তেমনতর আজ দেশে ভারতে নাই বলিলেই চলে। দেশের আর্থিক বিষয়ে প্রমাণার্থন এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যাঁটি পরিচয় লাভের জন্য একটি ইনষ্টীটিউট প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনার জন্য কলিকাতায় একটি ইনষ্টীটিউট খোলার বিষয় এই বিষয়ে বৈঠকে স্থগীত হয়। এই বিষয়ে বৈঠকে বিভিন্নবিধ ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে—তেজবাহাদুর অধ্যাপক শ্রী কে পি বিশ্বাসী, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বসু, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, সম্পাদক শ্রীযুক্ত কে গাঙ্গুলি, সহকারী সম্পাদক শ্রীসুকুমার বসু। এই কমিটি ইনষ্টীটিউটের আবশ্যক ইহার সভ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যালয় নির্বাচন এবং গঠনতন্ত্র রচনাদি করিবেন। কমিটির বিবরণী আগামী শ্রী পি বি দেশের নিকট পেশ করা হইবে।

পাকিস্থানে ভারতীয় টাকা ক্রয়বিক্রয়

পাকিস্থান ষ্টেট ব্যাঙ্ক উদ্যোগ করিয়াছে, লাহোর, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শাখাকে একটি বিশেষ হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভারতীয় টাকা ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষমতা দিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এই সম্পর্কে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে,—পাকিস্থান ও ভারত সরকারের মধ্যে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তদনুযায়ী পাকিস্থান ষ্টেট ব্যাঙ্কের করাচী, লাহোর, ঢাকা ও চট্টগ্রাম অফিসসমূহ এক হইতে তেরোদাদী হইতে পাকিস্থানের অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের নথিত নিম্নলিখিত হারে ভারতীয় টাকা ক্রয় বিক্রয় করিবেন :—

ক্রয়—প্রতি একশত পাকিস্থানী টাকার বিনিময়ে ভারতীয় ১৪৪ টাকা ১ পাই।

বিক্রয়—প্রতি ১০০ একশত পাকিস্থানী টাকার পরিবর্তে ভারতীয় ১৪৩ টাকা ১৩ আনা ৩ পাই।

এই সকল ক্রয়-বিক্রয়ের তেলিগ্রাফী বিনিময় ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ ও কানপুর অফিস হইতে লইতে হইবে এবং উহা মূলধনে ৫০ হাজার টাকা (পাকিস্থানী) অথবা তাহার কোনও গুণিতক হইতে হইবে। অনুমোদিত ব্যবসায়ীগণ জনসাধারণের নিকট ভারতীয় টাকা ক্রয়-বিক্রয়কালে নিম্নলিখিত হার অপেক্ষা কম অথবা বেশী লইতে পারিবে না। ক্রয়—১৪৪/০ আনা এবং বিক্রয়—১৪৩৷৷০ আনা। অবশ্য প্রতি হাজার টাকায় (পাকিস্থানী) সর্বনিম্ন দশ আনা করিয়া চার্জ লওয়া যাইবে। ভারতীয় টাকার আদান ক্রয়-বিক্রয়ের হার নির্দিষ্ট হইলে উহা পরে ঘোষণা করা হইবে।

ভারত সরকারের আমদানী নীতি

আমদানীর অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপরে সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ সুযোগসুবিধা প্রদানের জন্য ভারত সরকার ১৯৪১ সালের আমদানী নীতি নিম্নে করার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় পর্যায় নির্ধারণে পূর্বে প্রবর্তিত অনুবিধার ধরণই এই নিম্নেও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

আমদানী লাইসেন্স ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য যে পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রধানতঃ ১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে মূল্য ধরের লাইসেন্সগুলির মূল্য বিলুপ্ত করা হইবে এবং পরের বৎসরের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য লাইসেন্সগুলির মেয়াদ ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত বর্ধিত করা হইবে। কতিপয় ব্যতিক্রম সাপেক্ষে ইহা প্রযোজ্য। প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, আমদানী ডিম বাস বা মাল্লাকাটি সম্পর্কে ১৯৪১ সালেই জন্য নতুন আমদানী লাইসেন্স প্রদানের কাজ শেষ করাই ইহার উদ্দেশ্য।

বিশেষজ্ঞ কর্তৃপক্ষ ১১ দফা প্রকার সাধারণ লাইসেন্সের জন্য কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় জিনিষকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আলোচ্য বাদ আমিবার জন্য ইহার মেয়াদ আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে।

তুলাজাত ট্রেলস্টোমাইসিন ও কাঠ আমদানীর (প্লাইউড ও চন্দনকাঠ ব্যতীত) জন্য প্রকল্প পূর্ব হইতে অবাধে লাইসেন্স দেওয়া হইবে এবং মূলধন মূল্য অন্যূন হইবে ৮০ রং তদূর্ধ্ব ধরের মূল্য আমদানীর জন্য অবাধে লাইসেন্স দেওয়া হইবে। পরিশেষে পশমী বস্ত্র ও ছাতার পলাকা আবশ্যকীয় জন্য মূলধন মূল্য অবলম্বনে, লাইসেন্সগুলি আগাম হইতে আমদানী ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

বিদেশ হইতে সিউজপ্রিন্ট আমদানী

চলতি বৎসরে (কাগজ-প্রস্তুত) করেকটি দেশ ভারতকে প্রায় ৫০ হাজার টন সিউজপ্রিন্ট সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা ও শিল্পসচিব শ্রীযুক্তেশ্বর বড়ুয়া সংসদে বক্তৃতা করেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবড়ুয়া আরও বলেন যে, যদি আর কোন সিউজপ্রিন্ট ভারতে আসিয়া না পৌঁছায়, তাহা হইলে বর্তমানে ভারতে যে পরিমাণ সিউজপ্রিন্ট মজুত আছে, উহা কেবলমাত্র ৬ মাসের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম। বর্তমানে ভারতে ১৯,৫০০ টন সিউজপ্রিন্ট মজুত আছে এবং এখানকার বার্ষিক চাহিদার পরিমাণ প্রায় ৫ লাখ টন হইবে।

প্রতিযোগিতা উঠাইয়া দিবার জন্য সরকার-কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমরা আমাদের দেশ হইতে সিউজপ্রিন্ট আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছি। কোন দেশের পক্ষে একযোগে সরবরাহ করা সম্ভব, আমরা তদনুযায়ী গ্রহণ করিব। আমাদের দেশ আগামিবছরে ৩০ হাজার টন সিউজপ্রিন্ট সরবরাহ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।"

পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

চুক্তির মেয়াদ ১৬ মাস খৃষ্টাব্দ ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ সাল হইতে ৩০শে জুন ১৯৫২ পর্যন্ত।

ভারত হইতে যাইবে

(কার্যকাল—২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৩০শে জুন ১৯৫১)

কয়লা—৬,১৫,০০০ টন, লৌহ ও ইস্পাত—৭,১২০ টন, সিমেন্ট—২৫,০০০ টন, পাটজাত দ্রব্য—১৬,৪০০ টন, কাগজ—১,০০০ টন।

(১লা জুলাই হইতে ৩০শে জুন, ১৯৫২)

কয়লা—১৫,১০,০০০ টন, লৌহ ও ইস্পাত—৩৬,০০০ টন, সিমেন্ট—৭৫,০০০ টন, পাটজাত দ্রব্য—৫০,০০০ টন, কাগজ—৮,০০০ টন।

ভারতে আসিবে

(২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৩০শে জুন ১৯৫১)

কাঁচা পাট—১০,০০,০০০ গাঁট, তুলা—অনির্দিষ্ট পরিমাণ, কাঁচা চামড়া (সব প্রকার)—৩,৫০,০০০ পিস, খাদ্যশস্য (প্রধানতঃ চাউল)—২,৫০,০০০ টন (১৯৫১ ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত)।

(১লা জুলাই ১৯৫১ সাল হইতে ৩০শে জুন ১৯৫২)

কাঁচা পাট—২৫,০০,০০০ গাঁট, তুলা—অনির্দিষ্ট পরিমাণ, কাঁচা চামড়া—১৬,০০,০০০ পিস, চাউল—২,৫০,০০০ টন, গম—২,৭৫,০০০ টন।

খৃষ্টীয় পাঞ্জাবের বাজেট ঘাটতি

গত ১০ই মার্চ খৃষ্টীয় পাঞ্জাব পরিষদে খৃষ্টীয় পাঞ্জাবের ১৯৫১-৫২ সালের বাজেট পেশ করিয়া অর্থ মোশীচাঁদ ভার্মা বলেন যে, বাজেটে ৩০ লক্ষ টাকার ঘাটতি দেখা যাইতেছে। রাজস্ব খাতে আনুমানিক ১৩ কোটী ৪০ লক্ষ আয় ও আনুমানিক ১৩ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

তা ভার্মা বলেন যে, প্রত্যেকবের হার টাকা প্রতি ছিয় আনার পরিবর্তে চার আনা ধার্য করিয়া অতিরিক্ত ৩ লক্ষ ও উহা ব্যতীত জল-বিদ্যুৎ সরবরাহ বাবদ শুল্কের হার বৃদ্ধি করিয়া আরও তিন লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তা ভার্মা বলেন যে, চলতি বৎসরের বাজেটে যে ৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল, উহা ৩৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। শীঘ্রই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন বাবদ যে অতিরিক্ত ১ কোটী টাকা ব্যয় বাড়িয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকার উহার কিছু বহন করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। তিনি বলেন যে, সমস্ত দেশই অর্থাভাবে এই অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করা উচিত। তিনি আশা করেন যে, পূর্ব পাঞ্জাবের অধিবাসীরা যেরূপ কষ্টসহিষ্ণু, তাহাদের উপর আর নূতন কর চাপান যাইবে না।

তা ভার্মা বলেন যে, তাক্রা, সরল, ভিয়েরপুর খাল পরিবর্তন, নূতন রাজধানী ভাখরা ও পুনর্গঠন পরিকল্পনা ও অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন কার্যকরী করার জন্য পূর্ব পাঞ্জাবকে ২৪ কোটী টাকা ঋণ করিতে হইবে। আগামী বৎসরের শেষ ভাগে ঋণের পরিমাণ ৭০ কোটীতে দাঁড়াইবে।

পাকিস্তান হইতে প্রত্যাগত প্রত্যর্পণযোগ্য দ্রব্য

ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে ১লা মার্চ হইতে ভারত ইউনিয়ন এক অতিরিক্ত সংখ্যায় পাকিস্তান হইতে যে সব দ্রব্য আসিবে আশা করা যাইতে পারিবে, তাহার এক তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। তালিকাটি নিম্নে দেওয়া হইল :—

চাউল বাদ ও গুড়সহ বাদ ;—খোল বাদাম, খোল বাদামের পৌষ, পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা ও শুষ্ক আলু প্রভৃতি তরিতরকারী ; চাউল ও গুড়সহ ফল ; ডিম, ঘাস, ঔষধে ব্যবহারোপযোগী গাছগাছড়া ; লেখন ঔষধপত্র ; মুদ্রিত পুস্তক, পত্রপত্রিকা। লবণ প্রভৃতি খনিজ ; চুন ও চুনাপাথর ; ঘাস মুড়ানী প্রভৃতি ; মাখন, ঘি ও সব প্রকার ভোজ্য তৈল, ও তৈলজাত দ্রব্যাদি ; ফল ও ফুলের বীজ ; বীজ, বেত এবং এগুলির দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি, চর্বি, রেড়ীর তৈল, গাইল ও বীজ, নারিকেল ছোবড়া ও দড়ি এবং এতদ্জাত দ্রব্যাদি ; সিমার, বিড়ি ও বিড়ির পাতা ; আচার, চাটনী প্রভৃতি ; তুলা বীজ, তুলা বীজের খইল ; খোয়াড়া ; বস্ত্র ও সজী ; তামাক, সুপারী ; রবার বীজ ; ঘরকরা ; ঝিনুকের ; হিং লোজা এলাচ, সিমার মুড়িবার পাতা।

নিম্নোক্ত দ্রব্যাদি অনুমতি পূর্বে পাকিস্তান হইতে আমদানী করা চলিবে :—কাপড় কাচা সাবান ; ছাতা, ছাতার অংশাদি ; এনামেল করা সিমেন্টের জিনিস ; ঘর ও বাসিন ; ছবির ফ্রেমাদি ; প্রসাধনী কাঠ ; ঔষধের কাগজ।

তৈলবীজ ও চর্বির মূল্য বৃদ্ধি

বর্তমান আর্থিক মুহূর্তকালের তুলনায় বর্তমানে বিশ্বের তৈলবীজ ও ইহার চর্বি সরবরাহ পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হইয়াছে এবং উৎপাদনের পরিমাণ ১২ লক্ষ টনের মত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি ইহাদের মূল্যমান অপেক্ষাকৃত অধিকই রহিয়াছে।

ভারতীয় তৈলবীজ কমিটির সম্পূর্ণ অধিক সাধারণ এবং সপ্তম সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতাকালে সর্দার বাহাদুর সিং উল্লিখিত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন—বিশ্বে, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হইলে, ভারতজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতীয় ও তজ্জাতি মূল্যের উপর স্বাভাবিকভাবে উহার প্রভাব আসিয়া পড়ে। মূল্য বৃদ্ধির ফলে বিদেশস্থিত ব্যবসায়ীমহলের ক্রেতা বৃদ্ধি হইয়াছে। এমন কি, যে সকল বিদেশ উদ্ভিজ চর্বি কাঁচা অবস্থায় ব্যবহৃত হয় সেগুলির কোন কোনটিতে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইতে হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের সহিত তৈলবীজের মূল্যমান তুলনা করিলে দেখা যায়, চীনাবাদামের মূল্য শতকরা প্রায় ১২ ভাগ, তিলবীজের মূল্য শতকরা ১১ ভাগ, রেড়ীর মূল্য শতকরা ২৪ ভাগ, রাই ও সরিষার মূল্য শতকরা ১২ ভাগ এবং তিলের মূল্য শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় চীনাবাদাম তৈলের মূল্য শতকরা ৮ ভাগ, তিসি তৈলের মূল্য শতকরা ১৩ ভাগ, রেড়ী তৈলের মূল্য শতকরা ১০ ভাগ, সরিষা তৈলের মূল্য শতকরা ১১ ভাগ এবং তিল তৈলের মূল্য শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে তৈলবীজ ও তৈলের মূল্য বৃদ্ধি এবং বিশ্বে বিশেষভাবে তুলনা মূল্য অঞ্চলে তৈল ঘাটতির কথা বিবেচনা করিয়া, ভারত সরকার এক্ষেত্রে আন্তর্জাতীয় ব্যবসায়ের জন্য তৈল ও তৈলবীজ যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ রাখিবে এবং চোরাচালান ও মূল্য বৃদ্ধি বন্ধকল্পে যুগীভূত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে বলিয়া মনে হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে তৈলবীজের মূল্য বৃদ্ধি দেখা দেয়, তখন সরকার বিশেষ চীনাবাদাম চালানি ভবিষ্য করিয়া দেন। ঐ নিষেধাজ্ঞা ৬৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরের তুলীর সপ্তাহ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ঐ সময় ঐ আদেশ আংশিকভাবে প্রত্যাহার করা হয় এবং একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ চীনাবাদাম রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়। সরকার অবশ্য অবস্থার পর্যালোচনা করিতেছেন। দেশের স্বার্থে যাহাতে আবশ্যক বিধি নিষেধগুলিই জারি করা হয়। ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা অনিশ্চিত।

[পরের পৃষ্ঠায়]

কেশরাম ব্যাঙ্কার্স

—১০০:—

ভারত উন্নতি

কলিকাতা, ১৭ই মার্চ—

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা সেয়ার মার্কেট মোটামুটি ভাবে দৃঢ় ছিল। পাটকল বিভাগই বেশী-বেচার বেশুর প্রদর্শন করে এবং এই বিভাগে দর ও চাহিদা বর্দ্ধিত হয়। ব্যাঙ্কিং মহলের বিভিন্নের আশঙ্কা হ্রাসের ফলে ইণ্ডিয়াল মার্কেটে উৎফুল্লতা ভাব দেখা যায়।

পাটকল বিভাগে প্রত্যেক সেয়ারের দর কম বেশী উর্দ্ধমুখী হয়। কেবলমাত্র মাত্রায় দরে তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। ৩০৸০ হইতে ৪১৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে ইহা আসা করে। বিভাগ বিভাগ হইতে এই বিভাগের ক্রেতাভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। এাংলো ইণ্ডিয়া—৩০৸০ টাকা হইতে ৩৪৲ টাকা, আমর পাড়া ১১৸০ হইতে ১৩৸৩৭৲, হিলারসন ২৪৸০ হইতে ২৬৸০, জগদ্দল ৩০৴ হইতে ৩৮৲, ইণ্ডিয়া ১৩৫৲ হইতে ১৪৮৲ হয়।

কয়লার বিভাগে প্রথম দ্বিতীয়দিন দিন এবং কাল কারবারও পত সপ্তাহের তুলনায় বেশী হইয়াছে। ৭৲ টাকা মূল্যের (১৯৪১-৪২) ১০০৸৩, ৭৲ মূল্যের (১৯৩০-৩১) ২৪৪৸৭½৷৷০ টাকা মূল্যের (১৯৪৪-৪৫) ১০৪৸০ ও ৭৲ মূল্যের (১৯৪৩) ৯৩৸০ পর্য্যন্ত বেচা-কেনা হয়।

কয়লাখনি বিভাগে প্রাথমিক দিন পত্রাদের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উন্নতি আসে এবং চাহিদাও বাড়ে। খাস্তিয়ার দর ৯৫৲ হইতে ১৭৷৷০ পর্য্যন্ত বাড়িয়া পরে ১৪৸০ আনায় নামিয়া আসে। বরাকর একলাখ্রা ১০৸৩৲ পর্য্যন্ত উঠে। ঝুরে শেষ পর্য্যন্ত ১৫৷৷০ আনায় নামিয়া আসে। বেঙ্গলের দর ৪৮৲ পর্য্যন্ত উঠে এবং ইলটাস ইণ্ডিয়ার সর্ব্বশেষ দর ছিল ৮৸০।

চা-বাগান বিভাগে সর্ব্বতোমুখী উন্নতি দেখা যায়। বিমলাঙ্গ ৪২৲, পাটেলী ১১৸০ ও পাঙ্গ ঘোলার সর্ব্বশেষ দর ১৫৲ হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৪৸০ হইতে ৩৪৸০, কেপল ইল ২৪৲০, কুমার বুধী ৮৸৴ হইতে ৯৸ আনা হয়।

ধনি বিভাগের মাত্রার বর্ত্তমানীন দর হইতেছে কর্ণা কর্পোরেশন ৩৸, কমলদিঘেটের ২৸৴ ও ইণ্ডিয়া কপার ২৸ আনা হয়।

বিবিধ বিভাগে ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ৪৩৲, ইণ্ডিয়ান কেবলস ২২৪৸০, বি আই পি ১০৲, ইণ্ডিয়া টেলিফোন ৮৲, মেটাল বক্স ১৯৸০ হয়।

ব্যাঙ্কারের ব্যবসায়

সর্ব্বশেষ দর

কাগজ—

৭½ সুদের (১৯৪৩-৪৩) ৯২৸৩০ ; ৪½ সুদের (১৯৪৪) ৯১৸০ ; ৭½ সুদের (১৯৪৭) ১০০৸০ ও ৭½ টাকা সুদের (১৯৫০-৭০) ১০৪৸০।

কাপড়ের কল—

কেশরাম ২১৲ ও মিউ ফিজোরিয়া ২৸০।

কয়লা খনি—

বেঙ্গল ৪৭৲, বরাকর ১০৯৸০ ; বেঙ্গল ইণ্ডিয়া ৯৸০, ঝুরিয়া ৬৸০ ও খাস্তিয়া ১৫৸০।

পাটকল—

আমড়াপাড়া ২১৸০ ; এাংলো ইণ্ডিয়া ৩০৲, বরাবর ৪৩১৸, বিলিমল ২৫৲, হিলারসন ২৮৸০ ; ইণ্ডিয়ান ২২৲ ; কেয়ন ৪০৲ ; মৌরীপুর ৫৩৲ ; কামারহাটি ৩০৲ ও রাজরা ৪১৲।

খনিবিভাগ—

কর্ণা কর্পোরেশন ৩৸০ ; কমলদিঘেটের ২৸৴ ও ইণ্ডিয়া কপার ২৸৴।

ইঞ্জিনিয়ারিং—

ব্রিটানিয়া ১১৪৸০ ; বার্ণ এণ্ড কোং ৩২২৷৷০ ইণ্ডিয়া আয়রণ ৩৪৸০, মার্শলস ১৬৸৴ ও টাস কর্পোরেশন ২৪৸০।

বিবিধ—

এাসুবিমিয়ম কর্পোরেশন ৮৸০ ; বি, আই, সি ১৩৲ ; ইণ্ডিয়া এাসুবিমিয়ম ১৯৲ ; ইণ্ডিয়া কেবলস্ ২২৯৸৩, মাইন মার্ণ ১২৷৷০ মেটা কর্পোরেশন ৪৷৷০ ও ন্যাশনাল টাবস্ ১৮৸০।

সংবাদ সঙ্কলন

(পূর্ব্বাংশ ৪১৪ পৃষ্ঠায়)

এদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন বিশ্লেষণ করিয়া ডক্টর রায় বলেন যে দেশের বৈজ্ঞানিক শু-উন্নতি বৈদেশের উৎপাদন ব্যয়সঙ্কোচ অধিক বৃদ্ধির জন্য তাহাদের সাহায্য অবলম্বন করা হয় সেজন্য সর্ব্বাগ্রে তাহার নিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন—তাহাদের উৎপাদন ব্যয়কে না করিয়া বৈজ্ঞানিকের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি পরিকল্পনা প্রদান করা হইয়াছে।

টাটা এগ্রিকো যন্ত্রপাতির সাহায্যে অধিক খাদ্য ফলান

নিরন্ন মানুষের সমুখীন হয়ে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর জীবন আজ বিপন্ন। বিশাল ভারতবর্ষের মতো উর্বর দেশে এ অবস্থা অত্যন্ত আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় হলেও খাদ্য উৎপাদন না বাড়াতে পারলে এই সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই, আর তা করতে হলে চাই আধুনিক প্রথায় চাষ এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতির ব্যবহার

বেলচা : আজ এগ্রিকো যন্ত্রপাতির মধ্যে বেলচাই সবচেয়ে ভারী। তবু হাল্কা ধরনের বলে ব্যবহারও খুব সুবিধের।

কোদাল : ঘাস ইত্যাদি তোলবার জন্যে পাতলা ধারের কোদাল বিশেষভাবে পুরু দিয়ে তৈরী এবং তোলেও খুব সুবিধে।

খাবুনি : মাঝারি মাটি—হাল্কা মাটি এবং ঝোপ-ঝাড়ের পক্ষে খাবুনি খুব—খুব হাল্কা ধরনের, আর টানেও সোজা।

টাটা এগ্রিকো যন্ত্রপাতি

টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিঃ

মেদুর অফিস :

১৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা,

শাখাসমূহ :

বোম্বাই, মাদ্রাজ, জামসেদপুর, আহমেদাবাদ, নেলেশ্বরাবাদ,

বিজয়নগরম্, কানপুর, ডালমিয়ানগর ও নাগপুর।

উৎপল প্রেস, ১১-১১এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে কালেন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত অধিক ভারত লিঃ এর পক্ষ হইতে তাঁর কর্তৃপিয়াল বিল্ডিংস, ২৩এ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। টেলিফোন নং ৪ ব্যাঙ্ক অফিস।

যুগ্ম-সম্পাদক : চিত্ত রঞ্জন চৌধুরী।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৮৮ সংখ্যা] রবিবার, ৮ই চৈত্র, ১৩৬৮ (২৩শে মার্চ, ১৯৬২) [মূল্য ১০

সূচী

		পৃষ্ঠা
	সম্পাদকীয়	৪৭৭
	পাকিস্থানের বাং	
	প্রাসঙ্গিক	৪৭৯
	ধরা সম্পূর্ণতঃ	
	দুজন লোক	
	পাক মুদ্রার বাট্টাহার	
৩।	পাকিস্থানে সরকারের বাজেট	৪৮০
	বিভিন্ন ঐক্যে পরিবর্তনের ঘরাণ্ড	
	মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস না করার কারণ, বৈদেশিক ঋণদিতা ইত্যাদি	
	আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল কর্তৃক পাক মুদ্রার বাট্টাহার নির্ধারিত	
৪।	রৌপ্যের	
	ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের	
৪।।	কলিকাতা কর্পোরেশনের ঘাটতি বাজেট	
৬।	সংবাদ সংকলন	
	ভারত পাকিস্থানে টাকা প্রেরণ	
	শিল্পোন্নয়নের বাজেট, আমেরিকার শিল্প	
	পাকিস্থানের লোক সংখ্যা	
৭।	বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা	৪৮৪
৮।	পণ্য দ্রব্যের বাজার	৪৮৬
	কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ন ও ব্যয়	
৯।	সোনার বাজার	

পাকিস্থানের বাজেট

গত সপ্তাহে পাকিস্থান সম্বন্ধে অর্থসচিব জনাব গোলাম মহম্মদ ১৯৬১-৬২ সালের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করিয়াছেন। উহাতে আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার কর্তৃক পাকিস্থানী মুদ্রা বাট্টাহার স্বীকার, বিশ্ব-ব্যাঙ্কের ঋণ মঞ্জুর সম্বন্ধে আশ্বাস, ফুটবলের সঙ্গে নূতনতর চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা প্রভৃতি ঘটনার একত্র যোগাযোগে সর্বদিক হইতে পাকিস্থানের গুরুতর সৌভাগ্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত অনুমিত হইয়াছিল, দেখানে প্রকৃত উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে ২৮৯৬ কোটি টাকা। আর

আগামী আর্থিক বৎসরে আয়ের পরিমাণ ১৩৯·৮৫ কোটি টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ১৩৯·১১ কোটি টাকা অনুমিত হইয়াছে অর্থাৎ এই বাজেটেও ২·৭৪ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

চলিত সংশোধিত ও অনুমিত আগামী বৎসরের আয়ের অঙ্কের বিপুল স্ফীতি মুখ্যতঃ পাকিস্থানের ব্যাপক রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের জুলাই হইতে ১৯৫০ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে পাকিস্থানের রপ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১৭৪ কোটি টাকা। চলিত আর্থিক বৎসরে তাহা ৩০০ কোটি টাকা দাঁড়াইবে। শুধুমাত্র তুলা শুল্ক হইতে অতিরিক্ত আদায় হইবে ২৪ কোটি টাকা। নারায়ণগঞ্জে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে তিনটি ডকইয়ার্ড স্থাপনের পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে এবং চট্টগ্রাম বন্দরের পরিবহন ক্ষমতা বর্ত্তমানের ৬ লক্ষ টন হইতে ২০ লক্ষ টনে পরিণত হইলে বৈদেশিক বাণিজ্য অধিকতর সম্প্রসারিত ও বৃদ্ধি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে তাহার নূতন মর্য্যাদা সৃষ্টির সহায়ক হইবে।

শিল্প প্রধান বা শিল্প-নির্ভর দেশগুলির পক্ষে, বিশেষ করিয়া যে সব দেশ স্ব স্ব মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছে সে সব দেশের পক্ষে, বর্ত্তমানের ঘটনা বহুল ও জটিল পরিস্থিতিতে আর্থিক সঙ্গতি রক্ষা একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেক্ষেত্রে পাকিস্থানের পক্ষে আর্থিক আয়-ব্যয় বিধান তুলনা হইয়াছে কাঁচামালের উৎপাদক ও রপ্তানিকারক হিসাবে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই অনুকূলতাদীর সুযোগ সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া পাকিস্থানের আর্থিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ়তর হইবে।

[জনাব মহম্মদের বাজেটে কি প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ কোন নূতন করের প্রস্তাব করা হয় নাই বরং কয়েকটি ক্ষেত্রে কর প্রত্যাহার বা হ্রাসের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। ইহারই পাশাপাশি ঔদ্যোগপতিদের মহলে উপস্থাপিত অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত একার কর ধার্য্যের কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সে যাহাই হউক, ইহা নিশ্চিত হওয়া অসঙ্গত হইবে যে, বিশেষ কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে যে নির্দ্দিষ্ট করিবার অথবা শ্রেণীবিশেষকে প্রভাবিত করিবার সাধারণ ভাবে চালানো হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক অবস্থার দৌলতে পাকিস্থান যে আশাতীত আর্থিক অনুকূলতা লাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহারই সাহায্যে আগামী বৎসরে পূর্ব্ববর্তী দুঃসহ করনীতি কিছুটা পরিত্রাণ বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। সামরিক খাতে ৬২ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট আয়ের ৪৮ শতাংশেরও বেশী বরাদ্দ করা হইয়াছে। অতিরিক্ত মূলধনের হিসাব হইতে উপরোক্ত খাতে ১৭·৫৯ কোটি টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। অধিকন্তু পাট রপ্তানি শুল্ক, আয়কর ও বিক্রয় কর হইতে পূর্ব্বপ্রদেশের প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধির আবেদনও সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। মূলধনী বাজেটের অন্তর্ভুক্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্দ্দিষ্ট অনেকগুলি বিষয় রাজস্ব বাজেট হইতে মিটানো হইয়াছে এবং মজুর অভিবাসনের জন্য ১৮ কোটি টাকা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে পাকিস্থানী বাজেটের যে বলিষ্ঠরূপ প্রকাশ পাইয়াছে বাস্তবিক উহাতে আর্থিক ব্যয় বরাদ্দের যে কিরিস্তি অর্থসচিবের বাজেট বক্তৃতায় অর্পিত ও প্রতিফলিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে উহাতে জনসাধারণের জীবনযাত্রে কতটা উন্নত ও অগ্রসর হইবে তাহা অনুমান সাপেক্ষ।

অর্থসচিব জনাব মহম্মদ বলিয়াছেন যে উদার আমদানি নীতি ও বাহ্যিক অপরিবর্ত্তিত রাখার ফলে ভোগ্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়াছে। তবে অর্থসচিব মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনতা স্বীকার করেন নাই এবং বর্ত্তমান অনুকূল অবস্থায় চিরস্থায়ীরূপে আত্মনির্ভরতা প্রকাশ করিয়াছেন। বাজেট বক্তৃতার মধ্যে এ সম্পর্কিত মন্তব্যটিই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধজনিত উত্তর আয়োজনে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাথমিক কাঁচামালের চাহিদা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দৈবাৎ সৌভাগ্যবশতঃ পাকিস্থান সেদিক হইতে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যশালী। তাই পাকিস্থানের পূর্ণ সুযোগ ও আর্থিক আশ্বাসের। অর্থসচিব এ সম্পর্কে অন্ধ নহেন। কাজেই তিনি আজকার সুযোগকে কাজে লাগাইয়া আগামী ভবিষ্যতের সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন, নূতন নূতন শিল্প সৃষ্টির দ্বারা একমাত্র কাঁচা মালের দেশ, হিসাবে পাকিস্থানের যে দুর্বলতা তাহা উত্তীর্ণ হইবার সর্ব্বাত্মক কর্ম্ম প্রচেষ্টা সুরু করিয়াছেন, এবং ও পূর্বেই পাকিস্থানের আর্থিক ভবিষ্যৎ স্বচ্ছ দেখিতে পাইবে।

আর্থিক প্রসঙ্গ

—:o:—

ভারত সম্পূর্ণতা

১৯৫১ সালের মধ্যে বাহ্যে আত্মনির্ভরতা অর্জনের মহান প্রচেষ্টায় বৈদেশ মেষে বার্ষিক পর্যালোচনা হইয়াছে. মেয়াদি তুলা ও পাট চাষের যোজিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই। ১৯৫০-৫১ সালে অধিক তুলা উৎপাদনের লক্ষ্য ৪৩০ ... গাঁইট নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। সর্বশেষ সরকারী অংশে প্রকাশ প্রকৃত উৎপাদন দাঁড়াইয়াছে ৩,৪০,... গাঁইট অর্থাৎ উৎপাদন লক্ষ্য হইতে ১,৪০,... গাঁইট কম। স্বাভাবিক ভাবে ভারতের তুলার বাৎসরিক প্রয়োজন হইয়াছে ৫১ লক্ষ গাঁইট। ১৯৪৯-৫০ সালে তুলা উৎপাদিত হইয়াছে ৪৯ লক্ষ গাঁইট এবং ঘাটতির পরিমাণ ২২ লক্ষ গাঁইট, এই ঘাটতি দুই লক্ষ দুষ্প্রাপ্য পরিমাণ পূরণ হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ৫১ ৯০... গাঁইট ও ১৯৫১-৫২ সালে ৮,০১,... গাঁইট বাড়তি উৎপাদন লক্ষ্য নির্ধারিত হয়, এখনে দুই ঘাটতি পরিপূরণের জন্য ভারতকে ১৯৫১-৫২ সালের মধ্যে মোট ৮,৪১,... গাঁইট তুলা উৎপন্ন করিতে হইবে। সরকারী সর্বশেষ অংশে দেখা যায় ১৯৫১-৫২ সালে তুলা উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত ১২ লক্ষ একর জমিতে চাষ করা হয়। পূর্ববর্তী বৎসরে তুলার চাষ হইয়াছে মোট ১১৬ লক্ষ পরিমাণ জমিতে। [illegible]রে চাষের জমিতে তুলা উৎপাদিত হওয়ায় ৩ লক্ষ গাঁইট বাড়তি হয় উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই পরিমাণ বাড়তি তুলার আনুমানিক মূল্য ধরা হইয়াছে ১০ কোটি টাকা। অতিরিক্ত উৎপন্ন তুলা। একই হিসাবে মূল্য দাঁড়াইবে ৩০ কোটি টাকা। সে দিক হইতে ২০ কোটি টাকা মোট আর্থিক লাভ হইয়াছে। বর্ধিত উৎপাদনের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যসরকারকে তুলা উৎপাদনে যে সব আইন ও শাসন সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ বলবৎ আছে তাহা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানানো হইয়াছে এবং তুলা উন্নয়নে বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে। একমাত্রীয় ঋণ তুলা উন্নয় তুলাচাষী ও ব্যবসায়ীদের সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। তুলিয়াদের গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই তুলার সূক্ষ্মতা যন্ত্র বসিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তুলার সোদন

আমদানী সংশোধনী বিলের আলোচনাকালে আমদানী উপদেষ্টাকমিটির নাম একবারে ঘোষণা করার যে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তাহা সাদরের উপযুক্ত সমর্থন লাভে ব্যর্থ হইয়া পরিত্যক্ত হয়। সরকার পক্ষ হইতে এ সম্পর্কে যাহা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি বিস্তারে ধরা করানো হইয়াছে, তাহা হইতেছে, আমদানী এই বিশেষ ধরণের সমস্যা সাধারণ প্রকাশ আমদানী আইনের বিধি। আইনের দিক হইতে সরকার, যুক্তিঃ সাধারণ প্রদর্শিত হইলেও, ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, এতদ্বারা আইনের যে অনুচ্ছেদটি সংশোধন করিতে চাহিলে আইনতঃ তাহা সহজে অসম্ভাবিত হয়। এক্ষেত্রে প্রধান বিষয়টা ছিল আইনের অনুচ্ছেদ বিশেষ নয়, পরিত্যক্ত প্রস্তাব দ্বারা যে সামগ্রিক ফলাফল সাধিত হইত তাহাই। আশাকরা এক শ্রেণীর ব্যবসা বিরোধীদের আশঙ্কাচ্ছিন্ন আইনের প্রয়োগে লোকচক্ষুর অন্তরালে তোষণ রাখিবার ব্যবস্থা হইবে। ইহাকে সরকারের তুলীন সোদনের আইনী ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিলে অসঙ্গত হইবে না।

পাক-ভারত বাণিজ্য

পাকিস্তান এবং পাকিস্তানী মুদ্রার যে বাণিজ্য বলয় রচিয়া আসিয়াছে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাও সে বাণিজ্যের অনুমোদন ও স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইহাতে ভারতীয় সংবাদ পত্র মহলে এরূপ কোন প্রতিক্রিয়া বা আলোড়ন সৃষ্টি হয় নাই যাহা ভারত বাণিজ্যিক প্রয়োজনে যাহা মুদ্রাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, পক্ষান্তর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কারণ তাহাই আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইয়াছে, এইরূপ সময়, সরল অবস্থাতেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় টাকার বাজারে এই ধরণের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যে ভাবে প্রতিফলিত হইল, পূর্ববর্তিত ব্যাপারে সেক্ষেত্রে বিস্ময়কর দেখা দিয়াছে। অধিকন্তু পাকিস্তানী বাণিজ্যের সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত পৌঁছিতে অর্থমন্ত্রালয়ের এত বৎসরের দীর্ঘসূত্রতা ভারতীয় টাকার বাজারে পাকিস্তানী ব্যবস্থাদের প্রতি অর্থমন্ত্রালয়ের অধিকতর সহানুভূতিশীল মনোভাব বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, বর্ত মানের মধ্যে যাবৎ ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তানী মুদ্রার বাণিজ্যের সাধারণ যোজিত বাণিজ্যের অপেক্ষা অনেক নিম্ন পর্যায়ে ছিল। এমনকি কয়েকবার তাহা আরও বাণিজ্যের নিম্নে পৌঁছিয়াছে। সম্প্রতি সম্পাদিত পাক-ভারত চুক্তির সূত্রেও খোলা বাজারে ১১২ টি ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়ে ১ পাক-মুদ্রা পাওয়া যাইত। চুক্তির প্রিক সূত্র মুহূর্তে ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে তাহা ১৮২৲ টাকায় চড়িয়া যায়। চুক্তি সম্পাদনের পরবর্তী সপ্তাহে তাহা দাঁড়ায় ১০০৲ টাকায় দাঁড়ায় ছিল, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশকালে পাক-মুদ্রার বাজারে যে উৎসাহ করিয়াছে। ফলে কতক পাক-মুদ্রার [illegible] বাণিজ্যে এবং একত্রে বাণিজ্য ক্ষেত্রেই দীর্ঘায়ত হইয়াছে। অথচ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাদের সিদ্ধান্তের ফলে পাকিস্তানের অধিক অন্যান্য আমদানের ক্ষেত্রেও একই বাণিজ্যের দীর্ঘায় করিয়া লইবার ব্যবস্থাদক্ষতা আসিয়া পড়িয়াছে। পাকিস্তান এই সিদ্ধান্ত ফলে ভারতীয় মুদ্রার উপর প্রদত্ত আদেশ তোষ, উহার সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি বাঁধক বাণিজ্যের [illegible]তিকে বাণী করিতে পারে। ইহাতে অবশ্যই ক্ষতি হইবে। অথচ পাক-মুদ্রার বাণিজ্যের সম্পর্কিত ব্যবস্থাদের সংক্রান্ত ঘোষিত হইবার সাথে সাথেই ভারতীয় মুদ্রা-বাণিজ্যের পুনঃ নিরূপণের কথা শোনানো হইয়, উঠিয়াছে। শোনা যায়, সরকার এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অভিমতও লইয়াছেন এবং সরকারী মহলের কোন কোন অংশে ইহার সমর্থনে অভিমত প্রদান করিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য হইতেছে, এ বিষয়ে যে কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হউক না কেন, তাহা প্রথমের আভাসে মূল্য হ্রাস হ্রাসের ফলে ভারতীয় রপ্তানিকারীদের লাভালাভ ও নিরপেক্ষ ভাবে বৈদেশিক বিনিময়ে ভারতের বার্ষিক অবশ্যই বিপর্যস্ত হইবে।

পাকিস্তান সরকারের বাজেট

—[০]—

গত ১৯ মার্চ পাকিস্তানের অর্থ সচিব মিঃ মোহাম্মদ বগমস বোগরা করেন যে, পাকিস্তান সরকারের ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেটে ৫০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। অর্থসচিব বলেন যে, আলোচ্য বৎসরে রাজস্ব খাতে ১৫৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা আয় এবং ১০৯ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা রাজস্ব খাতে ব্যয় হইবে।

১৯৪৮-৪৯ সালের সংশোধিত হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, ঐ বৎসর আয়-ব্যয়ের মধ্যে ২৮ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। প্রাথমিক হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল।

ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ের অংশই সর্বাপেক্ষা বেশী। আলোচ্য বৎসরে এই খাতে ৬২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবে দেশরক্ষা ব্যয় ৬০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

রাজস্ব খাতে আয়ের মধ্যে আয়কর খাতে প্রায় [illegible] লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবে এই খাতে ১০১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা আয় ধরা হইয়াছে। মূল হিসাবে এই খাতে আয় ছোট ৫৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছিল।

দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে মিঃ গজনফর বলেন যে, দেশরক্ষা বাহিনীর আধুনিকীকরণ সম্পর্কে অনেকখানি অগ্রগতি হওয়া সম্ভব হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের বাজেটে দেশরক্ষা খাতে ব্যয় ৬২ কোটি টাকা এবং দেশরক্ষার একতালীন ব্যয় খাতে ১৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। এই ব্যয়ের মধ্যে যুদ্ধবান ও নৌবহর এবং সৈন্য বাড়ানোর কার্যসূচী সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে।

আলোচ্য বৎসরের একতালীন খাতে ব্যয় ৩৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানে উন্নয়নের জন্য যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে দেশের বৈদেশিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয়

সামাজিক কল্যাণ, দেশরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন খাতে ৩৪ কোটি টাকা দান করা সরকার মনুষ্যের সামাজিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সাহায্যার্থে হিসাবে ৮ কোটি টাকা এবং উহার পুনর্গঠন তহবিলে ৫ কোটি টাকা) বরাদ্দ করিয়া অর্থসচিব যে বাজেট বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে [illegible]।

এই তহবিলগুলি নিম্নোক্তরূপে গঠিত হইবে :—(ক) সমাজ কল্যাণে আলোচ্য দুই বৎসরের মোট দশ কোটি টাকা ; (খ) বিমান, ট্যাঙ্ক ও ভারী ধরনের সমুদ্র উৎপাদনের জন্য সাড়ে সাত কোটি টাকা এবং (গ) অর্থনৈতিক (শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য) উন্নয়নে মোট সাড়ে ষোল কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইবে।

মুদ্রামান হ্রাস না করার কারণ

পাকিস্তানের মুদ্রামান হ্রাস না করার কারণ সম্পর্কে মিঃ মোহাম্মদ বগমস বলেন যে, পাকিস্তান তাহার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিবেচনার পর এই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। তিনি বলেন, "ভারত সরকার আমাদের যাহাতে অনুরোধ করায় আমি আনন্দিত এবং ইহার ফলস্বরূপ উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন পুনরায় সুরু হইতে পারে।"

বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নতি

ভারত ব্যতীত অন্যান্য দেশের সহিত পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, আলোচ্যবর্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যে পাকিস্তানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে এবং তাহার উৎপন্ন দ্রব্য মূল্যের দাবিও অত্যাধিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কর্তৃক পাউন্ডমূল্যের বাট্টা-হার নির্ধারিত

পাকিস্তানী টাকার বাট্টার হার নির্দিষ্ট করিয়া আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের এক ঘোষণায় প্রতি মার্কিন ডলারের মূল্য ৩.৩০৮২৫ পাকিস্তানী টাকা নির্ধারিত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকার উক্ত বাট্টার হার ই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। স্বর্ণ এবং মার্কিন ডলারের অনুপাতে পাকিস্তানী টাকার মূল্য বিভিন্নভিত্তিরূপ হইবে :—(১) প্রতি পাকিস্তানী টাকার মূল্য ৪.৮৬০৩১ গ্রাম বিশুদ্ধ স্বর্ণের সমান ; (২) এক আউন্স (ট্রয়) বিশুদ্ধ স্বর্ণের মূল্য ১১৫.৭১৮ পাকিস্তানী টাকা। (৩) প্রতি মার্কিন ডলারের মূল্য ৩.৩০৮২৫ পাকিস্তানী টাকা ; (৪) প্রতি পাকিস্তানী টাকার মূল্য ৩০.২১৫০ মার্কিন সেন্ট (ডলারের পয়সা)।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ঘোষণা ষ্টার্লিং-এর (এবং ভারতীয় টাকার) মূল্য হ্রাসের পূর্বে পাকিস্তানী (ও ভারতীয়) টাকার যে বাট্টার হার ছিল, তাহাই বহাল করিয়া লওয়া হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ষ্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাসের আনুপাতিক হারে ডলারের (সুতরাং সুতরাং ভারতীয় টাকার মূল্য ৩০.৩ পয়সা হ্রাস করা হইলেও, পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানী টাকার মূল্য হ্রাস করেন নাই। সম্প্রতি যে ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে মুদ্রামূল্য হ্রাসের পূর্বের বাট্টার হার বহাল করিয়া লওয়া হইয়াছে।

দেশ-বিভাগের পর ভারত এবং পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে দেনা-পাওনা আছে, তাহার হিসাব-নিকাশে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার কর্তৃক নির্ধারিত বর্তমান বাট্টার হার প্রযোজ্য হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইলে, অর্থভাণ্ডারের ঘোষণা সিদ্ধান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

অপর এক সংবাদে প্রকাশ যে, পাকিস্তানের কৃষি, বৈদ্যুতিক শক্তি, রেলপথ, জাহাজীর উন্নয়ন এবং নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব-ব্যাঙ্ক পাকিস্তান সরকারকে ৩৭ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডলার ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ঋণের এই পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর নির্ধারিত হইবে।

গত অক্টোবর মাসে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি মিশন পাকিস্তান সফর করেন। বিশ্ব-ব্যাঙ্ক বলিয়াছে যে, উক্ত পরিকল্পনাগুলি বাবদ পাকিস্তানের ছয় কোটি ডলার প্রয়োজন হইবে। বিশ্ব-ব্যাঙ্কের ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে অন্যান্য পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রেরণে সম্মত আছে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ঋণের আবেদন সম্পর্কে বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছে।

বোম্বাই :—

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন লিঃ

কোম্পানী ঘোষণা করিয়াছে যে, ১৯৫০ সালের জন্য অতিরিক্ত মেয়াদে ৪৮,৭৫,০০০৲ টাকা লভ্যাংশ বণ্টিত হইবে। কোম্পানীর লভ্যাংশ বণ্টনের ইতিহাসে ইহা সর্বোচ্চ বলিয়া গণ্য হইবে। ১৯৪৯ সালেও কোম্পানীর লভ্যাংশ বণ্টনের দিক হইতে রেকর্ডবোগ্য বৎসর বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু উক্ত বৎসরে বণ্টিত লভ্যাংশের পরিমাণ ৪০,৪০,০০০ টাকার সামান্য বেশী।

এই বিপুল লভ্যাংশ বণ্টন সম্পর্কে কোম্পানী পরিচালকবর্গের তরফ হইতে বলা হইয়াছে যে যন্ত্রপাতির প্রচুর সরবরাহ মজুত থাকায় কোম্পানীকে খোলা বাজার হইতে চড়া দরে মাল ক্রয় করিতে হইবে না এবং তজ্জনিত অধিক ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিবে না।

কোম্পানীর বিভিন্নমুখী ও উচ্চ ফলাফল বিশ্লেষণ করিলে কোম্পানীর সুযোগ্য পরিচালনা বৃত্ত নিভুল প্রমাণিত করে। ১৯৫০ সালে বিক্রয় মূল্যের পরিমাণ ২ কোটি টাকার অধিক বাড়িয়া ৮০৯ কোটি টাকাতে দাঁড়াইলেও উহা ১৯৩০ সালের তুলনায় যে অনুপাতে কম হইয়াছে। বৎসরে বিক্রয় মূল্যের পরিমাণ হইয়াছে ১০৭১ লাখ টাকা। তাহাড়া চলতি বৎসরের মুনাফা হইতে ১৮৪ কোটি টাকা সেন্সুরে ১৯৪০ সালের টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৭ কোটি টাকা।

তবে, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোম্পানী ৪৮ সালের প্রতিটি মেয়ার মূল্যের চতুর্গুণ মূল্যের নূতন মেয়ার ইস্যু করিয়াছে এবং উহার মূলা দাঁড়াইয়াছে ২৩ কোটি টাকা, কাজেই বর্তমানে প্রতিটি ২৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ বিতরণের অর্থ দাঁড়াইয়াছে ৬৯ লক্ষ টাকার মূলধন বৃদ্ধি পরিবর্তে মোট উপর শতকরা ১০৲ টাকা লভ্যাংশ দেয় হইয়াছে।

এই বৎসরে হিসাবে নিকাশে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হইয়াছে :—

১৯২০ সালে বিক্রয় ও বন্ধ বিনিয়োগ ক্রমিক ২ যথাক্রমে ৮০১ কোটি টাকা ও ১৮৫১ লক্ষ টা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪৯ সালে তাহা ছিল ক্রমে ৭১৩ কোটি টাকা ও ১৮৮ লক্ষ টা। কাঁচামাল ও উৎপাদন ব্যয় দাঁড়াইয়াছে ৫০৫ কোটি যে স্থলে ৪৯ সালে ব্যয় হইয়াছিল ৪৩১ কোটি টা। কর ও অন্যান্য খাতে টাকার সংস্থান বা করিয়া নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১,৯৮,৭৯, ০৪৮৲ টাকা। ১৯৪৯ সালে তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১,০১,৫৩,২২৯৲ টাকা। কর খাতে ৮০ লক্ষ টাকা, অন্যান্য খাতে ৬৫ লক্ষ টা সহকারে বণ্টনের সমতা বিধান করে সংরক্ষি যেখানে পর পৃষ্ঠায়

১৯১৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্য্যন্ত মার্টিন বার্ণ লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত অগ্রগমন এক হিসাবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। ঘনায়মান স্মৃতিসৌধ, আধুনিক ধরণের আফিস ও বাসভবন নির্মাণ, এই বিরাট শিল্প-যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট উৎপাদন করে আর এগুলি এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন চালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও রাইট রোড, তৈরী করে মাল-গাড়ি। সুদূরের পূর্বাঞ্চলে লৌহ তৈরির সর্ব্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও চীনামাটির জিনিস, রেল রাইড, পয়েন্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও মলমূত্র বিতাশাবের কাজ ব্যবহৃত চালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসভবন বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম : যকিছু সম্ভব) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্য্যায়ভুক্ত যে কোন জিনিষের প্রয়োজন হলেই বিচার ঠিকানায় খোঁজ করুন।

১২, জিমন রো, কলিকাতা—১।

MARTIN BURN LTD.

কলিকাতা কর্পোরেশনের ঘাটতি বাজেট

—:০:—

সরকার পরিচালনাধীনে কলিকাতা কর্পোরেশনের তৃতীয় বর্ষ ১৯৫১-৫২ সালের মাসেটে রাজস্ব খাতে ৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ঘাটতি হইয়াছে। অন্যদিকে গত বৎসরের আমলাদী হইতে যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত হইবে আশা করা হইয়াছিল তাহা হইতে ১৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা অধিক উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

রাস্তার লাইন বোর্ড ও বিজ্ঞাপনের বোর্ডের উপর নূতন কর ধার্য করার ফলে আলোচ্য বৎসরে কর্পোরেশনের দশ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইবে।

পলতায় পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের জন্য নূতন ট্যাঙ্কের নির্মাণ কার্য শেষ হইবে এবং ইহার ফলে আমাদী বৈশাখ মাস হইতে কলিকাতাবাসীকে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ গ্যালন হিসাবে পানীয় জলের দৈনিক সরবরাহ পাইবেন। বর্তমানে তাঁহারা ৭ কোটি ৯০ লক্ষ গ্যালন পানীয় জল পাইতেছেন।

গত বৃহস্পতিবার কর্পোরেশন বিল্ডিংয়ে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে কর্পোরেশনের সরকার নিযুক্ত এডমিনিস্ট্রেটর অফিসার মিঃ এ কি দাস ১৯৫১-৫২ সালের বাজেট সম্পর্কিত তথ্যাদি পেশ করেন।

আলোচ্য বৎসরে কর্পোরেশনের মোট আমদানি ৫,৯৩,১০,০০০ টাকা হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে : এবং মোট ব্যয় হইবে ৫,৯৯,৯৭,০০০ টাকা।

কলিকাতায় জমি, বাড়ীর উপর নূতন হারে কর ধার্য করার ফলে ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থ আদায় দ্বারা আলোচ্য বৎসরে ঐ খাতে কর্পোরেশনের আমদানি বৎসরের শেষে ৬৮৭০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

পরের আলো, রাস্তা, পানীয় জল সরবরাহে ব্যবস্থা—এবং গাঁয়ে জলা ব্যবস্থা সমূহের উন্নতি সাধনের জন্য ৬৩৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

পলতার পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্র বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত হইবে এবং ইহার ফলে আরও দুই লক্ষ গ্যালন অধিক জল প্রতি ঘণ্টায় পাম্প করা সম্ভব হইবে বলিয়া মিঃ দাস আশা প্রকাশ করেন। আমাদী বৎসরের মধ্যে যদি পরিকল্পিত বৈদ্যুতিক পাম্প স্টেশনের কাজ শেষ হইয়া যায় তাহলে কলিকাতার বর্তমান প্রয়োজন অনুসারে দৈনিক নয় কোটি দুই লক্ষ গ্যালন পানীয় জল কলিকাতায় সরবরাহ করা সম্ভব হইবে।

মল ও পয়ঃপ্রণালীর অভাবে অপরিশোধিত জল সরবরাহ ব্যবস্থা আগামী বৎসর উন্নত করা সম্ভব হইবে না বলিয়া মিঃ দাস দুঃখ প্রকাশ করেন।

কলিকাতার মলঃ নিষ্কাশনের জন্য টালিগঞ্জ নালার যে উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহা সমাপ্ত হইলে আলিপুর ও বিবিরপুর অঞ্চল হইতে আবর্জনা জলের চাপে তুলানো সম্ভব হইবে।

কর্পোরেশনের মলনালিসমূহ ব্যবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে এবং ইহার তত্ত্বাবধান মলঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নূতন নির্মাণ করা হইবে।

আলোচ্য বৎসরে কলিকাতার রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। গত বৎসর এই খাতে ছয় লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

মোটর উপর কর ধার্য করার জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হইতেছে তাহার ফলে পথ ব্যবহার করিবার জন্য কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে সরকারের নিকট যে আবেদন করা হইয়াছে তাহা যদি গৃহীত হয় তাহা হইলে বড় বড় ব্যবসায়ীর গাড়ীর জন্য কলিকাতার রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইবে।

রাস্তার আলোর ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করার জন্য আলোচ্য বৎসরে দুই লক্ষ টাকা অধিক বরাদ্দ করা হইয়াছে। কলিকাতার কয়েকটি এলাকার রাস্তায় অধিক শক্তিসম্পন্ন বিজলী বাতি এবং অন্য কয়েকটি রাস্তা হইতে গ্যাসের বাতির ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া বিজলি বাতির ব্যবস্থা করা হইবে।

কলিকাতার ২৮ হাজার ৫ শত টাকা ব্যয়ে একটি বন্যা চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইবে। এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি মাতৃসদন খোলা হইবে। কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষার আধুনিক পদ্ধতিতে ধাপারি পত্তন করা তিন লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তাব করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মিঃ দাস বলেন, কর্পোরেশনের শিক্ষাখাতের জন্য বাড়াই লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের কাঁধেযে কি দাঁড়াইবে সে সম্পর্কে কোন সঠিক আইন প্রণয়ন না হওয়ার জন্য কর্পোরেশনের নির্মাচন তালিকা এখনও প্রস্তুত করা হয় নাই।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কার্পোরেশন লিঃ

(পৃষ্ঠাংশ ৪৮১ পৃষ্ঠায়)

তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা, অবুক ও লভ্যাংশ খাতে ২০ লক্ষ টাকা, ও আকস্মিক ব্যয় তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা ও বন্দর কর্তৃ খাতে ৫ লক্ষ টাকার সংস্থান করিয়াও কোম্পানীর পরিচালকবর্গ শতকরা ৩৫ টাকের হার অতিরিক্ত শেয়ারে লভ্যাংশ ১২½ টাকা দিতে করিয়াছেন।

হিসাবের সমাপ্ত বৎসরের নিরিখপত্রে কোন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নাই। অবশ্য তহবিলে ৪৫ লক্ষ টাকার লভ্যাংশ বাড়িয়াছে এবং তাহাও বাৎসরিক লাভ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। অবশ্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের কোম্পানীর শেয়ার মূলধন বিনোদ ২৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সব সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭·২১ কোটি টাকা, তৎমধ্যে বিবিধ ব্যয় বাড়িয়াছে ২·১১ কোটি টাকা।

সংবাদ সঙ্কলন

—:০:—

ভারত পাকিস্থানের টাকা প্রেরণ

পাকিস্থানের মুদ্রামান স্বীকৃত হওয়ায় ভারতের সহিত পাকিস্থান উহার পশ্চিমের পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী উভয় দেশের জন্য সমর টাকা প্রেরণের ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিনিময়ের আইন অনুযায়ী এই টাকা প্রেরণ করা হইবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া টাকা প্রেরণের অনুমতি দেওয়া হইবে না।

উভয় দেশ সম্মত হইলেই এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইবে। বিষয়টি সম্বন্ধে দুই দেশের পর্যবেক্ষক এখনও বিবেচনা করিতেছেন।

শিল্প প্রসারের বাজেট

শিল্প প্রসারের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট ৩৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ধার্য্যতি পরিমাণে। রাজস্ব খাতে ৭ কোটি ৫৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা আয় এবং ৭ কোটি ৯২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ঘাটতি পূরণার্থে অর্থসচিব অবশ্য তাঁহার তহবিল হইতে ঋণ মুকুব করার অথবা ঋণ পরিশোধ করিবার প্রস্তাবের কথা ঘোষণা করেন নাই। পরিবর্ত্তিত হিসাব অনুযায়ী বর্ত্তমান বৎসরে ১২ লক্ষ টাকারও উপর ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমান।

আমেরিকার শিল্প

আমেরিকার কলকারখানাগুলি যেরূপ দ্রুতগতিতে যুদ্ধের জন্য ১৯৪১ সালে যে অসামান্য উৎপাদন করিতে পারিয়াছিল, তাহা ১৯৪০ সালে করিতে পারে নাই। অধিকন্তু শ্রমিকের সংখ্যা এবং কার্য্যকারিতা বৃদ্ধিই উহার অন্যতম প্রধান কারণ। ১৯৪০ সালে এইরূপ শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫০,০০০, ১৯৪১ সালে যাবতীয় শ্রমিকের সংখ্যা হইয়াছে ১,১৬২,০০০, ১৯৪০ সালের তুলনায় নূতন শ্রমিকদের পারদর্শিতা ৪০ ভাগ অধিক।

১৯৪০ সালে আমেরিকার মোটর কারখানাগুলি ৩,৬৯২,৩৯৮ খানি যাত্রীবাহী মোটর নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ১৯৪০ সালে নির্ম্মাণ করে ৩,৬৯১,০০০। বর্ত্তমানে বহু মোটর কারখানায় বেসামরিক জন্য সামরিক সরঞ্জাম নির্ম্মাণ করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই ঐ সকল কোম্পানীকে ১০০ কোটি ডলারের অধিক অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪২ সালে অর্ডারের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

১৯৪০ হইতে ১৯৪০ সালের মধ্যে বিভিন্ন দিকে কিরূপ সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে, তাহা নিম্নের হিসাব হইতেই বুঝা যাইবে। ১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলিফোনের সংখ্যা ছিল ২১,৪০০,০০০; ১৯৪০ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২,৩০০,০০০। ১৯৪০ সালে মার্কিন কারখানাগুলি মোটের উপর ১ কোটি ২০ লক্ষ বেতার সেট উৎপাদন করিতে পারিত। ১৯৪০ সালে ঐ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ায় ৫ কোটি ৫০ লক্ষ সেট।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যাবতীয় প্রতিষ্ঠান বসবার টেলিভিসন দিয়ে প্রচার করে। ১৯৪০ সালের শেষভাগ দিয়া আমেরিকায় প্রায় এক কোটি মূল্যে টেলিভিসন সেট ক্রয় করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেলগাড়ীগুলি ১৯৪০ সালে যত মাল বহন করে ১৯৪০ সালে বহন করে। অধিকন্তু পরিচালনা ব্যয় কম। ১৯৪০ সালে মালগাড়ীগুলি মাত্র দিনে ২৫ মাইল অতিক্রম করিত। ১৯৪১ সালে মাত্র দিনে চলাচল করে ৪৬ মাইল।

১৯৪০ সালে মার্কিন জাহাজগুলির মোট ওজন ছিল ২ কোটি ৮০ লক্ষ টন, ওজনের মূল্যে ঐ সংখ্যা ছিল ১ কোটি ১৪ লক্ষ টন। আধুনিক জাহাজগুলি চলে দ্রুত এবং পণ্যও বহন করে অধিক।

১৯৪০ সালে আমেরিকার ইস্পাত উৎপাদন হয় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ মণ টন। ১৯৪০ সালে উহা দাঁড়ায় ৯ কোটি ৭০ লক্ষ মণ টন। যুদ্ধের ১৯৪২ সাল নাগাদ উহা বাড়িয়া ১৩৫,০০০,০০০ টন দাঁড়াইতে পারে আশার মোটা কথা হইতেছে।

১৯৪০ সালে তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল ১,৪৩৩,২০০,০০০ ব্যারেল। ১৯৪০ সালে উৎপন্ন হয় ১৮৭ কোটি ৩০ লক্ষ ব্যারেল।

পাকিস্থানের লোক সংখ্যা

পাকিস্থান সরকার করাচীতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, নূতন আদম সুমারি অনুযায়ী পাকিস্থানের লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮৭ হাজার। তন্মধ্যে পূর্ব্বের সংখ্যা ৪ কোটি ৯০ হাজার এবং পশ্চিমের সংখ্যা ৩ কোটি ৫২ লক্ষ ৯৭ হাজার।

অক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন অধিবাসী

১৪১ জন।

বিভিন্ন প্রদেশের লোক সংখ্যা

পূর্ব্ববঙ্গ	৪,৪১,১৯,০০০
পাঞ্জাব ও বাহাওয়ালপুর	১,০৬,৩৯,০০০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪৬,৯৯,০০০
সিন্ধু ও খয়েরপুর	৪১,৩৯,০০০
বেলুচিস্থান	১১,৭৮,০০০
করাচী	১৪,১৮,০০০

আদম জ্ঞান সম্পন্ন লোক সংখ্যার হার

করাচী	৩৮০
পূর্ব্ববঙ্গ	১৬
পাঞ্জাব	১০২
বাহাওয়ালপুর	৬
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৭
উঃ পা সীমান্ত প্রদেশের পরাক্রান্ত অঞ্চল	১০
সিন্ধু	১৮
খয়েরপুর	৮৮
বেলুচিস্থান	৮৭
বেলুচিস্থান রাজ্য	৮৭

পাকিস্থান সরকারের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, উক্ত সংখ্যাগুলি এখনও অনুমানী তবে এই গুলিকে প্রায় "নিখুঁত" বলিয়া ধরা যাইতে পারে।"

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা

—১৯৫১—

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের আন্তর্জাতিক বৈঠকে অবিলম্বে দেশে কৃত্রিম পেট্রল নির্মাণের প্রতিষ্ঠা এবং খনিজ পেট্রল পরিশোধনের কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বৈঠকে অপর যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার মধ্যে প্রথম একটি হইতেছে ভারতীয় গবেষণা উন্নয়ন সংস্থা গঠন সম্পর্কে। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হইবে গবেষণাগার সমূহকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। দ্বিতীয় যাবতীয় ভারতীয় লৌহ আকর পরীক্ষা করাইবার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে একটি কারখানা স্থাপন করা এবং স্যাল টারবাইন ইঞ্জিন ও বিমানের ইঞ্জিন দেশে প্রস্তুত করা সম্পর্কেও প্রস্তাব গৃহীত হয়। অন্য একটি প্রস্তাবে যন্ত্রপাতি একটি আদর্শ লবণের কারখানা এবং একটি লবণ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়।

ইঞ্জিনতত্ত্বিদ ও রেডিও ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণা মন্দির স্থাপনের জন্য ৯ কি. কি. বিড়লা ২১ লক্ষ টাকা দান করিতে সম্মত হইয়াছেন। গবেষণা মন্দিরটি কোথায় প্রতিষ্ঠা করা হইবে তাহা এবং ইহার অন্যান্য বিষয় নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে।

দেশের দ্রুত শিল্প উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি গবেষণা মন্দির স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছিল।

গবেষণা উন্নয়ন সংস্থার বিস্তারিত বিবরণ ও সংগঠন রচনার জন্য এক কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। পরিষদ কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেন এবং অবিলম্বে উক্ত সংস্থা স্থাপনের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই সংস্থা অলাভ-ভিত্তিক সাধারণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে এবং ইহার মূলধন ৫০ লক্ষ টাকায় নির্দিষ্ট হইবে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে পরীক্ষামূলক কারখানা স্থাপন করা এবং গবেষণাগুলি কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। ইহাতে শিল্প ও গবেষণার মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভারতে কয়লা হইতে কৃত্রিম পেট্রল উৎপাদনের প্রশ্ন বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য গত বছরের একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল। পরিষদ এই কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুমোদন করিয়াছেন।

উক্ত কমিটি নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলির কথা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন—

(১) দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি প্রতিষ্ঠানের বিমানের জন্য ১ লক্ষ টন, মোটরের জন্য ৮৫ হাজার টন পেট্রল এবং রান্নাঘরের উপযোগী ১ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদনের জন্য এক কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এই কারখানা স্থাপনে ৩১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

(২) "ফ্রয়-কেজি-লাবর্গি" প্রতিষ্ঠান বিমানের উপযোগী ৬৮৭৫০ টন পেট্রল, মোটরের উপযোগী ৪৫,৯৮৮ টন পেট্রল ও ১৪,৮৪০ টন ডিজেল অয়েল উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ইহাতে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার ব্যয় পড়িবে।

(৩) বিদেশ হইতে আমদানীকৃত পেট্রল পরিশোধনের জন্য এফ. কি. কেলর তোং বোম্বাইতে একটি পরিশোধনাগার স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর দশ লক্ষ টন পেট্রল উৎপাদন করা যাইবে। ইহাতে ব্যয় পড়িবে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার।

চরম সিদ্ধান্তের জন্য কমিটির রিপোর্ট পরিকল্পনা কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

রাজ্যের উপযোগী কয়লা ব্যতীত আকরিক লৌহ বাছাইয়ের জন্য বাদু গবেষণা কমিটি যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে একটি পরীক্ষামূলক কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা পরিষদ অনুমোদন করিয়াছেন। দুই কারখানাটি স্থাপন করিতে আনুমান ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ চাহা আগামী এক বৎসর মধ্যে কোম্পানির সহযোগিতায় এই কাজে অগ্রসর হইতেছেন। এই প্রচেষ্টা সফল হইলে ভারত উপযোগী কয়লা বিপুল পরিমাণে পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, দেশের যে সকল অঞ্চলে ভাল লৌহ আকরিক পাওয়া গিয়াছে অথচ কয়লার অভাবে তাহা কার্যকরী করা যাইতেছে না সেই সকল অঞ্চলে মূতন মূতন কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হইবে।

ভারতে লৌহযুক্ত বালুর যে অভাব নেই বিষয়ে পরিষদ তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখেন। যে সকল পরিত্যক্ত বালু হইতে তাহা নিষ্কাশন করা চলে সেগুলির স্থায়ী বিলি ব্যবস্থার জন্য তাঁহারা সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। বাদুনুড়ার আকরিক লৌহ হইতে স্টীল-নির্মাণ আকরিক কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহারা সরকারকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। এখনে এই বালু কি পরিমাণে পাওয়া যাইবে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষককে অনুরোধ করা হইয়াছে।

দেশী "ইথটারনাল কমবাসচান ইঞ্জিনের" জন্য দুই গবেষণার প্রস্তাব পরিষদ অনুমোদন করিয়াছেন। ভারতের জলবায়ু এবং আনুষঙ্গিক প্রতি লক্ষ রাখিয়া গ্যাস টারবাইন ডিজাইন প্রস্তুত করিবার জন্য পরিষদের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ প্রস্তুত করিবে। বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান বিমান কারখানার প্রস্তুত "হিন্দুস্থান" বিমানের উপযোগী ১৫০ শত অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ইঞ্জিন প্রস্তুতের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এখন বিদেশ হইতে আমদানি করা ইঞ্জিন দিয়া এই বিমানগুলি নির্মাণ করা হইতেছে। ভারতে গ্যাস টারবাইন ইঞ্জিন উন্নয়নের সমস্যা সম্পর্কে রিপোর্ট দিবার জন্য একটি গবেষণাবিদ নিয়োগ করা হইয়াছে।

সৌর রশ্মি কার্যে নিয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য পরিষদ একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

বাস্তবে বৈজ্ঞানিক পন্থায় সবল শিল্প গড়িতে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে সেখানে একটি আদর্শ গবেষণা কারখানা ও গবেষণাগার স্থাপনের জন্য পরিষদ সুপারিশ করিয়াছেন। সবল গবেষণা কমিটির তত্ত্বাবধানে বোম্বাইয়ের ওষধপত্রের এইরূপ একটি আদর্শ গবেষণা কারখানা পরিচালিত হইতেছে। অধিক অর্থ ব্যয় না করিয়া তদ্দ্বারা বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করিয়া কিরূপে উচ্চ শ্রেণীর সবল প্রস্তুত করা সম্ভব এখানে তাহা প্রদর্শন করা হইতেছে।

উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের পরিচালনা কর্তৃপক্ষ বাদুড়বাগানের ওষধ, বসায়ন এবং অন্যান্য বহু বিষয় নূতন নূতন গবেষণার অনেকটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।

রেজার, পদার্থ বিজ্ঞান, বায়ু, বায়ুমণ্ডল, ঔষধ, রসায়নবিদ্যা, জলাশয়, প্লাষ্টিক বিষয়ে ৭-টি গবেষণার কার্য চালাইবার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এই গবেষণার কাজ চলিতেছে। ইহার জন্য বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে আশা করিতেছেন।

সাপ্তাহিক বাজার—

খোলাবাজারে চিনি বিক্রয়

চিনির বাজারে কাজ সাধারণ বাড়িয়া গিয়াছে। খোলাবাজারে চিনি বিক্রয় সম্পর্কে সরকারী ঘোষণার ফলেই উৎসাহ, দেখা পাইয়াছে। কলিকাতার খোলাবাজারে চিনির দর ৪৯৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে চূড়ান্ত বেচাকেনা ছিল ৩৫ হাজার টনের। আলোচ্য সপ্তাহে সরকারী অনুমতি ক্রমে অনেকটি চিনিকল মালের অনুকূল চুক্তাইয়া কলিকাতায় চিনি বিক্রয় করিয়াছে এবং সেক্ষেত্রে এজেন্সীর সম্পর্কিত সুপারিশ মালের জন্য ১২ জনের এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে বাজারে রাজ্য সরকার আমদানিকৃত চিনি ও দেশে উৎপাদিত চিনির দর এক পর্যায়ে রাখার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। ইহার ফলে খুচরা দর কিছুটা বাড়িয়া যাইবে বলে মনে হয়।

গুড়

বিহার ক্ষেত্রের গুড়ের বাজারে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের লোকজনের মজুত ক্রয়শক্তির কোন জোর নেই। উৎপাদন না

এবং বাপুরের বর্তমান মজুতের পরিমাণ ৫০ হাজার মণ।

চা

আলোচ্য সপ্তাহে ৩৩,০০০ বাক্স চা নীলামে বিক্রয় হয়। বাজারে ছাড়া হয়। বিক্রয়ের তাদের চাহিদা মোটামুটি ভালই ছিল।

বিভিন্নশ্রেণীর চায়ের দর এরূপ বিক্রয় হয়।—

আসাম ব্রুকার্স বি, পি ১২/০ হইতে ১৬/০ ব্রোকেন অরেঞ্জ পী, পি ১৬/১০ হইতে ১৯/০। উৎকৃষ্ট আসাম বি, পি ১/০ হইতে ২৮০ এবং পরিষ্কার কালো দুয়ার পিকো ১৬/- হইতে ১৯/১০।

প্রায় ১২,০০০ প্যাকেট গুঁড়া চা ও ৮,০০০ প্যাকেট অন্যান্য শ্রেণীর চা. নীলামী বাজারে

কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণদান ও দাদন

১৯৫১-৫২ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী অর্থদান ও ঋণের খাতে মোট ৯,৪৮,৪৫,০০০৲ টাকার সংস্থান করিয়াছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে :—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	অনুমিত ব্যয়ের	সংশোধিত বাজেট	অনুমিত বাজেট
	১৯৫০-৫১		
রাজ্য-সমূহ			
পশ্চিমবঙ্গ	৩,৩৮,৩৬	৪,১৩,০০	
বোম্বাই	১৩,১০,০০	১৪,৪৯,০০	
বিহার	১,১২,৬০	১,০৩,০০	
উড়িষ্যা	৪,৪০,০০	৬০০,০০	
পুনর্বাসন			
অধিক খাদ্য ফলাও	২,১৫,০০	১১,৮৫,৪৯	৮,০০,১০

পোর্ট ট্রাস্ট

কাণ্ডলা বন্দর	৩,০০
অন্যান্য ছোটখাটো বন্দর	১,০০
(রাজ্য খাতীত)	
রেলওয়ে বন্দর	
বিবিধ	
পুনর্বাসন সাহায্য অধিক	
খাদ্যের পরিচালক	৫,৩০,০০
মুদ্রিত্রাণ উদ্বাস্তু কল্যাণ	১, ২০,০০
কৃষিঋণ নিম্ন রেট	
বিশেষ অবাঞ্ছিত অন্তর্ভুক্তি	৩,৩০
অর্থসাহায্য বাবদ মোট	
কর্পোরেশন	৪৭,৮৮ ১৩,৫০
অন্যান্য কোম্পানীগুলিকে অগ্রিম বাবদ ঋণের	
টাল কর্পোরেশন অব	
রেলওয়ে	১,৪০,০০ ১,৪০,০০

খোলা করিয়াছে যে সরকার বিক্রয় আদেশ দিলে সুবিধাজনক দরে চিনি বিক্রয় করিতে পারিবে। রাপুর আমোড়া ও মোরীনগরের মধ্যকার দর যথাক্রমে ৪৯৲ টাকা ও ৫০৲ টাকা। হীরাট জিলার মৌলা মিল ব্যতীত অন্যান্য সকল মিলই খোলা বাজারে চিনি বিক্রয়ের সুবিধা লাভ করিয়াছে।

কাশপুর হীরাট, মুকুন্দনগর ও রাপুরের বাজারে অগ্রিম লেন দেন ও কম হয় নাই। কাশপুরে অগ্রিম সপ্তাহের বাজারে ৫৭৯০ আনা হইতে ৬০৲ পর্যন্ত দরে ৫৫ হাজার বস্তা চিনি ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। উহার প্রেক্ষিতে, পক্ষকাল ৮০ আনা আর উৎপাদন কাশপুর বাজারজাত হইয়াছে এবং মিল গুলি ২৫/- আনা মূল্যের দর করা হয় দিয়েছে।

উক্ত প্রদেশ রাজ্য সরকার চিনি শিল্প উন্নয়ন বাহিনের উপদেষ্টক বাবদে বাজারে গুড়ের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঘাটতি অঞ্চলে চাহিদার তীব্রতা অনুভূত হয়। কিন্তু চলাচল ব্যবস্থার বাধাগুলি এখনও আশে পাশে। রাপুর হইতে সামান্য পরিমাণ গুড় পাঞ্জাব, দিল্লী, ও উত্তরাঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ ও অন্য প্রদেশ দক্ষিণাঞ্চল হইতে গুড় আমদানি করিতেছে। ঘাটতি অঞ্চলে সংবাদে জানা যায় সরকারের নিয়ন্ত্রিত দর সম্পর্কে কড়াকড়ির ফলে ঐ সব অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত দরেই গুড় বিক্রয় হইতেছে। কাজেই ব্যবসায়ীরা অনুকূল সুবিধা দিলে সুবিধা নেয় না।

গুড়ের ফেরতকারী বাজার দর বাড়িয়া গ্রাম সরকারী সর্বোচ্চ দাম দরের কাছাকাছি হইয়াছে। প্রতিদিন প্রায় ৩,০০০ বস্তা গুড় বাজারে পৌঁছিতেছে

ছাড়া হয়। প্রথম দিকে ওজন-ভাগের চাহিদা প্রথম ছিল এবং পাইও প্রতি দর ৬ ১৩০ টাকিত হয়। কিন্তুটা কেনাবেচার চাহিদা কমিয়া যায় এবং সাধারণ ও মাঝারি ধরণের চায়ের দর ১৩০ হইতে ১/- পর্যন্ত কম পায়। নিম্নতম ধারে ক্রয় বিক্রয় হয়।—কাছাড় ব্রুকার্স গুঁড়া ১১/১০ হইতে ১৯/ ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আসাম গুঁড়া ১৬/।

খাদ্যশস্য

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকার খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক ২৪ টি পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। ইহাতে সরকার ৩৮ লক্ষ টাকা সাহায্যদান করিবে, ৫০ লক্ষাধিক টন অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করিবে

(শেষাংশ পরপৃষ্ঠায়)

শেয়ার বাজার

পাটজাতের বেচাকেনা

কলিকাতা, ২৩শে মার্চ—আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে মিশ্রমিশ্র ভাবে কাজ-কারবার হইয়াছে। বাকী তিন দিন খোলি হইলেও ইহার পূর্ণ উপলক্ষে বন্ধ ছিল। ভারতীয় মুদ্রার পুনঃ মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত গুজবের ফলে বাজারে ইতস্ততা ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই বিভিন্নতের কাজ কারবারের বেশীরভাগ অন্তুর ছিল এবং পাটকল বিভাগই বাজারে বেচাকেনা প্রবল করে। বাট্টাহার পরিবর্তনের গুজব সম্পর্কে বাজার বহু কালীন বন্ধ ইহা পর্যালোচনা করার ছিল।

সরকারী ঋণ পত্র

এই বিভাগে বন্ধের ইঙ্গিত ঘটে। ৭ সুদের [১৯৪৮] পরিবর্তনযোগ্য ঋণপত্র ২২৸৵ আনার কম বেশী হয়ে ক্রয়-বিক্রয় হয়। অন্যান্য ঋণপত্র নিরোক্ত ভাবে কাজ বন্ধ হয়। ৭ সুদের (১৯৪১-৪৮) ১০০৸৵ পাই, ৭ সুদের [১৯৪৮-৫৫] ৯৬৵, ৩½ সুদের (১৯৪৮-৭০) ১০৮/০ ও ৪ সুদের (১৯৬০-৭০) ১০৮/০।

ব্যাঙ্ক

পাঞ্জাব ন্যাশনালের বন্ধ ২৪৮—৪ অপরিবর্তিত ভাবে। ক্যালকাটা ন্যাশনাল ৯৬৵, ব্যাঙ্ক অব ৩৮৵ ও হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ১৯৯৲ পর্যন্ত বন্ধে বেচা-কেনা হয়।

পাটকল

এই বিভাগে চাহিদা বৃদ্ধি ঘটে। ন্যাশনালের ৩৯৲ পর্যন্ত উঠে। বাউরিয়া ও হিন্দুস্থান যথাক্রমে ৪০৬৵ ও ১৬৬/৩ অপরিবর্তিত থাকে। উচ্চ মূল্যের শেয়ারগুলির বন্ধ আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ার ৩০৲ হইতে ৩৯৯ টাকায় উঠে। বজবজ ৫১৲ হইতে ৫১৲ টাকা, ভেস্টা ৩১৫ হইতে ৩২৲ ও ফোর্ট গ্লোষ্টার ৪৯৲ হইতে ৫১৲ পর্যন্ত বর্ধিত মূল্যে হাত বদল হয়। বজবজ ও ইণ্ডিয়ার স্থায়ী সার্টিফিকেট যথাক্রমে ২১৯৲ ও ২৪৬৲ টাকায় দাঁড়ায়।

কয়লা খনি

এই বিভাগে কাজকারবার সীমাবদ্ধ ছিল। বেঙ্গল ৪৮৲ পর্যন্ত হয়ে হাত বদল হয়। বিরাকর ১৪৬৵ বেচাকেনা হয়। মেট্টাল ইণ্ডিয়া ও অয়েলার্ণ মেটাল বন্ধ সামান্য কমিয়া যথাক্রমে ৮/০ ও ৭/০ হয়। আজিজর বন্ধ বন্ধ সপ্তাহের ১২৯৲ হইতে কমিয়া আলোচ্য সপ্তাহে ১৬৯৲ স্থিতি লাভ করে।

চিনিকল

বলরামপুর ও রামপুরিয়া যথাক্রমে ৭৮/০ ও ২০৵ আনার হাত বদল করে। বেলসুন্দের বন্ধ কমিয়া ৮৬৵৩ দাঁড়ায়।

কাগজের কল

এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য বেচাকেনার কলে বন্ধের অবনতি ঘটে। বাজার বন্ধের দিকে কাজকারবারে কিছুটা উন্নতি লক্ষ্যের বন্ধের নিম্নগামীতা সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়। বেঙ্গলের ২৭৲ আনা হইতে ক্রমে চড়িয়া ২৭৬০ পর্যন্ত হয়ে বেচা-বেচা হয়। বালী ৭৯/০, বিড ডিস্ট্রিবিউটার্স ২/০ ও টীটাগড় ৬০৲ পর্যন্ত হয়ে হাত-বদল হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণের বন্ধ এ্যাডভিড ৩৮/০ হইতে ৩৯৯ পৌঁছে। পরে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯৲ পর্যন্ত উঠে। আমার পাঞ্জার বহুকালীন নিম্নে ৩৪/০ মার্কিয়া থাকে। জর্ণালস ও দুর্গাপুরী যথাক্রমে ১৯৲ ও ৮৬৲ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়। ভেলসের বন্ধ ১৯৬৲ হইতে ১৯৬/০ পর্যন্ত উঠানামা করে।

বিবিধ

এই বিভাগে কাজকারবার বন্ধ ৫৩৲ হইতে ৫৮৲ টাকায় চাঙ্গা হয়। ইণ্ডিয়া ম এ্যাসুবিনিয়ম ১৫৯৲ টাকায় স্থির ছিল। অটিন হার্পারের বন্ধ ১ ৸ ৩৪.৩ ১৯/০ পর্যন্ত উঠানামা করে। বি, আই সি ২৬/০, ব্রিটিশ কর্পোরেশন ১৮৬/০ ও টীটাগড় ৩৯৬৲ আনা পর্যন্ত হয়ে ৫/০ হইতে হাত বদল হয়।

বাজারের ভাবভাব

সরকারী ঋণপত্র—৭ সুদের ঋণপত্র ১২৯৬/০ ; ৭½ সুদের (১৯৪৮) ১১৯/০ ; ৭ সুদের (১৯৪৬) ১১৬/০ ; ৪½ সুদের (১৯৬০-৭০) ১০৮/ ও ৪½ সুদের (১৯৪৮-৭০) ১০৮/০। ব্যাঙ্ক—এলাহাবাদ [প্রেফারেন্স] ১৪১৲ ; ব্যাঙ্ক অব ৩৮/০ ইণ্ডিয়াইটের ৭৯৲ ও হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ১৯৯৲। চাপরের কল—বিড়লা ৪৩৲ ; ভাদপুর ১০৲ ; বালী ১৯/০ ; মহালক্ষ্মী ১৬৲ ও বেঙ্গোলাস ২৭৯৲। খনিজ খনি—বেঙ্গল ৪৮৲ ; এমালগামেটেড ৩৮৲ ; বরাকর ১৪৯৲ ; মেট্টাল ইণ্ডিয়া ৮/০ ; চুরুলিয়া ৬৲ ; টীটাগড় ১৪৲ ও ডালে ১৭৬/০। পাটকল—আমরুপাড়া ৩৩৲ ; অকল্যান্ড ১৮৫৲ ; বেঙ্গল ১৩৯৲ ; বিড়লা ৪৯৲ ; চৌরীপুর ৪৯৬৲ ; ভিক্টোরিয়া ২৩৬৲ ; ন্যাশনালটীন ২৩৫৲ ও ওরিয়েন্ট ১৮২৲। খনি—বর্ণা কর্পোরেশন ৩৮৲ , কলসলিডেটেড ১৯/০ , ইণ্ডিয়া কপার ৩৮৲ ও কল্যাণপুরা ডেভেলপমেন্ট ২২৯৲। ইঞ্জিনিয়ারিং—জয়শ্রিয়া ১৯৯৲ ; বার্ণ কোম্পানী ৩২৯৲ ; টীল কর্পোরেশন ২৯৬/০ ; ইণ্ডিয়া আয়রণ [প্রেফারেন্স] ১০৯৲ ও স্টীল ১৬৮৲ ; বিবিধ—এ্যাসুবিনিয়ম কর্পো ৫৬/০ ; এক্সেল ইণ্ডাস্ট্রিজ ৩৮/০ ; ক্যালকাটা টীমস্ ১৫৮/০ ; ইণ্ডিয়া কেবলস্ ২৩৲ ; মেট্টাল বক্স ১৯৮/০ ও ইণ্ডিয়া এ্যাসুবিনিয়ম ১৪৯৲ ও বি, আই কর্পোরেশন ১৯৬/০।

(পৃষ্ঠাংশ ৪৮৩ পৃষ্ঠায়)

ব্যাঙ্ক অব বোম্বাই বিক্রয়ের ব্যাপারে ৪০ লক্ষ টাকা মূল্য নির্ধারিত হয়েছে। আমাদের পরিচালকবর্গ, বিলাত উত্তর প্রদেশ, প্রভৃতি ১১টি প্রদেশের জন্য এই পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নূতন শাহ ডাইরেক্টরি অনুযায়ী ব্যাঙ্কের অফিস শেয়ারে দুই বৎসর ২১ টাকার টীকা সাময়িক পাকিস্থানে হইতে পাইবেন। ১৯৫১ সালের জন্য ব্যাঙ্কিং হইতে অর্থ টীকা টীকিট পাওয়া যাইতে পারে। সরকার এর অধিকে টীকাধারক শেয়ার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ভাদা ও বিশেষ টীকাধারীদের। এক-দিন বন্ধ বন্ধ প্রতি ব্যবসায় ১৯৮/ হইতে ১৯৮/১০ পর্যন্ত উঠানামা করিয়াছে। বন্ধের শেয়ার চাউলের এক-দিন বন্ধ ১১৯৬/০ পাই ২২৮/ আনা পর্যন্ত উঠানামা করিয়াছে।

মালটানা গাড়ী যাঁদের আছে তাঁরা জেনে রাখুন !

যে আপনাদের সবচেয়ে ভারী বোঝা বহন করতে এই দুটি হচ্ছে সেরা টায়ার। আর অন্য যে কোনও টায়ারের চাইতে এরা চলেও অনেক বেশী মাইল

সব সময়েই ব্যবহার করবেন গুডইয়ারের তৈরী

এস্-রিব্—সবচেয়ে শক্ত ট্রেড্ সহজে ক্ষয় হয় না। বড় এবং ভারী বোঝা নিয়ে অনেক বেশী দূর পর্য্যন্ত বহন করতে পারে, তাই মাইল প্রতি এই টায়ারের দাম পড়ে অনেক কম।

রোড লাগ্—রয়েছে মজবুতভাবে তৈরী বেশী টায়ারে যা দৃঢ়ভাবে মাটি আঁকড়ে থাকে। রাস্তায় অথবা যেখানে রাস্তা নেই সেখানেও চলতে এর জুড়ি নেই। এই টায়ার সহজে কেটে যাওয়া, ছেঁড়া বা অন্য অথবা অন্য কোন রকমভাবে নষ্ট হয়ে যায় না।

গুড-ইয়ারের ট্রাক টায়ার ব্যবহার করুন—এতে অনেক খরচ বাঁচবে।

ইংলিশ প্রেস, ১১-১৩এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে কানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, মুদ্রিত
[illegible] হইতে

Regd No. C3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৪৯ সংখ্যা] [মূল্য ।০

সূচী

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৪৮১	৪। পশ্চিমবঙ্গের বাজার	
উদ্বাস্তু উৎখাত		উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি	
		তিসি ও মাখনের	
		চা	
	৪৯১	৫। শেয়ার সংবাদ	
		৬। কয়লা-খনি শ্রমিক কল্যাণ	
		৭। বৌথিক	
		আইন কর্পোরেশন	
		ডানলপ রাবার কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ	
৩। আন্তর্জাতিক সংবাদ	৪৯২	৮। শেয়ার বাজার	৫০০

উদ্বাস্তু উৎখাত

সম্প্রতি অনধিকারী উদ্বাস্তু বিভিন্ন কেন্দ্র করিয়া রাজ্যজোড়া বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই উদ্বাস্তু বিল আজ হইয়াছে তাহাদেরই বিরুদ্ধে যাহাদের সর্বস্বপণ সংগ্রাম ও সংগ্রামের ফলে স্বাধীনতা হইয়া ভারতে স্বাধীন সূর্যোদয় উদয় সম্ভব হইয়াছে; যাহাদের গৃহ, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কৃতিকে ধ্বংস বিভাগের আগুনে পূর্ণাহুতি দিয়া ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত ও নিষ্কণ্টক করা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের সেই গৃহহারা, বাস্তুচ্যুত ও ছিন্নমূল অগণিত নরনারী তাহাদের জীবনের অবসান ঘটাইবার মানসে পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে ছিটে ফোঁটা জমি দখল করিয়া কোন রকমে মাথা গুঁজিবার ঠাঁই করিয়া লইয়াছে এবং সেখানে ইহারা সমাজ জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার ও তাহাকে জয় করিবার কঠিন সংগ্রামে প্রতিনিয়ত পর্যুদস্ত হইতেছে। সেখানে সরকার পুনর্বার গৃহহারা করিবার উদ্দেশ্যে আইন

ও উদ্ভোলন করিয়াছেন। উদ্বাস্তুদের অপরাধ অতের অজিতে উদ্বাস্তু বেআইনী দখল করে। ভূসম্পত্তি সম্পর্কিত আইনকে উদ্বাস্তু অমান্য করিয়াছে। কাজেই, সর্বাগ্রে আইন রক্ষা প্রয়োজন। পুরাণো আইনের আশ্রয়ে উদ্বাস্তুদের রাতারাতি উচ্ছেদ করা সম্ভব নহে। আদালত, মোকদ্দমা প্রভৃতি আইন বিধানের গতি খুবই মন্থর। ত্রুত ব্যবস্থা হইতেছে অভিনবত্বের অভিনবত্ব গ্রহণ এবং নূতন আইনে তাহাই করা হইতেছে।

অবশ্য সরকার প্রকৃত উদ্বাস্তু ও সুযোগ সন্ধানী এই দুই দলের মধ্যে সীমারেখা টানিয়া দিয়াছেন এবং সেযোক্ত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধেই আইনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে এই সীমা রেখার ক্ষেত্র অতীব সংকীর্ণ। সম্প্রতি বিভিন্ন দলের সহিত যৌথ আলোচনাকালে সরকারের পক্ষ হইতে উদ্বাস্তুর যে সংজ্ঞা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহাতে সুযোগ সন্ধানী বলিয়া বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের আদৌ সন্ধান মিলিবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং কি কারণে এবং কাহাদের স্বার্থে এতদী আইন সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে সে প্রশ্ন উত্থাপন করা নিরর্থক। ইহা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয় নাই। বিলের পুরোভাগে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কথাটি জুড়িয়া দিলেই আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও স্বরূপ ঢাকা পড়িবে না।

উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কিত সরকারী নীতির বিভিন্ন দিক সমালোচনা করিবার যথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও আমরা তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছি। গত কয়েক বৎসরেও সরকার যে ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ বা ব্যর্থ হইয়াছেন, সে ক্ষেত্রে বাস্তুহারাদের স্বীয় প্রচেষ্টায় সরকারী কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রতিপালন করিয়াছেন মাত্র। তবুও এ আঘাত কেন? ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার নির্মূল করিবার উদ্দেশ্য বাস্তুহারাদের ছিলনা ছিল না। এরাস্তু প্রাণ রক্ষার দায়ে এবং সরকারী ব্যবস্থার অভাবে ইহারা ছিন্ন সংসার গুছাইবার কাজে লাগিয়াছে। সরকার ইহাদের জমি বিলি করিবার ব্যবস্থা হইলে ইহারা সরকারের নির্দিষ্ট জমিতেই বসবাসের আয়োজন করিত। কাজেই, জমি ও বাস্তু সম্পর্কিত অভিনিয়ম সৃষ্টির দায়িত্ব পুরাপুরি সরকারের। আজ তাহা অস্বীকার করিতে যাওয়া এবং আইনী মারপ্যাঁচ সৃষ্টির অর্থ দাঁড়াইবে, "ভাত কাপড়ের কেউ নয়, কিন্তু কিল মারিবার গোঁসাই।"

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত সচিব শ্রীযুক্তের নিকট পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তু সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাত নীতির অভিযোগ করিলে তিনি প্রত্যুত্তরে জানান যে, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুগণ আর তথায় প্রত্যাবর্তন করিবে না, কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুগণ এখনও সে বিষয়ে মনস্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই এবং উভয়বঙ্গের সরকারদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা প্রমাণিত হইবে। শ্রীযুক্তের সঙ্গে একমত হইয়া আমরা ও বলিতে চাহি যে, উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের যে পরিচয় উহাদের ভাগ্যাহত জীবনে মিলিয়াছে যে ঘৃণ্য ছলনাহীন আঘাতে উহারা হিংসিয়া উঠিতেছে তাহাতে উহাদের কথা দুইটি কথাই হইতে অনেক দূরীভূত পড়ার সময়ও হইয়াছে। কাজেই অনন্যোপায় হইয়া কেহ কেহ হয়ত পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইতেছে। নূতন আইনে তাহাদের উচ্ছেদ যোগাইয়া উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া করিবার ব্যবস্থা হইতেছে কিনা কে বলিবে!

ইহা আমার জানা যে, বিভিন্ন দলের সহিত আলাপ আলোচনায় সরকার উত্থাপিত আইনের কিছু রদ-বদল করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং আইনের মূল উদ্দেশ্যকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজে নিয়োজিত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু আইনের এক ধারায় যাহা অস্পষ্ট রহিয়াছে সরকারী সুস্পষ্ট ব্যবস্থায় তাহা যে পরিণতি লাভ করিবে তাহাতেই সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিষ্কার হইবে। উদ্দেশ্য সাধনের সংযোজন দ্বারা আর যাহাই বোঝায়, তাহা কখনও সন্দেহাতীত নহে।

সর্বোপরি বিচার্য হইতেছে, উদ্বাস্তু সম্পর্কিত উদ্দেশ্য আইনের মধ্য দিয়া কি অপ্রকাশ্য সরকারী মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে। মনে হইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাস্তুহারাদের রাজ্যের বোঝা ও দায় স্বরূপ গণ্য করিতেছেন যে কয়েকজন উদ্বাস্তুকে পুনরায় জীবনক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, তাহাদের শ্রম, শক্তি ও মেধাকে দেশের স্বার্থে প্রয়োগ করিতে পারিলে এত বড় বিরাট অর্থনীতিতে আবার প্রাণসঞ্চার করা যাইত, তাহাকে কৃপার চোখে কৃপাপাত্রের প্রতি কৃপা বর্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নাগরিক ও অধিবাসীদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গাগত জনসাধারণের মধ্যে পার্থক্যের পরিসর যতই সংকীর্ণ করা হইবে ততই রাজ্যের ভবিষ্যৎ রক্ষিত হইবে। উদ্বাস্তুদের শরণার্থী আখ্যা দিয়া দূরে ঠেকাইয়া রাখা হইলে রাজ্যের অবিভাজ্য অংশ বিশেষকে পঙ্গু করিয়া পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি করা হইবে। আজ সেই সুস্থ ও সরল দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে ব্রতী হইতে হইবে, অন্যথা কোনরূপ বিকল বা বিকৃত মনোভাব চরম সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে।

প্রাসঙ্গিক

—১০০—

ব্যয় সঙ্কোচ

ভারতের মন্ত্রি ও পূর্ত-বিভাগের অযথা ব্যয় বহুল বিভাগগুলি সম্পর্কে ব্যয় নির্দ্ধারণ কমিটী যে সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন তাহা কার্য্যকরী করা হইলে ১,১৭,০০,০০০ টাকা ব্যয় সঙ্কোচ সম্ভবপর হইবে। উল্লিখিত বিভাগগুলিতে অপ ব্যয়ের ধরণ প্রায় একই প্রকৃতির। নূতন প্রেসের জন্য প্রায় বহুসংখ্যক মাসিক বাজেটভুক্ত হইয়া পড়িয়া আছে। ফলশ্রুতি, প্রেসের হিসাবপত্র বৎসরের শেষ হওয়ার অনেকপূর্ব্ব পাকিয়া যায়। কর্ম্মচারীদের বাসস্থানী ভাতার জন্য আবশ্যকতার কারণ অনেকেই পড়িয়া থাকে এবং অনেক কলিকাতা সোর্ট ষ্ট্রীটকে বাসস্থানের যেসকল বাবদ অনেক লক্ষ টাকা দিতে হয়। ছোট বড় যে কোন রকমের পরিবর্ত্তনের ব্যয় সম্পর্কে উপযুক্ত অনুমান বা পরীক্ষা করা হয় না। সর্ব্বোপরি কোন কোন বিভাগে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। অতিরিক্ত কোন কোন ক্ষেত্রে উপযুক্ত লোকের পরিবর্ত্তে অযোগ্যদেরই স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং বিভিন্নগুলির অন্য পারস্পরিক হেরফেরের ব্যবস্থা করিলে তাহা সত্ত্বে, একই বিভাগের বিভিন্ন শাখার অন্য পুনর্বহালের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই অনেক ক্ষেত্রে কর্ম্মচারী সঙ্কোচ পৌঁছিতে পারে নাই। কমিটীর প্রস্তাবে এই সমুদয় বিষয় উপাদানের আলোচিত হইয়াছে। কমিটীর কার্য্যকরী প্রস্তাব কেবল অল্প ব্যয় সঙ্কোচ বা কর্ম্মচারীর অযথা নিয়ন্ত্রণ করে নাই, পরন্তু যে কোন অনুপযোগিক পরিবর্ত্তনের অনুচিত ও প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব পত্র সরকারী পরীক্ষার জন্য দাখিল করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন হইলে নিরীহ বাজেটের পুনরাবৃত্তি নিরোধ করা সম্ভব হইবে। তাহাড়া অনুমিত ব্যয়ের উপর কি পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যয় নিযুক্ত কর্ম্মচারীর করিতে পারিবেন তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সরকারী মূলধন বিভাগের যে সব নূতন বিভাগ প্রস্তাবের মধ্যেকার বাদিয়া সিদ্ধান্ত বা যাহা সম্পূর্ণ বলেও করণ সাধারণে হয় নাই সে সব কঠিন বাস্তবিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে কার্য্যকরী করার প্রস্তাব হইয়াছে। মূলধন বিভাগের অধীনে এবং বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য একটী ঔকবিক্যাল কমিটী গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে এবং উহার ব্যয় বিষয়ে অধিকার ব্যয় নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে বিচার করিলে কমিটীর সুপারিশ প্রস্তাবগুলি সময়োচিত ও উপযোগী বলিয়া স্বীকৃতি দাবী করিতে পারে এবং সরকার সে বিষয়ে অবহিত হইলে একটী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কাজে বাস্তবায়ন ও উন্নত হইতে পারে।

প্রামাণিক চিত্র

সম্প্রতি 'এলিট' প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় কারুশিল্প সম্পর্কে ষ্টীমেক্স সেপার মিল কর্ত্তৃক গৃহীত অনুবেক্ষণী বা প্রামাণিক চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কাগজ তৈয়ারীর তাঁতা বাস্ সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃত উপাদান কার্য্যে পর্য্যন্ত কাগজ শিল্পের প্রতিটী স্তরই সুখানুপুঙ্খরূপে ও বিশদ ভাবে চিত্রায়িত করা হইয়াছে। চিত্রটির শিক্ষা মূলক অবেদন হাদয়ের প্রকাশ ভাবে ইহা চিত্তাকর্ষক ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। এ ধরণের শিল্প-সম্পর্কিত প্রামাণিক চিত্র প্রদর্শন বিভিন্ন হইতে ষ্টীমেক্স পেপার মিলের প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী করতে পারে।

সরকারী কৈফিয়ৎ

সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'বাটানের দুধ ও সরকারী কৈফিয়ৎ' শীর্ষক আমরা যে আলোচনা করিয়াছিলাম তাহাতে এ আশঙ্কাই প্রকাশ পাইয়াছিল, দুধের বিশুদ্ধতা পরিমাপক যা নির্দ্ধারক যন্ত্রকে কাঁকি দিবার কোন্ বা কোন উপায় কোথায় বিদেশে নিযুক্ত বাবসায়ীগণ প্রয়োগ করে কিনা এবং তৎসম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা কি? তাহার উত্তরে সরকারের দিক কমিশনার আমাদের জানাইয়াছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দুধের বিশুদ্ধতা পরিমাপক প্রচলিত পদ্ধতি বলিপরীক্ষা কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করেন। মহিষের দুধ সম্বন্ধে যাহাতে যে সর্ব্বনিম্ন মান তাঁহারা অনুসরণ করিয়া থাকেন তাহা হইতেছে, ফেলপেনার্থ পদার্থ ৯ ভাগ, অন্যান্য অংশ পদার্থ ১ ভাগ ও বিশেষ —১৩০। বিদেশে যাহা আইনের ইহার বেশী দাবী করে না। অন্য বলিপরীক্ষার কর্তৃপক্ষ যেন পদার্থের পরিমাণ পদার্থ ৭ ভাগ পর্য্যন্ত দাবী করিয়া থাকেন। বাটান হইতে দুধ সংগ্রহের জন্য যে ফুলিয়ার পাঠান হয় তাহাদের সততা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে তিনি জানাইয়াছেন, বলিপরীক্ষার দুধ পৌঁছিবার পর উহার তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা করিয়া তবে বাবসায়ীদের দাম শোধ করা হয়, কাজেই ঐ বিষয়ে আমাদের আশঙ্কা অমূলক বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। সর্ব্বশেষে তিনি জানাইয়াছেন যে, দুধ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সরকার ও তাহার আশপাশ হইতে বাটানগুলি প্রত্যাহার করিয়া আনার চেষ্টা চলিতেছে।

ভারতীয় সংসদ

কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থা

এক প্রশ্নের উত্তরে ডাক ও তার বিভাগের মন্ত্রী জনাব রফি আহমেদ কিদোয়াই বলেন, ১৯৫০ সালের প্রথম দিক হইতে কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হইবে।

ডাঃ মনোমোহন দাসের এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব কিদোয়াই বলেন, কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থার জন্য ১৩টি এক্সচেঞ্জ বসানো হইবে।

তিনি বলেন, কলিকাতা টেলিফোনের আধুনিক সেন্ট্রাল এক্সচেঞ্জের জন্য আনুমানিক ৩৫ লক্ষ ব্যয় হবে ১২ লক্ষ ২৮হাজার ই লক্ষ টাকা, বাড়ী নির্মাণ বাবদ ১০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্রয় বাবদ ৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ধার্য্য হইবে।

রাস্তা ও মোটর চলাচলের জন্য ব্যয়

ইমারতসহ পূর্ত বিভাগের এক প্রশ্নের উত্তরে যানবাহন বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে গাডগিল বলেন, রাস্তা ও সমস্ত স্থলপথ মোটর চলাচল বাবদ ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে ১৯৪৯-৫০ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ৫৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

তিনি বলেন, এই তিন বৎসরে রাস্তা মেরামত প্রভৃতি ও কেন্দ্রীয় সড়ক তহবিলে দান বরাবর কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ১৮ কোটি ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

পাট উৎপাদন সম্পর্কে পরীক্ষা

এক প্রশ্নের উত্তরে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাষের পাট উৎপাদনের জন্য জমি ও জলের উপযোগিতা সম্পর্কে পরীক্ষা করিতেছেন। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুরে পরীক্ষার জন্য ছোট-খাট আস্তানা আছে।

নবগঠিত শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রশ্ন

নবগঠিত শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তিতে পরিণত করার বিষয়টি সম্পর্কে সরকার কোনরূপ চিন্তা করিতেছেন কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী শ্রী এম কে গাডগিল জানান যে, সরকারের ঐরূপ কোনও পরিকল্পনা নাই।

শ্রী গাডগিল আরও জানান যে, নবগঠিত শিল্পের বৃদ্ধির জন্য সরকারী সাহায্যের কারখানাগুলি পুনর্গঠনের বিষয়টি সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। ১৯৪৯ সালে সরকারী কারখানাগুলি হইতে কোটি ১৪ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ বৎসরে বেসরকারী কারখানাগুলি হইতে ৩ কোটি ৫ লক্ষ মণ এবং অন্যান্য ছোটখাট লবণ শিল্পালয় হইতে ১৩ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ বৎসরে আমদানি হইতে তিন লক্ষ টন এবং পাকিস্তান হইতে দেড় লক্ষ মণ লবণ আমদানী করা হইয়াছিল।

ট্রাক্টর সাহায্যে পতিত জমি উদ্ধার

একটি প্রশ্নের লিখিত জবাবে খাদ্যমন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সী বলেন, ১৯৫০ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ বৎসরের মধ্যে সরকার ৩৫টি ট্রাক্টরের সাহায্যে ৩০ লক্ষ একর অনুপযোগী জমি উদ্ধার করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম দফায় ট্রাক্টর বোম্বাইয়ে উপনীত হয় এবং শেষ চালান আসে ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ১৯৫১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মুক্তম ট্রাক্টর সাহায্যে মোট ১৬ হাজারের পতিত জমি উদ্ধার করা হইয়াছে এবং অতিরিক্ত পুরাতন ট্রাক্টরের সাহায্যে আরও ১,৪১,৪৯২ একর জমি উদ্ধার করা হইয়াছে।

মন্ত্রী মহোদয় আরও বলেন, সেন্ট্রাল ট্রাক্টর অর্গানাইজেশন এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার ১৯৫০-৫১ সালে ৬,৫৫,০০০ একর পতিত জমি উদ্ধার করিয়াছেন। ১৯৫১-৫২ সালে ৬,১৪,০০০ একর জমি উদ্ধার করা হইবে স্থির হইয়াছে।

গ্ল্যাডষ্টোন লায়েল

এণ্ড কোং লিমিটেড

৪, ক্লেয়ারলী রোড, কলিকাতা

টেলিফোন : বাঘ ২২৩১—২২৩৪।

টেলিগ্রাম : বাঘ

ইমার এজেন্টস্

বি সিটি লাইন লিঃ

এলায়ান্স এণ্ড বাকুবাল এস এস কোং লিঃ

বম্ লাইন লিঃ

ইম্পোর্টারস্ ও ইঞ্জিনীয়ার্স

কলের বাবতীয় সরঞ্জাম

বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রাদির জন্য

অগ্নি নির্ব্বাপক

বীজাণুনাশক

ডি, ডি, টি গোত্রীয় জাতীয় রাসায়নিক

বাষ্পীয় (বাষ্প)

জেনারেল এজেন্টস্

ফেক এণ্ড কোং লিঃ

(চিনি ও মদ প্রস্তুতকারক)

ষ্ট্রট ইণ্ডিয়া ব্লাইচিং কোং লিঃ

ক্যালকাটা স্যাণ্ডিং এণ্ড শিপিং কোং লিঃ

(লাইটারেজ)

ইন্সিওরেন্স ও লয়েড এজেন্টস্

পণ্যদ্রব্যের বাজার :—

উদ্বেগজনক খাদ্য পরিস্থিতি

—০০০—

দেশের খাদ্য সংকটের পরিস্থিতি ও উহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চতুর্দিকে উদ্বেগ ও আশঙ্কার আশঙ্কা প্রকাশ পাইয়াছে। গত ১৯শে জানুয়ারী খাদ্য মন্ত্রীর বেতার-বক্তৃতায় দেশের পরিস্থিতি পূর্ব-বিবৃতি পর্যায়ে ফিরাইয়া আনার পরিবর্তে প্রায়শঃ বাস্তবে হইয়াছিল। অর্থাৎ পঞ্চতরা যে ২৫ লক্ষ টন চাউল কমানো হইয়াছিল তাহা পুরণের পরিপূরক করা হইবে—এ আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। ফলেই পরিস্থিতি ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সরকারী অভিপ্রায় পূরণ বিলম্বিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহাতে ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য দান করা সম্পর্কে আমেরিকা যে দীর্ঘসূত্রী অবাস্তব প্রদর্শন করিতেছে তাহাতে অবস্থা আরও ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করিবার সম্ভাবনাই বেশী।

ভারত পূর্বেকার আশ্বাসেই আমেরিকার খাদ্য-দান কিছুকাল যাবৎ বেশী পরিমাণ চালান যাইতেছে। অধিকন্তু আশু চলাচল ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি দূরীকরণ দ্বারা কিছুটা অপ-সারিত হইলেও খাদ্যশস্য সম্পর্কে অত্যাবশ্যকের প্রকৃতি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ভারত সরকার ইতিমধ্যে সমগ্রদিকটি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া কি পরিমাণ খাদ্যশস্য কি সর্তে ভারতকে সরবরাহ করিতে সম্মত তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়াছেন; কিন্তু এযাবৎ ঐ সম্পর্কে উহার নিকট হইতে সন্তোষ জনক কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি টোকা সরকার পাটের বিনিময়ে ভারতে খাদ্যশস্য সরবরাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

পাক-ভারত চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান ভারতকে ৭৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য চলতি বৎসরে সরবরাহ করিবে। পাকিস্তান হইতে দ্রুত সংগ্রহের আয়োজন হইলে আশু প্রয়োজনীয় বিদেশ হইতে কিছুটি পাওয়া যাইতে পারে। ভারত আন্তর্জাতিক বাজার হইতে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য ক্রয় করিয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসের চলাচল ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি দূরীকরণ দ্বারা আমদানি বিশ উৎপাদন করিতেছে। চাউল সম্পর্কে বর্মা সরকারের সঙ্গে সাম্প্রতিক আলোচনা চালাইবার জন্য ভারতের বাণিজ্যিক সরকারের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন।

পৃথিবী ব্যাপী অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন সম্পর্কে প্রত্যেক রাষ্ট্র স্বীয় স্বার্থানুকূল মনোভাবের পরিচয় দিতেছে। প্রত্যেক রাষ্ট্র দুইটি বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছে। সে দুইটি বিষয় হইতেছে, বিদেশ হইতে খাদ্যশস্যের প্রকৃত চাহিদা ও বিদেশী প্রয়োজন মেটার স্বল্প-সম্পূর্ণতার নীতি। ইহারই পরিণামে একদিকে যেমন মাইতি ও অসন্তোষ বৃদ্ধি। ফলেই, ভারত সরকার বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতিতে বা কিপ্রকার সাহায্য বহির্বিশ্ব হইতে আশু সংগ্রহের চেষ্টা না করিলে পরে যত চেষ্টাসত্ত্বেও নিরাশ হইতে পারেন। বিদেশের সরকার ভারতকে ৩০ লাখ টন চাউল সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এ সম্পর্কে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

১৪ই মার্চে সমাপ্ত সপ্তাহে ভারতে বহির্দেশ হইতে ৯৪,২০০ টন খাদ্যশস্য আমদানী করিয়াছে। ১৯৫১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে এযাবৎ বিভিন্ন খাদ্যশস্যের আমদানি পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে নিম্নরূপ :—গম—৩,৮৩,৪০০ টন; মকাই—১,১০০ টন। চাউল—১,৫৩,৯০০ টন ও মাইলো ১,০৬,২০০ টন। মোট খাদ্যশস্যের মোট পরিমাণ—১১,০২,৩০০ টন।

চিনি ও গুড়ের বাজার

চিনির ঘোলাবাজারে কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাই বাজারে ও বাজার বস্তা চিনি প্রতি বস্তা ১৮৫৲ হইতে ১১০৲ টাকা পর্যন্ত দরে বিক্রয় হইয়াছে। কানপুরের প্রায় ২২ বাজার বস্তা চিনি মন বস্তা ৩৯৫০ হইতে ৪০৲ টাকা দরে অধিক পরিমাণ বাজারে ছাড়া হইয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলের দর বস্তা দর বিবরণ—দৌরাই—৪১০ : দিল্লী ৪৭৲—৪৯৲ : রামপুর—৪০৲ কলিকাতা—৩৯৲-৪৩৲ ও মাদ্রাজ—৪৯৲।

চলতি মরশুমে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত কলওলিতে চিনি উৎপাদন গত বৎসরের অনুরূপ সময়ের ৮৯,৩২,০০০ টনের স্থলে ২,৩৮,০০০ টন হইয়াছে। ঘোলা বাজারে চিনি বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে মরশুমাত্মিক হারে চাপ পাইবে। চিনির বিভিন্ন বাজারে দর বস্তা দর দিল বিবরণ কলিকাতা—৩৪৪/- : বোম্বাই ৩৯০ ; মাদ্রাজ ৩৪৬/- বারাণসী ৩৪৪/১ দৌরাই—৩৩৯০ ; ফারুখাবাদ ৩৩৲ ও কানপুর ৩৪৮/-

দৌরাই ও কানপুরে অধিকাংশ কাজ কারবার হইয়াছে পূর্বাহ্ণে। গত সপ্তাহে কানপুর বস্তুত অনুপস্থিত হইয়াছে ১,০৪০ বস্তা। নিম্নোক্ত দরকারী হারে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে :—

কানপুর ৩৪৬/-, দিল্লী ৩৯০ ও দৌরাই ৩৫৲ টাকা।

আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় ২৫,০০০ প্যাকেজ বিদেশের চা বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয়। ভাল চায়ের চাহিদা অনুভূত হয় এবং ১ পাউণ্ড প্রতি ।৵০ হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত দর হয়। নিম্নোক্ত হারে বিভিন্ন বন্দরের জন্য বিক্রয় হইয়াছে :—

নিকট প্রেষ্টর মার্কারি বি, পি, ১১০—১৪১০, মার্কারি আসাম বি, পি, ১৬৬/১০, উৎকৃষ্ট প্রেষ্টর অসেম বি, পি, ২৶০—২৶০ ও পরিষ্কার কালো পিকো ১৬৬/১০—১৬৶০।

প্রায় ২২,০০০ প্যাকেজ গুড়া চা ও ১০,০০০ প্যাকেজ পাতার প্রেণীর চা আজাতবীণ বাজারে ছাড়া হয়। ইহা ছিল নিম্নরূপ :—কালো ফুলার্স গুড়া ১৪/১০—১৪৶০ ও উৎকৃষ্ট আসাম গুড়া ১৲ টাকা।

অপর পক্ষান্তরে ইণ্ডিয়া টি এসোসিয়েসনের ২ বাজারে উচ্চ দর্শা চাইলের বিনিময়ে চা প্রেরণের অনুমতি দিয়াছেন।

The Imperial Tobacco Company of India Limited, Successors to W. D. & H. O. Wills, Bristol & London. Cigarettes made in India.

সংবাদ সঙ্কলন

—১০:—

জয়াত শুল্ক ও আবগারী রাজস্ব

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত জানুয়ারী মাসে (১৯৪১) তামাকে জন্ম ও ব্যবসায়ে শুল্ক বাবদ মোট ১৮ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। উহার মধ্যে আমদানি শুল্কের পরিমাণ ১০ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা, এবং রপ্তানি শুল্কের পরিমাণ ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা, এবং মূল শুল্কাদির পরিমাণ ৩১ লক্ষ টাকা। ঐ মাসে মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতির উপর আবগারি শুল্ক বাবদ ৫ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

১৯৪০ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত দশ মাসে ১১৯ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা তামাকের বাবদ হইয়াছে। উহার মধ্যে আমদানি শুল্কের পরিমাণ ৮৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, রপ্তানি শুল্কের পরিমাণ ২৮ কোটি ২২ লক্ষ টাকা এবং কাষ্টম ও বিবিধ মদের আয়ের পরিমাণ ৫ কোটি ৪ লক্ষ টাকা এবং আবগারি শুল্কের পরিমাণ ৪৯ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা।

জয়পাত ও বিমানপথে ডাকবিভাগ

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারী ও বেসরকারী সূত্রে জলপথে ও বিমানপথে ভারতের যে বাণিজ্য চলিয়াছে তাহার আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে, এই মাসে আমদানী অপেক্ষা ৯ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার পণ্য-দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

ফেব্রুয়ারী মাসে বাণিজ্যের হিসাব—পণ্য রপ্তানী—৯০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। পূর্ব্বমাসী —২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা; আমদানী—৫১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা; মোট বাণিজ্য ১৪১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা।

১৯৪১ সালে জানুয়ারী মাসে ভারতের উপর দিয়া পৃথিবীর যে বাণিজ্য চলিয়াছে তাহার বিবরণ—পূর্ব্বগামী—২ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা; আমদানী ৪ লক্ষ টাকা। এই হিসাব প্রথমবার হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

মুদ্রাঙ্কন সামগ্রীর বাণিজ্যের হিসাব

রপ্তানী।—মোদা—২ লক্ষ টাকা; তারেলী মোট—৯ লক্ষ টাকা। আমদানী—মোদা—নগণ্য, তারেলী মোট—৪১ লক্ষ টাকা।

ঋণ বিনিময় কার্য্যের অগ্রগতি

দিল্লীতে ভারতীয় ঋণ বিনিময় প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় বাণিজ্য ও শিল্পের উপদেষ্টা শ্রীযুক্ত পি, পি, কারমাইকেল বলেন যে, এ পর্য্যন্ত ১৮০টি ঋণের দরখাস্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, ৩৩টি মুলতুবি রহিয়াছে এবং ৫৭টি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইয়াছে। অনুপর ১৩০টি প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে এবং ১১৪টি ঋণের দরখাস্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই সাফল্যের জন্য পরিষদকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া শ্রীকারমাইকেল বলেন যে, ভারতীয় ঋণের পুঁজিকার প্রায় এক লক্ষ পঞ্চ অর্থাৎ গত ৫বৎসরের পাঁচ গুণ এ পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছে এবং ইহাতে ২০,০০০ টাকা আয় হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, ভারতীয় ঋণ ক্রমশঃ অধিকতর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতেছে। তিনি বলেন যে, সরকার পরিচালিত অথবা নিয়ন্ত্রিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহও ভারতীয় ঋণ ব্যবহার করার ব্যবস্থা হইবে।

ব্যাঙ্কিংএর মহাজনির উৎকর্ষের আলোচনা করিয়া শ্রীকারমাইকেল বলেন,ভারতীয় ঋণ অনুযায়ী যে সকল ব্যাঙ্কিংএর নামের ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে সেইগুলির চাহিদা খুব বেশী এবং এইগুলি গঠনে বিদেশ হইতে এ পর্য্যন্ত কোনও আহ্বানের আসে নাই। পুরাদমি বিশ্বাসকার্য্যে ব্যবহৃত ইস্পাতের উৎপাদন ও আমদানির বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের যে পরিকল্পনা এই প্রতিষ্ঠান করিয়াছে তাহা কার্য্যকরী হইলে ইস্পাত বৈদেশীক বাণিজ্য প্রায় ২ কোটি বাড়িয়া যাইবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, বিভিন্ন মুদ্রামানের মধ্যে নির্ভরযোগ্য সম্পর্ক এবং ঋণের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বের মর্য্যাদা উদ্ধার যোগাযোগের জন্য এই প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে।

বৈশাখী ডাকার উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতীয় লাক্ষা শুল্ক তদন্তি। আবহিক হিসাব অনুযায়ী ভারতীয় সমগ্র ডাকে বর্ত্তমান বৎসরে ১,১৫,০০০ মণ বৈশাখী লাক্ষা উৎপন্ন হইবে; গত বৎসর মোট ৯,১০,০০০ মণ বৈশাখী লাক্ষা ডাকে উৎপন্ন হইয়াছিল। বিগত ১৯৩৯ সনের পূর্ব্ববর্তী দশ বৎসরের উৎপাদন অনুযায়ী ডাকের প্রতি বৎসর গড়ে ৯,৪৮,০০০ মণ বৈশাখী লাক্ষা উৎপন্ন হইয়াছে। লাক্ষার বর্দ্ধিত মূল্যের দরুণ উৎসাহিত হইয়া লাক্ষা চাষিগণ অধিক পরিমাণ মুকে উহার চাষ করে। তাহা ছাড়া, বর্ত্তমান বৎসরের আবহাওয়া লাক্ষা চাষের বিশেষ অনুকূল থাকায় লাক্ষা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে।

গত বৎসর ডাকে মোট ৪০,৮০০ মণ অঘ্রাণী বা ফুসুমী লাক্ষা উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববর্তী আনুমানিক হিসাবে উহার পরিমাণ মোট ৩৯,০০০ মণ ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। উহার আনুমানিক বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ মোট ১,৪৪০০০ মণ।

রপ্তানী দ্রব্য আবগারি

শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বর্ত্তমানে ৪নং অথবা সাধারণ লাইসেন্স অনুসারে একমাত্র পাকিস্তানই বীজ বাতীত অন্যান্য দেশে রপ্তানি করিবার জন্য প্রেরিত রপ্তানি বিলাসুলা প্রেরণ করা হইলে আবগারীর জন্য কোন প্রকার লাইসেন্স লইবার প্রয়োজন হয় না। তবে এক লক্ষে ১৪০৲ টাকার বেশী মূল্যের রপ্তানি প্রেরণ করা চলে না।

বর্ত্তমানে রপ্তানি মূল্যের প্রতি লক্ষ টাকায় ঐ মূল্যের উপর শীর্ষ ১৪০৲ টাকা হইতে বাড়াইয়া ২৫০৲ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

যে বাঙ্ক আছিবে কেবলই অন্ ইণ্ডিয়ার এক উল্লিখিত সংখ্যায় এই মর্মে এক নোটিশ প্রকাশ না হইয়াছে।

ভারতে বিমান চলাচল

ভারতের আভ্যন্তরীণ বিমান প্রতিষ্ঠানগুলি ১০ সালে ৪১০ লক্ষাধিক যাত্রী বহন করিয়াছে। চলিত বর্ষে ১২৪০ জন যাত্রী যাতিত হইয়াছে। এই বৎসরে বিমানগুলি নির্ধারিত পথে ১১৯,১০৩ মাইল অতিক্রম করিয়াছে এবং ১,০৬,৭৪৫ পাউণ্ড মাল ও ৮৫,৫৬,১৪৪ পাউণ্ড ডাক বহন করিয়াছে। ১৯৪১ সালে বিমানগুলি ১৮,৫৪৪ মাইল অতিক্রম করে এবং ১,২৯,৯১,০ পাউণ্ড মাল ও ৪০,৩১,১৮০ পাউণ্ড ডাক বহন। যাত্রীর হার শতকরা ২৭ ভাগ, মালের শতকরা ২৪৬ ভাগ এবং ডাকের হার শতকরা ৩৭৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

যুদ্ধের পর হইতে বিমানযোগে যাত্রী চলাচলের হার ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। ১৯৪৬ সালে যাত্রীর সংখ্যা ছিল ১০,৪,২৪১। ১৯৪৭ সালে বাড়িয়া ২,৫৪,৯৮০ এবং ১৯৪৮ সালে ১৮৬ হয়। ১৯৪৯ সালে যাত্রীর সংখ্যা আরও ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বৈশ বিমান ন অবরুদ্ধ করার পর বৎসরে যাত্রীর সংখ্যা এক লক্ষ বাড়িয়া যায়। "এয়ার ইণ্ডিয়া" ও রোথাইয়ের মধ্যে এবং দিবাভাগে এডিনে-লিণ্ট দিল্লী ও মাদ্রাজ এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ মধ্যে নৈশ-বিমান চলাচল প্রবর্তিত প্রচার পূর্বে প্রায় ১১ জন যাত্রী বহন করা সর্বকালে চলাচল বিভাগের অধীনে ৭২টি ঘাঁটি রহিয়াছে। বৈশ বিমান চলাচলের ব জন্য বোম্বাই, আমেদাবাদ, বরোদা, চাঙ্গুলিয়, পুনা ও আলাহাবাদে ৬টি সংযোগকেন্দ্র স্থাপন হইয়াছে। ইহা ছাড়া, গত বৎসরে বিভিন্ন রাজ্যের বিমট হইতে ১৬টি নূতন বিমান-ঘাঁটি-গ্রহণ করা হয়।

জাহাজ মূল্য তালিকা

ণ্ডেট অব্ ইণ্ডিয়ার প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে সরকার ১৯৫০ সালের জন্য সরবরাহ ও মূল্য অনুসারে জাহাজ মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য ী প্রদর্শন সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছেন। এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এইরূপ নিয়ম করা হ যে, যে সকল ক্ষেত্রে প্রথাদির উপরই মূল্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে পরিচালকগণ ইচ্ছামতো অথবা স্থানীয় প্রচলিত জাহাজ অথবা উহার জায়গাই নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

উক্ত আইন অনুসারে জাহাজ মূল্য তালিকা প্রকাশের দিন হইতে তিন মাসের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফীসহ প্রত্যেক জাহাজ মূল্য ইচ্ছামতো বা স্থানীয় প্রচলিত জাহাজ বা উহার জায়গা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

১৭৭৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের বিশ-পর্যায় মার্টিন বার্ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের সুপরিচালিত অগ্রগমন এক হিসাবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। সামান্যের স্থানিমাণে, আধুনিক বন্দরের অফিস ও বাসভবন নির্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট উৎপাদন কার আর এগাই এশিয়ার বৃহত্তম ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন চালাই কারখানার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও সেতু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও ভাইট রেল, তৈরী করে মাল-গাড়ি। সুরোজের পূর্বাঞ্চলে শীঘ্রই তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানাও এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁচের ও টীনামাটির জিনিস, রেল ভাইব, পাইপ ও ফিটিং, জল, গ্যাস ও ময়লা নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত চালাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের অর্ঘ্যযোগ ছড়ানো। সামান্য পেরেক থেকে ভারী গাড়ি, বাসগৃহ বা অফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (যন্ত্রপাতি সমেত) এক গ্যালন রঙ অথবা ভারি জাঁতা—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পায়নের পর্যায়ভুক্ত যে কোন জিনিসের প্রয়োজন হলেই বিরাট টিকানায় খোঁজ করুন।

১২, মিশন রো, কলিকাতা—১।

এই তালিকার কোথাও অবশ্য ইহাও প্রকাশিত আছে যে, সাইকেল, সাইকেলের টায়ার ও টিউব, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ঔষধ লোহা, কোরা ব্লেড, ট্যাবিং-এর প্রয়োজনীয় ক্যাম্বি, ব্লাডকো, ব্যালিংস্, কাউ এণ্ড গেট বিল্‌স্ এবং অন্যান্য বিল্‌সের সাইকারী ব্যবসায়ীদিগকে একত্রভাবে মূল্যের মূল্য তালিকা টাঙাইয়া রাখিতে হইবে। প্রত্যেক খুচরা ব্যবসায়ীদিগকেও অনুরূপ মূল্যের তালিকা টাঙাইয়া রাখিতে হইবে।

ভারতে পাট উৎপাদন

দেশ বিভাগের পর হইতে ভারতের পাট উৎপাদনের পরিমাণ ও পাট-চাষের জমির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে; অবশ্য পাট-সম্পর্কে আমদানিকারীদের হইতে এইরূপ বিশেষভাবে জোর করিতে হইবে।

দেশ বিভাগের সময় ভারতে পাট-চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৬১০ লক্ষ একর, উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার গাঁইট। ১৯৪৮-৪৯ সালে পাট চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৮ লক্ষ ৩০ হাজার একরে দাঁড়ায় এবং ২০ লক্ষ ৪০ হাজার গাঁইট পাট উৎপন্ন হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে পাটের জমির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়া ১১ লক্ষ ৮০ হাজার একর হয় এবং ৩০ লক্ষ ৯৯ হাজার গাঁইট পাট উৎপন্ন হয়। আনুমানিক হিসাবে ১৯৫০-৫১ সালে পাট-চাষের জমির পরিমাণ হইবে ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার একর এবং উৎপন্ন হইবে ৩২ লক্ষ ৯০ হাজার গাঁইট। আনুমানিক হিসাবে ভারতের প্রায় ৪১ লক্ষ গাঁইট পাট প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠান

পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তরকালে কৃষিমন্ত্রী শ্রীযুক্ত এস মুন্সী জানান যে, কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ ও বিদেশ হইতে আমদানী ট্রাক্টরের কার্যকারিতা সম্বন্ধে শ্রীনরেশচন্দ্র অনুসন্ধানের ফলাফলের ভিত্তিতে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন করা হইয়াছে। শ্রীমুন্সী অবশ্য জানান যে, ১৯৪৯ সালে অর্থসংস্থের 'ডিস্পোজাল' বিভাগ হইতে ১৮০টি ট্রাক্টর ক্রয় করা হইয়াছিল। ১৯৪৭ সাল হইতে '৫১ সাল পর্যন্ত ভোগের ক্রমে কাজ চালান হইয়াছে। ইহার অধে যা থাকায় এবং কয়েকটি ট্রাক্টর পুরাতন হইয়া পড়ায় কতকগুলি ট্রাক্টর ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। বর্তমানে ১০টি ট্রাক্টর ব্যবহার করা হইতেছে।

নূতন ট্রাক্টরগুলি সম্বন্ধে শ্রীমুন্সী বলেন যে, এগুলি অত্যন্ত ভারী কলের লাঙ্গল। ভারতীয় কৃষিজীবীরা এই ধরনের কলের লাঙ্গল ব্যবহারে অভ্যস্ত নহে। ফলে কয়েকটি নূতন ট্রাক্টর ব্যবহার করা হইতেছে না। কিন্তু চৌবকরা পরিকল্পনা অনুসারে খুচরা বিক্রয়ের স্থাপিত হইবার পর এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতার সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। এখনে ২৪টি ট্রাক্টর ব্যবহার করা হইতেছে।

তিনি অবশ্য জানান যে, ১৯৪৯ সালে 'পাখরাই' লাঙ্গল সরবরাহের জন্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। পরীক্ষার কাজে এগুলি ব্যবহৃত হইবে স্থির ছিল। পরে স্থির হয় যে, ক্ষেতের মধ্যে ব্যবহারের জন্য ঐগুলি ব্যবহৃত হইবে। লাঙ্গলগুলি একারণে উপযোগী বলে দেখা যায় এবং ঐগুলি ব্যবহার করা হয় নাই।

ভারত পাকাপাকি ভাবে কেন্দ্রভূমির এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমুন্সী জানান যে, ভারতের জমিতে আবাদের কাজে কেন পুরাতন ট্রাক্টরগুলি ব্যবহার করা হয় নাই, সে সম্বন্ধে তিনি তথ্য অবহিত করেন। ইহার ফলে লাঙ্গলগুলি ব্যবহার করা যায় নাই এই মর্মে মন্তব্য করা হইয়াছিল।

পরলোকে ডাঃ অনন্ত চৌধুরী

গত ১২শে মার্চ মুরশিদাবাদ বৈকালে ৪৫ বছর বয়সে মহালিপির খাতেমাদা বাঙালী চিকিৎসক ডাক্তার অনন্তকুমার চৌধুরী ৫৮ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। ডাঃ চৌধুরী গত কয়েকমাস যাবৎ অসুখে ভুগিতেছিলেন। ডাঃ চৌধুরী ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত উলপুরের অধিবাসী ছিলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম, বি, উপাধি লাভ করিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি মেসোপটেমিয়ায় গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তিনি প্রথমে ক্যাপ্টেন ও পরে মেজর উপাধি লাভ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি কেন্দ্রীয়সেবার চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালে মহালিপিতে স্থায়ীভাবে তিনি তাঁহার চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে এই সুদীর্ঘ ৬৯ বৎসর তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া চিকিৎসা সাহায্যে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। মহারোগের তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। দিল্লীর রাজকীয় বিশেষ পরিচালিত যক্ষা চিকিৎসার কোয়ারেন্টাইন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ চিকিৎসার প্রধান পরিচালক ছিলেন। ডাঃ চৌধুরী দিল্লীর প্রবাসী বাঙালীর সমস্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। যে কয়জন বাঙালীর অক্লান্ত চেষ্টায় মহালিপীর প্রাচীনতম বাঙালী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—বাঙালিনা বেঙ্গলী হাইস্কুল সেকেণ্ডারী স্কুল ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদের মধ্যে ডাঃ চৌধুরী অন্যতম। সেক্রেটারীরূপে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। মহালিপীর কালীবাড়ী, বাঙালী বর্ষাপালো ও বেঙ্গলী ক্লাব তাঁহারই প্রচেষ্টার ফলে স্থাপিত লাভ করিয়াছে। তাঁহারই উদ্যোগে মহালিপীতে সুবৃহৎ সাধারণ কলাগার সমিতি স্থাপিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে শত শত নিরন্ন দুঃস্থব্যক্তির আহার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের শত শত নিরন্ন অধিবেশনের তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। ডাঃ চৌধুরী পত্নী, দুই পুত্র ও চারি কন্যা ও অসংখ্য বাঙালী ও অবাঙালী বন্ধু রাখিয়া গিয়াছেন।

কয়লা-খনি শ্রমিক কল্যাণ

—১৩৫৭—

ধানবাদের নিকটে ঝরিয়া খনি ইটি সহরে আছে, সহর দুইটি অবশ্যে ছোট হইলেও উহাদের মধ্যেই খনি আছে। কারণ ঐ ই অঞ্চলে উত্তম কয়লা খনি আছে। ঐ সব স্থান জিলে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক পরীক্ষা ধানের কেন্দ্রস্থল হইয়াছে। শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কিত কার্যকলাপ সব স্থানে বেশ ভালভাবে চালানো হয় এবং ইহা খনি শ্রমিকদিগকে শ্রমের যথাযথ শিক্ষা ওয়া-এর

কয়লা খনি শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের ১৯৪৩-সনের হিসাব হইতে জানা যায়, শ্রমিকদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষা, আমোদ প্রমোদ ও মহকুমার জন্য সবশুদ্ধ যথেষ্ট অনুদান করা সম্ভব হইয়াছে। সময়ে বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রে ৫০ হাজার শ্রমিকের চিকিৎসা করা হয়, ১২১০ জন বিশার ছাত্রদের চিকিৎসা করা হয়। বর্তমানে ধানবাদের সকল রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। সেজন্য সম্প্রতি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হইতেছে। এই হাসপাতালে ১০-টি শয্যা ও অনুসঙ্গিনকালের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিবে। বর্তমানে রোগীদের নিয়া হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া যাইতে হয়। ফলের অভাব যাহাতে না হয়, ম্যালেরিয়া ও পেটের পীড়ার প্রাদুর্ভাব না হয় সেজন্য প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ঐ হাসপাতাল হইতে অনেক বন্ধ্যাত্বপ্রতিরোধক ইনজেকশন দেওয়া হইয়াছিল এবং ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, হাজারিবাগ, উসতাকা ও মার্গারিটার ম্যালেরিয়া-ক্লিনিক সমূহ চালানো হইয়াছিল।

মহিলা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গভর্নমেন্ট কল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন সেগুলি বিশেষ যোগ্য। মহিলা শ্রমিকদিগকে বিনা খরচে ধাত্রী-সাহায্যে উপযুক্ত দেওয়া হয় ও পরীক্ষা হয়। ম্যাটারনিটি বেনিফিট আইন অনুসারে মিকদের ১৯৪৩-৪৪ সালে ৯১,৪৫৫ টাকা া হইয়াছে। মহিলা শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ার ব্যবস্থা করা হইতেছে। আলোচ্য সময়ে োলার ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐ সময়ে আরও টি দোলা নির্মাণ হইতেছিল। তাহা ছাড়া শ্রমিকদের জন্য পৃথক স্নানাগার ও পায়খানারও া করা হয়। ঐ সময়ে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক-দের জন্য ৬৫টি নাবার সমান উষ্ণ জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং ২১টি তৈয়ার হইতেছিল।

শ্রমিকদিগকে সন্তান শিক্ষা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তাহাদের জন্যের সুবিধার জন্য একটি ভ্রাম্যমাণ দোকানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাদের আমোদের জন্য একটি ভ্রাম্যমাণ সিনেমারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন কয়লা খনিকে ১২১ খানি সিনেমা দেখানো হয়।

খনি শ্রমিকদের সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য এবং স্ত্রীলোকদিগকে নানাপ্রকার হাতের কাজ, সূচীশিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য

(বাকীটা ৪৯৯ পৃষ্ঠায়)

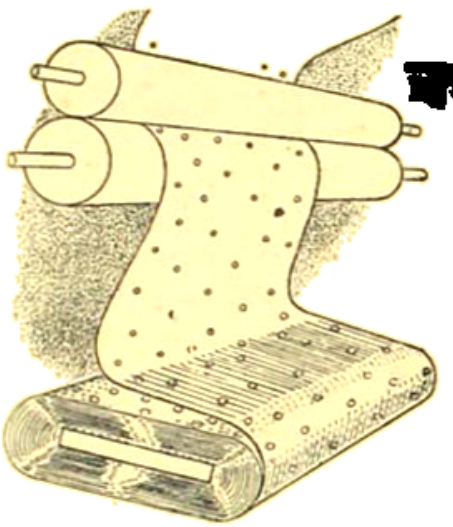

কলপড়ের কলে চা

কাপড়ের কলকারখানাতে ঠিক মতো চলতে হলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হয়, চলতে হলে তাদের চাও চাই।

কিন্তু কেন জানেন, এককাপ চা কত কাজ করে দিতে পারে। কয়লার খনির মধ্যে যে-সব কর্মীরা পড়ে তখন এক পেয়ালা চা খেয়ে নেমে গেলে চাঙ্গা হয়ে ওঠে, সারাদিন উৎসাহ থাকে। তাই এরা দিনে অন্তত দুবেলা চা খেয়ে নেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে শ্রমিক মহলে পরামর্শ দেওয়া হয়।

কথায় বলে—এক পেয়ালা চা বিজয়েরই সামিল;—আসলে কিন্তু শুধু বিজয়ের প্রেরণা নয় দেহে মনে কাজ করে এমন এমন শ্রমিক মহলে জানে।

এ সম্বন্ধে সকল পুষ্টিবিদের মত পেয়ালা চা খেয়েই কাজে লাগেন এবং তাতে আপনার স্বাস্থ্যও কিছু সাহায্য।

চা? প্রকৃত স্বাস্থ্যকর পানীয়

পেয়ালা চা খেলে শরীর ঝরঝরে হয় এবং মন হয় প্রফুল্ল, মেজাজ ভালো থাকে।

বৌদ্ধিক :—

উত্তারোত্তর উন্নতি

ব্যাঙ্ক অব্ বিহার লিমিটেড্

১৯৫০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর সমাপ্ত কোম্পানীর যে বার্ষিক পরীক্ষিত হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কোম্পানীর লাভের পরিমাণ ৪১৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪৯ সালের তুলনায় লাভের পরিমাণ ১৮৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ১৯৪৭ সালের ২২৪ লক্ষ টাকা লাভের তুলনায় আলোচ্য বৎসরের লাভ বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছে। লভ্যতার হিসাবে ১৯৪৯ সালে লাভের পরিমাণ ১৯৪৭ সাল অপেক্ষা ৩৮ ভাগ এবং ১৯৫০ সালে ১৯৪৯ সালের তুলনায় ৪২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে ব্যাঙ্কের মূলধন ১২৫ লক্ষ টাকা (১৯৪৯ সালে—১৩৭৫ লক্ষ টাকা), আদায় ৮১,৭০৭৲ টাকা (১৯৪৯—৭৮,০০৫ টাকা), সঞ্চিত তহবিল বাবদ ৫ লক্ষ টাকা (১৯৪৯—শূন্য) সংরক্ষণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ লভ্যাংশের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০,০২,৫৮৭৲ টাকা। পরিচালকবর্গ ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ্চ সমাপ্ত এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর সমাপ্ত বিগত অর্দ্ধ-বর্ষে প্রেফারেন্স শেয়ারে অন্তর্বর্ত্তী কালীন লভ্যাংশ হিসাবে মোট ১,৪০,০০০৲ টাকা বিলি করার প্রস্তাব ঘোষণা করিয়াছেন এবং অধিকারী শেয়ারে শেয়ার প্রতি ১৲ টাকা করিয়া ১,২৫,২৯০৲ টাকা বিতরণের সুপারিশ করিয়াছেন। অধিকন্তু বোনাস প্রতি ১০ আনা করিয়া ৩,১১,৫৭৪০ অতিরিক্ত লভ্যাংশ প্রস্তাব করিয়াছেন। আলোচ্য আর্থিক বৎসরের জন্য ১,২৬,৮০০।৮ পাই (১৯৪৯—১,৫৬,২১৫৲ টাকা) অবলিষ্ট লাভের খেই টানা রহিয়াছে।

কোম্পানীর বিক্রয় পরিমাণ ১৯৪৮ সালের ২৩৪ লক্ষ টাকা হইতে বর্দ্ধিত হইয়া ১৯৪৯ সালে ২,১৮৬০ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৫০ সালে তাহা আরও বাড়িয়া ৩,৪৫৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত কোম্পানী মূলধনশক্তি পরিমাণও বর্দ্ধিত হইয়াছে। উহা ১৯৪৯ সালের ৩৩৯১ লক্ষ টাকা হইতে বাড়িয়া ১৯৫০ সালে ৩৯১৩ লক্ষ টাকা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ

১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরের কোম্পানীর পরীক্ষিত হিসাব-নিকাশে দেখা যায় আলোচ্য বর্ষে অর্থ সংস্থানের ব্যয় ও করবাবদে প্রদান ব্যবস্থার পূর্ব্বে নীট লাভের পরিমাণ বিগত বৎসরের ১১,৮০,৩১৩৲ টাকার স্থলে আলোচ্য বৎসরে ১৯,২৯,১৩১৷৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

ব্যবসায়িক উৎপাদন ও বিক্রয়ের সাম্প্রতিক হিসাব ধরিলে উহা ক্ষেত্রেই আশানুরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্তির হইবে। ইহার কারণ, বেসরকারী চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির অনুপাতে নগদ অর্থে ব্যবসা চলাচল হ্রাস পাইয়াছে। অধিকন্তু মোটর-যান আমদানি সম্পর্কিত ব্যবসায়িদের অভ্যন্তর ব্যবসায়ভুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য বৎসরের শেষার্দ্ধে পেট্রল, কেরোসিন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিগত বৎসরের অবলিষ্ট লাভের খেই ৬,৪০,৫১১৷৵০ ও অতিরিক্ত লাভের বাবদ প্রত্যর্পিত অর্থ ৫০,৮০০৲ টাকা ১৯৫০ সালের লাভের সহিত যোগ করিয়া মোট বণ্টনযোগ্য লভ্যাংশের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৭,০৩,৬৩৯৷৵০ আনা। পরিচালকবর্গ নিম্নোক্তরূপে আয় বিলি করিবার সুপারিশ করিয়াছেন :—

করবাবদ প্রদান ৪০,১৯,১৮৯৷৩ আনা ও ডিবেঞ্চারের উপর ইন্টু বাবদ ব্যয় ১,১৯,১৭৩৷০ আনা। লভ্যাংশ বণ্টন :—বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে প্যারামাউন্ট ও তদনুরূপ প্রেফারেন্স শেয়ারে ১,৮০,০০০৲ টাকা, বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে আদায়ী মূল্য বিনা ডিভীর সর্ব্যাংশের প্রেফারেন্স শেয়ারে ১,৮০,০০০৲ টাকা। বার্ষিক ৫৲ টাকা হারে অন-মুক্তফালিকারী শেয়ারে ৫০,০০,০০০৲ টাকা। সাধারণ সমস্ত তহবিলে জমা ১৯,০০,০০৲ টাকা ও অবশিষ্ট ৯,৫১,২১২৲ টাকা অবলিষ্ট লাভের খেই টানা রহিয়াছে।

১৯৫০ সালের ৩১এ ডিসেম্বরে সমাপ্ত কোম্পানী বিবিধ-পত্রে দেখা যায় সমস্ত তহবিলের পরিমাণ ১৩০ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ প্রেফারেন্স ও অভিমানী শেয়ারে যথাক্রমে ৭০ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি টাকা। মোট বন্ধ সম্পত্তি ৩১ কোটি টাকা হইতে অবচয় বাদ দিয়া মোট বন্ধ সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১৩ কোটি টাকা ও মজুত সম্পত্তির পরিমাণ হইয়াছে ৮৩১ কোটি টাকা।

কোম্পানীর পরিচালকবর্গ স্থির করিয়াছেন যে, সমস্ত তহবিল হইতে ৫০ লক্ষ টাকা মূলধনে রূপান্তরিত করা হইবে এবং তদনুযায়ী ১০৲ টাকা মূল্যের ৫ লক্ষ অভিমানী ও সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত শেয়ারে ইস্যু করিয়া, ১৯৫১ সালের ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত বহুদ্বিত ৫টি অভিমানী শেয়ার ছাড়া ঐ মূলধন শেয়ার বর্ত্তমান অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। অবশ্য এই নব মূলধন শেয়ারে ১৯৫০ সনের ৩১এ ডিসেম্বরে সমাপ্ত বর্ষের জন্য বিলিকৃত লভ্যাংশের কোন অধিকার লাভ করিবে না।

কলিকাতা-স্থিত ব্রাঞ্চিত কলাগার

[পৃষ্ঠান্তরে ৪১৮ পৃষ্ঠায়]

বিশেষ সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে নারী কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা ১০টি হইতে বাড়াইয়া ২০টি করা হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে এক রাজধানী বাড়ী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটী বাড়ীতে ছাউনি পরিবেষ্টন, একটী চাতাল, একটী প্রবেশদ্বার ও একটী ধারাধার আছে।

ঐ বিবরণী হইতে আরও জানা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত আরও কয়েকটী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতেছে।

খেয়ার বাজার :—

সর্ব্বতমুখী উন্নতি

কলিকাতা, ৩১ মার্চ—সপ্তাহের প্রারম্ভিক সপ্তাহে পাইকল বিভাগে পুরাতনী ইউনিলিভার অংশ বেশ ছিল। কিন্তু পাইকল অংশের উপর শুল্ক বৃদ্ধি সম্পর্কিত সরকারী ঘোষণার ফলে বাজারে কিছুটা ইতস্ততঃ ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং দরের অবনতি ঘটে। শেষের দিকে বাজার পুনরায় তেজী হইয়া উঠে এবং যথাযথ উন্নত অংশের চাহিদা বৃদ্ধি হয়। ইস্পাতের সম্ভাব্য দর বৃদ্ধির আশায় ইস্পাতের শেয়ারের চাহিদা ও দর বৃদ্ধি হয় এবং বাজারের সামগ্রিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

সরকারী ঘোষণা—

ঘোষণার বাজারে সর্ব্বাধিক ক্রয় কারবার হইয়াছে এবং দর ৫৫ বৎসরের উচ্চমান ধার্য্য করে। ৫৲ টাকা মূল্যের (১৯৩৯) ১২৬৸৲ হইতে চড়িয়া বাজার মন্দের সময় ১৯৲ টাকা হয়। বড় তেজী কাগজের চাহিদা মোটামুটি ভালই ছিল। মধ্যম তেজী কাগজের একরূপ অপরিবর্ত্তিতই ছিল। বিভিন্ন কাগজের তেজীমন্দীর দর নিম্নরূপ ছিল :—৫৲ টাকা মূল্যের (১৯৩৯-৪৯) ১০১৸৹ ৫৲ মূল্যের (১৯৩০-৪৯) ৯৭৲ ৫৲ মূল্যের (১৯১১-৪৯) ১০০৸৹ ৪৷৹ মূল্যের (১৯৪৯) ৯৯৸৹ ও ৪৲ মূল্যের (১৯৩০-৭০) ১০৭৸৹ ৷

ব্যাঙ্ক—

এই বিভাগে কাজ কারবার বাজারে কম এবং দরও একরূপ অপরিবর্ত্তিত থাকে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ৭৯০ আশার ক্রয় করে। ব্যাঙ্ক ও পঞ্জাব ন্যাশনেল ব্যাঙ্কের যথাক্রমে ৫৸৹ ও ২৩৹ আশার ক্রয় বিক্রয় হয়। হিন্দুস্থান কমার্শিয়ালের দর ১৯৯০ হইতে ২৭৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠানামা করে।

পাইকল—

এই বিভাগে সপ্তাহের মধ্যভাগীন সময়ে ইস্পাতের ভাব ও বিক্রয়কীতা দুই ছিল, তাহা শেষের দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়া তেজী হইয়া উঠে এবং অধিকতর কাজ কারবার হয়। এজন্যই সপ্তাহের ক্ষেত্রে মোট বৃদ্ধি ঘটে নাই। অন্যান্য শেয়ারের দর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক চড়িয়া যায়। ৪৲৩৫ সপ্তাহের দর ছিল ৪২৯৹। অন্যান্য শেয়ারের সপ্তাহের দর নিম্নরূপ ছিল :—

বিশাখা ৩২৲, ওরিয়েণ্ট ৩০৲, লরেন্স ২৪৲, প্যাকেজ ৯৮৲, ইন্দোমিনি ২৯৲, বরাকর ৩০৪৹, এলো ইণ্ডিয়া ৩৭৲ ও আমরপালী ২৯৷৹।

কয়লা খনি—

এই বিভাগে প্রথম দিকে কাজ কারবার মাঝারিরকম। লক্ষ্যণীয়। কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে উৎপাদ বৃদ্ধির নামে নামে কাজ কারবারে তৎপরতা দেখা দেয়। ফলাফলের দর ১৩৯৹ আনায় চড়িয়া যায়। লাইট করপুরা ও লেক্টোস ইণ্ডিয়া যথাক্রমে ৪৲ ও ৮৷ বর্দ্ধিত হয়। বেঙ্গল ৯০৫ টাকায় ডিভিডেণ্ড দেয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে সর্ব্বশেষ দর ছিল নিম্নরূপ :—

ইষ্টার্ণ কোলফিল্ড ৫৩৲, ওরিয়েণ্ট বেঙ্গল ৬৹৹, বুধীচক ১২৲, বলিয়া ১৯০ ও মেগা মেইন ২০৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং—

ইস্পাতের সম্ভাব্য দর বৃদ্ধির ফলশ্রুতি এই বিভাগের কাজ কারবারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। ইণ্ডিয়া আয়রণের দর ৩৪৯৹ পর্য্যন্ত উঠে। ইণ্ডো-কর্পোরেশন ২৩৹ হইতে ২৬৷৹ পর্য্যন্ত উঠানামা করে। জেসপ্‌স্‌ই ১৬৲ হইতে চড়িয়া ১৮৷৹ আনায় হয়। বার্ণ কোম্পানী ৩৩০৲ টাকায় বাজ বন্ধন করে।

কাপড়ের কল—

এই বিভাগে রবি ও অন্যি মিলি অংশের দর বৃদ্ধি সম্পর্কিত ঘোষণা সত্ত্বেও কাজ কারবারে কোনরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। কেশোরাম ২৮৲, অম্বিকা ৪৮৲ ডালমিয়া ১৮৩৹, মিঠি তিরোহিয়া ২১৷৹, ও এলগিন ১৭৯৹ আনা পর্য্যন্ত দরে বাজ বন্ধন হয়।

বিবিধ—

জার্ডিন হেণ্ডারসন ও ইণ্ডিয়া টুর প্রডাক্টস্ যথাক্রমে চড়িয়া ১৭৫৲ ও ৫০৪৹ হয়। ডানলপ ব্রাদার ৫৪৯৹ আনায় বাজ বন্ধন করে। বি, আই, কর্পোরেশন ও টীটাগড় যথাক্রমে ১০৷৹ ও ৩৯৷৹ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। বেঁটাল ফুড ৫০৲, বেঁটাল কর্পোরেশন ৬৪৷৹, ইণ্ডিয়া এ্যালুমিনিয়ম ১৪৯৲ ও ইণ্ডিয়া কেবলস্ ২৩৯৷৹ আনা পর্য্যন্ত দরে বাজ বন্ধন করে।

অধিবারের কর

(টাকার হিসাবে)

	আয়ত কালীন	শেষ কালীন
ইণ্ডিয়া আয়রণ	৩৪৯৲	৩৪৯৲
টাল কর্পো:	২৬৷৹	২৬৷৹
বারকর	৯১৷৹	৯১৯৷৹
বরাকর	১৯৯৷৹	১৯৯৷৹
লাইট করপুরা	২৮৹	২৮৹
কালকাটা টাকস	১৪৹	১৪৹
কালকাটা ইলেক্‌ট্রিক	১৯৲	১৯৲
টীটাগড়	৩৯৷৹	৩৯৯৷৹
ইণ্ডিয়া টীবিস	৮৷৹	৮৷৹
ইণ্ডিয়া কপার	৩৷৹	৩৷৹
বি, আই, সি	১০৷৹	১০৷৹
আই কর্পো:	৬৷৹	৬৷৹

ইংলিশ প্রেস, ১১-১৯এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে কামাখ্যাপ্রসাদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত, মুদ্রিত আর্থিক ভারত লিঃ এর পক্ষ হইতে এবং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্, ২৩৯এ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। রেজিষ্ট্রেশন নং ১ বাঙ্গ ৩৯৪২। মুদ্রক-প্রকাশক। চিত্ত রঞ্জন চৌধুরী।

330.5
A676

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৫০ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৮শে চৈত্র, ১৩৫০ : ১১ই এপ্রিল [মূল্য ১৷

সূচী

	পৃষ্ঠা		
সম্পাদকীয়	৫০১	৪। পঞ্চায়েতের বাজারে ডিমির বাজারে একচেটিয়া	
বস্ত্রমূল্য ও সরবরাহ			
প্রাসঙ্গিক	৫০৩	৫। ভারতীয় সংঘ	
সাপ্তাহিক সুবিধাবাদ			
রাজনীতির পরিবেশ		৬। সংবাদ সংকলন—	
আবার বিশ্বাস ফিরে			
বৈষ্ণবিক	৫০৪	৭। অর্থনৈতিক জগতের বার্তাবিবরণী	
ফোসাই চাইঃ এণ্ড ম্যাসুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড। কোহিনুর মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড।		৮। বোম্বাই বাজার—	৫১২

বস্ত্রমূল্য ও সরবরাহ

ভারতীয় সকল কক্ষের ভিতরে ও বাহিরে প্রস্তাবে ও প্রতিবাদে আলোড়িত ও অস্থির হইয়া অবশেষে গত ২রা এপ্রিল শিল্প ও বাণিজ্য সচিব শ্রীমহাতব বস্ত্রের সরবরাহ সম্পর্কে আশাসপূর্ণ এক ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, দুটি শাড়ীর বর্তমান অপরিমিত সরবরাহ আর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবেনা। দুই মাসের মধ্যেই অর্থাৎ আগামী জুন মাস হইতে সরবরাহ ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, বিদ্যুৎ কন্ট্রোল তাঁহার পরিষ্কার বিশ্বাস। জনসাধারণ ইহাকে সরলমনে ও অতি বিশ্বস্ততার সহিত গ্রহণ করিত যদি না গত ৮ই মার্চ শ্রীমহাতব তিরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করিতেন। সে সময়ে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, অন্যান্য সব কিছু যথা পূর্বে বজায় থাকিলে কাপড়গুলি ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪০ সালের পূর্ববর্তী সময়ের অনুরূপ বস্ত্র সরবরাহ পাইবে। অবস্থা তদ্বারা এবং আরও সেরূপ বরাবর ঘোষণার ফলে এপ্রিলের সূচনা হইতে কাপড়ের ক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীমহাতব কার্যভার গ্রহণকালে নীরব কক্ষ সাধনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কার্যক্ষেত্রে, তিনিও অন্যান্য মন্ত্রীগণ ও মহাজন মন্ত্রীবরদের পন্থা অনুসরণ করিয়া কর্ম অপেক্ষা মিথ্যা আশ্বাস ও স্তোক বাক্য দানে কৃতকর্ম ও সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

সে যাহাই হউক, উহার অব্যবহিত পরে বৃদ্ধি পাওয়ার মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা জনসাধারণকে প্রকৃতপক্ষে বিমূঢ় ও উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। গত ৮ই মার্চের ঘোষণা অনুযায়ী এপ্রিল মাসে সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটিলেও, এই বৎসরে দ্বিতীয় বারের জন্য সংশোধিত ও সুষ্টুভাবে স্থাপিত বস্ত্রমূল্য এপ্রিল মাস হইতে কার্যকরী করা হইবে। এই নূতন মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ হইতেছে, ধোতী ও মাঝোরি বস্ত্রে তিন হইতে চারি শতাংশ, মিহি স্যুটে সাত হইতে ৮ শতাংশ ও অতি মিহি বস্ত্রে ৩০ হইতে ৩৪ শতাংশে। তবে মূলে মিল মালিকদের মোকাবেলায় 'ঘন ঘন হ্রাসের ব্যবস্থাও কোন কোন বস্ত্রের ক্ষেত্রে বাতিল করা হইবে। জুন মাসে বস্ত্র পরিস্থিতি কি রূপ প্রাপ্ত হইবে তাহাও অগ্রিম আলোচনা নিরর্থক, কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থাতে সরবরাহে অনমতি ও অনুধিকে দর বৃদ্ধি দুই মিলিয়া সাধারণের দুর্দশাকে চরমে পৌঁছাইয়া দিবে বস্তুতঃ মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণার পূর্ববর্তী নিয়ন্ত্রিত চড়া দরও সাধারণের ক্রয় ক্ষমতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল, দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ এতদিন খোলা বাজারে বস্ত্রের যে চড়া দর হইতেছিল সরকারের নব-বর্ধিত নিয়ন্ত্রিত মূল্য তাহাই অনেকাংশে স্বীকৃত হইয়াছে। ফলে, খোলা বাজারের দর অধিকতর চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সরকারের উহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমদানীকৃত তুলার দর বৃদ্ধির অনিবার্য কারণ উত্থাপন করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫০ সালে ভারত ১১০ কোটি ২০ লক্ষ গজ বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে। উহা ১৯৪৯ সালের তুলনায় ১৩৮% ভাগ ও ১৯৪৮ সালের তুলনায় ২৫৮% ভাগ বেশী। রপ্তানি মূল্যের দিক হইতে ১৯৫০ সালে এই খাতে আয় দাঁড়াইয়াছে ১৪'৩৮ কোটি টাকা। সে ক্ষেত্রে, ১৯৪৯ সালে ও ১৯৪৮ সালের বস্ত্রের রপ্তানি মূল্য দাঁড়াইতেছে যথাক্রমে ৪১'১৬ কোটি টাকা ও ৭৮'৪০ কোটি টাকা। শতকরা হিসাবে ১৯৫০ সালের বস্ত্রের রপ্তানি মূল্য পূর্ববর্তী দুই বৎসরের তুলনায় যথাক্রমে ১৯৬% ভাগ ও ১৯০% বৃদ্ধি পাইয়াছে। রপ্তানি মূল্যের তুলনামূলক বিচার করিলে উহা সুস্পষ্ট যে, মিলগুলি রপ্তানিকৃত বস্ত্রের যে চড়া দর আদায় করিয়াছে তাহা রপ্তানি পরিমাণের অনুপাতে যথেষ্ট বেশী। উহার পরিষ্কার অর্থ দাঁড়াইতেছে, রপ্তানিকারকগণ শুল্ক কর্তৃপক্ষকে প্রকৃত রপ্তানির মূল্য সম্পর্কে অনবহিত রাখিয়াছে। কাজেই কাঁচা তুলার আমদানি যাহা বাড়িলেও তাহা উল্লিখিত অতিরিক্ত আদায়ীকৃত রপ্তানি মূল্য হইতে পরিপূরণ করা সম্ভব বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

বিদেশে বস্ত্র রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে স্বদেশে বস্ত্রের বিপুল ঘাটতি দেখা দিয়াছে বলিয়া যে সমালোচনা ও অভিযোগ উত্থিত হইয়াছে তদুত্তরে শ্রী মহাতব জানাইয়াছেন যে, পূর্ববর্তী বৎসরের ৮০ কোটি টাকার স্থলে আমদানীর ফলে চলতি বৎসরে উহার মূল্য প্রায় ১৫০ কোটি টাকা হইবে। তদুপরি তাহার পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিরুদ্ধবাদী নহি। উহা কম গৌরবের কথা নহে যে, স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা দ্বিয়া ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রসার ঘটিয়াছিল তন্মধ্যে বস্ত্র শিল্প প্রধান ও অন্যতম। ১৯৫০ সালে ভারত বস্ত্রের (সুতা বাদীত) বৈদেশিক বাণিজ্যে গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের তুলনায় জাপানের ও বৃটেনের স্থান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়। সরকারী এক প্রেস নোটে ধনিত ও ভারতীয় অতিরিক্ত সেক্রেটারি প্রকাশিত, এক আদেশে দেখা যায়, সরকার মিল মালিকদের নির্দেশ দিয়াছেন যে, ১৯৫১ সালে এপ্রিল, মে ও জুন মাসে মিলগুলির গ্রাইটবন্দী বস্ত্রের ১০ শতাংশ মাত্র বিদেশে রপ্তানি করা চলিবে। বাকী ৯০ শতাংশ দেশীয় ক্রেতাসাধারণের জন্য সরবরাহ করিতে হইবে। চলতি বৎসরে ১০০ কোটি গজ বস্ত্রের অর্ডার থাকা সত্ত্বেও সরকার রপ্তানি পরিমাণ ৮০ কোটি গজে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে বৎসরের প্রথম ছয় মাসের জন্য ৪০ কোটি গজ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। বৎসরের প্রথমার্ধের নির্দিষ্ট পরিমাণ হইতে গত তিন মাসে ৩৫ কোটি গজ বস্ত্র রপ্তানি হইয়াছে। বাকী ৫ কোটি গজ অর্থাৎ রপ্তানি পরিমাণের ১২½ শতাংশ সম্পর্কেই সরকারী রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হইবে। পক্ষান্তরে আগামী মরশুমের কাঁচা তুলার দর পৃথিবীর প্রধান বাজারগুলিতে নিম্নগামী হইয়া পড়িয়াছে। নিউইয়র্ক, আলেকজেন্দ্রিয়া, করাচী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বাজারে অগ্রিম তুলার দর নিম্ন হইতে নিম্নতর হইতেছে। তুলার দিন বড়ই দুরবর্তী করা হইতেছে দরও সে অনুপাতে হ্রাস পাইতেছে। অবিলম্ব, যুদ্ধ-সম্ভাবনা ও মুদ্রাস্ফীতির চাপ প্রবল না হইলে, কাঁচা তুলার দর অধিকতর নিম্নগামী হইত এবং সরবরাহ পরিস্থিতিও উন্নত হইত। কাজেই কাঁচা তুলার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের তুলনায় বস্ত্রশিল্পের পক্ষেই ঘটন করা যুক্তিসঙ্গত ও বিবেচ্য। তৎপরিবর্তে তাহার ঘোলা সাধারণের স্কন্ধেই ভার করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধপ্রচেষ্টার শ্রীবৃদ্ধি কল্পে বস্ত্রশিল্প সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে আমেরিকা হইতে কাঁচা তুলা ক্রয় ও আমদানী সম্পর্কে ভীতিপ্রদ সিদ্ধান্তের ফলে ১৭ কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে। উহাও সর্বসাধারণকে মূল্য বৃদ্ধির আকারে পরিপূরণ করিতে হইবে।

সরকারী ব্যবস্থানুযায়ী বস্ত্রের সকল যোগানের দিন সুদূরবর্তী হইলেও আপাততঃ মিলওয়ালাদের পক্ষেই বৃদ্ধির আয়োজন করা হইয়াছে। শ্রী মহাতব জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের বস্ত্র উৎপাদনের যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে উৎপাদন হ্রাসের কোন চিহ্নই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতএব সেই হার বজায় রাখিয়া চড়া দরেও বস্ত্রের সরবরাহ বৃদ্ধি সাধারণের কাম্য।

প্রাসঙ্গিক

—১০০৫—

সাম্রাজ্যিক সুবিধা ত্যাগ

ভারতীয় বাণিজ্যে যুক্তরাজ্য যে সাম্রাজ্যিক সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহার স্থায়ীত্ব-সূচক সিদ্ধান্তগুলির আলোচনার পক্ষ হইতে পরবর্ত্তী প্রতিবাদে উল্লিখিত হইয়াছিল এবং ইহার অবসানের জন্য আন্দোলনও স্থায়ী উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। স্থায়ীত্ব পরামর্শ-কমিটিতেও সে সুযোগ সুবিধা ভোগ যে অন্যায় ও অযথা ভাবে করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে ভারতীয় সদস্য শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভারতের এবং সমুদয় শিল্প ও বাণিজ্য পরিষদের তরফে প্রকৃতপক্ষে স্থান পায় নাই; উপরন্তু ভারতীয় মত (সংযোজিত) বিলে সাম্রাজ্যিক সুবিধা বিলোপের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। অথচ আমার কথা এই যে, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী যত শীঘ্র সম্ভব এসম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণার আশ্বাস দিয়াছেন। ১৯৩৯ সনে অটোয়া চুক্তি ভারতীয় পরিষদ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত পরিষদ ভারতীয় জনসাধারণের কোনরূপ প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতে পারে না বলা ভারতীয় জনমত ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছে। এই বিরুদ্ধতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়, বরং যুক্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক কারণেই করা হইয়াছিল। সে সময়কার প্রধান যুক্তি এবং দাবী এখনও সমভাবেই প্রযোজ্য বলা হইতেছে, উক্ত চুক্তির দ্বারা ভারতের ভাগ্যে কি সুবিধাই তাহা ভোগ বা ভোগও হউক্ষ্য ইহার ফলে প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্য বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং উহার বৈদেশিক বাণিজ্য সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ইং-যুক্ত বাণিজ্যিক লেন-দেনে ভারতের ভোগে ৩৮ কোটি টাকার বেশী বাটতি সেই ক্ষেত্রে ভারত-যুক্তরাজ্যেই পরিস্থিতি বলিয়া বলা যাইতে পারে। ১৯৩৯ সালের ইং-ভারত চুক্তিতে বাণিজ্যিক সুবিধা দানের মূল নীতিগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে এবং তাহাই এখনও অনুসৃত হইতেছে। ভারতের অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তগুলির পরিবর্ত্তন ও সমন্বয়সাধনের আবশ্যকতা বর্ত্তমান অবস্থায় অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে এবং এ বিষয়ে সতর্ক পদক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। সে দিক হইতে সাম্রাজ্যিক-সুবিধাবাদের আশ্রয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির পথে দাঁড়ায়, তা হইলে ভারতের এবং ইহার বিনিময়ে সাময়িক বা হইলেও সুযোগসুবিধা বিসর্জ্জনে কুণ্ঠা নাই।

রাজনীতির পরিহার

ভারতের বাণিজ্য সকলে তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে জনসাধারণের জীবনে কি দুর্দ্দিনের অবতারণা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা স্থানে স্থানে খাদ্যাভাবে দারুণ আত্মহত্যার বর্দ্ধমান সংখ্যাতেই সুস্পষ্ট হইয়াছে। সরকারীভাবে এই আত্মহত্যার সংখ্যা সংযোজিত না হইলে খাদ্য পরিস্থিতির ভয়াবহতি সরকারের দৃষ্টিগোচর হয় করিয়াছে। সরকার বর্ত্তমান পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার লাভের কথা বেশ বিস্তৃতে ভাবের সন্ধানে চিন্তিতেছেন। সরকার খাদ্যের দেশের অনুকূল ও অর্থকূল জনসাধারণের পক্ষ হইতে আশু সরকারের নিকট খাদ্য চাহিয়া পাঠাইলে। মার্কিন সরকার আমেরিকার ২০ লক্ষ টন খাদ্য দান করিয়া কৃতার্থ করিবেন বলিয়া জানা গেল। অবশ্য এই দানের সঙ্গে কোনরূপ রাজনীতি সংশ্লিষ্ট হইবেনা ঘোষণা করিয়া মার্কিন সরকার বিশ্বস্ততার মার্কিনী দয়াদাক্ষিণ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনে অগ্রসর হন। অন্যান্যবারে সেই প্রতিশ্রুতি যথা সময়ে এক কণাও ভারত সীমান্তে পৌঁছায় নাই বরং রাজনীতির পরিবেশনে খাদ্যের চালান জাহাজে বন্দর হইতে বন্দরান্তর হইয়া ফিরিয়াছে। ২০ লক্ষ টনের স্থানে তাহা অর্দ্ধেক-প্রায় হইয়াছে। তাহাও আবার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কারাচালের বিনিময়ে দেওয়ার কথা হইতেছে। মার্কিন সরকার ওইরূপ আলোচনা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে না দাঁড়াইলেও, ভারতের বৈদেশিক নীতিই তাঁহাদের একটা খুন করিয়াছে। কেহ কেহ যথা চালানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নৌযানগুলিকে আবদ্ধ রাখিয়া মার্কিনের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির কৌশলে ঘুষিয়া করিয়া দিবার ভারতীয় চেষ্টাকে পর্য্যন্ত আখিনের করিয়া দেখিয়াছেন। সে যাহাই হউক মার্কিনের সাড়ম্বর ঘোষিত ও প্রচারিত দয়াদাক্ষিণ্য কার্য্যক্ষেত্রে ক্রমেই দীর্ঘসূত্রী নীতির আশ্রয় দীর্ঘ পড়িয়াছিল। ইতিমধ্যে রাশিয়া ও চীন ভারতকে একুনে ১৮ লক্ষ টন খাদ্য দান দিতে রাজি হইয়াছে। মার্কিন সরকারের অন্ত দান হিসাবে নয় বরং প্রতিদানের ভিত্তিতে। সংবাদে মার্কিন সরকার আবার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। মুখের আগে ফেলা খাদ্য কিনে তাহা গইয়া তাড়া তাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। খাদ্য চালানকে অগ্রাধিক করিবার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় জনসাধারণের দুঃস্থতা অপেক্ষা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিবার অযাচিত প্রতিযোগিতাই মার্কিন সরকারকে অধিক ক্রিয়াশীল করিয়াছে, ইহাতেই বলে রাজনীতির পরিহাস।

জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প

জাহাজের আকাল নির্ম্মাণ শিল্পের উন্নতি ও প্রসার মূলধন ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয়ের অভাবে ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ এ প্রয়োজন সরকারের পক্ষ হইতে অবশ্যবিলম্বে আর্থিক সাহায্যে। এই বিষয়ে শিল্পের পক্ষ হইতে বহুদিন যাবৎ বহুভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। সরকার সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও আর্থিক সাহায্য দানে তৎপর হন নাই। একমাত্র যুদ্ধজাহাজে যদি কিছু জাহাজ নির্ম্মাণ যে সম্ভব তাহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। অধিকন্তু জাহাজের সঙ্গে ইহা আবশ্যকীয় শিল্প বলিয়া পরিগণিত হওয়া বিধেয়। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে ইহার গুরুত্ব সর্ব্বাধিক। নির্ভিয়া টীন মেডিটেরেনিয়ান কোম্পানীর যেসমস্ত যাত্রীজাহাজ হালফের সম্প্রতি শিল্প সম্পর্কে যে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট, এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটি জাতীয়করণের শিল্পকর্তৃপক্ষের আপত্তি নাই। জাহাজীয় জাতীয়করণের ব্যয় অন্ত বেশী ৩০ কোটি টাকা হইবে। সরকারের পক্ষে এ অর্থ যোগাড় করা অসম্ভব কিছু নয়। জাহাজ নির্ম্মাণ কেন্দ্রের প্রসার ও উপযুক্ত বাণিজ্যের জাহাজ ইহার ব্যাপারে এখানে নিশ্চিত জাহাজ ক্রয় ব্যাপারকে যুক্তিযুক্ত বিধান করা হইলে শিল্পকে প্রবল করা সম্ভবপর হইবে। বর্ত্তমানে এ শিল্প ২০ কোটি টাকা বাজিয়ে মূলধন হিসাবে নিয়োজিত হইয়াছে। সুতরাং শিল্প কর্তৃপক্ষ হইতে যে সরকারী অর্থ সাহায্য দাবী করা হইয়াছে তাহা আদৌ অসঙ্গত নয়; পরন্তু জাতীয় জীবনের প্রয়োজন অপরিহার্য করিয়া শিল্প-কর্তৃপক্ষ যে ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ। এজন্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে শিল্প-প্রসার ও শিল্প-প্রসার দুই সম্ভব হইবে।

বৌথিক :—

সান্ত্রাবজনক

বোম্বাই ডাইং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড

এজেন্টস :—মেসার্স মণ্ডলজী ওয়াদিয়া এণ্ড সন্স লিমিটেড।

১৯৩০ সালে কোম্পানীর আয়ের অবনতি হইয়াছে। তজ্জন্য দুইটার্স কর্মচারী, কাজের ঘণ্টার হ্রাসকরণ ও ইলেকট্রিক কোম্পানীর পূর্ব শক্তি ব্যবহারে বিলম্বতা প্রভৃতি একাধারে দায়ী।

বিক্রয় পরিমাণ ১৯৩১ সালের ৩৫ ২৪ কোটি টাকা হইতে ১৯৩ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১৯৩০ সালে ৪, ৫৬ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩০ সালে মোট আয়ের মধ্যে অর্থ লগ্নীকরণের সুদের দরুণ লাভের পরিমাণ হইয়াছে ৩১, ৭৪, ০২৲ টাকা (১৯৩১—, ০৩, ৮৩১৲)। আলোচ্য বৎসরে করযোগ্য লভ্য (৪৯-২০ লক্ষ) অবচয় বাবদ ৪, ৮০, ৮০৭৲ ১৯—৮, ২১, ১৭৫৲) ও লভ্য অন্তর্বিলে ৪১,৩০৮৲ (৪৯-১০ লক্ষ টাকা) স্থানান্তর করা হইয়াছে।

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে শতকরা ৬৲ হারে ডিবেঞ্চার লভ্যাংশ বণ্টিত হইয়াছে। ১৯৩০ সালের লভ্য অন্তর্বিলের হইতে ৯০ লক্ষ টাকা লভ্য অন্তর্বিল সুদসংযোগের ৬৪, ৪৯, ০০৲ টাকা পূর্ণ আবায়কৃত মেয়াদ বোনাস হিসাবে কোম্পানীর তৎকালীন অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয় এবং অবশিষ্ট অতিরিক্ত মেয়াদের সম্পূর্ণ পরিশোধক মূলধন বিতরণ করা হইয়াছে।

কোম্পানীর পরিচালকবর্গ বর্তমান মূলধনের ৪৫৲ টাকা হারে মোট ১০, ০৫, ২৫০৲ টাকার সুপারিশ করিয়াছে। ফলে মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইতেছে ১০, ৮০, ৩৯০৲ (৪৯-২০, ০৭, ৮৪০৲) অবশিষ্ট লভ্যাংশের টাকা লইয়াছে ৪২, ৪০৫৲ টাকা ১০৫, ২২, ০৭২৲)।

অন্য সম্পদের পরিমাণ ৯৫ ও লভ্যাংশ সমেত ১০ কোটি বিবিধ খাতের চতুর্থাংশ হইয়া ৪, ৬৮ কোটি দাঁড়াইয়াছে।

সাহিবুল ডিবেঞ্চার কোম্পানী লিমিটেড

(এজেন্টস :—কিলিক ইরাক্টিং লিঃ)

১৯৩০ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত কোম্পানীর হিসাব হিসাবে দেখা যায় যে ৯৫ লক্ষ টাকা

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

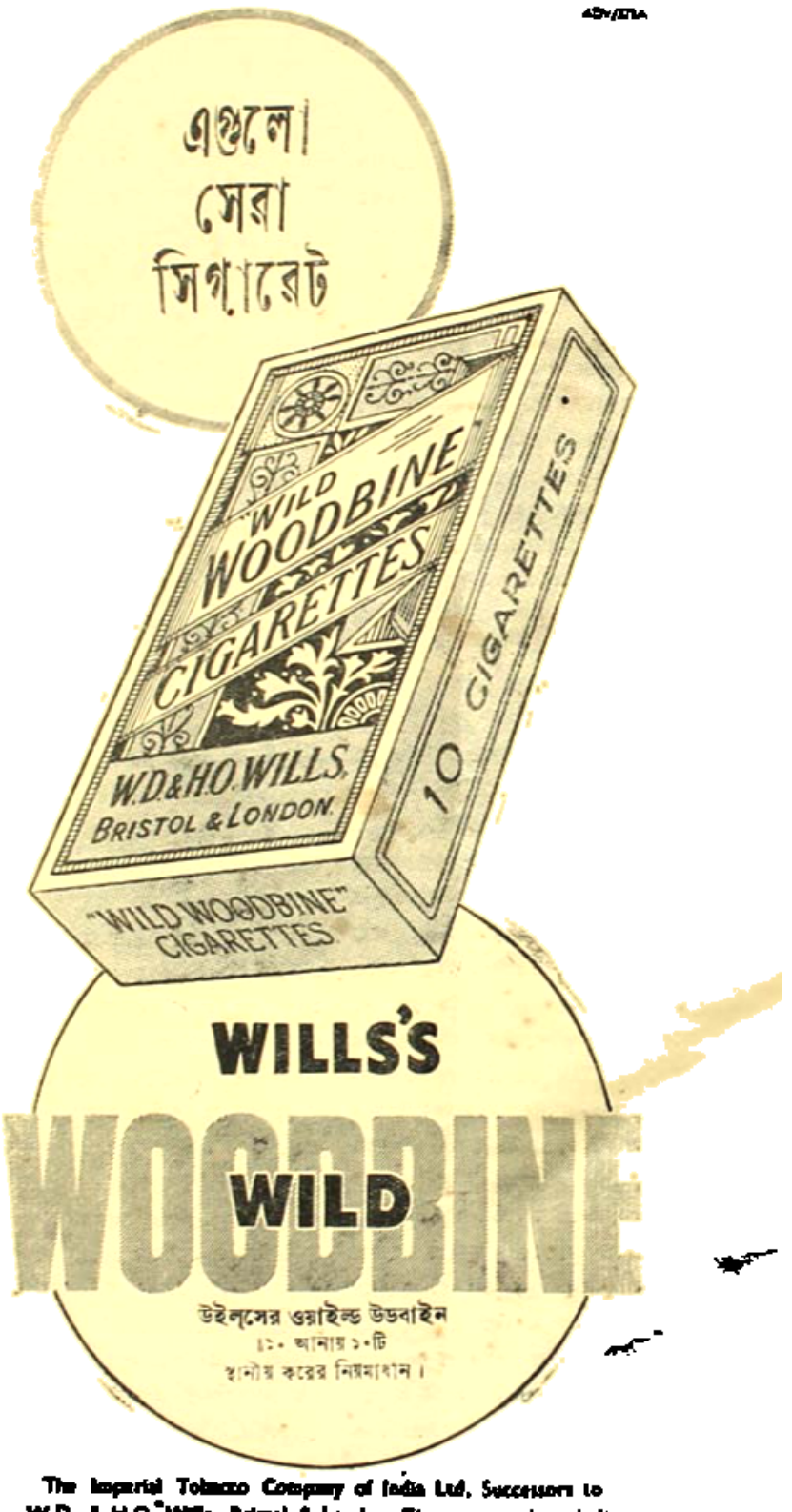

The Imperial Tobacco Company of India Ltd. Successors to W.D. & H.O. Wills. Bristol & London. Cigarettes made in India.

পণ্যদ্রব্যের বাজার :—

চিনির বাজারে কর্ম্মতৎপরতা

প্রায় প্রত্যেকটি বাজার কেন্দ্রেই চিনির খোলা বাজারে কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দরও সামান্য নিম্নমুখী হইয়াছে। কলিকাতার সংবাদে দেখা যায়, সেখানে গ্রেড সাদারলাণ্ড এক কোং খাদ্যের ৮টি কলের দৈনন্দিন উৎপাদন হইতে ৪৯৲ টাকা হইতে ৪৪.০ আনা পর্য্যন্ত দরে ১২,৮০০ বস্তা চিনি বিক্রয় করিয়াছে। ফলেই, কলিকাতাতে কাটাকাপড়ালারা সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং চড়াদর বিক্রেতা প্রতি হইতেছে। এখনকি এক সপ্তাহের মধ্যে ডেলিভারী পাইলে ৪৮৲ টাকা পর্য্যন্ত দর দিতে রাজি আছে।

কানপুরের বাজারে এপ্রিলের মধ্যে ডেলিভারী দেওয়া হইবে এ সর্ত্তে ৩৯ হাজার বস্তা চিনি ৪৯৲ হইতে ৫০৲ পর্য্যন্ত দরে বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হইয়াছে। সৌরাষ্ট্র এবং বোম্বাইয়ের বাজারেরও ভাল দর পাওয়া যাইতেছে। চিনি কলের বিক্রয় দর হইতেছে ৪৯৲/৫০৲ টাকা। কিন্তু বাজারে মূল্য দর সের প্রতি ১৸৩ ।

গুড়

গুড়ের বাজারে অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। বৃষ্টি ও মেঘলা আবহাওয়ার জন্য বাজারে গুড়ের আমদানি হইয়াছে কম। ফেলগুড়ের ঝাল-ঝালাস সম্পর্কিত অসুবিধা বিদ্যমান থাকায় চালে স্বল্পাধিক বিঘ্নিত হইয়াছে। তাছাড়া চিনির আর্থিক খোলা বাজারের প্রতিযোগিতা এবং আবহাওয়ার অনুকূলে আবশ্যিকভাবেরও বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চিনির প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়াছে।

মীরাটের বাজারে চাহিদা অব্যাহত ভাবে পরিলক্ষিত হওয়ায় দাম কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা চলে। কানপুরের পাইকারী বাজারেও সে একই অবস্থা। অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে গুড় বিক্রিতেছে। বোম্বাইয়ে আমদানি অব্যাহত রহিয়াছে। দাম প্রায় বিভিন্ন স্থানের কাছাকাছি এবং প্রত্যেক কেন্দ্রে মজুতের পরিমাণও বাড়িয়াছে।

মীরাটে খোলাবাজারে চিনির বাজারে তেমন কাজ কারবার হয় নাই। কানপুরে সেই অনুপাতে সামান্য কাজ কারবার হইলেও চিনির আর্থিক খোলা বাজারের প্রভাব সেক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়াছে।

চা

আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় ১৪,০০০ পেটিকা চা নিলামে বেচা হয় বাজারে ছাড়া হয়। প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীর চায়ের দর নিম্নমুখী ছিল। ভাল পাতা চা ও আসাম জেলা রংপুরাদি চায়ের দর মোটামুটি স্থির ছিল। নিম্নতম দরে বিভিন্ন শ্রেণীর চা বেচা-কেনা হইয়াছে :—পরিষ্কার সাধারণ নিম্নে ১৸৩/১০ ; পরিষ্কার সাধারণ বি, পি ১।/১০ ও বি, পি, এস্ ১।/০ ।

প্রায় ১৮,৫০০ প্যাকেজ ভাঙ্গা চা ও প্রায় ৮,০০০ প্যাকেজ অন্যান্য শ্রেণীর চা আকৃষ্টভাবে বাজারে ছাড়া হয়। চাহিদা মোটামুটি ভাল ছিল এবং দরও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ডুয়ার্স ভাঙ্গা ১৸৮ হইতে ১৸/১০ এবং আসাম ৸৲ টাকা দরে প্রায় বিক্রয় হইয়াছে।

গত মার্চ মাসে চায়ের রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য অবনতি দৃষ্ট হয় এবং রপ্তানি মূল্য ৫৬.১৪৲ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ৪৪৲-০৸৲ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। চলতি আরতের রপ্তানি খাতে ঐরূপ পরিলক্ষিত হয়। উহা ১৯৫১ সালের ৭ কোটি টাকা হইতে কমিয়া হইয়া ৮.১৮ কোটি টাকা হইয়াছে।

পাটজাত

পাটজাতের বাজারে স্থিরভাব বজায় ছিল এবং আলোচ্য সপ্তাহে কাজ-কারবারও কম হইয়াছে। উহার প্রধানে বিদ্যা বৃষ্টি ও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে পাটচাষি পরিবারে। ফলের আমদানি বাড়িয়াছে। দাবুর জোর কম কমপক্ষে ৪৫ ও অন্যদের অধিক সওয়ার বাজার বড় রাখিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উচ্চ জোর সে নির্দ্দেশ পালন করিয়াছে এবং হাইকোর্টে মামলা করিতের প্রস্তুত হইয়াছে। ভারত সরকারের প্রায় প্রত্যেক বাজেই জোগার সর্ব্বোচ্চ দর ১২৲ টাকায় বাঁধিয়া দিয়াছেন।

কোহিনুর ফিলম্ কোং লিঃ

(৫০৪ পৃষ্ঠার পর)

অর্থ সংগ্রহ করায় পূর্ণ কোম্পানীর মীট লাভের পরিমাণ হইতেছে ৪৮, ৮৩, ৫০৯৲ টাকা (৪১—৪৮, ৪৯, ৩৪৫৲)। তন্মধ্যে ১৪ লক্ষ টাকা, অবচয় খাতে ২০, ১৩, ৩৩২৲ টাকা। আয়কর অবধিলে ২৪ লক্ষ টাকা। লভ্যাংশ লভ্যাংশ বিধায় লভ্যর অবধিল ৪ লক্ষ টাকা। কর্ম্মচারীদের অবসর ভাতা ও গ্রাচুইটি ১ লক্ষ টাকা, আয়কর মুক্ত প্রতি ক্ষেত্রে লভ্যাংশ বাবদ ১২ লক্ষ টাকা সংস্থান করিয়া অবশিষ্ট লভ্যাংশের মোট টাকা হইয়াছে ৫১, ৪৪১৲ টাকা।

কোম্পানীর ক্রয় পরিমাণ ১৯৪০ সালের ৪.২৪ কোটি টাকার তুলনায় কমিয়া ১৯৫০ সালে ৪. ৯০ কোটি টাকা হইয়াছে।

কোম্পানীর মোট বন্ধ সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে, ৭. ৭৪ কোটি টাকা এবং অন্য সম্পত্তির পরিমাণ হইতেছে ৭. ৩২ কোটি টাকা।

আলোচ্য বৎসরে বন্ধ ও সম্পত্তি মূল্য নিরূপণ করায় ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ বন্ধ অবচয়বন্ধক পর্য্যন্তে রাখা হইয়াছিল। তাছাড়া কোম্পানীর কার্যালয়ের মূল্য নিরূপণ সম্পূর্ণ করায় ছিল। বস্তুতঃ পর্য্যবিধ পর্য্যবিধায় অন্যান্য কোম্পানীর কার্য্যাবলী সন্তোষজনক বলিয়া পরিচালকবর্গ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতীয় সংসদ

— ১৩৩১ —

নদী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণ

অর্থসচিব শ্রীচিন্তামন দেশমুখ ভারত সরকার বিভিন্ন নদী উপত্যকা পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে এ পর্য্যন্ত মোট ৩৯৬১ কোটি টাকা ঋণ দিয়াছেন। তন্মধ্যে দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনকে ১১ কোটি ফুলঝর পরিকল্পনার জন্য দুই কোটি, হীরাকুদ পরিকল্পনার জন্য আট কোটি, ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনার জন্য ২০ কোটিরও বেশী, পাঞ্জাবের হাঁসিকে পরিকল্পনার জন্য দুই কোটি এবং পশ্চিমবঙ্গের দামোদর পরিকল্পনার জন্য প্রায় দুই কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

এই সব নদী পরিকল্পনার মূল ব্যয়ের হিসাব এবং পরিবর্দ্ধিত হিসাবের মধ্যে পার্থক্য কি, তদুত্তরে তিনি বলেন যে, উহার কতকগুলি বলা হয়, নাঙ্গল-নাঙ্গাল পরিকল্পনার কোন পরিবর্দ্ধিত হিসাব নাই। এই পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ১৩০ কোটি টাকা। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মূল ব্যয় বরাদ্দ ৫৫ কোটি টাকা। পরিবর্দ্ধিত হিসাব কত অঙ্কে দাঁড়াইবে, তাহা এখনও নির্দ্ধারণ করা যায় নাই, তবে, মনুষর পরিকল্পনাটি কয়েকটী ব্যাপারে বিরাট। এই পরিবর্দ্ধিত পরিকল্পনা একশত কোটি টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। হীরাকুদ পরিকল্পনার মূল ব্যয় বরাদ্দ ধরা ছিল ৩৫ কোটি টাকা। পরিবর্দ্ধিত হিসাবে ইহা ৪৫ কোটিতে দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়।

আর একটী প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব জানান যে সাধারণতঃ ঋণ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে আসলের সর্ত্তে এই ঋণ দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ সুদের হার অপেক্ষা এই ঋণের জন্য শতকরা দুই আনা বেশী ধার্য্য করা হইয়াছে।

যন্ত্রের বৈদেশিক রপ্তানি

ভারত সংসদে প্রশ্নোত্তর কালে শ্রীযুক্ত মহতাব বলেন যে, যন্ত্রনির্ম্মাণ প্রসারলাভ করিয়াছে। ভারতে যন্ত্রের মূল্য এত বৃদ্ধি পায় যে, বিদেশী যন্ত্রের মূল্যের সহিত ইহার সম্প্রতি বিশেষ পার্থক্য নাই। ভারত পাকিস্থানে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় কাঁচা-মালের ওজনের বাটতি দেখা দেয়। তিনি বলেন যে যন্ত্রনির্ম্মাণ ১০ বৎসর যাবৎ চালু আছে, একথা ভুল। কেন না কোন আকারে নির্ম্মাণ বলিতে যাহা বুঝায়, প্রকৃতপক্ষে তাহা ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে হয়। ইহার পূর্ব্বেই যে যন্ত্রপাতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী তথ্য সাময়িকভাবে মুদ্রাস্ফিত আকারে সংসদে পেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে যে অবস্থা দেখা যায়, তাহা সুষম নয়।

তিনি বলেন যে, ভারত সরকার অতঃপর যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ বিদেশে রপ্তানির সিদ্ধান্ত করেন। কারণ, তখন বিদেশে যন্ত্রপাতির প্রচুর চাহিদা ছিল এবং সরকার মনে করেন যে, ইহাতে ভারত সরকার কিছু বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। তদনুযায়ী ১৯৪০ সালে ভারত সরকার ৮০ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি বিদেশে রপ্তানির সিদ্ধান্ত করেন। ইহার মূল্য বাবদ ভারত সরকার ৮০ কোটি টাকা অর্জ্জন করেন, তাহার দ্বারা যন্ত্রনির্ম্মাণ পরিচালনার উপযোগী মূলধন ও অন্যান্য কাঁচামাল ক্রয় করা সম্ভব হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মহতাব বলেন যে, গত দুই তিন বৎসর যাবৎ অবস্থা অধিক আশার কারণ হইয়াছে, একথা সত্য। বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের বরাদ্দ মঞ্জুরের পরিমাণ বিবেচনা করিলে দেখা যায়। বুঝিতে পারিবেন যে, গত মূল্য ও জুলাই পর্য্যন্ত বরাদ্দের পরিমাণ ঠিক ছিল। কেবল জুলাই ও সেপ্টেম্বরে বরাদ্দের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়াছে। সরবরাহ ও অসামরিক বেসামরিক ক্ষেত্রে যে সব যন্ত্রপাতির অভাব রহিয়াছে, সেগুলির জন্যই যেন সরবরাহ বেশী দেওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত মহতাব বলেন যে, ইতিমধ্যে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, খুব সম্ভব আগামী বিভিন্ন রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টি, পানি সরবরাহ করিবে। গত ৩ মাস মাসিক ৩৬ হাজার গাঁইটের পরিবর্ত্তে ৫২ হাজার গাইট সুতা উৎপন্ন হইয়াছে এবং উৎপাদনের পরিমাণ এইরূপ থাকিলে যে অবস্থা খুব অল্পের মধ্যেই পূর্ণ অবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

চলতি বৎসরে খাদ্যশস্যের অবস্থা

দিল্লী, ৩রা এপ্রিল—খাদ্যসচিব শ্রীকে এম মুন্সী আজ সংসদে শ্রীকে পি জীবাকরের একটী প্রশ্নের উত্তরে লিখিতভাবে জানান যে, ১৯৫১ সালে বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যশস্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য সরকারী মজুত শস্য হইতে ১০ লক্ষ টন সরবরাহের প্রয়োজন হইবে। ঐ বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মোট ৩৫ লক্ষ টন শস্য সংগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ফলে ৫৫ লক্ষ টন অতিরিক্ত ঘাটতি থাকিবে। সরকারের বৎসরান্তিক মজুত পুরণের জন্য এতদ্ব্যতীত ১ লক্ষ টন শস্য দরকার হইবে।

খাদ্যসচিব বলেন যে, বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের জন্য সুবিধার কোনরূপ নির্দ্ধারিত পরিমাণ অমিতে উহা চাষের জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া নাই। মুনাফার চাপ পরিবর্ত্তনের ফলে, পাট প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসল অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপাদনের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে আশা করা যায় তাহা কার্য্যকরী করার জন্য চাষীদের যথোপযুক্ত উৎসাহ দানের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য কোন কোন

[পরবর্ত্তী ৫১১ পৃষ্ঠায়]

সংবাদ সঙ্কলন

বেকার সমস্যা বিচারার্থ কেন্দ্রীয় পর্ষদ গঠন

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ফেব্রুয়ারী মাসে মোট ৩,৪৮০ জন নারী বিভিন্ন বিনিময় কেন্দ্র মারফতে চাকুরী পাইয়াছেন। বিভিন্ন বিনিময় কেন্দ্রসমূহের মারফতে ইতি-পূর্বে আর কোনও মাসে এত অধিকসংখ্যক নারী চাকুরী পান নাই।

আলোচ্য মাসে ৩,৪০১ জন কর্মচ্যুত সরকারী চাকুরিজীবসহ মোট ১,০৭,৯০০ জন চাকুরীপ্রার্থী বিভিন্ন বিনিময় কেন্দ্রসমূহের নাম তালিকাভুক্ত করান এবং ৩১,৩১৮ জন প্রার্থী ঐ সকল কেন্দ্রের মারফতে চাকুরী লাভ করেন।

বিভিন্ন বিনিময় কেন্দ্রসমূহের হিসাব অনুযায়ী জানা যায় যে, আলোচ্য মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ৮,৭০০ জন কর্মচ্যুত চাকুরীজীবকে পুনরায় কার্যে বহাল করা সম্ভবপর হয় নাই। পূর্ববর্তী মাসে উহাদের সংখ্যা ছিল ৯,০০০ জন। জাহাজের অধিকাংশই মার্চফোর্স অথবা কারখানা অঞ্চলসমূহে অবস্থিত হইয়াছে অথবা জাহাজের এজেন্সীর তালিকাভুক্ত অন্য কোনও চাকুরী এখনো দেওয়া যায় নাই।

অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, গত ১৯৫০ সনে তালিকাভুক্ত প্রার্থীসমূহের মোট ১,০৯,২১৮ জন চাকুরীপ্রার্থী বিভিন্ন বিনিময় কেন্দ্রসমূহে নাম তালিকাভুক্ত করে এবং তাহাদের মধ্যে শতকরা ৪৫ জন চাকুরী লাভ করিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন শিল্প পরিচালনা অনুযায়ী গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষদিবস পর্যন্ত নারী ও ২,০১০ জন উহাদের মোট ১,৯০৬ জন চাকুরীপ্রার্থী বিভিন্ন কেন্দ্রে নিজ নাম রেজিষ্ট্রি করিয়াছিল। আরও প্রকাশ, ঐ সময় পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শিল্প নিয়োজিত ১০৪ জন নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পের শিল্পী এখন অবধি

জাহাজে জাতীয় শিল্প জাতীয়করণ

মন্তব্য নাই

মন্ত্রাজী, ২৪ এপ্রিল—বিভিন্ন ইন্ডিয়ান মেরিচেন্টস চেম্বার্সের বোম্বাইস্থ কেন্দ্রীয় অফিসের ভার এই মাসের শেষে বি এন আডেনওয়ালার উপর এইমাসে বলেন যে, জাহাজের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জাতীয়করণে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

তিনি আরও বলেন যে, এই শিল্পের অবাধ-মুক্ত উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে বিভিন্ন জাহাজ মেরামত ব্যবস্থা-মূলকভাবে ক্রমের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তিনি আরও বলেন যে, যদি সরকারকে মনে করেন যে, একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা অন্যায় হইবে, তবে "এই শিল্পের জাতীয়-করণে আমাদের কোনও আপত্তি নাই।"

অদ্য এইস্থানে ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স কেন্দ্রায়ের ২৪শ অধিবেশন শেষ হয়। মিঃ আডেনওয়ালা এই অধিবেশনে জাহাজ-শিল্প সম্পর্কে গৃহীত একটী প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উপরিউক্ত মন্তব্য করেন। কেন্দ্রায়ের ১৯৫১-৫২ সালের জন্য মিঃ বি, এম, কোঠারিকে সভাপতি, শ্রীগাডিগেলকে সহকারী সভাপতি ও শ্রী ডি, এম, সেনকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করেন।

পাকিস্থানে ব্যাঙ্কসমূহ হস্তান্তরী বিজ্ঞপ্তি

পাকিস্থান সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ৩রা এপ্রিল হইতে দুই বৎসর কালের জন্য পাকি-স্থান হইতে সর্বপ্রকার মালপত্র বিদেশে হস্তান্তরী কেবলমাত্র সরকারী ব্যাঙ্কেই হইবে।

পাকিস্থান সরকার পশ্চিম পাকিস্থানের জন্য গম ও গমজাত পদার্থ এবং চোরা ঘোলাজাত পদার্থ প্রস্তুতকল্পে উৎপাদন বিস্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এপ্রিল হইতে ১৯৫০ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত এই বিস্তার ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ

ইকনোমিক, ৩১শে মার্চ—"ইন্ডিয়ান বোর্ড অব ট্রেড" আজ ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী কল্য (১লা এপ্রিল) হইতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের উপর সরকারী কর উন প্রতি চতুর্ভাগ বৃদ্ধি করিয়া ৫০ নোয়ার দুইশিল মুদ্রার স্থলে ২০০ নোয়ার (সাড়ে তিন পাউন্ডের কিঞ্চিৎ বেশী) ধার্য করা হইবে।

জাহাজে রবার তৈয়ারী

সম্প্রতি ভারতীয় শিল্প-বিজ্ঞান গবেষণা পরি-ষদের উদ্যোগে বোম্বাইয়ের ওয়াডালাস্থিত পরীক্ষা-মূলক কেন্দ্রে বিস্তৃত রবার তৈয়ারী করা হইয়াছে। ঐ কেন্দ্রে এ পর্যন্ত ৩১ হাজার মন উৎপন্ন নানা রবার তৈয়ারি করা হইয়াছে। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে পরস্তরা ১৮ হইতে ১৮ ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত রবার তৈয়ারি করা যায়। ঐ কেন্দ্রে প্রতি মন রবার তৈয়ার করিতে ১১ আনা ৩ পাই খরচ হয়। উৎপাদন খরচ আরও হ্রাস করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

পাকিস্থান সরকারের বন্ধকী কারবার

কলিকাতা ইকনমিকেই ট্রাই পাকিস্থান সরকারের কাছের ফলে যে বন্ধকী কারবার রাখিয়াছিলেন তাহা বিক্রয় করি.. দিতে সময় করিয়াছেন। পাক সরকার মূল্যবান করে স্থির করা হইবে সেই আশায় বসিয়া না থাকিয়া ইকনমিকেই ট্রাই ঠিক করিয়াছেন যে, এখন কিছু লাভে ঐ বন্ধকী কারবার তাঁহারা বাজারে বিক্রয় করিয়া দিবেন। এই বন্ধকী কারবারের মধ্যে "সিন্ধি লোন" এবং "পাঞ্জাব পাকিস্থান বন্ড" রহিয়াছে।

জাহাজে চাই ও সরিষা তাল

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৯৫০-৫১

সালে তাহাতে ১৭ লক্ষ ৯১ হাজার একর জমিতে চাষ ও সরিষার আবাদ হইয়াছে। গত বৎসরে ১৯ লক্ষ ৪৩ হাজার একর জমিতে ঐ সকল ফসলের আবাদ হইয়াছিল। চীন বসন্তের সময় আবহাওয়া অনুকূল থাকায় প্রথমাবস্থায় আসাম, পাঞ্জাব ও সেলসুরে অধিক জমিতে চাষ ও সরিষার চাষ সম্ভব হইয়াছে। সুরমিরার, ত্রিপুরা ও বিলাসপুরে ৩২ হাজার একর জমিতে চাষ ও সরিষার চাষ হয়।

ভারতীয়করণ কার্পেটের চাষ বিস্তারের

পূর্বতন বাণিজ্য সম্ভারের এবং শিল্প ও সমুদ্রপথ মন্ত্রালয়ের নির্দেশে ভারতীয় চাষ নির্ধারণ প্রতিষ্ঠান পশমের পাশিয়া বা কার্পেটের চাষ নির্ধারণের কাজ আরম্ভ করেন। ভারতীয় চাষ নির্ধারণ প্রতিষ্ঠানের পশম শাখা এখন হস্তচালিত তাঁতের তৈয়ারী ভারতীয়করণ কার্পেটের মানের ধরণ প্রবর্তন করিয়া দিয়াছেন।

এই ধরণের ভারতীয়করণ কার্পেটের নূতনতম মান নির্ধারণ করা হইয়াছে। সরকারের নির্ধারণের জন্য তাহাতে ও বিদেশে এই ধরণ প্রচার করা হইয়াছে। ১৯৪১ সালের ২৫শে এপ্রিলের পর ইহার চূড়ান্তরূপে ছির করা হইবে। সংশ্লিষ্ট সকলে ঐ তারিখের পূর্বে তাহাদের প্রস্তাবিত ভারতীয় মান নির্ধারক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের নিকট—১৯নং ইষ্টবিল্ডিংস রোড, সিভিল লাইন্স, দিল্লী ৬—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ধান্য জমির বৃদ্ধি

ভারত কেন্দ্রীয় তণ্ডুল গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডাঃ কে রামায়া বিষয়াছেন ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের সুযুক্ত প্রাণ্ড পন্থায় ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন খাদ্যশস্যটির পুরুষের উৎপাদন ভারতের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সরকারের কতদূর কি ও কতটুকু চেষ্টা হইতেছে, সে সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে মোট চাউল উৎপাদনের প্রায় ৯০ পরসেন্ট বা পূর্ব এশিয়ায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। মোট চাহিদার অন্যূন প্রায় ৯০ পরসেন্ট ইহারাই যোগাইয়া থাকে। মাত্র কিছুটা দেশ (ব্রহ্ম, শ্যাম ও ইন্দোচীন) চাউল রপ্তানি করে। আর সব দেশেই ঘাটতি পড়ে। অতএব ঘাটতি পূরণের সমস্যা শুধু ভারতের নয়, সমগ্র পূর্বাঞ্চল-পূর্ব এশিয়ার সমস্যা। সে জন্য বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মারফতে সর্বসাধারণ ও সুসংহতভাবে একটি কার্যকরী প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আলোচনা চলিতেছে। তাড়াতাড়ি সাফল্য উদ্দেশ্যে পাইতে হইলে ও দেশে যাহা প্রতিরোধক ব্যবস্থা পূরণ করা হইয়াছে তাহা পূরণ করাই ঘাটতি পূরণের প্রকৃষ্ট ও নিশ্চিত উপায়। তাহাতে একই জমিতে একাধিক ফসল তোলা যাইবে, আবার রোগ-পীড়াণু প্রভৃতি ধ্বংস অনেকটা করিবে। এই উদ্দেশ্যে চারখানি দেশের মধ্যে পত্র ঘটাইয়া নূতন 'জাতি' সৃষ্টির চেষ্টা হইতেছে। তবে এই সকল পরীক্ষার ফলাফল হাতে পাইতে কিছু সময় লাগে। অন্তত ৮-১০ বৎসরের পূর্বে তাহা সম্ভব নয়।

আশাতত তাড়াতাড়ি ফল পাওয়ার জন্য উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহার, সার প্রয়োগ ও জলসেচের ব্যবস্থা প্রয়োজন। বীজধানের উন্নতিসাধনে কটক গবেষণা কেন্দ্রের সিকটবর্তী একটি অঞ্চলে চাষীরা প্রতি একরে সারের জন্য মাত্র ২৲ টাকা বেশী খরচ করিয়া ২২৲/৪০৲ টাকার মত বেশী ফসল পাইয়াছে। এখন তাহারাও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিতেছে। দেশের সর্বত্র চাষীদিগকে এই সকল বিষয় বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য বহু কর্মী শিক্ষিত করা দরকার ও তাহাদের মাঝে মাঝে বিশ বৎসরের মধ্যে কৃষি সম্পর্কে বিভিন্নরূপ প্রগতির উল্লেখ করা হয়। সে দেশে প্রতি তিন বর্গমাইল এলাকায় একজন করিয়া কৃষি-কর্মচারী আছে। তাহার নিকট চাষীরা সব বিষয়ে পরামর্শ পাইয়া থাকে। আর আমাদের ১০ বর্গমাইল এলাকাতেও একজন কৃষিকর্মচারী যোগাড়ের করা সম্ভব হয় নাই। চাষীরা পরামর্শ পায় না, জ্ঞান পায় কিনা বীজও সব সময় পায় না।

কৃষি সম্পর্কে গবেষণার বর্তমান ধারা উল্লেখ করিয়া ডাঃ রামায়া বলেন—"গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অবস্থান খুব কোন দেশ অপেক্ষা কম নয়। কিন্তু খুব কোন গবেষণার ফলাফলগুলি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। তাহার যেরূপ ব্যবস্থা এখনও হয় নাই।

কৃষিক্ষেত্রে ছোট ছোট, সব সময়কার জন্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, অন্তত ৩০-৫০ বিঘা জমি না থাকিলে ফসল লাভজনক প্রভৃতি যন্ত্রপাতির সুবিধা পাওয়া খুব উঠানো সম্ভব নয়। তবে আসামে ও চীনে চাষীরা পরিশ্রম বাঁচাইবার উদ্দেশ্যেই ব্যাপক চালানো, ছোট ছোট ট্রাক্টারের ব্যবহার করিয়া থাকে। এখনে ঐ সকলের বিভিন্ন চালু করার জন্য ব্যাপক আয়োজন প্রয়োজন আছে।

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, শ্যামদেশে ৮১১ বিঘা জমির মালিকরাই রাজারা কল (mirakuali) বলাইয়া বিভিন্ন জল সেচের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন তাহাতে চালু করা সম্ভব কিনা, কেন্দ্রীয় সরকার সে সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের মতামত চাহিয়াছিলেন। উত্তর প্রত্যেক সরকারই জানাইয়াছেন যে এই সকলের নূতন কিছু এখনের উপযোগী নয়।

পশমজাতদ্রব্যের সাপ্তাহিক পাইকারী মূল্যমান

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা সর্বজনাদরীয় বিভিন্নের (১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ=১০০) পশমজাতদ্রব্যের পাইকারী মূল্যের যে সাপ্তাহিক মান নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, গত ১৭ই মার্চ পর্যন্ত উহা পূর্বসপ্তাহ ৪০৩ মানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৩৪৪৫ হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে চা ও কফির মূল্য পূর্বসপ্তাহ ১ মানে হ্রাস পাইলেও চাউল, মোজার ও জাউলের মূল্য যথাক্রমে পূর্বসপ্তাহ ১, ২ ও ৩ মানে বৃদ্ধি, পাওয়ার যাজনের মূল্যমান পূর্বসপ্তাহ ০·৮ মানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৩১০ ৮ হয়।

ঐ সপ্তাহে রেড়ী, তিসি, সরিষা, তুলাবীজ, লাক্ষা ও কাঁচা চামড়ার মূল্য যথাক্রমে পূর্বসপ্তাহ ৭, ৩, ২, ১ ও ৩ মানে হ্রাস পায়। কিন্তু মূল্য বিশ্লিষ্টরূপের ফলে কাঁচা পাটের মূল্য পূর্বসপ্তাহ ৮৪ মানের বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রথমিয়ার ভারতীয়ের মূল্যমান পূর্বসপ্তাহ ১৪ মানে বাড়িয়া ৩৩৫ ৯ হয়।

উক্ত সপ্তাহে রেড়ীর তৈল, লক্ষা, মেজার চামড়া ও কফির মূল্য যথাক্রমে পূর্বসপ্তাহ ৭, ৩, ২ ও ১ মানে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও পশম চামড়া, পশম ও নারিকেলের পরিমল মূল্য যথাক্রমে পূর্বসপ্তাহ ১২, ৩ ও ৩ মানে বাড়িয়া যাওয়ায় প্রথমিয়ার সূচনা—তৈরারী মালের মূল্যমান পূর্বসপ্তাহ ১.৪ মানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৩৩০ হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে রেশম ও রেশমী বস্ত্রাদির মূল্য শতকরা ১১ হারে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সাইমার ঘড়ি, আসব, কাচ ও অন্যের মূল্য যথাক্রমে শতকরা ১১, ৫, ৯ ও ৩ হারে বাড়িয়া গেল। ফ্রান্সিসের বৈদেশী মালের মূল্যমান শতকরা ৫·৬ হারে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯৫·৬ হয়।

ঐ সপ্তাহে ইঁট, টালী ও চুনসাত মূল্য যথাক্রমে শতকরা ৩, ৩·৩ হারে হ্রাস পাওয়ায় বিবিধ পণ্যদ্রব্যের মূল্যমান শতকরা ·৭ হারে কমিয়া ১৭৪·০ হয়।

ট্রাঙ্ক টেলিফোনের মাসুলের হার পরিবর্তন

গত ১লা এপ্রিল হইতে বিভিন্ন বাড়ির সঙ্গে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে কথা বলিবার মাসুল কমাইয়া অর্দ্ধেক এক-তৃতীয়াংশ হারের কাজে পূর্ব হারের এক চতুর্থাংশ হইতে অর্দ্ধেক অথবা এক-তৃতীয়াংশ হারের এক চতুর্থাংশ করা হইবে। অতএব, ঐ তারিখ হইতে কোনও বিভিন্ন বাড়ির সঙ্গে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে কথা বলিবার অতিরিক্ত মাসুল হইবে পূর্ব, অর্দ্ধ, অথবা এক তৃতীয়াংশ হার অনুসারে ট্রাঙ্ককলের সাধারণ হারের পূর্ব, অর্দ্ধ, অথবা এক-তৃতীয়াংশের চারি আনার এক ভাগ। তবে ট্রাঙ্ক কলটী অকপ্রাণ্য হইলে আর সাধারণই হউক মূল্যবান মাসুল হইবে ৩ আনা।

চট ও প্রকৃতির রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধি

এক বিজ্ঞপ্তিতে ভারত সরকার চট, চটের থলে, সূতা, বাণ্ডি প্রভৃতির রপ্তানি শুল্ক টন প্রতি ১৫০৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৩০০৲ টাকা ধার্য্য করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ এপ্রিল হইতেই কার্য্যকরী হইবে।

এশিয়ার চাউল বৃদ্ধির সম্ভাবনা

ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত যোগ্যের বাসক স্থানে দুইটী বিশেষজ্ঞ বৈঠক বসিয়াছে। ঐ বৈঠকের সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রায় একলক্ষ কোটী লোকের, এক চতুর্থাংশেরও প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক লোকের প্রধান খাদ্যদ্রব্য চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে।

বৈঠক দুইটীর একটী হইতেছে চাউল উৎপাদন সংক্রান্ত, অপরটী হইতেছে ঋণ সংক্রান্ত। দ্বিতীয়টে উক্ত শ্রেণীর বীজ এবং সার ব্যবহার করা এশিয়ার চাউল উৎপাদন বাড়াইয়া তোলা বন্ধ বৈঠকে তাহাই আলোচিত হইবে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অধীন আন্তর্জাতিক চাউল কমিশনের উদ্যোগে উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিশ্বের চাউল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তৎসংক্রান্ত কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধানই উহার লক্ষ্য।

ব্রহ্মদেশ, ভূতপূর্ব, সিংহল, মিশর, ফ্রান্স ও চীন সরকার উক্ত বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য ৭ বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রথম পাঁচদিন চাউল উৎপাদন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ বৈঠক হইবে, পরে সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ বৈঠক বসিবে পরবর্ত্তী পাঁচদিন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে রেঙ্গুনে চাউল উৎপাদন সংক্রান্ত প্রথম বৈঠক হইয়া গিয়াছে।

ফেব্রুয়ারী মাসের বৈঠকে ভারতীয় ও জাপানী প্রতিনিধিদের একপ্রকার সকল বাস্তু উৎপাদন বাড়িয়া পরিবর্ত্তনের হয়। বর্ত্তমানে কটকে কেন্দ্রীয় চাউল গবেষণাকেন্দ্রে উক্ত সকল চাউল উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে।

আন্তর্জাতিক চাউল কমিশনের সহিত সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উন্নত ধরনের বীজ অধিকতর পরিমাণে সার, উন্নত প্রকারের জলসেচ ব্যবস্থা এবং উদ্ভিদরোগ ও পতঙ্গ নিরোধের কার্য্যকরী ব্যবস্থা—এই সকল উপায়ে চাউলের অভাব বিদূরিত করা যায়। কলে ছাটা, সস্তা সারসহ এবং রাসায়নিক উপকরণ ব্যবস্থা ও সস্তাদরে বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া কমিশন মনে করেন।

ভারতীয় লাক্ষা শুল্ক কমিটির গঠনের বৈঠক

৩১শে মার্চ কলিকাতায় ভারতীয় লাক্ষা শুল্ক কমিটির পরিচালনা বোর্ডের ৩০ তম বৈঠক বসে। উক্ত বৈঠকে ভারতীয় লাক্ষা শুল্ক কমিটির সভাপতি শ্রী এম, বিজয়রাঘবাচারিয়ার মনোনীত ভারতীয় লাক্ষা শুল্ক কমিটি ও রাঁচীর নিকটবর্ত্তী লাক্ষাগবেষণাগার কেন্দ্রের যে উপকার করিতেছে তাহা সকলে বিশেষভাবে অবগত আছেন। ১৯৩০-৩১ সনের প্রথম নয় মাসে ভারত হইতে বিদেশে ২০ কোটী টাকারও অধিক মূল্যের লাক্ষা ও লাক্ষা বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছে। ভারত সরকারের কার্য্যতৎপরতায় ইতিমধ্যেই লাক্ষার উৎপাদন বহুল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিশ্ব অপরিহার্য্য এই পণ্য সামগ্রীর রপ্তানি-ক্ষেত্রে ভারত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে। ভারতের ঐ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অপর দেশ দখল করিতে না পারে ভারতে অন্তত লাক্ষার উচ্চ মান, মূল্য ও বিক্রয় ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে উহার সন্তোষ প্রতিযোগীতা প্রভৃতি বিষয়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইতেছে।

ব্রাডফোর্ড রেকর্ড, বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর ব্যাটারি, বাল্ব, সিমেন্ট, রেলওয়ে, ব্রাসটীক, অয়েল-ক্লথ প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য নির্ম্মাণকার্য্যে লাক্ষার ব্যবহার হয়। ঐ কারণে উহার শিল্প সংসারে গুরুত্ব অনেক। যাহাতে ভারতের শিল্পবাণিজ্যগণ উহার যথাযথ ব্যবহার অবহিত হইতে পারেন সেজন্য লাক্ষানুসন্ধান গবেষণাগারে বিবিধ গবেষণাকার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। আপাততঃ লাক্ষার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কারণ উহার বিদেশের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য উহা একান্তপ্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বার্ষিক যুক্তরাষ্ট্র ৮০০ টন, জার্মানী, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও ইটালীর অন্যান্য দেশ ভারত হইতে অধিক পরিমাণ লাক্ষা ক্রয় করে। লাক্ষার চাষ বৃদ্ধি ও উহার রোগ নিবারণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। বিহারেই সর্ব্বাধিক পরিমাণ জন্মিয়ে লাক্ষার চাষ হয়। অতঃপর, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব এবং ব্রহ্মদেশেও লাক্ষার চাষ চলে। ১৯৩০ সনে ভারতে ১২ লক্ষ মণ লাক্ষা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। উহার উৎপাদন আরও বাড়াইয়া বার্ষিক ২০ লক্ষ মণ করার চেষ্টা ভারতীয় লাক্ষা শুল্ক কমিটি করিতেছেন।

বর্ত্তমান লাক্ষার মান আইন মাফী অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া উহার কোনও ভিন্নতা নাই। ইহার ফলে যাহাতে বিদেশের বাজারে লাক্ষার চাহিদা না কমিয়া যায়ে সেজন্য ভারত সরকার কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছেন।

লাক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে রেলের যাতায়াত উন্নয়ন বৃদ্ধির সমান গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য। ফলায় এলাকায় উহার চাহিদা অত্যধিক বলিয়া ঐ অঞ্চল আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের কার্য্য-বিবরণী

—২০৩—

বণিকমূলে শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শ্রমিক আপীল ট্রিবিউনাল স্থাপন, মুসলমান মজুরী আইন ও অন্যান্য আইন কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন—১৯৪০-৪১ সালে এই মন্ত্রণালয়ের কার্য্যাবলীর মধ্যে এইগুলিই প্রধান।

আলোচ্য বৎসরে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি হয়। গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে শ্রম বিরোধের সংখ্যা কম—যদিও এই বৎসর পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা বেশী দিন-মজুরী নষ্ট হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ১৯৩৯ সনের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৪০ সালের আগষ্টের মাস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ১,০১৪টি শ্রম বিরোধ হয় এবং ১,০৫,৪৯,১৪৪টি দিন-মজুরি নষ্ট হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ১,২৪৪টি বিরোধ হয় এবং ৬৪,৯১,১১৩টি দিন মজুরী নষ্ট হয়। আলোচ্য বৎসরে অধিকসংখ্যক দিন মজুরী নষ্ট হওয়ার কারণ বোম্বাইএর বস্ত্র ধর্ম্মঘট। একমাত্র এই ধর্ম্মঘটের ফলেই ৯০,০০,০০০ দিন-মজুরী নষ্ট হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন কর্ম্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে ১১,১০,১৪৮ জন চাকুরি প্রার্থীর নাম তালিকাভুক্ত করাইয়াছিল—ইহাদের মধ্যে ৩,৩১,১৯০ জনকে চাকুরি দেওয়া হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর ২,৪৬,৮০৯ জনকে চাকুরি দেওয়া হইয়াছিল। বেসরকারী নিয়োগকর্ত্তাদের মধ্যে তাহারা কর্ম্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে ছিল ৩,১১২; উহা বাড়িয়া জুলাই মাসে ৮,১১৯ হয়। শিল্পমূলে অন্যান্যভাবে শিল্পে কর্ম্মিদের নিয়োগের এক নূতন পরিকল্পনা চালু করা হয়। এই পরিকল্পনার নাম "আপ্রেন্টিস" বা শিক্ষানবিশ পরিকল্পনা"। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩৯টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এবং ৩৪টি ফ্যাক্টরি ও ০৩টি খনিতিথি সালের এই কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। গত বৎসরের শেষভাগে ১১,১১৭ জন শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিল।

১৯৪০ সালের যে মাসে শিল্প বিরোধ আপীল ট্রিবিউনাল বিলটী আইনে পরিণত করা হয়। আলোচ্য বৎসরে ছাপা বহুসংখ্যক বিল আমদানি করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে ও ট্রেড ইউনিয়ন বিলগুলি বিলেষ কমিটী দ্বারা হইয়া এখন পার্লামেন্টে উপস্থিত হইয়াছে।

নূতন শ্রমিক আইন

এই কার্য্য বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে শ্রমিকদের কল্যাণার্থে আরও কয়েকটী নূতন আইন প্রণয়ন করা হইতেছে: ১৯৩৯ সালের মজুরী প্রদান আইন প্রভৃতি কতকগুলি পুরাতন আইনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা হইতেছে এবং এক শ্রমিক আইন, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন, কারখানা আইন প্রভৃতি কতিপয় আইন, সংশোধনের ব্যবস্থা হইতেছে।

বয়লারাদি প্রতিরোধ কল্পে এবং খোলাদে পরিকল্পনা খুব অগ্রসর হইয়াছে। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগ পর্য্যন্ত ২,১৫,০০০ জন খনি-মজুর এই কাজে যোগ্যতা করিয়াছেন এবং শ্রমিক ও খালিকগণ মোট ১,৬৮, ৪৩,০০৯ টাকা প্রদান করিয়াছেন। শ্রমিক কল্যাণমূলক কার্য্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা করা হইয়াছে। চিকিৎসা ব্যবস্থা ও আরোগ্য-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সুচিন্তিত ব্যবস্থা খনি মজুরদের জন্য করা হইয়াছে। এই আলোচ্য হাসপাতালে হাজার হাজার শ্রমিকের চিকিৎসা করা হইয়াছে। সস্তায় প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, ম্যালেরিয়া ও যৌন রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং নারীশ্রমিকদের প্রসূতি সাহায্য সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। খনি মজুরদের জন্য ১,৬০০টি গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। উক্ত কাজের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সকল খনি-মালিক শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন তাহাদিগকে গৃহ নির্ম্মাণের খরচের ২০ পর্য্যন্ত সাহায্য প্রদানের এক নূতন পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক শ্রমিক

১৯৩৯ সালে যে, কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান কার্য্য সুরু হইয়াছে তাহা ১৯৪১-৪২ সালে সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উহা শেষ হইলে প্রাদেশিক শ্রমিকদের গৃহ নির্ম্মাণ, চিকিৎসা ও শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও ভারত

এই বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কার্য্যকলাপে ভারতীয় সরকার কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করিতেছেন। বিশ্বব্যাপিতার ফলে প্রতিনিধিদের প্রেরণের ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ১৯৪০ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের ৩৩শ অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত জোশীর নেতৃত্বে নিযুক্ত হয়। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডোনেশিয়াকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার পরিষদের যে অধিবেশন হয় শ্রম মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী মিঃ বি. কে. আয়, সেখানে ভারতের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

ভারতীয় সংবাদ

[৫০৬ পৃষ্ঠার পর]

রাজ্যের সরকার বীজ বপন নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন করিয়াছেন।

উপ-আবাদটির এক প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, আমাদের দেশে খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার ফলে ভারত সরকার খাদ্যের অভাব সূচনা করিতেছেন।

বিভিন্ন রাজ্যে কেরোসিন তৈল আমদানী

বর্তমান এক প্রবন্ধের লেখক মিঃ এফ-সি, ডি, সেনগুপ্ত বলেন যে, বিভিন্ন রাজ্যের জ্বালানি পরিমাণের সাহায্য করিবার জন্য ভারত সরকার ১৯৪০-৪১ সালে ১৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। ইহা ছাড়া এই বৎসরে রেলওয়েগুলিকে ৫০ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়।

১৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের মধ্যে পঞ্জিবঙ্গকে ৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকা, উড়িষ্যা ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, পাঞ্জাব ২ কোটি টাকা, যুক্তপ্রদেশ ১ কোটি টাকা, মধ্যপ্রদেশ ১৮০ কোটি টাকা, বিহার ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, বোম্বাই ৭৪ লক্ষ টাকা, [illegible] ৯০ লক্ষ টাকা এবং উড়িষ্যা প্রদেশ ৫ লক্ষ টাকা পায়।

[illegible] লক্ষ ১১ হাজার টাকার সাহায্যের জন্য [illegible] প্রভৃতি উদ্যমের উৎসাহ বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে [illegible] ১১ হাজার টাকা দেওয়া হয়। তুলনায় [illegible] বিহারের জন্য উড়িষ্যা সরকারকে ৬৯ লক্ষ টাকা সাহায্য করা হইয়াছিল। পার্বত্য জাতী অঞ্চলে [illegible] জন্য আসামকে ৭৯ লক্ষ টাকা সাহায্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ইহার পর টাকা [illegible] করা হয় নাই। আসামে [illegible] বাবদে পরিমাণ অবশিষ্ট ১১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকায় দাঁড়াইবে।

বিজ্ঞপ্তি

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য-শ্রেণীর ছাত্র বন্ধুদের প্রতি আধুনিক বাণিজ্যিক অগ্রগতির সঙ্গে সর্বদা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। পাঠ্য-পুস্তকে তাহাদের অধিকাংশেরই আলোচনা থাকে না। কারণ আজিকার দিনের মুহূর্তে পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীর সঠিক পরিচয় কোনও পাঠ্য-পুস্তকের পৃষ্ঠায় দেওয়া অসম্ভব। যতদিনে পুস্তক প্রকাশিত হইয়া সংস্করণ নিঃশেষিত হইবে, ততদিনে হয়ত সারা পৃথিবীরই আর্থিক কাঠামোতে দেখা দিবে নাটকীয় পরিবর্তন।

একদিকে আধুনিকতম ঘটনাবলীর সঙ্গে নিবিড় পরিচয় আর অন্যদিকে বর্তমান জগতে ভারতীয় অর্থনীতির গুরুত্বের স্বরূপ উপলব্ধি—এ দুই প্রয়োজনেই আমরা ছাত্র-বিভাগের উদ্বোধন করিতেছি।

এ বিভাগে থাকিবে :—

১। রাজনৈতিক সংস্থা নিরপেক্ষ যেসব দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে সেই বাণিজ্যিক গতি নিরূপণের চেষ্টা;

২। ভারতীয় অর্থনীতির উপর সরকারী মুদ্রানীতি, অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্যিক নীতির প্রভাব ও আলোচনা।

৩। বিভিন্ন সরকারী পরিকল্পনার পরিচয় ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা।

৪। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত আর্থিক, বাণিজ্যিক ও মুদ্রানীতি সংক্রান্ত সংগঠন ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে—তাহার স্বরূপ ও ফলাফল সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা।

৫। ভারতীয় অর্থনীতির ধারা যেন খাতে প্রবাহিত হইলে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব তাহা আবিষ্কারের চেষ্টা।

উপরিউক্ত বিষয়বস্তু হইতেই অধিকাংশ প্রশ্নপত্র রচিত হয়, তাই সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি এমনভাবে সন্নিবেশিত করা হইবে যাহাতে ছাত্রবন্ধুরা সহজেই উত্তরে ব্যবহারযোগ্য অংশগুলি বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে পারিবেন।

এই উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরের আকারে অন্ততঃ দুইটি করিয়া পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

এ বিভাগের পরিচালনা করিয়াছেন এমন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী যিনি বহুদিন ছাত্রশিক্ষণে লিপ্ত।

ছাত্র-বিভাগের উদ্বোধন হইবে আর্থিক ভারত-এর [illegible] সংখ্যা হইতে। উক্ত সংখ্যায় বি, কম-এর চারটি [illegible] প্রশ্নের উত্তর সন্নিবেশিত হইবে।

শেয়ার বাজার :—

ঊর্ধ্বমুখী

কলিকাতা, ৭ই মার্চ—আলোচ্য সপ্তাহে কাজ-কারবার প্রচুর পরিমাণে না হইলেও শেয়ার বাজারের অবস্থা ১৯৩৯ সালের অতীত উন্নতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, ফলে ১৯৪১ সনের শেষ পর্য্যায়ের মূল্য হইতে সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিয়া রহিয়াছে। পাটকল ও ইস্পাতের শেয়ারে বাজারে বেশী কাজে প্রধান অংশ বিভিন্নই বিদ্যুত রহিয়াছে। নিম্নে কয়েকটি শেয়ারের যে তুলনামূলক দর দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইবে উক্ত শেয়ারগুলির দর ১৪ সপ্তাহে ও বহুক্ষেত্রে ২৫% বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাটকল শেয়ারের মধ্যে টুই ১৪ পাউণ্ড মূল্য ধরা হইয়াছে। শেয়ারের দরের ক্রমোন্নতি প্রধানতঃ যুদ্ধ সংক্রান্ত কারণে না হইলেও বাজারের উন্নত ভেদ অন্যান্য সপ্তাহের সমানভাবে বজায় থাকিলে এবং শেয়ারের বহুলাংশ অনুপস্থিত থাকে। ইহা সত্ত্বেও কয়েক সপ্তাহ বিক্রয়ের আতিরিক্ত লাভের টাকা পুনরাবির্ভাবের ফলে বাজার উন্নত হইয়াছে।

	৩০-৩-৪১	৬-৪-৪১
এংলো ইণ্ডিয়া	৩৯৲	৪২৲
ওরিয়েণ্ট মুই	২৮৲	৩১৩৲
ইণ্ডিয়া আয়রণ	৩৯।-	৩৯।-
জর	২৪।-	২৮৶০
টাকারী কটন	১২৯৲	১৩০৲
আই, বি, এম	১২৮৷-	১৪২৲
ইষ্টার্ণ ইনভেষ্টমেণ্ট	১৪২৲	১৭২৲
আসাম দূ	১৮০	২১/-

ব্যাঙ্ক—

ব্যাঙ্ক-কারবার মধ্যমায়ের। ব্যাঙ্ক ৩৶০-এ অপরিবর্ত্তিত থাকে, বিশ্বস্থাম ক্যাপিটালের সকলের দর ছিল ১৭৷- ; কিন্তু ২৪৷- পর্য্যন্ত দর হাত,বদল করে।

পাটকল বিভাগ—

এই বিভাগে কাজের পরিমাণ অবশ্য বাড়িয়া যায়। শেষের দিকে দরের কিছুটা উন্নতি ঘটে। এংলো ইণ্ডিয়া ৪২৲ টাকায় উঠে। ওরিয়েণ্ট ও গানি যথাক্রমে ৩১৩৲ টাকা ও ৫৪২৲ টাকায় হাত-বদল করে। বাজারের দর ক্রমে ক্রমে চড়িয়া ৪৩৶০ পর্য্যন্ত উঠে।

ইঞ্জিনিয়ারিং—

এই সপ্তাহে আলোচ্য বিভাগে অধিকতর উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ইণ্ডিয়া আয়রণের দর ৩৯।৶০ হইতে ৪৯৷- পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। মেকলেয়ের দর ৩৯৶০ পর্য্যন্ত উঠে। টেলরসুইট ২৬৶০ পর্য্যন্ত চড়িয়া যায়। জেসপ ২১৶০ পর্য্যন্ত চড়িয়া বাজার বন্ধ কালে ২১৷৶০ অংশে বিক্রিত হয়। জেসপটেট ১৯৶০ পর্য্যন্ত উঠে এবং বার্ণ কোম্পানী ৩৪৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

১৯১৪ সালের সামান্য শুরু থেকে আজকের দিন পর্য্যন্ত মার্টিন বার্ণ লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের ঘনসন্নিবিষ্ট অগ্রগমন এক হিসাবে ভারতীয় শিল্প-প্রগতির ইতিহাস। সাধারণ স্থাপত্যশৈলী, আধুনিক ধরণের আফিস ও বাসভবন নির্ম্মাণ, এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের অতি সামান্য অংশমাত্র। এই প্রতিষ্ঠান লোহা, ইস্পাত, সিমেণ্ট উৎপাদন আর খাদ এঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে বহুতর ও অতি-আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন কারখানা পরিচালনার অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জাহাজ ও রেলু, পরিচালনা করে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র ও ওয়াটার গ্রস, তৈরী করে মাল-গাড়ি। যুদ্ধোদ্যমের পূর্ব্বাকাশে গীয়র তৈরির সর্ব্বপ্রথম কারখানাটি এই প্রতিষ্ঠানেরই। কাঁসের ও চীনামাটির জিনিস, রেল-ওয়াইন, পরেণ্ট ও ক্রসিং, জল, গ্যাস ও মলতা বিতরণের কাজে ব্যবহৃত চাবাই লোহার পাইপ—এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পব্যবসের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মযোগ ছড়ানো। সাধারণ পেরেক থেকে মাল গাড়ি, বাসভবন বা আফিস তৈরির সাজসরঞ্জাম (ফরমা সমেত) এক গাছের বড় ছোটো আরি কাঁচা-এক কথায় যান্ত্রিক শিল্পব্যবসের পর্য্যায়ভুক্ত যে, কোন জিনিষের প্রয়োজন হলেই বিচার ঠিকানায় খোঁজ করুন।

মার্টিন বার্ণ লিমিটেড কলিকাতা—১।

১৯৩, চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে আমার অধিকারীবাবুর কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ২৩৭।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৯ হইতে